প্রকাশক ঃ

শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

সহযোগী সম্পাদনায় ঃ

ডঃ নীরদ হাজরা

চিত্র অঙ্কণে ঃ

প্রভাত কর্মকার

স্বপন দেবনাথ

অলংকরণ ঃ শিবব্রত রায়

প্রচ্ছদ ঃ নারায়ণ দেবনাথ

পরিক[illegible]না

শংকর [illegible]ণ্ডল

[illegible]স্, অ্যাণ্ড্ সন্স এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

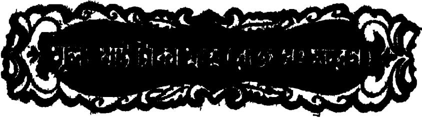
[illegible] ঃ ৯১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রসেস করেছেন ঃ

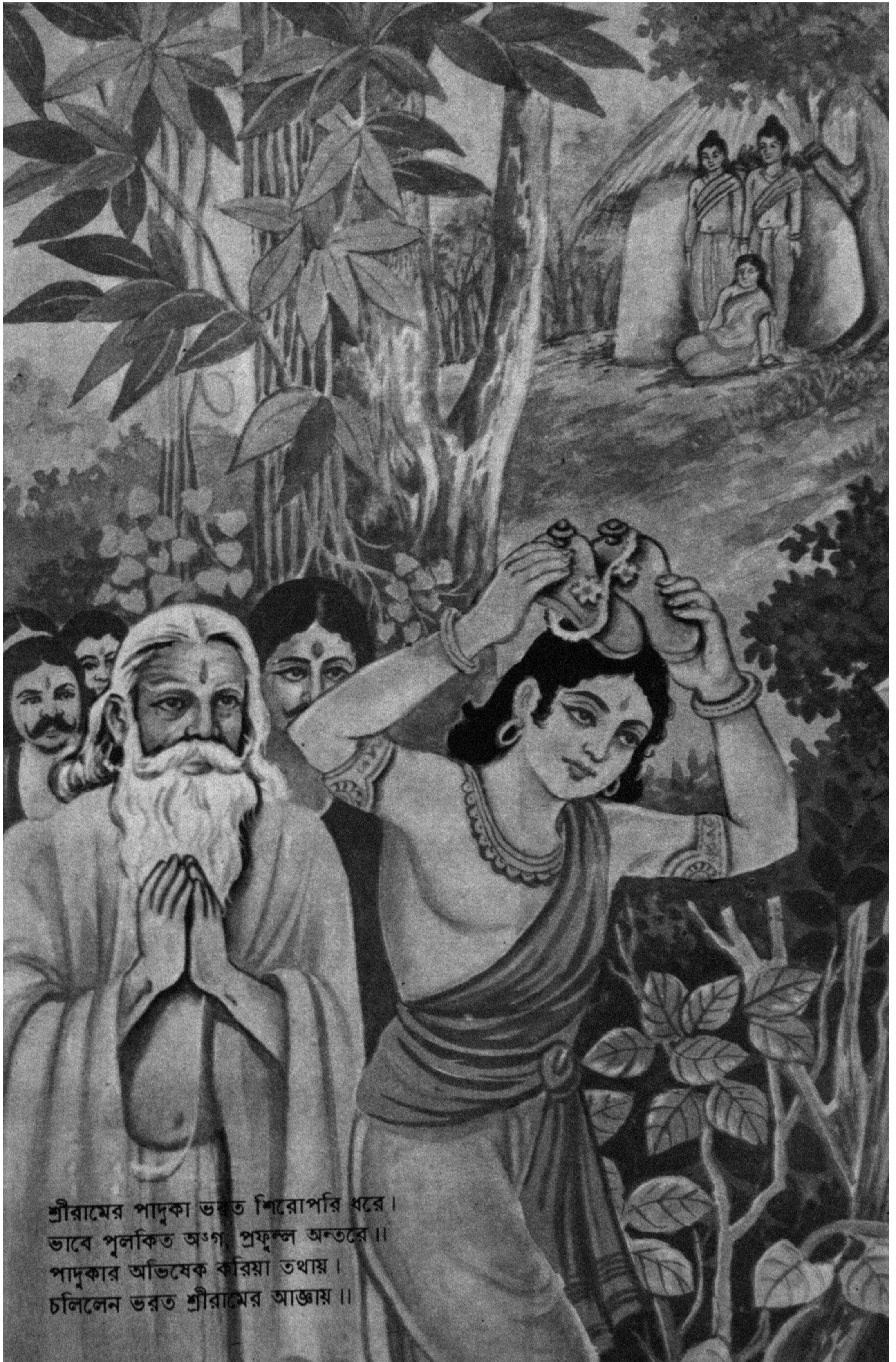
কম্পু কালার

১৭, আশুতোষ শী[illegible]

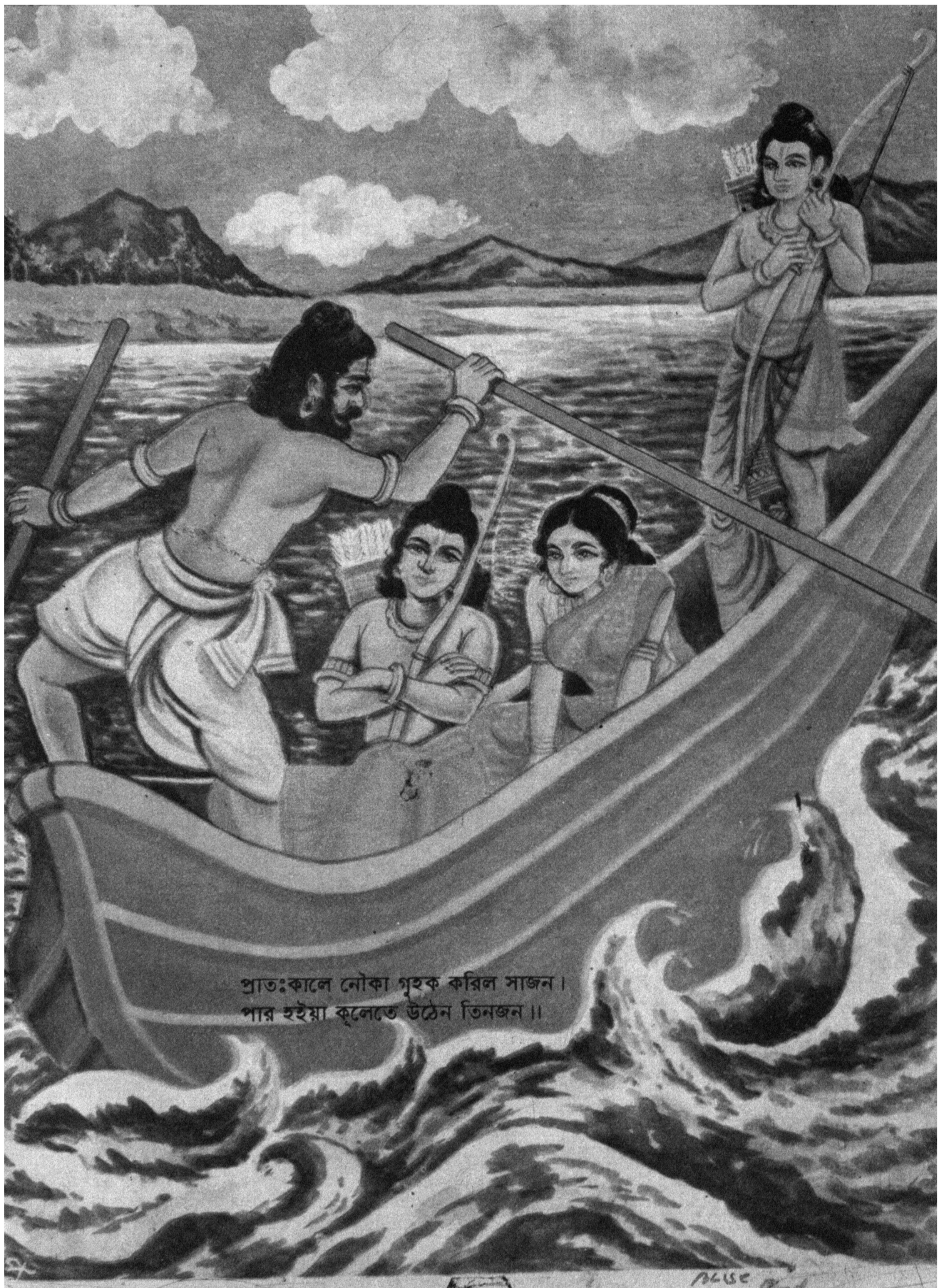




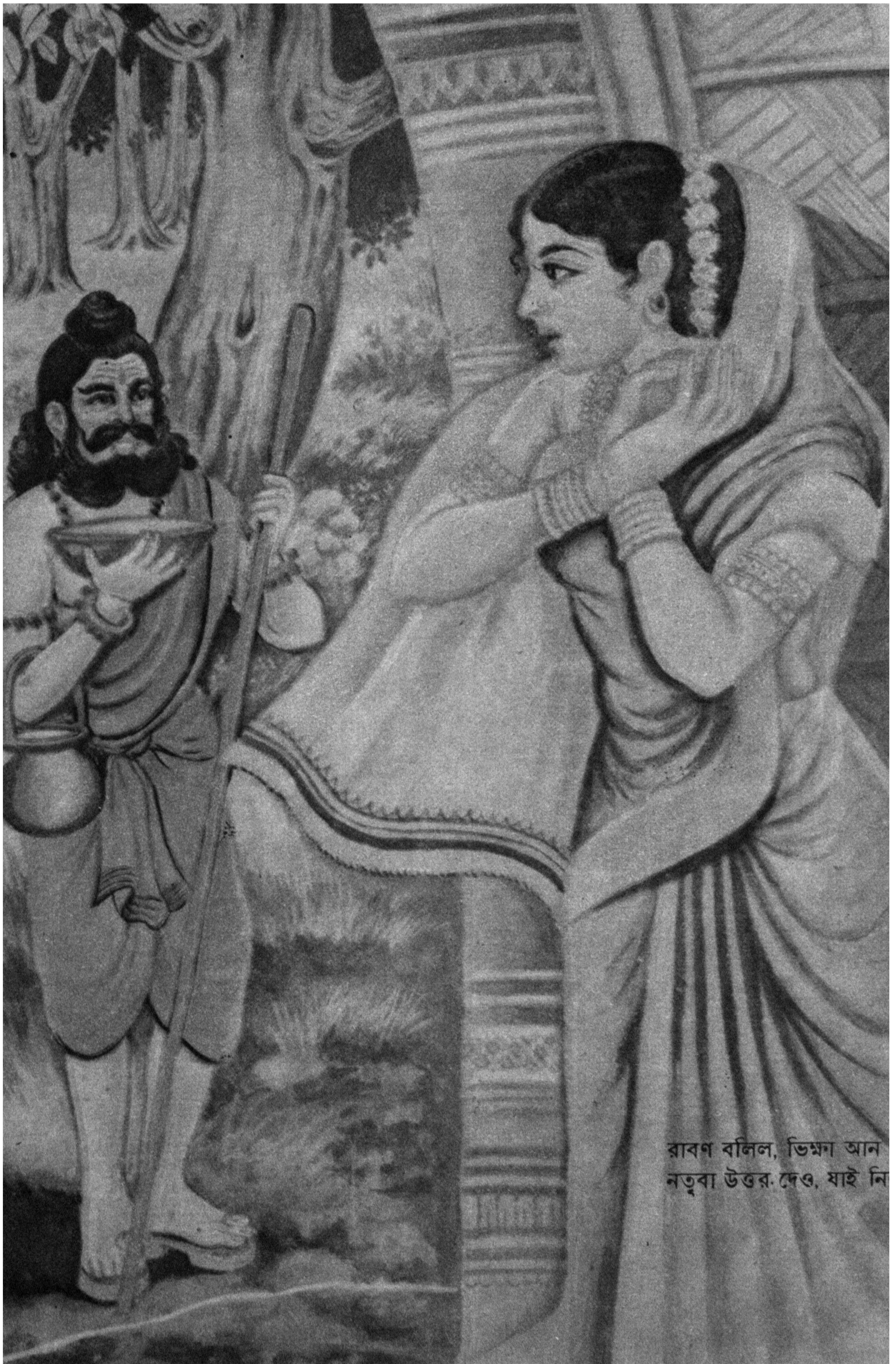

একথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনুক নোয়াইয়া গুণ দিলেন ধনুকে।।



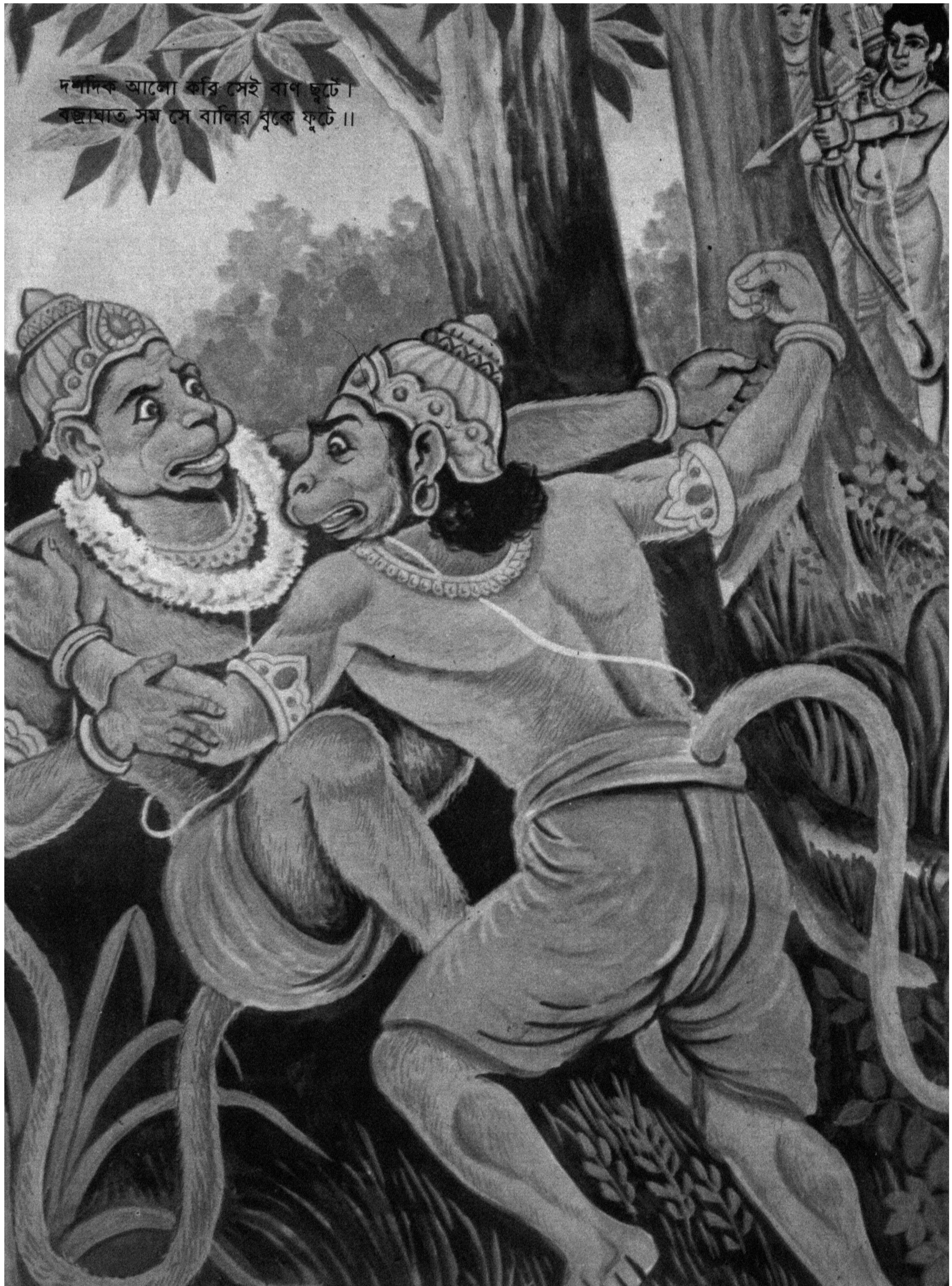
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরোপরি ধরে।
ভাবে পুলকিত অংগ, প্রফুল্ল অন্তরে।।
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়।।

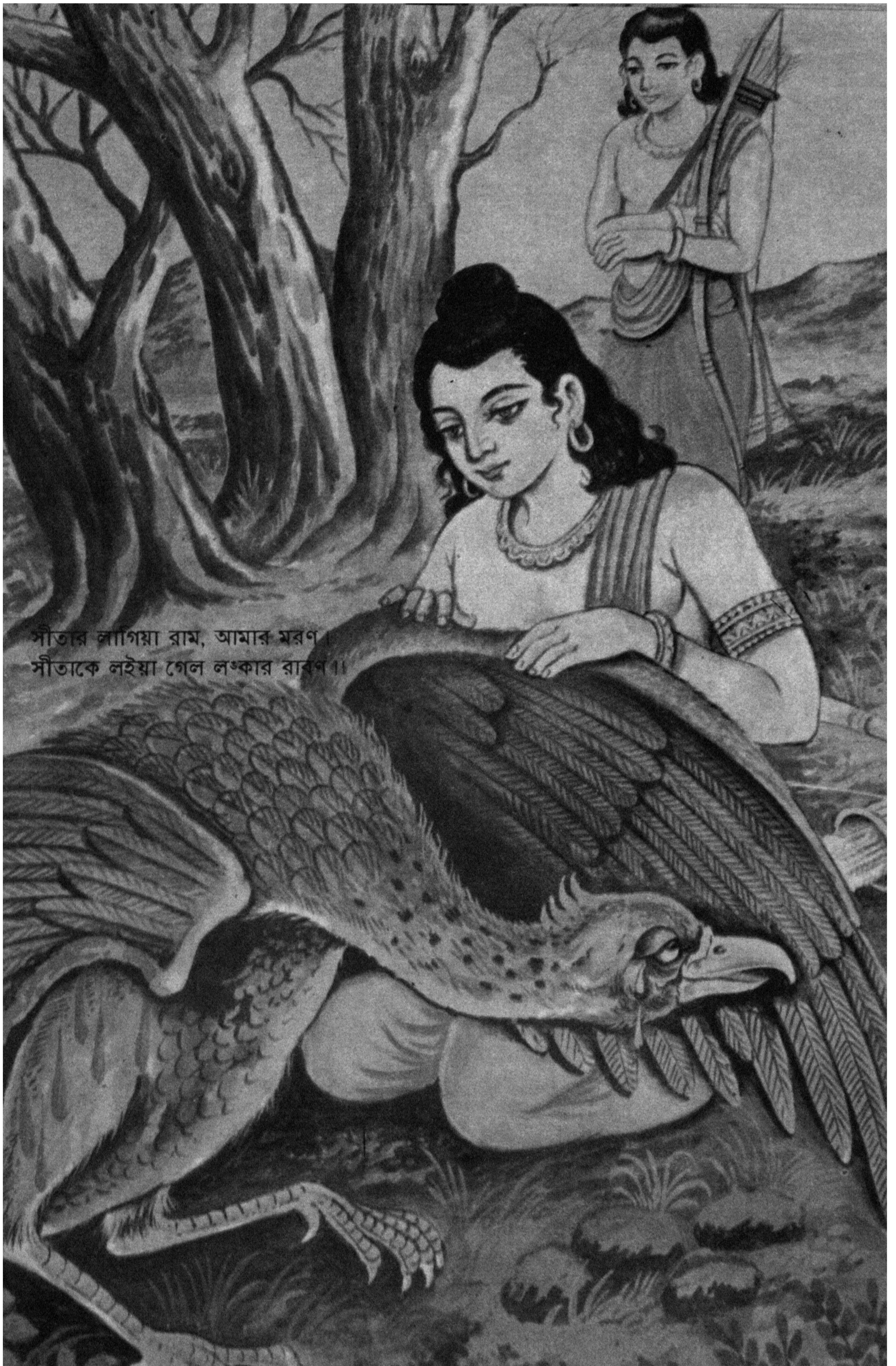


প্রাতঃকালে নৌকা গুহক করিল সাজন।
পার হইয়া কূলেতে উঠেন তিনজন।।



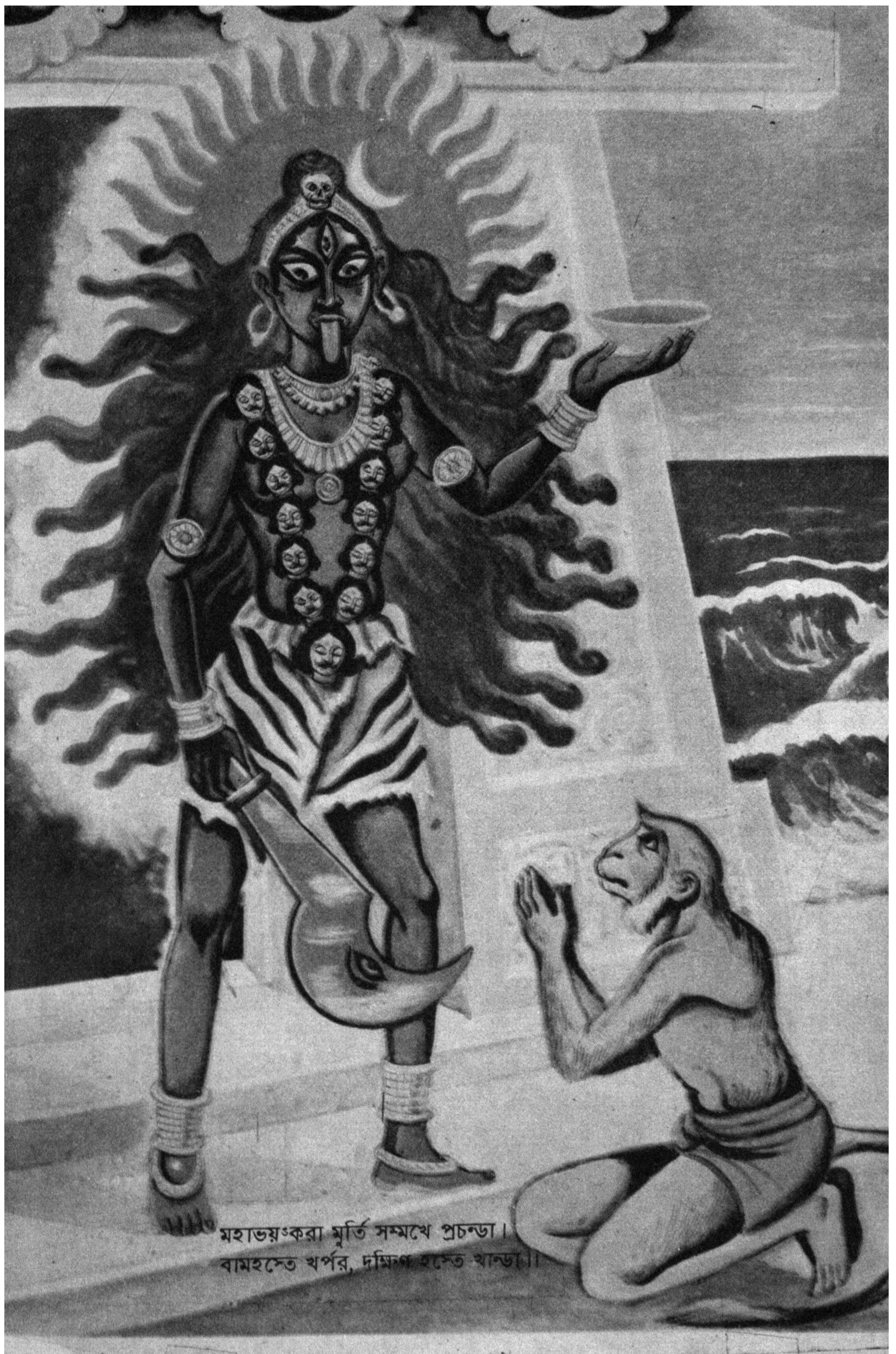
রাবণ বলিল, ভিক্ষা আন
নতুবা উত্তর দেও, যাই নি

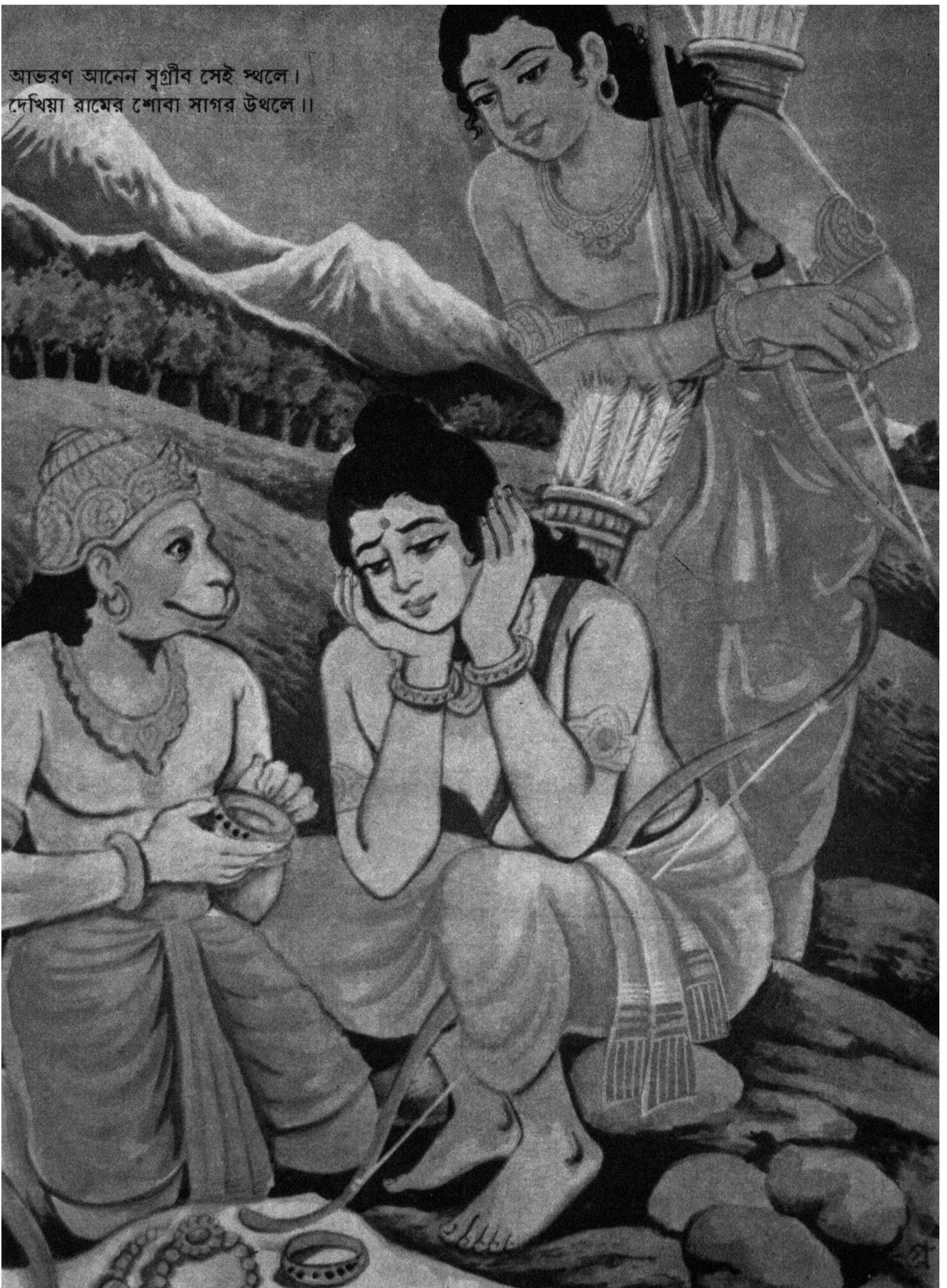

দশদিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম সে বালির বুকে ফুটে।।


সীতার লাগিয়া রাম, আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া গেল লংকার রাবণ।।



ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে ।
একলাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড পারে ।।

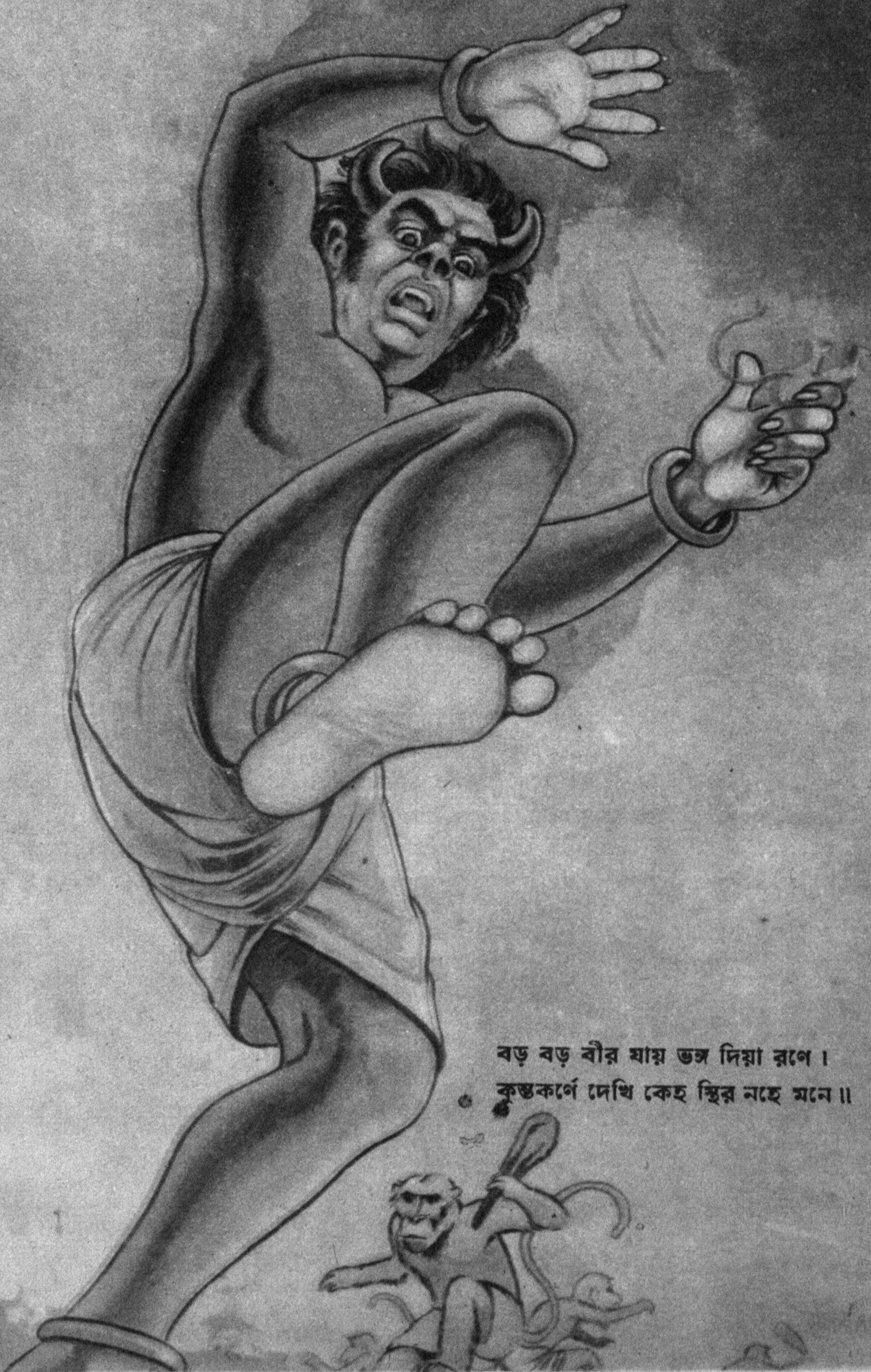

মহাভয়ংকরা মূর্তি সম্মখে প্রচন্ডা।
বামহস্তে খর্পর, দক্ষিণ হস্তে খান্ডা।।



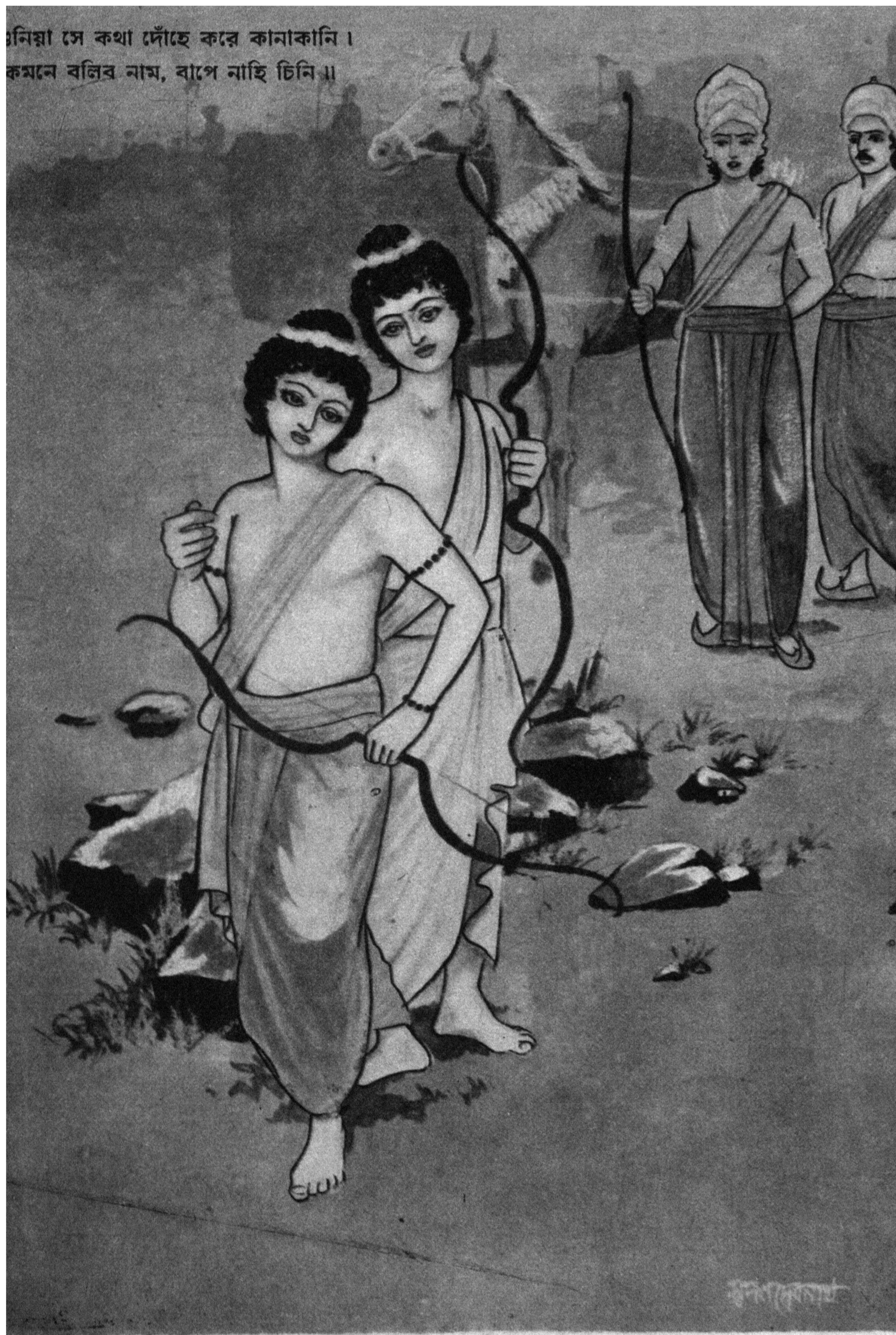
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোবা সাগর উথলে।।



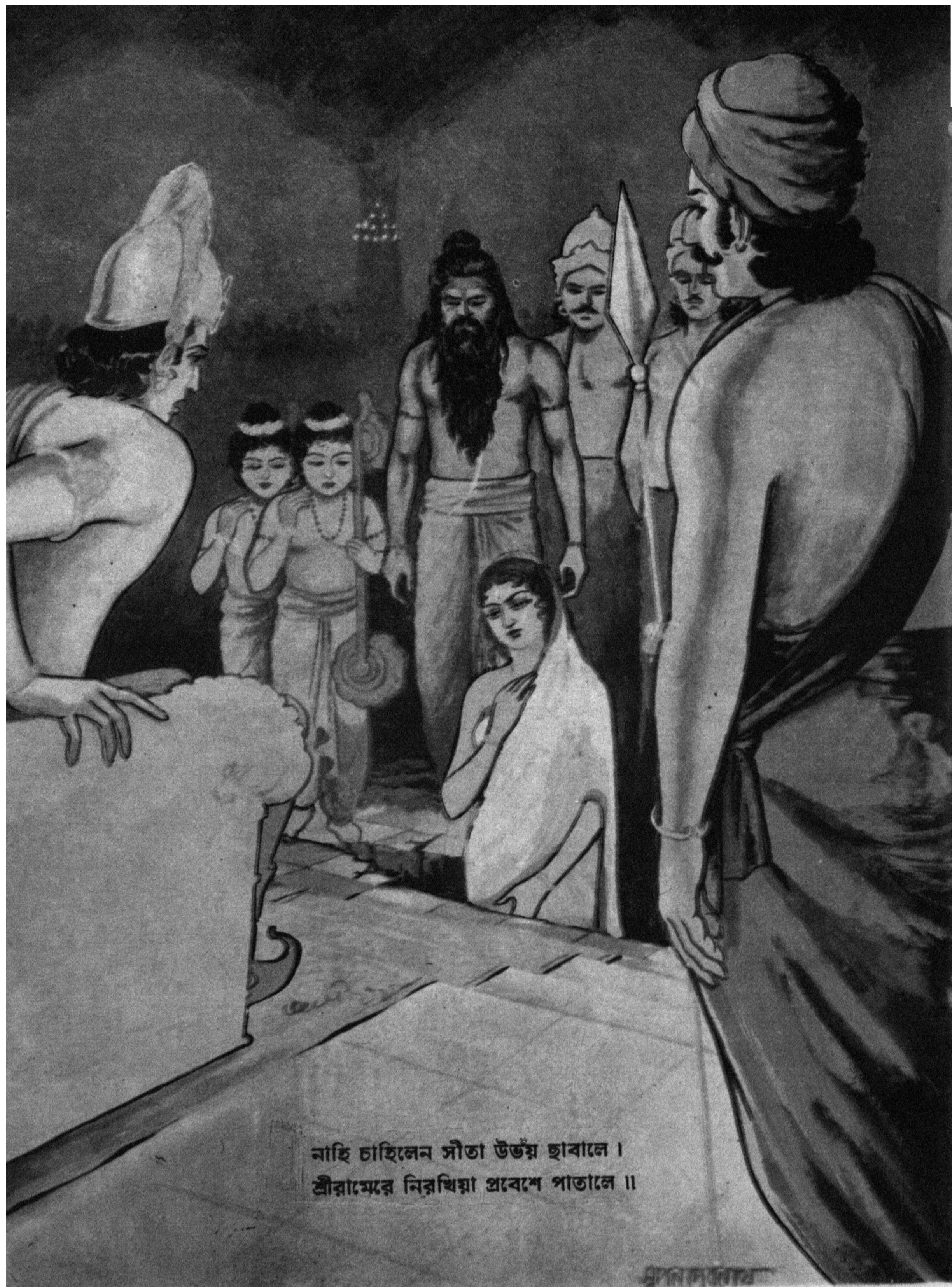
না-জানি ভকতি-স্তুতি, শুন রঘুবর
শ্রীচরণে স্থান-দান দাও গদাধর ।।



বড় বড় বীর যায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখি কেহ স্থির নহে মনে ॥



শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি ।
কেমনে বলিব নাম, বাপে নাহি চিনি ।।


নাহি চাহিলেন সীতা উভঁয় ছাবালে ।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥

উপক্রমণিকা

কবি কৃত্তিবাস

মা নিষাদ

কোন্ সেই স্মরণাতীত কালে সনাতন ভারতভূমির অন্তরে ধ্বনিত হয়েছিল এক অপূর্ব কাব্য ছন্দ।

আদি কবি বাল্মীকি কণ্ঠ নিসৃত এই ছন্দধ্বনি সার্থক রূপ পেলো রামায়ণ রচনায়।

রামায়ণ—সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃপ্রেমের এক মহৎ সৃষ্টি। যা যুগযুগ ধরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলি-কণায় ছড়িয়ে আছে আপন মহিমায়।

গ্রামের শান্ত পরিবেশে সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপের আলোতে বসে, ধর্মনিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে পাঠ করা হয় রামায়ণ কাহিনী।

মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায়। মূল সংস্কৃত থেকে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ কাহিনীর হয়েছে অনুবাদ। রামায়ণ কাহিনীর অনুবাদকদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন—কবি কৃত্তিবাস।

কে এই কৃত্তিবাস? রাণাঘাটের কাছে ফুলিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। যদিও তাঁর জন্ম দিন নিয়ে নানা মতভেদ আছে কিন্তু তিনি যে বাঙালী ছিলেন সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই।

বাল্যকাল হতেই কৃত্তিবাসের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল গভীর। পরবর্তীকালে তিনি সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে গৌড়েশ্বর দনুজমর্দ্দন দেবের রাজসভায় রাজকবি হিসাবে সম্মানীয় স্বীকৃতিলাভ করেন এবং রাজা দনুজমর্দ্দনের অনুরোধে মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণ কাহিনী অনুবাদ করেন। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি কৃত্তিবাস বাঙালীকে ও বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে এই অপূর্ব রত্ন উপহার দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রচিত রামায়ণ বাঙালীর নিকট আজও চিরনতুন এবং পরমশ্রদ্ধা ও ভক্তির সংগে গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

তিনি কি স্বভাবকবি ছিলেন? তাঁর রচনার সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অপূর্বভাবের প্রকাশ রামায়ণের ছন্দে ছন্দে তা আস্বাদিত হয়। তাতে এই বিশ্বাস মনে জেগে ওঠে যে, তিনি একাধারে কবি ও পরমসাধক এবং ভক্ত॥

পান্ডিত্যে ও কবিত্বে তিনি যেমন ছিলেন শক্তিশালী, তেমনি অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস ছিল তাঁর গভীর। তাই তাঁর রচিত রামায়ণের একটি পঙক্তিতে আমরা দেখতে পাই।

রাম নাম লইতে ভাই না করিও হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥

সময়ের স্রোতে কত যুগ গেছে চলে। আজো কত ব্যথাতুর হৃদয় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ শ্রবণ করে দুঃখ কষ্টের মধ্যে পায় সান্ত্বনা—হয়ত কোন হৃদয়ে ভগবদ্ প্রেমের পবিত্র দীপশিখাটি জ্বলে ওঠে রামায়ণের পুণ্যগাথা আস্বাদনে—তা কে বলতে পারে?

বাঙ্গালীর ঘরে যত দিন শ্রীরাম নাম উচ্চারিত হবে, ততদিন সাধককবি, ভক্তকবি কৃত্তিবাসের নাম থাকবে স্মরণীয়।

বিনীত—

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাল্মীকি ও রামায়ণী কথা

রামায়ণী কথার স্বাতন্ত্র্য

যে কোন দেশের মহাকাব্য সেই দেশের জন-জীবনের এত গভীর শিকড় চালিয়ে নিজেকে সজীব করে তোলে যে, সেই দেশের সামগ্রিক ভাবমণ্ডলে মহাকাব্যটির চিরস্থায়ী প্রভাব থেকে যায়। রামায়ণের সঙ্গে ভারতবর্ষের এমনই অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। গত তিন হাজার বছর ধরে ভারতীয় মনোজগত এই ভাবরসে পুষ্ট ও পরিণত হয়েছে। প্রদেশে প্রদেশে, যুগে যুগে বাইরে অজস্র পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু রামায়ণী কথার প্রতি উন্মুখতা থেকেছে সুচিরস্থায়ী। মহাভারতের বিশাল কর্মকাণ্ড, কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় দ্বন্দ্ব, মধ্যমণি শ্রীকৃষ্ণের মহাদর্শ এমন কি পরিশেষে জীবন ও জগত সম্পর্কে বৈরগ্য-স্পর্শী দর্শন —ভারতের বৃহত্তর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, পরিবারের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে রামায়ণ। মহাভারত প্রভাব ফেলেছে গোষ্ঠী-জনমণ্ডলী, দেশ ও রাজনৈতিক ভাব ও ভাবনায়—কিন্তু ব্যক্তির মনোকন্দরে প্রবেশ করে তার পারিবারিক সম্বন্ধের মণিমঞ্জুষা সৃষ্টি করেছে রামায়ণ। এখানেই রামায়ণের প্রভাবের স্বাতন্ত্র্য ও জনপ্রিয়তার মূল কথা।

বাল্মীকি রামায়ণের পরিচয়

বাল্মীকিকেই আদি কবি এবং রামায়ণকেই ভারতের আদিকাব্য বলা হয়। এর আগে যে সব বেদ পুরাণ রচিত হয়েছে তাকে বলা হয় অপৌরুষেয়। মহাভারতকে এর পূর্বকালে রচিত বলে ধরলেও তাকে ব্যক্তির রচনা মনে করা হয় না। তা 'ব্যাস' অর্থাৎ সমষ্টির রচিত—লেখক গণেশ। অর্থাৎ সর্বত্রই একটি 'গণ'-সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়ে যাচ্ছে। এদিক থেকে আলংকারিক কাব্য রচনায় ব্যক্তিগত চেষ্টা প্রথম বাল্মীকির মধ্যেই দেখা যায়। সম্ভবতঃ এজন্যই সুপ্রাচীন কাল থেকে বাল্মীকিকে আদি কবির সম্মান দেওয়া হয়।

যীশু খৃষ্টের জন্মেরও প্রায় এক হাজার বছর আগে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড। এদের নামগুলি হল যথাক্রমে বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লংকা ও উত্তর। এর শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪,০০০। ছন্দের নাম অনুষ্টুপ।

পাণ্ডিতদের মতে এই সপ্তকাণ্ডের মধ্যে প্রথম ও শেষ কাণ্ডটি বাল্মীকির রচনা নয়। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে, অযোধ্যা থেকে লংকাকাণ্ড পর্যন্ত কাহিনী যেমন সংযত ও গ্রানিট গাঁথুনিতে রচিত, অন্য অংশ তা নয়। যিনি এমন সংহত কাহিনী বয়ন করতে পারেন তিনি কখনও অত শিথিল তথ্যস্তূপ একত্রিত করতে পারেন না। এই দুই কাণ্ডে বাল্মীকির নিজের কাহিনীও কম নয়। এ সব কথা বাল্মীকি নিজে রচনা করবেন বলে মনে হয় না। উপরন্তু এই পাঁচ কাণ্ডে রামকে বিষ্ণুর অবতার বা পূর্ণব্রহ্মরূপে বর্ণনার চেষ্টা করা হয়নি, এজন্যও মাঝের পাঁচের সঙ্গে প্রান্তিক দুই কাণ্ডের পার্থক্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পরবর্তীকালে গুণবান্, বীর্যবান্, ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র নরকুলচন্দ্র রামচন্দ্র যখন জনমণ্ডলে বিষ্ণু-অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন এই অংশ সংযুক্ত হয়েছিল।

জেকোবি ইত্যাদি পণ্ডিতেরা মনে করেন, বাল্মীকি রামায়ণ নামে পরিচিত গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশের বেশি বাল্মীকির রচনা নয়। অবশিষ্ট সবটুকুই সূত, ভাট, মগধ নামক গায়ক সম্প্রদায় শ্রোতা-মনোরঞ্জনের জন্য আবশ্যকমত সংযুক্ত করেছিল।

রামায়ণ কাহিনীর প্রচার ও প্রসার

আদি বাল্মীকি রামায়ণের রূপটি নির্দ্ধারণ করা ও খুব সহজ নয়। বাল্মীকি রামায়ণের (সংস্কৃত ভাষায়) যত পুঁথি ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে মূল কাঠামোর মিল থাকলেও পার্থক্যও কম নয়। প্রত্যেক অঞ্চলের পণ্ডিতেরাই নিজ অঞ্চলের পুঁথিকেই খাঁটি বলে দাবী করছেন। এতে প্রাদেশিকতা যত বেশি—ঐতিহাসিকতা ততই ক্ষীণ। যাই হোক, এত আঞ্চলিক প্রভাব রামায়ণ প্রচারের ব্যাপকতারই পরিচায়ক।

বাল্মীকি আদি কবি হলেও সংস্কৃতে তিনিই রামায়ণের একমাত্র কবি নন। 'অদ্ভুত রামায়ণে' রামচন্দ্রের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণে' রামকথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রামকাহিনী নিয়ে সংস্কৃতে নানা পুরাণ কাব্য ও নাটক রচিত হয়েছে। এর মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড (৩৭ শ--৭১ তম অধ্যায়), অগ্নিপুরাণ (৫ম—১১ শ অধ্যায়), শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ (১০ম—১১ শ অধ্যায়), মৎস্য পুরাণ (১২শ অধ্যায়), কূর্মপুরাণ (২১ শ অধ্যায়), বায়ুপুরাণ (৮৮তম অধ্যায়), দেবী ভাগবত (৩। ২৮—৩০ অধ্যায়) বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড (১৮ শ—৩০শ অধ্যায়), কল্কিপুরাণ (৩। ৩-৪ অধ্যায়) এবং জৈমিনিভারত (২৫ শ —৩৬শ অধ্যায়)-এর কথা উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতে কালিদাসের 'রঘুবংশমে' রঘুবংশের ইতিকথা বর্ণনা করা হয়েছে। ভর্তৃহরির 'ভাট্টিকাব্যম্, ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' 'মহাবীর চরিত' 'মহানাটক', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' ইত্যাদি বিখ্যাত নাটক ও কাব্যগুলি রামকাহিনী অবলম্বনেই রচিত। বাঙলাদেশে সংস্কৃতে রামকথা প্রথম লেখেন অভিনন্দ (সম্ভবতঃ নবম শতক)। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' একাদশ দ্বাদশ শতক) অদ্ভুত দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় রচিত।

শুধু সংস্কৃতে নয়, প্রাচীন-ভারতীয় আর্যভাষাগুলি এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যবর্তী স্তরের ভাষাতেও রামকাহিনী লেখা হয়েছে। পালি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতে নানাভাবে রামায়ণী কথা পাওয়া যায়। জৈনেরা রাম-কথা শুনতে ভালবাসতেন। তাঁরা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। পালি জাতকগ্রন্থে 'দশরথ-জাতক'-এ রাম কথায় সীতাহরণের কথা নেই। সীতা রামের ভগ্নী, পরে বিবাহিতা স্ত্রী।

এরপর আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রচিত রামায়ণগুলির কথা বলা যায়। প্রত্যেক প্রদেশিক ভাষাতেই একাধিক রামায়ণ রচিত হয়েছে। এর ভেতর তামিলে কম্বন্-রামায়ণ, কানাড়ীতে পম্পা-রামায়ণ কয়েক শতাব্দী ধরে দাক্ষিণাত্যে জনপ্রিয় হয়ে আছে। উত্তর ও পূর্ব ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' এবং 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। 'বিশ্বকোষ' প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী মারাঠীতে আটখানি, হিন্দীতে এগারখানি, ওড়িয়াতে ছয়খানি, তেলেগুতে পাঁচখানি, তামিলে বারখানি, এবং বাঙলায় পাঁচিশখানি রামায়ণ রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বাইরে রামায়ণ

ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে রামায়ণের রয়েছে নাড়ীর যোগ। তাই ভারতীয়েরা যেখানেই গেছে, সেখানেই গেছে রামকথা। গত দু হাজার বছর ধরে এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে রামকথা প্রচারিত থেকেছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে বৃহত্তর ভারতে অর্থাৎ ভারত-সংশ্লিষ্ট পূর্বাঞ্চলে এবং ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়েরা কখনও বিজয়ীর বেশে, কখনও ব্যবসায়ীরূপে, কখনও বা শুধুই সাংস্কৃতিক প্রতিভূ হিসাবে গিয়েছে বারংবার। তাই ঐ সব অঞ্চলে রামকথা শুধু জনপ্রিয় নয়—জনজীবনেও তার প্রভাব প্রবল। এ সব অঞ্চলে সর্বত্র যে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে বলে রামায়ণের এত প্রভাব, এমন নয়। বালি-দ্বীপ এবং শ্রীলংকা ছাড়া আর কোথাও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু-ধর্ম আজ আর বর্ত্তমান নেই—ব্রহ্মে, শ্যামে, কম্বোজে (কম্বোডিয়া), চম্পায় (কোচিন-চীন) এখন প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ, মালয়ের মত কয়েকটি দ্বীপ গ্রহণ করেছে মুসলমান ধর্ম—কিন্তু জনমানসে যেমন রামকথা শোনার আগ্রহ, জনজীবনেও তেমন

রামায়ণের প্রভাব। নৃত্যে-গীতে ও শিল্পে রামকাহিনীর নানাপ্রকাশ দেখা যায়। যবদ্বীপে রামায়ণ তাদের ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই রামকথা প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ দিকে। প্রথম দিকে দশরথ জাতকের অনুরূপ কাহিনীই সে দেশে অনুবাদ করা হয়েছিল। এর প্রায় দুশ বছর পরে মধ্য-এশিয়া সোগ্‌দিয়ানা বা চুলিকদেশের এক ভিক্ষু বাল্মীকি রামায়ণের অনুরূপ কাহিনীও অনুবাদ করেন। চীনা অনুবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ও'রা নামগুলিও নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাই দশরথ চীনা রামায়ণে 'শ্যাং-শী' বা 'শ্যাং-জ্যো'।

ভারতীয় যে কোন ব্যক্তি নিচের সংবাদগুলিতে গর্ববোধ করবেন। চম্পাদেশে রাজা প্রকাশধর্ম (৬৫৩—৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) মহর্ষি বাল্মীকির এক মূর্ত্তি তৈরি করেন পূজার জন্য। ব্যাংককের জাতীয় সংগ্রহশালার দরজায় ব্রোঞ্জ নির্মিত মানবাকার ধনুর্বান হস্তে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। শ্যামদেশে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে এক নতুন রাজবংশ স্থাপিত হয়, তাঁর রাজধানীর নাম রাখা হয় অযোধ্যা - আয়ুথিয়ে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের প্রত্যেক রাজার নামের প্রথম অংশ 'রাম'। এদের প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম ইত্যাদি বলে গণনা করা হয়। এদেশে এখনও এই 'রামরাজ্য' চলছে। শ্যামদেশের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হচ্ছে ছায়ানাট্য এবং তার জনপ্রিয়তম বিষয় হল রামকিয়েন্ বা 'রামকীর্ত্তি'।

ভারতের উত্তর পশ্চিমদিকেও রামকথার বিস্তার দেখা যায়। মধ্য-এশিয়ার খোতান, চীনাতুর্কিস্তান, তোখারিস্তান বা উত্তর সিন্-কিয়াং অঞ্চলেও রামায়ণ কাহিনীর প্রচার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী এবং তার পরবর্ত্তীকালে ইউরোপেও রামায়ণের একাধিক ভাষান্তর হয়েছে। জার্মানীতে সংস্কৃত চর্চ্চার একটা বড় অংশই রামায়ণচর্চা। সব মিলিয়ে রামায়ণকথা নানা জাতির চিত্তকে পরিতৃপ্ত করেছে: ধর্ম-চিন্তার বাইরেও রামায়ণ কথায় যে সাহিত্যরস বর্ত্তমান—তাই রামায়ণকে বিশ্বমানবের অক্ষয় রস-ভান্ডারে ঠাঁই দিয়েছে।

ভারতে রামভক্তিবাদ

রামকথা যত প্রাচীনই হোক, রামভক্তিবাদ কিন্তু তত প্রাচীন নয়। আমরা আগেই বলেছি রামায়ণের আদিকান্ড এবং উত্তরকান্ডে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুঅবতার বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে এবং এজন্যই একে পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শুধু ঐ দুই কান্ডেই নয়, রামায়ণের পরবর্ত্তীকালে রচিত বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণেও রামচন্দ্রকে বিষ্ণু অবতার বলা হয়েছে। কালিদাস তাঁর রঘুবংশমের দশম সর্গে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তখনও রামভক্তিবাদ গড়ে ওঠেনি। তবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী সম্পর্কে এমন কিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যার থেকে অনুমান করা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীতেই রামভক্তসম্প্রদায় ও নানাস্থানে রামমন্দির গড়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষভাবে রামভক্তিবাদ প্রচারের এবং রামভক্তসম্প্রদায় গঠনের কৃতিত্ব রামানন্দকেও দিতে হবে। তিনি রাঘবানন্দের কাছে রামভক্তিবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং 'রামায়েৎ' সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। রামভক্তিবাদের আনুকূল্যেই অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হয়েছিল। এ তিন গ্রন্থেই পরবর্ত্তীকালের ভক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছে।

অদ্ভুত রামায়ণে সাংখ্যযোগ, ভক্তিবাদ ও শাক্ততন্ত্রের মিশ্রণে এক বিচিত্র রসায়ন তৈরি করা হয়েছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম। এর উত্তরকান্ডের পঞ্চম সর্গে 'রামগীতা' নামে পরিচিত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে মূল রামায়ণের পরবর্ত্তীখন্ড রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈরাগ্যবশে রামচন্দ্র উদাসীন হলে কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁকে উপদেশ-ছলে ষড়দর্শনের নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এইসব ভক্তিতত্ত্বেরই অনুক্রমে কৃত্তিবাসের রামাশ্রিত ভক্তিবাদ এবং তুলসীদাসী দ্বৈতবাদী ভক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তীকালে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব

সমাজের প্রবল প্রভাবে বাঙলাদেশে রামভক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারেনি—কিন্তু সমগ্র উত্তর ভারতে তুলসীদাসী ভক্তিবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

রামকাহিনী কি ঐতিহাসিক ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'রামায়ণ-মহভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।' কবির এই কথাতেই বোঝা যায় যে তিনি একে শুধু 'ইতিহাস' বলতে পারেননি। শুধু 'ইতিহাস' আর 'চিরকালের ইতিহাসে' ফারাক অনেক। 'ইতিহাস' বিশেষ যুগের সুনির্দিষ্ট কালের বাস্তবিক ঘটনার নথি আর চিরকালের ইতিহাস হচ্ছে বহু যুগ ও কালের বাস্তবিক ঘটনার অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রেরণার সারাৎসার।

লক্ষ্য করবার কথা এই যে, এই বক্তব্যে কবি রামায়ণ ও মহাভারতকে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন। অথচ কোন দিক থেকেই রামায়ণ ও মহাভারত সমরীতির কাব্য নয়। যে বিশালতা ও ব্যাপ্তি মহাভারতের কাহিনীতে, তা রামায়ণে নেই আবার মহাভারত রামায়ণের মত সুসংহতবস্তুও নয়। এসব কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, মহাভারতের সমগ্র কাহিনী ইতিহাসসম্মত না হলেও শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন, কৃষ্ণ, পরীক্ষিত ইত্যাদি চরিত্র যে ঐতিহাসিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতের তৎকালীন সমাজচিত্র, ভৌগোলিক বিবরণাদি মহাভারতে যথাযথভাবেই সংকলন করা হয়েছে। :উপদেশাদির ভিতর দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে, সেকালের চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা। এইদিক থেকে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু রাম-কাহিনী ?: পণ্ডিতেরা বলেন, এ কাহিনী প্রত্যক্ষতঃ কবিসৃষ্ট। এর কোন বাস্তুবানুকারী ভিত্তি নেই।: বিদেহরাজ জনক হয়ত ঐতিহাসিক মানুষ কিন্তু সীতা এবং সীতা-সংক্রান্ত কাহিনী অনৈতিহাসিক। রামাদিরও কোন বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ নেই।

রামায়ণের রূপকত্ব

অনেকেই রামকথার রূপকত্বে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে এই রূপকত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। রামায়ণ কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু সীতা। সীতা শব্দটির অর্থ হলরেখা। হলরেখা থেকে সীতার উৎপত্তি কথাটির মধ্যে কৃষি-সভ্যতার ইঙ্গিত রয়েছে। সীতার সংগে যাঁর বিবাহ হল তিনি দূর্বাদলশ্যাম। সে তো কৃষিজাত শস্যশ্যামল রম্যতার প্রতীক। রাম পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করলেন, এর দ্বারাও চাষের অযোগ্য জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার ইঙ্গিত রয়েছে।

আর এক রাম হচ্ছেন পরশুরাম। তিনি কুঠার দ্বারা মাতৃহত্যা করেছেন। তাঁর মাতৃত্ব দেওয়া যেতে পারে মরু অঞ্চল বা অরণ্য অঞ্চলকে। তিনি মরুর উষরতা দূর করে বা অরণ্যের বৃক্ষাদি ছেদন করে তাকে কৃষিভূমিতে পরিণত করেছিলেন—একেই মাতৃহত্যা বলে রূপকারোপ করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার সহচর। লক্ষ্মণ অর্থ কল্যাণময় সম্পদ। চাষেই তো সমৃদ্ধি। কি সুন্দর পরিকল্পনা! তাই সীতার এক দিকে রাম অর্থাৎ শ্যামল সজীবতা অন্য দিকে লক্ষ্মণ অর্থাৎ কল্যাণকারী সম্পদ।

বিপরীত দিকে রাবণ হচ্ছে রবকারয়িতা, যে অপরকে আর্তনাদ করতে বাধ্য করে। রাবণ কথার এ অর্থ স্বয়ং বাল্মীকিই আরোপ করেছেন।

যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্॥

উত্তরকাণ্ড, ১৬/৩৭ ৩৮

এর অর্থ হ'ল, যেহেতু এই ত্রিলোক ভীত ও আর্ত্তনাদকারী হয়েছে, অতএব তুমি রাবণ নাম খ্যাত হবে। দেবতা মানব যক্ষ এবং জগতের অন্য সকলেই তোমাকে লোকরাবণ রাবণ নামে ডাকবে।

লক্ষ্য করবার কথা এই সংজ্ঞায় রাবণকে প্রবল শক্তির প্রতীক ও অত্যাচারী ভাবা হয়েছে। এই রাবণের পুত্র হচ্ছে মেঘনাদ—সেও নাদ-সৃষ্টিকারী। ভাই বিভীষণ—অর্থাৎ বিভীষিকাময়তা। এদের সমস্ত প্রতাপের উৎস স্বর্ণ বা ধন। এই স্বর্ণলোভ সীতাকেও চঞ্চল করেছিল। লোভের ইশারা তুলেছিল মারীচ অর্থাৎ মরীচিকা। এ মরীচিকার প্রলোভনইতো রামায়ণের সবচেয়ে বড় আর্ত্তি—এমন কি কৈকেয়ীর বর প্রার্থনাও কি সেই স্বর্ণলোভের পরিণতি নয়!

বাল্মীকি সচেতন ভাবেই এ রূপক আরোপ করেছিলেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। আদি কবি তাই কি হেমন্তকালেই সীতাহরণ ঘটালেন? যখন কৃষিজাত সভ্যতা ঘরে ফসল তোলে, সেই তো হেমন্তকাল। মরাইতে সম্পদ তোলার পরিবর্ত্তে সীতাই হরণ হলো। স্বর্ণলংকা জয় করেই হ'ল সীতা-উদ্ধার।

রামকথার তাৎপর্য

রামায়ণের এই রূপকত্ব তত্ত্ব থেকে অনেকেই এর মধ্যে আর্য সমাজের বিবর্তনের ইতিকথা খুঁজে পেয়ে থাকেন। আর্যরা প্রথমে ছিলেন গোপালক এবং মৃগয়াজীবী। কিন্তু ভারতে যতই তাঁরা রাজ্য বিস্তার করতে থাকলেন, ততই তাঁরা ক্রমে ক্রমে কৃষি-নির্ভর হতে থাকলেন। অরণ্য চাষের জমির প্রতিকূল। আর রাক্ষসজন অরণ্যভূমির পোষক। ফলে রাক্ষসজনের সংগে শুরু হ'ল কৃষিজনের বিরোধ—রামায়ণের মূল কথাই এই দ্বন্দ্ব।

এই কৃষি-সভ্যতার একজন প্রবর্ত্তক ও ধুরন্ধর রাজা জনক। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল কৃষি সভ্যতার বিস্তার এবং রাক্ষস-শক্তির বিলোপসাধন। বিশ্বামিত্র ছিলেন তাঁর সমর্থক। তাঁরই সাক্ষাৎ প্রভাবে রামচন্দ্র ধনু ভঙ্গ করে সীতা লাভ করলেন। একে মৃগয়াবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিবৃত্তি গ্রহণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, আর জনক সভায় যাওয়ার আগেই তাড়কা বধ করে রাম রাক্ষস-বিলোপের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ফলতঃ তিনি জনক রাজারই ব্রতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্য-পরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। যেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রত গ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।'

'সাহিত্যসৃষ্টি' সাহিত্য।

রামায়ণে শুধু এই আর্য-অনার্য (রাক্ষস) বিরোধের কথাই নেই, ধর্মবিরোধের কথাও আছে। রাক্ষসেরা সকলেই ছিলেন শিবোপাসক। রামচন্দ্রের হরধনুভংগ করা ঐ ধর্মের বিরুদ্ধে জোহাদ ঘোষণাই নামান্তর। রাক্ষসেরাও যজ্ঞ পণ্ড করতেন। রাক্ষসেরাই যে যজ্ঞ পণ্ড করতেন এমন নয়, তাদের দেবতা শিবও স্বয়ং যজ্ঞ-নাশক ছিলেন। বলা যায় এই ধর্মবিরোধে শিবোপাসকদের পরাজিত করে আর্য সভ্যতা ও ধর্মের বিজয় কথাই রামায়ণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

কিন্তু ভারতের ইতিহাসে একটা কাল এসেছে যখন যজ্ঞনাশক শিব হয়েছেন যজ্ঞেশ্বর। বিষ্ণুবিরোধী দেববিজয়ী রাবণের পূর্বজন্মও দেবসান্নিধ্য স্বীকৃত হয়েছে। কৃষি সভ্যতার অন্যতমা দেবী অন্নপূর্ণাকে বলা হয়েছে তাঁরই গৃহিণী এই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ী-রীতি। আমরা ভারতীয় রামকথার বিবর্তনের ধারার আধুনিককালে এই সমন্বয়ী চিন্তার প্রতিফলন দেখেছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ সমন্বয়ী চিন্তার চূড়ান্ত।

রামায়ণের মানবিকতা ও কাব্যরস

রামায়ণে আর্য-অনার্য সংঘাতের কথা থাকুক আর ধর্ম বিরোধের কথাই থাকুক, তার কালজয়ী এবং বিশ্বজয়ী স্বরূপ লুকিয়ে আছে তার মানবিকতায় এক কাব্যরসে। কোন ব্যক্তিই প্রথমে রামায়ণে রূপকত্ব বা আর্য-অনার্য সংঘাত

বা ধর্ম বিরোধের কথা সন্ধান করতে বসেন না প্রথমেই। প্রথমেই নানা চরিত্রের স্নেহ-প্রেম ভালবাসার আকর্ষণ, নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, নানা ভাবাবেগের টানপোড়েনে আন্দোলিত মানবিক কাহিনীর প্রতিই আকৃষ্ট হন। বস্তুত পক্ষে এত বড় পারিবারিক জীবনাদর্শ ভারতীয় সাহিত্যে আর কোথাও নেই। মহাভারতের সার যদি গীতা — তবে তা বৃহত্তর জীবনে তথা পারিবারিক জীবনের বাইরের কর্মধারার নীতি-নির্ধারণ করেছে— আর রামায়ণ যুগে যুগে ভারতীয় পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও নীতিকে নির্ধারিত করে দিয়েছে। রামায়ণ ব্যক্তি-সুখের শিক্ষা দেয় নি, যৌথ জীবনের সংহতির মহান মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে সমস্ত চরিত্রের মধ্যে।

তাই হরধনু ভঙ্গ করেও রাম একা বিবাহ করতে চান নি, চার ভাই একত্রে বিবাহ করেছেন। সিংহাসনে নিজে বসলেও চার ভাইকে সহচর হিসাবে রেখেছেন রামচন্দ্র। এই সম্প্রীতির মধ্যে ব্যক্তি-স্বার্থের কটু বিষ উপ্ত করেছেন কৈকেয়ী। রাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন—সমবেতভাবে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে সে বিষবৃক্ষ নির্মূল করেছেন। রামায়ণ এই ত্যাগের আদর্শ বিস্তার করে ভারতীয় গৃহকে শান্তির আশ্রয় করেছে। আজ আমরা ইউরোপীয় কৈকেয়ীর বিষে জর্জর। চলছে বনবাসের আর সীতাহরণের পালা। রামায়ণের আদর্শের পুনঃ প্রচার ভিন্ন এই বিষযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ নেই।

বাল্মীকি রামায়ণ ও বাঙালী

বাঙলাদেশে রাম-কাহিনীর চর্চা সুদীর্ঘ কালের। কিন্তু প্রাচীন কবিরা কখনও সরাসরি রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হন নি। তাঁরা রাম-কাহিনীর সূত্র গ্রহণ করে স্বাধীন গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই স্বাধীন গ্রন্থগুলি সবই কাব্যে রচিত। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা কৃত্তিবাসের। আমাদের মূল গ্রন্থ সেই কৃত্তিবাসেরই কাব্যকৃতি।

বাল্মীকির মূল রামায়ণকে বাঙলা ভাষায় এবং গদ্যে অনুবাদ করেন রাজশেখর বসু ১৩৫৩ সালে। বাঙলীর দীর্ঘকালের এক চাহিদা পূরণ করেন। কিন্তু রাজশেখর বসু আধুনিক মানুষের কর্মব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী সূত্রেকেই সংক্ষেপে গ্রথিত করেছিলেন। বৃহৎ গ্রন্থপাঠে বিমুখ পাঠককে সংক্ষেপে মূলগ্রন্থের আস্বাদন দান করে রাজশেখর মহদোপকার করেছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণ পূর্ণাংগ গদ্য অনুবাদে ব্রতী হন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৩১ ?—১৯০৬)। তিনি ইতঃপূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহকে মহাভারত অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের অনুবাদের মহাযজ্ঞে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে কত পণ্ডিতই না হাত লাগিয়েছিলেন। এত বড় সম্মিলিত সাহিত্য-কর্ম বাঙলাদেশে আর হয় নি। হেমচন্দ্র সেই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত হলেও রামায়ণ অনুবাদ করতে বসলেন একক ব্রতী হিসাবে। পনের বছরে শেষ করেন অনুবাদ। বাল্মীকি রামায়ণের তিনিই একমাত্র পূর্ণাংগ অনুবাদক।

ডঃ নীরদবরণ হাজরা, এম এ.; পি-এইচ, ডি.।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

সূচীপত্র

আদিকাণ্ড

সূচী—২

অযোধ্যাকাণ্ড

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দরাকাণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

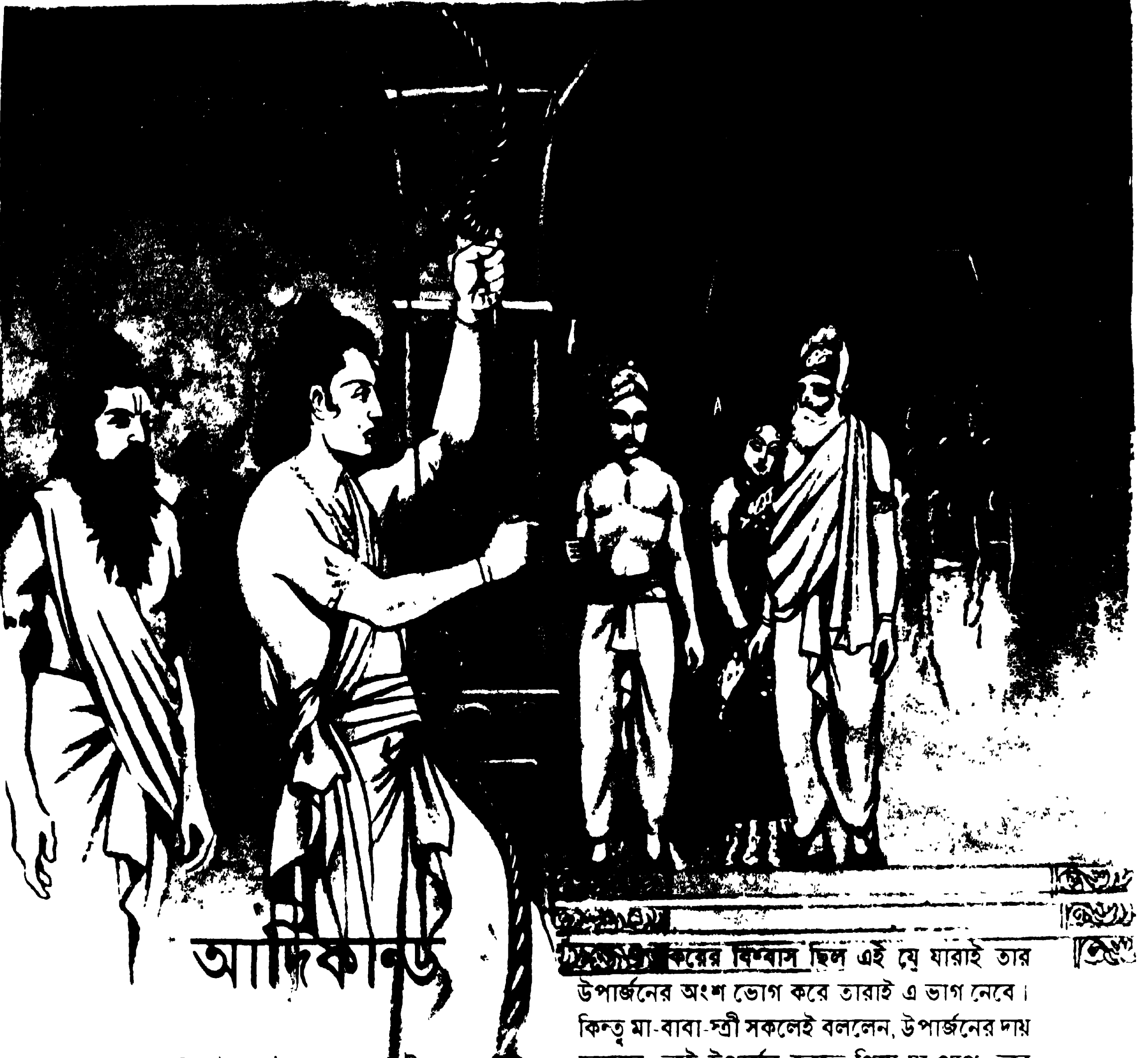


কৃত্তিবাসের আত্মকথা

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁর পাত্র ছিল নাম নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ আশে ওঝা ফিরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজি খুঁজি বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুইল তথায়॥
পোহাইতে আছে যবে দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে দৈববাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা-তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল ওঝার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি॥
গর্ব্বেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি গোবিন্দ সূর্য্য তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্ম চর্চ্চা-রত সদা মহান্ত যে মানী॥
মদনসমান ওঝা সুন্দর মূরতি।
দ্বৈপায়ন ব্যাস সম শাস্ত্রে অধিপতি॥
সুশীল ভগবান্ তথায় বনমালী।
বিবাহ করিল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলেশীলে ঠাকুরালে গোঁসাই-প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র বাড়য়ে সম্পদে॥
পতিব্রতা মাতৃযশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারেতে হৃষ্টমতি সদা কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
শান্তিমাধব সহোদর সর্ব্বলোকে ঘুষি।
আর ভাই শ্রীধর সে নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক ভগ্নী হৈল সতাই-উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, পিতা বনমালী।
ছয় ভাই জন্মিলাম অতি গুণশালী॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য-পণ্ডিতের পুত্র নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনি পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে তাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল তারে এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী অবধি কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁর॥
মুখটী বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলেশীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
ভাল বস্ত্র দিয়া পিতা মোরে নৈলা কোলে॥
দক্ষিণে যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার পুরিয়া যবে বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে ঊষা শেষে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেনু বড় গঙ্গা পার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা আমি যাই তথা বিদ্যার প্রচার॥



সরস্বতী অধিষ্ঠান কণ্ঠের উপরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনিই স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গৃহেতে গমন ॥
ব্যাস ও বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরু ঠাঞি মোর বিদ্যা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উঝাকার।
হেন গুরু ঠাঞি মোর বিদ্যার উদ্ধার ॥
মেলানি লইনু মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ-বিশেষে ॥
রাজপণ্ডিত হৈব আমি মনে বড় আশ।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম গৌড়েশ্বর পাশ ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারে রহিলাম ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধাই এল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥
নয় দেউড়ী পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥
রাজার ডা'নে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে গন্ধর্ব্ব-অবতার।
রাজসভা-পূজিত সে গৌরব অপার ॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্র ল'য়ে রাজা আছে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে রমণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার প্রধান পণ্ডিত সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজার সে সভা যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
বহু লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ॥
চারিদিকে নৃত্যগীত সব লোক হাসে।
চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি নৃপের আবাসে ॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা সে মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ॥
রাজার আদেশ পাত্র কৈল উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে'আমি গেলাম সত্বরে ॥
নৃপ ঠাঁই দাণ্ডাইনু হাত চারি দূরে।
সপ্ত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
বাণীর প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে বহু শ্লোক বলিণু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর মুখ পানে চায় ॥
নানামতে নানা শ্লোক পড়িনু রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে দেয় চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
যত যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন প্রবোধ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
কৌতুহলী লোক ধায় মোরে দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
বলে সবে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহাগুণী ॥
পিতামাতা আশীর্ব্বাদে, গুরু-আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্ত কাণ্ড গান ॥
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশ-কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে ॥



আদিকাণ্ড

একদিন বৈকুণ্ঠে কল্পতরুর নীচে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন নারদ। স্বয়ং নারায়ণ নিজেকে চারভাগে বিভক্ত করে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপ গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্মীদেবী হয়েছেন সীতা। সম্মুখে ধ্যানস্থ হনুমান। কেন এরূপ ? ব্রহ্মাকে সংগে নিয়ে নারদ এলেন কৈলাসে শিব-দুর্গার কাছে। শিব জানালেন পাপী দমন করতে ঐরূপে নারায়ণ জন্মগ্রহণ করবেন মর্ত্তে। আর ঐ লীলা-কথা লিখবেন চ্যবনমুণির পুত্র রত্নাকর।

ব্রহ্মা আর নারদ এলেন রত্নাকরের সন্ধানে। লোহার মুগুর হাতে রত্নাকর করে দস্যুবৃত্তি। ওদেরও হত্যা করতে গেলেন। কিন্তু হাত যে নড়ে না! এরা কারা ? রত্নাকরের ঐ বিস্ময়ের মধ্যেই ব্রহ্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে এত পাপ করছ এর ভাগ নেবে কে ?

রত্নাকরের বিশ্বাস ছিল এই যে যারাই তার উপার্জনের অংশ ভোগ করে তারাই এ ভাগ নেবে। কিন্তু মা-বাবা-স্ত্রী সকলেই বললেন, উপার্জনের দায় তোমার, তাই উপার্জন করতে গিয়ে যা পাপ, তার সব তোমার। নতুন চিন্তা নিয়ে ফিরল রত্নাকর। ব্রহ্মা তাকে রামমন্ত্র দিলেন। জপ করতে করতে তার সারা দেহ বল্মিকে ঢেকে গেল। কতকাল পর ব্রহ্মা আবার তাকে সেই স্তূপ থেকে উদ্ধার করলেন। তার নাম হ'ল বাল্মীকি।

একদিন এক নিহত ক্রৌঞ্চীর শোকে কাতর ক্রৌঞ্চের ক্রন্দনে কাতর হয়ে বাল্মীকি তাকে শাপ দিতে গেলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে শ্লোক বের হ'ল। বিস্মিত বাল্মীকি! একি অপরূপ বাক্‌বিন্যাস ভংগি!

ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বললেন, এ হ'ল শ্লোক। দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এমন ভাষা তোমার পক্ষে অনায়াস হবে। তুমি রামমন্ত্রের কীর্তিকথা রচনা করবে।

*   *   *   *

মান্ধাতার পুত্র মুচুকন্দ, তার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ইক্ষ্মাকু থেকে এই বংশের অন্যনাম ইক্ষ্মাকুবংশ। এই বংশের রাজাদের অনুক্রমিক বর্ণনায় আদিকান্ডের বহুপাতা ব্যয় করা হয়েছে। এই ক্রমে একসময়ে স্বর্গের শাপভ্রষ্ট নর্তক-নর্তকী অযোধ্যার রাজারাণী অজ এবং ইন্দুমতীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এঁদের অকাল প্রয়াণে একবছরের শিশু দশরথের দায় গ্রহণ করলেন বশিষ্ট।

বশিষ্টের শিক্ষায় সর্ববিদ্যাপারদর্শী হয়ে উঠলেন দশরথ। ভৃগুরাম তাঁকে শেখালেন শব্দভেদী বাণ মারতে। যোগ্য হয়ে উঠতেই দশরথ রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। একে একে কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা নামে তিন কন্যার সংগে বিবাহ হ'ল তাঁর।

ইতিমধ্যে মৃগয়ায় গিয়ে মৃগ-ভ্রমে শব্দভেদী বাণ মেরে হত্যা করলেন অন্ধমুণির পুত্র সিন্ধুকে। সিন্ধুর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে তার পিতামাতর কাছে এলেন দশরথ। অন্ধ পিতা অভিশাপ দিলেন, তোর পুত্রশোকে মৃত্যু হবে।

এ অভিশাপ না আশীর্বাদ! তাহ'লে অপুত্রক দশরথের পুত্র হবে! পুত্রার্থে যজ্ঞ হ'ল। যজ্ঞ চারু তিন রাণীকে ভাগ করে খেতে দিলেন রাজা। একই দিনে আগে পরে চারপুত্র জন্মাল অযোধ্যার রাজগৃহে। কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, আর কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত। সারা অযোধ্যায় আনন্দের বান বয়ে গেল।

বশিষ্টের গৃহে চার রাজপুত্রের শিক্ষা শুরু হ'ল। প্রথমে শাস্ত্রপাঠ, পরে মল্লবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা। দীর্ঘকাল শিক্ষায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন চার ভ্রাতা। অযোধ্যার রাজপুরীতে আবার আনন্দের বন্যা।

একবার দশরথ পুত্রসহ গংগাস্নানে চলেছেন। হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল চন্ডালেরা। চন্ডাল-রাজ গুহক দেখতে চাইলেন দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে তবেই পথ ছাড়বেন। চন্ডালের স্পর্ধায় বিক্ষুব্ধ দশরথ যুদ্ধ শুরু করলেন। বন্দী হ'ল গুহক। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সে পা দিয়ে তীরধনুক চালাতে লাগল। তা দেখে বিস্মিত লক্ষ্মণ ডেকে আনলেন দাদাকে। রাম-দর্শনে পাপমুক্তি ঘটল গুহকের, চন্ডালেরাও ফিরে গেল।

একবার বিশ্বামিত্র মুণি এলেন অযোধ্যায়। তাঁর সিদ্ধাশ্রম তাড়কা রাক্ষসীর তাড়নায় ধ্বংস হতে চলেছে। তিনি রামচন্দ্রকে নিয়ে যেতে চাইলেন আশ্রম রক্ষার্থে। দশরথ রামচন্দ্রকে ছাড়তে চান না। একবার ভরত ও শত্রুঘ্নকে সংগে দিয়ে প্রতারণাও করতে চাইলেন মুণিকে। অবশেষে মুণির ক্রোধ সামলাতে রাম-লক্ষ্মণকেই সংগে দিতে হ'ল।

পথে বহু অস্ত্রশিক্ষা দিলেন বিশ্বামিত্র। তাড়কার সংগে প্রায় তিন কোটি রাক্ষস বধ করে মুণিদের আশীর্বাদ পেলেন রাম। তখন বিশ্বামিত্র তাদের নিয়ে গেলেন মিথিলার পথে। এক অরণ্য মধ্যে পাথরের স্তূপে পাদস্পর্শ করে রাম অহল্যাকে শাপমুক্ত করলেন।

এদিকে মিথিলার রাজগৃহে এক রূপবতী গুণবতী কন্যার বিবাহ নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে। রাজর্ষি জনকের চিন্তাদূর করতে পরশুরামের হাতে শিব এক ধনুক পাঠিয়ে দিলেন। জনক প্রতিজ্ঞা করলেন, যে ঐ হরধনুতে গুণ পরাতে পারবে তাকেই তিনি কন্যা সীতা সমর্পণ করবেন।

কিন্তু দেশ-বিদেশের সব রাজারাই যে ব্যর্থ হচ্ছেন। তবে কি কন্যার বিবাহ হবে না? এমন সময় বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে এলেন সেখানে। রাম শুধু গুণ পরালেন না, এত জোরে টানলেন যে ধনু ভেংগেই গেল। তাহ'লে বিবাহ?

রামচন্দ্র বললেন, পিতা জীবিত। তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি বিবাহ করতে পারি না। আর আমার আরও তিন ভাই আছে। বিবাহ করলে চারভাই একত্রে একই বাড়িতে বিয়ে করব।

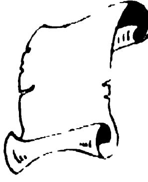
স্থির হ'ল রামচন্দ্রের সংগে সীতার এবং লক্ষ্মণের সংগে সীতার ভগ্নি উর্মিলার বিবাহ হবে। জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মান্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সংগে বিবাহ হবে ভরত ও শত্রুঘ্নের।

এই আনন্দের সংবাদ নিয়ে স্বয়ং বিশ্বামিত্র চললেন অযোধ্যায়। কিন্তু তাঁকে একা ফিরতে দেখে কান্নায় ভেংগে পড়লেন দশরথ। তবে কি অন্ধমুণির অভিশাপ ফলল। অবশেষে সব সংবাদ শুনে আবার আনন্দের বন্যা ডাকল অযোধ্যায়। সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে রওনা হল মিথিলায়।

পরম গৌরবে চার-ভ্রাতার বিবাহ হয়।

আদিকান্ড এই আনন্দ-সংবাদেই শেষ হয়েছে।

।। আদিকাণ্ড ।।



রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্
দক্ষিণে লক্ষ্মণোধন্বী বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

● এক-অংশ নারায়ণ চারি অংশ হয় ●

গোলোক বৈকুণ্ঠ-পুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর॥
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই, তাহা পাই, নাম কল্পতরু॥
দিবা-নিশি তথা চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস॥
নেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি'।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী॥
মনে-মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক-অংশ চারি-অংশে হইব প্রকাশ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণ-ছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে॥
ভরত শত্রুঘ্ন তাঁরে ঢুলান চামর।
হনুমান স্তব করে যুড়ি দুই কর॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর॥
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন ভিতিল তাঁর নয়নের নীরে॥
হেন রূপ ধরিলেন কেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন॥
ভাবী ভূত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে॥
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর॥
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাস-শিখরে।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে॥
প্রণমিয়া দুইজনে দাণ্ডায়ে দু'জন।
ভক্তিরসে পরিপূর্ণ দোঁহাকার মন॥
নিরখিয়া দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর॥
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত আজি দেখি কি-কারণ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব্ব জগন্নাথ॥
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি-অংশ দেখি এবে কিসের কারণ॥
ব্রহ্মা-বাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ॥
যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর।
জন্ম নিতে বাকি ষাটি সহস্র বৎসর॥
রাবণ-রাক্ষস হবে পৃথিবী-মণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে॥



দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারিজন।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন-লক্ষ্মণ ॥
এক-অংশ নারায়ণ চারি-অংশ হয়ে।
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পেয়ে ॥
জানকী-সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য-পালনার্থ যাইবেন বন ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব-কুশ-নামে হবে সীতার নন্দন ॥
মনুষ্য গোহত্যা-আদি যত পাপ করে।
একবার রামনামে সর্ব্বপাপ হরে ॥
রামনাম শুন ব্রহ্মা যত পাপ হরে।
জীব সব তত পাপ করিতে না পারে ॥
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়।
সংসার সমুদ্র তার বৎস-পদ হয় ॥
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা শুন ত্রিলোচন।
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্ জন ॥
ধূর্জ্জটি বলেন, মম বাক্যে দেহ মন।
মধ্যপথে মহাপাপী আছে এক জন ॥
তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার।
তবে সে অবশ্য মুক্ত হইবে সংসার ॥
বিধাতা নারদ-মুনি ভাবে দুইজন।
পৃথিবীতে মহাপাপী কে আছে এমন ॥
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর ॥
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া।
রত্নাকর-কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া ॥
বিধাতার দয়া হৈল রত্নাকর-প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি ॥
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মা-নারদেরে পথে দেখিবারে পায় ॥
ভাবে মনে রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে ॥
বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে।
লোহার মুদ্গার তোলে ব্রহ্মারে বধিতে ॥
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদ্গার না চলে।
মায়াতে মুদ্গার বদ্ধ তার করতলে ॥
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু, তুমি কোন্ জন ॥
রত্নাকর বলে, তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥
ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি পাবে কত ধন।
করিয়াছ যত পাপ, কহিব এখন ॥
শত-শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয় ॥
একশত ধেনু-বধ যেই জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে ॥
একশত নারী-হত্যা করে যেই জন।
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ ॥
একশত ব্রহ্মবধে যত পাপোদয়।
এক ব্রহ্মচারী-বধে তত পাপ হয় ॥
ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী ॥
যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে দীর্ঘে চারিক্রোশ তুল্য বারাণসী ॥
সে-পাপ করিতে যদি থাকে তব মন।
করহ এতেক পাপ, কহিনু এখন ॥
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা-হেন কতেক সন্ন্যাসী ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখি বধ করহ আমারে ॥
যথা কীট-পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে।
লোভে না আইসে মৃত খাইতে আনন্দে ॥
মারিলে দণ্ডের বাড়ি পড়িব ভূমিতে।
পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ-পাতকের কে হইবে ভাগী ॥
রত্নাকর বলে, যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারিজন ॥



যাহা কিছু বেচি কিনি খাই চারিজনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে ॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়।
আপনি করিলে তাহা আপনার দায় ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয় ॥
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি ॥
হরিষ-বিষাদে দস্যু লাগিল কহিতে।
বুঝিলাম, এই যুক্তি কর পলাইতে ॥
ব্রহ্মা বলে, সত্য কহি না পালাব আমি।
মাতা পিতা পত্নী সুধাইয়া এস তুমি ॥
অতঃপর যায় দস্যু, ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে, বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায় ॥
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥



● রামনামের মাহাত্ম্য ও দস্যু রত্নাকর ●

মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন।
মম পাপভাগী তুমি হও একজন ॥
পুত্রের বচন শুনি কহিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন ॥
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ, কে কহে তোমারে
পুত্রকৃত পাপ-ভাগ লাগিবে পিতারে ॥
অজ্ঞান বালক, তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা ॥
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি ॥
যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তোমা করিনু পালন ॥
যত পাপ করিয়াছি আপনি সংসারে।
সে-সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে ॥
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্রতুল্য আমি।
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি ॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি-কারণ ॥
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥
সত্য করি আমারে গো কহিবে জননী।
আমার পাপের ভাগী নহে কি আপনি ॥
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার ॥
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র, না লাগে আমায় ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য হেঁট করি মাথা।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সেই কথা ॥
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে, সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু, শুন গুণমণি ॥
বিধাতা করিল মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী।
অঙ্গপাপ নিতে পারি এ-পাপ তেয়াগি ॥
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবে মম রক্ষণ-পোষণ ॥
আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি, তুমি পালিবে আমায় ॥
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ-পাপ-সাগরে ॥
ডুবিনু পাপেতে, মোর কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল দস্যু ভাবিয়া দুষ্কৃতি ॥
লোহার মুদ্গর নিজ-মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভূমেতে এবে অচেতন হৈয়া ॥



উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপ-ভাগী কেহ নাহিক সংসারে॥
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এ সকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ॥
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে॥
শুনিয়া চলিল তবে সরোবর-পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্র জল বাষ্প হৈয়া উড়ে॥
শুষ্ক স্থলে মরে মীন মকর কুম্ভীর।
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর॥
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্রে জল রহিল অন্তরে॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ, তরিবে কেমনে॥
কমণ্ডলু-জল ছিল, দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়॥
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কাণে।
একবার রাম-নাম বল রে বদনে॥
পাপে জড় জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে।
কহিল আমার মুখে ও-কথা না স্ফুরে॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রাম-নাম এ-মুখে কেমনে॥
ম-কার কহিলে আগে রা কহিলে শেষে।
তবে বা পাপীর মুখে রাম-নাম আসে॥
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যেরে 'মড়া' বলে সব নর॥
'মড়া' নয় 'মরা' বলি জপ অবিরাম।
তব মুখে বাহিরিবে তবে রাম-নাম॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে॥
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে 'মরা' কাষ্ঠখান॥
'মরা মরা' বলিতে আইল রাম-নাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু পরিত্রাণ॥
তূলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্ব্ব-পাপ-ক্ষয়॥
রত্নাকর তুল্য পাপী তখন না ছিল।
রামনাম উচ্চারণে পাপ-মুক্ত হৈল॥
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



● রত্নাকরের বাল্মীকি-নাম ও রামায়ণ-রচনার আদেশলাভ।

ব্রহ্মা বলে, শুনহ নারদ তপোধন।
যে কহিল, মিথ্যা নহে শিবের বচন॥
রাম-নাম ব্রহ্মা-স্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর॥
এক নাম জপে এক স্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে॥
মাংস খেয়ে পিণ্ড তার করিল সোসর।
হইল কণ্টক কুশ তাহার উপর॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রাম-নাম ডাকে॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর॥
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক, কিন্তু রাম-নাম হয়॥
রাম-নাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
বুঝিল ইহার মধ্যে আছে রত্নাকর॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে
সাতদিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে॥



বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহ্বান।
চৈতন্য পাইয়া মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রাম-নাম ॥
ব্রহ্মা বলে, তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম 'বাল্মীকি' হইল ॥
বল্মীকেতে ছিলা যেই, তেঁই এ বিধান।
সপ্তকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ ॥
যেই রাম-নাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
কেমনে হইবে গ্রন্থ, কেমন পুরাণ ॥
কেমন কবিতা ছন্দ, আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তারে কহিছেন বাণী ॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥
এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

● ব্রহ্মার আদেশে নারদ বাল্মীকিকে রামায়ণের সূত্র দিলেন ●

একদিন সে-বাল্মীকি সরোবর-কূলে।
রাম-নাম জপিছেন বসি বৃক্ষমূলে ॥
ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ সেই পক্ষী বিন্ধিলেক নলে ॥
বিন্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী শৃঙ্গারের কালে।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে ॥
রামে স্মরি বলে মুনি কাণে দিয়া হাত।
জীবহত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥
শৃঙ্গারে মারিলি পক্ষী, বড়ই কুকর্ম্ম।
পাপিষ্ঠ নারকী তুই, নাহি কোন ধর্ম্ম ॥
বিনা-অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি।
বুঝিলাম, তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
পক্ষি শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান।
'মা নিষাদ' বলিয়া তাহার উপাখ্যান ॥
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে।
আপনি লিখিয়া মূল না পারে বুঝিতে ॥
ভরদ্বাজ-সন্নিধানে করিল গমন।
গুরুশিষ্য বসিয়া আছেন দুইজন ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে।
বাল্মীকিরে উপদেশ দানিবার তরে ॥
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে ॥
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি কর রামায়ণ।
উপদেশ কহি, জানি তুমি সে ভাজন ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারিজন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব-সহিত রাম করিবে মিলন ॥
বালীকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥



দশ-মুণ্ড বিশ-হাত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ॥
কহিবেন অগস্ত্য রাবণ-দিগ্বিজয়।
পুনরায় সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয়॥
পঞ্চমাস-গর্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে॥
কুশ লব নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ॥
এগার-সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি॥
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ-আরোহণ।
জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ডে গাইলেন কবি কৃত্তিবাস॥

চন্দ্রবংশের কথা ●

সাগর-মন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য॥
পুরুরবা নামে হৈল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত জানে সর্ব্বজন॥
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাঁহার পুত্র শ্বেতনামযুত॥
নামেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলানগর।
বীরধ্বজ-কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর॥
সৃষ্টিরক্ষাহেতু ধাতা চিন্তিয়া অন্তরে।
করিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ-রচনা করিল কবিবর॥

● সূর্য্যবংশের কথা ও মান্ধাতার উপাখ্যান ●

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥
তিন পুত্র হইল, তনয়া এক আনি।
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী॥
জরৎকারু-মুনি-পুত্রে সে নারদ আনি।
তাহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী॥
সবে গায়, বাজায় নারদ-মুনি বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হৈল ভানু॥
তাঁহারে বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে।
এক অংশে জন্মিলেন বিষ্ণু তাঁর ঘরে॥
ব্রহ্মার কাছেতে তাঁর পড়িলেক বীজ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ॥
মরীচের নন্দন কশ্যপ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য, ইহা বিদিত সংসারে॥
সূর্য্যের হইল পুত্র, মনু নাম তাঁর।
সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার॥
প্রসন্ন তাঁহার পুত্র, সে অতি সুঠাম।
হইল তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম॥
যুবনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যানগরে।
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে॥
কালনিমি নামে কন্যা কন্দকরাজার।
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার॥
বিবাহ করিল মাত্র, সম্ভোগ না করে।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে॥
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি।
অভিশাপ করিলেন জামাতার প্রতি॥
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি।
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সন্ততি॥
আশীর্ব্বাদ কর, মম হউক নন্দন।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ॥
পত্নী-সহ তোমার নাহিক দরশন।
কেমনে বলিব, তব হইবে নন্দন॥



এক যুক্তি কর রাজা, যদি লয় মন।
যজ্ঞ কর, তাহে তব হইবে নন্দন॥
যজ্ঞ-জল করাইবা রাণীকে ভক্ষণ।
হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে।
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
জল আন বলি রাজা হইল কাতর॥
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল।
পুংসবন জল ছিল, মুখেতে ঢালিল॥
প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ।
জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ॥
রাজা বলে, দ্বিজগণ, করি নিবেদন।
রাত্রিকালে জল আমি করেছি সেবন॥
এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি।
রাত্রিকালে জল খেলে হবে গর্ভবতী॥
শ্বশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল।
যুবনাশ্ব-মহারাজ গর্ভ যে ধরিল॥
দশমাস গর্ভ পূর্ণ হইল রাজার।
বাহির হইল পেট চিরিয়া কুমার॥
নৃপতি ত্যজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা।
ব্রহ্মা আসি পুত্র-নাম রাখিল মান্ধাতা॥
অযোধ্যা-নগরে রাজা হইল মান্ধাতা।
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি পুণ্যশীল দাতা॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাখ্যান॥



● সূর্য্যবংশ ধ্বংস ও দণ্ডক উপাখ্যান ●

মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ।
সমর পাইলে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ॥
তাঁহার তনয় নাম পৃথু নৃপবর।
যাঁর রথচক্রে সপ্ত হইল সাগর॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ-নারদে কৈল রথের সারথি॥
শতাবর্ত্ত-নামে তাঁর হইল কুমার।
আর্য্যাবর্ত্ত-নামে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান্।
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ॥
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর।
খাণ্ড-নামে তাঁর পুত্র অতি ধনুর্দ্ধর॥
খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড-নাম ধরে।
প্রজার কামিনী-কন্যা বলাৎকার করে॥
সব প্রজা কহিলেন রাজার গোচর।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর॥
একথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত-মন।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল সেইক্ষণ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে॥
কানন-মধ্যেতে গিয়া দণ্ড-নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য নামেতে নগর॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর ঘর॥
একদিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে॥
শুক্রকন্যা অজা যায় পুষ্প-আহরণে।
দণ্ড তারে বলে, মোরে তোষ আলিঙ্গনে॥
অজা বলে, শুন রাজা, কহি তব ঠাঁই।
পিতৃশিষ্য হও তুমি সম্বন্ধেতে ভাই॥
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন।
পিতৃ-বিদ্যমানে তবে কর নিবেদন॥
রাজা বলে এ-কথায় স্থির নহে মন।
পাছে বিয়া হবে, আগে দেহ আলিঙ্গন॥
গুরুকন্যা বলি রাজা না করে বিচার।
পুষ্পোদ্যানে দণ্ড তারে করে বলাৎকার॥
প্রথম যুবক রাজা যুবতী-মিলন।
নখাঘাতে রক্তপাত হৈল ততক্ষণ॥



তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে।
আসন সলিল অজ্বা দিল মুনিবরে ॥
দিনান্তে অভুক্ত মুনি, পোড়ে কলেবর।
কন্যারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর ॥
মুনি বলে, অজা কন্যা, দেখি এ কেমন।
সর্ব্বাঙ্গে তোমার দেখি শৃঙ্গার-লক্ষণ ॥
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহে তাঁর পাশ।
তব শিষ্য দণ্ড রাজা কৈল জাতিনাশ ॥
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
'দণ্ডক' বলিয়া মুনি ডাকিল সত্বর ॥
পুঁথি কাঁখে করি দণ্ড আসে পড়িবারে।
দেখিয়া ক্রোধেতে মুনি কহিল তাহারে ॥
পড় হয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন।
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥
এমন কুপুত্র যার জনমে বংশেতে।
নির্ব্বংশ হউক খাণ্ড রাজা এ দোষেতে ॥
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্যশুদ্ধ হইল সে দণ্ড ভস্মরাশি ॥
অযোধ্যাতে খাণ্ড-রাজা ত্যজিল জীবন।
নির্ব্বংশ হইল সূর্য্যবংশের রাজন্ ॥
অযোধ্যায় হৈল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥
মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট কৈনু।
মিছা রাজ্য করিয়া এ জন্ম গোঙাইনু ॥
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
হইবে অজার এক উত্তম নন্দন ॥
যেইকালে অজা কন্যা ঋতুমতী ছিল।
দণ্ডরাজা বলাৎকার তখনি করিল ॥
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্রপ্রতি।
পাঠাইয়া দেহ কন্যা, রাজা হবে নাতি ॥
তথ্য জানি শুক্রমুনি হৈল হৃষ্টমন।
কন্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন ॥
অজাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর।
অজার হইল এক অপূর্ব্ব কোঙর ॥
হরণে হইল তার নাম যে হারীত।
মুনি তারে আশীষ করিল যথোচিত ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।
ছয়মাস-মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর ॥
এক বর্ষ হৈল যেই রাজার কোঙর।
বসাইল ল'য়ে সিংহাসনের উপর ॥
হারীত বলেন, মাতঃ, করি নিবেদন।
অল্পকালে বিধবা হইলে কি কারণ ॥
এই কথা শুনি রাণী কহিল নিশ্চয়।
তোমার বাপের সঙ্গে বিবাহ মা হয় ॥
তব পিতা মোরে করিল বলাৎকার।
মম পিতা কৈল তব পিতার সংহার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ গান।
আদিকাণ্ডে গাইল দণ্ডক উপাখ্যান ॥

● হরিশ্চন্দ্র বিবরণ ●

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যানগরে ॥
পর-বধূ হরি, হরিবীজ রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ॥
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব্বদেশ।
স্বরূপে গঙ্গাতে রাজা করিল প্রবেশ ॥
পিতৃ-মৃত্যু পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
সোমদত্ত-রাজকন্যা নাম তাঁর শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা ॥
পাইয়া সুন্দরী জায়া অন্তরে উল্লাস।
তাঁহার হইল পুত্র নাম রুহিদাস ॥
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে প্রথম-যুবতী ॥



নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তাল-ভঙ্গ॥
দেখিয়া করিল কোপ দেব-পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চকন্যার উপর॥
যৌবন-গর্ব্বিতা তোরা হয়েছিস্ মনে।
বদ্ধ হ'য়ে থাক বিশ্বামিত্র-তপোবনে॥
চরণে ধরিয়া কন্যা করয়ে ক্রন্দন।
কত কালে হবে বল শাপ-বিমোচন॥
ইন্দ্র বলে, বন্দীরূপে থাক তপোবনে।
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-পরশনে॥
নিত্য সে রূপসী পুষ্প করে আহরণ।
ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, কে করে বারণ॥
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে।
ডাল-ভাঙ্গা গাছ-সব দেখিল নয়নে॥
এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেইজন।
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন॥
এত বলি শাপ দিল মুনিবর তারে।
প্রভাতে আইল কন্যা পুষ্প তুলিবারে॥
যেইকালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল।
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল॥
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে।
কন্যা দেখি ভাবিতে লাগিল রুষ্টমনে॥
অনেক প্রকারে তারে করয়ে ভর্ৎসন।
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন॥
হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন॥
ক্লান্ত হন নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ।
না-পাইয়া মৃগ তার ব্যাকুলিত মন॥
মনস্তাপ পাইয়া বসিলা তরুতলে।
কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে 'হরিশ্চন্দ্র' ব'লে॥
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবনে।
স্পর্শমাত্র মুক্ত হ'য়ে গেল পঞ্চজনে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্যসহ নিজরাজ্যে করিল গমন॥

প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
না দেখিয়া কন্যাগণে ক্ষুণ্ণ হৈল মন॥
আমি যে বান্ধিনু, মুক্ত কৈল কোন্ জন।
সর্ব্বনাশ হৈল তার, সংশয় জীবন॥
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ॥
অতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র রাজার গোচর॥
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
এস এস বলি দিল বসিতে আসন॥
সফল ভবন মোর, সফল জীবন।
মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন॥
জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন।
যে কন্যা বান্ধিনু, তারে ছাড় কি কারণ॥
রাজা কহে, কন্যা মোরে কৈল আমন্ত্রণ।
মিথ্যা না বলিব, প্রভু, করেছি মোচন॥
দান-পুণ্য করি প্রভু, তুমি যে ব্রাহ্মণ।
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ॥
একথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান পুণ্য কর ব'লে কর অহঙ্কার॥
কি দান করিবে তুমি, দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন্॥
রাজা বলে গৃহধর্ম্মে সফল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন॥
যাহা চাহ তাহা দিব অন্য না করিব।
নানা দানে মুনি আমি তোমারে তুষিব॥
মুনি বলে, দান দেহ যদ্যপি রাজন্।
অগ্রেতে করহ তুমি সত্য-নিবন্ধন॥
রাজা বলে, সত্য সত্য না করিব আন
এ-সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥
ভূপতি করিল সত্য না বুঝিয়া ছন্দ।
মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফান্দ॥
মুনি বলে, দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন নিজ সত্যের পালন॥



মুনি বলে, দিবে যদি ভেবেছ অন্তরে।
রাজন্, পৃথিবী দান করহ আমারে॥
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিন-তোলা মাটী॥
ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধাযুত।
'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া লইল গাধিসুত॥
মুনি বলে, দিলা দান, পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা রাজা, আনহ কাঞ্চন॥
রাজা বলে, দক্ষিণাতে না করিহ ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোণা॥
মুনি বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ॥
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি॥
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডারী-উপর তব কিবা অধিকার॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
কর্ম্মদোষে করিলাম নিজ সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে, ভূপতি, মজিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া তুমি যাহ স্থানান্তরে॥
পাত্র-মিত্র সবে বলে করি যোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটি একখানি॥
সূচ্যগ্র-খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি॥
পাত্র-মিত্র বলে, শুন গাধির তনয়।
কোথায় থাকিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয়॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী॥
শৈব্যা নারী আর নিজে পুত্র রুহিদাস।
তিনজন যাউক করিতে কাশীবাস॥
বিশ্বামিত্র-বাক্য শুনি সূর্য্যবংশধর।
দারাপুত্র সহ কাশী চলিল সত্বর॥

মুনি বলে, শুন রাজা, আমার বচন।
দিয়া যাহ সাতকোটি আমারে কাঞ্চন॥
রাজা বলে, গোসাঞি না করিবেন ঘৃণা।
সাতদিন পরে দিব সাত কোটি সোণা॥
সাতদিন পথে রাজা বাহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল॥
মোর কথা শুন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন॥
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিব আমি ব্রাহ্মণের সোণা॥
শৈব্যা বলে, শুন প্রভু, নিবেদি তোমারে।
আমারে বিক্রয় কর হাটের মাঝারে॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কে কিনিবে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক বিপ্র ছিল, সে পণ্ডিত সাধুজন।
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ওহে পুরুষ-রতন।
লইবে দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ-দাসীর মূল্য চাই চারিকোটি সোনা॥
এ-কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারিকোটি সোণা দিয়া শৈব্যারে কিনিল॥
দাসী লৈয়া যায় দ্বিজ আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস॥
অঞ্চল ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি॥
শৈব্যা বলে, গোসাঞি গো, করি নিবেদন।
বিনা পণে কিনহ আমার এ নন্দন॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল।
দু'জনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল॥
শৈব্যা বলে, তুমি অন্ন দিবে যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে॥
ব্রাহ্মণ বলেন ক্রোধে হইয়া বাতুল।
দিন-প্রতি একসের পাইবে তণ্ডুল॥



দাসী কিনি যায় বিপ্র আপনার স্থানে।
স্বর্ণ ল'য়ে গেল রাজা মুনি-বিদ্যমানে ॥
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর মোরে তুমি হে রাজন্ ॥
সাত কোটি লব, ঘাটি নহে সাত রতি।
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি ॥
এ-কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ গলে বান্ধি গেল হাটের ভিতরে ॥
নফর কিনিবে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু-নামে হাড়ি এক ছিল সে-নগরে ॥
সে বলে, আমার কর্ম্ম আছে ত নফরে।
চাহি এক নফর, শূকর রাখিবারে ॥
এ-কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
কালু বলে শুন ওহে পুরুষ প্রবর।
লইবে কতেক মূল্য কিবা তব দর ॥
আপনার মূল্য লবে কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিনকোটি মূল্য আপনার ॥
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।
তিনকোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল ॥
সাতকোটি সোণা নিয়া দিল মুনিবরে।
ধন পেয়ে মুনি গেল অযোধ্যানগরে ॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ-রতন।
কি নাম তোমার কহ, কাহার নন্দন ॥
প্রবন্ধ করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ মায়েতে রাখিল ॥
কত বা ডাকিবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে।
কখন বলিও 'হরি' কখন বা 'হরে' ॥
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র নাম গেল, হৈল হরিদাস ॥
হরিদাস বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন ॥

কালু বলে, হরিদাস, শুনহ বচন।
বারাণসী-পুরে রাখ শূকরের গণ ॥
বারাণসী-তীরে যত মড়া দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মড়ায় ॥
সঁপিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে ॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মোর এক কথা শুন শূকরের পাল ॥
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মল মূত্র মুছিব কি ক'রে ॥
এ সত্য পালিবে হে সকল শূকরে।
মল মূত্র পরিত্যাগ করিও অন্তরে ॥
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মল মূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে ॥
উভ ঝুঁটি চুল বান্ধে রাজা উচ্চ ক'রে।
বারাণসীতীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে ॥
রাজবেশ রাজদণ্ড সব দূরে গেল।
পাটনীর বেশ রাজা তখনি পরিল ॥
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে।
একসের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেন তাঁরে ॥
তিন পোয়া রুহিদাস খায় তিনবারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা, দ্বিজের আগারে ॥
বিপ্র বলে, শুন শৈব্যা আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন ॥
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন।
তব পুত্রে পুষ্প-হেতু পাঠাইব বন ॥
পুষ্প-আহরণে যাক্ বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর ॥
শৈব্যা বলে, যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন ॥
স্বর্ণ-সাজি লৈল হাতে স্বর্ণের আঁকড়ি।
বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি ॥
ডাল ভাঙ্গি ফুল তোলে আপনার মনে।
একদিন এল মুনি সে-বন-ভ্রমণে ॥



ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন্ জনে ॥
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল তখন।
পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন ॥
বিপ্র-ঘরে জননী, হাড়ির ঘরে বাপ।
কাল যদি আসে, তার বুকে খাবে সাপ ॥
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিছে স্বপন ॥
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্য্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন ॥
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে।
হেনকালে শৈব্যা তারে স্নেহ করি বলে ॥
কুসুম তুলিতে না যাইও তপোবন।
নিশ্চিত করিবে তোরে ভুজঙ্গ দংশন ॥
রুহিদাস বলে, নাহি যাইলে তথায়।
দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায় ॥
কৃতিপুত্র করে পিতা-মাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥
না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন ॥
রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে।
নানাজাতি পুষ্প তুলে, যাহা লয় মনে ॥
জাতি যুথি মল্লিকা ও তুলিল রঙ্গন।
পারিজাত শেফালিকা চম্পক কাঞ্চন ॥
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর ॥
অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি লাগাইল।
ডালেতে আছিল সর্প, বুকেতে দংশিল ॥
সর্ব্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজাল।
ভূমেতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর ॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।
এখন না এল, কবে হবে দেবার্চ্চন ॥

শৈব্যা বলে, প্রভু এই করি নিবেদন।
আপনি দেখিয়া আসি, কোথা সে নন্দন ॥
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন।
বিশ্বামিত্র-তপোবনে দিল দরশন ॥
তপোবনে চাহিয়া বেড়ায় চারিধারে।
দেখে বৃক্ষতলে প'ড়ে আপন কুমারে ॥
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার গাছ ভাঙ্গে ডালে-মূলে ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
কোথা গেল পুত্র মম রুহিত-নন্দন ॥
কোথা গেলে ওহে হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
আসিয়া দেখহ, তব মরিল নন্দন ॥
ধর্ম্ম করিবারে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ॥
নিবেদন করি, শুন যতেক ব্রাহ্মণে।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র, বাঁচিব কেমনে ॥
শুনিয়া প্রবোধ-বাক্য কহে দ্বিজগণ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥
মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম, জন্মিলে মরণ ॥
মড়া লয়ে যাহ তুমি বারাণসী-তীরে।
কাষ্ঠচিতা করি অগ্নি জ্বাল ধীরে ধীরে ॥
মড়া লৈয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে।
ব্রাহ্মণ রহিল একা আপনার ঘরে ॥
মড়া লৈয়া গেল শৈব্যা বারাণসী-বাস।
হাতেতে মুদ্গর করি' আসে হরিদাস ॥
হরিদাস বলে, আমি মড়া দাহ করি।
মড়া প্রতি পঞ্চাশ কাহন দিবে কড়ি ॥
হরিদাস বলে, তোমা কহিনু নিশ্চয়।
তোমারে যে বলি সত্য আন নাহি হয় ॥



অন্তের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াও কুমার।
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥
শৈব্যা বলে, গোসাঁই বলিতে ভয় বাসি।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী ॥
শৈব্যা বলে, আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধখানি ॥
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন।
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন্ ॥
পড়িলেন পুত্র লৈয়া শৈব্যা আথান্তরে।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা, গেলে কোথাকারে।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে ॥
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিদ্যমান।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব্বজ্ঞান ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে, রাণী, না কর ক্রন্দন।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র, দেখহ লক্ষণ ॥
শৈব্যা বলে, হরি হরি এ ছিল কপালে।
সামান্য পাটনী আজ কটু কথা বলে ॥
অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী ॥
হরিদাস বলে, প্রিয়ে, বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি, কিছুই মনে নাই ॥
সোমদত্ত-রাজকন্যা, শৈব্যা তব নাম।
তোমারে বিবাহ প্রিয়ে, আমি করিলাম ॥
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল।
কপালে নিশানা ছিল, তখনি চিনিল ॥
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন।
কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন ॥
এ-ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন ॥
তখনি চন্দন কাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র, পাশে মাতা পিতা ॥
যে-কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবে জীবন।
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥
হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্ভাষে।
তোমায় আমায় স্বর্ণদায় না আইসে ॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥
রাজা বলে, গোসাঁই গো করি নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব লইব বল কিসের কারণ ॥
রাণীর হাতেতে স্বর্ণ-কঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তাঁর দায় ঘুচাইল ॥
মুনি বলে, তপ জপ সব নষ্ট কৈনু।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইনু ॥
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন ॥
মুনি বলে, শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
রাজা বলে, গোসাঁই, শুনহ নিবেদন।
কেমন করিলা রাজ্য, কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, সে-কথায় নাহি প্রয়োজন।
গমন করহ রাজ্যে এক্ষণে রাজন্ ॥
স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্ন-মানস মুনি প্রফুল্লবদন ॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥
রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোকে করিলা গমন ॥
কুকুর-বিড়াল আদি যত পশুগণ।
সশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে ॥



স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ-কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর ॥
বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন।
দেখে, রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন ॥
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে।
মুনি বলে, যাও রাজা, কোন্ পুণ্যফলে ॥
সুবুদ্ধি রাজার তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল ॥
কূপ-বাপী-তড়াগাদি নানা স্থানে করি।
দিযাছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি ॥
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনারে বেচিয়া সে শুধিনু কাঞ্চন ॥
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥
নামিল রাজার রথ দুঃখিত-অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে, হইল কাতর ॥
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষণ ॥
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয় ॥
ক্ষেত্র হৈতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায় ॥
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
রাজার কটকে পরে সেই সে বসন ॥
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্দ্ধ-পথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন ॥
স্বর্গে নাহি গেল রাজা, মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য-পথেতে রহিল ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র-বিবরণ ॥



● সগরের উপাখ্যান ●

রুহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর।
পুত্রতুল্য প্রজাগণে পালে নরবর ॥
তাঁহার নন্দন সে সগর-নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
যে-কথা শুনিলে হয পাপ-বিমোচন ॥
অপুত্রক রাজা রাজ্য করে, মনে দুঃখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ ॥
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ রাজা, যা' চাহ অন্তরে ॥
সগর বলেন, পুত্র-বিনা বড় দুখ।
বর দেহ, দেখি আমি বহু-পুত্রমুখ ॥
হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বরে।
পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে ॥
বর পেয়ে আসিলেন সগর নৃপতি।
শিব-বরে দুই নারী হৈলা গর্ভবতী ॥
কেশিনী সুমতী নামে রাজার মহিলা।
দিনে-দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা ॥
দশ মাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময়।
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয় ॥
তনয় দেখিতে যেন অভিনব কাম।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম ॥
অলাবু দেখিয়া রাজা কুপিত অন্তর।
ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বর ॥
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে।
ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ ॥
উষিমিষি করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুগ্ধের কলস ॥



খাইতে খাইতে দুগ্ধ নবরূপ ধরে।
ষাটি হাজার পুত্রে তবে সগর হাঁকারে ॥
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিশাই।
অচিরে মরিবি তোরা না হবি চিরাই ॥
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগর-নন্দন।
ছয়মাস বয়স্ক হইল পুত্রগণ ॥
যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি।
সকলে আইসে কোলে দিয়া হামাগুড়ি ॥
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের শুভ বিভা দিলেন সগর ॥
ষাটি হাজারের ষাটি হাজার বহুরী।
সুখে রাজ্য করে রাজা অযোধ্যা-নগরী ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ ধর্ম্মপরায়ণ।
'অংশুমান্' নামে তাঁর হইল নন্দন ॥
ষাটি হাজার তনয় একমাত্র নাতি।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন।
সংসার অসার সব, সত্য নারায়ণ ॥
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥
আর না থাকিব আমি এ ভব সংসারে।
অনুচিত কর্ম যত করে দুরাচারে ॥
যতেক বালক খেলা নগরে খেলায়।
হাতে-গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায় ॥
যত নারীগণ আসে লইবারে জল।
আছাড়িয়া ভাঙ্গি ফেলে কলসী সকল ॥
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজা-ঘর।
কহিল সকল-প্রজা রাজার গোচর ॥
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস।
অসমঞ্জ-পুত্রে রাজা দিল বনবাস ॥
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত-মন।
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥
অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
অপর সন্তান লৈয়া সুখে রাজ্য করে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান।
অমৃত-সমান সগরের উপাখ্যান ॥



● সগরের উপাখ্যান ●

একদিন সগর ভাবিয়া মনে মনে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা-ভুবনে ॥
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল নিয়া পাতাল-ভিতর ॥
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যেন তিনলোক ব্যাপে ॥
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন ॥
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সোদর ॥
পুত্র-বাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায় ॥
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত ঘটিবে প্রমাদ ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত-মন ॥
বলেন বাসব, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তুমি ঘোড়া কর চুরি ॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় ॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে।
ঘোড়া ল'য়ে রাখিল তাঁহার বিদ্যমানে ॥
যোগেতে আছেন মুনি, কেহ নাহি কাছে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তাঁর পাছে ॥
অন্ধকার-বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন।
ঘোড়া হারাইল, বলে সগর-নন্দন ॥



চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে॥
ভাই ষাটি হাজার কোদালি হাতে ধরে।
চারিক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে॥
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কূর্ম্মপৃষ্ঠে॥
চারি দণ্ডে খুঁড়িলেক সে চারি সাগর।
সাগর খুঁড়িয়া গেল পাতাল-ভিতর॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল-বিদ্যমানে॥
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এই ঠাঁই॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি॥
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি সরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি॥
এককালে ক্ষয় হৈল সগর-নন্দন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥



● কপিলমুনি কর্ত্তৃক সগরবংশের উদ্ধারের উপায় কথন ●

এক বর্ষ হৈল, যজ্ঞ নাহি হয় শেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ॥
অসমঞ্জ-পুত্র তার নাম অংশুমান্।
করিতে পুত্রের তত্ত্ব তাহারে পাঠান॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে পৃথিবীতে খুঁজে নানা পথে॥
যে পথে প্রবেশ করে, দেখে খান-খান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সাঁধান॥
আগেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর॥
ধরিয়াছে পৃথিবী সে দশন-উপরে।
প্রণাম করিয়া তারে জিজ্ঞাসে সত্বরে॥
হস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান্।
ঘোড়াচোর-নিকটে হইবে সাবধান॥
পূর্ব্ব হৈতে চলিলেন উত্তর-সাগর।
শ্বেতবর্ণ হস্তী এক দেখিল সুন্দর॥
অংশুমান্ তাহারে লাগিল শুধাইতে।
এ-পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে॥
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবেক ঘোড়া, তুমি যাহ এই পথে॥
তথা যদি না পাইল ঘোড়ার দর্শন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন॥
রক্তবর্ণ হস্তী এক দেখিল সুন্দর।
ধরিয়াছে মেদিনী সে দশন-উপর॥
সে সব হস্তীর শুন অপূর্ব্ব কথন।
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিনী-কম্পন॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল-বিদ্যমানে॥
দণ্ডবৎ হৈয়া তাঁরে লাগিল কহিতে।
এ-পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে॥
মহাঋষি কপিল যে বলিল তখন।
মম কোপানলে ভস্ম হৈল সর্ব্বজন॥
শুনিয়া ত অংশুমান্ যুড়িল স্তবন।
সেই বংশে তপোধন আমার জনন॥
অসমঞ্জ-পুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে, কাহার শকতি॥
অংশুমান্ কহিলেন, শুন মহামতি।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদ্গতি॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল॥
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার॥
বিনয়েতে অংশুমান্ কহে তাঁর প্রতি।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি॥



কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা-দরশন।
কহ মুনি, শুনি সেই গঙ্গার জনম॥
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



● গঙ্গার উদ্ভব ও ভগীরথের জন্মকথা ●

একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
পঞ্চমুখেতে গান করেন ত্রিলোচন॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে রাম-নাম গান ত্রিপুরারি॥
লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময়॥
দ্রবরূপ হইলেন নিজে চক্রপাণি।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিত-পাবনী॥
সেই জল কমণ্ডলু ভরিয়া আদরে।
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে॥
সেই গঙ্গা পার যদি আনিতে নৃপতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিষ্কৃতি॥
অংশুমান্, তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশ-হেতু গঙ্গা হবেন গোচর॥
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান্ অযোধ্যাতে যায়।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায়॥
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধন।
তাঁর কোপানলে পুড়িয়াছে সর্ব্বজন॥
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন।
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন॥
রাহুর দশায় জন্ম হইল যখন।
সে-সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন॥
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিশাই।
অল্পকালে মরিল, না হইল চিরাই॥
অশুচি হইল, গঙ্গা না হইল সায়।
কিমতে পাবেন মুক্তি, ভাবেন উপায়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা, করি কি প্রকার।
তাঁহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার॥
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন॥
গঙ্গা না পাইয়া তাঁর নিত্য বাড়ে শোক।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অংশুমান্ রাজ্য করে অযোধ্যানগরে।
তাঁর পুত্র হইল, দিলীপ নাম ধরে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে।
এক হাজার বর্ষ তপ করে অনাহারে॥
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর।
দিলীপ রাজত্ব করে যেন পুরন্দর॥
অপুত্রক রাজা, দুঃখ ভাবেন অন্তরে।
দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে॥
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা-অনুসারে।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে॥
কভু জলাহার করে, কভু অনাহার।
অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার॥
তথাপি না পায় গঙ্গা, না হয় অশোক।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর॥
শুনিয়াছি, জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে॥
ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে॥
দিলীপের দুই-পত্নী ছিল নিজ বাসে।
বৃষ-আরোহণে শিব গেলেন সকাশে॥
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।
মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী॥
দুই নারী কহে, শুনি শিবের বচন।
বিধবা আমরা, কিসে হইবে নন্দন॥
শঙ্কর বলেন, দুই জনে কর রতি।
মম বরে একের হইবে সুসন্ততি॥



এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি।
স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী ॥
সম্প্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী।
কত দিনে একজন হৈল ঋতুমতী ॥
দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ।
দোঁহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভ ॥
দশ মাস পরে হৈল প্রসব সময়।
পুত্ররূপে মাংসপিণ্ড হইল উদয়।
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুইজন।
হেন পুত্র বর কেন দিলা ত্রিলোচন ॥
অস্থি নাহি, মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে ॥
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি-ভিতরে।
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে ॥
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ ॥
মুনি বলে, রেখে যাও পথে শোয়াইয়া।
করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া ॥
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে।
অষ্টাবক্র মুনি যায় স্নান করিবারে ॥
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি, গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর ॥
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙচায় ॥
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস।
মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীর-বিনাশ ॥
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন।
মম বরে হও তুমি মদনমোহন ॥
অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইয়া উঠিল সে রাজার কুমার ॥
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন।
মহাজন বটে এই দিলীপ-নন্দন ॥
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবর।
পুত্র পেয়ে হরষিত, দোঁহে গেল ঘর ॥
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম ॥



● ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের সূচনা ●

পাঁচ বৎসরের হৈল, হাতে দিল খড়ি।
পড়িবারে পাঠাইল বশিষ্ঠের বাড়ী ॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব যখন বাড়িল।
জারজ বলিয়া গালি এক শিশু দিল ॥
মনে ভগীরথ দুঃখী, না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল-নয়ন।
শয়ন মন্দিরে শিশু করিল শয়ন ॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর ॥
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মাতা, না কর ক্রন্দন।
রোষের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন ॥
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
বস্ত্রের আঁচলে তার মুখ মুছাইল ॥
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি, কহ যাদুমণি ॥
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল।
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল ॥
কোন্ রোগে রোগী তুমি, আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি ॥
ভগীরথ বলে, মাতা, কহি বিদ্যমান।
রোগ শোক নহে, আজি পেনু অপমান ॥



বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে।
জারজ বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে ॥
কোন্ বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা করহ বর্ণন ॥
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্র সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা ॥
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময় ॥
গঙ্গা যদি স্বর্গ হৈতে আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিষ্কৃতি ॥
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন ॥
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে।
পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে ॥
ভগে-ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম।
সূর্য্যবংশে জন্ম তব, অযোধ্যায় ধাম ॥
শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে ॥
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায় ॥
যদি আমি ধরি ভগীরথ-অভিধান।
গঙ্গা আনি করিব সগরবংশ ত্রাণ ॥
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী।
তপস্যায় এক্ষণে না যাহ যাদুমণি ॥
মায়ের বচনে ভগীরথ না রহিল।
বশিষ্ঠের স্থানে মন্ত্র-দীক্ষা সে করিল ॥
যাত্রাকালে করে রাজা মায়েরে স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন ॥
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি।
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি ॥
অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর।
ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর ॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে।
আসিলেন বর দিতে বাসব তাহারে ॥

কোন্ বংশে জন্ম তব, কাহার তনয়।
বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয় ॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
সূর্য্যবংশজাত আমি দিলীপ-নন্দন ॥
সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময় ॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা দেহ সুরপতি।
তাহাতে হইবে মম বংশের নিষ্কৃতি ॥
ইন্দ্র বলে শুন বলি দিলীপ কুমার।
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার ॥
গঙ্গাকে আনিবে যদি আমি দিনু বর।
একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর ॥
গঙ্গারে আনিতে বাধা পাইবে পাষাণে।
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেইক্ষণে ॥
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি ॥
ওকড়া-ধুতুরা ও আ[illegible]।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের নাথ।
কভু অনাহার, কভু করে নীরাহার।
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥
মহেশ বলেন, শুন রাজার নন্দন।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি-কারণ ॥
গঙ্গারে আনিবে তুমি আমি দিব বর।
একভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর ॥
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
গোলোকে চলিয়া গেল, যথা লক্ষ্মীপতি ॥
একদিনে ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে ॥
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর।
করিল এমন তপ চল্লিশ বৎসর ॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে ॥
তপস্যায় তোমার আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্ট বর, দিব রাজার কুমার ॥



ভগীরথ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন ॥
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।
গঙ্গারে পাইলে তারা সবে মুক্ত হয় ॥
সহাস্য বদনে কহিলেন চক্রপাণি।
গঙ্গার মহিমা বাপু, আমি কিবা জানি ॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা নাহি দিবা দান।
তব পাদপদ্মে আমি ত্যজিব পরাণ ॥
শুনিয়া তাহারে হরি দিলেন আশ্বাস।
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা, চল তাঁর পাশ ॥
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল।
মায়া করি হরিলেন হরি সে-সকল ॥
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন ॥
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা, ঘরে নাহি জল।
জলহীন-পাত্র-মাত্র আছে অবিকল ॥
কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে।
আস্তে ব্যস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে ॥
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ করয়ে ক্ষালন।
অংঘ্রিজা বলিয়া নাম এই সে কারণ ॥
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি।
এই গঙ্গা লয়ে যাহ পতিতপাবনী ॥
ব্রহ্মহত্যা গো-হত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি, সব পাপে তরে ॥
স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি ॥
শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা, করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান ॥
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ ॥
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে ॥

শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে।
তাঁহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে ॥
বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি ॥
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য বিশ্বপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ-প্রতি ॥
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া ॥
বিরিঞ্চি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ ॥
ভগীরথ, আমার এ রথ তুমি লহ।
এ রথে চড়িয়া তুমি আগে আগে যাহ ॥
রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তাঁর পাছু গোড়াইয়া ॥
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বা ধান ॥
আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস করিল ব্যাখ্যান ॥
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী পাইলা আখ্যান ॥



● গঙ্গার মর্ত্তে পতন ও ঐরাবতের গর্ব চূর্ণন ●

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু-পর্ব্বত ॥
সুমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন।
তিরিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন ॥
এই আদি কহিলাম, এই তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল ॥
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর ॥
না পায় গঙ্গার দেখা, নাহি কোন পথ।
যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ ॥



সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলে তুমি মম বংশের উদ্ধার ॥
গঙ্গা কহিলেন, শুন বাছা ভগীরথ।
কোন্ দিকে যাব আমি, নাহি পাই পথ ॥
ঐরাবত হস্তী যদি পার হে আনিতে।
নিস্তার পাইব তবে পর্ব্বত হইতে ॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে ॥
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
আরবার গেল যথা দেব সুরপতি ॥
প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ॥
ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে।
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে ॥
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে।
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে ॥
হইল যে পর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে।
আনি [illegible] এই সে গঙ্গারে ॥
মম সহ [illegible] যদি বঞ্চে এক রাত্তি।
তবে ত পর্ব্বত হইতে করি অব্যাহতি ॥
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা।
মলিন করিল মুখ হেঁট করি মাথা ॥
মুখে নাহি বাক্য সরে, চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরু দুরু করে, অন্তর বিকল ॥
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায়।
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায় ॥
আনিতে নারিলা বাছা ঐরাবত তুমি।
কোন্ দুঃখে কান্দ বাপু কহ শুনি আমি ॥
ভগীরথ বলে, মাতা, করি নিবেদন।
সুরমণি-মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥
সেই কথা ঐরাবত বলিলেক মোরে।
পুত্র হৈয়া জননীরে বলিব কি করে।।
জাহ্নবী বলেন তবে বুঝিলাম তত্ত্ব।
রিপুরোষে ঐরাবত হইয়াছে প্রমত্ত।।
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সহিতে সে পারে।
তার ঘরে সপ্ত রাত্রি রব, বল তারে ॥
এই কথা ভগীরথ কহে ঐরাবতে।
শুনিয়া গঙ্গার কথা ঐরাবত মাতে ॥
চারিখানা করিয়া পর্ব্বত চিরে দাঁতে।
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
বসু ভদ্রা শ্বেতা ও অলকনন্দা আর।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারি ধার ॥
বসু নামে গঙ্গা যান পূর্ব্বের সাগরে।
ভদ্রা নামে সুরধুনী চলিল উত্তরে ॥
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে।
গেলেন অলকনন্দা পৃথিবী উপরে ॥
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবত'পরে।
নাকে মুখে জল গেল, হাঁসফাঁস করে ॥
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ।
হস্তী বলে গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ ॥
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে নিল খড়।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপর ॥
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



● মহাদেবের জটায় গঙ্গার বেগ ধারণ ●

ভগীরথ সুমেরু হইতে গঙ্গা নিলা।
কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গা আসিয়া মিলিলা ॥
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
তাঁর ভরে বসুমতী টলমল করে ॥
বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাতলে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া ভগীরথ বলে ॥



পাতালেতে হইল তোমার আগুসার।
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, যাব পৃথিবীতে।
ধরিত্রী আমার বেগ নারিবে সহিতে॥
শিব যদি আসিয়া ধরেন জলধার।
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার॥
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব পশুপতি॥
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন।
মহেশ বলেন, পুনঃ এলে কি কারণ॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা দিলা নারায়ণ।
পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন॥
তুমি যদি আসি শিরে ধর জলধার।
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা অবতার॥
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন।
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন॥
পাতিলেন মস্তক শঙ্কর সমাদরে।
পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভুশিরে॥
শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর।
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর॥
ভগীরথ বলেন, মা, একি ব্যবহার।
কেমনে আমার হবে বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, শুন ভগীরথ।
জটা হৈতে বাহির হইতে নাহি পথ॥
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাত।
ধ্যানভঙ্গ হইল, চাহেন বিশ্বনাথ॥
জটা চিরি পথ শিব দিলেন গঙ্গার।
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বার॥
যেবা নর স্নান দান করে হরিদ্বারে।
তার পুণ্যসীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে॥
একধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে।
ভোগবতী ব'লে নাম হৈল রসাতলে॥
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে॥
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনা তটিনী।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী॥
মকরে প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় যায় স্বর্গপুরে॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥
গঙ্গার গমন-কথা অপূর্ব্ব কথন।
কৃত্তিবাস আদিকাণ্ড করিল রচন॥

বারাণসীর আখ্যান

মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ॥
এককালে কাটিলেন হর দ্বিজমাথা।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার না হয় অন্যথা॥
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের স্কন্ধে।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী কান্দে॥
গৌরী কন কেন বা কাটিলে বিপ্রমাথা।
ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অন্যথা॥
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব মৃদু হাসে।
কহে গঙ্গা পৃথিবীতে কত পাপ-নাশে॥
বৃষভে চাপিয়া তবে শঙ্করী-শঙ্কর।
দাণ্ডাইল সুরধুনী-তীরেতে সত্বর॥
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর হইল মোচন॥
ধূর্জ্জটী বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা।
পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডী রেখা॥
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ, নাম বারাণসী।
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বসি॥
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান।
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান॥



● জহ্নুমুনি কর্তৃক গণ্ডুষে গঙ্গাপান ●

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥
লতায় পাতায় কৃত জহ্নু মুনি-ঘর।
গঙ্গাস্রোতে ভাসি যায় দেখিতে দুষ্কর॥
চক্ষু মেলিলেন মুনি, ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
গণ্ডুষ করিয়া সব জল করে পান॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী, দেখিতে না পায়॥
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্ জনে।
দেখে, মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে॥
জহ্নুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে॥
মুনি বলিলেন, শুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন করিয়া।
ব্রহ্মার নিকটে তুমি সব কহ গিয়া॥
আন গিয়া ব্রহ্মা, মম কি করিতে পারে।
গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে॥
মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



● কাণ্ডার মুনির অস্থি গঙ্গায় পতন
ও কাণ্ডারের স্বর্গলাভ ●

যোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি ত্রিলোচন॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন।
মনুষ্য-শরীরে তব কি জানি স্তবন॥
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয়।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়॥
তব উদরেতে বাস যদি সে গঙ্গার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে বহুক্ষণ।
কৃপায় বলেন তারে জহ্নু তপোধন॥
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তারে ঘুষিবে সকল॥
চিরিল দক্ষিণজানু সেইক্ষণে মুনি।
জানু দিয়া বাহির হইলা সুরধুনী॥
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহ্নুর উদরে।
'জাহ্নবী' বলিয়া নাম হইল সংসারে॥
শাপভ্রষ্ট গঙ্গামাতা সেইখানে শুনি।
সেইখানে হ'য়ে যান উত্তরবাহিনী।
কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল একজন।
তার তুল্য পাপী নাহি দেখি ত্রিভুবন॥
জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্যাসেবা করে।
তারি বশীভূত হয়ে থাকে তারি ঘরে॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন॥
যমদূত আসি তারে করিয়া বন্ধন।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন॥
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া।
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া॥
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা মধ্য দিয়া।
হেনকালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়া॥
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া॥
দুই জনে তারা তথা জড়াজড়ি করে।
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে॥
যখন করিল অস্থি গঙ্গা-পরশন।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ॥
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিঙ্কর।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর॥
বিষয় ছাড়িনু প্রভু, আর নাহি কাজ।
আজি যমরাজ বড় পাইলাম লাজ॥



কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে॥
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে॥
কান্দিতে লাগিল যম ধরি তাঁর পায়।
বিষয় ছাড়িনু প্রভু, আর নাহি দায়॥
পাপীর উপরে আছে মোর অধিকার।
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার॥
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে॥
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়।
গঙ্গা যথা, তথা কভু পাপ নাহি রয়॥
গঙ্গার মহিমা কত, কি বলিতে জানি।
মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি॥
যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস।
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ॥
পুড়ে মরে, অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে।
চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে॥
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান।
সে শরীর জান তুমি আমার সমান॥
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে।
আমার দোহাই, যদি যায় সেই স্থানে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

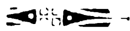


● গঙ্গা-স্পর্শে সগর বংশের মুক্তি ●

কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥
পদ্মনামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায়॥
যোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিকে যাইতে আমার নহে পথ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥
শাপবাণী সুরধুনি দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী।
আরবার ফিরিলেন সাগরগামিনী॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ॥
শঙ্খধ্বনি-ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে॥
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
নিমেষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥
চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ত্বরা।
মেড়াতলা নাম স্থানে যায় সরিদ্বরা॥
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিলা বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিলা গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥
আকনা-মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিলা গিয়া॥
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ।
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ॥
ভ্রমিতেছি এক বর্ষ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগর-সন্ততি॥



ভগীরথ বলেন, মা, এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ তার মধ্যখানে॥
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ, মাতৃমুখে শুনি॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে॥
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হ'য়ে।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পেয়ে॥
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
ওই তব বংশ দেখ স্বর্গধামে যান॥
একজন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী॥
বংশ মুক্ত হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে॥
গঙ্গা বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন॥
মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে কথন॥
যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ।
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ॥



● গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ●

জননী জাহ্নবী দেবী আইলেন এই ভূবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর-নর-নিস্তারিণী, পাপ-তাপ-নিবারিণী,
কলিযুগে হেন অবতার॥
ধন্য ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি,
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজনে থাকে, যদি গঙ্গা বলি ডাকে,
শুনে সবে চমৎকার লাগে॥
পক্ষিগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী, যার আছে কোটি হস্তী,
সেও নহে পক্ষীর সমান॥
গয়াধাম বারাণসী, দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ গুহা যে মন্দার।
এ সব যতেক তীর্থ, বিষ্ণুর সম মহত্ত্ব,
সর্ব্বতীর্থে গঙ্গাদেবী সার॥



● সৌদাস-উপাখ্যান ও গঙ্গা-মাহাত্ম্য ●

গঙ্গা হেতু গেল ষাটি হাজার বৎসর।
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যানগর॥
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন॥
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস॥
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী-তটে।
থাকি হইলেন মুক্ত সংসার-সঙ্কটে॥
করিল রাজার শ্রাদ্ধ-তর্পণ সৌদাস।
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন, যার যত আশ॥
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাস-চরিত্র।
শুনিলেই পাপক্ষয়, শরীর পবিত্র॥
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
মৃগ হেতু ফিরে রাজা বনেতে বনেতে॥
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়ে জায়া।
সৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আসিয়া॥
ছাড়িয়া রাক্ষস-রূপ ব্যাঘ্র-রূপ ধরে।
দুই জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে॥
হেনকালে সৌদাস সে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া।
শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিন্ধিয়া॥
এই কালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে।
বিনা দোষে স্বামী মার শৃঙ্গারের কালে॥



পরিণামে জানিবে, হইবে যত পাপ।
মহাপাপ ভুঞ্জিবে, পাইবে ব্রহ্মশাপ ॥
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন।
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন ॥
পাত্র-মিত্রগণে রাজা করিলা আহ্বান।
বশিষ্ঠ মুনিরে অগ্রে করিলা সম্মান ॥
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ।
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা প্রমাণে।
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥
যজ্ঞপূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ব্বজনা ॥
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন।
মম বাক্য ব্যর্থ হবে, জানিল কারণ ॥
আপন রাক্ষসী রূপ দূরে তেয়াগিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন।
মোরে মাংস ভোজন করাও যশোধন ॥
রাজা বলে, অশ্বমাংস করি আহরণ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥
স্নান-সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি।
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥
বশিষ্ঠের রূপ সেই দূরে তেয়াগিয়া।
পাচক বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥
মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন।
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন ॥
যজমান-বাক্য মুনি লঙ্ঘিতে না পারে।
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে ॥
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন।
রাক্ষসী মনুষ্য-মাংস দিল ততক্ষণ ॥
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে।
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে ॥
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।
হইবে ব্রহ্ম-রাক্ষস তুমি হে সৌদাস ॥

এত যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল।
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল ॥
অকারণে শাপ দিলা, আমি নহি দোষী।
এই জলে পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি ॥
হেনকালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি।
ঘর হৈতে পলাইয়া চলিল আপনি ॥
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন।
রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন ॥
হাতে জল নিল রাজা দিতে অভিশাপ।
রাণী দময়ন্তী বলে, নাহি কর পাপ ॥
ক্রোধ সংবরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে ॥
স্বর্গে থুই যদি, তবে দেবগণ মরে।
নাগগণ মরে, যদি ফেলি নাগপুরে ॥
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়।
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায় ॥
রাজার পুড়িয়া গেল দুখানি চরণ।
রাজার কল্মাষ-পাদ নাম সে-কারণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন, শাপ দিনু নৃপবর।
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর ॥
লুটায়ে ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ।
কত দিনে হবে মম শাপ-বিমোচন ॥
মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গা-দরশন।
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন ॥
সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া ॥
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন।
তিন দিন আহার না মিলিল তখন ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে ॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা বৃক্ষ যে নেহালে।
এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে ॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, ওহে, তুমি কেন হেথা।
মম স্থান তুমি নিলা, আমি যাব কোথা ॥



শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল।
ব্রহ্মদৈত্যে দেখিয়া সে খাইতে আসিল॥
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুই জনে।
ছয়মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমনে॥
দুই জন যুদ্ধে সম, ন্যূন নহে কেহ।
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে স্নেহ॥
সর্ব্ব দুঃখ দুইজন করেন প্রকাশ।
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে, বলেন সৌদাস॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, মিত্র, শুন বিবরণ।
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ॥
গুরু গৃহে বেদ পড়ি থাকি বহুকাল।
দেখিলাম গুরু মোর দক্ষিণা-কাঙাল॥
করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে।
গুরু বলে, ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে॥
যখন গঙ্গার জল পাবে দরশন।
তখন পাইবে মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন॥
সৌদাস বলেন মিত্র চেতাইলা মোরে।
তেঁই সে গঙ্গার তত্ত্ব দুইজনে করে॥
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী॥
হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে।
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে॥
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন।
অগ্রভাগ শিবের, তা দিব হে কেমন॥
দোঁহে কহে, মুনি, তব নাহি বিদ্যালেশ।
গঙ্গাজল নাহি হয় শেষ অবশেষ॥
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন।
মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন॥
কুশাগ্র করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায়॥
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
শাপমুক্ত হৈলেন গঙ্গা জল পাইয়া॥
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বরে।
দুই জনে মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে॥

গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাজ্ঞানী॥



● দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন ●

সৌদাস গেলেন আয়ু-শেষে স্বর্গস্থলে।
হইলেন সুদাস ভূপতি ভূমণ্ডলে॥
সুদাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
একেত দিলীপ রাজা মহা বলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান॥
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভন॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তাঁর ঠাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল প্রয়াণ।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥
কিসে নিবারণ হয়, বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তাঁর ঘোড়া কর চুরি॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপনন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন॥
নয় বৎসরের শিশু, দশ নাহি পূরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে॥



সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র-বিদ্যমান॥
'কোথা ইন্দ্র' বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক।
আজি ইন্দ্র, তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক॥
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে॥
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র কহে কটুভাষে।
মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বর্গবাসে॥
মাছি হৈয়া সহিবা কি পর্ব্বতের ভার।
গলায় কলসী বান্ধি সমুদ্রে সাঁতার॥
সহিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে।
বালক হইয়া এস আমার উপরে॥
রঘু বলে, গর্ব্ব কর রণ নাহি জিনি।
যার যত বল বুদ্ধি, জানিব এখনি॥
আমাকে বালক দেখ, আপনি কি বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির॥
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘের পাকে॥
ইন্দ্র বলে, ভাল বলি বয়সে বালক।
এড়িলেক বাণ যেন জ্বলন্ত পাবক॥
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পূরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশবাণ॥
দুই জনে বাণ বৃষ্টি, যেন জল ঘনে।
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে॥
রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত-সন্ধি।
হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকল বান্ধি রথে লয়ে তোলে॥
ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যাভুবনে॥
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যাভুবন॥
বিধাতা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান॥
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে॥
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা নরবরে।
তবে মুক্ত করিলেন দেব পুরন্দরে॥
রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর।
অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা-উপর॥
ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করিহ তুমি।
যে কিছু ক্ষেতের কর্ম্ম, সে করিব আমি॥
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র সহ স্বর্গে গেল সকল অমর॥
রঘুর বিক্রম শুনি শত্রুপক্ষে ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



● দানে রঘুরাজার কীর্ত্তি কথন ●

দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর-নগর॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণে দিলেন দান ছিল যত ধন॥
অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জলপান করে॥
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যয়ন॥
গুরুগৃহে বসতি করিয়া বহু দিন।
চতুঃষষ্টি বিদ্যায় সে হইল প্রবীণ॥
গুরু যে দক্ষিণা দিতে কহিল তাঁহারে।
কি দক্ষিণা দিব, গুরু, আজ্ঞা কর মোরে॥
গুরু বলে, অল্প মাগি, কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোণা॥
দ্বিজ কহিলেন এই অসম্ভব কথা।
মনে ভাবে, এতেক সুবর্ণ পাব কোথা॥
সবে বলে, রঘু রাজা বড় পুণ্যবান।
তাঁর ঠাঁই গিয়া আমি মাগি স্বর্ণদান॥



সাত দিবসের তরে সময় লইল।
গুরুকে কহিয়া শিষ্য বিদায় হইল ॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ অকিঞ্চন।
অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন ॥
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে ॥
মৃত্তিকার পাত্রে রঘু করে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র করে অনুমান ॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু হৈয়া।
উঠিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া ॥
আপনি পাখালে রাজা তাঁহার চরণ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করান ভোজন ॥
কর্পূর তাম্বূল মাল্য দিলেন চন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন করি পদ-প্রক্ষালন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান ॥
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে।
আপনার নাহি কিছু, কি দিবা আমারে ॥
তোমার অধীন রাজা, ধরণী অশেষ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ ॥
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে ॥
ভূপতি বলেন, তুমি চাহ কত ধন।
যাহা মাগ, তাহা দিব, ঠাকুর ব্রাহ্মণ ॥
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে।
লাড়ু দিয়া চাও বুঝি ভুলাইতে ছেলে ॥
রাজা বলে, যেবা মাগ, না করিব আন।
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কাণে দিল হাত।
চৌদ্দ কোটি সোণা মাগি তোমার সাক্ষাৎ ॥
রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যেও তুমি ॥
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে।
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ॥
চৌদ্দ কোটি সোণা ধার যেবা দিতে পারে।
চৌদ্দ দশ কোটি কালি শুধিব তাহারে ॥
যোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ।
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন ॥
হেঁটমাথা করি রাজা ভাবিল আপদ।
হেনকালে তথা মুনি আইল নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
মুনি বলে, কেন রাজা, বিরস বদন ॥
রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা।
ব্রাহ্মণ চাহিল ধন, আজি পাব কোথা ॥
লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি।
ইহার উপায় কহি, শুনহ আপনি ॥
বল, কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ।
ঘরেতে বসিয়া পাবে চাহ যত ধন ॥
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন।
অযোধ্যানগরে রাজা বাজায় বাজন ॥
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র-মিত্রবরে।
সবে সাজ যাইব কুবেরে দেখিবারে ॥
কটক সাজিল, বাজে দুন্দুভি বাজন।
কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ ॥
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যা ভুবনে।
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্র-মিত্রগণে ॥
পাত্র মিত্র বলে, কি বেড়াও শুধাইয়া।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥
শুনিয়া ধাইয়া দূত চলিল অমনি।
কৈলাসে নারদ গিয়া কহিল তখনি ॥
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া।
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥
সুবর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র মাগেন তাঁহারে ॥
এত যদি বলিল নারদ মহামুনি।
কুবের বলেন, আমি পাঠাই এখনি ॥



আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া।
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ॥
প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণকুমারে।
ভাণ্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুঁইল দুই কাণ।
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তাঁরে দিলেন গণিয়া।
শত শত জনে বোঝা দিলেক বান্ধিয়া ॥
ধন লইয়া গুরুকে করে সমর্পণ।
গুরু বলে, এত ধন দিল কোন্ জন ॥
শিষ্য বলে, রঘুরাজা বড় পুণ্যবান।
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥
মুনি বলে, বসি আমি গহন কাননে।
ধন লাগি' দস্যুগণ বধিবে জীবনে ॥
এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।
যজ্ঞকালে ধন যেন আনি দেন মোরে ॥
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে।
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে ॥
দ্বিজ বলে, গুরু হেথা পাঠান আমারে।
রঘুরাজা স্বর্ণদান দিল ভারে ভারে ॥
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাণ্ডারে।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে॥
বাসব বলেন, বাপু, সত্য কহ কথা।
উঞ্ছবৃত্তি তিনি, সোণা পাইলেন কোথা ॥
দ্বিজ বলে, দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু।
আমারে দিলেন রঘুরাজা কল্পতরু ॥
'রাম রাম' বলি ইন্দ্র কাণে দিল হাত।
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ ॥
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে।
অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥
স্থানান্তরে নিয়া প্রভু, রাখ এই ধন।
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥
ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরুপাশে।
গুরু বলে, রাখ নিয়া পর্ব্বত কৈলাসে ॥
নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে।
গিয়াছিল যার ধন, এল তার পাশে ॥
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে।
রচিলেন আদিকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

● রঘু-পুত্র অজের বিবাহ ও দশরথের জন্ম ●

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর ॥
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম যৌবন।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে;
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে ॥
মগধ রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম।
পরমা সুন্দরী সেই লাবণ্যের ধাম ॥
ইচ্ছাবরী হইতে কন্যার গেল মন।
কহিল পিতার অগ্রে না করি গোপন ॥
স্বয়ংবরা হইতে আমার আছে মন।
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ ॥
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে।
মগধের নিমন্ত্রণে সকলে আইসে ॥
প্রথম যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর।
সকলে আইল, কেহ না রহিল ঘর ॥
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন ॥
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী।
বসিল সকল রাজা অজে মধ্যে করি ॥
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি।
পৃথিবীমণ্ডলে যাঁর এক দণ্ড ছাতি ॥
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ।
তখন মগধরাজ করে নিবেদন ॥
এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ংবরে ॥



পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা, এই নিবেদন ॥
মম কন্যা বরমাল্য দিবেক যাহারে।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাঁহারে ॥
'ভাল ভাল' কহিল সকল নৃপগণ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন ॥
কেশ আঁচড়িয়া তাঁর বান্ধিল কুন্তল।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল ॥
কপালে সিন্দূর দিল, নয়নে কজ্জল।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল ॥
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি।
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুত্তলী ॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
মত্তগজগতি রামা চলিল সাজিয়া ॥
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ।
মদনের বাণে হরে তাহার চেতন ॥
চেতন পাইয়া উঠি বলে নৃপগণ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন ॥
কেহ বলে কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে কন্যার আমাতে আছে মন ॥
যারে পাছু করি কন্যা করিল গমন।
ভূমিতে পড়িয়া সেই জুড়িল রোদন ॥
কন্যা কি কুৎসিত-রূপ দেখিল আমারে।
আমারে এড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে ॥
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন ॥
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥
বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল।
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল ॥
বনেতে বসিয়া সবে হয়ে একমতি।
অজকে মারিতে সবে করিল যুকতি ॥
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া ॥

লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে স্থান।
হেথায় মগধরাজ করে কন্যাদান ॥
কন্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক।
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুক ॥
তিন দিন ছিল রাজা মগধের ঘরে।
পরদিন যান রাজা অযোধ্যানগরে ॥
ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ।
এই কালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥
মার মার বলি সবে আগুলিল তথা।
ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁটমাথা ॥
নিদ্রায় বিহ্বল পতি জাগান কেমনে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে ॥
রাজগণ ডাকে, তাহে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিয়া ইন্দুমতীর বদন ॥
ইন্দুমতী বলে, নাথ, কি ভাব এখন।
দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥
তিন কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া।
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥
অজ বলে, প্রসন্ন করহ প্রিয়ে, মুখ।
এক বাণে সবে মারি, দেখহ কৌতুক ॥
এক বাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি।
রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি ॥
এত বলি ধনু হস্তে দাঁড়াইলা রথে।
অজে দেখি রাজগণ আগুলিল পথে ॥
তিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণজ্ঞান।
এড়িলেন অজ সে গন্ধর্ব্ব নামে বাণ ॥
এক বাণে গন্ধর্ব্ব হইল তিন কোটি।
আপনা আপনি মরে ক'রে কাটাকাটি ॥
গন্ধর্ব্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা।
এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা ॥
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যায় গেল অজ ইন্দুমতী লৈয়া ॥



অজ রাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী।
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী ॥
দশ মাস গর্ভ হৈল প্রসব সময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয় ॥
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম ॥
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম।
যার পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তি-বিবরণ ॥



● অজ-ইন্দুমতীর শাপমুক্তি ও দশরথের রাজ্যলাভ ●

এক-বর্ষ-বয়স্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ ॥
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য-পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে ॥
পারিজাত মালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতী-গায় ॥
পারিজাত যখনি হইল পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে।
কাঁদে অজ লোচন ভরিল তার নীরে ॥
কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ।
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ ॥
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়।
দুই জন মুক্ত হ'য়ে স্বর্গপুরে যায় ॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী ছিল দোঁহে স্বর্গপুরে।
শাপ-ভ্রষ্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমি'পরে ॥
দুইজন যখন গেলেন স্বর্গপথ।
একবর্ষ বয়স্ক তখন দশরথ ॥
অল্পকালে পিতা মাতা মরিল দুজন।
দেখিয়া চিন্তিত সে বশিষ্ঠ তপোধন ॥

সেই পুত্র লৈয়া গেল আপনার ঘরে।
পড়াইল নানা শাস্ত্র, শাস্ত্র-অনুসারে ॥
হইলেন পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক যখন।
লইলেন আপনি পৈতৃক সিংহাসন ॥
ভৃগুরাম মুনি তাঁরে অস্ত্র দিল দান।
যত্ন করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ ॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
পুত্রতুল্য পালে প্রজা মহাধনুর্দ্ধর ॥
রাজার বয়স হৈল পনর বৎসর।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস কবিবর ॥



● দশরথের কৌশল্যা-লাভ ●

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা, সকলে প্রশংসে ॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সবার উপর।
বিবাহ না হয়, বয়ঃ ত্রিংশৎ বছর ॥
দৈবের ঘটনে রাজার হৈল নির্ব্বন্ধ।
হেন কালে ঘটে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ ॥
কোশলের রাজা সে কোশল দণ্ডধর।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তাঁর ঘর ॥
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত।
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তিত ॥
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর।
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর ॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তাঁরে ॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী ॥
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যানগর ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া কহে আপনার নাম ॥



কোশল দেশেতে ঘর, রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত ॥
পরমাসুন্দরী কন্যা আছে তাঁর ঘরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা দিবেন তোমারে ॥
তত রূপবতী কন্যা নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন তাঁরে মনের হরিষে ॥
রাজার সংবাদ এই জানাই তোমারে।
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ-বচন।
পাত্রমিত্র ল'য়ে রাজা করেন মন্ত্রণ ॥
যাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ পালিহ রাজ্য অযোধ্যানগরে ॥
রথ আনি যোগাইল রথের সারথি।
সেনাগণ সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্রগতি ॥
নানা বাদ্য বাজে, নাচে বিদ্যাধরীগণ।
তুরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন ॥
পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ।
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরশান ॥
বাজে শতকোটি শঙ্খ আর ঘণ্টাজাল।
ভোরঙ্গ সহস্রকোটি শুনিতে রসাল ॥
সহস্র সানাই বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
তিন কোটি দামামায় ঘন পড়ে কাঠি ॥
তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন মহাগণ্ডগোল ॥
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর।
রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুর ॥
পাইয়া তাঁহার বার্ত্তা কোশলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে নৃপতির পূজা ॥
কন্যাদান করে রাজা শাস্ত্র ব্যবহারে।
আমোদ করিল রামাগণ স্ত্রী-আচারে ॥
শুভক্ষণে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে।
উভয়ের রূপে ধরা কত শোভা ধরে ॥
নানা রত্ন দিয়া রাজা করে কন্যাদান।
শাস্ত্রের বিহিত রাজা করিল সম্মান ॥
আপনি অর্দ্ধেক রাজ্য দিলা অধিকার।
বিলাইতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার ॥
কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



● দশরথ ও কৈকেয়ীর বিবাহ ●

গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর।
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর ॥
কৈকেয়ী নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী।
তার রূপে আলোকিত রাজ্য রাজপুরী ॥
স্বয়ংবরা হবে কন্যা হেন আছে মন।
পৃথিবীর রাজগণে করে নিমন্ত্রণ ॥
দূত যায় দশরথে আনিতে সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দূত অযোধ্যানগর ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহিতে লাগিল ॥
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি।
রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবে নরপতি ॥
রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর।
চল শীঘ্র রাজা তুমি গিরিরাজপুর ॥
স্বয়ংবর স্থান যে করিল সুশোভন।
সংবাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন ॥
রথযোগে দশরথ গেল সভাস্থানে।
সভা ক'রে রাজগণ বসেছে যেখানে ॥
স্বয়ংবর স্থানে এল কৈকেয়ী সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী ॥
কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান।
আইল কি বিদ্যাধরী স্বয়ংবর-স্থান ॥
কিংবা রম্ভা, উর্ব্বশী আইল তিলোত্তমা।
ত্রিভুবনে নিরুপমা, কি দিব উপমা ॥
পূর্ব্বে রাজকন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী।
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি ॥



তাঁহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে ॥
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে।
সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে ॥
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
দশরথ তুল্য নাহি ভূমিতে ভূপতি ॥
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে।
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে ॥
প্রত্যক্ষে দেখিল কন্যা সব রাজগণে।
সবারে ভুলিল দশরথ দরশনে ॥
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে।
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে ॥
রাজগণ বলে কন্যা বড় বিচক্ষণা।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা ॥
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বিদায় লইয়া গেল নিজ নিজ স্থান ॥
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী দিলেন যৌতুকে ॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে বুড়ী।
ক্ষতি করে তার, যার ঘরে থাকে চেড়ী ॥
মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর।
অশ্বযোগে নিজ দেশে চলিল সত্বর ॥
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥



● দশরথ ও সুমিত্রার বিবাহ ●

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয়।
উভয়ে লইয়া ক্রীড় করে মহাশয় ॥
সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহীপতি।
সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী ॥
কন্যাকে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ লোকে জানে।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যাঁর নাম শুনে ॥
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর।
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর ॥
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা প্রদেশে ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥
সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥
রাজকন্যা সুমিত্রা যে পরমাসুন্দরী।
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥
তত রূপবতী কন্যা নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী নাহি জানে দুই জন।
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
দশরথের লাবণ্য দেখি মনোহর।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর ॥
অধিবাস করি দোঁহে বিশেষ হরিষে।
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ দুইজনে করে অবশেষে ॥
গোধূলিতে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে।
দোঁহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥
কুসুমশয্যায় রাজা করিল শয়ন।
নিদ্রায় অলসে প্রায় হৈল অচেতন ॥
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর।
শয্যার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর ॥



বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥
বিদায় হইল নৃপ রাজার সাক্ষাতে।
সুমিত্রা সহিতে নৃপ চড়ে নিজ রথে ॥
সুমিত্রার রূপে নৃপ মদনে মোহিত।
অধৈর্য্য হইয়া প্রায় হইল মূর্চ্ছিত ॥
বিলম্ব না সহে রাজা করে ইচ্ছাচার।
রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার ॥
বাসি বিবাহের দিন হয় কালরাতি।
স্ত্রী-পুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি ॥
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সেই স্ত্রী দুর্ভাগা হয়, না হয় খণ্ডন ॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুইজন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন ॥
সুমিত্রা মজাবে রূপে ভূপতির চিত।
আর না চাহিবে আমা সবাকার ভিত ॥
নিরবধি সেবে তাঁরা পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভাগা হ'ক মাগে এই বর ॥



● জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা ●

তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজ্য করে বহুকাল ভূমণ্ডলে ॥
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্য তিন গণি।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা কামিনী ॥
তার মধ্যে সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী ॥
হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥

প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
দিবানিশি দশরথ তারে লৈয়া থাকে ॥
এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি।
যা' সবার গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি ॥
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যানগরে ॥
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন।
সে-কারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ ॥
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যা-সম্ভাষণে।
রাজ্যের প্রমাদ হৈল, ইহা নাহি জানে ॥
সকল অযোধ্যা রাজ্যে হইল আপদ।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা, বসিতে আসন।
মুনিরে করিয়া পূজা বসিল রাজন ॥
নারদ বলেন নৃপ করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন ॥
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুঃখ সবাকার ॥
কামিনী লইয়া রাজা, করিতেছ সুখ।
নরকে ডুবিল, প্রজাগণ পায় দুখ ॥
রাজা বলে কারে আমি নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড ॥
প্রজাগণ দুঃখ পায় নিজ কর্মফলে।
কেন তবে সর্বজন মোরে মন্দ বলে ॥
নারদ বলেন শুন নৃপ-চূড়ামণি।
রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি ॥
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে ॥
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন্ ॥
গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশুপক্ষিগণ ॥
নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল।
দীঘি সরোবর দেখে শুষ্ক সে সকল ॥



বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
শারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে ॥
শেষরাত্রি হইল, পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে ॥
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী।
আর কত পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী ॥
সূর্য্যবংশ-রাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দবর্ষ অনাহার, নাহি পাই পানি ॥
অনাবৃষ্টি হেতু বৃক্ষে নাহি ধরে ফল।
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল ॥
ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রিদিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে ॥
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে ॥
পক্ষিরাজ বলে, প্রিয়ে, শুন মোর বাণী।
তোমার বচনে কেন ছাড়ি অরণ্যানী ॥
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস।
কাটাইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ ॥
মোর দুঃখ নহে, দুঃখ হ'য়েছে সংসারে।
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
তব বাক্যে ছাড়িতে নারিব এই বন ॥
পক্ষিণী বলয়ে, পক্ষী, শুন বিবরণ।
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন ॥
জল বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান ॥
এই কথাবার্ত্তা তারা করে দুইজনে।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে ॥
রাজা বলে নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ ॥
বুঝিলাম ইন্দ্ররাজ বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে, সে অন্তরে করে দূর ॥
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে ॥

তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুখে।
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥
পক্ষী বলে, পাপিনী পক্ষিণী, শুন বাণী।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী ॥
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কাণে।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে ॥
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
ডিম্ব লয়ে ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া ॥
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস।
ঊর্দ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস ॥
দশরথ বলে, পক্ষী, না পলাও ডরে।
ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে ॥
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥
এই বনে যত আম্র কাঁঠালের ভার।
আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার ॥
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসা-ঘরে।
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে ॥
স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
কোথা ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন দেবরাজে ॥
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
রণং দেহি রণং দেহি কোথা সুররাজ ॥
দেবগণ বলে রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ ॥
ভূপতি বলেন মম রাজ্যে নাহি বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি ॥
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন্ কাজে।
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি, নাহি হয় ধান।
প্রজাগণ দুঃখে মরে, করে অপমান ॥
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥



এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ॥
বাসব বলেন, রাজা এল কি কারণে।
মনুষ্য হইয়া নিন্দে, শঙ্কা নাহি মনে॥
দেবগণ বলে, ইন্দ্র, ত্যজ অহঙ্কার।
রাজার যুদ্ধেতে কার নাহিক নিস্তার॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
তাঁর সনে যুদ্ধ ক'রে মরিবে আপনে॥
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ॥
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান॥
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি-কারণ॥
বাসব বলেন, রাজা, শুন একচিতে।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে॥
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি॥
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
রথ চালাইয়া যায় শনির সদনে॥
'শনি ঘরে' বলি রাজা ডাকিলেন তায়।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
শনির দৃষ্টিতে তাঁর ছিঁড়ে রথদড়া।
আকাশ হইতে পড়ে তার অষ্ট ঘোড়া॥
ছিঁড়িল রথের দড়া, নাহি পায় স্থল।
পাকে পাকে পড়ে রথ, করে টলমল॥
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন-উপরে।
হেন জন নাহি, যেই নৃপে রক্ষা করে॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথখানা দেখে॥
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল।
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল॥
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার।
ঘুষিতে থাকিবে যশ আমার অপার॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান॥
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে॥
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর।
তাহার উপরে রাজা হইলেন স্থির॥
স্থির হৈয়া দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া।
বান্ধেন পতাকা আর ধ্বজা যোড়া যোড়া॥
সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেক ছাট।
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট॥
রাজা বলিলেন রথ রাখ এইখানে।
রাখিল আমার প্রাণ দেখি কোন্ জনে॥
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা।
এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা॥
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে॥
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে।
করিলা আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে॥
কোন দেশে বাস তব কাহার তনয়।
সবিশেষ কহ মোরে দেহ পরিচয়॥
পক্ষিরাজ বলিলেন, আমি পক্ষিজাতি।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষি-ভূপতি সম্পাতি॥
জটায়ু আমার নাম, গরুড়-নন্দন।
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর-গগন॥
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন।
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন॥
দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র!
প্রাণ দান দিলা মম, কি কব চরিত্র॥
তারপর রথকাষ্ঠ খসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন হুতভুক্ নৃপতি আপনি॥
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু-পক্ষী॥
জটায়ু-পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ॥



বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



● গণেশের জন্মবৃত্তান্ত ●

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে।
রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে॥
শনি বলে, দশরথ, এলে আরবার।
তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥
দশরথ, তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ।
লবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া তুমি এস পৃষ্ঠ-মূলে॥
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই।
দেব-দৈত্য-নাগ-নর হয়ে যায় ছাই॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন॥
গণপতি জন্মিলেন গৌরীর নন্দন।
দেখিতে সত্বর যান যত দেবগণ॥
দেবগণ বলে, মাতা, তোমার আদেশে।
আইল সকল দেব শনি না আইসে॥
দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্রে কৈলাস-শিখর॥
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ডপানে চাই।
আমার দৃষ্টির দোষে হয়ে গেল ছাই॥
তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত।
পার্ব্বতীর মনোদুঃখ, মহেশ চিন্তিত॥
পার্ব্বতী বলেন হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন॥
দেবগণ বলেন, শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা॥
দেবতার বাক্য শুনি রুষিল ভবানী।
আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপাণি॥
পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই।
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই॥
শূল হস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে॥
সকল দেবতাগণ করিছে স্তবন।
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি-কারণ॥
তুমি আদ্যাশক্তি মাতা, জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে, কাহার শকতি॥
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে।
শনি যারে দেখে, তার মাথা নাহি থাকে॥
পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তারে, কে করিবে রক্ষা॥
বিধাতা বলেন, শনি মার কি-কারণ।
স্থির হও, জীয়াইব তোমার নন্দন॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর শিয়রে॥
গঙ্গা-নীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তর শিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্তমাংসে জিয়াইল, হৈল গজানন॥
শরীর নরের মত, বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্ব্বতীর॥
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর॥
বিরিঞ্চি বলেন, করি গণেশেরে রাজা।
আগে গণেশের পূজা, পিছে অন্য পূজা॥
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য দেবে পূজে।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার সিদ্ধি নয় কাজে॥
ঐরাবত-মুণ্ডে জিয়াইল লম্বোদর।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর॥



উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী।
এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি ॥
আজ্ঞা করিলেন চতুর্ম্মুখ পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়রে ॥
পশ্চিম শিয়রে শুয়ে শ্বেতহস্তী যথা।
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা ॥
প্রাণ পেয়ে ঐরাবত গেল নিজ ঘরে।
হেলায় আলস্য নাই পশ্চিম শিয়রে ॥
দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ॥
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই ॥
মনুষ্য হইয়া তুমি এস বারে বার।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার ॥
সূর্য্যবংশজাত আমি সূর্য্যের কুমার।
এক বংশে জন্ম তেঁই পাইলা নিস্তার ॥
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ।
বর চাহ, তোমার পূরাব অভিলাষ ॥
তখন বলেন, দশরথ যশোধন।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নাহি বরিষণ ॥
শনি বলে আজি হৈতে ছাড়িব রোহিণী।
অবিলম্বে দেশে চলি যাহ নৃপমণি ॥
আজি হতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
রোহিণী বৃষভ রাশি হবে যেই জন।
তার রাজ্যে নাহি হবে মোর আগমন ॥
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর।
চলিলেন রাজা ইন্দ্র-নিকটে সত্বর ॥
সভায় বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে ॥
কহিলেন সেই সব কথা পুরন্দরে।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে ॥
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি, তুমি যাও দেশে ॥
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র, ঝড় না করিব।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব ॥
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

● দশরথের সিন্ধুবধ ●

আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে ॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর।
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী উপর ॥
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জলে।
অনাবৃষ্টি ঘুচে গেল বৃক্ষে ফল ফলে ॥
জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি।
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ-সিদ্ধি ॥
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ।
সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদভাজন ॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর ॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি-রমণী।
কার পুত্র নাহি, রাজা বড় অভিমানী ॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা, অতি সুচারিতা।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখি তার নাম হেমলতা ॥
লোমপাদ নরপতি দশরথ-সখা।
অঙ্গদেশে বসতি ধনের নাহি লেখা ॥
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তাঁরে লোক পাঠাইয়া ॥
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান ॥
কন্যা রহে লোমপাদ-ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজপুরে ॥



দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন ॥
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে ॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন ॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে ॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে ॥
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে, জলপান করিছে হরিণী ॥
লতা পাতা খাইয়া পশেছে সরোবর।
ইহা ভাবি ধনুকেতে যুড়িলেন শর ॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হানে।
মুনি-পুত্রোপরি বাণ এড়ে সেইক্ষণে ॥
মৃগজ্ঞানে হানে বাণ রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে পড়ে মুনি, প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে, মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি ॥
দেখেন, সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ আছে বাণ।
অতি ভীত দশরথ, উড়িল পরাণ ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
'জল দেহ' বলে মুনি হস্ত-অনুসারে ॥
অঞ্জলি পূরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন ॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ ॥
মুনি বলে, দশরথ, ভয় কি-কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন ॥
কপালে যা' থাকে, তাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্ব-জনমের কথা হইল স্মরণ ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার ॥
কপোতী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে ॥
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে এইরূপ পাবে মনস্তাপ ॥
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ ॥
লইলা আমার প্রাণ কোন্ অপরাধে।
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে ॥
অন্ধ পিতা-মাতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে ॥
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা-সনে ॥
আমি যে ছিলাম প্রাণ অন্ধ বাপ মার।
ফল-জলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কে ঘুচাবে আর ॥
আর কেবা ফল-জল দিবেক দোঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন হায় পুত্রশোকে ॥
এই সত্য দশরথ, করহ আপনে।
আমা লয়ে যাও পিতা-মাতার সদনে ॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতীকার।
নহে সৃষ্টি নাশ হবে, মজিবে সংসার ॥
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
খসাইয়া নিলা তাঁর বুক হ'তে বাণ ॥
ভূপতি ভাবেন আসি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বিহত্যা আমার উপরে ॥
মৃতমুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে ॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী।
বামনেত্র-ভুজস্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥
অন্ধকী বলেন নাথ একি কুলক্ষণ।
পুত্রের বিলম্ব আজি কেন এতক্ষণ ॥
অন্ধক বলেন, শুন পাগলিনী নারী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল বারি ॥



আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥
এই কথাবার্ত্তা তাঁরা কহেন দুজন।
মড়া কোলে করি রাজা গেলেন তখন ॥
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচ্ মচ্ করে।
অন্ধক বলেন, এই পুত্র এল ঘরে ॥
চক্ষু নাই, দুইজন দেখিতে না পায়।
এস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উভরায় ॥
কালি হৈতে উপবাসী, করিব পারণ।
ফল জল দেহ বাপু, রাখহ জীবন ॥
দুই জন ডাক ছাড়ে, রাজার তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



● দশরথের প্রতি সিন্ধু-পিতার অভিশাপ ●

দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে, পাছু যান ধীরে ॥
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস।
কিবা মাতা-পিতা সঙ্গে কর উপহাস ॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে ॥
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে, রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক-তীরে ॥
মুনি বলে এস দশরথ নরপতে।
মৃতপুত্র আনিলে আমারে দেখাইতে ॥
কিবা কহি দশরথ শাপ দিব তোকে।
এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে ॥
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা, জানিবা আপনি ॥
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তর ॥
'শুভমস্তু', মুনিবাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাবে প্রাণ ॥
তেমো দেখি যেন মুনি, বিষ্ণুর সমান।
তোমার বচন সত্য নাহি হবে আন ॥
তব শাপে মুনি, মম হরিষ অন্তর।
শাপ নাহি দিলে তুমি, দিলে পুত্রবর ॥
অন্ধ বলে, দশরথ, বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোক শাপ দিনু বর বলি মানে ॥
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন।
ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
যাহ রাজা, তোমারে দিলাম আমি বর।
চারি পুত্র তোমার হবেন গদাধর ॥
মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ।
পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন ॥
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন।
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন ॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥
ত্রিজটা মুনির দুই চরণ ডাগর।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর ॥
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দেন তাঁরে, বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে, কেন আগমন।
মুনি কহে, আইলাম ভিক্ষার কারণ ॥
গতকল্য হ'তে আমি আছি উপবাসী।
ভোজন করাও মোরে তুমি মহাঋষি ॥
অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন।
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন ॥
পিতা আসি কহেন আমারে এই কালে।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে ॥
গোদা-পা দেখিয়া তাঁর ঘৃণা হৈল মনে।
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে ॥
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি।
আশীর্ব্বাদ দিলা মুনি 'এবমস্তু' বলি ॥
অব্যর্থ হইল সেই মুনির বচন।
সেই হইতে অন্ধ হইল আমার লোচন।



সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥
আমার শাপের রাজা পাইলে প্রমাণ।
শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান ॥
এই সত্য দশরথ করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন ॥
শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন।
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি!
চরু-মধ্যে এই ফল দিও নরমণি ॥
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে।
কোথা আছে পুত্র সিন্ধু আনি দেহ মোরে॥
মৃতপুত্র দশরথ দিলেন ফেলিয়া।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়।
কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায় ॥
জন্মিলা যে পুত্র, তুমি তপের কারণ।
তোমার মরণে মোর ঘটিল মরণ ॥
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি।
ফল দিতে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় দিতে পানি ॥
গুরুনিন্দা নাহি করি, নহে সন্ধ্যাবাদ।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥
জন্মাবধি আমি পাপকর্ম্ম নাহি জানি।
তবে কেন পুত্র সিন্ধু ত্যজিল পরাণী ॥
পূর্ব্বজন্মে কার কি করেছি বিঘটন।
গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্থাপ্য-ধন ॥
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ-মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবর।
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর ॥
করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে।
তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥
দুই জন দুইদিকে পুত্র মধ্যখানে।
পোড়াইল তিনজনে বেষ্টিত আগুনে ॥
চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবর-নীরে।
কান্দিয়া গেলেন রাজা অযোধ্যানগরে ॥
মুনিহত্যা করি রাজা অজের নন্দন।
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ ভবন ॥
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে ॥
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে।
মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥
প্রায়শ্চিত্ত ইহার করাও মহাশয়।
কিরূপে হইব মুক্ত, কিসে পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্ঞদান।
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥
বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥
তিনবার বলাইল সেই রামনাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ॥
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর।
আসিলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
ফল মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন।
পিতা পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুইজন ॥
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে।
দশরথ নরপতি আইল আশ্রমে ॥
অন্ধক মুনির পুত্র, সিন্ধু বলে যারে।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তারে ॥
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন।
মুনিহত্যা পাপ মোর কর বিমোচন ॥
যোগ যাগ স্নান দান নাহি করালাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম ॥
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ঠমুনি পুত্র প্রতি বলে ॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥



মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল ।
দূর হ রে বামদেব, হবি রে চণ্ডাল ॥
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ ।
কেমনে হইব মুক্ত, কহ বিবরণ ॥
না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
যেই রামনাম তুমি বলালে রাজারে ।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন ।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিও স্পর্শন ।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনম ॥
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি ।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ ।
আদিকাণ্ডে গাইলেন অন্ধ-বিবরণ ॥



● দশরথ কর্ত্তৃক সম্বর-অসুর বধ ●

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর ॥
হইল সম্বর সর্ব্ব-দেবতার অরি ।
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্তীপুরী ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে ।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলে আন ত্বরা নৃপ দশরথে ।
অসুর সম্বর নাশ হবে তার হাতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর ।
পাদ্য অর্ঘ্যে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, কর এই হিত ।
ঠেকেছি সঙ্কটে, রক্ষ, তুমি মোর মিত ॥
অসুর সম্বর নামে তারে আমি হারি ।
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্বর্গপুরী ॥
আমার সহায় হয়ে যদি কর রণ ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে ।
সম্বরে মারিব আমি, তুমি যাহ বাসে ॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে ।
সম্বরে মারিতে সাজে রাজা দশরথে ॥
'সাজ সাজ' বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া ।
রাহুত মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥
মুষল মুদ্গর কেহ বান্ধিল কামান ।
ধানুকী সাজিছে রথে লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
সাজিছে কটক সব, নাহি দিশপাশ ।
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ ॥
গায়েতে পরিল সানা, মাথায় টোপর ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর ॥
দিব্য রথ যোগাইল রথের সারথি ।
রথে চড়ি দশরথ চলে [illegible] ॥
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন ।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে ।
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগর ।
মহাক্রোধে সজ্জা করে অসুর সম্বর ॥
রাজার উপরে মারে সে জাঠি-ঝকড়া ।
স্বর্গপুরী ছাইল রথের ভাঙ্গে চূড়া ॥
দশরথে বাণে বিন্ধি করিল জর্জ্জর ।
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেশ্বর ॥
কোপে কাঁপি দশরথ পূরিল সন্ধান ।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ ॥
নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর ।
ভূপতির সেনা বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা ।
পড়িলেক স্বর্গপুরী ছাইয়া ঝঞ্ঝনা ॥



পড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে।
এমত অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥
এক বাণে প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি ॥
আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ।
এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ ॥
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার।
ত্রাহি ত্রাহি করি' সবে করে হাহাকার ॥
পড়িল সকল সৈন্য দৈত্য একেশ্বর।
দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥
দুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।
দৈত্যের রণেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥
দেখিতে না পায় দৈত্য, থাকে কোন্ খানে।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে ॥
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ।
দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন ॥
সম্বরের পেয়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥
এড়িলেক বাণ রাজা শুনি তার কথা।
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা ॥
নর হৈয়া মারিলেন অসুর সম্বর।
দেব সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, রক্ষা কৈলে মোরে।
বর মাগ, দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে ॥
দশরথ বলে, ইন্দ্র, দেহ এই বর।
মুনিহত্যা পাপ নাহি থাকে মমোপর ॥
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে।
সে পাপ তোমাতে নাই, যাও তুমি দেশে ॥
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা, শূদ্রাণী জননী ॥
এতেক শুনিয়া দশরথ এল দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

● কৈকেয়ীর সেবা ও দশরথের বর-অঙ্গীকার ●

পাত্রমিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি ॥
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে ॥
অস্ত্রসঞ্জীবনী-বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল, রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী ॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে, শরীর জুড়ায় ॥
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন ॥
হে কৈকেয়ী, প্রাণ রক্ষা করিলে আমার।
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর ॥
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন্ ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার ॥
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুজীকে কহে বাক্য অভিমত ॥
মহারাজ আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর ॥
পৃষ্ঠে ভার কুজের, নড়িতে নারে চেড়ী।
কুজ নহে তাহার, সে বুদ্ধির চুপড়ি ॥
কুজী বলে, এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন ॥
কৈকেয়ী কুজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান ॥
মহারাজ বরে আজি নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে সাধ মাগিব তখন ॥
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঁই।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই ॥
নৃপতি বলেন, দিব, যাহা চাবে দান।
থাকুক অন্যের কথা, দিব নিজ প্রাণ ॥

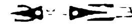


কৈকেয়ীর কপটেতে দেবগণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে॥
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন।
বিরিঞ্চি বলেন, তবে মরিল রাবণ॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন॥
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত-সমান।
রামনাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন॥



● কৈকেয়ী কর্তৃক ব্রণ-আরোগ্যকরণ ও পুনঃ বরপ্রাপ্তি ●

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর॥
এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।
সূর্য্যবংশে রাজা হয়, নাহি হেন জন॥
ধন্বন্তরি-পুত্র এক পদ্মাকর নাম।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম॥
কহিলেন, শুন রাজা, পাইবা নিস্তার;
দুইমতে আছয়ে ইহার প্রতিকার॥
শামুকের ঝোল খাও, না করিও ঘৃণা।
নহে নখদ্বারে চুম্ব দিক এক জনা।
রক্ত পূঁজ ঝরিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে॥
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা' দেখে॥
রাজার শুশ্রূষা রাণী করে রাত্রিদিনে।
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা-বিদ্যমানে॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অন্য গতি।
ব্রণে মুখ দিব, যদি পাও অব্যাহতি॥
যার ঘরে থাকে রাজা, তার দায় লাগে।
কৈকেয়ী চুম্বিল গিয়া দশরথ-আগে॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ।
মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন॥
সুস্থ হইলেন রাজা, ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পূঁজ ফেলি দেহ, বলে কৈকেয়ীরে॥
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে, করহ ভক্ষণ।
বর লহ, যাহা চাহ, দিব এইক্ষণ॥
কৈকেয়ী বলেন, শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর, দিও হে তখন॥
দুই বর দুই বারে থাক তব ঠাঁই।
যোগ্যকালে দাবীমাত্র বর যেন পাই॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥



● পুত্রলাভার্থে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়নে পরামর্শ ও মুনির জন্মবৃত্তান্ত ●

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একচ্ছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর॥
পাত্র-মিত্র-ভাই-বন্ধু সবাকারে আনি।
আনাইল বশিষ্ঠাদি যত মুনি জ্ঞানী॥
সভা করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
আমার মরণে বংশে নাহি একজন॥
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল।
এতকালে আমার না সন্তান জন্মিল॥
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুখ।
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক প্রতি।
অঞ্জলি করিয়া দিই সলিল-সংহতি॥
শীতজল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে।
আমা হৈতে গেল বংশ, জল দিবে কে সে॥



বর দিয়াছেন শ্রীঅম্বক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্য সিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে॥
কহিতে লাগিল যে বশিষ্ঠ মহামুনি।
শুন ঋষ্যশৃঙ্গের উৎপত্তি-কাহিনী॥
বিভাণ্ডক-মুনি-ভয়ে সর্ব্বলোক কাঁপে।
ত্রিভুবন ভস্ম হয়, যদি মুনি শাপে॥
তাহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে।
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে॥
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে।
বৃক্ষফল খায় মুনি, পবন তা' দেখে॥
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন।
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ॥
ফলের সহিত সুধা খেয়ে মহামুনি।
বলবান অতিশয় হইল তখনি॥
শুষ্ক দেহ খেয়ে সুধা মহাবলবান।
তপস্যা করেন বনে, চারিদিকে চান॥
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার জলে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় গগনমণ্ডলে॥
অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে।
দৈবযোগে তাঁর দৃষ্টি তায় গিয়া পড়ে॥
তাঁহাকে দেখিয়া মুনি কামে অচেতন।
মুনির হইল রেতঃ পতন তখন॥
আস্তে ব্যস্তে মুনি, তাহা ধরে বাম হাতে।
জলে না ফেলিয়া রেতঃ ফেলায় কূলেতে॥
পুনর্ব্বার মহামুনি করি আচমন।
তপস্যা করেন বিভাণ্ডক তপোবন॥
বিধির লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
তৃষ্ণায় হরিণী জল খায় সেইক্ষণ॥
জল খেয়ে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে।
ঘাসের সহিত রেতঃ প্রবেশিল পেটে॥
দৈবযোগে হরিণী আছিল ঋতুমতী।
মুনিবীর্য্য খাইয়া হইল গর্ভবতী॥

দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল।
ছয়মাসে পশুবৎ প্রসব করিল॥
মনুষ্য-আকার হৈল হরিণী-বদন।
দেখিয়া হরিণী পুত্র ভাবিল তখন॥
মনুষ্যের ডরে আমি ভ্রমি বনে বন।
আমার গর্ভেতে হৈল শত্রুর জনম॥
পুত্র ফেলাইয়া সে হরিণী গেল বন।
অঙ্গুলি চুষিয়া শিশু যুড়িল ক্রন্দন॥
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন।
কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন॥
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে মন।
মনুষ্য-আকার দেখি হরিণী-বদন॥
ধ্যানে জানিলেক বিভাণ্ডক তপোধন।
হরিণীর গর্ভে হৈল আমার নন্দন॥
পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজঘরে।
পুষ্পমধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে॥
নবীন কুশের মূলে করায় শয়ন।
দিনে দিনে বাড়ে বিভাণ্ডকের নন্দন॥
পরম সুন্দর সেই বিভাণ্ডক-পুত্র।
কপালেতে শৃঙ্গ ফোঁটা জ্ঞাত সর্ব্বশাস্ত্র॥
কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলি নাম থুইল সকলে॥
আপনি জন্মিল শৃঙ্গ হরিণী উদরে।
ব্রহ্মার সমান বেদ উচ্চারণ করে॥
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা, হবে পুত্রবান॥
কৃত্তিবাস কৃত কাব্য অমৃত-সমান।
রামকথা বিনা যাঁর মুখে নাহি আন॥

● অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন ●

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান।
সুমন্ত্র বলেন, রাজা, কর অবধান॥



লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর॥
দশরথ বলে, পাত্র, কহ বিবরণ।
লোমপাদ আনিলেন কিসের কারণ॥
সুমন্ত্র বলেন, দশরথ নৃপবর।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর॥
লোমপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল॥
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার।
কিঞ্চিৎ তোমার রাজা আছে দুরাচার॥
তব রাজ্যে কুমারী হইল ঋতুমতী।
এই পাপে বৃষ্টি নাহি হয় নরপতি॥
বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ যদি আসে।
পাপ দূর হয়, আর দেবতা বরষে॥
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিবে কোন্ জনা॥
তাহারে আনিয়া মোরে যেবা দিতে পারে।
অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে॥
ডাকিয়া কহিল তথা বুড়ী একজন।
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন॥
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে॥
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে।
ফলবান বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে॥
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়ীরে সম্ভাষে॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন॥
নৌকার উপরে করে স্বর্ণে দুই ঘর।
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর॥
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের তারা।
চারিভিতে শোভে গজমুকুতার ঝারা॥

সন্দেশ দিলেন নানা পাত্রেতে রসাল।
নারিকেল কলা আর কাঁঠাল ও তাল॥
গঙ্গাজলে শর্করা করিয়া দিল বারি।
কর্পূরবাসিত জল দিল পাত্র পূরি॥
[illegible] দিল পরমা সুন্দরী।
চেনা [illegible] কি [illegible] কিঙ্করী॥
কাঁদিতে লাগিল সবে, মুখে নাহি বাণী।
মুনি কোপানলে পাছে হৈব ভস্মরাশি॥
বুড়ী বলে, কেন ভয় করিছ যুবতী।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি॥
যখন আমার ছিল নবীন যৌবন।
কত শত ভুলায়েছি মহামুনিগণ॥
নর্ম্মদা বাহিয়া যায় পরম হরিষে।
উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে॥
যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি।
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী॥
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে॥
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী॥
তরী হইতে উত্তরিল সকল নবীনা।
কেহ বংশী পূরয়ে বাজায় কেহ বীণা॥
বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
কামিনীর মুখে গীত, কোকিলের ধ্বনি।
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি॥
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে॥
দ্বার হ'তে আসি মুনি হইয়া ব্যাকুল।
বুড়ীরে প্রণাম করে ধরি পদমূল॥
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে ধরি করে কোলে।
বার বার চুম্ব দিল বদন-কমলে॥
এস এস বলি মুনি তা' সবারে বলে।
আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে চলে॥



একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে।
বৈস বলি আনিয়া সে দিলেন বুড়ীরে ॥
ফলমূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল।
বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল দুই কান।
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান ॥
ইতর যেমন করে, আমি কি তেমন।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ॥
মুনি বলে হ'ক মোর সফল জীবন।
এইখানে কর আজি বিষ্ণু-আরাধন ॥
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে ॥
চক্ষু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত।
মুনি বলে, বিষ্ণু আজি করিব সাক্ষাৎ ॥
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল।
লহ এ-প্রসাদ বলি মুনিরে ডাকিল ॥
মুনি বলে, আজি মোর সফল জীবন।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ, করিব ভক্ষণ ॥
ফল ব'লে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু ॥
মুনি বলে, এই ফল কোথা গেলে পাই।
সঙ্গে করে ল'য়ে গেলে তব সঙ্গে যাই ॥
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে সুস্বাদ।
কামেশ্বর খাইয়া সে হইল উন্মাদ ॥
কন্যাগণ বলয়ে যে খাইলে সন্দেশ।
ইহার অধিক আছে, চল সেই দেশ ॥
মুনি বলে, ইহার অধিক যদি পাই।
তোমরা চলহ দেশে, আমি সঙ্গে যাই ॥
মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন।
অঙ্গের বসন খসাইল নারীগণ ॥
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে।
কেহ কেহ দেয় চুম্ব বদন-কমলে ॥
মুনি লৈয়া করে সবে হাস্য-পরিহাস।
দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উল্লাস ॥
কোন নারী ভুলাইল স্তন-পরশনে।
কেহ বা ভুলায় তাঁরে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে ॥
কেহ বা হরিল মন চাহিয়া নয়নে।
কেহ বা করিল মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই হ'রে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে ॥
আজি পিতা পুত্রেতে থাকুক এক স্থানে।
কহিবে এ কথা শুনি পিতা বিদ্যমানে ॥
পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।
তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন ॥
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
তবে কালি ল'য়ে যাব মুনির কুমারে ॥
এই যুক্তি সেই বুড়ী ভাবি মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥
তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি ॥
বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আসি ॥
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে তবে, মরিব হুতাশে ॥
বুড়ী বলে, এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি ॥
এতেক বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ-ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে ॥
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে, না আইল কেন ঋষিগণ ॥
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করি আসে হেনকালে ॥
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল, কেন বাপু, করিছ ক্রন্দন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, আগে খাও ফল জল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল ॥



ফল জল খাইয়া হইল সুস্থমন।
পিতা পুত্রে কথাবার্ত্তা হইল তখন ॥
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ এল মম ঘরে ॥
সেইরূপ ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥
কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায়।
কত কুসুমের মালা দিয়াছে তাহায় ॥
কি জাতি মৃত্তিকাফোঁটা কপালে শোভিত।
গগনমণ্ডলে যেন ভাস্কর উদিত ॥
কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায় ॥
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল ॥
কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কতেক মাণিক গাঁথা আছয়ে তাহাতে ॥
পরম ব্রাহ্মণ, কারো লোম নাহি মুখে।
বেলের মতন দুটা মাংসপিণ্ড বুকে ॥
তাতে যদি হস্তটি করাই পরশন।
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মন ॥
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রী-পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে ॥
বিভাণ্ডক বলে, বাপু, তারা নারীগণ।
কামাচারী রাক্ষসী বেড়ায় বনে বন ॥
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার।
পুনঃ পেলে ধরে খাবে, না পাবে নিস্তার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, পিতা, না বল এমন।
এমন দয়ালু নাই, তাহারা যেমন ॥
কালি যদি বিধাতা মিলায় সে সবারে।
তখনি বিদায়, আমি কহিনু তোমারে ॥
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র ল'য়ে ঘরে।
বুঝাতে তথাপি নাহি পারিল পুত্রেরে ॥
প্রভাত হইল রাত্রি, উদিল তপন।
পুত্রের বিষয় মুনি ভাবে মনে-মন ॥
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্রে করি সাধ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মম, হবে অপরাধ ॥
কার পুত্র, কার পত্নী, সব অকারণ।
সংসার অসার সব সত্য নারায়ণ ॥
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি ॥
তাম্রঘটী হাতে নিল, তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি ॥
বুড়ী বলে, বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর।
সবে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর ॥
তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী ॥
দরিদ্র পাইল যেন হারাইয়া ধন।
ব্যস্ত মুনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ ॥
আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইয়া।
সারারাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া ॥
সেই ফল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লয়ে যাও করিব গমন ॥
মর্ম্ম বুঝ সবে, কৃত্তিবাসের সুবাণী।
নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥



● অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন ও অনাবৃষ্টি রোধ ●

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর।
বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর ॥
তরণী বাহিয়া যায়, মুনি নাহি জানে।
ঋষ্যশৃঙ্গে বলে বৈস, ব্যাঘ্র আছে বনে ॥
লোমপাদ রাজ্যে মুনি দিল দরশন।
অনাবৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন ॥
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন ॥
কন্যাহীন লোমপাদ শান্তা অভিধান।
দশরথ-কন্যাকে মুনিরে দিল দান ॥



সম্বন্ধে সে মুনি রাজা, তোমার জামাই।
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাঁই॥
দশরথ বলিলেন, কহ হে নায়ক।
পুত্রশোকে কেমনে বাঁচিল বিভাণ্ডক॥
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান।
অনাবৃষ্টি ঘুচে, হয় সে দেশে কল্যাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপাম।
আনন্দে বসিয়া সবে শুন রামনাম॥

পুত্র-অদর্শনে বিভাণ্ডকের খেদ

সুমন্ত্র বলেন, শুন অযোধ্যা-রাজন।
লোমপাদ কাছে যত বুড়ীর কথন॥
বুড়ী বলে, লোমপাদ, শুনহ বচন।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন॥
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি।
রাজ্য সহ আপনি হইবা ভস্মরাশি॥
তাঁর ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান॥
স্থানে স্থানে গো মহিষ রাখহ সত্বর।
গীত বাদ্য নৃত্যোৎসব হউক বিস্তর॥
গীত বাদ্য দেখিয়া তখনি তপোধন।
যত ক্রোধ জন্মে থাকে, হবে পাসরণ॥
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন।
পথে পথে করে গ্রাম, বড় বড় স্থান॥
শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম।
সর্ব্বশস্য পরিপূর্ণ দিব্য দিব্য গ্রাম॥
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে।
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে॥
আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি।
সে দিন না শুনি শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি॥
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা।
কান্দিয়া বলেন, বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা॥
তপস্যায় শ্রান্ত হ'য়ে আইলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা, দুঃখ যাক্ দূরে॥
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে।
'পুত্র পুত্র' বলি ডাকে, পুত্র নাই ঘরে॥
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে॥
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বাপ ডাকয়ে অমনি॥
অপত্যের স্নেহ সম নাহিক সংসারে।
যাহারে দেখেন মুনি, জিজ্ঞাসেন তারে॥
মুনি বলে, আছ বনে যত তরুলতা।
দেখেছ তোমরা, মম পুত্র গেল কোথা॥
মৃগ পশু পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেরে যাইতে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণ্ডক মুনি।
কতদূর গিয়া পান গ্রাম একখানি॥
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান।
কাহার এ গ্রামখানি, কহ বিদ্যমান॥
যোড়হাত করি প্রজাগণ কহে বাণী।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর, ইথে রাজা তিনি॥
লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে॥
কহিলেক হেন কথা যত প্রজাগণ।
ক্রোধ হ'ল অপগত ঋষি হৃষ্টমন॥
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ॥
সেথা অপুত্রক রাজা অজের নন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভন॥
নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেইকালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজবাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



● দশরথের যজ্ঞ ও নারায়ণের চার অংশে জন্মগ্রহণ ●

দশরথ রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে ॥
পাইয়া রাজার বার্ত্তা লোমপাদ রাজা।
রাজ-উপচারে যত্নে তাঁরে করে পূজা ॥
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করায় ভোজন।
জিজ্ঞাসেন, কোন্ কার্য্যে তব আগমন ॥
দশরথ বলিলেন, শুন মোর বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
অন্ধকের উক্তি আছে যে অতীতকালে।
পুত্রবান্ হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে ॥
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥
প্রণাম করেন দশরথ যোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥
এই রাজা দশরথ শুনেছ আখ্যান।
তুমি কৃপা কর যদি হন পুত্রবান্ ॥
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জন্মেছিল ইঁহার আগারে ॥
জামাতা ইহার তুমি তোমার শ্বশুর।
অপুত্রক তাপে তপ্ত তাপ কর দূর ॥
জানিয়া ধ্যানেতে মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে জন্মিবেন বিষ্ণু চারি অংশে ॥
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক জানিয়া মুনি করিল প্রয়াণ ॥
তনয়া জামাতা সঙ্গে রাজা চ'ড়ে রথে।
আইলেন অযোধ্যায় লোমপাদ-সাথে ॥
দেখি মুনি ঋষ্যশৃঙ্গে হৃষ্ট যত প্রজা।
নির্ম্মঞ্ছন করে তাঁর সবে করে পূজা ॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, কর যজ্ঞ আরম্ভন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু আরাধন।
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আসে ॥
অগস্ত্য আইল আর পুলস্ত্য পুলোম।
আইল বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম ॥
জৈমিনী গৌতম পিপ্পলাদ পরাশর।
পুলহ কৌণ্ডিন্য মুনি এল নিশাকর ॥
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ।
অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কূর্ম্ম দক্ষরাজ ॥
গর্গ মুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ।
পূজে রাজা মুনিগণে, বাড়ে মনে রঙ্গ ॥
পাতালের আইল কপিল মহাঋষি।
সগরসন্তানে যে করিল ভস্মরাশি।
বেদবান চক্রবান আইল সাবর্ণি।
জলের মধ্যের আর মুনি মৎস্যকর্ণী ॥
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার।
আইল সৌভরি মুনি বিষ্ণু অবতার ॥
আইল বাল্মীকি, যমুনার কূলে ধাম।
কশ্যপের পুত্র এল বিভাণ্ডক নাম ॥
কতেক আইল মুনি, নাম নাহি জানি।
রাজার যজ্ঞেতে এল তিন কোটি মুনি ॥
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ।
সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন ॥
পৃথিবীতে কেহ আছে একপদে ভর।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর ॥
মাথায় কপিলজটা, বাকল পিধান।
নারায়ণ কথা বিনা মুখে নাহি আন ॥
এরূপে আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য, তার সংখ্যা নাহি জানি ॥
মুনিগণে বাসার্থ দিলেন বাসাঘর।
পৃথিবীর রাজা এল অযোধ্যানগর ॥



মিথিলার আইল জনক রাজঋষি।
মল্ল মহারাজ এল, রাজ্য যাঁর কাশী॥
অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম।
রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম॥
মরীচিপুরের রাজা ভোজ পুরন্দর।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর॥
আইল তৈলঙ্গ রাজ তেজেতে অসীম।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিম॥
উৎকল মগধ আইল গান্ধার কর্ণাট।
লক্ষ কোটি রাজা এল ছাড়ি রাজপাট॥
উদয়াস্ত গিরিতে যতেক রাজা বৈসে।
দশরথ নিমন্ত্রণে সব রাজা আসে॥
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজগণ।
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন॥
কহিতে প্রত্যেক নাম নিতান্ত অশক্য।
রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক্ষ॥
যত রাজা এল দশরথের গোচরে।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্বোপরে॥
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা।
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা॥
যত ধন এনেছিল, রাখিল ভাণ্ডারে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে বাসা দিল সবাকারে॥
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞঘরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর॥
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা।
শতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা॥
মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে॥
মুনিগণ আগে স্বস্তি করিল বাচন।
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন॥
দাণ্ডাইল দশরথ করি যোড় হাত।
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ॥
ছোট বড় নাহি জানি, তুল্য সর্ব্বজন।
আজ্ঞা কর, কারে আগে করিব বরণ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, শুনহে রাজন্।
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ॥
ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত।
উঁহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত॥
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান।
ছোট বড় কেহ নহে, সকলি সমান॥
ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে॥
সকলে করিয়া এককালে বেদধ্বনি।
মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক তখনি॥
সেই অগ্নি পবিত্র করিয়া মুনিগণ।
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন॥
আতপ-তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি।
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী॥
একবর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।
দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে॥
শ্রীবিশ্বশ্রবার পুত্র রাজা দশানন।
হীয়-জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
এইকালে জন্ম কিহে লবেন শ্রীহরি॥
পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে।
তাঁর পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে॥
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেলা যথা নারায়ণ॥
ব্রহ্মা গিয়া চারি মুখে করেন স্তবন।
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ॥
পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি।
অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি॥
সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কূলে।
দেখিল, যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে॥
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে।
বাসুকি সহস্র ফণা তদুপরি ধরে॥



সেবকগণের প্রতি প্রভু, দেহ মন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন ॥
বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসূদন।
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন ॥
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ ॥
বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ।
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ-বদ্ধ ॥
হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ।
ম্লান দেখিলেন সব দেবের বদন ॥
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ।
তোমা সবাকার শত্রু হৈল কোন্ জন ॥
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর ॥
আমি বর দিয়াছি দুর্দ্দান্ত রাবণেরে।
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে ॥
দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত।
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত ॥
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান।
আপনি জানহ যত দেবতার মান ॥
আগম নিগম তুমি, ভারত পুরাণ।
অনাথের নাথ তুমি, কর পরিত্রাণ ॥
বিশ্বশ্রবা-মুনি-পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন ॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
দেবের দেবত্ব দুষ্ট হরে বলাৎকারে ॥
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার।
সূর্য্যের উদয় নাই, সব অন্ধকার ॥
চন্দ্রের কতেক কব, নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল স্বর্গে প্রভু, অন্ধকার রাতি ॥
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি, নাহিক প্রবল ॥
কুবের ছাড়িল ধন, পাইল তরাস।
গ্রহদের অধিকার হইল বিনাশ ॥

সংবরিল পবন পাইয়া মহাভয়।
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥
ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।
স্বর্গে যত অমঙ্গল হৈল বিপরীত ॥
অধিকার ছাড়ে বসন্তাদি ছয় ঋতু।
নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জ্জয়।
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয় ॥
তাঁর বর পেয়ে লঙ্ঘে তাঁহারি বচন।
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ ॥
কাড়িয়া লইল সে দেবের কন্যা যত।
দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥
ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই, তথা সেই করে অপমান ॥
নিবেদন মহাশয়, তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া রক্ষ দেব-দেবীগণে ॥
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন জ্বলিতে লাগিল ॥
বিনতানন্দনে হরি করেন স্মরণ।
চক্র হাতে পক্ষিবরে করি আরোহণ ॥
কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর।
রাবণে এখনি আমি করিব সংহার ॥
গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ।
একালে কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
আমি বর দিয়াছি যে প্রকারে রাবণেরে।
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥
নরের উদরে যদি লও হে জনম।
নর-বানরের হাতে তাহার মরণ ॥
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা ॥
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান।
বিপদে পড়িলে বলে, রক্ষ ভগবান্ ॥
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন ॥



পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন।
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ॥
হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী॥
আপনি ত অগ্নিদেব করেন রন্ধন।
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ॥
বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি।
করেন মার্জ্জন গৃহ নিজে বসুমতী॥
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস॥
শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে।
কাপড় ধুইয়া দেন শনি লঙ্কাপুরে॥
জগতের কর্ত্তা আমি, ব্রহ্মা মহামুনি।
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি॥
রাবণের আগে দেব, গায়ক নারদ।
রাবণ ভুবন জিনি ক'রেছে সম্পদ॥
জন্ম নিতে হরি যদি হইলা কাতর।
আপনার সৃষ্টি সব লহ চক্রধর॥
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন।
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ॥
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুণ-বচন।
ভকতবৎসল প্রভু দিলা তাহে মন॥
হে ব্রহ্মন্, ইহার উপায় বল মোরে।
কোন্ বংশে জন্ম লব, বল কার ঘরে॥
কাহার উদরে আমি লইব জনম।
আমারে বা অপত্য বলিবে কোন্ জন॥
ব্রহ্মা বলে জন্ম লবে দশরথ-ঘরে।
সূর্য্যবংশ পুণ্যবলে কৌশল্যা-উদরে॥
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি।
দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছে বিস্তর।
জন্মিব তাহার ঘরে, দিয়াছি এ বর॥
নরের গর্ভেতে আমি লইব জনম।
বানরীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ॥
আমি নর হই, হও তোমরা বানর।
রাবণে মারিতে যেন হইও দোসর॥
ব্রহ্মবাক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ।
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন॥
তব অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তোমা দরশন আমি পাব কতকালে॥
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি॥
লক্ষ্মীর রোদন দেখি কান্দে কম্বুগ্রীব।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে, কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব॥
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে॥
অযোনিসম্ভবা উনি জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলা প্রদেশে॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন।
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

● জনকের ক্ষেত্রে সীতারূপে লক্ষ্মীর জন্ম ●

শ্রীহরির জন্ম-কথা থাকুক এখন।
আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম॥
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।
সেখানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন॥
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি॥
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা যজ্ঞ ভূমি চষে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে॥
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।
হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইল স্খলিত॥
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী।
ঋষিবীর্য্য পড়িলে হইল গর্ভবতী॥
ভূমি মধ্যে ডিম্বরূপে বহুকাল ছিল।
লাঙ্গল দিতে শিরালে ভাসিয়া উঠিল॥



ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥
'উঙা উঙা' করি কান্দে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী ॥
যজ্ঞভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।
তব কন্যা বটে এই, করহ পালন ॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যারে করিয়া কোলে আসে নিজ ঘরে ॥
দেখি কন্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন।
দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলা কন্যাধন ॥
জনক বলেন ক্ষেত্রে কন্যার জনম।
মম কন্যা বটে, তুমি করহ পালন ॥
অপত্য নাহিক, স্নেহ বাড়িল অন্তরে।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥
ঘন কেশ-পাশ তাঁর যেমন চামর।
পক্ক বিম্বফল-তুল্য তাঁর ওষ্ঠাধর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা, যেন হেমলতা।
শিরালে হইল জন্ম, নাম রাখে সীতা ॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গাইল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনম ॥



● দশরথের যজ্ঞচরু ভাগ ও চারিপুত্রের জন্ম ●

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি ॥
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে, হৃদে বনমালা ॥
এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন ॥
মুনি বলে, দশরথ, তুমি পুণ্যবান।
তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান ॥
হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মে রাবণেরে করিতে সংহার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি ॥
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাহে দিল কাটি।
তাতে ফেলে দিল অন্ধকের ফলগুটি ॥
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ ॥
মুনি তুলিলেক চারু সুবর্ণের থালে।
দশরথ হস্তে দিয়া কহে শুভকালে ॥
প্রথমা নারীকে লয়ে করাও ভক্ষণ।
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন ॥
মুনি চরু হাতে দিল, রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপবিত্র পথে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা মুখ্য দুই রাণী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি ॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥
চরু দিয়া দশরথ গেলে যজ্ঞশালে।
সুমিত্রা কান্দিতে তবে থাকে হেনকালে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন্ দ্রব্য খেতে রাজা না কৈল আশ্বাস ॥
আমি ত দুর্ভাগা নারী, বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে পাবে কত ধন ॥
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হয়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি ॥



মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী।
আপন ভাগের তোমা দিব অর্দ্ধখানি ॥
ইহাতে তোমার যদি জনমে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন ॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, দেহ এই বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর ॥
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ তরে।
শেষে শেষভাগ দিল সুমিত্রা দেবীরে ॥
তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রূরমতি।
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি ॥
তোমারে চরুর অর্দ্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী, এই সত্য কর তুমি ॥
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী হবে সেই জন ॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন ॥
এত বলি শেষভাগ দিলেন তাহারে।
তিনজন খাইলেন চরু একবারে ॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হ'য়ে।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পেয়ে ॥
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি অযোধ্যা-রাজন্।
ব্রাহ্মণেরে দান করে বিবিধ রতন ॥
ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধন দান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে, হও পুত্রবান্ ॥
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সায় ॥

● রামচন্দ্র জন্মকথা ●

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ ॥
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা, শিরে পাকা কেশ।
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস ॥
বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন।
এককালে ঋতুমতী হৈল তিনজন ॥
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ।
ঋতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ ॥
এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে।
দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে ॥
চারি মাস গর্ব্ভেতে প্রতীত হৈল মন।
পঞ্চমাস গর্ব্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন ॥
প্রথম গর্ব্ভেতে লজ্জাযুক্তা অহর্নিশি।
বদন হইল যেন প্রভাতের শশী ॥
কুচাগ্র হইল কাল, উদর ডাগর।
মৃত্তিকা ভক্ষণ-হেতু সদা সমাদর ॥
ঘন ঘন হাই উঠে, অলস নয়ন।
পাণ্ডুবর্ণ হৈল অঙ্গ, খসে আভরণ ॥
কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ হইল স্তনবোঁটে।
শরীরে না রহে বস্ত্র, নিত্য বল টুটে ॥
এই মত হইল সে গর্ব্ভের বর্দ্ধন।
নয়মাস গর্ভবতী হৈল তিন জন ॥
দেখি রাজা দশরথ আনন্দিত মন।
পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ব্ভের শোধন ॥
যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য তাহারি কারণ।
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ ॥
স্বপ্নে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গধারী।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ॥
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব'লে ॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ॥
আপনি তোমার গর্ব্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন ॥
এত বলি অদর্শন হৈল নারায়ণ।
কৌশল্যা বলেন, কিবা দেখিনু স্বপন ॥
কহিল সকল কথা দশরথ প্রতি।
মা বলিয়া আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি ॥



শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন।
ভাবে, বুঝি সত্য হবে অন্ধক-বচন॥
দীন দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ।
এইরূপে দশমাস হইল সম্পূর্ণ॥
প্রসব-সময় যত নিকট হইল।
দশরথ ভূপতির আনন্দ বাড়িল॥
এখন তখন রাণী করিবে প্রসব।
হৃষ্ট-মনে গান করে, সদা এই রব॥
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ যুড়িয়া বসিলেন দেবগণ॥
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে।
দশদিক উজ্জ্বল মঙ্গল-তারাগণে॥
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ॥
মধুচৈত্রমাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী॥
গর্ভব্যথা নাহি তায়, নাহিক শোণিত।
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত॥
অন্ধকার ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ জ্যোতি॥
শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘ-ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণ-পূরিত॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সিন্দুর জিনিয়া রাঙা চরণ সুন্দর।
কমল জিনিয়া প্রভু নাভি মনোহর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব, নাহিক তেমন॥
জয় জয় হুলাহুলি দিল নারীগণ।
সাবধানে করিলেক নাড়িকা ছেদন॥
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্তা নামে।
শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে॥
শুনি দশরথ পূর্ণ পুলক-শরীরে।
অষ্ট আভরণ দান দিলেন দাসীরে॥
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা।
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা॥
আনন্দ-সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই।
পুনরপি দিল দান কত শত গাই॥
গণক আনিয়া করিলেন শুভকাল।
পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল॥
ইন্দ্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে।
চন্দ্র যেন আসিলেন রোহিণীর ঘরে॥
কৌশল্যা বসিয়া আছে নারায়ণ কোলে।
পুত্র দেখিবারে রাজা এল হেনকালে॥
ধীরে ধীরে দশরথ পুত্রে নিল বুকে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব তাঁর দিল চাঁদমুখে॥
দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলস।
ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস॥
অন্ধজন যেমন নয়ন লাভে হয়।
ততোধিক দশরথ পাইয়া তনয়॥
এতদিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস।
রাম-জন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥



● ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের জন্ম ●

এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ।
শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেয়ীর মন॥
আজি হৈতে কৌশল্যা যে বাড়িল সোহাগে।
মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
মোরে পুত্র বিধি, আগে কেন নাহি দিলে॥
বলিতে বলিতে হৈল গর্ভের বেদন।
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজি, গা করে কেমন॥
ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন।
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ॥



কৌশল্যা রাণীর পুত্র যেমন লাবণ্য।
সেই নাক, সেই মুখ, কিছু নহে ভিন্ন॥
কুঁজি গিয়া জানাইল ভূপতি-গোচরে।
হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে॥
শুনি রাজা দশরথ আপনা পাসরে।
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকেয়ীর ঘরে॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হৃষ্টমতি।
ধন বিতরণ হেতু দিলা অনুমতি॥
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ যুগল-পুত্র প্রসবে তখন॥
গৌরবর্ণ হইল দোঁহে বিষ্ণু-অবতার।
সুমিত্রা প্রসব কৈল যমজ কুমার॥
যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী॥
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
আর দুই পুত্র রাজা, সুমিত্রা প্রসবে॥
শুনিয়া হইল তাঁর আনন্দ অপার।
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার॥
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ॥
তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা।
খড়িতে গণিয়া দেখে শুভক্ষণ বেলা॥
সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীর্ত্তি।
সবা হৈতে এই পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী॥
ইহার কোষ্ঠীর কিবা করিব গণন।
এমত লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ॥
যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয়, ভয় পায় যম॥
অযোধ্যায় হইল আনন্দ কোলাহল।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবে করিল মঙ্গল॥
গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

● রামজন্মে আনন্দ-কিরণ ●

রামের জনম শুনি, নাচেন সকল মুনি,
দণ্ড কমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ, মর্ত্ত্যে নাচে মর্ত্ত্যজন,
হরিষে নাচিছে দশরথে॥
ব্রহ্মাণী শক্তির সঙ্গে, নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে,
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর জঙ্গম আর, সবে নাচে চমৎকার,
উল্লাসেতে নাচে বসুমতী॥
দিব্য বস্ত্র আভরণ, পরি যত নারীগণ,
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরখিতে,
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে, পুরী পূর্ণ কোলাহলে,
কৌশল্যা হইল পুত্রবতী।
গগনমণ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি,
জয় জয় জয় রঘুপতি॥
জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন,
দেবের করিতে অব্যাহতি।
ইহা শুনে যেই জন, কিংবা করে অধ্যয়ন,
ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী॥
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য, প্রকাশিতে নরপুণ্য,
অবতীর্ণ পূর্ণ ভগবান।
রচিল যে কৃত্তিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
বন্দিয়া সে বাল্মীকি-পুরাণ॥

● রামজন্মে রাবণের শঙ্কা ও বারণ-উপায় চিন্তা ●

অযোধ্যায় জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি।
লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি॥
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে।
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে॥



দশমুখে হায় হায় করে দশানন।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিত, আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী বাসুকি কাটি করি খান খান॥
হেনকালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
জন্মিয়াছে, যে তোমার বধিবে জীবন॥
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ।
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ॥
আর কারো অপরাধ নাহি দশানন।
বাসুকি কাটিতে এবে কহ কি কারণ॥
এইকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী।
দশরথ ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি॥
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন।
ডাক দিয়া বলে, শুন শুক ও সারণ॥
একে একে দেখে এস পৃথিবী-ভুবনে।
আমার শত্রুর জন্ম হৈল কোন্‌খানে॥
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকালে।
প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জালে॥
রাবণের আজ্ঞা চর বন্দিলেক মাথে।
সমুদ্রের পারে গিয়া লাগিল ভাবিতে॥
পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ।
বাসবের দ্বারী, তারা জানে ত্রিভুবন॥
শুক বলে, শুন মোর ভাই রে সারণ।
অযোধ্যায় জন্মিলেন বুঝি নারায়ণ॥
আজি শুভদিন হৈল আমা দোঁহাকার।
ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাঁহার॥
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন।
দেখিল, অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।
তৈল হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে॥
অলক্ষিতে প্রবেশিল কৌশল্যার ঘরে।
বসেছেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে করে॥
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসনা।
সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা॥

পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন।
চতুর্ভুজ রূপে দেখিলেন নারায়ণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজকলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে, হৃদে বনমালা॥
শত কোটি ব্রহ্মা তাঁরে করিছে স্তবন।
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন॥
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্ব্ব পারিষদ।
সনক-শৌনক-আদি প্রহ্লাদ নারদ॥
এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
সহস্র প্রণাম করে ভূমে লোটাইয়া॥
ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত।
স্তবন করিছে তারা করি যোড়হাত॥
রাক্ষসের জাতি মোরা, বড়ই অধম।
বুঝিতে মহিমা তব আমরা অক্ষম॥
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে।
সেই পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ-নয়নে।
এই নিবেদন করি, শুন মহাশয়।
তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয়॥
কৃপার সাগর প্রভু, তুমি গুণধাম।
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম॥
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে।
এই কথা না কহিব পাপী দশাননে॥
চক্ষের নিমেষে তারা গিয়া লঙ্কাপুরে।
সবিনয়ে অন্য কথা কহে রাবণেরে॥
বলে ঘুরি দেখিলাম এ তিন ভুবন।
তোমার যে শত্রু আছে, নাহি লয় মন॥
মুকুট খসিল রাজা, হবে অপমান।
সকল তীর্থের জলে কর তুমি স্নান॥
সুবর্ণ করহ দান দীন দ্বিজ নরে।
অমঙ্গল ঘুচিবে আপদ যাবে দূরে॥
দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
না বুঝিয়া কহ কথা ভাই বিভীষণ।
নাহিক আমার শত্রু, হেন লয় মন॥



রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ ॥
রাবণ সমুদ্রে বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল যোড়হাতে ॥
রাজা বলে, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে।
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে ॥
বাক্যমাত্র বলিতে না বিলম্ব হইল।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আইল ॥
তীর্থজলে দশানন করিলেক স্নান।
দীন-দুঃখি-জনে রাজা করে স্বর্ণদান ॥
যতেক কাঞ্চন দিল, নাম লব কত।
ধেনু দান, শিলা দান করে শত-শত ॥
দানপুণ্য করিয়া বসিল দশানন।
ভাবিল, অমর আমি, নাহিক মরণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্ব্বজন ॥



● বানরের জন্ম বর্ণন ●

নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ।
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ ॥
বিধাতা বলেন, শুন যত দেবগণ।
যে যথা বানরী পাও, কর আলিঙ্গন ॥
এক বানরীতে রতি ইন্দ্র-সূর্য্য করে।
দুই পুত্র জন্মিলেক তাহার উদরে ॥
হইল ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর।
সুগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর ॥
কিষ্কিন্ধ্যার ফল মূল খাইতে রসাল।
ফল মূল খায় দোঁহে বিক্রমে বিশাল ॥
তেজ হৈতে তেজ বাড়ে, সম্পদে সম্পদ্।
হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ ॥
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্ববান।
পবনের তেজে হইলেন হনুমান ॥
হেমকূট-নামে কপি বরুণনন্দন।
পঞ্চ পুত্র যমের যে যম-দরশন ॥
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল-তরুবর ॥
অগ্নিতেজে জন্ম নিল নীল সেনাপতি।
কুবেরের তেজে জন্ম বানর প্রমথী ॥
সুষেণের জন্ম হয় ধন্বন্তরি-তেজে।
অহিবিদ্যা বৈদ্যশাস্ত্র দিল তার মাঝে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হৈতে সুষেণনন্দন।
চন্দ্রতেজে দধিমুখ হইল তখন ॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
একৈক দেবের তেজে একৈক বানর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্ব্ব দণ্ডে।
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে ॥



● দশরথপুত্রদের অন্নপ্রাসন ও নামকরণ ●

একৈক গণনে যে হইল চারি দিন।
পাঁচ দিনে পাঁচুটী করিল সুপ্রবীণ ॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিল অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে ॥
ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে।
কাপড় পূরিয়া সোণা দিল সবাকারে ॥
ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত।
কতেক করিল দান, নাহি তার অন্ত ॥
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারিজন।
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন ॥
আমন্ত্রণ করিয়া যতেক ক্ষত্রগণে।
আনাইল দশরথ আপন-ভবনে ॥
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ মনে।
চারি পুত্রমুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে ॥
দশরথ চারি পুত্রে লয়ে নিজ কোলে।
মিষ্ট-অন্ন-জল দিল বদনকমলে ॥



বসিলেন চারি ভাই সুচারুবদন।
কৌতুকে যৌতুক সবে দিল রত্ন-ধন॥
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম।
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম॥
বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ।
যে মন্ত্র হইতে লোক পাবে পরিত্রাণ॥
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম।
কৌশল্যা-পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম॥
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত।
তেঁই হেতু নাম তাঁর হইল ভরত॥
সুমিত্রার হইয়াছে যমজ-নন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ তার, জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ॥
চারি নন্দনের রাজা শুনিলেন নাম।
ব্রাহ্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম॥
রজত কাঞ্চন দিল, নাম লব কত।
ধেনু দান শিলা দান করে শত শত॥
নানা দান দিয়া রাখে বশিষ্ঠের মান।
দুগ্ধবতী গাভী দিল সহস্র-প্রমাণ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সঙ্কলন॥

● রামাদির বাল্যলীলা ●

ছ'-মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি॥
ক্ষণেক মায়ের কোলে, ক্ষণে পিতৃকোলে।
বদনে না আসে কথা, আধ আধ বোলে॥
শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত-বচন।
প্রকাশিত মন্দ-মন্দ-হাসিতে দশন॥
একবর্ষ বয়স্ক হইল ভাই ক'টি।
পীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণকাঠি॥
কাঁঠির মধ্যেতে দিব্য সোণার কিঙ্কিণী।
রত্নের নূপুর পায় রুণু রুণু ধ্বনি॥

করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে।
পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারিজনে॥
শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ।
ভরতের চলনে চলেন শত্রুঘন॥
যার যে চরুর অংশ জানিল তাহাতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে, শত্রুঘ্ন ভরতে॥
যথা তথা যান রাজা, রাম যান সাথে।
এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে॥
ব্রহ্মা আদি যাঁর পদ না পান মননে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেন তাঁহার বদনে॥
চন্দ্রকলা যেমন বর্দ্ধিত দিনে দিনে।
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারি জনে॥
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারণ।
রামে দেখি দশরথ ভাবে মনে-মন॥
সর্ব্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে।
অন্ধক মুনির শাপ মনে-মনে বলে॥
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব-কারণ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ॥
ন'-হাজার বর্ষ রাজ্য কার কুতূহলে।
রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে॥
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল।
দশরথ-গৃহে রাম প্রথম প্রবল॥
এইসব দশরথ করে অভিলাষ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

● শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রাদি শিক্ষা ●

পঞ্চবর্ষ গত হৈল হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥
ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি॥



কোন শাস্ত্র নাহি তাঁর হয় অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যায় তৎপর ॥
বিদ্যা শিখি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥
গুলি দাঁড়া ল'য়ে রাম লাঠরি খেলান।
রামের বিক্রমে সব মালের পয়ান ॥
রাম সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল।
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল ॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে।
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে ॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ ॥
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে।
একদিন গেল বনে লক্ষ্মণ সহিতে ॥
মৃগ চাহি দুইজন বেড়ান কানন।
তখন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন ॥
কোন্‌খানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ ধরি গেল রামের গোচর ॥
মৃগ দেখি রামের কৌতুকী হৈল মন।
ধনুকে অব্যর্থ বাণ যুড়িল তখন ॥
ছুটিল রামের বাণ, তারা যেন খসে।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে ॥
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন।
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন ॥
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে।
এতদিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে ॥
সূর্য্য অস্ত গেল তথা বেলার বিরাম।
বনশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম ॥
মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুখ ॥
একদিন দুঃখে ভাই হইলা এমন।
কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবে ব্রাহ্মণ ॥
আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল, খান মনসুখে ॥
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর।
নানা পক্ষী জলে আছে করে কলস্বর ॥
এমন সময় ব্রহ্মা কন পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে ॥
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণে মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে।
ফল-মূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে ॥
মৃণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা।
সুধাপানে শ্রীরামের না লাগিবে ক্ষুধা।
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দর।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল ভিতর ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম।
মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান ॥
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল, সুস্থ হইল মন।
বৃক্ষপত্র পাতি দোঁহে করিলা শয়ন ॥
পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে।
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে ॥
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর।
আস্তে-ব্যস্তে গেল রাণী রাজার গোচর ॥
হেথা রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া।
মনে সুখ নাহি যেন অজ্ঞান হইয়া ॥
সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে।
রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে ॥
দুইজনে পথেতে হইল দরশন।
চিন্তিতা হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন ॥
প্রস্তুত আছয়ে ঘরে খাদ্য নানাবিধি।
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি ॥



দশরথ বলে রাণী কি কহিলা কথা।
দেখিতে না পাই রাম, তারা গেল কোথা ॥
বুঝি রাম বঞ্চিয়াছে কৈকেয়ী-আবাসে।
ধেয়ে গিয়া কৈকেয়ীরে উভয়ে জিজ্ঞাসে ॥
আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ।
প্রাণ স্থির নহে মোর বিদরয়ে বুক ॥
কৈকেয়ী বলিল, আমি কিছু নাহি জানি।
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি ॥
আজি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোনখানে।
লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে ॥
ভরতের সহিত হেথা মিলি শত্রুঘন।
অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন ॥
যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে।
তাদেরে জিজ্ঞাসে, রাম আছে কোন্ খানে ॥
শুনিয়া সকলে কহে, শুন রাজা-রাণী।
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ, নাহি জানি ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥
হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত।
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ ॥
অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন।
রাম না দেখিয়া মম না রহে জীবন ॥
পুত্রশোকে মৃত্যু আজি ঘটাল বিধাতা।
রাম নাহি দেখি যদি, মরণ সর্ব্বথা ॥
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বুঝি না দেখিব আর ॥
এইমত কান্দে রাণী বেলা অবশেষে।
হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥
বনপুষ্প ভূষিত ধনুক বামহাতে।
নাচিতে নাচিতে যান লক্ষ্মণের সাথে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া কহে কৌশল্যারে।
হের মাতা, আইলেন রাম পুরদ্বারে ॥
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে।
বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥
ধেয়ে রাজা দশরথ রামে ধরে বুকে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল তাঁর চাঁদমুখে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্ ধুক্।
কি জানি বা হন কবে বিধাতা বিমুখ ॥
কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
দরিদ্রের নিধি তুমি, নয়নের তারা।
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥
ভরত-শত্রুঘ্ন তবে দেখেন শ্রীরাম।
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম ॥
মায়ের আলয়ে রাম করিল ভোজন।
রাজরাণী হইলেন সুস্থির তখন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত।
শ্রীরামের অরণ্যবিহার সুললিত ॥



● সীতার বিবাহ-পণে ব্রহ্মা কর্তৃক হরধনু দান ●

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
যজ্ঞের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরমা রূপসী ॥
অদ্ভুত সীতার রূপ-গুণ মনে মানি।
এ সামান্যা নহে কন্যা, কমলা আপনি ॥
কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে ॥
হরিণী-নয়নে শোভে সৌরভ-কজ্জল।
তিলফুল জিনি নাসা, কপাল উজ্জ্বল ॥
সুললিত বাহুদ্বয় অতি মনোহর।
সুধাংশু জিনিয়া বর্ণ দেখিতে সুন্দর ॥
মুষ্টিতে যে ধরা যায় সীতার কাঁকালি।
দীর্ঘ আঙ্গুলগুলি জিনে চাঁপা কলি ॥
অরুণ-বরণ তাঁর চরণ-কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥



রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন ॥
দশ দিক্ আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে ॥
জনক ভাবেন মনে, সীতা দিব কারে।
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥
পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে।
জানকীর যোগ্য বর পাব কোন্ দেশে ॥
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ ॥
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর ॥
দিনে-দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিমান।
পাছে অন্য বরে রাজা সীতা করে দান ॥
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন।
কৈলাস পর্ব্বতে গেল, যথা ত্রিলোচন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন শিব অন্তর্য্যামী।
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি ॥
সে তব সেবক, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে।
যেন রাম বিনা অন্যে না দেয় সীতারে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গমন।
ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন ॥
আমার ধনুক লয়ে করহ পয়ান।
জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান ॥
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে।
কহ জনকেরে, যেন সীতা দেয় তারে ॥
এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন্ জন।
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি।
ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি ॥
মাথায় জটার ভার, পৃষ্ঠে দুই তূণ।
একহাতে কুঠার অন্যেতে ধনুর্গুণ ॥
ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম।
জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম ॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে দিলেন আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন ॥
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

● জনকরাজার কন্যার বিবাহে ধনুর্ভঙ্গপণ ●

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন্।
কোন্ কার্য্যে মহাশয়, হেথা আগমন ॥
বলেন পরশুরাম, তোমার দুহিতা।
সীতা দেহ যদি রাজা, করি বিবাহিতা ॥
জনক বলেন, একি শুনি চমৎকার।
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার ॥
সীতার বিবাহ কাল হইবে যখন।
করা যাবে যুক্তিমত কহিবা যেমন ॥
ভৃগু বলে তপস্যায় করিব গমন।
দেখো যেন অন্যমত না হয় রাজন্ ॥
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক সুধান ॥
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কতকালে।
কারে দিব কন্যা আমি তুমি না আসিলে ॥
বলেন পরশুরাম, আমার ধনুক।
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক ॥
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে।
রহিল আমার আজ্ঞা, কন্যা দিও তারে ॥
এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানান্তরে।
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে ॥
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সত্তর যোজন উচ্চে ধনুক প্রমাণ ॥
যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর ॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে ॥



যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর ॥
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর ॥
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

● রাজগণের ধনুর্ভঙ্গে অসমর্থতা ●

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে।
জানকী বিবাহ হেতু রাজা সব আসে ॥
পৃথিবীতে আর যত রাজা মহত্তর।
একে একে আসে সবে জনকের ঘর ॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে।
সবারে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে ॥
জনক বলেন, যেবা তুলিবে ধনুকে।
তাঁরে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুকে ॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়।
দেখিয়া সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায় ॥
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উঁকি দিয়া চায়।
শক্তি কোথা তুলিবার দেখিয়া পলায় ॥
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছুঠিয়া ॥
প্রাণপণে তারা ধনু টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুখান ভারি।
দিবে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি ॥
লজ্জা পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায়।
হাততালি দিয়া সব বালক বেড়ায় ॥
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে।
বিবাহ করিতে অন্য রাজগণ আসে ॥
পথি-মধ্যে দেখা হয় যে-সবার সনে।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে ॥
দেখিবার কাজ নাই, শুনিয়া ডরায়।
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায় ॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলানগর ॥
না পারিল তুলিতে ধনুক কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে রাক্ষস রাবণ ॥
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ সহোদর।
চারি পাত্র লয়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর ॥
আইল সকলে তারা মিথিলা ভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন ॥
জনক বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন ॥
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে।
কাড়িয়া লইবে সীতা, রাখে কোন্ জনে ॥
চলিল জনকরাজা রাবণে আনিতে।
দেখিয়া রাবণরাজা লাগিল হাসিতে ॥
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে।
জনক আইল দেখ, লইতে তোমারে ॥
দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি।
দুই বাহু প্রসারিয়া করে কোলাকুলি ॥
বসাইল রাবণেরে দিব্য সিংহাসনে।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে ॥
জনক বলেন, আজি সফল জীবন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় তব আগমন ॥
দশানন বলে, রাজা, তব কন্যা সীতা।
আমারে করহ দান আমি সে গ্রহীতা ॥
জনক বলেন, ইহা সৌভাগ্য লক্ষণ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন্ জন ॥
ভৃগুরাম আনিলেন ধনু একখান।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি।
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি ॥
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুক-বিক্রম ॥



কৈলাস তুলেছি আমি, মন্দর ত ছার।
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুক হবে ভার॥
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান।
যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান॥
জনক বলেন, কর প্রতিজ্ঞা পূরণ।
দেখ্‌ক সকল লোকে ধনুক-ভঞ্জন॥
প্রহস্ত বলেন, শুন রাজা দশানন।
যার যে প্রতিজ্ঞা, ভঙ্গ না করে কখন॥
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে।
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয়, বলে কাড়ি লবে॥
দশমুখ বলে, মামা, রাখি তব কথা।
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা॥
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।
জনক দেখাতে গেল ধনুকের ঘর॥
শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলানগর।
সবে বলে জানকীর আজি এল বর॥
শিশু যুবা বৃদ্ধ এক নাহি রহে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর॥
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে।
আসিয়া রাবণ রাজা দাঁড়াইল দ্বারে॥
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায়॥
মনে ভাবে আমার ঘুচিল জারিজুরি।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি, মুখে আস্ফালন।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন॥
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে, আর চায় চারিপানে॥
নাকে হাত দিয়া বলে, কি করি উপায়।
কি হইবে মামা, ধনু তুলা নাহি যায়॥
প্রহস্ত বলিল, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর॥
চিন্তা না করিহ তুমি, না করিহ ডর।
গাত্রে বল করি আর একবার ধর॥
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে॥
দশগ্রীব বলে, ধনু নাড়িতে না পারি।
প্রাণ যায় মামা, তবু তুলিতে না পারি॥
কৈলাস তুলিনু আর পর্ব্বত মন্দর।
তাহারে জিনিয়া মামা ধনুকের ভর॥
এই যুক্তি মামা গো তোমার ঠাঁই মাগি।
সবাই মিলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি॥
প্রহস্ত বলিল, শুন বীর দশানন।
তবে ত সীতার বর হবে কোন্ জন॥
পার বা না পার, আর একবার টান।
যাক প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান॥
রাবণ বলিল, মামা শুন মোর বাণী।
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে॥
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে॥
কাঁকালেতে দিয়া হাত আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুকে এড়িয়া॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী॥
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন্ জন।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা।
আদিকাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা॥



● শ্রীরামের গুহকের সহিত মিত্রতা ●

একদিন দশরথ পুণ্য তিথি পেয়ে।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে ॥
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিলেন কাঞ্চন ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে।
চারি পুত্র সহ রাজা চলিলেন রথে ॥
চলিল কটক সব নাহি দিশ পাশ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ ॥
চলিছেন দশরথ চড়ি দিব্যরথে।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥
মুনি বলে, কোথা রাজা, করিছ পয়ান।
ভূপতি কহেন, গিয়া করি গঙ্গাস্নান ॥
মুনি কহে, দশরথ, তুমি ত অজ্ঞান।
রামমুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান ॥
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে।
জন্মিলেন সেই গঙ্গা যাঁর পদতলে ॥
সেই দান, সেই পুণ্য, সেই গঙ্গাস্নান।
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান ॥
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি।
রাজা বলে চল ঘরে, রাম রঘুমণি ॥
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অনেক পাষণ্ড আছে ধর্ম্মপথে বাম ॥
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
না শুনিও মহারাজ, নারদের বাণী ॥
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার।
চলিলেন দশরথ তবে আরবার ॥
চলিছে রাজার সৈন্য আনন্দিত হৈয়া।
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া ॥
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত।
হুড়াহুড়ি বাধে দশরথের সহিত ॥
গুহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ ॥
বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন ॥
যদি ইচ্ছা থাকে হে যাইতে এই পথে।
দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে ॥
রাম রাম বলিয়া যে গুহক ডাকিল।
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল ॥
নিল রাজা দশরথ ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে ॥
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ।
নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ ॥
যদি পরাজিত হই চণ্ডালের বাণে।
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে ॥
আমি যদি ছাড়ি, নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল।
কি করিব, পথে এক বাধিল জঞ্জাল ॥
দুই জনে বাণবৃষ্টি করে মহাকোপে।
দোঁহাকার বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে ॥
এইমত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর।
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর ॥
রাজা দশরথ এড়ে পাশুপত-শর।
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর ॥
গুহকে বাঁধিয়া রাজা তুলিলেন রথে।
বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে ॥
যাঁহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ।
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কিমত ॥
এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান।
পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ ॥
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে।
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে ॥
ধনুক পায়েতে টানে, পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান ॥



যেইমাত্র গুহরাজ দেখে রঘুবরে।
দণ্ডবৎ হয়ে রহে যুড়ি দুই করে॥
শ্রীরাম বলেন, ধনু টানহ কেমন।
গুহ বলে তোমারে সে কহিব কারণ॥
পূর্ব্ব জন্ম কথা মোর শুন নারায়ণ।
যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল জনম॥
অপুত্রক দশরথ ছিলেন যখন।
অন্ধক মুনির পুত্র করিলা হনন॥
মুনিহত্যা করি রাজা আসি তপোবনে।
লোটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে॥
বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল।
যা রে পুত্র বামদেব, হও রে চণ্ডাল॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
রামনাম তিনবার বলালি রাজারে॥
লোটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে।
চণ্ডাল হইতে মুক্তি কাহার দর্শনে॥
পিতা বলে, যবে পাবে শ্রীরাম দর্শন।
তবে ত হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম॥
সেই রাম জন্মিয়াছ দশরথ-ঘরে।
চরণ পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে॥
অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল।
করুণাসাগর হরি, তুমি সে কেবল॥
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে।
পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে॥
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কান্দিতে।
গুহের ক্রন্দনে রাম কান্দিলেন রথে॥
করপুটে দাণ্ডাইয়া পিতার সাক্ষাৎ।
ভিক্ষা দেহ গুহকে বলেন রঘুনাথ।
রাজা বলে, প্রাণ চাহ, প্রাণ পারি দিতে।
গুহকে তোমারে দিনু, বাধা নাহি ইথে॥
পাইয়া পিতার আজ্ঞা কৌশল্যা-নন্দন।
খসালেন নিজ হস্তে গুহের বন্ধন॥

শ্রীরাম বলেন, অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ।
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন॥
লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি রামের সাক্ষাৎ।
গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ॥
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম।
গুহ বলে, ঘুচাইতে নারি নিজ নাম॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি॥
বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে।
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে॥
অপূর্ব্ব অনন্ত ফল ভাস্কর-গ্রহণ।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন॥
ধেনু দান শিলা দান কৈল শত শত।
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত॥
দানধর্ম্ম করিতে হইল বেলা ক্ষয়।
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয়॥
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে।
চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে॥
যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচর।
আনিয়াছি চারিপুত্র দেখ মুনিবর॥
আশীর্ব্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ॥
রামেরে দেখিয়া ভাবে ভরদ্বাজ মুনি।
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি॥
মুনি বলে রাজা তব সফল জীবন।
পুত্রভাবে দেখ তুমি দেব-নারায়ণ॥
ভরদ্বাজ এককালে দেখে চমৎকার।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু সুন্দর আকার॥
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশে শোভিত পদাম্বুজ
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন॥
সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ।
সুখে রহিলেন সৈন্য-সহ মহারাজ॥



শ্রীরামে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া ॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর ॥
স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে।
অক্ষয় ধনুক তূণ দেহ শ্রীরামেরে ॥
এত বলি করিলেন বাসব প্রয়াণ।
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্ব্বাণ ॥
কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরদ্বাজ।
তোমারে দিলেন ধনুর্ব্বাণ দেবরাজ ॥
মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
আইলেন দেশে চারি কুমারে লইয়া ॥
কৃত্তিবাস করে আশ পাই পরিত্রাণ।
আদিকাণ্ডে গাইল রামের গঙ্গাস্নান ॥



● বিশ্বামিত্রের দশরথের সভায় গমন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে যজ্ঞরক্ষার্থে পাঠাইতে অনুরোধ ●

এইরূপে দশরথ চারি পুত্রে লয়ে।
সাম্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হয়ে ॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞপূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ ॥
যজ্ঞ আরম্ভন যেই করে মুনিবর।
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর ॥
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলাভুবন।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ ॥
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি ॥
রাক্ষস বধের হেতু ধরি রাম-বেশ।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥
বলিলেন জনক, শুন হে মহাশয়।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয় ॥

বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা নিবাস ॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে ॥
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র নাম।
চিন্তিয়া কহেন বুঝি বিধি আজি বাম ॥
বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম।
প্রমাদ ঘটায় কিংবা করে কোন ক্রম ॥
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
ভার্য্যা পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ ॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচার পূর্ব্বক করেন নিবেদন ॥
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়।
আজ্ঞা কর, কোন্ কার্য্য করি মহাশয় ॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন রাজা দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত ॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ নাশ ॥
মুনি পরিত্রাণ হয়, কহিনু তোমারে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা।
ভাবেন ভূপতি মনে হেঁট করি মাথা ॥
পুত্রশোকে মম মৃত্যু লিখন কপালে।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন্ কালে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্-ধুক্।
কখন মরিব নাহি দেখি চাঁদমুখ ॥
প্রাণ যদি চাহ মুনি, প্রাণ দিতে পারি।
একদণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি ॥
অতএব রামচন্দ্র না দিব তোমারে।
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে ॥
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জীবন ॥





● বিশ্বামিত্র সহ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রেরণে দশরথের অনিচ্ছা। ●

যখন শুইয়া থাকি, রামকে হৃদয়ে রাখি,
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত।
স্বপ্নে না দেখিলে তায়, প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত ॥
যেমতে পেয়েছি রামে, কহি সে-সকল ক্রমে,
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
তারে মারি শব্দভেদী বাণে ॥
মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী,
দেখি মুনি অগ্নির সমান।
পুত্রপুত্র বলি ডাকে, মরাপুত্র দিনু তাঁকে,
পুত্রশোকে ছাড়িল সে প্রাণ ॥
ছিলাম সন্তানহীন, মনোদুঃখে রাত্রিদিন,
বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিলা মোরে অভিশাপ,
তেঁই পাইলাম এই ধন ॥
অতএব তপোধন, শুন মম নিবেদন,
আমি যাব সহিত তোমার।
বিনা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, অন্য কিছু প্রয়োজন,
যাহা চাহ, দিব শতবার ॥
রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি,
শীঘ্র দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ,
নহে বংশ নাশিব তোমার ॥

● দশরথের ছলনা ও বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ●

রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে, কি করিবে রণ ॥
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারিগুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে, আছে পঞ্চঝুঁটি ॥
অন্য সৈন্য যত চাহ, লহ তপোধন।
করিবে তাহারা নিশাচর নিবারণ ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে, কোথা পাব এত ধন ॥
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
সহস্র কটকে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
আমাকে পৃথিবী দিয়া করিলেন পূজা ॥
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
স্ত্রী-পুত্র বেচিয়ে শেষে দিলেন দক্ষিণা ॥
একা রামে দিতে তুমি কর উপহাস।
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরত-শত্রুঘ্ন দুইজনে ॥
দোঁহে দাঁড়াইল আসি মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন, যাহ মুনির সঙ্গেতে ॥
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
আগে যান মহামুনি পাছে দুইজন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন ॥
মুনি বলিলেন, শুন ভূপতি-কুমার।
হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার ॥
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয় ॥
ধরিয়া তাড়িয়া খায় যত মুনিগণে।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে ॥
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন।
দুষ্ট ঘাঁটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস-নিধনে ॥



এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর।
মারিবেন ইনি কি সে কোটি নিশাচর ॥
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে ॥
আমার সহিত রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি ॥
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যানগরে।
প্রজার তাবৎ ঘর দ্বার দগ্ধ করে ॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে ॥
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।
সেকারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে ॥
প্রজার ক্রন্দন শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র পাশ ॥
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি ॥
অপরাধ যেই করে, দণ্ড কর তার।
নিরপরাধের দণ্ড করা অবিচার ॥
মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তাঁর হয় সেইক্ষণ ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হ'লেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর ॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত-নয়নে ॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

● বিশ্বামিত্র সহ শ্রীরামলক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা ●

শিরে পঞ্চঝুঁটি রাম বিষ্ণু-অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে।
মুনি বলিলেন, রাম, চল মোর দেশে ॥
জানিলেন মহারাজ রামের গমন।
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ ॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর ॥
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও মহারাজ, কোন চিন্তা নাই ॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ বচন।
মুনি বলিলেন, চল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, যদি বল তুমি।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগর।
কান্দিবেন অন্ন জল ছাড়ি নিরন্তর ॥
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥
বিশ্বামিত্র আইলেন লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুদ্ধ মনে মোরে মাতা কর আশীর্ব্বাদ।
যুদ্ধে জয়ী হই যেন পাইয়া প্রসাদ ॥
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করহ তুমি ॥
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ন নীরে নেতের বসন ॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥



মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
নেত্র-নীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥
মাতৃপদধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে বিশ্বামিত্র যান।
নেত্র-নীরে দশরথ ধরণী ভাসান ॥
কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥
রাজাকে প্রবোধ দেয় যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা, যাহা বিধির লিখন ॥
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত মন।
রামের বিবাহ হবে, দৈবের ঘটন ॥
আগে মুনিবর যান, পাছে দুইজন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজবাসে।
রাম ল'য়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥
আগে মুনি যান, পিছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আতপে হইল ম্লান দোঁহার বদন ॥
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
একদিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥
রবির আতপে তাঁর মুখে আসে ঘাম।
বহুকাল কিমতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥
এইরূপ বিশ্বামিত্র ভাবিয়া অন্তরে।
মন্ত্রদীক্ষা করাইল শ্রীরামচন্দ্রেরে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর।
স্নান কর গিয়া জলে সরযূ নদীর ॥
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হ'য়েছিল।
এইস্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল ॥
এই পুণ্যতীর্থে রাম, স্নান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ॥
শোক দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে ॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুইজন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
তাহাতে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদিকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্র-দীক্ষা ॥



● তাড়কা রাক্ষসী বধ ●

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রামে লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
পুনঃ মুনি বলিলেন পথ-বিবরণ ॥
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে ॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ঙ্করী ॥
ধরিয়া তাড়িয়া খায় যত জীবগণ।
কোন্ পথে যাই বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর ॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের নামে মোর গায়ে আসে জ্বর ॥
বাসনা তোমার রাম না পারি বুঝিতে।
মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে ॥
রাক্ষসী যখন মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া ॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক, ব্যর্থ ধরি রাম নাম ॥
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই, যদি তিন বাণ মারি ॥



এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করাতে।
চলিলেন মুনিবর তাড়কা দেখাতে ॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর ॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
মহা ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ, গুরু একা যান, অনুচিত ॥
লক্ষ্মণ বলেন রামে করি যোড় হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ ॥
শুনিলা যে-সব কথা, বড়ই বিষম।
একাকী কেমনে রাম করিবে বিক্রম ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ভয় নাহি মনে।
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর গণে ॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক মিলি।
না পারে লঙ্ঘিতে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন ॥
বাম হাঁটু দিয়া রাম ধনু মধ্য-খানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে-স্থানে ॥
আঁটিয়া সুপীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বামহাতে ধনুর্ব্বাণ দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে লাগে চমৎকার ॥
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে ॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দুর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দেখিল তথায় ॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল, আজি লব তোর প্রাণ ॥
ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।
চলিতে তাহার বস্ত্র করে খড়মড় ॥
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর ॥
বসিতে আসন নাই, ভাবে মনে মন।
ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন ॥
রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র শুধু হাড় খাই ॥
অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা।
কহিলেন রাম শুনি তাড়কার কথা ॥
তাম্রবর্ণ দেখি তোর গায় লোমাবলী।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি ॥
বদন-ব্যাদান করি আইলি খাইতে।
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে ॥
মনুষ্য খাইয়া চেড়ী দেশ কৈলি বন।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়া অন্তরে।
নিকটে আসিয়া সে বিকট মূর্ত্তি ধরে ॥
রামকে খাইতে যায় ডরে নাহি পারে।
উপাড়িয়া শালগাছ আনিল হুঙ্কারে ॥
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান ॥
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে ॥
তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে।
মহাবীর তবু ভয় না করেন তারে ॥
বাণের উপরে বাণ, শব্দ ঠন্‌ঠনি।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ঝন্‌ঝনি ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন ॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম জুড়িয়া ধনুকে।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন।
তাড়কা পড়িল দূরে পঞ্চাশ যোজন ॥



বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরাণ।
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান ॥
তাড়কা মারিয়া প্রভু রাম-নারায়ণ।
মুনির চরণ গিয়া করিলা বন্দন ॥
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন।
তাড়কা বধিলা আজি কৌশল্যা-জীবন ॥
শ্রীরাম বলেন গুরু, কি শক্তি আমার।
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার ॥
মুনি বলিলেন, শুন কৌশল্যানন্দন।
তাড়কারে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন ॥
তাড়কা দেখিতে মুনি করেন প্রয়াণ।
মরেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পমান ॥
তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে।
এমন বিকটমূর্ত্তি না দেখি নয়নে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অক্ষয়।
হইল প্রথম যুদ্ধে শ্রীরামের জয় ॥

● অহল্যা উদ্ধার ●

তাড়কা মারিয়া রাম রাজীবলোচন।
পবনের জন্মভূমি করেন গমন ॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এইখানে হৈল ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া ॥
মুনি বলিলেন, রাম কমললোচন।
পাষাণ উপরে পদ করহ অর্পণ ॥
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচন।
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণ ॥
মুনি বলিলেন, শুন পুরাতন কথা।
সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥
সৃজিলেন সে-সবার রূপেতে অহল্যা।
ত্রিভুবনে সুন্দরী না ছিল তার তুল্যা ॥

করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম।
গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম ॥
একদিন গৌতম গেলেন তপস্যায়।
গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥
অহল্যা গৌতম জ্ঞানে করে সম্ভাষণ।
আজি প্রাতঃকালে কেন ঘরে আগমন ॥
ইন্দ্র বলে, তব রূপ হইল স্মরণ।
কেমনে করিব প্রিয়ে, তপস্যাচরণ ॥
মদন-দহনে দগ্ধ হয় মম হিয়া।
নির্ব্বাণ করহ প্রিয়ে, আলিঙ্গন দিয়া ॥
পতিব্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন।
তখনি শয়ন-গৃহে করিল গমন ॥
গুরুপত্নী বলিয়া না করিল বিচার।
ধর্ম্মলোপ করিল বাসব অহল্যার ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে।
অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে ॥
গৌতম বলেন, প্রিয়ে, জিজ্ঞাসি তোমারে।
শৃঙ্গার-লক্ষণ কেন তোমার শরীরে ॥
অহল্যা বলেন, প্রভু নিবেদি তোমারে।
আপনি করিয়া কর্ম্ম দোষহ আমারে ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি হেট কৈল তুণ্ডে।
ভাঙ্গিয়া আকাশ পড়ে গৌতমের মুণ্ডে ॥
জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর।
জাতি নাশ করিল আসিয়া পুরন্দর ॥
ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন মুনিবর।
পুথি কাঁধে করিয়া আইল পুরন্দর ॥
দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে।
দ্বিগুণ জ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে ॥
তোকে পড়াইলাম যে আমি শাস্ত্র নানা।
দিলি ভাল এতদিনে গুরুর দক্ষিণা ॥
জাতি নষ্ট কৈলি তুই ওরে পুরন্দর।
যোনিময় হোক্ তোর সর্ব্ব কলেবর ॥
অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে মুনিবর।
শাপ দিনু, তোর তনু হউক প্রস্তর ॥



অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন।
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন ॥
অহল্যারে কাতরা দেখিয়া তপোধন।
কহিলেন, মম শাপ না হবে খণ্ডন ॥
জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে।
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন।
তখনি হইবে মুক্ত না কর ক্রন্দন ॥
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন, শুন মুনি।
কেমনে দিবেন পদ, উনি যে ব্রাহ্মণী ॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন, শুন রঘুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন উনি, এখন প্রস্তর ॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
তদুপরি করিলেন চরণ অর্পণ ॥
তাহাতে হইল তাঁর শাপ-বিমোচন।
আহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন ॥
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি।
পুনর্ব্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি ॥
কবিবর কৃত্তিবাস হ'য়ে একমন।
আদ্যকাণ্ডে গান অহল্যার বিবরণ ॥

● শ্রীরাম কর্ত্তৃক তিনকোটি রাক্ষস বধ এবং হরধনু ভঙ্গ করিতে মিথিলা যাত্রা ●

শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
কেমনে পাইল মুক্তি সহস্রলোচন ॥
মুনি বলিলেন, শুন রাম-গদাধর।
যোনিময় হৈল সর্ব্ব-ইন্দ্র-কলেবর ॥
হইলেন লজ্জাযুক্ত দেব পুরন্দর।
কি হবে উপায়, সব ভাবেন অমর ॥
অশ্বমেধ করিলেন তখন বাসব।
যোনি ছিল ঘুচিয়া হইল নেত্র সব ॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে।
তিনজনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে ॥
পাষাণ হইল মুক্ত, কৈবর্ত্ত তা শুনে।
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে ॥
কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন।
না আইলে ভস্ম আমি করিব এখন ॥
এত শুনি কৈবর্ত্তের উড়িল জীবন।
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন ॥
মুনি বলিলেন, বলি কৈবর্ত্ত, তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে ॥
কাতর কৈবর্ত্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময় ॥
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন।
স্কন্ধে লয়ে করি পার, যাহ তিনজন ॥
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর।
চরণধূলিতে মুক্ত হইল পাথর ॥
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
কি দিয়া পুষিব বল আমি পোষ্যগুলি ॥
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি ॥
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই ॥
তরণীতে ত্বরায় করেন আরোহণ।
ধোয়াইল কৈবর্ত্ত শ্রীরামের চরণ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনে।
পাটনী করিয়া পার গেল ভব জিনে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
ইহার সমান নাহি দেখি আকিঞ্চন ॥
শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে।
হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে ॥
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জিজ্ঞাসেন কতদূরে মিথিলা তখন ॥



মুনি বলিলেন, রাম, চলহ সত্বর।
এখনো মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর॥
যান রাম পার হয়ে সহিত লক্ষ্মণ।
কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্নীগণ॥
দ্বাদশ বর্ষের রাম, শিরে পঞ্চঝুঁটি।
মারিবেন কেমনে রাক্ষস তিনকোটি॥
কোন্ ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে।
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্ব্বে॥
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ।
আশিস্ করেন সবে হাতে দূর্ব্বা ধান॥
শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ।
আনন্দসাগরে মগ্ন সহ তপোধন॥
সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন॥
যে কার্য্য করিতে আসিলাম দুই ভাই।
সেই কার্য্যে অনুমতি করহ গোসাঁই॥
মুনিগণ বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ॥
আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কা-নন্দন॥
না পারি করিতে ক্রোধ, আমরা ব্রাহ্মণ।
যদি ক্রোধ করি, হয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন॥
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
অবিলম্বে কর যজ্ঞ-ক্রিয়া আরম্ভণ॥
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে।
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে॥
কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মে বৈসে কেহ কুশাসনে।
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে॥
লাগিলেন বেদপাঠ করিতে সকলে।
মন্ত্রের প্রভাবে অগ্নি আপনি সে জ্বলে॥
যজ্ঞের যতেক ধূম উঠিল আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে॥
আমরা জীয়ন্তে থাকি, মুনি যজ্ঞ করে।
তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চল রে॥

তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর॥
সঙ্কেতে রামেরে জানাইল মুনিগণ।
আসিছে রাক্ষসগণ, কর নিরীক্ষণ॥
রঘুবীর দেখিলেন নিশাচরগণ।
ব্যাপিয়াছে বসুমতী, না যায় গণন॥
কুৎসিত বচন বলে বৃক্ষতলে বসি।
ফল-মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গিছে কলসী॥
ঠারে-ঠোরে কহেন সকল মুনিগণ।
সময় এসেছে তব কমললোচন॥
ধরিলেন বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি নারায়ণ।
নির্ব্বংশ করিতে দুষ্ট নিশাচরগণ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
পাদপ পাথর লয়ে আইল বিস্তর।
ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর॥
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর।
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর॥
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
দুই কোটি আইল লইয়া ধনুঃশর॥
হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার।
মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুমার॥
ক্ষুরূপা সুরূপা বাণ পাশুপত আর।
রাক্ষস উপরে পড়ে বলি মার মার॥
গলাতে নির্ম্মিত মণি-মাণিকের-কাঁঠি।
রামবাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি॥
শ্রীরামেরে আশীর্ব্বাদ করে মুনিগণ।
সবে বলে, জয়ী হ'ক, শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্রাহ্মণের আশিসে না হয়, হেন নাই।
মার মার করিয়া যুঝেন দুই ভাই॥
বরুণাস্ত্র পাশ বায়ু-বাণ কালানল।
বহু বাণ এড়িলেন সমরে অটল॥
মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ব্ব নামে শর।
রামময় দেখিল সকল নিশাচর॥



আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে।
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অম্বরে॥
শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটি।
রামবাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি॥
তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
রামের উপরে মারে চোখা চোখা শর॥
নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ।
ধরিবেন সহিষ্ণুতা কত দুই জন॥
হইলেন জর্জ্জর বাণেতে রঘুবীর।
শোণিত-শোভিত অতি শ্যামল শরীর॥
আশীর্ব্বাদ করেন অমর দ্বিজচয়।
হউক রামের জয়, রাক্ষসের ক্ষয়॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বাড়িল যে বল।
মার মার করিয়া গেলেন রণস্থল॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
বরিষণে বনায় যেমন মেঘ সব॥
অর্দ্ধচন্দ্র বিশিখের কি কহিব কথা।
তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্রমাথা॥
পড়ে যদি দুই পাত্র রণের ভিতর।
মারীচ রুষিল তবে তাড়কা-কোঙর॥
কোথা গেল রাম, কোথা গেল বা লক্ষ্মণ।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন, তাড়কার হন্তা যেই।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই॥
মারীচ শুনিয়া তাহা কুপিল অন্তরে।
ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে॥
রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা।
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা॥
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর॥
মারীচের রক্ষা-হেতু ভাবে দেবগণ।
মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ॥
বজ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ।
আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশন॥
শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে॥
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই যেন ঘুরে।
ডানাভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর॥
বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী।
বিবেকে সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী॥
কহে, যদি মরিতাম বালকের বাণে।
কি করিত দস্যুবৃত্তি, কি করিত ধনে॥
শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান।
শয়নে স্বপনে করে রামমূর্ত্তি ধ্যান॥
বটবৃক্ষতলে তপ কৈল আরম্ভণ।
রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন॥
হেথা মুনিগণ যজ্ঞ কৈলা সমাধান।
আশিস্ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বাধান॥
যজ্ঞ অবশেষে যেই ফলমূল ছিল।
সেই সব ফল-মূল দুই ভায়ে দিল॥
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে॥
বসিয়া সভাতে যুক্তি করে সর্ব্বজন।
সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ॥
যিনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ রাখিলেন তিনি।
দশরথ পুণ্যফলে অবতীর্ণ ইনি॥
রাক্ষসের ভয় আর কর কি কারণ।
রাক্ষস বধার্থ অবতীর্ণ নারায়ণ॥
করিলেন যেই পণ জনক ভূপতি।
রাম বিনা তাহাতে না অন্যে হবে কৃতী॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ংবর॥
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙ্গিবে যে তারে দিবে সীতা॥
কত শত নরপতি আসে আর যায়।
দেখিয়া হরের ধনু হারিয়া পলায়॥



দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান।
মনে বুঝি, ধনুক করিবা দুইখান॥
শ্রীরাম বলেন, আজ্ঞা কর যে এখন।
তাহা করি, তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন॥
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যানন্দন।
রামেরে লইয়া যান সকল ব্রাহ্মণ॥
হস্তে ধনু করি যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুন রঘুবর।
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে।
আগে গিয়া বার্ত্তা দেহ জনক রাজারে॥
বিশ্বামিত্রে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন।
আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন॥
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন্।
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন।
করিলেন অহল্যার শাপ-বিমোচন॥
কৈবর্ত্তকে তারিলেন স্বকৃপা দর্শনে।
তিন কোটি রাক্ষস মরিল যাঁর বাণে॥
সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই, দুই অনুপম॥
একথা শুনিয়া রাজা রাজসভাজন।
কহিল সীতার বর আইল এখন॥
আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন।
বন্ধু-কর ধরিয়া ধাইল অন্ধজন॥
সবে বলে, দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম।
মিথিলার লোক সব ছাড়ে গৃহকাম॥
উভ করি বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চঝুঁটি।
গলাতে নির্ম্মিত মণি-মাণিক্যের কাঁঠি॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজি রামেরে লইল সমাদরে॥
উল্লাসিত কহেন জনক নৃপবর।
আইল সীতার বর এতদিন পর॥

বিশ্বামিত্র বলে, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জনকেরে প্রণাম করহ দুইজন॥
গুরুবাক্য অনুসারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রণমিয়া করিলেন রাজ-সম্ভাষণ॥
আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে।
ভাসিলেন তখন আনন্দ পারাবারে॥
মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায়।
গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায়॥
ধূর্জ্জটি-দুর্জ্জয় ধনু আছে যেইখানে।
সভা-সহ গেল সেই স্বয়ংবর-স্থানে॥
হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে।
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে॥
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তাঁরে॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন॥
হেনকালে সীতাদেবী সহ সখীগণ।
অট্টালিকা'পরে উঠি করে নিরীক্ষণ॥
জানকী বলেন, সখী, করি নিবেদন।
কোন্ জন শ্রীরাম, লক্ষ্মণ কোন্ জন॥
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত।
দূর্ব্বাদলশ্যাম ওই রাম রঘুনাথ॥
শ্রীরামে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে বা বিরিঞ্চি করে বঞ্চিত এ ধনে॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে॥
বাসনা পূরাও মম দেব গণপতি।
হর-হরি-সূর্য্যদেব দেবী ভগবতী॥
দেব-দেবী-স্থানে সীতা করেন প্রার্থনা।
রামে পতি করি দিয়া পূরাও বাসনা॥
পিতার কঠিন পণ, রাম তনু-তনু।
কি-প্রকারে ভাঙ্গিবেন মহেশের ধনু॥
সীতার মানস জানি হৈল দৈববাণী।
পাবে রামে, গৃহে যাও জনক-নন্দিনী॥



দেবতার বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
শ্রীরাম-সীতার বিভা কৃত্তিবাস কন॥

● সীতা দেবীর বরভিক্ষা ●

কৃতাঞ্জলি সুচিন্তিতা, প্রার্থনা করেন সীতা,
শুন হে যতেক দেবগণ।
যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি,
তবে হয় কামনা পূরণ॥
শুন দেব হুতাশন, আর শুন গজানন,
শুনহ আমার পরিহার।
মহেন্দ্র বরুণ কাল, শুন সব দিক্‌পাল,
মহাদেব, করহ নিস্তার॥
কাত্যায়নী ভগবতী, করযোড়ে করি স্তুতি,
পতি দেহ রাম গুণমণি।
তুমি শিব, তুমি ধাতা, সকল দেবের মাতা,
বেদমাতা হরের ঘরণী॥
চণ্ড মুণ্ড আদি যত, বধিলা যে কত শত,
দেবগণে করিলা নিস্তার।
শ্রীরামেরে পতি দেহ, ঘুচাও মনের মোহ,
রাম বিনা গতি নাহি আর॥
কমঠ-কঠোর ধনু, শ্রীরাম কোমল তনু,
কেমনে তুলিবে শরাশন।
কত শত বীরগণ, না করিল উত্তোলন,
দারুণ পিতার এই পণ॥
সীতার এমন মন, বুঝিলেন দেবগণ,
আকাশে হইল দৈববাণী।
শুন গো জনকসুতা, না হইও দুঃখযুতা,
স্বামী তব রাম গুণমণি॥
ফুলের ধনুক প্রায়. হেলায় তুলিয়া তায়,
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যানন্দন।
দেবতাগণের কথা, কভু না হইবে বৃথা,
এই কৃত্তিবাসের বচন॥

● হরধনু ভঙ্গ, শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবাহ ও চন্দ্রবংশ উপাখ্যান ●

ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
ধনুক তোলহ রাম বলে সর্ব্বজন॥
যত যত রাজা আছে, ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমনে শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে॥
বিস্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলহ রাম, বলে সর্ব্বজন॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিস্ময়॥
শ্রীরাম বলেন, শুন গাধির নন্দন।
আজ্ঞা কর, করিব কি ধনুক ধারণ॥
এতেক বলিয়া রাম সহাস্যবদনে।
ধনুক ধরেন করে, দেখে সর্ব্বজনে॥
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু, ভয় হয় মনে॥
ধনুকে আপিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি, যাহা আজ্ঞা করিবা আমারে॥
মুনি বলিলেন, রাম, দেখাও কৌতুক।
পূর্ণ কর মনোরথ ভাঙ্গিয়া ধনুক॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান॥
সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান॥
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলা নগরে অগণিত॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
একে একে সবাকারে নিমন্ত্রণ করে॥
সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ রামে ল'য়ে গেল ঘরে।
সুমন্ত্রের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে॥
কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী।
মা মা বলিয়া যাঁরে ডাকেন শ্রীপতি॥



সুমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে।
বিশ্বামিত্র গেলেন সে জনকের পুরে॥
সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ।
আনন্দিত হইল জনক যশোধন॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ-হেতু কর শুভক্ষণ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন।
অমনি আইল, যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মুনি বলিলেন, রাম, এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাও দুই ভাই॥
শ্রীরাম কহেন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমা দোঁহে ল'য়ে চল অযোধ্যানগরে॥
বহুদিন আসিয়াছি, তোমার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত॥
লইয়াছি চারি ভাই জন্ম একদিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে॥
এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি॥
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের মুণ্ডে॥
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন।
জনকের নিকটে দিলেন দরশন॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ দিন কর নির্দ্ধারণ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নরপতে।
রামের মনস্থ নহে বিবাহ করিতে॥
কহিলেন বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর॥
চারি ভায়ে যেই চারি কন্যা সমর্পিবে।
তাঁর ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে॥
শুনিয়া ভাবেন রাজা করি হেঁটমাথা।
কন্যা নাই সীতা বিনা আর পাব কোথা॥
এতেক ভাবিয়া রাজা বিষণ্ণবদন।
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন॥
কেন রাজা হইতেছ বিচলিত মন।
তব ঘরে চারি কন্যা হইবে ঘটন॥
তোমার কনিষ্ঠ ভাই, কুশধ্বজ নাম।
তাঁর দুই কন্যা আছে রূপগুণধাম॥
তোমার দুহিতা দুই পরমা সুন্দরী।
চারি ভায়ে সমর্পণ কর কন্যা চারি॥
শ্রীরামের যে বাসনা, হবে সেইমত।
তাঁহারে জানাও গিয়া সমাচার যত॥
হরষিত হৈয়া মুনি গাধির কোঙর।
বার্ত্তা দেন গিয়া তবে শ্রীরাম গোচর॥
শুন রাম, নাহি দেখি ইহাতে বাধক।
চারি ভায়ে চারি কন্যা দিবেক জনক॥
রাম কহিলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সব ভাই হেথা নাই, করিব কেমন॥
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর॥
আমারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন।
অযোধ্যায় মনুষ্য পাঠাও একজন॥
এতেক শুনিয়া তবে গাধির নন্দন।
কহেন জনকে গিয়া সর্ব্ব বিবরণ॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা ভাবে গদগদ
বচন মনের অগোচর এ সম্পদ॥
মুনি বলিলেন, শুন, জনক রাজন্।
দশরথে আনিতে পাঠাও একজন॥
রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
তোমা-বিনা কে যাইবে অযোধ্যাভুবন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যাভুবনে॥
এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি করিলা গমন।
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন॥
শুধায় সকল মুনি, কি শুনি কৌতুক।
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক॥



মুনি বলে, করিবারে সীতার কল্যাণ।
শিবধনু আপনি হইল দুইখান॥
বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গার কূলেতে শীঘ্র উত্তরিল গিয়া॥
গঙ্গাপার হইয়া চলেন মুনিবর।
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি উত্তরেন গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি থুয়ে কতদূর।
তাড়কার বনে যান কাছে সরযূর॥
করিলেন সরযূর নীর পরশন।
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন॥
আসিয়া যে মুনিরাজ রামে ল'য়ে গেল।
একা মুনি আসিতেছে, রাম না আইল॥
এ কথা কহিল গিয়া দশরথ প্রতি।
বজ্রপাত সম জ্ঞান করেন ভূপতি॥
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন॥
একা যে আইলা মুনি, রাম মোর কোথা।
হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা॥
কোথা রাম কোথা বা লক্ষ্মণ গুণনিধি।
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি॥
যজ্ঞ রক্ষা হেতু ল'য়ে গেলা নিজবাস।
ছলেতে করিলা মুনি, মম সর্ব্বনাশ॥
রাক্ষস বধের হেতু লইলে কুমার।
কে জানে, বধিবা, মুনি পরাণ আমার॥
বার্ত্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী।
শাবক হারায়ে যেন ফুকা'রে বাঘিনী॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
পড়িল প্রমাদ আজি অযোধ্যানগরে॥
দ্বাদশ বর্ষের রাম তের নাহি পূরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে॥
আকুল হইল রাজা অজের কুমার।
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, একি চমৎকার॥

রাজারে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ।
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, কহ গাধির নন্দন।
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন॥
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
ভাল মন্দ না শুনিয়া কান্দ কি কারণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, কহ কি আশ্চর্য্য।
রামে না দেখিয়া কারো মনে নাহি ধৈর্য্য॥
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জীবন।
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যাভুবন॥
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে।
কোথায় লক্ষ্মণ কোথা রাম এই ব'লে॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ॥
মারিলেন তাড়কারে কৌশল্যানন্দন।
করিলেন অহল্যার শাপ-বিমোচন॥
কৈবর্ত্তকে করিলেন কৃতার্থ শ্রীরাম।
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম॥
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ॥
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান॥
চারি কন্যা দিবেক জনক চারি ভায়ে।
চল শীঘ্র মহারাজ, দুই পুত্র ল'য়ে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-বিহ্বল।
প্রণতি করেন মুনি-চরণকমল॥
অযোধ্যায় তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া॥
নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত-শত্রুঘন॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন॥
অগ্রে চড়িলেন রথে যতেক ব্রাহ্মণ।
পরে চড়িলেন রাজা সহ পুত্রগণ॥



বলেন কৌশল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীরে।
না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, ভাব কেন আর।
রামের নামেতে করি মঙ্গল আচার॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে।
চলিলেন দশরথ সৈন্য চতুরঙ্গে॥
রায়বার পড়ে ভাট, বেদ বিপ্রগণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ॥
সীতারূপে লক্ষ্মী নিজে তথায় জন্মিল।
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল॥
ঘৃত দুগ্ধে জনক করিল সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর॥
রাশি রাশি তণ্ডুল মিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি॥
হেথা সৈন্যগণ ল'য়ে অজের নন্দন।
সরযূ নদীর তীরে দিলা দরশন॥
সরযূ নদীতে রাজা করি স্নান দান।
মিষ্টান্ন ভোজন করে মিষ্টজল পান॥
ত্বরিতে সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
তাড়কার বনে রাজা প্রবেশেন গিয়া॥
কৌশিক বলেন, শুন অজের নন্দন।
এই বনে তাড়কার হইল নিধন॥
শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন।
তাড়কা রাক্ষসী প্রভু, দেখিব কেমন॥
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ।
পঞ্চাশ-যোজন আছে আগুলিয়া পথ॥
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে॥
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া॥

যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার ক'রেছিল।
দশরথ-নাম শুনি নৌকা সাজাইল॥
নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ।
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন॥
ভূপতি বলেন, মুনি, নিবেদন করি।
কতদূরে আছে আর মিথিলানগরী॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নৃপবর।
আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর॥
মুনি-পত্নী সবে বলে রাজা পূর্ণকাম।
যাঁহার ঔরসে জন্ম লইলেন রাম॥
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকটে উত্তরিলা গিয়া॥
আহ্লাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ।
নানাজাতি অস্ত্র খেলে, বাজায় বাজন॥
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
অনুব্রজি লহ রাজা, অজের কুমারে॥
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি॥
জনক বলেন রাজা কর যদি দয়া।
তব চারি পুত্রে দিই চারিটি তনয়া॥
দশরথ বলিলেন, শুন হে জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক॥
উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ।
বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন॥
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর॥
পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির।
বন্দিলেন পিতৃপদদ্বয় রঘুবীর॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ।
রামের চরণ বন্দে ভরত-শত্রুঘ্ন॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে তখন।
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষ্মণ॥
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন॥



ঘাটেতে উতরে কেহ উতরে বা মাঠে।
কেহ পাক করি খায় সরোবর-ঘাটে ॥
খাও-খাও, লও-লও, এই শব্দ শুনি।
অন্নে পরিপূর্ণ যেন হইল মেদিনী ॥
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর।
সভা করি ব'সেছে জনক নৃপবর ॥
বশিষ্ঠ দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন ॥
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহ-লগ্ন কর শুভক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিষ দেখিল।
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যা লগ্ন কৈল ॥
তাহাতে বিবাহ বিধি হইলে ঘটন।
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন ॥
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুজন।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ॥
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।
কেমনে মারিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে ॥
করহ মন্ত্রণা এই বলি সারোদ্ধার।
লগ্ন ভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম সীতার ॥
নর্ত্তক হইয়া তবে যাও শশধর।
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর ॥
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব্বজন।
অতীত হইবে তবে কর্কট লগন ॥
শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
সংবাদ দিলেন গিয়া ভূপতি-গোচর ॥
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ ॥
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা ॥
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ।
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ ॥
সভা করি বসেছেন জনক ভূপতি।
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি ॥

যতেক দ্রব্যের ভার এড়িলেক গিয়া।
বসেন বশিষ্ঠ কুশ আসন পাতিয়া ॥
ঘটের স্থাপন করে যেমন বিধান।
উপরেতে আম্রশাখা, নীচে দূর্ব্বাধান ॥
বেদধ্বনি করিতে লাগিল দ্বিজগণ।
সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥
বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে ॥
চারি জনে অধিবাস করিল তখন।
বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ ॥
জলধারা দিয়া কন্যা লইলেক ঘরে।
জনক ভূপতি সর্ব্ব দ্রব্যব্যয় করে ॥
অধিবাস দ্রব্য লয়ে চলিল ব্রাহ্মণ।
শ্রীরামের অধিবাস করে সর্ব্বজন ॥
বশিষ্ঠ কহেন দশরথে সম্বোধিয়া।
চারি তনয়ের কর অধিবাস [illegible] ॥
রাজা বলে, শুনহ বশিষ্ঠ তপোধন।
অযজ্ঞোপবীত এই চারিটি নন্দন ॥
ক্ষৌরকর্ম্ম করিলেক চারিটি নন্দন।
আর যজ্ঞোপবীত লইল চারিজন ॥
বসিলেন রামচন্দ্র পিতার নিকটে।
চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে ॥
পুত্রগণে অধিবাস করিল রাজন্।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ ॥
নান্দীমুখ করিলেন, যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান ॥
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত দাসী লৈয়া।
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া ॥
হরিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে ॥
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।
বান্ধিল মঙ্গল-সূত্র তাঁহাদের করে ॥
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারিজন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন ॥



বান্ধিল অপূর্ব্ব-পাগ মস্তকমণ্ডলে।
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, করে অঙ্গদ বলয়।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল, শোভা অতিশয়॥
দিব্য বস্ত্র পরিলেন ভাই চারি জন।
সকল অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ॥
ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দ্দোলোপরে।
সাজাইতে চতুর্দ্দোল কহে নৃপবরে॥
চতুর্দ্দোল সাজাইল পরম রূপস।
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ কলস॥
চারিদিকে দিল নানা সুবর্ণের ঝারা।
ঝলমল করে গজ-মুকুতার ঝারা॥
গঙ্গাজলি চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।
চতুর্দ্দোল সাজাইল, হেন আর নাই॥
আপনার সুসাজ করেন দশরথ।
পরিলেন পরিচ্ছদ যত মনোমত॥
রথোপরি চড়িলেন হাতে ধনুঃশর।
শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর॥
ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ।
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন॥
দামামা দগড় বাজে বিবিধ বাজনা।
চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে চারিজনা॥
ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডক্ষ কোটি কোটি।
চারিদিকে উঠিল বীণার ছটছটি॥
কত ঠাঁই বাজাইছে যোড়া গোড়া সানি।
কাঁশী বাঁশী কত বাজে সংখ্যা নাহি জানি॥
কত শত যোদ্ধা যায় ধরি খড়্গ ঢাল।
অশ্বারোহী গজারোহী ধানুকীর পাল॥
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনক-সভায়।
হেনকালে দশরথ গেলেন তথায়॥
অনুরক্তি লইলেন তাঁহারে জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক॥
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি॥

চন্দ্র নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব্বজন।
তাহে মগ্ন, কোথা লগ্ন, কে করে গণন॥
আগে আইলেন রাম, পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
শতানন্দ বলে, কন্যা কর সমর্পণ॥
ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন।
অতীত হইল লগ্ন, সবে বিস্মরণ॥
ল'য়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়া-মণ্ডপের তলে॥
প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে।
বরণ করিল রামে বসন চন্দনে॥
নারীগণ করিলেক বরণ বিধান।
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান॥
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।
দুই পুরোহিত করে কথোপকথন॥
শতানন্দ বলেন, বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্যবংশ কি প্রকার, দেহ পরিচয়॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, হোক বোঝাবুঝি।
কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি॥
শতানন্দ মুনি বলে, সভার ভিতর।
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর॥
দেবাসুরে মন্থন করিল সিন্ধু-নীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির॥
সাগর মথনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম হইল তাহার মনোহর॥
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান্।
পুরুরবা নামে তাঁর হইল সন্তান॥
পুরুকুৎস নামে হৈল তাঁহার কুমার।
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাহার তনয়।
সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয়॥
বাণ নামে পুত্র হৈল [illegible]।
শ্বেত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভূতলে।
স্বর্গ নামে পুত্র তাঁর সর্ব্বলোকে বলে॥



পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব্বনামধর।
হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর॥
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে॥
নিমিরে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল ভুবন॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলানগর।
কুশধ্বজ জনক যে তাঁহার কোঙর॥
বশিষ্ঠ বলেন, শুনিলাম বিবরণ।
আমি কথা কহি এবে, তাহে দেহ মন॥
আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী॥
জরৎকারু মুনিপুত্র নারদ সুন্দর।
তাহাকে করিল তবে কন্দিনীর বর॥
সবে গীত গায় নারদ বাজায় বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার ভানু॥
তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মে তার ঘরে॥
ব্রহ্মার নিকটে তার পড়িলেক বীজ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ॥
মরীচির পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ।
তাহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড-আতপ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল সংসার॥
মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে।
প্রসেন তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে॥
প্রসেনের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে॥
যুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা।
তাঁহার জন্মিল পুত্র নামেতে মান্ধাতা॥

মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম।
ধুন্ধুমার তাঁর পুত্র রূপগুণধাম॥
তাঁহার হইল পুত্র, ইলা নাম ধরে।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যানগরে॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল নন্দন।
ভরত তাঁহার পুত্র, জানে সর্ব্বজন॥
ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান।
যাঁর নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ পুরোধা যাঁর, সুমন্ত্র সারথি॥
তাঁহার ভূধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
হইল খাণ্ডের পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
যে প্রজার কামিনী বলাৎকার করে॥
তাঁর পুত্র হইল হারীত নাম ধরে।
হরিবীজ তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে॥
হরিবীজ নরপতি অতি গুণবান্।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র গুণেতে প্রধান॥
যার দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন॥
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র, জানিহ নিশ্চয়॥
তাঁহার পুত্র রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যা-নিবাসী।
দ্বাদশ বৎসরকাল করে একাদশী॥
রুক্মাঙ্গদ জন্মাইল ধার্ম্মিক তনয়।
তাঁর পুত্র হইল মরুত্ত মহাশয়॥
অনরণ্য-পুত্র তার জানে সর্ব্বজন।
তাঁহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ॥
হইল তাঁহার পুত্র বাহু নৃপবর।
শিবভক্ত তাঁর পুত্র হইল সগর॥
অসমঞ্জ নামে তাঁর হইল নন্দন।
তাঁর পুত্র অংশুমান ধর্ম্মপরায়ণ॥



অংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া কৌতুকে।
মরিলেন, তাঁর বংশ আর নাহি থাকে ॥
ভগীরথ তাঁর পুত্র অযোধ্যানগরে।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্য নরে ॥
বিতপত নামে তাঁর হইল নন্দন।
বিকর্ণ তাঁহার পুত্র অযোধ্যাভূষণ ॥
তাঁহার হইল পুত্র অমর্ষি রাজন্।
দিলীপ তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন ॥
দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান।
রঘুবংশ বলি যাঁর বংশের আখ্যান ॥
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান।
তাঁর পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান ॥
দশরথ রাজা শৌর্য্যবীর্য্য গুণধাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ধার্ম্মিক শ্রীরাম ॥
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে।
শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে ॥
গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন্।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥
দশরথ বলিলেন, জনক রাজারে।
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥
হেন বেশ ভূষণ করায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন ॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী ॥
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর।
বালসূর্য্য-সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥
চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের রেখা।
কামের কার্ম্মুকে যেন গুণ যায় দেখা ॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি ॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ ॥
বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তা'র বাজন নূপুর ॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ॥
চারি ভগিনীতে বেশ করি বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা রামে পরস্পর হৈল দরশন ॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পশ্চে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ।
আসিয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পূজন ॥
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
হস্তে ধরি তোল সীতা বলে বন্ধুজন ॥
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী।
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি ॥
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি ॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হাতে ধরে, কেহ বলে পায়ে ॥
পূর্ব্বাপর বর কন্যা এল দুই জনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পক্ক হরীতকী দিয়া পরিহার করে ॥
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে ॥



রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা-বর দুই জনে করিল ভোজন॥
সাজায় বাসর-ঘর যত সখীগণ।
রাম-সীতা তাহাতে রহেন দুইজন॥
ঊর্ম্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ॥
শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শত্রুঘন।
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারিজন॥
সানন্দ হইল সব মিথিলা-ভুবন।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ॥
পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকীপতি এ নহে উচিত॥
এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী, তুমি হে বড় কাল॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর॥
পরিহাস করিবে কি, হারাইল জ্ঞান।
শ্রীরামের চরণে মজায় মনঃ প্রাণ॥
যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষ্মণ।
সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ॥
অগ্রজ যেমন তার অনুজ তেমন।
ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ॥
এইরূপে চারি স্থানে করি দরশন।
মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন॥
চারি ভাই তুল্য চারি লইয়া সুন্দরী।
নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী॥



● পরশুরামের দর্পচূর্ণ ●

প্রভাত হইল রাত্রি, উদিত তপন।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ॥
বাজিল আনন্দবাদ্য জনক-ভুবনে।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে॥

জনক বলেন অতি হইয়া কাতর।
রাম-সীতা রাখি যাও একটি বৎসর॥
হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন।
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন॥
বলেন জনক রাজা, শুন হে রাজন্।
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন॥
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি।
আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি॥
রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন।
সূক্ষ্ম অন্ন সহ তার পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
স্নান করি আসিয়া যতেক রাজগণ।
আনন্দিত হয়ে সবে করেন ভোজন॥
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে।
দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনের শেষে॥
হইয়া সুতৃপ্ত সবে করে আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন॥
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ॥
রাম-সীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন দ্বিজগণে করে ধন বিতরণ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর॥
তিন ভ্রাতা চাপিলেন তিন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে॥
চড়িলেন দিব্য রথে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দিকে হেরে রাজা বহু অলক্ষণ॥
রাজা বলিলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ॥
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন।
বশিষ্ঠ বলেন, শুন অজের নন্দন॥
চারিদিকে চারি পুত্র দেখ বিদ্যমান।
কে করিতে পারে তব অশুভ বিধান॥
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ।
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস॥



মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন।
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন ॥
মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর ;
হেথা রাজা বিদায় করেন কন্যা-বর ॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদনকমলে।
জনক করিয়া কোলে জানকীরে বলে ॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিও স্মরণ ॥
শ্বশুর-শাশুড়ী-প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কারো প্রতি ॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যা আছে কপালে।
স্বামিসেবা কভু না ছাড়িও কোন কালে ॥
ঝিয়ারী বহুড়ী সব আসিয়া তখন।
গলায় ধরিয়া সব জুড়িল ক্রন্দন ॥
আমা সবে এড়িয়া কি চলিলা জানকী।
আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী ॥
বিদায় দিলেন রাম সীতারে জনক।
দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্র-সংখ্যক ॥
হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত।
ভীমবেশে ভার্গব হইল উপস্থিত ॥
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর ॥
এক হাতে ধরি রামে, অপরে লক্ষ্মণে।
মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে ॥
মুনি বলে, দশরথ, বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে ॥
দশরথ কহেন আমার পুত্র রাম।
গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান ॥
মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম।
রাখিয়াছ মম সম করি পুত্রনাম ॥
আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে।
হেন জন আছে কে, যে রামনাম বলে ॥

এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন।
দোষ ক্ষমা কর প্রভু তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
বলেন পরশুরাম আরক্ত-নয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
নিঃক্ষত্রিয় ভূমি করি তিন সপ্তবার।
রক্তে নদী বহাইল আমার কুঠার ॥
সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান।
তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান ॥
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই ॥
ভূপতি বলেন ভয়ে কম্পিত-শরীর।
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ॥
রুষিয়া কহেন তবে সুমিত্রা-কুমার।
কথায় কি ফল কর বীরের আচার ॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি ক'রেছ যখন।
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
এতেক বলিল যদি সুমিত্রানন্দন।
কুপিত পরশুরাম কহেন বচন ॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলে গুণ।
আমার ধনুকে রাম, দেহ দেখি গুণ ॥
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন ॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ ॥
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী ॥
ভৃগুরাম ধনুখান দিল বড় দাপে।
মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে ॥
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে ॥
শ্রীরাম বলেন, হে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
এ ধনুর গরিমা করেন মুনিবর ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ওহে বীরবর।
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর ॥



সুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল।
তখন রামের হাতে শর যোগাইল॥
সেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল।
আপনার তেজ রাম সকল হরিল॥
আপনার তেজ রাম লইল যখন।
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ॥
তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি।
তোমার ধনুক-বাণে তোমারে সংহারি॥
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে।
ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয়॥
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনু নোয়াইয়া গুণ দিলেন ধনুকে॥
ধনুক-টঙ্কার গিয়া লাগিল গগন।
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগণ॥
পাতালে বাসুকি বলে, দেব রঘুবীর।
ধনুখান তোল মোর, বুক হোক স্থির॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন রাম ভগবান।
ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় ত্রাণ॥
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ।
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ॥
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন।
স্বর্গ রোধ করি কিংবা পাতালভুবন॥
'যে আজ্ঞা' বলিয়া বলে মুনির নন্দন।
চিনিলাম তোমারে যে, তুমি নারায়ণ॥
ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ পায়, নাহি হয় আন।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান॥
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ॥

শ্রীরামেরে স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিত্যধাম॥
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন।
আনন্দিত তেমনি হইল তাঁর মন॥
'পুত্র পুত্র' বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে॥
ভূপতি বলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ।
অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন॥
সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন।
প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ॥
মুনিপত্নী আইল শ্রীরামে দেখিবারে।
রাম সীতা দেখে তাঁরা হরিষ অন্তরে॥
ইহার জননী ধন্যা, ধন্য এর পিতা।
যেমন গুণের রাম, তেমনি এ সীতা॥
তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে॥
অযোধ্যার যত শোভা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ-নারী॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগনমণ্ডলে॥
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি॥
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার।
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর॥
গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী।
চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী॥
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী।
সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী॥
দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি॥

চারি বধূ কক্ষে দিল স্বর্ণ কলসী।
ব্যবহারমত কর্ম্ম করে পুরবাসী ॥
কক্ষে দিল কলসী মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা ॥
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক ॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ব্বজন।
মণিময় আভরণ বসন ভূষণ ॥
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার ॥
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক।
নিজে লক্ষ্মী তিনি, তাঁর এ নহে কৌতুক ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ ॥
চারি পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে নারীগণ।
চিরজীবী হও, লভ বহু পুত্র-ধন ॥
চারি পুত্র ল'য়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত-সমান।
এতদূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥



অযোধ্যাকান্ড

বিবাহ উৎসবে অযোধ্যায় এলেন বহুরাজা। তারা যৌতুকাদি দিলেন। তারপর দশরথকে বললেন, এবার সর্বগুণাকর শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা কর।

ক্রুদ্ধ হয়ে দশরথ বললেন, পুত্রের মত সকলকে পালন করি। বৃদ্ধবয়সে কি অন্যায় করেছি যে তোমরা আমাকে অপছন্দ করছ!

দশরথের কথায় ভয় পায় সকলে। হেসে উঠে দশরথ বলেন, ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের ঠাট্টা করলাম। কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠকে ডেকে তিনি রাম-অভিষেকের আয়োজন করতে বললেন।

অভিষেকের দিন কৈকেয়ীর কাছে এলো তারই বাপের বাড়ির এক কুব্জা দাসী-মন্থরা। সে দেখল কৈকেয়ীও সানন্দে রাম-অভিষেকের আয়োজনে ব্যস্ত। মন্থরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না কৈকেয়ীর এ ব্যবহার। সে গোপনে কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দিল, এইবার তুমি সেই দুই বর চেয়ে নাও। প্রথম বরে রামের বদলে ভরত রাজা হোক আর দ্বিতীয় বরে রাম যাক চৌদ্দবছর বনবাসে।

দ্বিধা হ'লেও রাজ-পুরনারী হিসেবে কৈকেয়ীর মন এতে আনন্দিতই হ'ল। তিনি দশরথকে জানালেন সে কথা। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল দশরথের। তিনি কৈকেয়ীকে অন্যবর প্রার্থনা করতে বললেন। কৈকেয়ী নিজ প্রার্থনায় অটল রইলেন। সত্যবদ্ধ দশরথ কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতেই রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। অভিষেকের জন্য প্রস্তুতি বন্ধ রেখে রাম ছুটে এলেন পিতার

কাছে। তখন দশরথ ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন। রামচন্দ্র বললেন, কি জন্য আপনার এত কষ্ট পিতা। যন্ত্রণা আমি দূর করব।

দশরথ কেঁদে চলেছেন। কৈকেয়ী তাঁর বরের কথা এবং দাবী জানালেন। রামচন্দ্র তখনই সানন্দে ভরতকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনবাসী হতে সম্মত হলেন।

সীতার কাছে বিদায় নিতে চলেছেন রামচন্দ্র। পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মণ সঙ্গে যেতে চাইলেন। রাম কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। সীতাদেবীকেও বোঝান গেল না। সম্পদে বিপদে তিনি স্বামী অনুবর্তিনী থাকবেনই। অতএব স্থির হ'ল, রাম সীতা এবং লক্ষ্মণ বনে যাবেন।

ওরা প্রস্তুত হয়ে দশরথের কাছে গেলেন বিদায় নিতে। দশরথ বললেন, থাক অযোধ্যা কৈকেয়ী আর ভরতের জন্য। চল আমরা অরণ্যেই আর এক নগর বসাব। রামচন্দ্র পিতাকে প্রবোধ দিয়ে বিদায় চাইলেন। তখন দশরথ বললেন অন্ততঃ সুমন্ত্র সারথিকে সঙ্গে নাও। সে তিন দিনের পথ সঙ্গে যাক।

সমস্ত অযোধ্যা তখন এ সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে আছে। তারা ওদের রথ দেখে পিছন পিছন ছুটল যে আমরাও বনবাসী হব। রাম ওদের বোঝাতে গিয়ে দেখলেন যে দশরথ আর কৌশল্যা পাগলের মত ছুটে আসছেন কাঁদতে কাঁদতে। তিনি সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছিলেন না। সুমন্ত্রকে বললেন দ্রুত রথ চালাতে। রথ বায়ুবেগে অযোধ্যা অতিক্রম করে চলে গেল।

গঙ্গাতীরে আসতে তিন দিন সময় লাগল। এখানে সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন রামচন্দ্র। এক রাত্র কাটালেন গুহকের বাড়িতে। পরদিন প্রভাতে নৌকা সাজিয়ে গুহক গঙ্গা পার করে দিলেন রামচন্দ্রকে।

গঙ্গাপারে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। সেখানেও এক রাত কাটালেন রামচন্দ্র। আর পথ। বেশ নিয়ম করে চলা-দিনে যাত্রা। রাত্রে তৃণশয্যায় বিশ্রাম। লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে পাহারায় থাকেন। এমনি করে তারা ক্রমে চিত্রকূটে এলেন। সেখানে বসতি নির্মাণ করে বাস করতে থাকলেন।

এদিকে অযোধ্যা থেকে যাত্রার ষষ্ঠ দিনে ফিরে এল সুমন্ত্র। সব শুনে এবার আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না দশরথ। সত্যই পুত্রশোকে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

রাজ্যের দশা সুন্দর। চারপুত্র দশরথের, কিন্তু মুখাগ্নি করার কেউ নেই। বশিষ্ঠের পরামর্শে লোক ছুটল ভরতকে মামার বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে। প্রায় দশ দিন পর ফিরে এসে সব জানতে পারল ভরত। মাতাকে তিরস্কার আর মন্থরাকে প্রহার করে তেলে ডুবিয়ে রাখা পিতৃদেহ নিয়ে গিয়ে সৎকার করলেন তিনি। এরপর বশিষ্ঠ সৈন্যসামন্ত নিয়ে চললেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে।

গুহক ও ভরদ্বাজ মুনির কাছে রামচন্দ্রের যাত্রাপথের সংবাদ নিয়ে ক্রমে চিত্রকূট পর্বতে এসে রামচন্দ্রের দেখা পেলেন ভরত। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন অন্য সকলেও। কিন্তু রামচন্দ্র অটল। তিনি পিতৃসত্য পালন না করে ফিরবেন না। কথাক্রমেই রামচন্দ্র জানলেন যে পিতা মৃত। তিনি বশিষ্ঠের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে তিন রাত্র অশৌচ পালন করে ফল্গুনদীর তীরে গিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করলেন।

এবার বিদায় পালা। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে ভরতের প্রতি তার নির্দেশ দিতে বললেন। রামচন্দ্র বললেন, ভাই ভরত, তোমাকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। রাজ্য অরক্ষিত আছে, কি বিপদ ঘটে কে জানে। তুমি ভাই দ্রুত দেশে ফিরে যাও। চোদ্দ বছর পর আমরা চার ভাই আবার মিলিত হব।

ভরত বললেন, তাহ'লে আমাকে তোমার পাদুকাদ্বয় দাও। তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে আমি রাজ্য শাসন করব।

রামচন্দ্র পাদুকা দিলেন। ভরত সেখানেই পাদুকার অভিষেক সারলেন, তারপর মাথায় তুলে যাত্রা করলেন পথে।

এদিকে কান্নার রোল উঠল। কৌশল্যা রামচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সুমিত্রা জড়িয়ে ধরলেন পুত্র লক্ষ্মণকে। সীতার জন্য কাঁদতে থাকলেন সবাই। অবশেষে অযোধ্যার পথে যাত্রা শুরু হ'ল। তিন দিনে পৌঁছালেন রাজধানীতে।

নন্দীগ্রামে নতুন রাজধানী বসল। রত্ন-সিংহাসনে পট্টবস্ত্রের ওপরে থাকল পাদুকা। ভরত নীচে বসলেন কৃষ্ণসার চর্মের ওপরে। পাত্রমিত্রের পরামর্শে এমনিভাবে রাজ্য চালাতে থাকলেন ভরত।

রামচন্দ্র কিছুদিন চিত্রকূটেই থেকে গেলেন।

বামাঙ্কে চ বিভাতি ভূধরসুতা দেবাপগামস্তকে।
ভালে' বালাবিধুর্গলে চ গরলং যস্যোরসি ব্যালরাট্।।
সোহয়ং ভূতিবিভূষণঃ সুরবরঃ সর্ব্বাধিপঃ সর্ব্বদা।
সর্ব্বঃ সর্ব্বগতঃ শিবং শশিনিভঃ শ্রীশঙ্করঃ পাতুনাম্।।
প্রসন্নতাং যোনগতোহভিষেকতস্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখত
মুখাম্বুজং শ্রীরঘুনন্দনস্যমে সদাস্তু তন্মঞ্জুলমংগল পদম্।।
নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাংগং সীতাসমারোপিত বামভাগম্।
পানৌমহাসায়ক চারু চাপং নমামি রামরঘুবংশনাথম্।।

● শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক প্রস্তাব ●

দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্র কেশ।
আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব্ব বেশ॥
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজসম্ভাষণে॥
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ।
বিবাহ-যৌতুক রামে দেন রাজগণ॥
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ॥
এক নিবেদন করি, শুন নৃপবর।
শ্রীরামেরে রাজা কর সর্ব্বগুণাকর॥
বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চঝুঁটি ধরে।
মারীচ রাক্ষস পলাইল যাঁর ডরে॥
রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ব্বজনে॥

অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
বাক্যছলে সবার বুঝেন রাজা মন॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ।
বৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ॥
পুত্রবৎ পালি প্রজা, করি দুষ্টে দণ্ড।
কোন্ দোষে আমার ঘুচাও রাজদণ্ড॥
আনন্দিত অন্তরে বাহিরে ওষ্ঠ চাপে।
ভূপতির কোপ দেখি সর্ব্ব রাজা কাঁপে॥
সবারে সভয় দেখি দশরথ কয়।
পরিহাস করিলাম, না করিহ ভয়॥
বশিষ্ঠেরে ডাকি আনি কুলপুরোহিত।
রামে রাজা কর সবে হ'য়ে হরষিত॥
ভূপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বজন।
করিল সকলে তাঁর চরণ বন্দন॥
ভূপতি বলেন, শুন পাত্র-মিত্রগণ।
রামে রাজা করিব, করহ আয়োজন॥



নানা পুষ্প বিকাশ বসন্ত চৈত্র মাস।
কালি রাম রাজা হবে, আজি অধিবাস ॥
অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে।
সে সকল দ্রব্য কর আহরণ আগে ॥
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই।
সে সকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই ॥
সুমন্ত্র সারথি, তুমি চলহ সত্বর।
রথে করি আন রামে আমার গোচর ॥
আজ্ঞা পেয়ে সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি।
শ্রীরামেরে আনিল যেখানে মহীপতি ॥
কতদূরে রথ হৈতে উতরিল রাম।
পিতার চরণে পড়ি করেন প্রণাম ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসালেন হরিষ অন্তরে ॥
পিতা পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে ॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেইমত শোভিত হইল রঘুবর ॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা-বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম্ম আর বিবিধ বিধান ॥
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন ॥
লোকের নালিশ তুমি শুনহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে ॥
রাজনীতি-ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা তব বাড়ে দিনে দিনে ॥
পরের দেখহ যদি পরমা সুন্দরী।
না দেখিও সে সবারে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ॥
রাজা যদি পরদার করে ব্যবহার।
আপনি সে মজে পাপে, মজায় সংসার ॥
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিহ রাম, লোভ পরধনে ॥
শরণ লইলে শত্রু, কর পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ ॥
তপ-জপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে বিহিত।
না হইও দেব-দ্বিজে ভক্তিতে রহিত ॥
যজ্ঞাদিতে বহু যশ করিহ সঞ্চয়।
সর্ব্বলোকে দয়ালু হইও সদাশয় ॥
পরদার পরপীড়া করে যেই জন।
শাস্ত্র অনুসারে তার করিবে শাসন ॥
অপরাধ মত দণ্ড করো সাবধানে।
দোষ নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে ॥
দুঃখিত অনাথ রাম, যদি কেহ হয়।
তাহারে পালিলে পুণ্য, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণে তুষিবে ভক্তিমনে।
দেখ সর্ব্বলোকে যেন দুঃখ নাহি জানে ॥
রাজনীতি-ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে ॥
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র সহস্র প্রমাণ ॥
মুনি ব্রহ্মচারী যত ভট্ট বিপ্রগণ।
সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন ॥
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে ॥
আইল যতেক লোক রাজ-বিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে, শুনি ভাগ্য মানে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না হবে কারো ক্লেশ ॥
যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে।
রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে ॥
সমাদরে সকলেরে করিয়া সম্মান।
জননী-দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ ॥
মাতৃগৃহে উপস্থিত মনে কুতূহলী।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি ॥





● শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের অধিবাস ●

সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে।
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ-সম্ভাষণে॥
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ।
রামেরে কহিল রাজা আশিস্ বচন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতা পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে॥
রাজা বলিলেন, রাম কর অবধান।
যত কর্ম্ম করিয়াছি, কহি তব স্থান॥
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে॥
রাজা হ'য়ে করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ॥
পালিলাম রাজনীতি-ধর্ম্ম অনিবার।
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার॥
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি, মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ব্বজন॥
আজি হ'তে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার॥
কিন্তু আজি কুস্বপনে দেখেছি উৎপাত।
আকাশ হইতে ভূমে ঘটে উল্কাপাত॥
পূর্ণিমার চন্দ্র গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায় এ অতি বিপরীত॥
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে।
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে॥
কুস্বপ্ন দেখিনু আজি নিকট মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন॥
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয়।
তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয়॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তুমি রাজা হও রাম কর অঙ্গীকার॥
কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে॥
আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড।
না জানি আসিয়া পাছে কে হয় পাষণ্ড॥
আজি অধিবাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ডছত্র॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায়॥
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত-সখীবৃন্দে।
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে॥
দেবপূজা করে রাণী নানা উপহারে।
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে॥
রামেরে দেখিয়া রাণী সহাস্যবদন।
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন॥
মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি যোড়হাত॥
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড॥
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভ বার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ॥
নানা উপহারে মাতা কর ইষ্টপূজা।
মম প্রতি যেন তুষ্টা হন দশভুজা॥
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন।
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, হও চিরজীব।
তোমার সহায় হৌন পার্ব্বতী ও শিব॥
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে।
তোমা হেন পুত্র রাম ধরিনু উদরে॥
শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে॥
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত।
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত॥
তোমার কুশল সেই চাহে অনুক্ষণ।
অতি হিতকারী তব সুমিত্রানন্দন॥



এতেক কৌশল্যাদেবী কহিলেন কথা।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড়হাত ॥
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল।
বলেন সহাস্য মুখে অতি মিষ্ট বোল ॥
মম ভক্ত ভাই, তুমি পরম সুধীর।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর ॥
আমার হিতৈষী তুমি যদি রাজ্য পাই।
উভয়েতে সম্পাদিব রাজকার্য্য ভাই ॥
এতেক বলিয়া রাম হইল্ বিদায়।
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায় ॥
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজা বলে, রাম এল হৈল শুভক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে।
আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্ব্বজনে ॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ।
রাম রাজা হবেন সকলে হৃষ্টমন ॥
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত।
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি শুন সুললিত ॥
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে।
নানা দেশ হৈতে রাজা আসে সৈন্য সঙ্গে ॥
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে।
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানা দিকে বাজে ॥
অধিবাস করিতে আইল ঋষি মুনি।
রামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি ॥
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী ॥
নান রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর।
বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর ॥
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার।
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ করিল ভাণ্ডার ॥
নানা রত্নে সুশোভিত বসন-পরিহিত।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥
আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে।
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অন্তরে ॥
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ।
অন্তরীক্ষে রহে সবে চাপিয়া বাহন ॥
ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ।
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥
অধিবাস দেখিতে আইল সর্ব্বজন।
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥
ঋষিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে করি প্রণিপাত ॥
বশিষ্ঠ বলেন, রাম, শাস্ত্রের বিহিত।
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত ॥
পিতৃ-বিদ্যমানে ধর দণ্ড আর ছাতি।
নহুষ রাজার যেন তনয় যযাতি ॥
বশিষ্ঠ করেন সুমঙ্গল বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে রাম জয় শব্দ শুনি ॥
অধিবাস রামের হইল সমাপন।
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ ॥
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ।
নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যাভুবন ॥
রাম সীতা উপবাসী রহে দুইজন।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন ॥
নানা রত্ন ধন সবে দিলেক যৌতুক।
নিজালয়ে গেল সবে দেখিয়া কৌতুক ॥
বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে ॥
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানা রত্ন দানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে ॥
বেলার হইল শেষ, নক্ষত্র গগনে।
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ব্বজনে ॥
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত।
দেবতুল্য বেশে সবে শুইয়া নিদ্রিত ॥
রাত্রি অবসান হয় সূর্য্যের উদয়।
শয়ন ত্যজিল সবে সানন্দ হৃদয় ॥



● শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির সংবাদে সকলের আনন্দ।

রথরথী ঘোড়া সাজে, নানারঙ্গে বাদ্য বাজে,
মুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
সর্ব্বলোক কি দুঃখী কি ধনী॥
সব লোক আনন্দিত, পুষ্পগন্ধে সুশোভিত,
আমোদ প্রমোদ সব ঘরে।
স্বর্গপুরী তুল্য বেশ, অযোধ্যার সর্ব্বদেশ,
নাচে গায় হরিষ অন্তরে॥
সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি,
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ।
না হইবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্ব্বলোক,
নিস্তার পাইল সর্ব্বদেশ॥
ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দময়,
রাম নামে পাইবে নিষ্কৃতি।
রাম বিষ্ণু-অবতার, লবেন সবার ভার,
বৈকুণ্ঠেতে করিবে বসতি॥
এতেক ভাবিয়া মনে, আনন্দিত সর্ব্বজনে,
আনন্দেতে পাসরে আপনা।
অযোধ্যার যত লোক, ভুলিল সকল শোক,
আনন্দে পূরিত সর্ব্বজনা॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার, পরিধান সবাকার,
রূপে বেশে দেব-অবতার।
আনন্দে বিহ্বলপ্রায়, রামগুণ সবে গায়,
জয় জয় করে বার-বার॥
অযোধ্যানগরবাসী, বলে সব দাসদাসী,
মনে হয়ে অতি হরষিত।
ঘুচিবে সবার দুখ, ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ,
এত বলি সবে আনন্দিত॥

মধুর অযোধ্যাকাণ্ড, শুনিতে অমৃতভাণ্ড,
যাতে হয় পাপের বিনাশ।
রামায়ণ-আকর্ণনে, কৃত্তিবাস ওঝা ভণে,
হয় অন্তকালে স্বর্গবাস॥



● শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক শ্রবণে কৈকেয়ীকে কুব্জার মন্ত্রণাদান ●

পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভের উপরে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার॥
নানা রত্নে নির্ম্মাইল টুঙ্গী শতে শতে।
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে প্রতি পথে॥
প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানা রত্নে লক্ষ লক্ষ নির্ম্মিত চৌতারা॥
নানা রত্নে নির্ম্মিত আগার সারি সারি।
জিনিয়া অমরাবতী রম্যবেশধারী॥
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্যবেশ।
তেমনি মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
কে জানে পড়িবে, আসি প্রমাদ কখন॥
পূর্ব্বে জন্মেছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হ'য়ে নামেতে মন্থরা॥
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
কুটিল কুরূপা কুঁজী ক্রূর-কর্ম্মকারী॥
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান।
রাজার মরণ, কৈকেয়ীর অপমান॥
মরিবে রাবণ যাতে, বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥



আচম্বিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে।
আনন্দিত প্রজা সব দেখিল নগরে॥
টুঙ্গীতে উঠিয়া কুঁজী করে দরশন।
রাম রাজা হবে লোক আনন্দিত মন॥
চেড়ী-চেড়ী এক ঠাঁই টুঙ্গীর উপরে।
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর চেড়ীরে॥
কি কারণে হরষিত অযোধ্যানগর।
কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিষ-অন্তর॥
কি হেতু রামের মাতা করে বহু দান।
সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান্॥
আর চেড়ী বলে তুমি না জান মন্থরা।
রামেরে করিতে রাজা ভূপতির ত্বরা॥
ভূপতি নিকট মৃত্যু ভাবিয়া অন্তরে।
বিধিমতে রাজ্যভার দিলেন রামেরে॥
এমত শুনিল কুঁজী সে চেড়ীর মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে॥
বিধাতার বাজি কেবা করয়ে খণ্ডন।
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহিল সেখানে॥
নির্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছে কোন্ লাজে।
তোমার ভরত আজি মনোদুঃখে মজে॥
মানেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥
ভরতেরে রাজা কর রাখ নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥
রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥
একে ত রাজার তুমি হও মুখ্যারাণী।
ভরত হইলে রাজা, রাজার জননী॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন্ দোষে করিব রামের অপচয়॥
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥

গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে।
তুষিবেন সবাকারে রাম বহু ধনে॥
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী॥
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।
শুভবার্ত্তা কহিলি কি দিব তোরে দান॥
রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ কুঁজী কর কি কারণ॥
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে।
মন্থরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে॥
অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে।
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে॥
কৈকেয়ী কহেন, কুঁজী না কর উত্তর।
রাম রাজা হৈলে ধন দিব ত বিস্তর॥
কুপিতা মন্থরা চেড়ী, দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥
হাত হৈতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে॥
কৈকেয়ী, তোমার দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত, বিপরীত বুঝাও আমারে॥
সপত্নী-তনয় রাজা, তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা॥
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে॥
থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে।
দাঁড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে॥
কৌশল্যা জিনিলা তুমি সোহাগের দাপে।
নিজ পুত্রে রাজা করে সেই মনস্তাপে॥
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে।
রাজার কি দোষ দিব, না দেখে তাহারে॥
সতীনের আনন্দেতে সানন্দা সতিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি॥



লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে।
মাতা পুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য, ভরত বাহির॥
তবে ত ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত কথা বলিলাম, বুঝিস্ অহিত॥
ভরত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ, থাকিবে প্রবাসে॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ, যদি লয় মন॥
শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ॥
দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সুখী।
প্রমাদ পাড়িল চেড়ী, কোথাও না দেখি॥
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী, তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মঙ্গকারী, কিছুই না জানি॥
ভরত প্রবাসে, রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি, যুক্তি বল কুঁজী॥
নৃপতির প্রাণ রাম, গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর॥
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব।
কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব॥
চারি পুত্র আছে তার, ভরত বিদেশে।
অংশ অনুসারে ভাগ হইবেক শেষে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আছে, তার কর বিবেচনা।
কহ দেখি কুজী তুমি কর কি মন্ত্রণা॥
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচনে।
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে॥
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বল, ভরত কিরূপে রাজ্য পায়॥
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ॥
কুঁজী বলে, যুক্তি চাহ, যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে, ভরতে রাজা করি॥

পূর্ব্ব কথা সকল আমার আছে মনে।
সে-সকল কথা কহি শুন সাবধানে॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত কলেবর॥
তাহাতে করিলে তাঁর তুমি সেবা-পূজা।
সুস্থ হয়ে বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোঁট॥
রক্ত পূঁয যতেক লাগিল তব মুখে।
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্ব্বার॥
তখন বলিলা তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে, তবে দিও বর॥
দুই বারে দুই বর থাক্ তব ঠাঁই।
কুঁজী যবে বর চাহে, তবে যেন পাই॥
এই কথা কহিলা আসিয়া মোর স্থানে।
তুমি পাসরিলা, মোর সব আছে মনে॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা-অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে॥
পট্টবস্ত্র এড়ি পর মলিন বসন।
খসাইয়া ফেল যত অঙ্গের ভূষণ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিয়া উত্তর তুমি, করিও রোদন॥
বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমারে বস্ত্র অলঙ্কার নানা॥
তবে পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধ কহিবে তাঁর স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান॥
পূর্ব্ব কথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে করাইবে রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবে অরণ্যে রামেরে॥



চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম থাকে যদি বনে।
পৃথিবী পূরাবে তুমি ভরতের ধনে॥
তুমি যদি প্রাণ চাহ, রাজা প্রাণ দেয়।
রাম হেন প্রিয় পুত্র বনেতে পাঠায়॥
এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর।
সত্যে বদ্ধ আছে, কেন নাহি দিবে বর॥
ফিরিল কৈকেয়ী-রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল অভিশাপ॥
দেখিয়া করিস্ ব্যঙ্গ কহিস্ কর্কশ।
সর্ব্বলোকে গায় যেন তব অপযশ॥
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এ সব ঘটন॥
অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন বদন।
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন॥
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
যত বল, সকলি সে নহে ত কুৎসিত।
সকলি অহিত মম, তুমি মাত্র হিত॥
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দেহ দিব্য পুষ্পমালা॥
রত্নহার লও, পর কুঁজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিব ত বিস্তর॥
যেমন বিস্তর সেবা করিলে আমার।
যত দিনে পারি তব শুধিব সে ধার॥
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
বনে পাঠাইব রামে দেখ এইক্ষণে॥

কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা

কুঁজী বলে কৈকেয়ী বিলম্ব নাহি সাজে।
রাম রাজা হইলে নহিবে কোন কাজে॥
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন।
তাবৎ রাজার ঠাঁই কর নিবেদন॥
এক্ষণি আসিবে রাজা, তোমা সম্ভাষণে।
যেরূপ কহিবা, তাহা চিন্তা কর মনে॥
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সেকালে।
আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে॥
হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী সম্ভাষণে॥
ভাবিলেন সম্ভাসিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্রদণ্ডধর॥
নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ।
ধন জন বিফল আমার রাজ্যভোগ॥
দশরথ-নৃপতির নিকট-মরণ।
ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ॥
যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটে ভূমি'পরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ, রাজা গেল সেই ঘরে॥
পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা, না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাণী, করিছে বিষাদ॥
সরলহৃদয় রাজা, এত নাহি বুঝে।
অজগর-সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে॥
দশরথ অতি বৃদ্ধ, কৈকেয়ী যুবতী।
কৈকেয়ী বিহনে তাঁর নাহি আর গতি॥
কৈকেয়ী যুবতী নারী বৃদ্ধ দশরথ।
বৃদ্ধের যুবতী নারী ধর্ম্মমোক্ষ পথ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে যায় তাঁর কৈকেয়ীর দুঃখে॥



ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে॥
কি হেতু করিলা ক্রোধ, বল কার বোলে।
কোন ব্যাধি শরীরে, লোটাও ভূমিতলে॥
ব্যাধিপীড়া যদি হয় তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি, বলহ আমারে॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি বসুমতী-পতি।
আমার সমান রাজা নাহি গুণবতী॥
শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাঁপে।
ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে॥
সমস্ত পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে সকলি তোমার॥
কোন্ কার্য্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান।
আজ্ঞা কর, তাহাই তোমারে করি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ॥
রোগ পীড়া নহে মোর, পাই অপমান।
আগে সত্য কর, পিছে মাগি আমি দান॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে, রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে॥
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদ ঘটিবে পাছু, রাজা নাহি দেখে॥
ভূপতি বলেন, প্রিয়ে, নিজ কথা বল।
সত্য করি, যদ্যপি তোমারে করি ছল॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি, তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কাজ দিতে পারি প্রাণ॥
কৈকেয়ী বলেন সত্য করিলা আপনি।
অষ্টলোকপাল সাক্ষী, শুন সত্যবাণী॥
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার॥
একাদশ রুদ্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য।
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী যারা আছে নিত্য॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই।
সবে সাক্ষী, রাজার নিকটে বর চাই॥

স্মরণ করহ রাজা, যে আমার ধার।
পূর্ব্বে ছিল তাহা শোধি সত্যে হও পার॥
যুদ্ধে তব হ'য়েছিল ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম তাহে দিতে চেয়েছিলে বর॥
করিলাম পুনর্ব্বার বিস্ফোট-তারণ।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলা রাজন॥
তবে আমি বলিলাম তোমার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর॥
দুইবারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সংবিৎ॥
কৈকেয়ী বচনে যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উঠে, রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী, আমারে বধিতে তব আশ।
স্ত্রী পুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষ॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্যগতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্ম্মতি॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেইক্ষণে আমার মরণ॥
স্বামী যদি থাকে, তবে নারীর সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
স্বামী বধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডালহৃদয়া তুই, করিলি কি কার্য্য॥
যদ্যপি ভরত আসি এই কথা শুনে।
আপনি মরিবে, কি মারিবে সেইক্ষণে॥
মাতৃবধ ভয়ে যদি না লয় পরাণ।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান॥



বিষদন্তে দংশিলি রে কালভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনি শেষে মজিনু আপনি॥
কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ।
কামিনীর কথায় কে ত্যজেছে ঔরস॥
দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে ত্রেতাযুগে।
ন' হাজার বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে॥
আর এক-হাজার-বৎসর আয়ু আছে।
পরমায়ু থাকিতে মজিনু তোর কাছে॥
পরমায়ু আছে এত বধিবি পরাণ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণদান॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভা-বিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে॥
ক্ষমা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণ-রক্ষা।
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা॥
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ কুলে।
তোর দোষ নহে, আমি মজি কর্ম্মফলে॥
স্ত্রীবশ যে জন, তার হয় সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



● পিতৃসত্য পালনে রামচন্দ্রের বনে যাইতে স্বীকার ●

কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্যধর্ম্ম তপ রাজা, করে বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে॥
সত্য লঙ্ঘে যেই তার হয় সর্ব্বনাশ।
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস॥
যত রাজা হইলেন চন্দ্র-সূর্য্যবংশে।
সে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে॥
যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ।
পত্নীর বচনে রাজা তাঁরে দিল রাষ্ট্র॥
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা।
অসম সাহসী বীর, নহে অল্প-দাতা॥
দ্বিজ এক ছিল তাঁর দুই আঁখি শূন্য।
অত্যন্ত দরিদ্র, তার নাহি মিলে অন্ন॥
সেই অন্ধ শিবির,জে সত্য করাইল।
নিজ দুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল॥
আপনি হইল অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে।
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গলোকে॥
ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
ইক্ষ্বাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে॥
পিতৃ-সত্য করিলেন ইক্ষ্বাকু পালন।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার তরে দিল রাজ্যধন॥
পৃথ্বী ডুবাইতে পারে সাগরের নীরে।
সাগর না বাড়ে পূর্ব্ব সত্য পালিবারে॥
দিবা সত্য করিলা আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী-মায়ায়॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা দেয় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন।
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ॥
শ্রীরামের হইয়াছে কালি অধিবাস।
আজি বা বিলম্ব কেন, না জানি আভাস॥
রাজার প্রতাপে হয় ত্রিভুবন বশ।
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস॥
পাত্র মিত্র বলে শুন সুমন্ত্র সারথি।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি॥
দ্রুত যাহ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে॥



রাম অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ॥
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে॥
সুমন্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ॥
শত শত রাজগণ আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না কর রাজা চলহ বাহিরে॥
রাজা বলিলেন, পাত্র না জান কারণ।
মোরে বধ করিবারে কৈকেয়ীর মন॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তার সত্যে বন্দী আমি হ'য়েছি আপনি॥
শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে॥
কৈকেয়ী বলেন, যাহ সুমন্ত্র সত্বর।
শীঘ্র রামে আন আজ্ঞা করে নৃপবর॥
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি॥
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে॥
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে।
মোরে পাঠালেন রাজা লইতে তোমারে॥
মুখ্যপাত্র সুমন্ত্র শ্রীরাম তাহা জানি।
গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি॥
শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি॥
যাত্রাকালে শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা।
আমি রাজ্য পাইব, বিমাতা চিন্তান্বিতা॥
কোন্ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে।
না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে॥
রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান।
জানি আসি, পিতা কিবা করেন বিধান॥
সীতা স্থানে লইলেন শ্রীরাম বিদায়।
প্রকোষ্ঠ তিনেক সীতা অনুব্রজি যায়॥

বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায় লোক করি যোড়হাত॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী॥
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে।
ঘুচিবে সকল পাপ রাম দরশনে॥
সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়।
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে গায়॥
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ॥
রামরূপে মজাইল নারীগণ চিত।
নয়নে না চান রাম পরনারী ভিত॥
রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে।
কপাল নিন্দিয়া সবে গেল নিজ ঘরে॥
ঘরে গিয়া স্ত্রী সবার মন নহে স্থির।
পিতৃ-কাছে গমন করেন রঘুবীর॥
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর আবাসে রাম করেন গমন॥
রাজা দশরথ ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা কহত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শয়ন॥
কোপ যদি করেন, হাসেন মোরে দেখে।
আজি জিজ্ঞাসিলে কেন কথা নাহি মুখে॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই নাহি দেশে।
মাতুলের আলয়েতে রহিল প্রবাসে॥
বহু দিন গত, না আইল দুই জন।
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরস বদন॥



কোন্ জন কিংবা করিয়াছে অপরাধ।
ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ॥
তুমি বুঝি পিতারে কহিলা কটুবাণী।
সত্য করি কহ গো বিমাতা ঠাকুরাণী॥
কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার অভাবে।
আমারে কহ গো সত্য, প্রাণ পাই তবে॥
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা মাতা, মোরে করহ বর্ণন॥
আছুক পিতার কার্য্য, তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি, প্রাণ ছাড়ি, কি ছার জীবনে॥
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপ হিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাহে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর॥
বিস্ফোট হইল পুনঃ, করি সেবা-পূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ড-ধারী।
আর বরে রাম তুমি হও বনচারী॥
দুইবারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥
ধরি তুমি শিরে জটা পরিবা বাকল।
বনে চৌদ্দ বছর খাইবে ফুল ফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্যবদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূর্চ্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত উচিত॥
আছুক পিতার কাজ, তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বছর থাকিব গিয়া বন॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥
কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে।
ধন জন রাজ্যভোগ দেহ ভরতেরে॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম, আগে যাও বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন॥
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে॥
হেঁটমাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি ভয় লাজ॥
কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস॥
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ।
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবা এখন॥
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে॥
পিতার চরণদ্বয় রামচন্দ্র বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
'হা রাম' বলিয়া রাজা হ'লেন মূর্চ্ছিত॥
মুখে নাহি শব্দ তাঁর নাহিক চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা-পূজন।
ধূপ ধূনা ঘৃতদীপ জ্বালিলা তখন॥
নানা উপচারে রাণী পূরিয়াছে ঘর।
সাত শত সপত্নী সে ঘরের ভিতর॥
সবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন।
সাত শত রাণী আর বহু নারীগণ॥
কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী।
রামজয় এই মাত্র শব্দ সদা শুনি॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে॥
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী॥



সেবিলাম শিব-শিবা-চরণকমলে।
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্যফলে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা হৃষ্ট হও কিসে।
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে॥
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ।
শোকসিন্ধুনীরে আজি মজি চারি জন॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল মাতা, বিমাতা কৈকেয়ী॥
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন॥
শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত।
'মা মা' বলি রামচন্দ্র ডাকেন ত্বরিত॥
'মা মা মা' বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে॥
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম লক্ষণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য কহত আমারে॥
মোর দিব্য লাগে যদি ভাঁড়াও আমায়।
কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায়॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন॥
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারেবার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার॥
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে॥
এক বরে ভরতে করিতে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি আর গতি।
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি॥
তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতার।
তবে কেন এত তাপ ঘটিবে তোমার॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে॥

কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
হা পুত্র বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে॥
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী॥
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে নাহি অকাল-মরণ।
এই সে কারণে মম না যায় জীবন॥
পূজিলাম কত শত দেব-দেবীগণে।
তার কি এ ফল বাছা! তুমি যাও বনে॥
সূর্য্যবংশে যত যত রাজা জন্মেছিল।
বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল॥
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রী-বাধ্য-পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে॥
স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমন পিতার কথা না শুনিহ কানে॥
লক্ষ্মণ বলেন সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে॥
অগ্রে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে।
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে॥
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার॥
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল॥
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই॥
আমি এই আছি ভাই তোমার সেবক।
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক॥
তুমি যদি হস্তে প্রভু ধর ধনুর্ব্বাণ।
তব রণে কোন্ জন হবে আগুয়ান॥



কৌশল্যা বলেন রাম কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার।
ভরতের করে দেহ সব রাজ্যভার॥
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন।
রাম তুমি দেশে থাক না যাইও বন॥
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে॥
বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃবাণী।
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা শুন এক কথা।
পিতা সে পরম গুরু, তোমার দেবতা॥
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায়॥
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ।
সগর জম্মায় পুত্রগণের আপদ॥
সত্য না লঙ্ঘেন পিতা, সত্যেতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর॥
পিতৃ-সত্য যদি আমি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম, বৃথাই জীবন॥
বর্জ্জিবেন বিমাতারে পিতা, লয় মনে।
করিহ তাঁহার সেবা তুমি রাত্রিদিনে॥
কৌশল্যা বলেন রাম সত্য যাও বন।
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥
মাতৃ-বধ করিলে হইবে তব পাপ।
মাতৃ-বধ পাপে রাম, পাবে বড় তাপ॥
পিতৃসত্য পালিবা সে মায়ের মরণে।
কোন্ পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়।
শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়॥
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে॥
বিমাতার দোষ নহে দোষী নহে কুঁজী।
সকলি দেখিবে ভাই, বিধাতার বাজি॥
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত॥
ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা।
বিমাতার দোষ নাই আমার দুর্দ্দশা॥
যে দিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিও ভাই ক্ষমা দেহ মনে॥
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
সুখ দুঃখ দেখ ভাই ললাট-লিখন॥
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জ্জে।
সুমিত্রাকুমার বীর ঘন ঘন তর্জ্জে॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া ফিরে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী।
রাজ্যভোগ ত্যজি ফল মূল অভিলাষী॥
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তার ধর্ম্ম॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে ক'রেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ॥
সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি।
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি।
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন।
তুমি বনে গেলে পিতা ত্যজিবেন প্রাণ॥
তোমা বিনা পিতা যাইবেন পরলোকে।
প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোমা পুত্রশোকে।
এই শোকে পিতা-মাতা মরিবে দুজনে।
পিতা মাতা বধ তুমি কর কি কারণে॥
অকারণে হের এ আজানুবাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল॥
সকলি হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ॥



শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এ সব প্রমাদ ॥
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ ॥
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ।
দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আজি যাই আমি বন ॥
কৌশল্যা কহেন রামে সজল-নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে ॥
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কানে ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্ট লোকপাল রাখ আমার ছাওয়ালে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী ॥
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি।
জলে স্থলে রক্ষা তোমা করুন পৃথিবী ॥
রহে যদি চৌদ্দবর্ষ আমার জীবন।
তবে তোমা সনে পুনঃ হবে দরশন ॥
বিদায় লইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, নিজ কর্ম্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে।
হেনকালে বিধাতা ফেলিল মহাফেরে ॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে ॥
জানকী বলেন, দুঃখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস ॥
তুমি যে পরমগুরু, তুমি যে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু, আমি যাই তথা ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি আর গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি ॥
প্রাণনাথ, কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব, সঙ্গে লহ দাসী ॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে ॥
যদি বল, সীতা, বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুঃখ ঘুচে, যদি দেখি তব মুখ ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ সম মানি ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রিয়ে গুণবতী।
বিষম দণ্ডক বন, না যাও সংহতি ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা, রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনসুখে।
ফল মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ॥
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণকমল ॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃত-আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি ॥
চতুর্দ্দশ-বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দু'জনে ॥
চিন্তা না করিহ কান্তে, ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে ॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে ॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ, তারে বীর বলে কোন্ ধীর জনে ॥
অনুজ ভরত তব রাজ্য যদি লয়।
তার রাজ্যে মোর থাকা অনুচিত হয় ॥
পেয়েছিলে রাজ্য তুমি লইল যে জন।
স্ত্রী লইতে বিলম্ব তাহার কতক্ষণ ॥



তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥
তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুমূল।
স্বর্গধাম নহে কভু তার সমতুল ॥
তব দুঃখে দুঃখ মম, সুখে সুখভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
নিরখিয়া শ্যামরূপ করিব বারণ ॥
বহু তীর্থ দেখিব, অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে ॥
শুন হে জনকরাজ, তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা ॥
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন ॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন ॥
শ্রীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন।
তোমায় পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥
বনে বাস হেতু তুমি করিয়াছ মন।
খুলিয়া ফেলহ তবে গাত্র আভরণ ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার, যা ছিল শরীরে ॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা-সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥
আভরণ সমর্পিয়া কন সীতা বাণী।
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী ॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন।
সে-সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন ॥
দাস দাসী সবাকারে করিও জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে ভাই না করিও আশা ॥
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥
যেই তুমি, সেই আমি, শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হয় শোক নিবারণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর ॥
যেই তুমি সেই আমি বিধি তাহা জানে।
যদি আমি থাকি তুমি কি করিবে বনে ॥
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুইজনে ॥
রাজার কুমারী সীতা, দুঃখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুক বাণ লহরে লক্ষ্মণ ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ, যেন জয়ী হই রণে ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর ॥
শ্রীরাম বলেন, বলি লক্ষ্মণ, তোমারে।
তল্লাস করহ ধন, কি আছে ভাণ্ডারে ॥
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে দেহ, যত আছে ধন ॥
মুনি ঋষি আদি করি কুল-পুরোহিত।
তা-সবারে ধন দিয়া তোষহ ত্বরিত ॥
বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন ব্রাহ্মণ।
যেবা যত চাহে, তাঁরে দেহ তত ধন ॥
যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়।
তা সবারে দেহ ধন, যেবা যত চায় ॥
মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুখী।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যেন তারা হয় সুখী ॥
পাইয়া লক্ষ্মণ তবে রামের আদেশ।
তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ ॥



ভাণ্ডার করেন শূন্য ধন বিতরণে।
সবারে তোষেণ রাম মধুর বচনে ॥
আমা লাগি তোমরা না করিও ক্রন্দন।
করিবে ভরত-ভাই সবারে পালন ॥
কোন দোষ নাহি ভাই ভরত-শরীরে।
বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে ॥
নানা রত্ন করিলেন রাম পরিহার।
দানে শূন্য করিলেন যতেক ভাণ্ডার ॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য নাহি আর ধন।
হেনকালে বার্ত্তা পায় ত্রিজটা ব্রাহ্মণ ॥
বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজটা নাম ধরে।
দান-কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে ॥
চলিতে শকতি নাই, চক্ষু ক্ষীণ হয়।
ব্রাহ্মণী তাঁহাকে হিত-উপদেশ কয় ॥
দীনেরে করেন ধনী, দিয়া রাম ধন।
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি দুই জন ॥
তুমি বৃদ্ধ আমি বৃদ্ধা দুঃখ যে অপার।
কে আর পুষিবে কোথা মিলিবে আহার ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি ভর ক'রে।
অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে ॥
আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজটা নাম ধরি।
বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীরে পুষিতে না পারি ॥
পুত্র নাই আমার কে করিবে পালন।
অনাহারে বুড়া বুড়ী মরি দুই জন ॥
নড়ি ভর করি আমি আসিনু সম্প্রতি।
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি।
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ আসিয়াছ শেষে।
ধন নাই, লক্ষ ধেনু ল'য়ে যাও দেশে ॥
ধেনু দান পেয়ে দ্বিজ হরিষ অন্তরে।
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে ॥
দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে।
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে ॥
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজনে।
ধেনুতে মারিবে আজি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে ॥
হাসিয়া বিহ্বল কেহ, কারো বা বিষাদ।
ব্রহ্মবধ হেতু রাম পড়িলা প্রমাদ ॥
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ কহিতে ডরাই।
না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥
এক ধেনু নিতে তব এ ঘোর সঙ্কট।
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট ॥
ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল।
গোয়ালে রাখিবে ধেনু, থাকে যতকাল ॥
অনুমানে বুঝি তুমি বড়ই নির্ধন।
আজ্ঞা কর, দিতে পারি অন্য কিছু ধন ॥
দ্বিজ বলে, প্রভু, নাহি চাহি আর ধন।
ধেনু ধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন ॥
বুড়া বুড়ী ধেনুদুগ্ধ খাইব অপার।
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পুরিব ভাণ্ডার ॥
অনাথের নাথ তুমি, সকলের গতি।
কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি ॥
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া দ্বিজ গেল দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

● শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বনে যাত্রা ও শৃঙ্গবের পুরে গমন ●

রামের প্রসাদে বাড়ে সবার ঐশ্বর্য্য।
দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চর্য্য ॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়ে কান্দে সবে নিজ বাসে ॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিনজন হইলেন পুরীর বাহির ॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পিছে যায় অযোধ্যার নারী ॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান, দেখে সর্ব্বজন ॥
যেই রাম ভ্রমিতেন স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বাহেন ভূতলে ॥



কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় লইতে যান পিতার চরণে ॥
বুদ্ধি নাহি ভূপতির, হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বনবাসী ॥
মনে বুঝি, রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয়, এই সে কারণ ॥
জানকী সহিত রাম যান তপোবন।
রাজ্যসুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ ॥
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে ॥
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া ॥
ভল্লুক শৃগাল থাক অযোধ্যানগরে।
মাতা-পুত্রে রাজত্ব করুক একেশ্বরে ॥
এইরূপে শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥
প্রকোষ্ঠ বাহিরে তথা রহে তিনজন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন ॥
ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥
রঘুবংশ-নাশ-হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥
কেমনে দেখিব আমি, রাম যায় বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
প্রাণ যাক্, তাহে মোর নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥
বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে ॥
যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর।
যারে অর্দ্ধাসন স্থান দেব পুরন্দর ॥
সেই রাজা দশরথ স্ত্রী লাগিয়া মরে।
এই অপকীর্ত্তি মম থাকিল সংসারে ॥
স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর।
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর ॥
বর্জ্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে।
আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে ॥
আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জ্জন।
না লইব ভরতের শ্রাদ্ধ বা তর্পণ ॥
থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন।
শুনেন রাজার সর্ব্ব বিলাপ-বচন ॥
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দেন দুজন ॥
আবাস-ভিতরে দেখ কান্দেন ভূপতি।
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি ॥
যোড় হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন, অবধান কর নৃপবর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যায় আজি বনে।
বিদায় লইতে তারা আসে তিন জনে ॥
ভূপতি বলেন, মন্ত্রী নাহি মম জ্ঞান।
সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
সাত শত মহারাণী আনে শীঘ্রগতি ॥
সাত শত মহারাণী চারিদিকে বৈসে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে ॥
সুমন্ত্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিন জন ॥
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর, বনে যাই এই তিন জনে ॥
শিরে ঘাত হানে রাজা করে হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর ॥
হেথা না রহিব আমি না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন ॥
শ্রীরাম বলেন, পিতা, এ নহে বিহিত।
পুত্র সঙ্গে পিতা যান, এ নহে উচিত ॥



ভূপতি বলেন, রাম, থাক এক রাতি।
এক রাত্রি তব সনে করিব বসতি ॥
ভালমতে দেখিব তোমার সুবদন।
পুনর্ব্বার মুখচন্দ্র না হবে দর্শন ॥
শ্রীরাম বলেন, যদি নিশ্চিত গমন।
এক রাত্রি লাগি কেন সত্য উল্লঙ্ঘন ॥
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্ব্বন্ধ।
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ ॥
আজি হৈতে অন্ন করিলাম বিবর্জ্জন।
বনে গিয়া ফল মূল করিব ভক্ষণ ॥
তারে পুত্র বলি, যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃ-সত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার ॥
ভূপতি বলেন, শুন সুমন্ত্র, বচন।
অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ আর বহু ধন ॥
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান।
ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিবে প্রদান ॥
ধন দিতে যদি রাজা করেন আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস ॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল শুষ্ক, ম্লান হইল মুখ।
রাজারে নিন্দিল বহু পেয়ে মনে দুখ ॥
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিল-হৃদয় কর অন্যথা তাহার ॥
তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয় ॥
রামেরে বর্জ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা।
আপনি করিয়া সত্য করিলা অন্যথা ॥
কৈকেয়ী এতেক যদি বলে নৃপবরে।
শুন পাপীয়সী, রাজা কহেন উত্তরে ॥
সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার।
গলা চাপি বালকের করিত সংহার ॥
তার পিতা মাতা দুঃখ পায় পুত্রশোকে।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে ॥
তব রাজ্য ছাড়ি রাজা, যাব অন্য দেশ।
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ ॥
কেমনে থাকিবে প্রজা, যে-দেশে এমন।
প্রজা যদি চাও, পুত্রে করহ বর্জ্জন ॥
অসমঞ্জে বর্জ্জে রাজা লোক-অনুরোধে।
শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন্ অপরাধে ॥
জগতের হিত রাম জগৎজীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন ॥
তখন বলেন রাম পিতৃ-বিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে ॥
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন ॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড ধরি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে ॥
বাকল পরিবে রাম, কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল, দিল ততক্ষণে ॥
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে ॥
লক্ষ্মণের সীতার বাকল তিনখানি।
রোদন করেন দেখে সাত শত রাণী ॥
অশ্রুজল সবাকার করে ছল ছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল ॥
হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্ব্বলোকে।
বজ্রাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে ॥
সবে বলে, কৈকেয়ী, পাষাণ তোর হিয়া।
তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া ॥
একজনে দংশিয়া দংশিলি তিন জনে।
লক্ষ্মণ সীতারে কেন পাঠাইলি বনে ॥
পিতৃ-সত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন।
জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ ॥
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র বলে, সীতা পরুন বসন ॥
পিতৃসত্য পুত্র পালে, বধূর কি দায়।
পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাতে গোড়ায় ॥
নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার ॥



জানকী পরেন তাড় তোড়ান নূপুর।
মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ূর॥
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলী।
হীরকের অঙ্গুরীতে শোভিত অঙ্গুলী॥
দুই হাতে শঙ্খ তাঁর অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
এইরূপে করিল ভূষণ পরিধান॥
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর॥
যেমন ভূষণ তাঁর, তেমনি আকার।
শ্বশুরে জানকীদেবী করে নমস্কার॥
বিদায় লইয়া সতী শ্বশুর-চরণে।
রহিলেন যোড়হাতে শ্বশ্রূ বিদ্যমানে॥
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে।
স্বামিসেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে॥
নৃপতির বধূ তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥
নির্ধন হউক স্বামী অথবা স-ধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন॥
জানকী বলেন, মাতা, শুন মোর বাণী।
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি॥
করি মাত্র, স্বামিসেবা এই আমি চাই।
সে কারণে ঠাকুরাণি, বনবাসে যাই॥
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি পিতৃঘরে।
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে॥
মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা।
হিত উপদেশ তাই শিখাইলা মাতা॥
তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী।
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য বলি মানি॥
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে।
সতর্ক থাকিও রাম মুনির আশ্রমে॥
জানকীর রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবন।
সাবধানে রবে রাম, ভয়ানক বন॥
সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান শ্রীরামেরে কর্যো সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমিত্রা জননী।
বনবাসে যাই মোরা কর আশীর্ব্বাণী॥
বনেতে তিনের তিন থাকিব দোসর।
ত্রিভুবনে কাহারেও নাহি মোর ডর॥
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী।
সবাকার ঠাঞি রাম মাগেন মেলানি॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী-চরণে।
অনুমতি কর মাতা, যাই আমি বনে॥
ভাল মন্দ বলিয়াছি দুরক্ষর বাণী।
মনে কিছু না করিহ, দেহ গো মেলানি॥
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রূরমতি।
ভাল মন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি॥
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা, পালিহ মাতায়॥
রাজা বলিলেন, যদি রহে এ জীবন।
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন॥
আমার এ আজ্ঞা রাম, না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন॥
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি।
যাইবেন তিন দিন রথে রঘুপতি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে।
পাছে পাছে কত ধায় স্ত্রী-পুরুষগণে॥
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী॥
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্বজন।
রথ রাখ শ্রীরামের দেখি চন্দ্রানন॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে যায়॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি॥



রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন ॥
সুমন্ত্র বলিল, আজ্ঞা না করিব আন।
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান ॥
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী।
রথের পশ্চাতে ওই দেখ সর্ব্বপুরী ॥
রাজার সহিত যদি হয় দরশন।
তবে না দেশেতে লোক করিবে গমন ॥
শ্রীরাম বলেন, বলি সুমন্ত্র তোমারে।
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য পরিবারে ॥
মম বাক্য আপনি না পার লঙ্ঘিবারে।
দ্রুত রথ চালহ না দেখা দিব কারে ॥
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
চালাইল রথখান পবনের গতি ॥
কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হ'য়ে অচেতন ॥
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্যসকল।
শরীরের ধূলি ঝাড়ে মুখে দেয় জল ॥
এক দিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হৈল ম্লান।
রাজার জীবন নাই করে অনুমান ॥
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুর মধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ ॥
গড়াগড়ি দশরথ যান ভূমিতলে।
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে ॥
নরপতি বলেন, না ছুঁস্ পাতকিনী।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী ॥
প্রথমে যখন ছিলি নবীন যুবতী।
রাত্রি দিন থাকিতিস্ আমার সংহতি ॥
তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ।
রাম ছাড়া করিয়া করিলি সর্ব্বনাশ ॥
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর ॥
রাত্রি দিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে কাতর হলেন দুইজন ॥
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ ॥
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস ॥
যামিনীতে কামিনী না যায় পতি-পাশ।
সংসার হইল শূন্য, সকলে নিরাশ ॥
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
নানা বনফুল ফোটে সে নদীর কূলে।
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে ॥
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম ॥
রথ-অশ্ব স্নান করাইল তার জলে।
জল পান করাইয়া বান্ধে তার কূলে ॥
অস্তগিরি-গত রবি বেলার বিরাম।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম ॥
কমণ্ডলু ভরি জল আনিয়া লক্ষ্মণ।
রাম সীতা দুজনার পাখালে চরণ ॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইলা পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম সীতা ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে ॥
তমসার কূলেতে বঞ্চেন এক রাতি।
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি ॥
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসানদী পার ॥
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়।
তথাকার লোক আসি লয় পরিচয় ॥
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার।
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার ॥
যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সে স্থান হ'তে ত্বরিত গমন ॥
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি ॥



জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
সেই নদী পার হৈলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতে, সর্ব্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেখ সুশোভিত ॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্রদণ্ড।
মম পূর্ব্ব-পুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড ॥
যথা যথা যান রাম প্রসন্নহৃদয়।
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥
তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ।
কোন্ বিধি সৃজিল তোমার বনবাস ॥
সবাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি।
ভালবাস আমারে তোমরা, ভাল জানি ॥
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে।
পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে ॥
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন জানকী সুন্দরী।
মম মাতামহের আছিল এই পুরী ॥
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণ-শাসন ॥
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে।
সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার দুই কূলে ॥
কদলী গুবাক নারিকেল আম্র আর।
রোপিয়াছে, দুই তীরে শোভিত অপার ॥
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি ॥
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম ॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিলা অনুমতি।
রথ হৈতে নামিলেন চারি মহামতি ॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ বসেন বৃক্ষমূলে।
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে ॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে ॥

শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
বলিতে লাগিলা তবে লক্ষ্মণের প্রতি ॥
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত।
আমারে পাইলে মিতা হবে হরষিত ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিতার বাটীতে আমি থাকি এক রাতি ॥
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার ॥
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঁঠাল।
সুরঙ্গ নারঙ্গী আদি খাইব রসাল ॥
রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥



● শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুমন্ত্রের বিদায়গ্রহণ ●

যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমারে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি ॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লয়ে দেশে তুমি করহ গমন ॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দিন গত হৈল, যাও তুমি দেশে ॥
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা-নগর।
সকল কহিবে গিয়া পিতার গোচর ॥
বৃদ্ধ পিতা ছাড়িয়া আসিনু দেশান্তরে।
এমন দারুণ শোক কিমতে পাসরে ॥
পিতৃসেবা না করিনু থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে ॥
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবে হরষে ॥
যত দিন ভরত এ কথা নাহি শুনে।
তত দিন রবে মাতামহের ভবনে ॥
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর ॥



রাত্রি-দিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার ॥
নিবেদন জানাইবে কৈকেয়ীর প্রতি।
তাঁর কিছু দোষ নাই এই দৈবগতি ॥
পিতার চরণে জানাইবে সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি, মজিবে সংসার ॥
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি ॥
সুমন্ত্র শ্রীরামে কহে করিয়া ক্রন্দন।
আর কতদিনে রাম পাব দরশন ॥
বিদায় লইয়া যায় সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া ॥



● [illegible] ●

সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষ্মণ সহিত ॥
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত ॥
সুমন্ত্র কহিবে, আছি শৃঙ্গবের পুরে।
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ॥
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গাপার হয়ে চল যাই বনবাসে ॥
গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম ॥
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ।
ত্বরা পার কর যেন নহে সত্য ভঙ্গ ॥
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোনার নৌকা সোনার কেরাল ॥
গুহ বলে, করিলাম তরণী সাজন।
এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন ॥
এক রাত্রি থাকি রাম তোমার সহিত।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, এ নহে উচিত ॥
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায়।
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায় ॥
বিলম্ব না কর পার কর বন্ধুবর।
গুহ বলে পার আমি করিব সত্বর ॥
গুহের বাড়ীতে রাম থাকি এক রাতি।
বিদায় লইয়া পরে যান শীঘ্রগতি ॥
প্রাতঃকালে নৌকা গুহ করিল সাজন।
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিন জন ॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
দুই ক্রোশ পথ নাহি যান গঙ্গাতীর ॥
শ্রীরাম বলেন, ভরদ্বাজের নিকটে।
আজি গিয়া করি বাস, থাকি নিঃসঙ্কটে ॥
মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ ॥
হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন, মুনি-মহাশয়।
তিন জন তব ঠাঁই কহি পরিচয় ॥
দশরথ নৃপ-পুত্র মোরা দুইজন।
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিতে হ'য়েছি বনচারী।
সঙ্গেতে প্রেয়সী মোর জনক-কুমারী ॥
রামকথা শুনি মুনি উঠেন সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে ॥
মুনি বলিলেন, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
বিষ্ণু-আরাধনে তপ করয়ে সংসার ॥
যাঁর তপ আরাধন করে মুনিগণে।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী দেখি তিন জনে।
আপনারে ধন্য বলি মানি এতদিনে ॥
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি।
বনবাস বঞ্চ এথা, থাকহ সংহতি ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি, অযোধ্যা-সন্নিধি।
অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি ॥



এথা হৈতে কোন্ স্থান আছয়ে নির্জ্জন।
যমুনার পারে হয় অপূর্ব্ব কানন॥
কহ মুনি, কোথায় করিব নিবসতি।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি॥
চিত্রকূটে মুনিগণ বৈসে বৃক্ষতলে।
মৃগ পক্ষী বনজন্তু রহে কুতূহলে॥
নানা ফল-মূল পাবে বড়ই সুস্বাদ।
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ॥
মুনি-সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ॥
এই দেশে নাহি রাম, নৌকার সঞ্চার।
ভেলা বান্ধি যমুনায় হ'য়ো তুমি পার॥
কুড়ি গজ যমুনার আড়ে পরিসর।
নিম্নতা না জানে লোক, গভীর বিস্তর॥
এক রাত্রি হেথা রাম, বঞ্চ তিন জন।
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন॥
এথা হৈতে তপোবন দুইটি যোজন।
দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন॥
সেইখানে রামচন্দ্র বঞ্চি এক রাতি।
প্রভাতে বিদায় লয়ে যান শীঘ্রগতি॥
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা দুই পার্শ্বে দুই সহোদর॥
আগে রাম যান পাছে শ্রীরাম-রমণী।
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী॥
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল সে আকাশে।
দেখিয়া সীতার রূপ আসে সীতা পাশে॥
সহসা সীতার গায়ে পড়িল উড়িয়া।
সুতীক্ষ্ণ নখরে বক্ষঃ দিল আঁচড়িয়া॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।
ছ' মাসের পথ গেল পর্ব্বত কৈলাস॥
ডাকেন জনকসুতা ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন ভাই, সীতারে কে মারে॥
শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ।
সীতারে প্রহারে, হেন আছে কোন্ জন॥
সুমিত্রা অধিক মাতা সীতা ঠাকুরাণী।
আঁচড়িয়া গেল কাক কোথা নাহি জানি॥
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্ খানে।
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে॥
হেনকালে শ্রীরামে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক হ'য়েছি ব্যথিতা॥
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান।
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ॥
কৈলাস ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায়॥
ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ-বেশেতে সেই গেল ইন্দ্র-ঠাঁই।
কহিলেন আমি যে জয়ন্ত কাকে চাই॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম্ম বধিব জীবন।
রাখিবে যে জন কাক তাহারি মরণ॥
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর॥
জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিন্ধিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ॥
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী॥
শ্রীরাম বলেন সীতা, দেখ অপমান।
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ॥
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

● শ্রীরামের চিত্রকূটে অবস্থান ও দশরথের মৃত্যু ●

দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিতে কাতরা অতি জনক-দুহিতা॥
হিঙ্গুল-মণ্ডিতা তাঁর পায়ের অঙ্গুলী।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী॥



মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনিপত্নীগণ ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে যাও কেন তুমি রূপবতী ॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি ॥
দূর্ব্বাদল-শ্যাম-তনু অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর ॥
সুন্দর বদন দেখি অতি মনোহর।
করে ধনুর্ব্বাণ উনি কে হন তোমার ॥
নবীন কমল-মুখ ভ্রূভঙ্গ-রচিত।
পুলক-মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকশিত ॥
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান ইনি স্বামী যে আমার ॥
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
উপস্থিত হন শেষে যমুনার তীরে ॥
তাহার গভীর জল পাতাল-প্রমাণ।
রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান ॥
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ।
হাঁটু জল পার হ'য়ে করেন গমন ॥
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন ॥
মুনি বলিলেন রাম, তুমি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন বনে আগমন ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি, পিতার আদেশে।
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে ॥
তিনজন চিত্রকূটে রহেন অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে ॥
ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে ॥
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার ক'রে।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের পুরে ॥
সেই হৈতে আইলাম রাজা তিন দিনে।
রাম সীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে ॥

বিদায় দিলেন রাম মধুর বচনে।
প্রণিপাত করিলেন তোমার চরণে ॥
রামের যেমন শীল তেমনি বচন।
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জ্জে যেন ফণী।
কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী ॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে জুড়িল ক্রন্দন ॥
সাত শত মহাদেবী রাজার রমণী।
কান্দিয়া বিকল ভাবে পোহায় রজনী ॥
কেহ কারে না সান্ত্বায় সবে অচেতন।
পূর্ব্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ ॥
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজন বাক্য কভু না হয় অন্যথা ॥
মৃগয়াতে গাইলাম সরযুর তীরে।
অন্ধ মুনি-পুত্র কলসেতে জল ভরে ॥
মম জ্ঞান মৃগ সব করে জলপান।
বাণ ত্যাগ করিলাম পূরিয়া সন্ধান ॥
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে।
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে ॥
কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে।
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সেস্থানে ॥
মুনিপুত্র বলে, রাজা, পাড়িলা প্রমাদ।
আমারে মারিলা কেন, কিবা অপরাধ ॥
অন্ধ মাতা-পিতা আমি পুষি রাত্রিদিনে।
বুড়া-বুড়ী মরিবেক আমার মরণে ॥
অন্ধ মাতা-পিতা আছে শ্রীফলের বনে।
মোরে কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে ॥
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেয় শাপ।
মোরে লয়ে চল তুমি যথা বৃদ্ধ বাপ ॥
ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিলা মোরে মুনির কুমার ॥
অন্ধ বুড়া-বুড়ী বসিয়াছে যেইখানে।
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সেখানে ॥



মুনি বলিলেন রাজা বড়ই নির্দ্দয় ।
কি দোষে মারিলে বল আমার তনয় ॥
আমারে লইয়া চল সরযূর কূলে ।
পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে ॥
মুনিরে লইয়া যাই সরযূর তীরে ।
পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে ॥
'পুত্রশোকে মৃত্যু' বলি গেলা স্বর্গবাস ।
দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস ॥
সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন ।
আজিকার রাত্রে রাণী, আমার মরণ ॥
সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে ।
ছট্‌ফট্‌ করে রাজা, বাক্য নাহি সরে ॥
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন ।
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন ॥
পুরী-শুদ্ধ সবে কান্দি পোহায় রজনী ।
রাজারে জাগাতে গেল সাত শত রাণী ॥
দুই দণ্ড বেলা হয় সূর্য্যের উদয় ।
এতক্ষণ নিদ্রা যান রাজা মহাশয় ॥
অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান ।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি ।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী ॥
একে পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা ।
পতিশোকে ততোধিক, হইলা মূর্চ্ছিতা ॥
রাজা তুমি সত্যবাদী সত্যে বড় স্থির ।
সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর ॥
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক ।
স্বর্গবাসী হ'য়ে এড়াইলে পুত্রশোক ॥
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন ।
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী ।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
তোমারে বুঝাব কত নহে ত উচিত ।
মৃত হেতু কান্দ যত, সব অনুচিত ॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী ।
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী ॥
রাজারে রাখহ করি তৈল-মধ্যগত ।
দেশে আসি অগ্নি-কার্য্য করিবে ভরত ॥
বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য-সমাজ ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস ।
অরাজক হৈল রাজ্য পাই বড় ত্রাস ॥
অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল ।
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল ॥
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষ নাহি ধরে ফল ।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল ॥
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয় ।
অরাজক রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ দস্যুভয় ॥
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে ॥
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে ॥
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি ।
অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভয় করি ॥
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে ।
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে ॥
অরাজক রাজ্যে না বরষে পুরন্দর ।
অরাজক রাজ্যেতে অশুভ বহুতর ॥
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে ।
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে ॥
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত ।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত ॥
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয় ।
তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে ।
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে ॥
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল ।
রাজা হৈলে রাজ্য-রক্ষা প্রজার কুশল ॥
রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব্ব অঙ্গীকার ।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার ॥



ভরত আছেন মাতামহের বসতি।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি ॥
রাজা স্বর্গগত রাম চলিলেন বনে।
এত ঘোর-প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥
ভরতেরে না কহিবে এ সব ঘটন।
তবে না করিবে সেই দেশে আগমন ॥
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে।
পিতৃশোকে মনোদুঃখে দশান্তরী হবে ॥
ভরত মাতুলগৃহে অযোধ্যা পাসরা।
চারি পুত্র-সত্ত্বে দশরথ বাসি মড়া ॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষে।
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে ॥
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতেরে আনিবারে চলিল ত্বরিত ॥
হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে।
পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে ॥
নীহারের রাজ্যে গেল ত্বরিত গমনে।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥
রাত্রি দিন সবে পথে চলিল সত্বর।
পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর ॥
আড়িকুল দেশে গেল যেন সুরপুর।
কুকর্ম্মবর্জ্জিত লোক সুকর্ম্ম প্রচুর ॥
বলরেণু নদী পার হৈল সর্ব্বজন।
যার দুই কূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ ॥
নদ নদী কন্দর হইল বহু পার।
বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার ॥
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥
রাত্রি দিন পথশ্রমে হইয়া বিকল।
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যস্থল ॥
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন।
পথশ্রমে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন ॥
কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের বাণী-অধিষ্ঠান।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড অমৃত-সমান ॥

● শ্রীভরতের অযোধ্যায় আগমন ●

নিদ্রাগত ভরত সে পালঙ্ক-উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক-অন্তর ॥
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে।
আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে ॥
যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করে শুভাশীর্ব্বচন ॥
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত।
ইতরে সন্তোষ করে ব্যবহার মত ॥
ভরত বিষণ্ণ অতি মুখে নাহি স্বর।
নিশ্বাস প্রবল বহে ব্যাকুল অন্তর ॥
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ।
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন ॥
কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি-অবশেষে।
চন্দ্র সূর্য্য খসি যেন পড়িল আকাশে ॥
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন ॥
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর ॥
চারি ভাই আর পিতা এই পাঁচ জন।
পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ ॥
ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস।
পাত্র মিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস ॥
দেখিয়াছ কুস্বপন নৃপতিকুমার।
শুনহ ভরত কহি তার প্রতিকার ॥
দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে।
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে তুষ্ট কর নানা দানে ॥
ইহা বিনা ভরত নাহিক উপদেশ।
দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্ব্ব ক্লেশ ॥
পাত্র মিত্রগণ দিলা এতেক মন্ত্রণা।
স্নান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা ॥
পূজিলেন আগে দেবে দিয়া উপচার।
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার ॥



ভরতের যত ছিল ধনের ভাণ্ডার।
দিলেন সকল দ্বিজে, সীমা নাহি তার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য, নাহি আর ধন।
তথাপি তাঁহার কিন্তু স্থির নহে মন॥
প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভূপতি।
দেওয়ানে বসিল গিয়া যেন সুরপতি॥
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে॥
কেকয় রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা॥
আইলাম তোমাকে লইতে সর্ব্বজন।
ভরত, ঝটিতি দেশে কর আগমন॥
রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী।
শীঘ্র চল আমরা রহিতে নাহি পারি॥
এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কাজ।
ভরতেরে পাঠাও কেকয় মহারাজ॥
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ।
তোমায় দেখিতে বাঞ্ছা রাজার অশেষ॥
শুনিয়া ভরত কিছু না হন প্রতীত।
যত স্বপ্ন দেখিলাম, সব বিপরীত॥
ভরত বলেন, বল পিতার মঙ্গল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি॥
দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল॥
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
লইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
অশন বসন আর নানা আভরণ॥
শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কত শত সৈন্য চলে তাঁদের সহিতে॥
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে॥
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্বলোক বিরস-বদন॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোক কান্দে কেন নহে হরষিত॥
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেহ কেহ না সম্ভাষে॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা॥
অযোধ্যার সর্ব্বলোক আছে এ-নিয়মে।
অশুভ সংবাদ নাহি কহে কোন ক্রমে॥
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয়॥

● পিতার মৃত্যু ও রামচন্দ্রের বনগমন সংবাদে ভরতের বিলাপ ●

দেখিল, নাহিক পিতা, শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ॥
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হ'য়ে মনোদুখী॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ, মনেতে নাহি গণে॥
পুত্রের রাজত্ব লাভে আছে মনোসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে॥
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র লৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁরে কুতূহলে॥
কেকয়-ভূপতি পিতা আছেন কুশলে।
কুশলে আছেন মম সোদর সকলে॥
মঙ্গলে আছেন মাতা-বিমাতা সকল।
পিতৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল॥



ভরত বলেন, মাতা, না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল॥
তোমার বান্ধব যত কেহ নাহি মরে।
সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে॥
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহ ত সত্বর॥
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ, কেন নহে হরষিত॥
চতুর্দ্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে॥
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর॥
শূন্যরাজ্য আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে॥
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়॥
মূর্চ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
তাঁরে দেখি কান্দিয়া বিকল অন্য লোকে॥
কৈকেয়ী বলিল, পুত্র, কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে॥
ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন॥
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্যভার।
করিবেন আপনি কেবল সদাচার॥
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন কহ ঠাকুরাণী॥
অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন।
ন' হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ॥
রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি, তুমি করেছ প্রমাদ॥
রাজকন্যা কৈকেয়ী বাড়িছে নানা সুখে।
কত শত কথা বলে, যত আসে মুখে॥
রাম বনে গেলেন, লক্ষ্মণ তাঁর সাথে।
মনে কি ভাবিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে॥
ভরত বলেন, কেন রাম যান বনে।
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে॥
হরিলেন কার ধন কার বা সুন্দরী।
কোন্ দোষে হইলেন রাম বনচারী॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥
ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনকজননী-প্রাণ গুণের সাগর॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃ-ঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর, বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র, তোমার ললাটে॥

● ভরত কর্তৃক কৈকেয়ীকে ভৎ'সনা ও শত্রুঘ্ন কর্তৃক কুব্জাকে প্রহার ●

ঘায়েতে লাগিলে ঘা জ্বলয়ে যেমন।
তেমনি ভরত বলে হয়ে জ্বালাতন॥
নিজগুণ কহ মাতা আপনার মুখে।
আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥



তোর পিতা-পিতামহ করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম।
সে বংশেতে হৈল কেন রাক্ষসীর জন্ম॥
নিশাচরী হ'য়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ্।
তিনকুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
পূর্ব্বজন্মে করিয়াছি কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জনম আমার॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতার বধে নাহি কোন ব্যথা॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমনি করিতে বাঞ্ছা, কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি॥
ভরত জলন্ত-অগ্নি-তুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে॥
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন শত্রুঘন॥
'ভাই ভাই' বলিয়া ভরত নিল কোলে।
দুজনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে॥
অনুমানে বুঝিলেন, কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কুপিত হইয়া॥
রামেরে দিলেন রাজা নিজ-ছত্র-দণ্ড।
কোথা হৈতে কুঁজী পাড়ে প্রমাদ প্রচণ্ড॥
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন।
বিধির নির্ব্বন্ধ, কুঁজী আইল তখন॥
পট্টবস্ত্রে শোভা পায় আর আভরণে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা কুঁজী সুগন্ধ চন্দনে॥
মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর।
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল-অন্তর॥
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে।
ভরতের নিকটে আইসে হৃষ্টমনে॥
হেনকালে দ্বারী বলে, শুন শত্রুঘন।
এই কুঁজী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ॥
এই কুঁজী রামে পাঠাইল বনবাস।
এই কুঁজী করিলেক সকল বিনাশ॥
এই কুঁজী মজাইল অযোধ্যানগরী।
এই কুঁজী মরিলে সকল দুঃখে তরি॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই, ইচ্ছা করে মন।
এখনি কুঁজীর আমি বধিব জীবন॥
শত্রুঘ্ন কুপিত হ'য়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে॥
হিঁচড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥
মরি মরি বলি কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল, সে কৈকেয়ী ঘরে ঢোকে॥
কুঁজী বলে কৈকেয়ী করহ পরিত্রাণ।
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে।
চুল ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে॥
তবু তার কুঁজে হার করিছে শোভন।
প্রহারে ছিঁড়িয়া পড়ে, যেন তারাগণ॥
তোর লাগি পিতা মরে ভাই বনবাসী।
সৃষ্টিনাশ করিলি হইয়া তুই দাসী॥
কৈকেয়ীর মুখ্যা দাসী ধাত্রী ভরতের।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রক্তে এই কর্ম্মফের॥
চুলে ধরে ল'য়ে যায় কুঁজে লাগে ছড়।
শত্রুঘ্নেরে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড়॥
চেড়ীরে মারিল, পাছে প্রহারে আমায়।
এই মনে করি ত্রাসে কৈকেয়ী পলায়॥
শত্রুঘ্ন বলেন, শুন কৈকেয়ী বিমাতা।
পলাইয়া নাহি যাহ কহি এক কথা॥



সাত শত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ।
তুমি যা বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥
রাজার মহিষী তুমি, রাজার নন্দিনী।
তোমা সম দুর্ভাগা স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥
শচীর অধিক সুখ বলে সর্ব্বলোকে।
আমি কি মারিয়া মাতা, ডুবিব নরকে ॥
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল।
দোষ-অনুরূপ আমি কি বলিব বল ॥
যদি তোমা বধি প্রাণে, দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ॥
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর এই শোকে ॥
চুলে ধরি চেড়ীর মাটিতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী রাণী কাঁপিছে তরাসে ॥
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুগ্দরের আঘাতে ভাঙ্গিল পা'র নলা ॥
একেত কুৎসিতা কুঁজী তায় হৈল খোঁড়া।
সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া ॥
অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র আছে।
ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥
ধীরে ধীরে ভরত বলেন সুবচন।
নারীহত্যা হয় পাছে শুন শত্রুঘন ॥
রক্ত চর্ম্ম নাহি আর অস্থিমাত্র সার।
নারীবধ হয় পাছে না মারিহ আর ॥
নারীহত্যা মহাপাপ শুন শত্রুঘন।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন ॥
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘ্ন সে ছাড়িল কুঁজীরে ॥
লইলেন কুঁজীরে কৈকেয়ী বিদ্যমান।
এতেক প্রহারে তবু রহিল পরাণ ॥
ভরত বলেন, ভাই, দেব সব জানে।
এতেক ঘটিবে ভাই জানিব কেমনে ॥
শ্রীরামে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন।
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥
সংসারের সার ভুঞ্জে তবু নাহি আঁটে।
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, তাঁর না হইবে রোষ।
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥
ভরত শত্রুঘ্ন হেথা করেন রোদন।
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥



● ভরতের নিকট কৌশল্যার খেদ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ●

ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুই জন।
করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ॥
'পুত্র' বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥
কৌশল্যা বলেন, শুন কৈকেয়ীনন্দন।
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর আনন্দে এখন ॥
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস।
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস ॥
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী ॥
আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা ॥
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুখ।
মায়ে পোয়ে ভরত, ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ ॥
ভরত কাতর অতি কৌশল্যা বচনে।
রামের সেবক আমি তুমি জান মনে ॥
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন।
আমারে করুন বিধি সে পাপ-ভাজন ॥
প্রজা হ'য়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে।
সেই পাপে পাপী হ'য়ে ডুবিব নরকে ॥



বিদ্যা পেয়ে যে না করে গুরুর সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন ॥
আপনা বাখানে যেবা পরনিন্দা করে।
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥
স্থাপ্যধন হরণেতে হয় যে পাতক।
সেই পাপে পাপী হ'য়ে ভুঞ্জিব নরক ॥
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য যদি আমি চাই।
ইহ-পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥
শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন, পুত্র জানি তব মন ॥
রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ॥
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ।
ততদিন মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ॥
মৃতদেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ।
শীঘ্র কর ভরত পিতার অগ্নি-কাজ ॥
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী দিবস ॥
আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী।
জানিলে এত কি আমি দেশে ফিরে আসি ॥
বশিষ্ঠ বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
তোমারে বুঝা'ব আমি, এ নহে উচিত ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
তাহার কারণে কান্দ, হয় পুণ্যনাশ ॥
পুত্র যাঁর রাম হেন গুণের নিধান।
কে বলে মরিল রাজা, আছে বিদ্যমান ॥
এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
ভরত না কহে কিছু, কহে খেদবাণী ॥
কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে ॥
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
দুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি ॥
শশধর যেমন হইলে মেঘাচ্ছন্ন।
বিবর্ণ ভরত অতি, তেমনি বিষণ্ন ॥

পাত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত।
পিতার নিবাসে যান লোকেতে বেষ্টিত ॥
সাত শত রাণী তারা শোকেতে নিরাশ।
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস ॥
ভরত বলেন, পিতা, এই তব গতি।
উঠিয়া সম্ভাষ কর ভরতের প্রতি ॥
তোমারে দেখিতে আসিয়াছে পুরজন।
উঠিয়া সবারে কহ প্রবোধ-বচন ॥
মাতৃদোষে আমা সহ না কহ বচন।
যদি থাকে অপরাধ, কর বিমোচন ॥
বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত-ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নি-কার্য্য-শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ ॥
পিতৃকার্য্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি, তুমি করহ সৎকার ॥
অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃত মধু কুম্ভ পূরি আনিল সত্বরে ॥
মুকুতা প্রবাল আনে বহুমূল্য ধন।
চতুর্দ্দোলে আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
চতুর্দ্দোল চড়াইল রাজারে সত্বর ॥
অযোধ্যানগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পাছে ॥
তৈলের ভিতরে আছিলেন মহারাজা।
সরযূর তীরে ল'য়ে যায় বন্ধু-প্রজা ॥
স্নান করাইল তাঁরে সরযূর জলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ॥
শুক্লবস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তূরী ॥
নানাবিধ কুসুমের মাল্য মনোহর।
যথাস্থানে দিল তাঁর গলার উপর ॥
চিতার উপরে ল'য়ে করায় শয়ন।
হেঁটে-উর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন ॥
তিন লক্ষ ধেনু দান করেন ভরত।
রাজার সম্মুখে আনি যথা শাস্ত্রমত ॥



দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী॥
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন॥
প্রধান দেবীর ঠাঁই দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে॥
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
মোরে দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে॥
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বীর এল রাজার কুমার॥
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া॥
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন॥
ধনুকেতে গুণ দিতে সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বামহাতে তোলে॥
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে॥
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা॥
শিরে পঞ্চঝুঁটি তাঁর বিক্রম বিস্তার।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার॥
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
স্বীকার না করেন রাম পিতৃ অগোচরে॥
রাজ্য সহ দশরথ আসিয়া সংবাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে॥
রামচন্দ্র করিলেন মোরে পরিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম উর্ম্মিলার সহ॥
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল॥
ভগবতী পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম॥
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী॥
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দূর॥
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ূর॥
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন-কঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত হয় কমলচরণ॥
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিল গৌর গায়॥
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী।
রামের নিকটে যান শ্রীরাম-রমণী॥
উমা রমা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনক-দুহিতা নিরুপমা॥
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী॥

● শ্রীরামের দণ্ডকারণ্য দর্শন ●

প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশ বাণী॥
শুন রাম, রাক্ষস-প্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান॥
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনকতনয়া মধ্যে অপূর্ব্ব শোভন॥



ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানা পক্ষি-কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে মনোহর কমল প্রচুর ॥
বন মধ্যে আছে বহু মুনির বসতি।
শ্রীরামে দেখিয়া হর্ষে করে সবে স্তুতি ॥
রাজ্যে থাক, বনে থাক, তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম, তুমি ভগবান্ ॥
রম্য ফল জল দিল পরম সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জন মনসুখে করেন ভ্রমণ ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥



● বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ও মুক্তি ●

হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকার ধরি হৈল উপস্থিত ॥
রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধরি মারে কারে নাহি ভয় ॥
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত-সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান ॥
শিরে কটা দীর্ঘজটা, দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার, শিরা গণা যায় ॥
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥
মেঘের গর্জ্জন সম ছাড়ে সিংহনাদ।
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ ॥
সীতারে রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে ॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন ॥
তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস্ কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস মুনিগণে ॥
তোদের সবারে আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়-কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ, জায়া জানকী আমার ॥
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জাতি ॥
রাক্ষস বলিল, আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই ॥
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা ॥
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মোর ভয় করি কারে ॥
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
আসিলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দাদা না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে ॥
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ ॥
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ-সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত ॥
আঘাতে কাতর, আছাড়িয়া ফেলে সীতা।
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা ॥
বাণাঘাতে বিরাধের দেহ রক্তে ভাসে।
যোড়হাত করি যায় শ্রীরামের পাশে ॥



যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ-স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি ॥
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর ॥
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যাঁর পতি।
তোমা পরশিয়া পাই শাপে অব্যাহতি ॥
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপে মোর এহেন দুর্গতি ॥
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমাতে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর ॥
একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রঙ্গস্থলে কেলি করে মাতিযা মদনে ॥
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত ॥
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে পাপ-বিমোচন ॥
পাইলাম তব বাণ স্পর্শে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি ॥
লক্ষ্মণের উদ্যোগে রাক্ষস-দেহ পুড়ে।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে ॥
রাম-দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥



● শ্রীরামের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন ●

শ্রীরাম বলেন, চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-তপোবন ॥
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন ॥
তপের প্রভাবে যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই বনে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে ॥
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
শরভঙ্গ-মুনি সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে ॥
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা ॥
চারিদিক শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয় ॥
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোনজন ॥
ইন্দ্র আসি মুনিবরে করি নমস্কার।
নিবেদন করিলেন কার্য্য আপনার ॥
শুনমুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
আপনি ত ত্রিকালজ্ঞ জানাব কি আর ॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান ॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর ॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গ-মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন মুনি তাঁরে ॥
অনাথ ছিলাম বনে, হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ ॥
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লহ ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥



ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে॥
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন॥
রাম নাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধ তুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে॥
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার॥
গোলোকে গেলেন মুনি নিজ-পুণ্য-ফলে।
দেখিয়া সবার মন পূর্ণ কুতূহলে॥
রাম-দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



● শ্রীরামের বনবাসের প্রথম দশ বৎসর ●

সম্ভাষিতে শ্রীরামে আইল মুনি-ঋষি।
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী॥
অনাহারী কেহ বা বরষা চারি মাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস॥
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম পরে কেহ কমণ্ডলু করে॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড়হাত॥
মুনিগণ করে স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর॥
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস-সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার॥
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন-দরশনে করেন গমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিলা রাম রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥

বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান॥
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভু, কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব আখ্যান আমারে॥
দক্ষ নামে এক মুনি ছিলা তপোবনে।
তার স্থানে খড়্গ স্থাপ্য রাখে একজনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
যত্নে খড়্গখানি তাই রাখেন ব্রাহ্মণ॥
এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে॥
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সেই খড়্গাঘাতে বধে পাখীর জীবন॥
হাতে অস্ত্র থাকিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে॥
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন॥
সরলা জনকবালা কহিলে এমতি।
বুঝান প্রবোধবাক্যে তাঁরে সীতাপতি॥
কনক-কমলমুখী জনক-কুমারী।
আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তোমারি॥
মহাতেজা মুনিগণ যাদের সহিতে।
তাদের কিসের ভয় বল দেখি সীতে॥
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর॥
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত কেন শুনি মুনি॥
মুনি বলিলেন, হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী॥
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥



আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদনসঙ্কটে ॥
এ স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আছয়ে তারা হেথা লুকাইয়া ॥
নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা ॥
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন মুনি ধাম ॥
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী ॥
কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশ মাস।
কোথা বারমাস রাম করেন প্রবাস ॥
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন ॥
এক দিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দে মুনি-সুতীক্ষ্ণ চরণ ॥
সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ ॥
মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাহার পুরাও মনস্কাম ॥
তাহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া বাস কর তার তপোবনে ॥
কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন ॥
বিদায় লইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে ॥
শ্রীরামে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
সেই রাত্রি তথা রাম করিলেন স্থিতি ॥



● অগস্ত্যের কাছে শ্রীরামচন্দ্র ঃ ইল্বল-বাতাপি কাহিনী ●

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন ॥
এই বনে ছিল এক দানব দুর্জ্জন।
তারে বধি মুনিবর করিলা আশ্রম ॥
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হ'য়ে অসুরে মারেন কি প্রকার ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর ॥
মায়াবী অসুর তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে ॥
তার ভাই ইল্বল সে জানিত সঙ্গীত।
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত ॥
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
সেই মেষমাংস দিয়া করায় ভোজন ॥
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বলের ডাকে ॥
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে ॥
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই দান মাগিল আপনি ॥
দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষমাংস মোরে আজি করাও ভোজন ॥
মুনির বচন শুনি ইল্বল-উল্লাস।
কহিল খাইবে মুনি কত মেষমাস ॥
মুনি বলে, বহুদিন আছি উপবাস।
ভোজন করিব আজি গাড়লের মাস ॥
বাতাপি গাড়ল হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়ল কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে ॥
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বসে।
হাতে থালা করিয়া ইল্বল আসে পাশে ॥

গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে ॥
গঙ্গাজল পিয়া মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে ॥
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥



ইল্বল বলিল, এস বাতাপি বাহিরে।
মুনি বলে, কোথা তুমি পাবে বাতাপিরে॥
গর্জ্জিয়া যেমন সিংহ ধরে ভক্ষ্যহাতী।
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি॥
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে॥
সে কথায় পাসরিল অসুর আপনা।
বাতকর্ম্ম করে মুনি যেমন ঝঞ্জনা॥
বাতকর্ম্ম অগ্নিতে ইল্বল পুড়ি মরে।
এইমতে মুনি দুই দানবেরে মারে॥
এরূপে মারিয়া সেই দানব দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা কৈলা মুনি মহাশয়॥
উপনীত মোরা সে অগস্ত্য তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয যাঁর দরশনে॥
প্রবেশিতে যান রাম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে॥
তাঁহারে দেখিয়া তবে বলেন লক্ষ্মণ।
আসিলেন রাম মুনি-সম্ভাষ কারণ॥
এই বাক্য শুনি শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন॥
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত॥
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে॥
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনভ্রম দূরে যায়॥
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন॥
গোলোক ছাড়িয়া প্রভু, এলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ॥
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার॥
পথশ্রান্ত আছ রাম করহ ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন॥
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন॥
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন॥
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।
আজ্ঞা কর মুনিবর থাকি কোন্ স্থানে॥
অগস্ত্য বলেন, শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-ভবন॥
গোদাবরী-তীরে রাম পঞ্চবটী বন।
সেইস্থানে গিয়া সুখে থাক তিন জন॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
শ্রীরামে অগস্ত্য তাহা করিলেন দান॥
নানা আভরণ আর সোনার টোপর।
বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর॥
অগস্ত্যের স্থানে রাম লইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়॥



জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ

জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি॥
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত॥
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন॥
পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই॥
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার॥
আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে॥



তিন জনে অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী ॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম, বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেব, আপনি প্রধান।
কোন্ স্থানে বান্ধি ঘর কর সংবিধান ॥
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে!
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥
নিকটে প্রসর ঘাট তাহে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল ॥
শ্রীরাম বলেন, হেথা বান্ধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥
শ্রীরামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ বান্ধে ঘর।
একদিনে নির্ম্মাইল অতি মনোহর ॥
দ্বারে স্থাপি পূর্ণকুম্ভ আনি পুষ্প রাশি।
অগ্নিপূজা করিয়া হইলা গৃহবাসী ॥
লতা-পাতা-নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া ॥
জটায়ু বলেন, রাম, আসি হে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন ॥
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার বাসে ॥
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে ॥
সুগন্ধি সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য শ্রীরাম করেন নিত্যক্রিয়া ॥
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
সুমিষ্ট শীতল গোদাবরীর জীবন ॥
ঋষিগণ সহ সদা করেন নিবাস।
করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস ॥
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে ॥
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ ॥
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী ॥



● সূর্পনখার প্রণয়ভিক্ষা ও নাসাকর্ণচ্ছেদন ●

এরূপে রহেন পঞ্চবটী তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥
রাবণের ভগ্নী, তার নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে ॥
শতকাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান ॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্ম্মিক শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মচারিণী ॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে শ্রীরামে পাতিল নানা ছলা ॥
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
শ্রীরামে জিজ্ঞাসা করে সহাস্যবদনী ॥
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ ॥
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস ॥
বহুদূর নহে তারা আছয়ে নিকটে।
হেন রূপবান্ তুমি পড়িলে সঙ্কটে ॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
কেবা এ পুরুষ তব সমান আকার ॥
সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা রাজা দশরথ মহাশয় ॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী ॥



শুনিলে আমার, দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয়॥
পরমাসুন্দরী তুমি, লোকে নিরুপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কিংবা হবে তিলোত্তমা॥
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল-হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়॥
লঙ্কায় বসতি, আমি রাবণ-ভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা হয়॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুইজন॥
অতি আদরের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য বলি মানি॥
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর॥
তথা যাব যথা নাহি মনুষ্য-সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার॥
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষগতি।
এত গুণ নাহি ধরে তব সীতা সতী॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী-লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ॥
আমারে দেখহ রাম, কেমন সুবেশ।
সীতায় আমায় রূপে অনেক বিশেষ॥
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যাসহ থাক মনে হয় প্রীত॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীরে বাড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী॥
সুন্দর লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর, কহি উপদেশ॥
লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাহি, তুমি কর বর॥
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন স্থলে।
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে॥
তুমি যুবা হইয়া একাকী বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের সার রাম, অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর॥
রামেরে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান॥
উপহাস নাহি বুঝে বাক্য মাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়॥
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে॥
ক্ষণে বামে, ক্ষণেতে দক্ষিণে যান সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা॥
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে নিরাশ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান॥
খান্দা নাকে ধান্দা লাগে, ভাসে রক্ত-স্রোতে।
রাক্ষসীর ওষ্ঠাধর ভাসিল শোণিতে॥



দশরথ কহিলেন, শুন ওমা সীতে।
ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে ॥
তুমি বধূ, আমি তব শ্বশুর ঠাকুর।
অর্পিয়া বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর ॥
সীতা কহিলেন, দেব, কহি যে তোমারে।
কিমতে অর্পিব পিণ্ড রাম-অগোচরে ॥
রাজা কন, সীতাদেবি, কহি তব স্থান।
আমার নিকটে তুমি রামের সমান ॥
মনে কিছু না করিহ, ওমা চন্দ্রমুখি।
লোক জন ডাকি আনি ক'রে রাখ সাক্ষী ॥
'ভাল ভাল' বলি কহে সীতা চন্দ্রমুখী।
আস্থের তুলসী তুমি হ'য়ে থাক সাক্ষী ॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ফিরি আসি যদি।
কহিবেন বটবৃক্ষ আর ফল্গুনদী ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সীতা করেন জ্ঞাপন।
দশরথ-কথা সব কহিবে ব্রাহ্মণ ॥
ইহা শুনি দশরথ হর্ষে উঠি রথে।
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ।
শ্বশুরের পিণ্ডদানে বধূর প্রমাদ ॥



● ব্রাহ্মণ তুলসী ও ফল্গুনদীকে সীতার অভিশাপ
এবং বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্বাদ।

হেথা প্রভু রামচন্দ্র অতি-ত্বরাপর।
শ্রাদ্ধের সামগ্রী ল'য়ে আইলা সত্বর ॥
শ্রীরামে দেখিয়া সীতা হরিষ-অন্তরে।
নিবেদন করিলেন রামের গোচরে ॥
সীতা কহিলেন শুন প্রভু রঘুবর।
আশ্রমে আসিয়াছিলা অজের কোঙর ॥
আমারে করিতে শ্রাদ্ধ কন দশরথ।
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গ-পথ ॥

রাম কহিলেন, কিসে প্রত্যয় হয় কথা।
সাক্ষী করি রাখিয়াছি, কন দেবী সীতা ॥
সাক্ষীরে আনিয়া সীতা বলাও এখন।
সাক্ষী পাইলেই মোর প্রত্যয় হয় মন ॥
সীতা কহিলেন, প্রভু করি নিবেদন।
জিজ্ঞাসা করহ তুমি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, খর্ব্ব করিব সীতারে।
মিথ্যা-বাক্য কব আজি রামের গোচরে ॥
ডাকিয়া ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসেন রঘুনাথে।
তোমরা দেখেছ মোর পিতা দশরথে ॥
ব্রাহ্মণ কহেন তবে রামের সাক্ষাতে।
আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥
এ-কথা শুনিয়া রাম কন হাসি-হাসি।
লজ্জায় মলিন হৈল সীতা সুরূপসী ॥
মিথ্যা কহি ব্রাহ্মণ, এতেক দিলে তাপ।
ক্রোধে তনু থর-থর দিনু তোমা শাপ ॥
লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে।
ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে ॥
রাম কন কান্দ কেন সীতা চন্দ্রমুখি।
আর কেহ থাকে ত, বলাও দেখি সাক্ষী ॥
এতেক শুনিয়া কন সীতা সুরূপসী।
আনিয়া বলান প্রভু আস্থের তুলসী ॥
অতঃপর তুলসী-কানন তথা হেরি।
রঘুনাথ কহিলেন, কহ দ্রুত করি ॥
পিণ্ড-প্রদানের তুমি জান বিবরণ।
তুলসী কহেন যথা কহেন ব্রাহ্মণ ॥
তুলসী ভাবেন রাম মোরে নিবে হাতে।
মিথ্যা-কথা কব আমি রামের সাক্ষাতে ॥
রাম বলে, তুলসি শুন মোর কথা।
সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা ॥
তুলসী বলেন তবে প্রভু রঘুবরে।
আমরা না দেখিয়াছি তোমার পিতারে ॥
কথা শুনি জানকী'র জন্মে মনস্তাপ।
যা রে যা তুলসি, আমি দিনু তোরে শাপ ॥



এত দুঃখ দিলি তুই আমার অন্তরে।
আভূমি জন্মিও তুমি লৈয়া সর্ব্বস্তরে ॥
ক্রোধভরে সীতাদেবী কহেন এমন।
তোর পত্র শ্রীহরির আদরের ধন ॥
অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে।
শৃগাল-কুকুর মূত্র-পুরীষ ত্যজিবে ॥
হাসিয়া বলেন রাম, শুনহ জানকি।
আর কেহ থাকে ত বলাও তারে সাক্ষী ॥
সীতা কহিলেন, শুন প্রভু গুণনিধি।
আর সাক্ষী আছে সেই ফল্গু মহানদী ॥
ফল্গু ভাবে মিথ্যা কব শ্রীরামের স্থলে।
কতই দিবেন দ্রব্য রাম মোর জলে ॥
ফল্গুরে সুধান রাম কমল-লোচন।
তুমি দেখিয়াছ কিবা অজের নন্দন ॥
ফল্গুনদী কহে, শুন প্রভু রঘুনাথে।
আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥
এতেক শুনিয়া সীতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আজি আমি দিব শাপ এ-ফল্গুনদীরে ॥
অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্ব্বকাল।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুকুর-শৃগাল ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা চন্দ্রমুখি।
আর কেহ থাকে ত বলাও আনি সাক্ষী ॥
সীতা কহিলেন, রাম, লজ্জা-বোধ করি।
বটবৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যারি ॥
বটবৃক্ষ আসি কহে প্রভু রঘুবর।
সাক্ষী দিব যদি মোর জুড়াও অন্তর ॥
রাম-সীতা যুগ্মরূপ হেরিব নয়ানে।
তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিদ্যমানে ॥
বৃক্ষ-কথা শুনি সীতা আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সীতা দাঁড়াল তখন ॥
হেরিয়া যুগলরূপ নিজের নয়ানে।
যোড়হস্তে বলে বৃক্ষ রাম বিদ্যমানে ॥
তোমার চরণে প্রভু, করি নিবেদন।
'চিন্তামণি' নাম তুমি ধর কি কারণ ॥
দয়াময় নাম তব সর্ব্বলোকে কয়।
পতিতে তরাও, তাই নাম 'দয়াময়' ॥
স্থাবর-জঙ্গম-আদি যত জীবগণ।
সর্ব্বজীবে সর্ব্বক্ষণ আছ নারায়ণ ॥
সংসারের চিন্তা কর নাম 'চিন্তামণি'।
সীতা পিণ্ড দিলা কিনা না জান আপনি ॥
চিন্তামণি নামে তব কলঙ্ক রহিল।
আজি হৈতে চিন্তামণি নামটি ডুবিল ॥
চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ভুলেছ আপনা।
মায়ায় মানুষ হৈলে, কিছু নাহি জানা ॥
বটবৃক্ষ কহে, শুন কমল-লোচন।
মিথ্যা সাক্ষ্য ইহারা দিলেক সর্ব্বজন ॥
ধনলোভে মিথ্যাকথা কহিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে অন্য দুইজন ॥
আমি যদি মিথ্যা বলি, একে হবে আর।
অন্তর্য্যামী নারায়ণে ফাঁকি দেওয়া ভার ॥
শতকোটী জন্ম তপ করে যেই জন।
সত্যবাদী সম কিন্তু না হয় কখন ॥
বালি-পিণ্ড লয়েছিলা সীতা ডান হাতে।
আপনি লইলা তাহা রাজা দশরথে ॥
খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে ॥
শুনিয়া বৃক্ষের কথা কন রঘুবর।
চিরজীবী হও বট, অক্ষয় অমর ॥
পিণ্ডদান করি মনে ভাবেন জানকী।
বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষী ॥
তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল।
শীতকালে উষ্ণ হবে, গ্রীষ্মেতে শীতল ॥
সীতা তারে পুনর্ব্বার দিলা এই বর।
ডালে-ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার ॥
সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে।
সর্ব্বদা আনন্দে রবে নিজ-পত্র-ফলে ॥



এইরূপে বটবৃক্ষে আশীর্ব্বাদ করি।
বিদায় দিলেন তারে রামের সুন্দরী ॥
পর্ব্বত উপরে রন রাম লক্ষ্মণ সীতা।
এখন কহিব কিছু গয়াধাম কথা ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথা সুধাভাণ্ড।
পরম পবিত্র এই অযোধ্যার কাণ্ড ॥



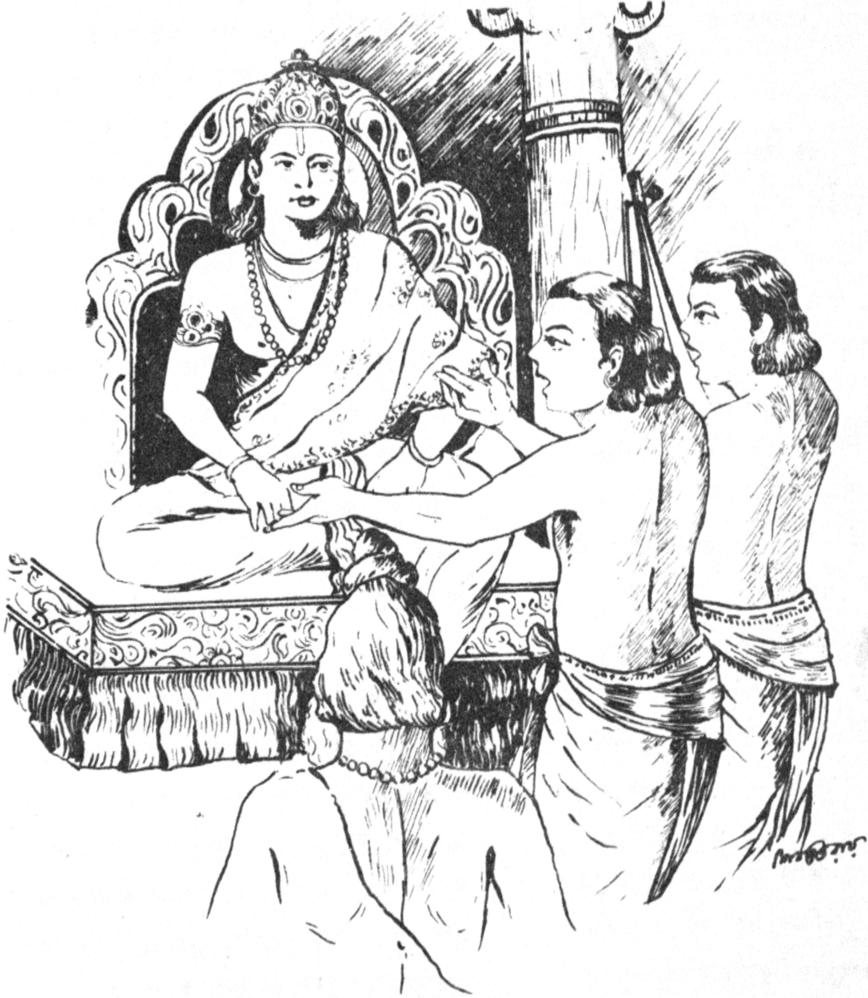
● গয়া-মাহাত্ম্য

চিত্রকূট ছাড়ি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ।
গয়াধামে গিয়া শেষে দিলা দরশন ॥
সীতা বলে, শুন প্রভু, করি নিবেদন।
পূর্ব্বকথা কহ আমি করিব শ্রবণ ॥
কি নিমিত্ত গয়াধাম হইল এখানে।
ইথে পিণ্ড দিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন।
পূর্ব্ব কথা কহি আমি, তাহে দেহ মন ॥
পূর্ব্বে হেথা ছিল দৈত্য 'গয়াসুর'-নাম।
তার সনে করে ইন্দ্র ভীষণ সংগ্রাম ॥
গয়াসুর দৈত্য, তার মহাশক্তি ছিল।
ইন্দ্রাদি যতেক দেব, সবারে জিনিল ॥
অশ্বমেধ-আদি করি নানা-যজ্ঞ করে।
অমর অক্ষয় হ'য়ে রহে কলেবরে ॥
প্রকাণ্ড শরীর তার কারেও না মানে।
একে-একে জিনিল যতেক দেবগণে ॥
তার ভয়ে দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সবে স্তব করে ॥
গোসাঁই, অসুর ভয়ে নাহি অব্যাহতি।
এইবার রক্ষা কর, ওহে প্রজাপতি ॥
সমস্ত দেবের ব্রহ্মা দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা সঙ্গে ল'য়ে পশুপতি ॥
করিলা ভীষণ রণ দোঁহে তার সনে।
তথাপি জিনিতে নারে ব্রহ্মা-ত্রিলোচনে ॥

ব্রহ্মা বলে, দৈত্য, তুমি বড় বলবান্।
তোমার সমান কেহ নাহি পুণ্যবান্ ॥
সেই হেতু গয়াসুর শুনহ বচন।
তোমার উপর যজ্ঞ করিব এখন ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কহে গয়াসুরে।
দোঁহে মিলি যজ্ঞ কর আমার উপরে ॥
আমার উপর যজ্ঞ কর দুইজন।
তথাপি ইহাতে মোর না হবে মরণ ॥
চিৎ হ'য়ে গয়াসুর পড়িল সেখানে।
বসিলা করিতে যজ্ঞ ব্রহ্মা-ত্রিলোচনে ॥
পৃথিবীতে পাহাড়-পর্ব্বত যত ছিল।
গয়াসুর উপরে সকলি চাপাইল ॥
যজ্ঞ-সজ্জা আনি দেয় যত দেবগণ।
আরম্ভিলা যজ্ঞ তবে ব্রহ্মা-ত্রিলোচন ॥
যতেক দেবতা-সহ ব্রহ্মা-মহেশ্বর।
একমন হ'য়ে সবে হৈলা গুরুভর ॥
বিরাট্ মুরতি ধরি গযার উপর।
বসিলেন দেবগণ-সহ পুরন্দর ॥
অগ্নি জ্বালি যজ্ঞ করে ব্রহ্মা-ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে অগ্নি উঠে সেইক্ষণ ॥
অগ্নিমধ্যে ঘৃত ঢালে কলসে কলসে।
প্রদীপ্ত হইয়া অগ্নি অম্বর পরশে ॥
অসুর উপরে যজ্ঞ যদ্যপি করিল।
তথাপি অসুর তাহে ভয় না পাইল ॥
সবে বলে, গয়াসুর পরাণ ত্যজিল।
সাঙ্গ করি যজ্ঞ ফোঁটা সকলে পরিল ॥
গয়াসুর বলে সবে, যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গাত্র-ঝাড়া দিয়া বীর তখনি উঠিল ॥
পাহাড়-পর্ব্বত-বৃক্ষ পড়ে বহুদূরে।
দেখি যত দেবগণ পড়িল ফাঁপরে ॥
গয়াসুর বলে, শুন ওহে দেবগণ।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরণ ॥
এতেক শুনিয়া দেবগণে লাগে ত্রাস।
দেবগণ-ত্রাস দেখি আসি শ্রীনিবাস ॥



গয়াসুর-সহ আরম্ভিলা ঘোর রণ।
গয়াসুর পরাক্রমে তুষ্ট নারায়ণ ॥
পরাজিয়া গয়াসুরে দেব-দামোদর।
স্থাপিলেন পাদপদ্ম তার শিরোপর ॥
বিষ্ণুপদে গয়শিরে যেবা পিণ্ড দেয়।
পিতৃগণ মুক্ত হ'য়ে মোক্ষধামে যায় ॥
সেই হেতু গয়াধাম নামেতে প্রকাশ।
সমাপ্ত অযোধ্যাকাণ্ড, কহে কৃত্তিবাস ॥



অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত



অরণ্যকাণ্ড

একদিন চিত্রকূট পর্বতের মুণিরা বললেন যে তাঁরা চিত্রকূট ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে চলে যাবেন। রামচন্দ্র সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে এখানে কি একা বাস করতে পারবেন! রামচন্দ্র নিজেও ভাবলেন, অযোধ্যা থেকে এস্থানের দূরত্ব বেশি নয়। ভরত আবার আসতে পারে। তখন ফেরান দুষ্কর হবে। অতএব আরও দক্ষিণে চললেন তিনজনে।

পথে অত্রিমুণির তপোবন। সেখানে এক রাত কাটালেন রামচন্দ্র। অত্রি উপদেশ দিলেন দন্ডকারণ্যে গিয়ে বাসা বাঁধতে। সকলে চললেন সেদিকে। বিরাট রাক্ষস বধ, শারভংগমুণির কাছ থেকে ইন্দ্র-দত্ত দিব্যধনুর্বান লাভ করে এগিয়ে চললেন ওঁরা।

কোথাও পাঁচ-সাত মাস, কোথাও দশ-মাস বাস করতে করতে প্রায় দশ বছর পূর্ণ হ'ল। মাঝে মাঝে রাক্ষসদের সংগে ছোটখাটো বিরোধ হয়। অগস্ত্যমুণি বললেন পঞ্চবটীতে গিয়ে বাস করতে। জটায়ুর সংগে পরিচয় হ'ল। তিনিই ওঁদের নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীতে। গোদাবরী তীরে সুশোভিত পঞ্চবটীতে বাসা বাঁধলেন রামচন্দ্র।

এমন সময় একদিন রামচন্দ্রের রূপে বিমোহিত হয়ে রাবণের ভগ্নি শূর্পণখা এসে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রামচন্দ্র পরিহাস করে তাকে সমসুন্দর লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে বললেন। শূর্পণখা গেলেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণ বললেন, প্রভু ছেড়ে ভৃত্যকে কেন? শূর্পণখা ছুটল আবার রামের কাছে। সীতাকে তার কামনা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ভেবে শূর্পণখা তাঁকে হত্যা করতে ছুটল। তখন রামচন্দ্রের ইংগিতে লক্ষ্মণ বাণ মেরে তাকে হত্যা না করে নাক-কান কেটে ছেড়ে দিলেন।

শূর্পণখা এসে কেঁদে পড়ল দুই রাক্ষস সেনাপতি খর ও দূষণের কাছে। তারা প্রথমে পাঠাল চৌদ্দ-ভাইকে পরে নিজেরা এল বহু সৈন্য নিয়ে। সকলেই হ'ত হ'ল। তখন শূর্পণখা ছুটল লংকায়। রাবণ রাজাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে উত্তেজিত করে তুলল সে। রাবণ ভগ্নীর দশা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি সীতাদেবীকে হরণ করে এনে রাম-লক্ষ্মণকে সমুচিত শাস্তি দিতে চাইলেন। ফন্দি স্থির হ'ল। মারীচ কৌশলে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যাবে কুটীরের বাইরে। সেই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করবেন।

মারীচ প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হল না। সে বললে, এর পরিণতি ভাল হবে না। এতে রাবণ নির্বংশ হবেন। ক্রুদ্ধ রাবণ মারীচকে হত্যা করতে

উদ্যত হ'ল। তখন মারীচ বাধ্য হয়ে রাবণের কথায় সম্মত হ'ল।

পঞ্চবটীতে এসে মায়া দ্বারা মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ গ্রহণ করল। সীতাদেবী তাকে দেখে ধরে দেবার আবদার ধরলেন। রামচন্দ্র বললেন, স্বর্ণমৃগ হয় না। ও নিশ্চয় কোন রাক্ষসের মায়া। অবুঝ সীতাদেবীর সোনার হরিণ চাই-ই। তখন লক্ষ্মণকে সতর্ক থাকতে বলে তার ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রামচন্দ্র।

অবকাশ বুঝে মারীচ রামকন্ঠ নকল করে লক্ষ্মণকে ডাকতে থাকল। সীতাদেবী তা শুনে রামচন্দ্রের বিপদ বুঝে লক্ষ্মণকে তাগিদ দিতে থাকলেন তাঁর সাহায্যে যাবার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মণ বুঝেছিলেন ও ডাক ছলনা। ইতঃমধ্যে রামের বাণে মুমূর্ষু মারীচ চিৎকার করে রামকন্ঠে বলে চলল, রাক্ষসের বাণে আমি আহত হয়েছি। লক্ষ্মণ শীঘ্র এস। আমাকে বাঁচাও!

আর থামান গেল না সীতাদেবীকে। তাঁর তাড়নায় লক্ষ্মণকে যেতেই হ'ল। সংগে সংগে এক সন্ন্যাসীর বেশে এসে ভিক্ষা চাইল রাবণ। সীতাদেবী বললেন, অপেক্ষা করুন। আমার স্বামী দেবর এখুনি ফিরবেন। তারা এলে যথোচিত সৎকার করবেন।

রাবণ বলল, অপেক্ষার সময় নেই। ভিক্ষা দেবে তো দাও। নইলে চললাম।

অতিথি ফিরতে দেখে সীতা তখুনি তাকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। সংগে সংগে রাবণ তাঁকে ধরে তুলে নিলেন পুষ্পক রথে।

কাঁদছেন সীতা। সে কান্নায় মথিত আকাশ বাতাস। কান্না শুনে ধেয়ে এল গড়ুর পুত্র জটায়ু। বাধা দিল রাবণকে। কিন্তু সে বাধাকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল রাবণ। মুমূর্ষু জটায়ু পড়ে রইল।

এদিকে রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এসে দেখলেন সীতাদেবী নেই। কোথায় সীতা! পাগলের মত সীতা অন্বেষণে বের হলেন রাম, পিছনে লক্ষ্মণ। দেখা হ'ল জটায়ুর সংগে। তার কাছেই সংবাদ মিলল যে রাবণ হরণ করেছে সীতাকে। কিন্তু কে রাবণ? জটায়ু পরিচয় দিল রাবণের। সে বিধাতার বরে মহাতেজা। বিশ্বশ্রবার পুত্র সে। লংকায় তার রাজধানী। এইসব বলে জটায়ু গত হ'ল। পিতৃসম এই পক্ষীর দেহকে পরমশ্রদ্ধায় দাহ করলেন রাম-লক্ষ্মণ।

সেদিন পুরোন ঘরে ফিরে রাত কাটালেন দুই ভাই। শূন্যগৃহে রামচন্দ্রের বেদনার সীমা রইল না। পরদিন ভোরে উঠে দক্ষিণের গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সে বনে বাঘ, সিংহ, মোষের পাল চরে বেড়ায়। কুশের বনে পা ফেলা দায়। তারই-মধ্যে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা।

পথ আগলে দাঁড়াল এক কবন্ধ রাক্ষস। কি কুৎসিত তার রূপ। তার মাথা নেই। পেটের মধ্যেই চোখ, কান, মুখ। সে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করল। রাম তাকে বাণবিদ্ধ করল। কবন্ধ মাটিতে পড়ে ছটফট্ করতে থাকল। সে লক্ষ্মণকে তার হত্যাকারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। লক্ষ্মণ পরিচয় দিতেই কবন্ধ ভক্তি গদগদ চিত্তে বলল, যাক, তাহ'লে আমার শাপমুক্তি ঘটল।

সব বৃত্তান্ত তার মুখেই শোনা গেল। সে ছিল এক রূপবান গন্ধর্ব। রূপের গর্বে সে সকলকেই তাচ্ছিল্য করত। এক মুণি তার গর্বে অপমানিত হয়ে অভিশাপ দেয়। সেই অভিশাপে সে কুৎসিত রূপ পায়। ইন্দ্র বলেন, নবরূপী নারায়ণের শরাঘাতে তার পাপ কেটে যাবে। আজ তার সেই শুভ পাপমুক্তি দিন।

এই কাহিনী বর্ণনা করে কবন্ধ ক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল। রাম লক্ষ্মণ তাকে দাহ করলেন। তার দেহ থেকে এক দিব্যমূর্তি বেরিয়ে চলে গেল স্বর্গে। যাবার সময় রামচন্দ্রকে দিয়ে গেল সীতাদেবী ও লংকার সন্ধান। আর বললে ঋষ্যমুক পর্বতে সুগ্রীবকে বন্ধু করে নিতে।

পরদিন কশবনে প্রবেশ করলেন দুই ভাই। সেখানে পম্পানদীর তীরভূমির শোভা রামচন্দ্রকে আরও বিচলিত করে তুলল। তিনি ভাব বিহ্বল হয়ে তরুলতা, পশুপাখীদের জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, তোমরা কি আমার চন্দ্রমুখীকে দেখেছ!

ঐ নদীতে স্নান তর্পণ করে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পথে মাতংগমুণির আশ্রম। ছুটে এল এক শবরী। তুমি কি রামচন্দ্র? এসেছ কি তুমি? আমি যে তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে বসে আছি কতকাল। মুণি মৃত্যুকালে বলেছিলেন রাম-দর্শন পেলে হবে তোমার মুক্তি।

রামচন্দ্রের সামনে অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করে তাতে আত্মাহুতি দিল শবরী। তার স্বর্গবাস হ'ল। শবরীর কথায় শেষ হ'ল অরণ্যকান্ড।

মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং।
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং তমহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।।
মোহাম্ভোধর পুঞ্জপাটনবিধৌ ভীমাসীলঃ শংকরং।
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলংকশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্।।
সান্দ্রানন্দপয়োদশোভনতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং।
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তুনীরভারং বরম্।।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং।
সীতালক্ষণং সংযুতং পথিগতং রামভিরামং ভজে।।

● শ্রীরামের চিত্রকূটে অবস্থান ও রাক্ষস ভয়ে
মুনিগণের স্থানান্তর গমন কল্পনা ●

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিন জন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভাল মন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে॥
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্ব্বাণ-পাণি॥
কহ কহ মুনিগণ, কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহি কেন বাড়াও যন্ত্রণা॥
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি॥
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত॥
মুনিগণ রামবাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ এক মুনি উঠি বলে তার মাঝে॥
যে মন্ত্রণা করিতেছি মোরা রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর॥
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর॥
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে॥
যজ্ঞ আরম্ভন মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে॥
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
কাড়ি খায় ফল মূল, ভাঙ্গয়ে কলসী॥
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ॥
ছাড়ে যদি মুনিগণ, শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন॥
সীতা অতি রূপবতী, এই বন মাঝে।
কেমনে রাখিবা রাম, রাক্ষস-সমাজে॥
বিক্রমে বিশাল তুমি জানি মোরা মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবে কাননে॥



আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই॥
স্ত্রী-পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বের ঘর॥
উঠি গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥



● শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম-গমন। ●

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার॥
চিত্রকূট অযোধ্যা নহে ত বহুদূর।
ভরত-ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চলিলেন চিত্রকূট ছাড়িয়া দক্ষিণে॥
কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি-মুনির আশ্রম॥
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রি-মুনির চরণ॥
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বসান আসনে॥
আপন পত্নীর ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা॥
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥
শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানা, শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ॥
তপস্বী ধরিয়া মূর্ত্তি করেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা॥
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা॥

মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল-অন্তরে॥
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলা রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে॥
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়॥
সীতা কহিলেন মাতা, সম্পদে কি কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদল-শ্যাম॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি বহু ভাগ্য মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্টা মুনি-দারা।
আপনি যেমন তিনি, সীতা সেই ধারা॥
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন॥
তুষ্টা হ'য়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী॥



● মুনি পত্নীদের নিকট সীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন ●

জানকী বলেন, দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
এক দিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে॥
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে॥
অযোনিসম্ভবা আমি জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে॥
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী॥



দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী॥
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন॥
প্রধান দেবীর ঠাঁই দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে॥
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
মোরে দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে॥
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বীর এল রাজার কুমার॥
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া॥
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন॥
ধনুকেতে গুণ দিতে সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বামহাতে তোলে॥
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে॥
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা॥
শিরে পঞ্চঝুঁটি তাঁর বিক্রম বিস্তার।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার॥
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
স্বীকার না করেন রাম পিতৃ অগোচরে॥
রাজ্য সহ দশরথ আসিয়া সংবাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে॥
রামচন্দ্র করিলেন মোরে পরিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম ঊর্ম্মিলার সহ॥
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল॥
ভগবতী পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম॥
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী॥
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দূর॥
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ূর॥
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন-কঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত হয় কমলচরণ॥
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিল গৌর গায়॥
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী।
রামের নিকটে যান শ্রীরাম-রমণী॥
উমা রমা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনক-দুহিতা নিরুপমা॥
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী॥



● শ্রীরামের দণ্ডকারণ্য দর্শন ●

প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশ বাণী॥
শুন রাম, রাক্ষস-প্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান॥
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনকতনয়া মধ্যে অপূর্ব্ব শোভন॥



ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানা পক্ষি-কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে মনোহর কমল প্রচুর ॥
বন মধ্যে আছে বহু মুনির বসতি।
শ্রীরামে দেখিয়া হর্ষে করে সবে স্তুতি ॥
রাজ্যে থাক, বনে থাক, তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম, তুমি ভগবান্ ॥
রম্য ফল জল দিল পরম সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জন মনসুখে করেন ভ্রমণ ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥



● বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ও মুক্তি ●

হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকার ধরি হৈল উপস্থিত ॥
রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধরি মারে কারে নাহি ভয় ॥
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত-সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান ॥
শিরে কটা দীর্ঘজটা, দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার, শিরা গণা যায় ॥
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥
মেঘের গর্জ্জন সম ছাড়ে সিংহনাদ।
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ ॥
সীতারে রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে ॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন ॥
তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস্ কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস মুনিগণে ॥
তোদের সবারে আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়-কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ, জায়া জানকী আমার ॥
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জাতি ॥
রাক্ষস বলিল, আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই ॥
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা ॥
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মোর ভয় করি কারে ॥
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
আসিলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দাদা না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে ॥
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ ॥
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ-সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত ॥
আঘাতে কাতর, আছাড়িয়া ফেলে সীতা।
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা ॥
বাণাঘাতে বিরাধের দেহ রক্তে ভাসে।
যোড়হাত করি যায় শ্রীরামের পাশে ॥



যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ-স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি ॥
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর ॥
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যাঁর পতি।
তোমা পরশিয়া পাই শাপে অব্যাহতি ॥
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপে মোর এহেন দুর্গতি ॥
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমাতে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর ॥
একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রঙ্গস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে ॥
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত ॥
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে পাপ-বিমোচন ॥
পাইলাম তব বাণ স্পর্শে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি ॥
লক্ষ্মণের উদ্যোগে রাক্ষস-দেহ পুড়ে।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে ॥
রাম-দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥



● শ্রীরামের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন ●

শ্রীরাম বলেন, চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-তপোবন ॥
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন ॥
তপের প্রভাবে যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই বনে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে ॥
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
শরভঙ্গ-মুনি সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে ॥
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা ॥
চারিদিক শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয় ॥
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোনজন ॥
ইন্দ্র আসি মুনিবরে করি নমস্কার।
নিবেদন করিলেন কার্য্য আপনার ॥
শুনমুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
আপনি ত ত্রিকালজ্ঞ জানাব কি আর ॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান ॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর ॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গ-মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন মুনি তাঁরে ॥
অনাথ ছিলাম বনে, হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ ॥
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লহ ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥



ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে॥
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন॥
রাম নাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধ তুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে॥
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার॥
গোলোকে গেলেন মুনি নিজ-পুণ্য-ফলে।
দেখিয়া সবার মন পূর্ণ কুতূহলে॥
রাম-দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



● শ্রীরামের বনবাসের প্রথম দশ বৎসর ●

সম্ভাষিতে শ্রীরামে আইল মুনি-ঋষি।
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী॥
অনাহারী কেহ বা বরষা চারি মাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস॥
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম পরে কেহ কমণ্ডলু করে॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড়হাত॥
মুনিগণ করে স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর॥
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস-সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার॥
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন-দরশনে করেন গমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিলা রাম রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥

বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান॥
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভু, কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব আখ্যান আমারে॥
দক্ষ নামে এক মুনি ছিলা তপোবনে।
তাঁর স্থানে খড়্গ স্থাপ্য রাখে একজনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
যত্নে খড়্গখানি তাই রাখেন ব্রাহ্মণ॥
এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে॥
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সেই খড়্গাঘাতে বধে পাখীর জীবন॥
হাতে অস্ত্র থাকিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে॥
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন॥
সরলা জনকবালা কহিলে এমতি।
বুঝান প্রবোধবাক্যে তাঁরে সীতাপতি॥
কনক-কমলমুখী জনক-কুমারী।
আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তোমারি॥
মহাতেজা মুনিগণ যাদের সহিতে।
তাদের কিসের ভয় বল দেখি সীতে॥
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর॥
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত কেন শুনি মুনি॥
মুনি বলিলেন, হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী॥
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥



আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদনসঙ্কটে॥
এ স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আছয়ে তারা হেথা লুকাইয়া॥
নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা॥
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন মুনি ধাম॥
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী॥
কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশ মাস।
কোথা বারমাস রাম করেন প্রবাস॥
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন॥
এক দিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দে মুনি-সুতীক্ষ্ণ-চরণ॥
সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ॥
মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাহার পূরাও মনস্কাম॥
তাহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া বাস কর তার তপোবনে॥
কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন॥
বিদায় লইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে॥
শ্রীরামে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
সেই রাত্রি তথা রাম করিলেন স্থিতি॥



● অগস্ত্যের কাছে শ্রীরামচন্দ্র ঃ ইল্বল-বাতাপি কাহিনী ●

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন॥
এই বনে ছিল এক দানব দুর্জ্জন।
তারে বধি মুনিবর করিলা আশ্রম॥
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হ'য়ে অসুরে মারেন কি প্রকার॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর॥
মায়াবী অসুর তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে॥
তার ভাই ইল্বল সে জানিত সঙ্গীত।
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত॥
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
সেই মেষমাংস দিয়া করায় ভোজন॥
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বলের ডাকে॥
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে॥
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাই দান মাগিল আপনি॥
দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষমাংস মোরে আজি করাও ভোজন॥
মুনির বচন শুনি ইল্বল-উল্লাস।
কহিল খাইবে মুনি কত মেষমাস॥
মুনি বলে, বহুদিন আছি উপবাস।
ভোজন করিব আজি গাড়লের মাস॥
বাতাপি গাড়ল হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়ল কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে॥
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বসে।
হাতে থালা করিয়া ইল্বল আসে পাশে॥
গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে॥
গঙ্গাজল পিয়া মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে॥
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক॥



ইল্বল বলিল, এস বাতাপি বাহিরে।
মুনি বলে, কোথা তুমি পাবে বাতাপিরে॥
গর্জ্জিয়া যেমন সিংহ ধরে ভক্ষ্যহাতী।
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি॥
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে॥
সে কথায় পাসরিল অসুর আপনা।
বাতকর্ম্ম করে মুনি যেমন ঝঞ্ঝনা॥
বাতকর্ম্ম অগ্নিতে ইল্বল পুড়ি মরে।
এইমতে মুনি দুই দানবেরে মারে॥
এরূপে মারিয়া সেই দানব দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা কৈলা মুনি মহাশয়॥
উপনীত মোরা সে অগস্ত্য তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে॥
প্রবেশিতে যান রাম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে॥
তাঁহারে দেখিয়া তবে বলেন লক্ষ্মণ।
আসিলেন রাম মুনি-সম্ভাষ কারণ॥
এই বাক্য শুনি শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন॥
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত॥
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে॥
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনভ্রম দূরে যায়॥
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন॥
গোলোক ছাড়িয়া প্রভু, এলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ॥
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার॥
পথশ্রান্ত আছ রাম করহ ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন॥
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন॥
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন॥
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।
আজ্ঞা কর মুনিবর থাকি কোন্ স্থানে॥
অগস্ত্য বলেন, শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-ভবন॥
গোদাবরী-তীরে রাম পঞ্চবটী বন।
সেইস্থানে গিয়া সুখে থাক তিন জন॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
শ্রীরামে অগস্ত্য তাহা করিলেন দান॥
নানা আভরণ আর সোনার টোপর।
বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর॥
অগস্ত্যের স্থানে রাম লইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়॥



● জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ●

জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি॥
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত॥
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন॥
পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই॥
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার॥
আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে॥



তিন জনে অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম, বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেব, আপনি প্রধান।
কোন্ স্থানে বান্ধি ঘর কর সংবিধান॥
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে॥
নিকটে প্রসন্ন ঘাট তাহে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল॥
শ্রীরাম বলেন, হেথা বান্ধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর॥
শ্রীরামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ বান্ধে ঘর।
একদিনে নির্ম্মাইল অতি মনোহর॥
দ্বারে স্থাপি পূর্ণকুম্ভ আনি পুষ্প রাশি।
অগ্নিপূজা করিয়া হইলা গৃহবাসী॥
লতা-পাতা-নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া॥
জটায়ু বলেন, রাম, আসি হে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন॥
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার বাসে॥
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে॥
সুগন্ধি সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য শ্রীরাম করেন নিত্যক্রিয়া॥
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
সুমিষ্ট শীতল গোদাবরীর জীবন॥
ঋষিগণ সহ সদা করেন নিবাস।
করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস॥
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে॥
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ॥
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী॥



● সূর্পণখার প্রণয়ভিক্ষা ও নাসাকর্ণচ্ছেদন ●

এরূপে রহেন পঞ্চবটী তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন॥
রাবণের ভগ্নী, তার নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে॥
শতকাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্ম্মিক শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মচারিণী॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে শ্রীরামে পাতিল নানা ছলা॥
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
শ্রীরামে জিজ্ঞাসা করে সহাস্যবদনী॥
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ॥
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস॥
বহুদূর নহে তারা আছয়ে নিকটে।
হেন রূপবান্ তুমি পড়িলে সঙ্কটে॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
কেবা এ পুরুষ তব সমান আকার॥
সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা রাজা দশরথ মহাশয়॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী॥



শুনিলে আমার, দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয় ॥
পরমাসুন্দরী তুমি, লোকে নিরুপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কিংবা হবে তিলোত্তমা ॥
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল-হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয় ॥
লঙ্কায় বসতি, আমি রাবণ-ভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী ॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা হয় ॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুইজন ॥
অতি আদরের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য বলি মানি ॥
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর ॥
তথা যাব যথা নাহি মনুষ্য-সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষগতি।
এত গুণ নাহি ধরে তব সীতা সতী ॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী-লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ ॥
আমারে দেখহ রাম, কেমন সুবেশ।
সীতায় আমায় রূপে অনেক বিশেষ ॥
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যাসহ থাক মনে হয় প্রীত ॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস ॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীরে বাড়াইতে বলেন মধুর ॥

আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী ॥
সুন্দর লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর, কহি উপদেশ ॥
লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাহি, তুমি কর বর ॥
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন স্থলে।
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে ॥
তুমি যুবা হইয়া একাকী বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি ॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥
ভুবনের সার রাম, অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা ॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর ॥
রামেরে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান ॥
উপহাস নাহি বুঝে বাক্য মাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায় ॥
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে ॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে ॥
ক্ষণে বামে, ক্ষণেতে দক্ষিণে যান সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা ॥
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে নিরাশ ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান ॥
খান্দা নাকে ধান্দা লাগে, ভাসে রক্ত-স্রোতে
রাক্ষসীর ওষ্ঠাধর ভাসিল শোণিতে ॥



● সূর্পনখার রক্ষক চতুর্দ্দশ রাক্ষস-সেনাপতি বধ ●

সূর্পণখা যায় খর-দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে রক্তে গাত্র ভাসে॥
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন্ বেটা কৈল হেন ভগিনী-দুর্গতি॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি॥
সাগরের কূলে থানা বনের ভিতরে।
উখাড়িয়া কোন্ বেটা এল মরিবারে॥
খর-দূষণের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহাতে বলবান॥
রাবণেরে নাহি মানে, আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন্ জনে॥
বসি তবে সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে॥
মুনি-তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে ল'য়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী॥
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা প্রকাশিতে বাসে লাজ॥
গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে।
নাক কান কাটে মোর এই অপরাধে॥
ছিল চৌদ্দজন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি॥
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ-সহিত।
গৃধ্র আর কাকে খাক্ তাদের শোণিত॥
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান॥
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গার।
সেনাপতি-সবে ধায় যমের কিঙ্কর॥
মার মার বলিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্তর॥
সকলে আইল, যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন॥
ফল-মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে॥
এইমত বিনয়ে কহিলে রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর॥
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কান কাট কি কারণ॥
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।
কোন্ মুখে বলিস্ না করি অপরাধ॥
তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহু জন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন॥
এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরষণ করিয়া সাহস॥
একবাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গার মুষল॥
চতুর্দ্দশ বাণে রাম পূরেন সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ॥
নেউটিয়া আসে বাণ শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥



● খর ও দূষণের আগমন ●

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে, সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে॥
যুঝিবারে পাঠাইলা ভাই, চৌদ্দ জন।
অপযশ করিল না সাধি প্রয়োজন॥
যেই চৌদ্দ রাক্ষস পাঠালে রণস্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ॥
খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥



লইয়া চলিল নিজ-অস্ত্র খরশাণ।
নিশাচর চতুর্দ্দশ-সহস্র প্রধান ॥
প্রবাল-প্রস্তর-ছটা তাহে নানা-মণি।
বিচিত্র পতাকা-ধ্বজ রথের সাজনি ॥
রথগুলা চন্দ্র-সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল ॥
কনক-রচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥
অস্ত্র শস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর ॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া, চলে মন্দতেজে ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে, পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
রাক্ষস ধাইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনঃসুখে ॥



● শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু ●

শ্রীরাম বলেন, শুন সৈন্য-কলকলি।
সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ, ত্যজহ রণস্থলী ॥
থাকিলে আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর ॥
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥
রামের বচন শুনি অনুজ লক্ষ্মণ।
সীতা ল'য়ে দ্রুতগতি করেন গমন ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ ॥
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম, বড়ই সাহস ॥
ডাকিয়া রামেরে বলে দূষণ তখন।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ ॥
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে।
রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে ॥
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর সৈন্য যত তত দূষণের বশ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
শ্রীরামে রুষিয়া যায় খর মহাবলী ॥
বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা ॥
সারথি চালায় রথ, তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
কাটিয়া খরের বাণ কৈলা খান খান ॥
দুই জনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর ॥
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
নিজ নিজ গাত্র-রক্তে দুই বীর তিতে ॥
শ্রীরাম সহস্র বাণ যুড়িয়া ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে ॥
নিশাচরগণ মধ্যে উঠে কলকলি।
মরি মরি বলিয়া পলায় কতগুলি ॥
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
যোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র রাম ধনুগুণে ॥
সকল রাক্ষস বাণে হৈল রক্তময়।
আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয় ॥
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার ॥
পড়িল সকল বীর খর মাত্র আছে।
সেনাপতি দূষণ আইল তার কাছে ॥
আগু হ'য়ে প্রবেশিল আপনি সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে ॥
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে ॥
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে ॥



বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে॥
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান॥
কৃত্তিবাস রামায়ণ গাহিল কৌতুকে।
দূষণাদি সেনানী পড়িল অরণ্যকে॥

● শ্রীরামের সহিত খর রাক্ষসের যুদ্ধ ●

দূষণ পড়িল, খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইয়া বীর নেত্রজলে তিতে॥
হাতে অস্ত্র করিয়া সাহস আপনারে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।
রামে দেখি খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল করে অন্ধকার॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িলেন খর।
ডাক পাড়ি রামে বীর করিছে উত্তর॥
মানুষ হইয়া [illegible]
দেবগণ নাহি পারে [illegible] মোর॥
কত বাণ মারিস আমারে [illegible] দেখা।
আমার হাতেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা॥
শ্রীরাম বলেন, খর লব তোর প্রাণ।
মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ॥
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন॥
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার॥
ত্রাসিত দেখিয়া খরে রাম এড়ে বাণ।
কাটিয়া খরের ধনু করে খান খান॥
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হ'য়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর॥

রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
জলস্থল চতুর্দ্দিকে ছাইল গগন॥
নানা অস্ত্রে দশদিক্ করিল প্রকাশ।
রামে জিনিলাম বলি মনে মনে হাস॥
যে ধনুকে রঘুনাথ করিছেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন॥
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পূরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ॥
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রথে সারথির মুণ্ড॥
অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম খরের অষ্ট ঘোড়া॥
রামের দুর্জ্জয় বাণ ধারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে॥
ভূমে পড়ি খর বীর মহাগদা এড়ে।
[illegible] দূর পোড়ে॥
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
অ[illegible] করি আসে গদা গগনমণ্ডলে॥
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে॥
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র প'ড়ে।
পৃথিবী ছাড়িয়া বাণ অন্তরীক্ষ যোড়ে॥
বাণ মুখে জ্বলে অগ্নি পর্ব্বত-আকার।
অগ্নিবাণে গদা তার হইল সংহার॥
পাইলেন শ্রীরাম এখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর॥
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে বীর চাহে চারিভিতে॥
হাতে অস্ত্র নাহি আর রথ হৈতে উলে।
রুষিয়া শ্রীরামে বীর গিলিবারে চলে॥
রামে গিলিবারে খর ধায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়িলেন ত্রাসে॥



বজ্রাঘাতে পর্ব্বত যেমন চুই-চীর।
গায়ে প্রবেশিলে বাণ পড়ে খর বীর ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে ॥
বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ ॥
হইলেন শঙ্কর তোমার রণে সুখী।
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি ॥
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্টলোকপাল-আদি করেন স্তবন ॥
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে ॥
শ্রীরামে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ ॥
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর্ ঝর্ ঝরে ॥
তাহারে কহেন রাম রণ-বিবরণ।
শুনি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ ॥



● সূর্পনখা কর্তৃক রাবণকে সংবাদ দান ●

রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুখে ॥
রাবণে কহিতে যায় আত্ম-সমাচার।
নাক কান কাটা তার বীভৎস আকার ॥
যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যায় ॥
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি ॥
বসিয়াছে নিজ নিজ স্থানে মন্ত্রিগণ।
হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন ॥
নাক কান কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥

শৃঙ্গার-কৌতুকে রাজা থাক রাত্রি দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে ॥
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার ॥
হাতী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
যতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ॥
সূর্পণখা-মুখে শুনি দুঃখ-বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ ॥
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ব্বাণ ॥
সূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন ॥
তপস্বীর বেশ ধরে, নহে ত তপস্বী।
সঙ্গে করি ল'য়ে ভ্রমে পরম রূপসী ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল ॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে, নারী-শিরোমণি ॥
সীতার রূপের সম নাহি আর নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি ॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ-সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ॥
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণীরত্ন যত্নে এইক্ষণে ॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে ॥
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে ॥
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থলে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কি ছলে ॥



বিধাতার মায়া নর বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে ॥
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড-গীত কৃত্তিবাসে ॥



● রাবণ মারীচ কথোপকথন ●

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে ॥
আনিল পুষ্পকরথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ ॥
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত মাণিক কাঞ্চনে ॥
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য ॥
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর ॥
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন ॥
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল ॥
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া ॥
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ ॥
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি গেল তথা রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
মারীচ পাইল ভয় রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি ॥
ত্রাস পায় লোক যথা যম দরশনে।
মারীচের ত্রাস তথা দেখিয়া রাবণে ॥
রাবণ মারীচে বলে তুমিই প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান ॥
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে ॥
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচরে।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতরে ॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিল রাম একেশ্বর ॥
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই ॥
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমারে শত ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে এ কলঙ্ক অধিক ॥
সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।
হইয়া মনুষ্যকীট করে অপমান ॥
আপনি রাবণ আমি, পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ ॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতীকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার ॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন ॥
পরমাসুন্দরী শুনি তার এক নারী।
তার রূপ-গুণ-কথা কহিতে না পারি ॥
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায় ॥
অবোধ রাবণ, একি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি ॥
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী ॥
রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী ॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ, হবে সর্ব্বনাশ ॥
মনোহর লঙ্কাপুরী নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ, চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ, করি হে মিনতি।
ক্ষমা দেহ, রক্ষা কর, লঙ্কার বসতি ॥



আনহ যদ্যপি সীতা করিয়া বিবাদ ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে ।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে ॥
ছুটিলে যে মত্ত হস্তী, না রহে অঙ্কুশে ।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে ॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে ।
প্রাণ দিল দশরথ রাম-পুত্রশোকে ॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন ।
সীতার শ্রীরামপদে মন সমর্পণ ॥
তোমার কুমার সব থাকুক কুশলে ।
জ্ঞাতি বন্ধু তোমার থাকুক কুতূহলে ॥
বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী ।
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী ॥
রাম বিনা সীতা দেবী অন্যে নাহি দেখে ।
তবে তারে রাবণ, হরিবে কোন কাজে ॥
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি হও বা সুখী ।
সবংশে মরিবে রাজা, পাছু নাহি দেখ ॥
রাজা বলে, মারীচ, হরিণ হও তুমি ।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি ॥
মারীচ বলে, মৃগবেশে যাব তার কাছে ।
আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে ॥
কার্য্যসিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে ।
অপরাধ না করিহ রামের নিকটে ॥
পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে ।
জিজ্ঞাসা করিহ সে ধার্ম্মিক বিভীষণে ॥
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা ।
যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা ॥
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম ॥
মনে না করিহ সূর্পণখার অবস্থা ।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা ॥
দূষণ ত্রিশিরা খর লাগি নাহি দুখ ।
আপনি বাঁচিলে তুমি পাবে নানা সুখ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে ।
সবংশে মরিবে রাজা, নারিবে তাহারে ॥
তোমার বিক্রম জানি, শুন লঙ্কেশ্বর ।
শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর ॥
আপন বিক্রম তুমি বাখাও আপনি ।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি ॥
ছাড়িলাম ভাবিয়া পুত্র স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ।
তপস্বী হইয়া তথা শ্রীরামেরে ডরি ॥
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান ।
পাছেও রামের কাছে নারিতে পরাণ ॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর ।
সীতালোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর ॥
[illegible] মারীচ রাবণ [illegible] ক্রোধে ।
[illegible] ॥

● [illegible] ●

হিতবাক্য না শুনে, যার নিকট মরণ ।
যত বলে মারীচ, তা না শুনে রাবণ ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি ।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর, শুন রে দুর্ম্মতি ॥
নরের গৌরব কর মন্দ বলি মোরে ।
আমি যদি মারি তোরে কে রাখিতে পারে ॥
আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী ।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব দৈত্যে জিনি ॥
আসিলাম তব ঘরে কর তিরস্কার ।
মোর অগ্রে মনুষ্যের কর পুরস্কার ॥
বলবুদ্ধিহীন রাম হয় নরজাতি ।
নিশাচরকুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি ॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন ।
তথাপি আনিব সীতা, না হয় খণ্ডন ॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে ।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্যঘরে ॥



আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয় ।
যুদ্ধ না করিব আমি, দেখহ নিশ্চয় ॥
শুনিয়া মারীচ তাহা বলিল বচন ।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ ॥
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার ।
না দেখি নিস্তার রাজা, হরিলে এবার ॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার ;
এইবার সবাকার হইবে সংহার ॥
এক নারী আনিয়া মজাবে যত নারী ।
এই লোভ ছাড়ি ফিরি যাহ লঙ্কাপুরী ॥
সাগরের দর্প কর, সাগর কি করে ।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে ॥
আগেতে মরিব আমি রাম দরশনে ।
পশ্চাতে মরিবে তুমি, পরে পুরজনে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ভাণ্ডাইব কি মায়ায় ।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায় ॥
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর ।
একা না থাকিবে সীতা থাকিবে দোসর ॥
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন ।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন ॥
যথা তথা যাও তুমি বলি লঙ্কেশ্বর ।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর ॥
গেলাম হরিতে সীতা না হরিনু তায় ।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায় ॥
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন ।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ ॥
রাজা পাত্র করে যুক্তি হ'য়ে একমতি ।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি ॥
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড ।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥

● মারীচের স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ ●

রাবণ মারীচ সহ চলিল গগনে ।
উত্তরিল দোঁহে গিয়া দণ্ডক কাননে ॥
মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর ।
মৃগরূপ ধর তুমি, দেখিতে সুন্দর ॥
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচর ।
বিচিত্র সুচিত্র তার স্বর্ণ কলেবর ॥
নবনীত-সদৃশ কোমল কলেবর ।
শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে সুন্দর ॥
তার যেন দুই শৃঙ্গ প্রবাল প্রস্তর ।
সোনার বিম্বকি গলে যেন নিশাকর ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণমৃগ মনোহর ।
দুই ওষ্ঠ শোভে তারে যেন দিবাকর ॥
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা ।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী-ঝলকা ॥
লোমাবলী দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি ।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতুলি ।
রত্নের কিরণ কিবা শোভিত বিজলী ॥
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে ।
গাইল অরণ্যকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে ॥

● রামচন্দ্র কর্তৃক মারীচ বধ ●

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ ।
আলো করি চলে মৃগ রত্নের কিরণ ॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে ।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে ॥
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুইজন ।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন ॥
রাক্ষস-বংশের ধ্বংস করিবার তরে ।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে ॥



দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ ॥
শ্রীরামে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি হয় যদি করি নিবেদন ॥
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি ॥
শুনিয়া সাদরে রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন ॥
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ ॥
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী ॥
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি ॥
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ, ইহার কিবা মর্ম্ম ॥
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
শ্রীরামে বলেন কিছু প্রবোধ বচন ॥
মায়াবী মারীচ, শুনিয়াছি মুনি-মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে ॥
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত মাংস করয়ে আহার ॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলি।
আমা-সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী ॥
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার ॥
ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয় ॥
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে ॥
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির ॥
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধে পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি ॥
সে না হ'য়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্য জন।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন ॥
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্ন মৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি ॥
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে ॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ লক্ষ্মণ, রক্ষা করহ সীতারে ॥
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হয়ো সাবধান ॥
বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে ॥
যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ ॥
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর ॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে ॥
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল ॥
মারীচ সশঙ্ক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে চায় দেখে ফিরে ফিরে ॥
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূর।
নানা রঙ্গে চরে মৃগ মায়ায় প্রচুর ॥
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে পলায় সে দূরে ॥
প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কান ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপতঃ মৃগ নহে হবে দুষ্টজন ॥



ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী॥
ঐষীক-বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
বাণাঘাতে মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত॥
আইস লক্ষ্মণ দ্রুত কর পরিত্রাণ।
রাক্ষসে মিলিয়া ভাই, লয় মোর প্রাণ॥
মারীচ ভাবিল ইহা, ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের কম্প হয় কলেবরে॥
মারীচ-বুকের বাণ খসে টান দিতে।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে॥
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ-বধ গায় অরণ্যেতে॥



● রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত ●

দূরেতে রাক্ষস করে রাম-তুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি॥
হেথা সীতা শুনিয়া সে করুণ বচন।
বলিলেন, দ্রুত যাও দেবর লক্ষ্মণ॥
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম যে ডাকেন তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে॥
লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়॥
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও মাতা কিসের কারণ॥
রামেরে মারিতে পারে, নাহি কোন জন।
তুমি কি জান না মাতা, ধনুক-ভঞ্জন॥

রামের বচন দেবী আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী॥
কারে রাখি তোমার নিকটে কেবা রহে।
শূন্যঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে॥
প্রবোধ না মানে সীতা হ'য়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সঙ্গে যড় আছয়ে তোমারি॥
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা॥
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষ্য হও, সীতা বলে দুরক্ষর॥
প্রবোধ না মানে সীতা, আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে॥
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ, তাঁর পত্নী সীতা।
শূন্যঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা॥
আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বাণী॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতারে প্রণমি যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে॥
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ॥
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা-পাশ॥
ভিক্ষাঝুলি করে ধরে, কক্ষে ধরে [illegible]
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা [illegible]

২৬



পরমা সুন্দরী সীতা বচন মধুর ।
তাঁর রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর ॥
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে ।
কোন্ জাতি নারি তুমি থাক কোন্ দেশে ॥
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রেয়সী ।
মানবী না হও তুমি সোনার প্রতিমা ॥
সুগঠিত দুই স্তন শোভা করে উরে ।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে ॥
বিষম দণ্ডক বনে হিংস্র-ব্যাঘ্র দেশে ।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে ॥
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে ।
অমৃত সিঞ্চিল যেন মধুর বচনে ॥
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা ।
দশরথ-পুত্রবধূ রামের বনিতা ॥
রহ দ্বিজ, ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ ॥
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে ।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে ॥
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে শিখা ধর ।
কি জাতি কি নাম ধর কেন ভিক্ষা কর ॥
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে ।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী ।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে ।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে ॥
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন ॥
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন ।
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন ॥
হইল অনেক বেলা কর যে বিধান ।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান ॥
শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি ।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী ॥

জানকী বলেন, দ্বিজ, করি নিবেদন ।
পক্কফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ ॥
রাবণ বলিল, সীতা ব্রত করি বনে ।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে ॥
জানকী বলেন, দ্বিজ, এক কথা কহি ।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি ॥
রাবণ বলিল, ভিক্ষা আনহ সত্বর ।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর ॥
জানকী বলেন, ব্যর্থ অতিথি যাইবে ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে, প্রভু কি বলিবে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা ।
বিধির লিখন মত ঘটিলেক তথা ॥
ফল হাতে বাহিরেতে এলেন জানকী ।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত ।
জানকী বলেন, হায় একি বিপরীত ॥
দূর হ রে দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ ॥
রাবণ বলিল, সীতা শুনহ বচন ।
আত্মপরিচয় কহি আমি দশানন ॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন ।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন ॥
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন ।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী ।
জগত-দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী ॥
তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী ।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী ॥
সর্ব্বোপরি তোমারে করিব ঠাকুরাণী ।
তুমি অন্ন দিলে পাবে যতেক রমণী ॥
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান ।
সুবর্ণ মাণিক্যময় হবে তব স্থান ॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে ।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে ॥



ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীটজ্ঞান ॥
অল্পবুদ্ধি সে রামের অত্যল্প জীবন।
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন ॥
সীতা তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে ॥
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে ॥
অধার্ম্মিক নগণ্য অধম দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার ॥
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস্ কুবচন ॥
বিষ্ণু-অবতার রাম তুই নিশাচর।
রামে আর তোরে দেখি অনেক অন্তর ॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি ॥
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন ॥
দেখিবে, কেমনে করি তোমার পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন ॥
জানকী বলেন, আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি তুই আমার কারণ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন ॥
জনকের কন্যা যিনি রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি ॥
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী-অবতার।
তাঁহারে রাক্ষস হরে একি চমৎকার ॥

ত্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর ॥
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
আইস দেবর দ্রুত কর পরিত্রাণ ॥
অত্যন্ত কাতরা সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন ॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন ॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
সীতা ল'য়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম পাছে আসে বলি দেখে চারিভিতে ॥
জানকী বলেন, শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ ॥
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে ॥
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
শ্রীরামে কহিও হৃতা তোমার বনিতা ॥
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন ॥
আগে যদি জানিতাম রাক্ষস দুর্জ্জন।
ঘরের বাহির আমি হব কি কারণ ॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায় ॥
রাবণ বলিল, সীতা, ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্ জন ॥
জানকী বলে, শুন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর ॥
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখানা ত্বরিত গমনে ॥



● জটায়ু কর্ত্তৃক রাবণকে বাধা দান ●

জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায়॥
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর॥
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট॥
ডাক দিয়া বলে পক্ষী, শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস্ রে পাপী লঙ্কেশ্বর॥
কোন্ দোষে হরিলি শ্রীরামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী॥
সূর্পণখা গিয়াছিল রমণের সাধে।
নাক কান কাটে তার সেই অপরাধে॥
রাজা দশরথ বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরিলি তাহার নাহি ডর॥
কি কব হ'য়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা॥
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥
আকাশে উঠিয়া দেখে, রাম বহুদূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ কৈল চূর॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চোঁ দিয় সে পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠমাংস খান খান ছিঁড়ে॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথি মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখি ভূমিতলে॥
ভূমে রাখি সীতারে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে॥
পলাইতে যান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
যুঝে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে গিয়া ঘন বহে শ্বাস॥
বলে টুটা পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন॥
আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ-মনোরথে।
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর॥
রাবণ বলিল, পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ॥
অতঃপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
মহৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ॥
দুই জনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান॥
পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা॥
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশ মুণ্ড॥
পক্ষি-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ॥
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথশুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্থলে॥
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে॥



রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষিবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর॥
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছট্‌ফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট॥
আমা লাগি শ্বশুর যে হারালে জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ॥
আমার হইল জন্ম রাবণ-কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন॥
দর্শন পাইবে যবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি সব বিবরণ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ, তোমার সীতা হরে লঙ্কেশ্বর॥
সাগরের পারে ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুন্দরী॥
জটায়ু বলেন, সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ॥
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন।
উদ্ধার করিবে তোমা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে॥
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে॥
অপার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতি কৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল॥
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী॥
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে॥
রাবণ পক্ষীর যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড॥
এই ভয়ে রাবণ পলায় উর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে॥

● সুপার্শ্ব পক্ষীর বাধা দান ও রাবণের পরাজয় স্বীকার করিয়া অব্যাহতি লাভ ●

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগন॥
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুক্তার সে ঝারা।
হিমালয় হৈতে যেন বহে গঙ্গাধারা॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ॥
জানকী বলেন, কোথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এ-অভাগিনীরে দেখা দেহ এইক্ষণ॥
ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
পঞ্চ পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল নীল গবাক্ষ ও পবন-নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব ব'সেছে ছয় জন॥
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন কপিরাজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
অঙ্গের ভূষণ ফেলি গাত্রের উত্তরী॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান॥
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে॥
সীতা লৈয়া দক্ষিণেতে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন॥
সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পাতি-নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ॥



জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সেদিন সেইক্ষণে॥
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল পক্ষে আচ্ছাদন করে॥
সাগরের এক ভাগ জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি॥
পাখসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষিরাজ উপর গগন॥
মারে পাখী পাখসাট তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া ল'য়ে যায় দশানন॥
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
গিলিবারে রথশুদ্ধ দুই ঠোঁট মেলে॥
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হ'ব কি নারকী॥
রথখান বদ্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
তব সহ শত্রুতা না আছয়ে আমায়॥
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কান॥
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষিরাজ মানি পরাজয়॥
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ॥
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা॥
দেখিয়া সমুদ্রতীর রাবণে উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস॥
ভাবেন জানকী দেবী, সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম কিসে হবে পার॥
অধোমুখে জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥

● রাবণের লঙ্কায় উত্তরণ ●

রথ হৈতে সীতাকে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিল অন্তর॥
শত্রুতা হইল রাম-লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে॥
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
অনেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
কেমনে যুঝিব রাম লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা চতুর্দ্দশ জনে॥
কুপিয়া রাবণ কহে এত ভয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তো সবারে যা রে স্থানান্তরে॥
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে॥
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ॥
সীতারে প্রবোধ বাক্যে কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন॥
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিযা সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে॥
চারিভিতে সাগর মধ্যেতে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার ভিতর॥
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে॥



নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতাদেবী সকলি তোমার॥
তোমার সেবক আমি তুমিতো ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা লয়ে যাই অন্তঃপুরী॥
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে॥
রাম ধ্যান রাম প্রাণ রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা॥
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ॥
সীতারে রাখিল লয়ে অশোক-কাননে।
বেড়িল সীতারে গিয়া যত চেড়ীগণে॥
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া তোর বধিব জীবন॥
কাটিল দেবর তোর মোর নাক কান।
সেই কোপে আজি তোর বধিব পরাণ॥
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দী সভয় অন্তরে।
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে॥
সশোকা থাকেন সীতা অশোক-কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে॥



● দেবগণ কর্ত্তৃক সীতাদের আহার্য-ব্যবস্থা ●

জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন॥
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশমাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস॥
জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লয়ে যাও দেবরাজ॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক-কানন॥

বাসব বলেন, সীতা, না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্যঘরে॥
সাগর বাঁধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার॥
শোক পরিহর সীতে স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ॥
জানকী বলেন, লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয়॥
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্রলোচন তিনি হন ততক্ষণে॥
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
জন্মিল তাঁহার মনে প্রতীতি তখন॥
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহার ভক্ষণে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধা॥
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে॥
পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি হবে কি তাহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার॥
মহেন্দ্র বলেন, সীতা না হও বিকল।
প্রতিদিন যোগাইব আমি সুধা ফল॥
সীতারে আশ্বাস দিয়া যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর॥
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে।
হৃদয়ে শ্রীরাম-মূর্ত্তি সলিল নয়নে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ফাটিছে পরাণ।
অরণ্যেতে গান রাম-শোকের নিদান॥
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥





● শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতা অন্বেষণ সূচনা ●

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলা পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
না ছিল কপালে, তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন, শ্রীরাম, শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম, ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই, আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় হারালাম প্রেয়সী জানকী॥
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্যধন॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
কি হইল লক্ষ্মণ, কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে॥
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলি ডালি॥
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু কতশত কত নিশাচর॥
কোন দণ্ডে কোন দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ॥
এই বনে যত দুষ্ট রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা॥
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমার আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ, না করিলে বিবেচনা॥
তোমার কি দিব দোষ, মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল॥
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল।
কর্ম্মদোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল॥
মায়ামৃগ ছলে মোরে লইল কাননে।
হের সেই রাক্ষস প'ড়েছে মোর বাণে॥
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ধরি হাতে।
দেখ ভাই, মারীচ পড়িয়া আছে পথে॥
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শূন্যঘর দেখেন, না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥
তখনি বলিনু ভাই, সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল নিশাচরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া খোঁজেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে করেন সীতার অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার।
তথাপি শ্রীরাম দেখা না পান সীতার॥



কান্দিয়া বিকল রাম, জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধ বচন॥
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব, কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে পাব সীতা কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়॥
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হ'য়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনকলতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥

দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দিয়া বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে॥
শুন পশু-মৃগ-পক্ষী, শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেন কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ॥
দেখিলেন প'ড়ে আছে ভগ্ন রথ-চাকা।
কনক-রচিত আছে পতিত পতাকা॥
রথচূড়া পড়িয়াছে, আর তার জাঠি।
মণি মুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঠি॥
শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ।
এইখানে করহ সীতার অন্বেষণ॥
সম্মুখে পর্ব্বত বড়, অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া পর্ব্বত রাখিল চন্দ্রমুখী॥
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান॥
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ, লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান॥
লক্ষ্মণ বলেন, ইহা নহে কোনমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে॥
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু, চাহ অকারণ।
সীতা ল'য়ে অন্তরীক্ষে গেল কোন্ জন॥



নানামতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন॥
ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন, দহিব বিশ্ব, আছে কোন্ কার্য্যে॥
বিশ্ব পুরাইতে রাম পূরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান॥
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি॥
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর॥
সবংশে মরিবে, যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যেরে কেন বধি॥
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু, পোড়াও সংসার॥
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার॥
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত শিখর।
নদ নদী দেখি আর গিরি সরোবর॥
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিও চেষ্টা যেবা লয় মন॥
শুনি অস্ত্র সংবরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুই জনে॥
ক্ষণেক উঠেন রাম, বসেন ক্ষণেক।
উন্মত্তের প্রায় রাম বলেন অনেক॥
জলে স্থলে জানকীকে করেন উদ্দেশ।
বনে-বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ॥
যাহাতে দেখেন যাকে, জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
গুহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
বাঁচাও কহিয়া জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য, তুমি ধন্য, বন্য-বৃক্ষগণ।
কহিলা সীতার কথা রাখহ জীবন॥

● চক্রবাক দম্পতিকে শ্রীরামের অভিশাপ ●

আরো বহু দূর গিয়া কমল-লোচন।
চক্রবাকে দেখি রাম জিজ্ঞাসে তখন॥
তুমি কি দেখেছ যেতে জনক-নন্দিনী।
রাম-বাক্য শুনি পক্ষী বলিলেক বাণী॥
জনক-নন্দিনী কেবা তারে নাহি জানি।
মর্ম্ম-কথা খুলি বল, মোরা দোঁহে শুনি॥
পক্ষীর বচন শুনি বলে চক্রপাণি।
জনক-নন্দিনী সীতা আমার ঘরণী॥
গৃহে রাখি যাইলাম মৃগ মারিবারে।
গৃহে ফিরি আসি দেখি সীতা নাহি ঘরে॥
রামের কথায় পক্ষী করে উপহাস।
এই উপহাসে তার হৈল সর্ব্বনাশ॥
দেখিয়া রামের দুঃখ, দুঃখ না হইল।
উপহাস করি পক্ষী বলিতে লাগিল॥
এক নারী দুইজনে রাখিতে না পার।
নারীর উদ্দেশে তাই হৈলা দেশান্তর॥
পক্ষিরূপে জন্ম মোর বৃক্ষশাখে থাকি।
একেশ্বর পক্ষী আমি, দুই নারী রাখি॥
কি বলিবে জিজ্ঞাসিলে ক্ষত্রিয়-সমাজ।
স্ত্রীকে হারাইয়া প্রভু, নাহি বাস লাজ॥
পক্ষীর বচন শুনি কমল-লোচন।
অগ্নিসম নেত্র করি কহিলা বচন॥
স্ত্রীকে হারাইয়া আমি পুছিনু তোমায়।
তেঁই কি করিলে তুমি বিদ্রূপ আমায়॥
স্ত্রীর সঙ্গে বসি মোরে কৈলা উপহাস।
স্ত্রীর গর্ব্ব রতি-রস আজি হোক্ নাশ॥
রজনীতে আহার করিবে দুইজনে।
কেহ কারে না চিনিবে আমার বচনে॥
উদ্দেশ না পাবে কেহ রাত্রির ভিতরে।
রাত্রিতে বিচ্ছেদ হ'য়ে থাকিবে অন্তরে॥



স্তুতি-ক্রিয়া করি পক্ষী উড়িল আকাশ।
ভূমিতে পড়িলে হৈল স্তুতি-সঙ্গে নাশ ॥
শাপেতে পক্ষীর হইল দণ্ড সমুচিত।
'রাম জয় রাম জয়' বলিল ত্বরিত ॥
শাপ পেয়ে পক্ষিবর চিন্তিত হইয়া।
শ্রীরামের স্তব করে ভূমিতে পড়িয়া ॥
না জানিয়া প্রভু, দোষ হইল আমার।
যে কথা ব'লেছি প্রভু, শাস্তি হৈল তার ॥
ভকত-বৎসল প্রভু, তুমি নারায়ণ।
পতিতে তরাও তাই পতিত-পাবন ॥
না বুঝিয়া যাহা কিছু ব'লেছি বদনে।
সেই পাপ নাশ হৈল তব দরশনে ॥
রামের হইল দয়া পক্ষীর স্তবনে।
পুনরপি বলে প্রভু পক্ষিবর-স্থানে ॥
যে কথা ব'লেছি, তার না হবে খণ্ডন।
দ্বাপর-যুগেতে হবে তাহার মোচন ॥
জাল দিয়া ব্যাধে তোমা করিবে বন্ধন।
তখন হইবে তব শাপ-বিমোচন ॥
কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের বাক্য সুধা-খণ্ড।
গাইল অরণ্য-কাণ্ডে চক্রবাক-দণ্ড ॥

● জটায়ু কর্ত্তৃক সীতা-সংবাদ প্রদান ও তাহার মৃত্যু ●

এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চারিদিকে।
রক্তে রাঙা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে ॥
পক্ষীরে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই, বধি তোর প্রাণ ॥
পক্ষিরূপে আছিস্ রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যম-ঘর ॥
সন্ধান পূরেন রাম তারে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে ॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহুক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ ॥
সীতার লাগিয়া রাম, আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া গেল লঙ্কার রাবণ ॥
তোমরা দু ভাই যবে নাহি ছিলা ঘর।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর ॥
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায় ॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম, যাতে মরিবে রাবণ ॥
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম, কি করিতে পারি ॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম, দেখি একক্ষণ ॥
আপনা নিন্দেন রাম, জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয় ॥
বলেন জটায়ু যত, লিখিব তা' কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত ॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, তুমি মোর বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ ॥
রাবণের সঙ্গে মোর নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা ॥
কোন্ বংশে জন্ম তার থাকে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক মোর জানকীরে ॥
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা ॥
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ ॥
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে।
রাখিল লঙ্কায় লয়ে সমুদ্রের তীরে ॥
বিশ্রবার পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা ॥
কোন চিন্তা না করিহ, সংবর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ ॥



তব পাদোদক রাম, দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই স্বর্গলোকে॥
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে।
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে॥
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন॥
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস রচে ইহা শুনিয়া পুরাণ॥



জটায়ুর সৎকার

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ॥
বন্যজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ, লক্ষ্মণ পৌরুষ॥
তবে ত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটী॥
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ॥
সৎকার করেন তার, ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ॥
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস॥



কবন্ধের মুক্তিলাভ ও ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ

রজনী আইল, স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে আইলেন পুনঃ দুই ভাই॥
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী-জীবনেতে ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে॥
রজনীতে নিদ্রা নাহি, ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন-উপবাস॥
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইল যে ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ॥
রজনী প্রভাত হয় অরুণ বিকাশে।
চলেন দক্ষিণে রাম সীতার উদ্দেশে॥
ঘর ছাড়ি যান রাম ক্রোশ দুই পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে॥
সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে॥
বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন॥
কেন প্রভু, হয় হস্ত-লোচন-স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন॥
বিষম কুশের বন দেখি করে ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি না জানি কি হয়॥
দুই ভাই চলিতে করেন অনুবন্ধ।
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ॥
পেটের ভিতর নাক কান চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন হস্ত অপূর্ব্ব সে কথা॥
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন॥
কবন্ধ বলিল, তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবি নিস্তার॥
এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই হইল সংশয়।
প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয়॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু বুদ্ধি কেন ঘাটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি॥
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম॥
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছট্‌ফটি॥



ডাক দিয়া শ্রীরামে সে করে সম্ভাষণ।
কোন্ দেশে থাক তুমি হও কোন্ জন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা ॥
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন ॥
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃত আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক হও কোন্ জাতি ॥
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্বকথা কবন্ধের হইল স্মরণ ॥
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর ॥
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
এক মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে ॥
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব রূপ যাক নাশ ॥
যখন হবেন বিষ্ণু রাম অবতার।
তাঁর বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্তার ॥
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত ॥
বজ্রাঘাতে মুণ্ড মোর প্রবেশে উদরে।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে ॥
গতিশক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘ দুই লক্ষ ॥
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ ॥
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর ॥
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপ-বিমোচন ॥
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে ভ্রম কোন্ অভিলাষ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি কর কেমনে পাইব দরশন ॥
কবন্ধ বলিল, রাম, কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
যাবৎ আমার তনু না হয় সংহার।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার ॥
রাক্ষস-শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবে ত বলিতে পারি ইহার যুকতি ॥
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী ॥
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার ॥
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন ॥
পুরুষ বলেন, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সাবধান হ'য়ে শুন আমার বচন ॥
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমূকে।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে ॥
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস ॥



● শবরী উদ্ধার ●

প্রভাত হইল নিশা, উদয় মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী-তীর ॥
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ-বঞ্চিত ॥
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে ॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী ॥
পম্পাতে করিয়া স্নান, করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন ॥
প্রবেশ করেন রাম মাতঙ্গ-আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে ॥
চক্ষুতে আনন্দবারি ধরিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে ॥

মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাপ্তকাল॥
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি॥
শবরী যখন পাবে রাম দরশন।
তখনি হইবে তব পাপ-বিমোচন॥
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ-দাসীরে দেহ গতি॥
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাঠে॥
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার সাহসে রাম চমকিত মন॥
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর॥
যাঁহার স্মরণমাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়॥
শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপ নাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস॥
শ্রীরাম-চরিত্র-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হৈল অরণ্যকাণ্ড॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত



কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড

শ্রীরামচন্দ্র দন্ডকারণ্যে ঘুরছেন। কোথায় সুগ্রীব ? কিভাবে তার মিত্রতা লাভ করা যায় !

একদিন দু'ভাই উঠেছেন এক পর্বত শিখরে। তাঁদের দেখতে পেল সুগ্রীব। ভীত হল। হনুমানকে পাঠাল প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে। সে এসে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জেনে খুশী হয়ে তাঁদের নিয়ে গেল সুগ্রীবের কাছে। সুগ্রীব বলল, সম্ভবত আমি সীতার সন্ধান জানি। এক সময় রাবণ এক সুন্দরীকে নিয়ে যাচ্ছে আর সুন্দরী হাত-পা ছুঁড়ে বাধা দিচ্ছে এমনটি দেখেছিলাম। অনুমান করি সেই সীতা। তাঁর একটি আভরণ ফেলে দিয়েছিলেন। আমার কাছে আছে।

সেই উত্তরীয় দেখে রাম আরও শোকার্ত হলেন। সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করল, সীতা-উদ্ধারে সে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। প্রসংগত বলল নিজের বেদনার কথা। তার সংগে বালির বিরোধের কথা শুনে রামচন্দ্র বালি-বধ করে তাকে রাজা করতে প্রতিশ্রুত হলেন।

বালি-সুগ্রীব দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথম দিনে সুগ্রীবকে পালিয়ে আসতে হ'ল। রামচন্দ্র দেখলেন চেহারায় বয়সে এমনকি পোষাকেও দু'জন একই রকম। দ্বিতীয় দিনে চিহ্ন ধারণ করে গেল সুগ্রীব। দ্বন্দ্বযুদ্ধের কালে রাম তীর মেরে হত্যা করলেন বালিকে।

সংবাদ রটে গেল সারা কিষ্কিন্ধ্যায়। সবাই ছুটে এল বালির শোকে কাঁদতে কাঁদতে। ছুটে এল রাণী তারা। সেই শোক-সভার মাঝে লক্ষ্মণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকল। শুধু কাঁদতে দেখা গেল না রাম আর সুগ্রীবকে।

তারা রামকে অভিশাপ দিল, নিজে বিরহাতুর হয়েও আমাকে অন্যায়ভাবে বৈধব্য-যন্ত্রণায় ফেলেছ। যদি আমি সতী হই, তবে বলছি, সীতা উদ্ধার করেও তুমি তাকে হারাবে। বিরহ-যন্ত্রণাতেই তোমার জীবন শেষ হবে।

বালির সৎকার সমারোহেই সম্পন্ন করলেন রামচন্দ্র। তাঁর প্রতিশ্রুতি মত সুগ্রীব হ'ল কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। সুগ্রীব-পক্ষের আনন্দের বান ডাকল। সে নিজে আনন্দভোগে মেতে উঠ্‌ল। চল্‌ল বিলাসে কাল যাপন।

প্রায় আটমাস কেটে গেল। এল বর্ষাকাল। সমুদ্রও ফুঁসে উঠ্‌ল। এ বর্ষা শেষ না হ'লে তো সীতা উদ্ধার সম্ভব নয়। অভাগী সীতার জন্য রামচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

লক্ষ্মণ গিয়ে সুগ্রীবকে তিরস্কার করলেন। মৃত্যুভয় দেখালেন। তখন সুগ্রীব বলল, আমি সমস্ত কপি একাত্রত করছি। সীতা উদ্ধার অবহেলা হবে না। তখনই সুগ্রীব দেশ-দেশান্তরে দূত পাঠাল কপি-সংগ্রহে।

কপিরা এসে সমবেত হ'ল কিষ্কিন্ধ্যায়। এবার চারদিকে পর্যবেক্ষক পাঠাল সুগ্রীব। সবদিক থেকে ফিরে এল দূতেরা। এল না শুধু দক্ষিণ থেকে। সেদিকে অন্বেষণে গিয়েছিল অংগদ আর হনুমান। পাতাল পর্যন্ত দেখল তারা। অবশেষে সম্মাতির সংগে দেখা হ'ল বানরদের। তাদের কাছ থেকেই জটায়ুর মৃত্যু কথা শুনল সম্মাতি। দুঃখ ও ক্ষোভে সে রাবণ-বিরোধিতার প্রতিজ্ঞা করল।

লংকায় সীতা রয়েছেন অশোক বনে। এ সংবাদ জানাল সম্মাতি। হনুমান সমুদ্র-লংঘনের আয়োজন করতে থাকল।



কুন্দেন্দীবর সুন্দরৌধৃতি বলৌ বিজ্ঞানগেহাবুভৌ।
শোভাঢ্যৌ বরধম্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবিন্দ প্রিয়ৌ ।।
মায়ামানুষ রূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্ম্মবন্তৌ হিতৌ।
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌতৌ হি নঃ ।।
ব্রহ্মান্ডোধি সমুদ্ভবং কলিমল প্রধ্বংসনং চাব্যয়ং।
শ্রীমচ্ছম্ভূ মুখেন্দ সুন্দরং বরং সংশোভিতং সর্ব্বদা।।
সংসারময়ং ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকী জীবনং।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরাম-নামামৃতম্।

● শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দণ্ডকবনে ভ্রমণ ও সুগ্রীবের শঙ্কা ●

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর-কটকে ॥
দুই-ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শিখরে।
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥
সুগ্রীব বলিল দেখ, আসে দুই নর।
মনে করি, বালিরাজ পাঠাইল চর ॥
বুদ্ধির সাগর বালি, বুদ্ধি ধরে নানা।
তত্ত্ব কর, সত্য-মিথ্যা-তথ্য যাবে জানা ॥
সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে।
লাফে লাফে উঠে সব বড় বড় ডালে ॥
সে গাছ সহিতে নারে সবার আস্ফাল।
ফল ফুল ভাঙ্গে কত শাল-তাল-ডাল ॥
বনজন্তু যত ছিল পর্ব্বত-শিখরে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পালায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
হনূমান বলে, রাজা না হও চিন্তিত।
না দেখিয়া বালিরে হইলা কেন ভীত ॥
বানর চঞ্চল-জাতি লোকে উপহাসে।
চঞ্চল হইলে রাজা, লোকে আরো দোষে ॥
আমি গিয়া জেনে আসি, কোথাকার বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির ॥
সুগ্রীব বলিল, দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে, মনে লাগে ভয় ॥
হইবে তপস্বিবেশে রাজার কুমার।
ঝাঁট যাহ হনূমান, আন সমাচার ॥
যান হনূমান বীর তপস্বীর বেশে।
পরম গৌরবসহ উভয়ে সম্ভাষে ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি।
অনায়াসে মুক্ত হবে মুখে বল হরি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥



● সুগ্রীব-রামচন্দ্রে সখ্যতা ●

মুনিবেশ হনূমান দেখে দুই জন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ॥



হনূমান বলে, প্রভু, দেখি যে আকার।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ, ভ্রম ভূমিতলে।
গগনমণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে॥
কোথা ঘর, কি কারণে হেথা আগমন।
বিশেষিয়া কহ প্রভু সর্ব্ব বিবরণ॥
সুগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচিব আমি, নাম হনূমান॥
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ॥
শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ-বচন।
সুগ্রীবের পাত্র-সহ কর সম্ভাষণ॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ॥
মহারাজ দশরথ পৃথিবী-ভূষণ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
আসিলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন।
শূন্যঘরে পেয়ে সীতা হরিল রাবণ॥
কোন সিদ্ধ-পুরুষে কহিল উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ॥
ভ্রমিতেছি আমরা সে সুগ্রীব উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে॥
হনূমান বলেন সুগ্রীব দরশনে।
পরস্পর তুষ্টি হবে উভয়ের মনে॥
সুগ্রীবের নাহি রাজ্য নাহি তার নারী।
বালি রাজা হরিয়া করিল দেশান্তরী॥
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার॥
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে সুগ্রীব কাননে।
রাজ্যসুখ পাইবে সে তোমা দরশনে॥
শ্রীরাম বলেন, কপি, করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাও মিলন॥
শুনিয়া রামের বাক্য যান হনূমান।
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান॥

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে।
হনূমান কহেন সুগ্রীব রাজা শুনে॥
ছাড়হ বানর মূর্ত্তি কুৎসিত আকার।
ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে সুসার॥
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া করহ শিষ্টাচার।
আসিলেন রাম দশরথের কুমার॥
তাঁহার সাহায্য যদি কর মহারাজ।
ইহ-পরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ-সুলক্ষণ।
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ॥
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।
সেই হেতু তোমারে তাঁহার প্রয়োজন॥
সুগ্রীব, তোমারে আজি অনুকূল বিধি।
কোথা হৈতে মিলাইলা রাম গুণনিধি॥
এতদিনে হবে তব দুঃখ বিমোচন।
তোমার সহায় রামরূপী জনার্দ্দন॥
যার তত্ত্ব চারিবেদে না হয় কিঞ্চিৎ।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত যাহা শঙ্কর-বাঞ্ছিত॥
যোগে যাগে যোগিগণ না পান যাঁহারে।
সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে॥
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে।
ফল পুষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে॥
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের, বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম-দরশন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্রনীর ঝরে॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত রাম, তোমার যে কাজ॥
কহিলেক সকল আমারে হনূমান।
সীতার উদ্ধার হেতু আসিলে এ স্থান॥
মিত্রতা করিবে রাম, পশুর সহিত।
এই হনূমান বাক্য না হয় প্রতীত॥
পশু প্রতি যদি রাম, হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ॥



দাস-যোগ্য নহি আমি, জাতিতে বানর।
করুণা প্রকাশ রাম করুণাসাগর ॥
পাষাণের উপরে অর্পিয়া নিজ পদ।
অনায়াসে দিলা তারে মনুষ্যের পদ ॥
চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলা উদ্ধার।
নীচের নিস্তার-হেতু তব অবতার ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন।
বানরের হস্তে হস্ত দেন নারায়ণ ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্ব-পুণ্য সুগ্রীবের ছিল।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ প্রত্যক্ষ দেখিল ॥
পরম দয়াল রাম গুণে নাহি সন্ধি।
যাঁর গুণে বনের বানর হয় বন্দী ॥
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ ॥
মুনিবেশ ছাড়ি তবে বীর হনুমান।
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর দুইখান ॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে ॥
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের সঙ্গে সত্যে বদ্ধ নারায়ণ ॥
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
মিতালি করেন রাম পরম দয়াল ॥
উভয়ে কহেন কথা শুনেন উভয়।
উভয়ে উভয় প্রতি প্রীত অতিশয় ॥
উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিম্বা কয়।
সুগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয় ॥



● শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার আভরণ প্রদর্শন ●

সুগ্রীব বলেন, রাম, কহি অবশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ ॥
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম কন্যা এক রাবণের রথে ॥
হাত পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী ॥
গলদেশে উত্তরীয় গাত্রে আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী ॥
যদি আজ্ঞা হয় তব আনি তা এখন।
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ ॥
আভরণ আনিলেন সুগ্রীব সে স্থলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে ॥
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে ॥
বিলাপ করেন কোথা রহিলে সুন্দরী।
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী ॥
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে।
কোন্ দিকে গেলে প্রিয়ে জানিব কিমতে ॥
কহ কহ সুগ্রীব আমার তুমি সখা।
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা ॥
জানকীর রূপ মনে হইলে উদয়।
জ্ঞানহত হই দেখি বিশ্ব তমোময় ॥
স্থির নহে মন দহে দিবস রজনী।
কোথা গেলে পাইব সে সুধাংশুবদনী ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে রাবণ বৈসে যথা।
ঘুচাইব সর্ব্বত্র রাক্ষসজাতি-কথা ॥
ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা।
মারিব রাক্ষসগণে রক্ষা করে কেটা ॥
লক্ষ্মণ উদ্যোগ কর আন ধনুর্ব্বাণ।
অরি বধ করি' করি শোকাগ্নি নির্ব্বাণ ॥
সুগ্রীব বিবিধরূপে শ্রীরামে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত মধুর আখ্যান ॥





● রাম নামের মহিমা বর্ণন ●

শমনদমন রাবণরাজা
রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন,
যে লয় রামের নাম॥
সুকৃত-জনম দুষ্কৃত-দমন
শ্রুতিসুখ রামায়ণ।
শ্রবণ মনন করে যেইজন,
তারে তুষ্ট নারায়ণ॥

রাম নাম জপ ভাই, অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম রাম-নাম-বিনা মিছে॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া সেই যায় দেবলোকে॥
শ্রীরামের মহিমায় কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা॥
পাপী জন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে॥
রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা॥
রামজন্ম-পূর্ব্বে ষষ্ঠী সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
রাম নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদ তরী॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ॥



● সীতা-উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিশ্রুতি ●

সুগ্রীব বলেন, সখে, না জানি বিশেষ।
কি জানি, কেমন বীর গেল কোন্ দেশ॥
যথায় যাউক তার নাহিক এড়ান।
বানর লইয়া তার বধিব পরাণ॥
সম্বর সম্বর মিত্র মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা॥
যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন॥
বিলাপ সংবর রাম, শোকে বাড়ে শোক।
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞলোক॥
রাজ্য হারালাম আর হারালাম নারী।
পশু আমি, তথাপি তা মনে নাহি করি॥
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন-পূজিত।
ভার্য্যা লাগি কর খেদ অতি অনুচিত॥
মিথ্যা না বলিব মিত্র, অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী॥
অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ।
তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব ভূপতি।
উত্তর করেন তারে নিজে রঘুপতি॥
জ্ঞাতি-গোত্র-পুত্র-মিত্র-শোক পায় লোক।
সে সবার হইতে অধিক ভার্য্যা শোক॥
কলত্রে গৃহীর সুখ, কলত্রে সংসার।
কলত্র হইতে হয় পুত্র পরিবার॥
গয়াশ্রাদ্ধে করে পুত্র বংশের উদ্ধার।
পুত্র দ্বারা পারত্রিক ঐহিক নিস্তার॥
অশেষ প্রকারে মিত্র বুঝাও আমায়।
তথাপি কলত্র-শোক পাসরা না যায়॥
সুগ্রীব বলেন রাম কি কহিতে পারি।
পালিব তোমার আজ্ঞা আমি আজ্ঞাকারী॥
করিব তোমার কার্য্য আমি যথা জ্ঞান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান॥





● সুগ্রীবের আত্মকথা বর্ণন ●

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, বিনা প্রিয়জন।
হেনকালে হেন কথা কহে কোন্ জন॥
আপনি দেখিলে মিত্র, আমার যে ক্লেশ।
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ॥
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন।
অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন॥
সুগ্রীব বলেন মিত্র স্থির কর মন।
সম্প্রতি করিব কিছু আত্ম নিবেদন॥
বসিতে আসন রাজা দেখে চারিভিতে।
আনিলেক শালবৃক্ষ ফলের সহিতে॥
তদুপরি আনন্দে বসেন দুই জন।
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব বলেন, বালি, বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান॥
এ পর্ব্বতে থাকি রাম না দেখি উপায়।
অনুকূল হ'য়ে বিধি তোমারে মিলায়॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর॥
মম ভার্য্যা, তব রাজ্য, যেই জন হরে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে॥
উভয় ভ্রাতার কেন হইল বিবাদ।
বিশেষ শুনিতে চাহি, কার অপরাধ॥
সুগ্রীব বলেন, আমি বিবাদ না জানি।
বিশেষ করিয়া কহি, শুন রঘুমণি॥
রিক্ষরাজ নামে ছিল রাজা মহামতি।
আমরা উভয় ভ্রাতা তাঁহার সন্ততি॥
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ।
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালিরাজা বিক্রম-সাগর।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত সমরে তৎপর॥
মন্ত্রিগণ তাঁহারে দিলেন রাজ্যভার।
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য অধিকার॥
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস।
না জানি বিরোধ সদা হাস্য পরিহাস॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিবাদের কথা শুন কমললোচন॥
প্রীতিভাবে করিতাম দোঁহে রাজ্যভোগ।
হেনকালে ঘটালেন বিধাতা দুর্য্যোগ॥
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর॥
দুই ভাই মায়ায় মহিষরূপ ধরে।
মায়াবী নিশিতে আসে জিনিতে বালিরে॥
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই-অনুরোধে॥
পলাইল দানব দেখিয়া দুই জনে।
আমরা ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে॥
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী॥
বালি বলে, থাক ভাই সুড়ঙ্গের দ্বারে।
যাবত দানব মারি নাহি আসি ফিরে॥
আমি কহিলাম, দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ।
সংশয়-স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ॥
পায়ে পড়ি বলিলাম তবু নাহি মানে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে॥
বারে বারে নিবারিনু না শুনে বচন।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল ভুবন॥
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর॥
মহাবীর দানব সে করিল আঘাত।
আমি ভাবি বালিরাজা হইল নিপাত॥
বালিকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে।
দিলাম পাথর এক সুড়ঙ্গের দ্বারে॥
সংবৎসর না দেখিয়া হইল সংশয়।
সবে বলে বালির মরণ সুনিশ্চয়॥



কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর।
কোথা গেল বালিরাজা জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
অন্ত্যক্রিয়া করিলাম তাঁহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা যত পাত্রগণে ॥
তারপর দৈত্যে মারি ঘরে আসি বালি।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে।
সবার সম্মুখে গালি দিলেক আমারে ॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিয়া সুড়ঙ্গ-দ্বারে সুগ্রীব চণ্ডালে ॥
সুগ্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে।
রাজ্য মহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে ॥
ছত্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী।
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥
বৎসরেকে দৈত্য মারি দেশে আসিবারে।
সুগ্রীব বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥
বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর।
পদাঘাতে ঘুচাইনু সুড়ঙ্গ-পাথর ॥
সহোদর ভাই হ'য়ে করিল অন্যায়।
কাটিলে ইহার মাথা তবে দুঃখ যায় ॥
দূর হ রে অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ।
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা।
মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা ॥
বহু স্তব করিলাম না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
পায়ে পড়ি যত বলি বালি নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যারে দুষ্ট যেথানে সেথানে ॥
বারে বারে বলি তবু না শুনিস্ কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা ॥
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হ'য়ে মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে ॥
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥



● বালি ও দুন্দুভির দ্বন্দ্ব ●

বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ব-বিবাদ-কথন।
এক চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শুন ইতিহাস ॥
মায়াবীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ।
অগ্রজের বার্ত্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥
বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাহি গণে।
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে ॥
সমুদ্র বলিল, মম যুদ্ধ নাহি আসে।
যাহ হিমালয়াচলে রণের উদ্দেশে ॥
হিমালয়-গিরিবর শঙ্কর শ্বশুর।
তার ঠাঁই গেলে তব দর্প হবে চুর ॥
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত-নিকটে ॥
শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতেরে করে খান খান।
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥
পর্ব্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার।
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥
বলিল মহিষাসুরে, তুমি মহাবলী।
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা আছে বালি ॥
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ।
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
বন ভাঙ্গি মধু খেয়ে কর ছারখার ॥
বালিরাজ না সহিবে মধু-অপচয়।
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয় ॥



তোর জ্যেষ্ঠ ছিল যে মায়াবী মহাবলী।
তাহারে মারিল সে বানররাজ বালি ॥
জ্যেষ্ঠের নিধন শুনি কুপিত অন্তরে।
তখনি দুন্দুভি গেল বালিরাজ পুরে ॥
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালি সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥
বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া।
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা পরিল তুলিয়া ॥
স্ত্রীগণ-বেষ্টিত বালি আইল নির্ভয়।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
রুষিল মহিষাসুর আরক্তলোচন।
স্ত্রীগণ-সম্মুখে করে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
মধুপানে মত্ত তুই ঘূর্ণিত লোচন।
মত্তজনে মারি মোর নাহি প্রয়োজন ॥
প্রাণদান দিনু তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুক শৃঙ্গারে ॥
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যূষ বিহানে।
বল বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে ॥
স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর।
বীরদাপ করি বলে, শুনরে অসুর ॥
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা।
পড়িলে বালির হাতে নাহি তোর রক্ষা ॥
যমরাজ ধরে যদি আছে প্রতীকার।
বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ।
আসিলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ ॥
কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে।
সে কথা থাকুক আজি যাও যমঘরে ॥
কুবুদ্ধি ধরিল তোরে মোর সঙ্গে রণ।
তোর দোষ নহে, তোর ললাটে লিখন ॥
পলাইয়া যারে তুই লইয়া পরাণ।
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান ॥
কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে থর থর।
পুনশ্চ বলিছে তারে বালি কপীশ্বর ॥
আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম ॥
যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান।
এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ ॥
রুষিয়া দুন্দুভি দৈত্য দুই শৃঙ্গ মারে।
খান খান করিয়া বালির অঙ্গ চিরে ॥
সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হটে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্ততে ফুটে ॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি বালিরাজ হাসে।
গাইল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥



● বালির পরাক্রম ●

মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চমৎকার।
পাদপ-পাথরে বালি করে মহামার ॥
মারে গাছ পাথর সে মহিষ উপর।
পরাভূত নহে দৈত্য যুঝে নিরন্তর ॥
দুই শৃঙ্গ নত করি বালিরে বধিতে।
বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আচম্বিতে ॥
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে।
শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে ॥
দুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক।
ঘন পাকে ফেরে যেন কুমারের চাক ॥
পাথর-উপরে তারে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥
পড়িল মহিষাসুর হ'য়ে অচেতন।
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন ॥
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
মতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে ॥
মুনি বলে কোন্ বেটা করিল এমন।
গায়ে রক্ত দেয় সে যে পাপিষ্ঠ কেমন ॥
রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন।
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ ॥



মহাক্রোধ করি মুনি হাতে জল নিল।
কুপিত হইয়া তারে অভিশাপ দিল॥
মুনি বলে, হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
এ পর্ব্বতে এলে তার অবশ্য মরণ॥
পরস্পর শুনে বালি শাপ বাক্য তাঁর।
দূর হৈতে মুনি-পদে করে নমস্কার॥
দূরে থাকি মুনিস্থানে যাচে পরিহার।
সঙ্কট সাগরে প্রভু, করহ নিস্তার॥
মতঙ্গ বলেন, মম শাপ অখণ্ডন।
এ পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন॥
সেই শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে।
দেশদেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে॥
ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাবে পরাণ।
বালিকে মুনির শাপ তেঁই মম ত্রাণ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কহিলে সকল।
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমসাগর।
বালির বিক্রম-কথা শুন রঘুবর॥
যখন রজনী যায়, অরুণ উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্ব্বতশিখর।
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর॥
উপাড়িয়া পর্ব্বত আকাশোপরি ফেলে।
আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সে নিমিষে বেড়ায়।
স্বয়ং পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়॥
বালিকে মারিতে যদি নার একবাণে।
তবে বালিরাজ মোরে বধিবে পরাণে॥
মহাবীর বালিরাজ এ তিন ভুবনে।
পরাভব পায় সর্ব্ববীর তার রণে॥



● সুগ্রীবকে রাজ্য দিতে রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ●

সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ।
কোন্ কর্ম্মে তোমার প্রতীত হয় মন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কোথায় হেন বীর।
শ্রীরামের এক বাণে যে রহিবে স্থির॥
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত॥
সুগ্রীব বলেন, দেখ দুন্দুভি-পাঁজর।
পায়ে করি ফেলাইল বালি কপীশ্বর॥
নেত্রনীরে সুগ্রীবের তিতিল বদন।
আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর।
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর॥
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন।
ফেলেন যোজনশত কমললোচন॥
সুগ্রীব বলেন, শুন রাম রঘুবর।
যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর॥
রক্ত চর্ম্মে ছিল ভারী তুলিতে দুষ্কর।
এখন হ'য়েছে শুষ্ক নহে তত ভর॥
ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান।
বালিরাজ হইতে যে তুমি বলবান॥
শুন প্রভু রঘুনাথ, আমার বচন।
বালির বিক্রম কথা করি নিবেদন॥
দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন।
বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন॥
সন্ধ্যা করে বালিরাজ সাগরের জলে।
হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে॥
তপ করে বালিরাজ মুদ্রিত নয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন॥
যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে॥



লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে ॥
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে।
রাবণ খাইয়া জল বাঁচিতে না পারে ॥
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন।
উঠিলেন বালি, লেজে বান্ধা দশানন ॥
রজনী হইল বালি চলি যায় ঘর।
কাতরে রাবণ বলে, ক্ষম কপীশ্বর ॥
বহু স্তবে ক্ষমে বালি তার অপরাধ।
রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ ॥
এক যুক্তি শুন প্রভু কমললোচন।
বালি সঙ্গে মিলন করহ এইক্ষণ ॥
মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে।
দোঁহে মিলি মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ভ্রাতা দুই জনে যদি করাও মিলন।
কোন্ ছার গণি তবে রাজা দশানন ॥
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে।
রাবণে আনিবে বালি ধরি তার জটে ॥
এতেক সুগ্রীব যদি বলিল বচন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন তখন ॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী ॥
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন।
পিতৃবাক্যক্রমে কেন আইলাম বন ॥
এতেক বলিলে রাম কমললোচন।
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ ॥
সাত তাল গাছ আছে একই সোসর।
তোমার প্রত্যয় হেতু বিন্ধে রঘুবর ॥
সুগ্রীব বলেন তবে শুন নরবর।
নখের চাপনে তাহা বিন্ধে কপীশ্বর ॥
সাত তাল গাছ যদি বিন্ধ এক শরে।
তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে ॥
হাসেন শ্রীরঘুনাথ, দীপ্ত দশদিক্।
তালগাছ বিন্ধিব সে, এ কোন্ অধিক ॥

সুচিত্র বিচিত্র বাণ কনক-রচিত।
তূণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥
দৃঢ়মুষ্টি করি নিল দক্ষিণ-হস্তেতে।
ছুটিল রামের বাণ সে সপ্ত তালেতে ॥
সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিন্ধিয়া আগুসার ॥
এক বাণে শৈল বিন্ধে আর সপ্ত-তাল।
বজ্রাঘাত শব্দে বাণ প্রবেশে পাতাল ॥
মূর্ত্তিমান রাজহংস আসিবার কালে।
পুনর্ব্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি বাণ তূণ-মধ্যে ঢোকে।
রামের বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে ॥
সকল বানর নিল রামপদ-ধূলি।
তুমি পার মারিবারে শত শত বালি ॥
সুগ্রীব বলেন, তব বিক্রমেতে গণি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে, এসেছ আপনি ॥
তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাতা।
তোমার প্রতাপে পাব রাজদণ্ড-ছাতা ॥



• বালি-সুগ্রীব যুদ্ধ ও সুগ্রীবের পরাজয় •

শ্রীরাম বলেন, কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালির সহিত ঝাট করাও দর্শন ॥
দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য করিবে হে তুমি মিত্রবর ॥
সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন।
সাত জন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন ॥
রাজদ্বার নিকটে চলেন রাম ধীরে।
বৃক্ষ আড়ে লুকাইয়া থাকে দুই বীরে ॥
বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িবে সিংহনাদ।
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরব্ধ।
একবাণে বালিকে করিব আমি স্তব্ধ ॥



বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ।
বাহির হইল বালি দেখিতে প্রমাদ ॥
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে আক্রম করে সুগ্রীব-উপর ॥
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর।
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতর ॥
ক্ষণে হেঁটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে।
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে ॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশভূষা বয়স সমান ॥
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে ॥
সুগ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড় ॥
মহাবল বালিরাজ অতুল-প্রতাপ।
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ ॥
বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার।
যুদ্ধারম্ভে সুগ্রীব বানর কোন্ ছার ॥
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ।
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদান ॥
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব।
আগে ধায় ফিরি চায় প্রায় সে নির্জীব ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব পলাইল।
মুনিশাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল ॥
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
ঘরে যায় বালিরাজ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ॥
ভাল, পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন।
কি জোরে করিস্ তুই মোর সঙ্গে রণ ॥
ভাল হৈল, পলাইল, হয় মোর ভাই।
প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই ॥
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে।
সুগ্রীব জর্জ্জর ঘায়ে, রহে ঋষ্যমূকে ॥

চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে।
আছে হেঁটমুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে ॥
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে ॥
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে ॥
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেন।
বালি সঙ্গে কেন তবে প্রবেশিব রণ ॥
তখনি ব'লেছি বালি বিষম দুর্জ্জয়।
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয় ॥
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর।
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন্ বীর ॥
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে ভাগে।
কোন্ জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে ॥
কেন বা গেলাম পাইলাম অপমান।
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিকটে ছিল যেই।
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেঁই ॥
বালিকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস।
আমাকে ফেলিয়া রণে হৈলে একপাশ ॥
এখনি মারিবে বাণ হেন মোর মনে।
কোথা বাণ, কোথা রাম, ভাগ্যে আছি প্রাণে ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর ॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্রবধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ ॥
চিহ্ন দিয়া যাবে, যেন রণে গেলে চিনি।
বালিকে মারিব রাজা হইবা আপনি ॥
পুনঃ যুদ্ধে গেলে যবে আসিবেক বালি।
ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি ॥
বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥



● বালি বধ ●

চিহ্ন বিনা নাহি চেনা যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥
রজনী প্রভাতে ফুল আনে নানাজাতি।
সেই ফুলে মালা গাঁথে লক্ষ্মণ সুমতি॥
লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্পমালা তার গলে।
করিলেন সাত-বীর যাত্রা শুভকালে॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে।
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাৎ চলে ইতর বানর॥
মৃগ পক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমাণ॥
বনের ভিতর দেখে অতি সুশোভন।
মুনির আশ্রম মাঝে কদলীর বন॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, অদ্ভুত কদলী।
কাহার সৃজন এই আশ্রম-মণ্ডলী॥
সুগ্রীব বলেন, হেথা ছিল সপ্ত মুনি।
করিত কঠোর তপ লোকমুখে শুনি॥
দশ হাজার বর্ষ তাঁরা রহি অনাহারে।
করি তপ সশরীরে গেলা স্বর্গপুরে॥
সকলে বন্দেন গিয়া আশ্রম-মণ্ডল।
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
সুগ্রীব বলিল, মিত্র হও সাবধান।
কালিকার মত যেন না হয় বিধান॥
আপন শপথে মিত্র, আজি হও পার।
অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার॥
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিও মনে।
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভূষিত মালায়।
বালিকে বধিব আজি বাঁচাব তোমায়॥
বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর।
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর॥
সপ্ত তাল বিন্ধিলাম আমি যেই বাণে।
সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে॥
মিথ্যা না বলিব, সত্য না করিব আন।
বালিরাজ নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ॥
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালি-দ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে॥
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল॥
সিংহনাদে রুষিল বানর রাজা বালি।
সম্মুখে যাহারে দেখে, তারে দেয় গালি॥
মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারা।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা॥
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
তিন শত যোজন দীঘল কলেবর॥
যদি বাঞ্ছা হয়, হয় নকুল প্রমাণ।
কখন আকাশ-যোড়া হয় পরিমাণ॥
লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ।
উভ যদি করে তবে পরশে আকাশ॥
তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে॥
কোপ সংবরহ রণে না কর গমন।
আমার বচন শুন জীবন-কারণ॥
এক দিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম।
কি সাহসে এল পুনঃ করিতে সংগ্রাম॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাঁকারে।
হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে॥
আপনা পাসর তুমি মত্ত হও কোপে।
ভাবিতে তোমার কর্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥
যুদ্ধে না যাইও প্রভু শুন মোর বাণী।
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি॥
কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন, নিজে সে দুর্ব্বল॥



যুদ্ধে না যাইও তুমি, থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব দ্বারে ডাকুক বাহিরে॥
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসী।
বল্কল পরণে, শিরে জটা সে সন্ন্যাসী॥
রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে।
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে॥
রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে।
সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে॥
যদ্যপি এমত হয় তবে বড় ভার।
নাহি দেখি আজি যুদ্ধে মঙ্গল তোমার॥
ভাল মন্দ হউক, সে তব সহোদর।
সহোদর সনে যুদ্ধে অযোগ্য বিস্তর॥
ক্ষান্ত হও মহারাজ, কাজ নাই রাগে।
সুগ্রীব সহিত রাজ্য কর একযোগে॥
সকলে রাজত্ব করে সুগ্রীব বঞ্চিত।
সহিতে না পারে দুঃখ, ভাবে বিপরীত॥
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা॥
আর এক কথা প্রভু, করি নিবেদন।
পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন বন॥
কৈকেয়ী বিমাতা তাঁরে দিল সত্যভার।
কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার॥
শত্রু হ'য়ে যেই জন পাঠাইল বনে।
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে॥
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সোদর।
দুই ভাই রাজ্য কর হ'য়ে একত্তর॥
বালি বলে, না ভাবিও তারা চন্দ্রমুখী।
সুগ্রীব লাগিয়া বল, আমি হই দুঃখী॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে॥
বৃক্ষ প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ দ্বার ঢাকে।
আমার মহিষী হরে জাতি নাহি রাখে॥
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে।
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা বিদ্যমানে॥
তারা বলে, শুন রাজা করি নিবেদন।
সুগ্রীবের দোষ নাই, দোষী পাত্রগণ॥
পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা, তার নাহি দোষ॥
করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন।
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ॥
ক্ষিতি খান খা' হয় পর্ব্বত উপাড়ে।
চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে॥
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল প্রাণনাথ, রক্ষা পাবে কিসে॥
বালি বলে, বল কেন অসত্য বচন।
মারিবে শ্রীরাম মোরে বল কি কারণ॥
পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম।
রামকে না ভয় করি শুন তার মর্ম্ম॥
সত্যবাদী রাম বড় সত্যধর্ম্মে মন।
সত্যের কারণে তিনি আসিলেন বন॥
কখন রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসংবাদ॥
আমি দোষী নহি, রাম রুষিবেন কিসে।
পুনঃ পুনঃ কহ কেন রাম বুঝি আসে॥
তবে যদি সুগ্রীব-সাহায্যে আসে রাম।
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম॥
রুষিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে॥
যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙ্গল।
কিন্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল॥
অন্তরে জানিয়া তারা কান্দিল বিস্তর।
এবার নিস্তার নাহি, সমর দুস্তর॥
বাহির হইয়া বালি চতুর্দ্দিকে চায়।
শুধু সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়॥
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধে লাগে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি॥



বেড়াবেড়ি করিয়া উভয়ে জড়াজড়ি।
জড়াজড়ি দুই জনে করে মারামারি ॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর ॥
সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর ॥
বালি বজ্রমুষ্টি এক মারে তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব, শোণিত উঠে মুখে ॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে ॥
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
দশদিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম সে বালির বুকে ফুটে ॥
বুক ধরি বালিরাজ করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার ॥
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালি ঘন বহে শ্বাস ॥
পড়িলেক বালিরাজ ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামের কেন ঘটিল প্রমাদ ॥

● শ্রীরামচন্দ্রকে বালির তিরস্কার ●

ভূমে পড়ি বালিরাজ করে ছট্‌ফট্।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে ॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহি বালি।
দন্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি ॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু-জ্ঞানে ॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম এ কোন্ বিধান ॥
শশক গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চ নখী ॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির ॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি, শাখামৃগে কোন্ প্রয়োজন ॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মার কোন্ কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে ॥
কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ুঃ-শেষ ॥
অন্য বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে ॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা মম বিনাশিলে প্রাণী ॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ ॥
তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে ॥
সর্ব্বলোকে বলে, রাম ধর্ম্ম-অবতার।
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার ॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম, পাইলে কি সুখ ॥
কোথাও না দেখি হেন, কোথাও না শুনি।
একের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় খুনী ॥
সম্মুখ-সমরে যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥
সম্মুখে সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমাকে বধিলে হ'য়ে চোর ॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥
সুগ্রীব আমার বাদী, সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন ঘটালে প্রমাদ ॥



কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটেতে বধি বালিরাজে॥
দশরথ রাজা তিনি ধর্ম্ম অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন॥
ধর্ম্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা॥
বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
সম্মুখেতে আমার রাবণ কোন্ ছার॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবালাম চারি পারাবারে॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে॥
ত্রিলোকবিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তার কাছে দুর্ব্বল সুগ্রীব॥
যদি হয়, হইবে বিলম্ব বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
একদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম, সেবিত তোমায়॥
এ কোন্ বিচিত্র ভার আমি বালিরাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ॥
বিস্তর ভর্ৎসিল রামে রণস্থলে বালি।
কৃত্তিবাস বলে, কেন রামে দেহ গালি॥

● শ্রীরামের প্রতি বালির নিবেদন ●

শ্রীরাম বলেন, বালি, শুন হ'য়ে স্থির।
বানর জাতির মধ্যে তুমি বড় ধীর॥
আমারে করিলে তুমি অনেক ভর্ৎসন।
আর যদি থাকে কিছু, কহ কুবচন॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে॥
ঘাস খায়, বনে চরে, নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ॥
মৎস্যগণ জলে থাকে তারা হিংসে কাকে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে॥
পশু পক্ষী সর্ব্বক্ষণ থাকে সর্ব্ব বনে।
ব্যাধগণ মহানন্দে কেন তারে হানে॥
আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার।
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার॥
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ বালি, কেন করহ সন্তাপ॥
ভক্ত হেন সুগ্রীবের করিব পালন।
তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন॥
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি॥
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম-গর্ব্বিত।
তোমায় অধিক বলা না হয় উচিত॥
তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে।
ক্ষমা কর, কপিরাজ, কেন পাড় লাজে॥
ক্ষম বীর, ইহা তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্রভুবন॥
ইন্দ্রপুত্র তুমি, ধর মহেন্দ্রের বেশ।
অমরাবতীতে যাও আপনার দেশ॥
বালি বলে, ত্রিভুবনে তুমি হে পূজিত।
বলিলাম ব্যথিত হইয়া অনুচিত॥



ক্ষমা কর, ধরি রাম, তোমার চরণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদে তুমি করহ পালন ॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার।
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন্ অধিকার ॥
তুমি দাতা, তুমি কর্ত্তা, তুমিই বিধাতা।
সুগ্রীব-অঙ্গদের ধর্ম্মতঃ হও পিতা ॥
সুষেণ-দুহিতা তারা আছে গৃহ-মাঝে।
সুগ্রীব না দুঃখ দেয় তারে কোন কাজে ॥
শ্রীরাম বলেন, গতি চিন্ত কপিরাজ।
পবিত্র হইলে তুমি, কথায় কি কাজ ॥
শ্রীরামে বিনয়ে বালি কহে যোড়হাত।
বিরূপ-বচন ক্ষমা কর রঘুনাথ ॥
বালির বচন শুনি রামের উল্লাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রতি অভিশাপ

পড়িল সে বালিরাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে ॥
বস্ত্র না সংবরে রাণী আলুলিত কেশে।
অঙ্গদেরে ল'য়ে যায় বালির উদ্দেশে ॥
পথে দেখে মন্ত্রিগণ পলাইছে ত্রাসে।
অশ্রুমুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে ॥
তোমরা রাজার পাত্র, ছিলে তাঁর সাথী।
ছাড়ি যাও কেন তবে রাখিয়া অখ্যাতি ॥
কপিগণ বলে, শুন তারা ঠাকুরাণী।
দুই ভাই বিস্তর করিল হানাহানি ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ ॥
চারিভিতে সৈন্য দিয়া রাখ অন্তঃপুরী।
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি ॥
তারা বলে রাজ্য লয়ে থাকুক অঙ্গদ।
স্বামি-সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ ॥
শিরে করে করাঘাত, বস্ত্র না সংবরে।
রণস্থলে গিয়া রাণী চৌদিকে নেহারে ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি বসি আছে রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি যোড়হাত ॥
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা ॥
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥
মেঘের গর্জ্জন তুল্য তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর কেবা সহে তব রণ ॥
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে।
একি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে ॥
মম বাক্য না শুনিলে করিলে সাহস।
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিবস ॥
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥
চন্দ্র যান অস্ত তাঁর সঙ্গে যায় তারা।
তোমার হইল অস্ত, রহে কেন তারা ॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল হেন কাজ।
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী ॥
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা-শয়নে।
পশু পক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে ॥
থাকুক অন্যের কথা, কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে বিরস-বদন ॥
তারা বলে, রাম তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিলে পাইনু বড় তাপ ॥
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান।
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ॥
একেবারে আমার করিলে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥

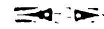


বিচ্ছেদ-যাতনা যত জ্ঞান ত আপনি।
তবে কেন তাহা মোরে দিলে রঘুমণি ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয়-হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
কান্দাইলে যেইরূপ কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী ॥
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে।
কান্দিবে সীতার তরে চিরদিন ধ'রে ॥
এই শাপ দিনু আমি না হবে খণ্ডন।
সীতার কারণে রাম, হবে জ্বালাতন ॥
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে।
এ-জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইবে ॥
বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে।
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে ॥
ইহা মনে না করিও আমি নারায়ণ।
কর্ম্মমত ফল ভোগ করে সর্ব্বজন ॥
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে ॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন ॥
খেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালিরে।
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে ॥
শুন তারা প্রেয়সী, তোমারে আমি বলি।
রামেরে দিয়াছি আমি বহু গালাগালি ॥
আমার বচনে তিনি পাইলেন লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্ কাজ ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল, রামের কি দোষ।
গালি দিলে শ্রীরামের হবে অসন্তোষ ॥
তারা প্রতি দিল বালি প্রবোধ বচন।
মৃত্যুকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষণ ॥
বালি বলে, সুগ্রীব, তুমি যে সহোদর।
তব সঙ্গে বিসংবাদ হইল বিস্তর ॥
তোমার বিবাদে মম এই ফল হয়।
তুমি রাজ্য কর, আমি মরি হে নিশ্চয় ॥
তব দোষ নাহি, মোরে বিধাতা বিমুখ।
একত্র না হইল দোঁহার রাজ্যসুখ ॥
রাজ্যভোগে বাড়াল'ম অঙ্গদ কোঙর।
পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর ॥
অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাহি দিও তাপ।
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥
অঙ্গদেরে ভয়েতে অভয় দিও দান।
পালন করিও তারে পুত্রের সমান ॥
আমি যদি থাকিতাম হইত পালন।
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ ॥
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির ॥
ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশে।
তোমারেই সেই মালা দিব নির্ব্বিশেষে ॥
শ্রীরামের ঠাঁই বালি ল'য়ে অনুমতি।
সুগ্রীবের গলে মালা দিল ধরে জ্যোতিঃ ॥
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্র পানে চাহে।
মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে ॥
আমার গৌরবে পুত্র বাড়িলে যেমন।
বাড়াইবে তোমারে সুগ্রীবও তেমন ॥
অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে।
করিও খুড়ার সেবা বিবিধ বিধানে ॥
সুগ্রীবের বিপক্ষ যে, জানিও বিপক্ষ।
সুগ্রীবের যেই পক্ষ, সেই তব পক্ষ ॥
অধর্ম্ম না করিহ, করিহ সেবা কর্ম্ম।
খুড়ার করিহ সেবা, পরাপর-ধর্ম্ম ॥
এত বলি বালিরাজ ত্যজিল পরাণ।
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান ॥



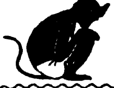
কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির।
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর ॥
বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে।
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে ॥
শিরে করি করাঘাত ত্যজে আভরণ।
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে অচেতন ॥
ছিঁড়িল মুক্তার মালা খসিল কবরী।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥
পতি হারাইল তারা, নেত্র-ধারা বহে।
বলে, প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে ॥
কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন।
কোথায় রহিল দিব্য রত্নসিংহাসন ॥
সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ।
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ ॥
কোথায় রহিল তব এ রাজ্য সংসার।
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥
ত্রিভুবন কম্পমান তোমার বিক্রমে।
তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে ॥
রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে।
সুগ্রীবের যত পাপ আমারে তা ফলে ॥
বুক হৈতে সুগ্রীব তুলিয়া নিল বাণ।
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ উত্তর ॥
কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রবোধ।
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥
শোক পরিহর রাণি, সম্বর ক্রন্দন।
এমনি কালের ধর্ম্ম কে করে খণ্ডন ॥
পরম ধার্ম্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান।
রামের প্রসাদে যাইলেন পিতৃস্থান ॥
অঙ্গদেরে পালহ পালহ সবাকারে।
সকলি তোমার রাণি যে আছে সংসারে ॥
অঙ্গদ হইবে রাজা, দেখিবে নয়নে।
পরিত্যাগ কর শোক, ধৈর্য্য ধর মনে ॥

নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা।
না কহিলে নহে তাই কহে রাণী তারা ॥
শুন বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে।
শ্রীরামের কি সাহায্য সুগ্রীব করিবে ॥
ভাল মন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি।
স্বামী সহ মরিলে সকল দায়ে তরি ॥
নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে ॥
পুত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে।
স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী নারীর বিধাতা।
স্বামী হয় কামিনীর সুখ-মোক্ষ-দাতা ॥
স্বামিসেবা করিবেক যদি হয় সতী।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি ॥
স্বামী দাতা স্বামী কর্ত্তা স্বামিমাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাই বলে জ্ঞানিজন ॥
শত পুত্রবতী যদি স্বামিহীনা হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয় ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল ॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



• বালির অগ্নিকার্য •

সুগ্রীবে বুঝান রাম, না কর বিষাদ।
কার দোষ নাই দৈব পাড়িল প্রমাদ ॥
সংবরহ শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নিকাজ ॥
শুষ্ককাষ্ঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন।
রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ ॥
বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন।
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন ॥



লক্ষ্মণ বলেন, হনূমান, হও স্থির।
সর্ব্ব আয়োজন তুমি আনহ বাহির ॥
হনূমান প্রবেশিল ভাণ্ডার ভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে ॥
রাজচতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আর বহুমূল্য ধন ॥
রাজচতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী-তীরে ॥
চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে ॥
রাজযোগ্য চিতা করে নানা পুষ্প পাতি।
তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে স্তুতি ॥
অগ্নিকার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন ॥
রাম না জন্মিতে যাটি হাজার বছর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
রাম নাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি ॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ ॥



• সুগ্রীবের রাজ্যলাভ •

সকল বানর গেল রাম-বিদ্যমান।
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনূমান ॥
প্রসাদেতে তোমার সুগ্রীব হৈল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব, তোমারে করে পূজা ॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে।
অতঃপর শ্রীরাম, আইস রাজপুরে ॥
শ্রীরাম বলেন, পুরে না করি প্রবেশ।
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ ॥
চতুর্দ্দশবর্ষ আমি ভ্রমি বনে বন।
নগরে কেমনে আমি করিব গমন ॥

সুগ্রীবে শ্রীরাম বলে, লহ রাজ্যভার।
রাজা হৈয়া কর তুমি রাজ্য অধিকার ॥
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই হেতু অঙ্গদেরে কর যুবরাজ ॥
মহাদেবী তারার করহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণা মত করো ব্যবহার ॥
আইল শ্রাবণ মাস বরষা প্রবেশে।
শাখামৃগ কটক থাকুক নিজ দেশে ॥
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বড় দুখ।
বরষার কিছুদিন কর রাজ্যসুখ ॥
বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড।
তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড ॥
শ্রীরামের আজ্ঞায় সে গেল অন্তঃপুর।
নানা বস্ত্র রত্ন দান করিল প্রচুর ॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড ॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে তার করে অভিষেক ॥
ছত্রদণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী ॥
রাজপত্নী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ।
তারা পেয়ে সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ ॥
শ্রীরামের অলঙ্ঘিত বচন প্রমাণে।
অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে ॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥



• শ্রীরামের বিরহ বর্ণনা •

সীতার লাগিয়া রাম সদা ম্রিয়মাণ।
বরষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান ॥



দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর।
যথা বহে পর্ব্বতেতে সুগন্ধ সমীর॥
বাসা করি থাকিলেন পর্ব্বতশিখর।
স্থানে স্থানে পর্ব্বতের দিব্য সরোবর॥
নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল।
ধবল রজনী পূর্ণচন্দ্র সুশীতল॥
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ।
সীতা বিনা সর্ব্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত॥
শয়ন ভোজন তাঁর কিছু নাহি মনে।
দিন যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে॥
রাজ্যভোগ সুগ্রীবের বাড়ে দিন দিন।
রাত্রি দিন শ্রীরাম সীতার শোকে ক্ষীণ॥
সুবর্ণ পালঙ্কে শোয় সুগ্রীব ভূপতি।
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি॥
দিব্য সুন্দরীতে সুগ্রীবের অভিলাষ।
সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর।
তাঁহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর॥
তুমি বীর, হও স্থির, ত্যজহ প্রমাদ।
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ॥
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধি নাশ হয়, ক্ষিপ্ত হয় শোকে॥
শোকেতে আচ্ছন্ন হয়, যে জন অজ্ঞান।
শোক কর কেন রাম হ'য়ে জ্ঞানবান॥
তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয়।
শোক-স্থানে পরাভব তব কেন হয়॥
ক্ষান্ত হও রঘুবীর, চিন্তা কর দূর।
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর॥
আজ্ঞা কর বিজ্ঞবর সেবক লক্ষ্মণে।
জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে॥
কোন্ ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্ ছার।
একা আমি করি রাম সকল সংহার॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস।
রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস॥

● সীতার শোকে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ●

চারি-সাগরের নীর অষ্টমাস শোষে।
বরিষা কালেতে মেঘ সঞ্চারি বরিষে॥
বরিষার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ।
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ॥
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ, আরতি।
দুরন্ত বরষা ঋতু স্থির নহে মতি॥
সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরষার মেঘে ঢাকে।
আমি ত মরিব ভাই, জানকীর শোকে॥
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন॥
চতুর্দ্দিকে জল স্থল সব একাকার।
কেমনে হইবে কপিসৈন্য আগুসার॥
জলধর নিরন্তর বরষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী ধরণীধর ভাসে॥
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কি মতে।
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে॥
নদ-নদী শুকাইবে শুষ্ক হবে পথ।
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ॥
তত দিনে সীতা হবে অস্থিচর্ম্মসার।
কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার॥
একাকিনী অনাথিনী শত্রু মধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস॥
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কি করিবে ভাই, তুমি কি করিবে মিত॥
পক্ষী হয়ে উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার॥
কান্দেন সর্ব্বদা রাম হইয়া হতাশ।
রামের ক্রন্দন-গীত রচে কৃত্তিবাস॥

● সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের তাড়না ●

বরষা হইল গত শরৎ প্রবেশ।
তথাপি না জানকীর হইল উদ্দেশ॥
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জ্জন।
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন॥
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে।
মরিলেন সীতা বুঝি দিন গেল বয়ে॥
কি করিবে ভাই, তুমি কি করিবে মিতে।
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে॥
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ধ'রেছে সংসার।
ভার্য্যাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার॥
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার।
পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর॥
পিণ্ড দেয় গয়ায় সে করয়ে তর্পণ।
সংসারের মধ্যে ভাই, পুত্র বড় ধন॥
পত্নী পুত্র পরিবার কেহ নহে ছাড়া।
পুত্র না থাকিলে লোক বলে আঁটকুড়া॥
তার মুখ দেখি যেবা শুভকর্ম্মে যায়।
শুভকর্ম্ম বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতএব শুন ভাই, ভার্য্যা বড় ধন।
তাহাতে সন্ততি হয় সংসার পালন॥
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক।
সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক॥
সুগ্রীব আমাকে নাহি ভাবে সে নির্দ্দয়।
স্ত্রী পাইয়া কেলি করে আপন আলয়॥
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি।
আমাকে না স্মরে কপি রাজ্যভোগে ভুলি॥
বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ॥
কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে।
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে॥
এইক্ষণে যাও ভাই, কিষ্কিন্ধ্যানগর।
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন, যাই কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
দেখিব কেমনে আজি সুগ্রীব বানরে॥
জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর।
পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার॥
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে।
সুগ্রীবে মারিয়া আজি পাড়ি একবাণে॥
তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কাঁদিয়া।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া॥
বুঝাইয়া লক্ষ্মণেরে কহে রঘুবর।
মিত্র-বধ না করিও দেখাইও ডর॥
লক্ষ্মণ বিদায় লন শ্রীরামের স্থান।
বাম হস্তে ধনুক দক্ষিণ হস্তে বাণ॥
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিতলোচন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
কিষ্কিন্ধ্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি।
গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি॥
কিষ্কিন্ধ্যানগরে বীর হ'য়ে উপনীত।
দ্বারে দেখে অঙ্গদেরে কটক-বেষ্টিত॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর।
প্রণতি করিল তাঁরে সকল বানর॥
হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির।
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন বালির নন্দন।
সুগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন॥
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া।
সুগ্রীব থাকেন নিত্য পালঙ্কে শুইয়া॥
সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্নসিংহাসনে॥
বালিকে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত॥
অতি দুষ্ট মিষ্টবাক্যে আছে আশ্বাসিয়া।
কোন্ লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া॥



পিঁপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
রাজ্যসহ পোড়াইব আজি এক শরে॥
সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার॥
বালিভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে॥
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার।
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার॥
মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে।
সুগ্রীব তাঁহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে॥
পশুজাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারী।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর।
তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ সুগ্রীব বানর॥
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্মঋষি।
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি॥
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব বানরে।
সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে॥
অঙ্গদ বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন।
যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে।
অন্তঃপুর মধ্যে যায় ত্বরিত গমনে॥
সুগ্রীব প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ।
যোড়হাতে বলে প্রভু দ্বারেতে লক্ষ্মণ॥
ঘূর্ণিতলোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে।
শোভা পায় শরীর কুঙ্কুম মৃগমদে॥
কাম-রসে বিহ্বল সুগ্রীব অন্ধ মন।
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ বচন॥
জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি।
অনেক বানর মেলি করে কিচমিচি॥
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে।
কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীৎকারে॥
শব্দ শুনি সুগ্রীব শয়নে নাহি রয়।
পাত্রমিত্র দেখি রাজা ক্রোধভরে কয়॥
অন্তঃপুরে গোল কেন কর ঘোরতর।
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর॥
পাঠাইয়াছেন রাম আপন ভ্রাতারে।
সুমিত্রানন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে॥
মহাকোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বলিব কতেক যত করিল ভর্ৎসন॥
সাধিলে আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা।
রামের কর্ম্মের কালে করিলে খলতা॥
সুগ্রীব বলেন, রাম করিয়া মিতালি।
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি॥
অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর।
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ।
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ॥
ত্রিলোকবিজয়ী সে রাবণ মহাবীর।
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির॥
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর।
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর॥
এখন ফিরিয়া যান স্বস্থানে লক্ষ্মণ।
আগু পাছু যাহা হবে বলিব তখন॥
মহামন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষ্ণমতি।
কহেন হিতোপদেশ সুগ্রীবের প্রতি॥
স্বয়ং বিষ্ণু রমানাথ কমললোচন।
হেন বাক্য বল কেন না বুঝি কারণ॥
যাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব।
তাঁহাকে এমত বল হ'য়েছ কি মত্ত॥
রাত্রি দিন কর তুমি শৃঙ্গার-বিলাস।
না দেখ রামের দুঃখ নাহি যাও পাশ॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর আইলেন দ্বারে।
অবিলম্বে যাও রাজা সাধ গিয়া তাঁরে॥
যাঁর বাণে ত্রিভুবন কেহ নাহি আঁটে।
তাঁর আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে॥

আমি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয়।
হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয় ॥
বালি হেন মহাবীর পড়ে যাঁর বাণে।
তাঁহার শরণ লও বাঁচিবে পরাণে ॥
রামের দুর্দ্দশা শুনি বুক হয় চির।
শোকেতে কাতর অতি নহেন সুস্থির ॥
পরমাসুন্দরী লৈয়া ঘরে কর ক্রীড়া।
রাজভোগে মত্ত থাক নাহি হয় ব্রীড়া ॥
রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে।
লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে ॥
রাবণ সাগর-পারে দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন ॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বধিতে বানরগণে কি ভার তাঁহার ॥
আমার বচন রাখ হবে তব হিত।
রামের শরণ লহ নহে বিপরীত ॥
সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি।
শ্রীরামের কার্য্য কর চল ত্বরা করি ॥
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন।
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন ॥
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে।
তেঁই সে রামের বাণে বালিরাজা মরে ॥
তেঁই সে পাইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড।
তেঁই প্রজাগণ ল'য়ে কর রাজ্যখণ্ড ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
যাঁর বাণে, তাঁরে কি সামান্য ভাব মনে ॥
ভোগ ছাড় রাম ভজ পাইবে নিষ্কৃতি।
রঘুনাথ বিনা রাজা নাহি আর গতি ॥
নিরপেক্ষ হনুমান সুগ্রীবে সম্ভাষে।
মধুর বচনে রাজা হনূমানে তোষে ॥
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করেন আদেশ।
লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ ॥
ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্যপুরী।
দেখিয়া বানরীসজ্জা লজ্জা পায় সুরী ॥
চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর।
চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিয়া অন্তঃপুর ॥
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে ॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনে উঠিল তারা উমা উঠে বামে ॥
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন ॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন।
সুগ্রীবেরে কহিলেন আরক্ত-নয়ন ॥
তুমি যে করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাতুরী ॥
রাত্রি দিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে।
বারেক না কর তত্ত্ব মত্ত রাত্রি দিনে ॥
পাইলে কাহার গুণে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
পাইলে হে কার গুণে তারা কৃশোদরী ॥
পাইলে কাহার গুণে উমা নিজ নারী।
কাহার প্রসাদে তুমি রাজ্য-অধিকারী ॥
সরলহৃদয় রাম, তুমি হে নিষ্ঠুর।
সাধিলে আপন কার্য্য সত্য কর দূর ॥
তোমার মিত্রতা হেন ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে লোকে ॥
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার ॥
অধর্ম্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্যপথ।
দেখ ধনুর্ব্বাণ করি পূর্ণ মনোরথ ॥
এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন্ জনে।
খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বাণে ॥
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড।
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
বালি-বধে শুনিয়াছ ধনুক টঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার ॥
বালিরাজ কেবল মরিল এক জন।
তোর দোষে মরিবেক সব কপিগণ ॥



দেখিয়াছ বালিরাজ গেল যেই বাটে।
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে॥
মারিব অধর্ম্মী তোরে তাহে নাহি পাপ।
হের বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ॥
প্রাণ লব আজি তোর বজ্র সম বাণে।
একত্রে হইয়া থাক ভাই দুই জনে॥
আরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার॥
পৃথিবীতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে॥
মিতা বলি শ্রীরাম দিলেন কোল তোরে।
কত পুণ্য করেছিলি জন্ম-জন্মান্তরে॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া।
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া॥
গুণের সাগর রাম দয়ার আধার।
বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হৈল পার॥
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল॥
ত্বরা করি উঠিয়া কাতরা তারা রাণী।
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী॥
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত॥
সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত।
এত তিরস্কার প্রভু, না হয় উচিত॥
ক্ষমা কর রাজপুত্র, হও তুমি স্থির।
রামকার্য্য করিবে সকল কপিবীর॥
দূরদেশে পর্ব্বতেতে সমুদ্রের পারে।
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে॥
সংবাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সবারে।
সংবর লক্ষ্মণ ক্রোধ চাহিয়া আমারে॥
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণের কোপ নাহি টুটে।
বসাইল যত্ন করি তারা স্বর্ণখাটে॥
তারার বিনয়-বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥

● লক্ষ্মণ সুগ্রীব কথোপকথন ●

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে॥
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ।
যোড়হাতে লক্ষ্মণের করিছে স্তবন॥
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদে আমি বাড়িনু সম্পদে॥
হেন রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাহার সহিতে॥
না করিয়া রামকার্য্য বসে আছি ঘরে।
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে॥
পশুজাতি কপি আমি যত করি দোষ।
সেবক-বৎসল রাম না করেন রোষ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন সুগ্রীব রাজন।
রামকার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন॥
রামকার্য্য করিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
না করিহ ধর্ম্মলোপ, অধর্ম্ম-সঞ্চয়॥
সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন।
মনে কর, করিয়াছ সত্য দুই জন॥
শ্রীরাম আপনি সত্যে হয়েছেন পার।
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ, অধর্ম্ম অপার॥
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ॥
ক্ষমা কর কপীশ্বর, করি পরিহার।
তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলা নহে শিষ্টাচার॥
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্য সহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত॥
ধর্ম্ম রাখ, কর্ম্ম কর, যে হয় বিহিত।
রামকার্য্য করিলে হইবে সব হিত॥



সাগর অপার, কে হইবে পার,
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায়, কি করে কথায়,
উপায় তাহে না হেরি॥
সুগ্রীব রাজন, কর আগমন,
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্দ্ধার্য্য, কর মিত্রকার্য্য,
কর রামে ধৈর্য্যবান॥
রাবণ সংহার, জানকী-উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নাহিলে দুর্য্যোগ
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা করি কৃত্তিবাস॥

● সুগ্রীবের সৈন্য-সঞ্চয় এবং শ্রীরামসহ মিলন

বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর কটক দ্রুত আন হনূমান॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল রৈবত উদয় অস্তগিরি॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায়॥
পাঠাও হে দূতগণে দেশ দেশান্তর।
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর॥
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে॥
অন্য মত করিবে ইহাতে যেই জন।
আনিবে তাহারে করি নিগড়ে বন্ধন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানর-সঞ্চার॥
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে॥
হনূমান বাহিরে হইয়া উপনীত।
ত্রিশকোটি বানরে পাঠায় চারিভিত॥
মেদিনী আকাশ যুড়ি চলে কপিসেনা।
যেন পঙ্গপাল ধায় না যায় গণনা॥
চলিল বানরগণ দেশ দেশান্তর।
পূর্ব্বদিকে চলি গেল নীল-নামধর॥
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি।
দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি সম্পাতি॥
হনূমান মহাবীর মহাপরাক্রম।
উত্তরদিকেতে যান করিয়া বিক্রম॥
একেক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ।
মহাশব্দে চলে সবে করে হাঁক ডাক॥
দুপদাপ লম্ফে ঝম্ফে কম্পে বসুমতী।
অতিকষ্টে ধরে ধরা কূর্ম্ম নাগপতি॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলে বালির কুমার।
যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা অনুসার॥
দশ দিবসের মধ্যে আসিবে সকলে।
প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে॥
বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে।
ত্বরা করি আসিবে সকল কপিগণে॥
পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দন।
একাকী রহিল রাজবাটীর রক্ষণ॥
হইলেক দশকোটি কপি আগুসার।
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার॥
যুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশ দিনে আইসে সকল থাকে থাকে॥
কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল।
সুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফুল ফল॥
সৈন্য দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
কার্য্য সিদ্ধ হইবেক, বুঝি অনুমানে॥
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যা ভিতর।
অগণন কপিগণ অতি ভয়ঙ্কর॥



কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র-সম্ভাষণে ॥
সুগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন।
মিত্র-সম্ভাষণে আজি করিব গমন ॥
সুগ্রীব করিতে যান শ্রীরাম দর্শন।
লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয়-বচন ॥
বিষ্ণু-অবতার তুমি রামের সোদর।
আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দ্দোলোপর ॥
তবে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি।
মিত্র-দরশনে চল যাই ত্বরা করি ॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়েন তখন দুই জন।
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ ॥
পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে করে শঙ্খধ্বনি।
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি ॥
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি।
আমা সম্ভাষিতে আসে সুগ্রীব আপনি ॥
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন।
মনে মনে ভাবে বীর মিত্র-দরশন ॥
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রাম-বিদ্যমান।
চলি যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবান ॥
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি।
যোড়হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীব ভূপতি ॥
আদরে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন ॥
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর ॥
হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল।
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল ॥
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি ধারি তব ধার ॥
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড ॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ্য কেবল থাকিব তব সনে ॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে।
যতেক বসতি করে পর্ব্বত-শিখরে ॥
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ॥
দুরন্ত বানর-সৈন্য না হয় গণন।
ইহারা যা মনে করে কে করে লঙ্ঘন ॥
তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
অন্বেষিবে সর্ব্বত্র দুর্জ্জয় কপিগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার ॥
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার।
কোন্ কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার ॥
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে।
উদ্ধারিবে সীতা তুমি আপনারি গুণে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়।
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায় ॥
তব সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এ তিন ভুবন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন ॥
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল ॥
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে।
আপনারে ধন্য বলি মানি এত দিনে ॥
আমি ত বানরজাতি কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি ॥
যাবৎ না হয় প্রভু সীতা উদ্ধারণ।
তাবৎ আমার নাহি শয়ন ভোজন ॥
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবে ত করিব রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন।
সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
সুগ্রীবের শুভাদৃষ্ট কে কহিতে পারে।
শ্রীনাথ দিলেন কোল বনের বানরে ॥



সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত ॥
অপূর্ব্ব না গণি সূর্য্য হরে অন্ধকার।
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার ॥
অপূর্ব্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব্ব মিত্র মানি হে কেবল ॥
দুই মিত্র পর্ব্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশ মেদিনী যুড়ি আসে কপিগণ ॥
আসিল সহস্র কোটি সহ শতবলী।
যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি ॥
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন।
বানর পঞ্চাশ কোটি সঙ্গে আগমন ॥
অঞ্জনিয়া বড় ধূম্র আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশকোটি কপি লয়ে আইল নীলাক্ষ ॥
বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমাথী।
আইল আপন সৈন্যে আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি ॥
প্রমাথী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে।
দশ প্রহরের পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে ॥
সত্তর যোজন বীর আড়ে পরিমাণ।
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান ॥
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
বানর পঞ্চাশ কোটি সহিত বিভঙ্গ ॥
বানর সত্তর কোটি লইয়া কেশরী।
যাহার বসতিস্থান সে মলয়গিরি ॥
পূর্ব্ব হৈতে আসিল বিনোদ সেনাপতি।
বানর সহস্র কোটি তাহার সংহতি ॥
ধূম্রাক্ষ আসিল ধূম্র সুগ্রীবের শালা।
গগন যুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা ॥
সম্পাতি বানর এল, গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে ॥
আসিল সুষেণ-বৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥
ভল্লগণ সহিত আইল জাম্বুবান।
আইল দুর্জ্জয় মহাবীর হনুমান ॥
আইল সে যুবরাজ বালির কুমার।
বানর সহস্র কোটি যার পরিবার ॥
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
শত কোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ গণন।
শত কোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপণ ॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি।
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গণি ॥
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন।
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি।
শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরেতে অক্ষৌহিণী ॥
শত কোটি অক্ষৌহিণী করয়ে অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
নদ-নদী-ব্যাপী ঠাট ভাঙ্গিল পর্ব্বত।
সর্ব্ব ঠাট যুড়ি গেল মাসেকের পথ ॥
পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশ-পাশ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥



● সীতা অন্বেষণে পূর্ব্বদিকে বানর প্রেরণ ●

শ্রীরাম বলেন, মিতা সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥
তুমি যদি জানকীরে করহ উদ্ধার।
তবে ত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার ॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা লয়ে অনুমতি।
নানা দিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি, অন্ত নাহি পাই।
পর্ব্বতের উপরে বসিতে নাহি ঠাঁই ॥



সুগ্রীব বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে।
পূর্ব্বদিকে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে॥
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন।
সীতা অন্বেষিয়া তুমি কর আগমন॥
নদ নদী মিলিবে মিলিবে কত দেশ।
সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
যত যত পুণ্যদেশে দেখ পুণ্য স্থান।
সকল বানর ল'য়ে করিবে প্রয়াণ॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে।
গঙ্গাদেবী পার হও কটক সহিতে॥
তরিহ সরযূ নদী পুণ্য তরঙ্গিণী।
কৌশিকী তরিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী॥
দুই কূলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী।
গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী॥
অপূর্ব্ব মলয় দেশ দেশ কোকনদ।
কশ্যপের দেশে যাও পাণ্ডব মগধ॥
ব্রহ্মপুত্র তরি বঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর পর্ব্বতে যাও কিরাতের দেশ॥
যাইবে কর্ণাট দেশে আর শাকদ্বীপে।
জানিবে কিরাত আছে অত্যদ্ভুত রূপে॥
কনক চাঁপার মত শরীরের বর্ণ।
উঠান খানার মত ধরে দুই কর্ণ॥
থালা হেন মুখখান তাম্রবর্ণ কেশ।
এক পায়ে চলে পথ বিক্রমে বিশেষ॥
জলের ভিতর বৈসে মৎস্যবৎ মুখ।
মানুষ ধরিয়া খায় আইলে সম্মুখ॥
বলিয়া মনুষ্য-ব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি।
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি॥
সীতা ল'য়ে থাকে যদি কিরাতের ঘরে।
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বরে॥
ঋষভ পর্ব্বতে যাও কিরাতের পার।
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার॥
সর্ব্বকালে আইসে তথায় পুরন্দর।
যত্ন করি চাহ তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥

তার পূর্ব্বদিকে যাও ক্ষীরোদসাগর।
শ্বেতগিরি দেখিবে সে ক্ষীরোদ উপর॥
শ্বেত নাগ ধরে তথা সহস্র শিখর।
সহস্র ফণায় আছে যেন মহেশ্বর॥
সহস্র ফণায় আছে সহস্রেক মণি।
মণির আলোকে তুল্য দিবস রজনী॥
ক্ষীরোদ-সাগর করে পৃথিবী ধবল।
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমণ্ডল॥
শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা।
পূর্ব্বদিক ধন্য করে সেই তিন জনা॥
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ।
মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কাজ॥
উভয় পর্ব্বতে যে পূর্ব্বদিকে তার।
স্বর্ণ তালবৃক্ষ তথা আছয়ে অপার॥
মণি মাণিক্যেতে তার বান্ধিয়াছে গুঁড়ি।
কনক-রচিত তার শোভিত বাগুড়ি॥
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর।
অন্বেষণ করো তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
যদি তথা উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
কালোদক পর্ব্বতেতে করিও প্রবেশ॥
সে পর্ব্বতে আছে সরোবরে কাল জল।
তিন কোটি সর্পী সর্প থাকে সেই স্থল॥
সর্পী যদি হাই ছাড়ে সর্ব্বলোক মরে।
তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায় ডরে॥
নদ-নদী গিরিগুহা খুঁজিও বিস্তর।
সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
সে পর্ব্বতে আছে এক বড় চমৎকার।
ত্রিযোজন নদী, তাহে বিষম পাথার॥
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত সাগর।
দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর॥
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ ধরে।
চারিযুগে এক বৃক্ষ আছে তার তীরে॥



সোনার শিমূলগাছ সর্ব্ব গায় কাঁটা।
সুবর্ণের ফল ফুল ধরে গোটা গোটা ॥
জল হৈতে রাক্ষসেরা চড়ে তদুপরে।
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করিও প্রবেশ ॥
আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন।
সাবধানে পার হও যত কপিগণ ॥
উদয়-গিরির সর্ব্ব অঙ্গ স্বর্ণময়।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয় ॥
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করে যাতায়াত ॥
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান।
বালখিল্য নামে মুনি বিঘত প্রমাণ ॥
উদয়-গিরির পূর্ব্বে নাহি সূর্য্যোদয়।
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয় ॥
সে দেশ কখন নহে আমার গোচর।
দেখিয়া উদয়গিরি ফিরিবে বানর ॥
যাতায়াতে উদয়গিরি লাগে একমাস।
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ ॥
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥
বানর-কটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়।
সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব্বদিকে যায় ॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী।
রচিল অদ্ভুত পূর্ব্বদিকের পাঁচনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী ॥



• সীতা অন্বেষণে সুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে বানর প্রেরণ •

শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা ॥
রামনাম লৈতে ভাই, না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা ॥
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥
অশ্বমেধ করিলেন রাম সযতনে।
অশ্বমেধ ফল হয় রামায়ণ শুনে ॥
দক্ষিণে রাবণ থাকে সুগ্রীব তা জানে।
বড় বড় বীর পাঁচে সেইত দক্ষিণে ॥
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবননন্দন পাঁচে বীর হনূমান ॥
ঋষভ কুমুদ পাঁচে রম্ভা যোদ্ধৃপতি।
নল-নীল পাঁচিলেক মুখ্য সেনাপতি ॥
সুগ্রীব বলেন, সৈন্য শুন সাবধানে।
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে ॥
যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ।
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ ॥
উত্তম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ।
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণবেণী নদী যে নর্ম্মদা গোদাবরী।
যাবে অশ্বমুখ গিরি নদী যে কাবেরী ॥
পাইবে পর্ব্বত বিন্ধ্য সহস্রশিখর।
নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥
পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল।
মলয় পর্ব্বতে গিয়া দেখিবে সকল ॥



মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর।
সর্ব্বক্ষণ তথায় থাকেন পুরন্দর॥
তাহার দক্ষিণে যাহ সাগরের তীর।
চন্দনের বন তথা সুগন্ধ সমীর॥
সুগন্ধি চন্দন নিরখিবে সারি সারি।
সাগরের পারে যাবে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগর ভিতর।
জল হৈতে উঠে তার সহস্র শিখর॥
সোনার পর্ব্বতে দশদিকের প্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ॥
পবনের মিতা সে সূর্য্যের হয় সখা।
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা॥
সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষমা রাক্ষসী সেই সর্ব্বলোকে ঘুষি॥
বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পেলে ধরে।
বার শত জীব জন্তু গিলে একেবারে॥
সত্তর যোজন তার আড়ে পরিসর।
দুশত যোজন দৈর্ঘ্যে উচ্চ কলেবর॥
অর্দ্ধ তনু জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ।
তাহা দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস॥
সকল বানর তথা হৈও সাবধান।
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ॥
সাগর তরিবে সবে শতেক যোজন।
সাগরের পারে লঙ্কা তথায় রাবণ॥
চারিদিকে সাগর ভিতরে লঙ্কাগড়।
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার নিয়ড়॥
খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে সীতা লঙ্কেশ্বর।
যত্ন পুরঃসর হ'য়ে সকল বানর॥
তথা যদি উভয়ের না পাও নির্দ্দেশ।
বিন্ধ্যগিরি-মধ্যে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
অন্বেষণ করিও তথায় কপিগণ।
বিশ্বকর্ম্মা-কৃত পুরী সোনার গঠন॥
অগস্ত্যের বাড়ী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।
নানা-রত্ন নানা-ধাতু পর্ব্বতে ভূষিত॥
অন্বেষিবে বীরগণ, শিখরে-শিখর।
যত্ন করি দেখো তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি তাহাদের না পাও দর্শন।
ঋষভ পর্ব্বতে যাবে যত কপিগণ॥
ঋষভ পর্ব্বতবর দেখিবে দক্ষিণে।
দশদিক্ আলো করে সোনার কিরণে॥
গন্ধর্ব্ব আছয়ে তথা স্বর্ণ পঙ্কগড়।
অন্যে কি যাইতে পারে তাহার নিয়ড়॥
আনিতে তথায় রত্ন যত্ন যদি হয়।
বিষম গন্ধর্ব্ব তথা, করিও সে ভয়॥
ধনলোভ করিলেই হইবে অনর্থ।
তাহা না লইবে কেহ, শুনহ যথার্থ॥
বিষম দুরন্ত তারা, সেইক্ষণে মারে।
অকারণে দ্বন্দ্ব নাহি কোনজন করে॥
সাবধানে যেও তথা শিখরে-শিখরে।
যত্ন করি অন্বেষিও দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
যমের দক্ষিণে বাড়ী করিও প্রবেশ॥
জীয়স্তে যমের বাড়ী কারো নাহি গতি।
যমের দক্ষিণে নাহি চন্দ্র-সূর্য্য-দ্যুতি॥
যমের দক্ষিণ দিকে ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি-দিন নাহি তথা, সব একাকার॥
যমের দক্ষিণে নাহি আমার গোচর।
যমপুরী হইতে ফিরিবে বীরবর॥
যমপুরী যাইতে-আসিতে এক মাস।
মাসের অধিক হইলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যেই বীর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
আনিবে সীতার বার্ত্তা শীঘ্র যেই জন।
বাড়াব তাহারে আমি সহ-বন্ধুগণ॥
সীতারে দেখিয়া যে আসিবে একমাসে।
থাকিব হইয়া বাধ্য সদা তার পাশে॥
সুগ্রীব বলেন শুন পবননন্দন।
তুমি সে সাধিবে কার্য্য লয় মোর মন॥



অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি।
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী।
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি ॥
সুগ্রীব শ্রীরাম প্রতি বলিল বচন।
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন ॥
হনুমান সহ তাঁর নাহি পরিচয়।
কি জানি বানর দেখি যদি পান্ ভয় ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব সুহৃদ্।
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত ॥
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন।
হাত পাতি নিল তাহা পবন-নন্দন ॥
কপি সৈন্য সহ বীর হনুমান নড়ে।
পতঙ্গ-সকল যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে।
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী ॥



● পশ্চিম দিকে সীতা অন্বেষণ ●

পশ্চিমে দেখিবে যত নদ নদী দেশ।
সুষেণ, সর্ব্বত্র তুমি করিবে প্রবেশ ॥
সুস্থান কুস্থান নাহি করি বিবেচনা।
অন্বেষিবে জানকীরে করিয়া মন্ত্রণা ॥
সিন্ধুদেশ মলয় সে কাবেরীর তীর।
ক্রিমিজীব দেশে যাবে, সে অতি গভীর ॥
তাহার নিকটে আছে কেতকী-কানন।
দিশপাশ নাহি তার অনেক যোজন ॥
দুই পার্শ্বে কেয়াবন দেখিবে অপার।
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধার ॥
সকল বানর তথা হৈও সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবে হে ত্রাণ ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তালবনে।
দুঃখ পাসরিবে সবে সে তাল ভক্ষণে ॥
তাহার পশ্চিমে যাবে পাটনে পাটন।
হিঙ্গুলিয়া গিরি তথা অদ্ভুত গঠন ॥
তার পূর্ব্বে সিন্ধু নদী পশ্চিমে সাগর।
মধ্যে হিঙ্গুলিয়া গিরি অত্যুচ্চ শিখর ॥
অন্বেষণ করিবে সেখানে সর্ব্ব ঠাঁই।
তোমরা করিলে যত্ন অসাধ্য কি ভাই ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
চন্দ্রবাণ পর্ব্বতে হে করিবে প্রবেশ ॥
পশ্চিম সাগর-তীর একই যোজন।
যত্ন করি সেখানে, করিও অন্বেষণ ॥
দশদিক আলো করে গিরি চন্দ্রবান্।
খুঁজিও সকলে তথা হয়ে সাবধান ॥
বিষ্ণুচক্র সেখানে অদ্ভুত তার ধার।
অসুরের হাড়ে চক্র অদ্ভুত আকার ॥
হয়গ্রীব অসুর মারেন গদাধর।
অসুরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর ॥
সেই অসুরের হাড়ে চক্র সৃষ্টি করি।
আপনি হইলা হরি শঙ্খ-চক্রধারী ॥
সে পর্ব্বতে আরোহিয়া সকল বানর।
যত্ন করি অন্বেষিও সীতা লঙ্কেশ্বর ॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
চন্দ্রবান ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন।
বরাহ পর্ব্বতে যেও নির্ম্মল কাঞ্চন ॥
হীরক মাণিক্যময় বরুণের ঘর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইলা তথা মনোহর ॥
পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূর
অসুর নরক নামে, বিক্রমে প্রচুর ॥
বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে।
তেকারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে ॥



সেইখানে হৈও সবে অতি সাবধান।
তার হাতে পড়িলে, নাহিক পরিত্রাণ ॥
অপ্রমত্ত রূপ তনু করিবে তথায়।
আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায় ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
দেখিবে পর্ব্বত সেই কনক রচিত।
সদা ষাটি সহস্র সে পর্ব্বতে বেষ্টিত ॥
তথা ষাটি সহস্র যে পর্ব্বত-উদয়।
সেই ষাটি সহস্র পর্ব্বত স্বর্ণময় ॥
সুবর্ণ খর্জ্জুর বৃক্ষ সুমেরু উপরে।
দশদিক আলো করে দশ মাথা ধরে ॥
তথা আসি করে কেলি শঙ্কর শঙ্করী।
দিবা অস্ত যায় তথা আইসে শর্ব্বরী ॥
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে।
নানাবিধ ফল ফুল আছে চারিভিতে ॥
গীত বাদ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে।
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে ॥
পরিসর তিন লক্ষ দুশত যোজন।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করেন গমন ॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান।
সুমেরুর সর্ব্বত্র পরম রম্যস্থান ॥
নিমিষেতে সূর্য্যদেব করেন গমন।
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করেন ভ্রমণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সুমেরু-গোচর।
দেবগণ কেলি তথা করে নিরন্তর ॥
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি।
এক দিক্ দিন হয় আর দিক্ রাতি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমত নাহি স্থান।
সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান ॥
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্য্যের নাহি গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ॥
তাহার পশ্চিমে নহে আমার গোচর।
সুমেরু পর্য্যন্ত দেখি আসিবে হে ঘর ॥
সুমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস।
মাসের হইলে বাড়া সবারি বিনাশ ॥
যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনারি দোষে ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
পশ্চিমদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ॥



● উত্তর দিকে সীতা অন্বেষণে বানরসৈন্য

সুগ্রীব বলেন, শুন বীর শতবলি।
তব সৈন্য চলিতে গগনে লাগে ধূলি ॥
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি।
চলিবে উত্তর দিকে আমার আরতি ॥
কুমুদ দ্বিবিধ দধিবদন ভূধর।
আর আর আছে তব প্রধান বানর ॥
শতবলি বলি হে উত্তর তব দেশ।
যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ ॥
যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান।
তথা সীতা অন্বেষিহ হয়ে সাবধান ॥
সত্বর উত্তরে যাহ যতেক বানর।
হিমালয় গিরি পাবে যথা হিমঘর ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে।
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আসে ॥
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি।
তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরথী ॥
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে।
পাপীরে করেন মুক্ত নিজ পরশনে ॥
কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া।
গেল সে বৈকুণ্ঠপুরী গঙ্গাম্বু পাইয়া ॥



সূর্য্যবংশে ভগীরথ-নামে মহীপাল।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল॥
আরাধনা ব্রহ্মার করিল বারে বারে।
বিষ্ণুর তপস্যা পরে করে অনাহারে॥
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল।
গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল॥
শিব-সেবা করে দশ হাজার বৎসর।
তবে আইলেন শিব তাঁরে দিতে বর॥
ভগীরথ বলে, শুন দেব পঞ্চানন।
গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন॥
মম পিতৃলোক ভস্ম হয়েছে পাতালে।
গঙ্গা পরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে॥
গঙ্গাধর বলিলেন, না জানি গঙ্গায়।
কি জাতি ধরেন গঙ্গা থাকেন কোথায়॥
ভগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে॥
অষ্টাবক্র মুনি কহিলেন মোর স্থান।
আপনি কহিবে প্রভু গঙ্গার বিধান॥
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদিত নয়নে।
গঙ্গার জনম-তত্ত্ব জানিলেন মনে॥
ভক্ত জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁয়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায়॥
আগে যান ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
হিমালয়ে উঠিলেন সুর-তরঙ্গিণী॥
সবে বলে সাধু সাধু সাধু ভগীরথ।
গঙ্গা আনি করিয়াছ তরিবার পথ॥
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান।
ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান॥
সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের হইল উদ্ধার॥
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে।
মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা পরশনে॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য-গীত রচে কৃত্তিবাস॥

হেন হিমালয় গিরি বহু আয়তন।
যত্নে অন্বেষিও তথা জানকী রাবণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
তাহার উত্তর দেশে করিবে প্রবেশ॥
বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল।
বৃক্ষ নাহি, গিরি নাহি, নাহি তাহে জল।
দুইশত যোজনের পথ সেই দেশ।
পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ॥
সকল বানর তথা হৈও সাবধান।
ঝাট যাবে, তবে সবে পাবে পরিত্রাণ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যেও তাহার উত্তর।
দশদিক্ আলো করে সহস্র-শিখর॥
যোজন সহস্রত্রয় তার আয়তন।
উভেতে পর্ব্বত লক্ষ গণিত যোজন॥
তাহাতে অপূর্ব্ব পুরী অতি শোভা পায়।
সতত করেন লীলা পার্ব্বতী সহায়॥
আছে তথা অপূর্ব্ব অলকা-নামে পুরী।
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী॥
তাহার উপরে নদী নামেতে বিমলা।
তার জল রক্ত-বর্ণ যেন রত্ন-পলা॥
ধনেশ্বর কুবের করেন স্নান তায়।
সুগন্ধি চন্দনবৃক্ষ তীরে শোভা পায়॥
সীতা লয়ে থাকে যদি তথা দশানন।
চতুর্দ্দিকে তাহার করিবে অন্বেষণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে।
চমৎকৃত হবে তথা সকল বানরে॥
এক-শৃঙ্গ রূপ তার যেন চন্দ্রকলা।
দ্বিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণিপলা॥
অন্য শৃঙ্গ রক্ত-বর্ণ সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া যুড়েছে আকাশ॥
সেখানে করিও তত্ত্ব শিখরে শিখরে।
যত্ন করি অন্বেষিও সকল বানরে॥



তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাদের উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর ॥
তাহার উত্তরে এক অদ্ভুত আকার।
জম্বুবৃক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার ॥
স্বর্ণ-জম্বুবৃক্ষ সেই সোনার আকার।
তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার ॥
সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ হয়।
অন্য যত দ্বীপ জম্বুদ্বীপ তুল্য নয় ॥
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি।
তাহার কারণে এই জম্বুদ্বীপ বলি ॥
চারি ডাল ধরে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া ॥
সীতা লয়ে থাকে যদি তথায় রাবণ।
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর ॥
মন্দর-পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর ॥
সর্ব্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি।
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি ॥
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর।
কৌশিকী নামেতে নদী বহে তার তীর ॥
আমার বচন শুন সর্ব্ব কপিগণ।
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা দশানন ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উত্তরে যাবে মহেশ সাগর ॥
মহেশ সাগরে জন্মে বহুমূল্য ধন।
আড়ে দীর্ঘে সাগর সে শতেক যোজন ॥
অস্তাচল পর্ব্বত সে সাগর-ভিতর।
জল হৈতে উঠে গিরি সহস্র শিখর ॥
দেখিয়া হইবে সবে সভয় অন্তর।
অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ-সাগর ॥
সোনার পর্ব্বতে দশদিক সুপ্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ ॥
সোনার পর্ব্বত গোটা দেখিতে সুঠাম।
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম ॥
রাবণ সে মহেশ্বরে পূজে সর্ব্বক্ষণ।
মহেশের কাছে গিয়া থাকে সে রাবণ ॥
অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখর।
পাইতে পারিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর ॥
কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন ॥
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় করে।
ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে ॥
দেবগণ যার ডরে এক পাশ হয়।
সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয় ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
ক্রৌঞ্চ-মহাধরে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
ক্রৌঞ্চ-মহাধরে দেখি লাগিবেক ভয়।
ভীষণ পর্ব্বত সেই অন্ধকারময় ॥
দূর হৈতে সে পর্ব্বত করিবে দর্শন।
যাইলে তাহার মধ্যে নিশ্চিত মরণ ॥
সে পর্ব্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিংবা বামে।
তাহার উত্তরে যাবে দ্রোণগিরি নামে ॥
দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী।
দেব গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী ॥
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর।
বাস করে সকলে সে পর্ব্বত উপর ॥
নাহি তথা চন্দ্র-তেজ সূর্য্যের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ ॥
কামিনীগণের তেজ তথা আলো করে।
পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উপরে ॥
দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন।
উভয় তীরের বংশ উপরে মিলন ॥
ম্লেচ্ছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর।
নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভর ॥
তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে।
সেই দেশে বহু লোক হরষেতে বৈসে ॥



যাহা চাবে তাহা পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল।
স্বর্ণপদ্ম জন্মে তথা সোনার উপল॥
নানা রত্ন মাণিক্য সে জলেতে উপজে।
রক্তবর্ণ নদীজল মাণিকের তেজে॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে।
কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোক যা ধরে॥
অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল।
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল॥
অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায়।
জীবিত হইবে দিনে রাত্রে মৃতপ্রায়॥
সেই পাপে মৃত থাকে সকল রজনী।
প্রভাত হইলে বাঁচে সকল রমণী॥
রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন।
প্রভাতে উঠিয়া করে সঙ্গীত নর্ত্তন॥
বহুরত্না পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন।
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গণন॥
সাবধান হয়ে যাবে যত কপিগণ।
যত্নেতে খুঁজিবে তথা জানকী রাবণ॥
তাহার উত্তরে যাবে অনন্তসাগর।
তথা হৈতে হেমগিরি নাম-গিরিবর॥
সকল পর্ব্বত মধ্যে হেমগিরি সার।
সকল পর্ব্বত জিনি শিখর তাহার॥
আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি।
হেমগিরি সম গিরি জগতে না হেরি॥
তাহার উত্তরে নাহি ভাস্করের গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
তাহার উত্তরে নাহি আমার গমন।
সে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ব্বজন॥
এই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি।
এ অবধি আছে জীব-জন্তুর বসতি॥
হেমগিরি আসিতে যাইতে একমাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যেই ফিরে না আইসে।
সবংশে মজিবে সেই আপনারি দোষে॥
সকল দেশের কথা কহিনু সবাকে।
যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিবে তাঁকে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে এই তিন স্থান।
ইহা বিনা সৃষ্টি নাহি শাস্ত্রের বিধান॥
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে।
সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে॥
আনিতে না পার যদি সীতা ঠাকুরাণী।
আমি গিয়া তাহার করিব মহাহানি॥
মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ॥
অগ্নি সাক্ষী করিয়া করেছি অঙ্গীকার।
প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার॥
সর্ব্ব স্থানে যাব আমি যত দূর সংখ্যা।
তারপরে প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
মালসাট মারে বহু দেয় করতালি।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর শতবলি॥
কি কার্য্যে পাঠাও রাজা এত সেনাগণ।
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ॥
পাতালে থাকেন সীতা পাতালে প্রবেশি।
সাগরে থাকেন যদি তাহা আমি শুনি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কেন হও খিন্নমান।
সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্নবান॥
কি হেতু শ্রীরাম তুমি মনে ভাব আন।
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান॥
যাইতে আসিতে মোর যে হউক ব্যাজ।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ॥
শুনি শতবলির সে বিক্রম বচন।
ভরসা পাইল মনে সুগ্রীব রাজন॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
উত্তরদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে॥



● দক্ষিণবাদে সব দিক হইতে বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন ●

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়া ত নাম।
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করেন শ্রীরাম ॥
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত ॥
কহেন সুগ্রীব, শুন রাম গুণাধার।
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥
সপ্তদ্বীপা মহী বালি নিমিষেতে যায়।
কোন্ দেশে যাব আমি না দেখি উপায় ॥
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে।
মুহূর্ত্তেক দেখা পেলে তখনি মারিবে ॥
বালি সম বীর নাহি এ-তিন-ভুবনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ফিরি সে-কারণে ॥
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায়।
বড় ভয় বালি রাজ যদি দেখা পায় ॥
দেখা পেলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর ॥
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার।
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করেছি শতবার ॥
সে-কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত।
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত ॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে ॥
ঋষ্যমূক-কথা যে কহিল হনূমান।
সে-কারণে করিলাম হেথা অবস্থান ॥
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হয়ে সঙ্কুচিত।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত ॥
এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ একমাস ॥
একদিন পূর্ব্বদিক হইতে সুমতি।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি ॥
না শুনি সীতার বার্ত্তা আর্ত্ত রঘুবীর।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর ॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥
নানা গিরি ভ্রমিনু খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ ॥
দক্ষিণদিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর ॥
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্য-সম্পাদক সঙ্গে বীর হনূমান ॥
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনূমান।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কিছু নহে আন ॥
তব কার্য্যে হনূমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনূমান মহাশয়।
হনূমান পাবে সীতা না করিহ ভয় ॥
স্থির হইলেন রাম সুগ্রীব আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

● শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণন। ●

রাম নাম বল ভাই মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম ল'য়ে গেলে দূরে ॥



যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্রে যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর, তবে ভগবান্ ॥
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে ॥
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে ॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়।
সর্প হ'য়ে দংশ তুমি ওঝা হ'য়ে ঝাড় ॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
কভু রক্ষা কর তুমি কভু বা সংহার ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে ॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্বদেব পারে।
অসাধু তরান যিনি দেব বলি তাঁরে ॥
অহল্যা পাষাণ হ'য়ে ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ পায় তব চরণ-পরশে ॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥
রাম-নদী ব'য়ে যায়, দেখহ নয়নে।
তাহে গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে ॥
সে নদীর মধ্যে নাই কুম্ভীর হাঙ্গর।
ঝড়-বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর ॥
পিও স্বচ্ছ সুশীতল সুমধুর জল।
কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল ॥
যতই করিবে পান না মিটিবে আশা।
জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা ॥
বারেক যাইলে রাম নদীর ওপার।
এপারে আসিতে নাহি হয় পুনর্ব্বার ॥
হেদেরে পামর লোক পার হবি যদি।
পিও রাম-নামামৃত বয়ে যায় নদী ॥
মৃত্যুকালে বারেক যে রাম বলি ডাকে।
স্বর্গে যায় সেই যম দাঁড়াইয়া দেখে ॥
এমন রামের গুণ বর্ণিতে না পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥



● দক্ষিণ পাতালে বানরগণের প্রবেশ ●

তিনদিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণদিকের কথা শুনহ এখন ॥
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস।
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষিতে গেল এক মাস ॥
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর ॥
বিষম দণ্ডক বন নাহিক উদ্দেশ।
তাহাতে বানর-সৈন্য করিল প্রবেশ ॥
পূর্ব্বে তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ-তনয়।
দশবর্ষ-বয়স্ক সুন্দর অতিশয় ॥
ওই বনে বন্যজন্তু তাহারে মারিল।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল ॥
তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার।
কোন জীবজন্তু তথা নাহিক সঞ্চার ॥
হেনবনে বানরেরা করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ ॥
অন্যবন তাহারা যে দেখিল সম্মুখে।
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে।
রুষিয়া অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে ॥
আয় বেটা বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ।
আমরা ভ্রমিয়া করি তোর অন্বেষণ ॥



অঙ্গদে রাক্ষসে লাগি গেল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি ॥
কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর।
আঁচড়ে কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
ক্ষণে হেঁটে অঙ্গদ সে ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥
অঙ্গদ মুকুটি মারে রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে ॥
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে ॥
বিষাদেতে কপি সব বসে বৃক্ষ তলে।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরেরে বলে ॥
আইলাম জানকীর জানিতে বিশেষ।
হইল মাসের ঊর্দ্ধ না যাইব দেশ ॥
সীতা না দেখিয়া গেলে সুগ্রীবের পাশ।
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ ॥
অঙ্গদের বাক্যে সবে হ'য়ে এক-মতি।
বন ডাল উটকিল করি পাতি পাতি ॥
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদকথা।
দেখিলাম সর্ব্ব বন আর পাব কোথা ॥
সত্য করেছেন মোর খুড়া মহাশয়।
সীতা উদ্ধারিবে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে।
দেখ দেখি কোন বীর কি করিয়া আসে ॥
যে হোক সে হোক ভাবি আপন কল্যাণ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম-স্থান ॥
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ।
আগে মরিবেন রাম শেষে অন্তজন ॥
তারপর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে।
অনন্তর সুগ্রীব যাইবে যমলোকে ॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল।
জল নাই পক্ষী তথা করে কিল-কিল ॥
খাল জোল না দেখি নিকটে নাহি জল।
নানা পক্ষি-কলরব শুনি যে কেবল ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে ॥
কেহ বলে, দেখ দেখি হয় কি কারণ।
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা যত কপিগণ ॥
বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে।
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে ॥
চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন।
শাখায় শাখায় ফিরে শাখামৃগগণ ॥
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার।
চন্দ্র-সূর্য্য-দীপ্তি নাই ঘোর অন্ধকার ॥
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ॥
যে হোক সে হোক করি সাহসেতে ভর।
সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর ॥
হাতে হাত ধরি যায় সকল বানর।
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর ॥
দৈবে হয় হোক আমা সবার মরণ।
বুঝিব ইহার মর্ম্ম জানিব কারণ ॥
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি, কি আর বিচার।
সুড়ঙ্গে চলিল সবে ঘোর অন্ধকার ॥
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি।
হুড়াহুড়ি করে কেহ কারো গায় পড়ি ॥
হাতাহাতি যায় সবে না পায় সঞ্চার।
সকল বানর তবে ভাবিল অসার ॥
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে।
ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে ॥
কেহ বলে নামিয়াছি যা হবার হবে।
আইনু সুড়ঙ্গ-পথে কেন ফিরে যাবে ॥
অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট।
পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ ॥
অন্ধকারে যায় সবে আগে হনুমান।
হাতে লড়ি করি যেন ল'য়ে যান কান ॥
আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে।
অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশে পাশে ॥



বীরগণ বলে শুন পবন-নন্দন।
প্রকাশ পাইব গেলে কতেক যোজন॥
আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ।
হনূমান কহে, কেহ না করিহ ত্রাস॥
আমি সঙ্গে যাব তবে বিষম কি আছে।
সকল বানরগণ এস মোর পাছে॥
যোজন শতেক গেলে তবে হই পার।
গৃহ এক আছে তথা অদ্ভুত আকার॥
হনূমান বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর॥
মহাবীর হনূমান বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সবারে করিল পার করি হাতাহাতি॥
ধীরে ধীরে সকলে সঙ্কটে হ'য়ে পার।
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত আকার॥
স্বর্ণের প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ।
স্বর্ণপদ্ম জলে দেখে স্বর্ণময় মাছ॥
পুরীখান দেখিল সকল স্বর্ণময়।
দেখিয়া বানরগণ মানিল বিস্ময়॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা স্বর্গ অ-বিশেষ।
সবে বলে হনূমান এই কোন্ দেশ॥
নানা ফুল ফল দেখি সুগন্ধ বাতাস।
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করি আশ॥
অন্নজল পেটে নাই ক্ষুধায় পীড়িত।
ফল ফুল দেখি মনে বড় হরষিত॥
পুরীর ভিতরে এক কন্যা মাত্র আছে।
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে॥
ত্রিশত প্রকোষ্ঠে গেল ভিতর-আবাস।
কন্যার রূপেতে করে জগৎ প্রকাশ॥
সুন্দরী এ কন্যা বুঝি হরের গৃহিণী।
রম্ভা তিলোত্তমা কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু।
কপালে সিন্দূর ফোঁটা প্রভাতের ভানু॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভুরু-যুগ-উপরে উদিত অর্দ্ধ ইন্দু॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা করে অতি।
অলকা-তিলকা-রেখা অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাঁতি॥
রতন-রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি গতি, নূপুরের রব॥
করে শঙ্খ-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন-নূপুর পায় রুণুঝুনু বাজে॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গর্ব্ব হরে গন্ধরাজ চাঁপা॥
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ অঙ্গের উপর।
যে অঙ্গে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর॥
দুই পায়ে শোভিত পরেছে গোটা মল।
ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল॥
পুরীর ভিতরে কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যা-রূপে আলো করে রসাতল-পুরী॥
তাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ।
যোড়হস্তে বলে বীর পবননন্দন॥
আমরা বানর পশু বনে করি বাসা।
ক্ষুধায় না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা॥
রাজভয়ে গণিয়াছি জীবন অসার।
খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার॥
দুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাসি॥
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া।
পরিচয় দেহ কন্যে তুমি কার প্রিয়া॥
বড়ই কাতর মোরা হ'য়েছি এখন।
পরিচয় দেহ কন্যে তুমি কোন্ জন॥
কাহার বসতি ঘর কার সরোবর।
কৃপা করি কহ কন্যা শুনি অবান্তর॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা দিব্য সরোবর।
কার পুরী আইলাম বাসি বড় ডর॥
কন্যা বলে শুন বীর মম পরিচয়।
সুমেরু পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয়॥
সম্ভবা আমার নাম হেমা মোর সখী।
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি॥



এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে।
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে ॥
ময় নামে দানবের রচিত আবাস।
হেমা সহ করে ময় এস্থানে বিলাস ॥
নর্ত্তনে নর্ত্তকী হেমা গানেতে গায়নী।
রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন জিনি ॥
রূপে ময়দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা।
অবিরত রতি করে নাহি তার ক্ষমা ॥
রাত্রি দিন রমণে হেমার হয় ক্লেশ।
উঠিতে না পারে হেমা প্রায় তনু শেষ ॥
দানবের শৃঙ্গারে পলায় হেমা ত্রাসে।
দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে ॥
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া।
এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া ॥
বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্টজন।
এস্থান হইতে যাহ যত কপিগণ ॥
কোন্ জন হইতে পাইলে উপদেশ।
দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলে প্রবেশ ॥
শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর।
দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার ॥
হনুমান বলে, কন্যা শুন বিবরণ।
আমরা রামের দূত সব কপিগণ ॥
রামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥
আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন।
তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম-রমণী সীতা পরমাসুন্দরী।
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী ॥
বনে বাস করিয়াছিলেন তিন জন।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ॥
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর।
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন।
হইলেক উভয়ের সখ্য সংঘটন ॥
বালি বধি রাজ্য রাম দিলেন সুগ্রীবে।
সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে ॥
সুগ্রীবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ।
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ ॥
মাসেকের তরে রাজা করিল নির্ণয়।
মাসের অধিক হৈলে বাসি বড় ভয় ॥
গাছ হৈতে দেখিয়া আমরা এ সকল।
জলের উদ্দেশে আসিলাম এই স্থল ॥
মুখে কথা কহে তারা ফল পানে চায়।
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায় ॥
বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল।
সাধ হয় পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল ॥
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে।
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে ॥
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত দেখি হইল মমতা।
কন্যা বলে, ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা ॥
ইচ্ছামত ফল খাও যত আসে মনে।
শুনি হরষিত হৈল যত কপিগণে ॥
একে চায়, আর আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর ॥
দুই হাতে ফল খায় আর ভাঙ্গে ডাল।
মধুগন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল ॥
পক্কতাল লইয়া বসিল শাখা'পরে।
ক্ষুধায় কাতর খায় যত পেটে ধরে ॥
কতগুলা পাকা তাল নিঙ্গুড়িয়া খায়।
আধ খাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায় ॥
কত বা কামড়ে খায় কত খায় চুষি।
উদর পূরিল রসে মনে মনে খুসি ॥
ফল ফুল খাইয়া করিল মাথা হেট।
নড়িতে চড়িতে নারে ভারী হৈল পেট ॥
করিয়া বানরগণ উদর পূরণ।
নিবেদন করে বন্দি কন্যার চরণ ॥
তোমার প্রসাদে আজ খণ্ডে সব ক্লেশ।
কোন্ পথে বাহিরিব কহ উপদেশ ॥



যাবৎ এখানে কন্তে দানব না আসে।
তাবৎ বাহির হ'য়ে যাই অন্য দেশে ॥
বড় ভয় হয় কন্তে দানবের তরে।
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে ॥
পথ দেখাইয়া কন্যা আপনি চলিল।
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল ॥
পলায় বানরগণ পাছু পানে চায়।
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায় ॥
পরাণে মারিবে সবে কার নাহি রক্ষা।
উপায় কেবল দেখি এ কন্যা সপক্ষা ॥
সুড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইযা বাহির।
দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর ॥
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ।
বিন্ধ্যাদি মলয়গিরি দেখহ প্রবীণ ॥
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবব ॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ॥
অসীম রামের গুণ কি বলিতে জানি।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি ॥
তারক-ব্রহ্ম রামনাম অনন্ত-মহিমা।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
চণ্ডালে করিল কৃপা বড়ই করুণ।
পাষাণে নিশান দেখ যত তাঁর গুণ ॥



● অঙ্গদ হনুমানাদির মন্ত্রণা ●

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদ-গোচর ॥
পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর।
কোথাও না দেখিলাম সীতা লঙ্কেশ্বর ॥
বলেন অঙ্গদ বীর হে বানরগণ।
সাবধান হ'য়ে শুন আমার বচন ॥
সীতা-বার্ত্তা জানিতে হইল একমাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ ॥
আর যে হউক মম সংশয় জীবন।
সুগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ ॥
পিতারে মারিতে যার না হ'ল মমতা।
পুত্রেরে মারিবে সে যে কি অধিক কথা ॥
দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে।
যত হিত করিলেন সকল পাসরে ॥
আমি যুবরাজ নহি পিতা বিদ্যমানে।
সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানে ॥
খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ।
আমারে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ ॥
আমারে মারিবে খুড়া না হয় খণ্ডন।
আমার নিস্তার নাহি শুন কপিগণ ॥
যোড়হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী।
জীবনের আশা নাহি ত্যজিব পরাণী ॥
তারক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি।
অঙ্গদে বুঝায় সেই উত্তম প্রকৃতি ॥
সুগ্রীবের ভয় হেতু না যাইব দেশ।
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥
রাজযোগ্য আছে তথা সোনার আবাস।
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস ॥
ফুল ফল পাব তথা জল সুবাসিত।
সুগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ ॥
কি করিবে সুগ্রীব বা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কোন ভয় না করিও শুন মিত্রগণ ॥
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভুবনে।
কি করিবে সুগ্রীব বা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি।
মনে মনে হনুমান করেন যুকতি ॥
প্রমাদ গণিয়া ভাবে হনুমান বীর।
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির ॥
মোর বিদ্যমানে রাম-কার্য্য হয় হানি।
সবার ভিতরে হনুমান কহে বাণী ॥



হনূমান বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ।
এক কার্য্যে আসি তুমি কর অন্য কাজ॥
কোন্ যুক্তি কর তুমি লয়ে কপিগণ।
তোমার উচিত নহে এসব কথন॥
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল ভুবনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে॥
পলাইবে কোথায় সুগ্রীব সব জানে।
পলাইয়া বাঁচিতে নারিবে কোনখানে॥
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর।
তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর॥
স্ত্রী-পুত্র লইয়া করে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস।
তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী-পুত্রের আশ॥
তোমা-হেতু স্ত্রী-পুত্র ছাড়িবে কোন্ জন।
একাকী কেবল তুমি ফের বনে বন॥
মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
তোমার বাপেরে রাম মারে এক বাণে।
তাঁর হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন্ খানে॥
সুগ্রীব বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি।
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি॥
নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবে উদ্ধার।
রামবাণে মুক্ত হবে সুড়ঙ্গের দ্বার॥
বিষ্ণু-অবতার রাম জগতে পূজিত।
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত॥
নির্ব্বুদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ।
বীর হয়ে পলাইবে মুখে নাহি লাজ॥
যত দূর যাবে তার চৌটি নাহি আসি।
গৃহ পাছু যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি॥
সর্ব্ব দেশ দেখি যদি না পাই দর্শন।
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া লইব শরণ॥
ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত।
দোষ-গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত॥
ভয় করি পলাইলে হবে বড় দোষ।
হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ॥
যে দেশ বলিল রাজা যাইব সে দেশে।
তার পর যা হবার হইবেক শেষে॥
তোমারে প্রধান করি সে সুগ্রীব বৈসে।
তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে॥
কুপিল অঙ্গদ হনূমানের বচনে।
লজ্জা দিল হনূমান সবা বিদ্যমানে॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃরমণী রাজ র বিবাহিতা।
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা॥
ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি।
অপরন্তু পরজায়া যেমন জননী॥
জ্যেষ্ঠভাই সম পিতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয়॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া হরে কিসের বাখান।
জানিতে সীতার বার্ত্তা পাঠায় কুস্থান॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুখী।
সর্ব্বথা আমার মৃত্যু হনূমান দেখি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখি বীর হনূমান।
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন যত।
চোরা-যুদ্ধে আমার পিতারে করে হত॥
সম্মুখ সমর যদি করিতেন তাতে।
কে কেমন বীর তুমি তবেত জানিতে॥
রাম কেন না বলিল আমার বাপেরে।
গলে ধরি আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ।
তবে কেন সীতা লাগি দুঃখী কপিগণ॥
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনূমান।
পিতা চারি সাগরে করেন সন্ধ্যা-স্নান॥
দিগ্বিজয় করিয়া সে বেড়াত রাবণ।
পিতারে জিনিতে এল কিষ্কিন্ধ্যাভুবন॥
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে।
আহ্নিক করেন তিনি সাগরের তীরে॥
পাছু-বাটে রাবণ ধরিল মোর বাপে।
সাপটিয়া ধরিল সে অতুল প্রতাপে॥

ধ্যান-ভঙ্গ না হইল লেজেতে বান্ধিয়া।
রাবণেরে সাগরে ফেলান ডুবাইয়া ॥
দীঘল পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ ॥
বারেক শূন্যেতে তুলি ধরে পুনঃ নীরে।
নাকানি চুবানি খেয়ে বেটা শেষে মরে ॥
চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ।
সন্ধ্যাকালে মম পিতা আইলেন দেশ ॥
রাবণের দশ মাথা করে নড়বড়।
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড় ॥
দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে।
লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ তৎপরে ॥
সে রাবণ আসিয়া সীতারে করে চুরি।
ইহারি কারণে আজ মোরা সবে মরি ॥
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ।
কোন্ ছার পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম্ম।
রাজা হয়ে করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম্ম ॥
আপন অধর্ম্মে রাম এত দুঃখ পান।
ধর্ম্মমত ভাব তুমি বীর হনূমান ॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুখী।
সব কার্য্যে হনূমান মোর মৃত্যু দেখি ॥
সুগ্রীবের হবে যশ আমার মরণ।
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
হনূমান বলে যত কিছু মিথ্যা নয়।
জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয় ॥
আমরা বানর-পশু দোষ নাহি ধরি।
যে শাস্ত্র কহিলে, সে কেবল মনুষ্যেরি ॥
যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার।
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার ॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



● বানরদের প্রায়োপবেশন ●

এতেক বলিল যদি বীর হনূমান।
পুনশ্চ অঙ্গদ বলে সভা বিদ্যমান ॥
পুনঃ পুনঃ বল তুমি পবন-নন্দন।
যে বল সে বল মোর অবশ্য মরণ ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল।
নিশ্চয় জানিও অঙ্গদের প্রাণ গেল ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃসম মারিল হেলায়।
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীব, নহে দায় ॥
নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে।
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার মরণে ॥
দোসর বানরগণ পরস্পর বন্দে।
অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে ॥
অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি।
মরিব অঙ্গদ সঙ্গে করিল যুকতি ॥
সকল বানর যুক্তি এই করি সার।
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার ॥
স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্ব্ব মুখে।
উপবাস করিয়া রহিল মনোদুখে ॥
মরিবারে বানর করিল উপবাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



● সম্পাতির সহিত বানরদের সাক্ষাৎ ●

গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষিজাতি।
বৈসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরে সম্পাতি ॥
বানর-কটক মাথা তুলি ঊর্দ্ধে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে ॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনূমান।
আমার বচন তুমি কর অবধান ॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন ॥



কোন্ জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ ॥
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়-কোঙর ॥
রাম-বনবাস-হেতু সীতার হরণ।
সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ ॥
সম্পাতি বলেন, কে জটায়ু-মৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মোর প্রাণ দহে ॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ ॥
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ ॥
কপিগণ বলে, পক্ষী বড়ই সেয়ান।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ ॥
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্ব্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল ॥
হনূমান বলে, ভাই অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ ॥
হনূর বচনে সবে দিল অনুমতি।
আনিলেন ধরাধরি করিয়া সম্পাতি ॥
পক্ষিরাজে বসাইল বানর সমাজ।
যোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ ॥
বালি-সুগ্রীবেরে জান দুই সহোদর।
কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম এল বন।
সঙ্গেতে আইল তাঁর জানকী-লক্ষ্মণ ॥
সীতা সহ দুই ভাই ভ্রমে বনে বন।
শূন্যঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ ॥
সীতা লাগি ভ্রমিছেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন ॥
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়।
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয় ॥
অগ্নি সাক্ষী করি দুই জনে সত্য করে।
পরস্পর উপকার করিবার তরে ॥
দুইজন সত্যে বদ্ধ, হইল মিলন।
সেই হেতু করি মোরা সীতা-অন্বেষণ ॥
রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দেন দুর্জ্জয়-প্রতাপে ॥
পিতা মরিলেন, মনে হইলাম দুঃখী।
বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী ॥
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে।
রামকার্য্য সাধিবারে সুগ্রীব-আদেশে ॥
এক মাস নিয়ম করিল মহাশয়।
মাসেকের বাড়া হৈলে না জানি কি হয় ॥
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ।
জটায়ুর বিবরণ শুনহ এখন ॥
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা।
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন ॥
হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পক্ষী বলে, এই বেটা লঙ্কার রাবণ।
সীতারে হরণ করি করিছে গমন ॥
অনেক কালের পক্ষী হইযাছে জরা।
দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা ॥
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি।
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি ॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়।
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায় ॥
জটায়ু বলেন, সীতা এসেছেন বনে।
সেই সীতা ল'য়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে ॥
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট ॥
আকাশে উড়িয়া দেখে, রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর ॥
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর।
জটায়ু শরীর সেই করিল জর্জ্জর ॥



রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর।
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর॥
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল।
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল॥
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ।
রাম দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ॥
কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী।
কহ শুনি জটায়ুর কে হও আপনি॥
সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ।
ভাই ভাই করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ॥
আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে সুখে।
পাখা নাই কি করিব মরি মনোদুখে॥
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার।
শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার॥
জটায়ু সম্পাতি এই দুই সহোদর।
বলে মহাবলী মোরা গরুড়-কোঙর॥
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই।
সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই॥
প্রভাতে হইল যবে অরুণ উদয়।
সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয়॥
জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিস্ময়।
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয়॥
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিনু আকাশে।
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তাঁর পাশে॥
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয়।
দিক ও বিদিক নাই সব অগ্নিময়॥
প্রভাত হইলে দুই প্রহর উড়িয়া।
দুই ভাই মরি সূর্য্য-তেজেতে পুড়িয়া॥
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর।
মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর॥
রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া।
আমার উভয় পাখা গেল ত পুড়িয়া॥
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ।
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ॥
সাত দিন নাহি খাই সলিল-ওদন।
হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ আইল একজন॥
স্নান করে সে সর্ব্বজ্ঞ সরোবর-জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে॥
পর্ব্বত-প্রমাণ দেখি জন্তু সে সকল।
ধরিয়া খাইবে মোরে গায়ে নাহি বল॥
দূরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষ-তলে।
সিংহ-মহিষাদি জন্তু গেল হেনকালে॥
স্নান করি সে সর্ব্বজ্ঞ সরোবর-জলে।
আমার সম্মুখে সে আইল হেনকালে॥
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম।
পথে দেখা পাইয়া যে করিনু প্রণাম॥
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাহি মুখে।
আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে॥
সর্ব্বজ্ঞ বলেন, পক্ষিরাজ প্রাণ রক্ষ।
পুনর্ব্বার পাবে তুমি আপনার পক্ষ॥
দশরথ করিবেন রাজ্য বহু দিন।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম হবেন প্রবীণ॥
পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন।
শূন্যঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ॥
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ।
তাদের দর্শনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ॥
থাক এই পর্ব্বতে তাদের পাবে দেখা।
রাম নাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা॥
বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর।
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর॥
এতকাল রাম লাগি আছে হে জীবন।
এত দিনে তব সনে হৈল দরশন॥
অঙ্গদ বলেন, তোমা দেখে পাই ভয়।
সত্য কহ পক্ষিরাজ বৃত্তান্ত নিশ্চয়॥
রাবণের কোন্ দেশ কোথা তার ঘর।
তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর॥
পক্ষিরাজ বলে, আমি হই গৃধ্রজাতি।
পূর্ব্বেতে দক্ষিণদিকে ছিল মোর গতি॥



কহিব শুনিবে যত জানি বিবরণ।
সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ॥
রামের প্রসাদে মম হবে পক্ষোদয়।
পক্ষোদয়ে ভক্ষ্যলাভ প্রাণরক্ষা হয়॥

● রামকথা শ্রবণে সম্পাতির পক্ষ-প্রাপ্তি ●

হনূমান বলে, শুন গরুড়-নন্দন।
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন॥
পূর্ব্বকথা কহি শুন তাহে দেহ মন।
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ॥
সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে।
ভাবেন সকল লোক ত্রাণ পাবে কিসে॥
যুক্তি করি নারদেরে পাঠান মহীতে।
দিলেন বিধিকে হরি নারদের সাথে॥
দুইজন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া।
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া॥
বাল্মীকি ছিলেন পূর্ব্বে ব্যাধ-অবতার।
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দুরাচার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যার দেখা পায়।
ফাঁসি দিয়া মারে তারে কে কোথা পলায়॥
এইরূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনে বন।
নারদের সনে হৈল পথে দরশন॥
ব্রহ্মা ও নারদ তাঁরা যান দুই জনে।
হেনকালে দেখে দস্যু সে দুই ব্রাহ্মণে॥
দস্যু বলে, বিপ্র তোরা আর যাবি কোথা।
পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা॥
নারদ বলেন, আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ॥
দস্যু বলে, নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া উদর সদা ভরি॥
মাতা-পিতা পত্নী-পুত্র আছে যত জন।
ইহাতে সবার হয় উদর-পূরণ॥
অবিরত দস্যুকর্ম্ম করি আমি খাই।
সেকারণে ফাঁস হাতে বনেতে বেড়াই॥
কত শত জিতেন্দ্রিয় যতি ব্রহ্মচারী।
যার দেখা পাই তারে সেইক্ষণে মারি॥
নারদ বলেন, শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ।
তোমার পাপের ভার লয় কোন্ জন॥
তব পাপভাগী যদি হয় পিতা-মাতা।
তবেত আমারে বধ করহ সর্ব্বথা॥
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে।
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে॥
দস্যু বলে, শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমি ঘরে গেলে কি পালাবে দুইজন॥
নারদ বলেন, রাখ গাছেতে বান্ধিয়া।
পাপভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া॥
তবে দস্যু দুইজনে করিল বন্ধন।
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন॥
বাপেরে কহিল, তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
পিতা বলে, যাহা দেও ঘরে বসে খাব।
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব॥
যে কোন প্রকারে তুমি করিবে পালন।
পাপ-ভাগ লইতে না পারি কদাচন॥
বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন॥
দস্যু বলে, শুন মাতা করি নিবেদন।
মনুষ্য মারিয়া করি উদর-ভরণ॥
আমি আনি দিই, তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
জননী বলিল, শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ॥
পুত্র হৈলে করে মাতা পিতার পালন।
গয়া পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ॥
সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক।
মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক॥



যাহা আনি দিবে তাহা ঘরে বসে খাব।
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব ॥
যত যত পুত্র জন্মে ভারতমণ্ডলে।
পুত্র-পাপ মায়ে লয় কোন্ শাস্ত্রে বলে ॥
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে।
পুত্র হ'য়ে ডুবাইলি নরক ভিতরে ॥
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥
দস্যুকর্ম্ম করি আমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
স্বামীরে বলিছে বামা বিনয়-বচন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥
গৃহস্থের কাজ-কর্ম্ম সকলি করিব।
যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে খাব ॥
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন।
পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে।
পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে ॥
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে।
শিরে মোট বহি আনি পালিব তোমারে ॥
এখন আমার কর ভরণ-পোষণ।
আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন ॥
এই মতে জিজ্ঞাসা করিল বারে বার।
পাপভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার ॥
দস্যু বলে, তবে আমি কোন কর্ম্ম করি।
অধর্ম্ম করিয়া কেন লোকজন মারি ॥
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ ॥
আস্তে আস্তে খসাইল মুনির বন্ধন।
প্রণাম করিয়া বলে বিনয়-বচন ॥
জিজ্ঞাসিয়া ঘরে জানিলাম সমাচার।
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
মুনি বলে, তবে কেন বধিবে আমায় ॥
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
যত পাপ করিলে সে তোমারি থাকিল ॥
চৌরাশী নরক কুণ্ড আছে যমপুরে।
রৌরব নরক আদি সব তব তরে ॥
গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাত বুকে।
কাতরে কহিল দস্যু মুনির সম্মুখে ॥
কৃপা কর কৃপাময় ধরি হে চরণ।
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ ॥
আর আমি দস্যুকর্ম্ম কভু না করিব।
হইয়া তোমার দাস সঙ্গেতে ফিরিব ॥
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি।
সরোবরে স্নান করি আইস এখনি ॥
তোমার নিমিত্ত এক করিব উপায়।
যাহাতে হইবে মুক্ত পাপ দূরে যায় ॥
আস্তে ব্যস্তে গেল দস্যু সরোবর-তীরে।
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে ॥
স্নান করিবারে জল যদি না পাইল।
আরবার দস্যু সে মুনির কাছে গেল ॥
যোড়হাত করিয়া বলিল, হে গোঁসাই।
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই ॥
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল।
শুকাইল সরোবর তথা শুষ্ক স্থল ॥
শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস।
কমণ্ডলু-জল ছিল আপনার পাশ ॥
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায়।
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায় ॥
ব্রহ্মাপুত্র নারদের দয়া উপজিল।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র তার কর্ণে দিল ॥
ব্রহ্মাপুত্র আপনি করিল আদেশন।
দিবানিশি রাম নাম করহ স্মরণ ॥
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম।
রামনাম বলিতে বদনে আসে আম ॥
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়।
রামনাম বদনে যে নাহি বাহিরায় ॥



সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল।
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল॥
বুদ্ধিজীবী মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়।
বল দেখি কোন্ বৃক্ষ ওই দেখা যায়॥
শুনিয়া কহিল ব্যাধ যোড় করি কর।
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর॥
শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ।
মরা মরা মন্ত্র জপ কর রাত্রিদিন॥
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে।
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশি দিনে॥
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর।
দূরে গেল দস্যু-বৃত্তি সদা সদাচার॥
নারদ বলেন, মন্ত্র করহ স্মরণ।
এক বছরের পরে আসিব দু জন॥
ইহা বলি বিদায় লইল দুইজনে।
মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে॥
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিল তার উইপোকা ঢিপি॥
আসিয়া দেখেন মুনি বছরের পরে।
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে॥
ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন।
ঢিপির মধ্যেতে আছে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন।
বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ॥
মাটি হইতে বাহির হৈল সেইক্ষণে।
একচিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন।
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দিব্যকান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি।
তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি॥
কহিলেন তাহারে নারদ গুণধাম।
উলটিয়া আরবার বল রামনাম॥
কাতর হইয়া কহে যোড়হাত বুকে।
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে॥
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে।
রামনাম স্মরণে সকল গেল দূরে॥
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর।
তপস্যা করিল দশ হাজার বছর॥
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন।
প্রকাশ করিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ॥
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বছর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোক-ত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ॥

● হনূমান কর্ত্তৃক রামায়ণের প্রসঙ্গাপন ●

সাতকাণ্ড রামায়ণ হনূমান কয়।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয়॥
আদ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম হৈল শুভক্ষণে।
পরম উল্লাস হৈল অযোধ্যাভুবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
চারি পুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমন॥
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে।
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে॥
চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে।
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে॥
রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাসনা।
কুটিলা কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
আদ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয়।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি-বধ কটক-সঞ্চয়॥



সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে পড়ে সপ্তকাণ্ড-কথা।
সেই কথা হনুমান কহিল সর্ব্বথা ॥
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনূমান।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ॥

● সম্পাতির মুখে সীতা সংবাদ ও সাগর উত্তীর্ণ হনুমানের উদ্যোগ ●

সম্পাতি বলেন, শুন যত বীরগণ।
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
যখন দক্ষিণদিকে মাথা তুলে থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী ॥
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর পরিখা ॥
এক লাফে পার হও সকল বানর।
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর ॥
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা।
যাইয়া সাগর-পারে পূরাও কামনা ॥
তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায়।
দশযোজন অধিক দেখিতে না পায় ॥
একদৃষ্টে কপিগণ চাহে উদ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় কিছু পক্ষিরাজ হাসে ॥
জাম্বুবান উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি ॥
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার।
বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার ॥
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস।
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ ॥
সম্পাতি বলেন, শুন সবে সাবধানে।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িলেক মনে ॥
সুপার্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে।
নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে ॥
হিমালয় পর্ব্বতে আমার পরিবার।
তথা হৈতে পুত্র মম যোগায় আহার ॥
নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময়।
এক দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয় ॥
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর।
কোপে সুপার্শ্বে ভর্ৎসিলাম বহুতর ॥
ধার্ম্মিক আমার পুত্র ধর্ম্মে বড় রত।
করিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত ॥
আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে ॥
কৃষ্ণবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি কাঁদিছে বিস্তর।
দুই পাখে আগুলিনু দুইটি প্রহর ॥
রাখিতাম রথ সহ তাহারে উদরে।
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে ॥
সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম দিয়া মন।
শ্রীরামের সীতা বলি জানিনু তখন ॥
এখনি আসিবে পুত্র মহাবল তার।
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার ॥
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে।
এক ভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবারে থাকে ॥
এক ভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম।
স্থির হও কপিগণ নাহি ব্যতিক্রম ॥
এইরূপ হইতেছে কথোপকথন।
মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ ॥
দুই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়।
সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায় ॥
সম্পাতি বলেন, বাছা না কর সংহার।
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥
করিয়াছে ইহারা আমার উপকার।
করহ প্রত্যুপকার তবে পাই পার ॥
সুপার্শ্ব বলেন, মান্য পিতার বচন।
আমার পৃষ্ঠেতে চড় যত কপিগণ ॥



অঙ্গদ বলেন, শুন বীর উপদেশ।
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ॥
দেবতার পুত্র মোরা দেব-অবতার।
কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার॥
সম্পাতি বলিল, আমি রামকার্য্য করি।
রামায়ণ-প্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি॥
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর।
রামজয় বলি ডাকে সকল বানর॥

দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
রামজয় স্মরণে সাগর হব পার॥
কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে।
দুই পক্ষ সারি যায় আপনার দেশে॥
পুত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
কৃত্তিবাস কবি রচে অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত



সুন্দরাকান্ড

হিল্লোলিত কল্লোলিত সমুদ্র। বিশাল বিশাল জলজন্তু তাতে। সমুদ্রবেষ্টিত লংকাপুরী। কি করে যাওয়া যাবে সেখানে? সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে।

অবশেষে জম্বুবান এগিয়ে গিয়ে হনুমানকে বললে, তুমি তো পবন-পুত্র। তুমি তো শৈশবে সূর্যকে ধরতে লাফ দিয়েছিলে আকাশে। রাহু ভয় পেয়ে ইন্দ্রকে ডেকে এনেছিল। ইন্দ্র ভীত হয়ে বজ্রাহত করে তোমাকে। তাতেই ভগ্ন হয় তোমার হনু। তাই তোমার নাম হয় হনুমান। তোমার বিক্রম সুপ্রসিদ্ধ। তুমিই ইচ্ছা করলে সাগর লংঘন করতে পার।

হনুমান বলল, হ্যাঁ। এসব কথা সত্য আমি কয়েক যোজন সমুদ্র রামনাম স্মরণ করে অনায়াসে পার হতে পারি। এই বলে সে যুবরাজ অংগদকে আলিংগন করল, বন্দনীয়-জনকে বন্দনা করল। পাহাড়ের ওপরে উঠে প্রণাম করল সকল দেবতাকে। দেবতাদের আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়ে ভীষণ-মূর্তি ধারণ করে এক মহালাফ দিল হনুমান।

হনুমানকে বায়ুবেগে যেতে দেখে নাগমাতা সুরসা সাপিনী বিশাল মূর্তি ধারণ করে হনুমানের গতিরোধ করে দাঁড়াল। বলল, আমি ক্ষুধার্ত, আমার মুখ-বিবরে প্রবেশ কর।

হনুমান প্রথমে বিনয়-বচনে তার যাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলল, সংবাদ নিয়ে রামচন্দ্রকে জানিয়ে সে অবশ্য সুরসার-মুখে প্রবেশ করবে। কিন্তু সুরসা তাতে সম্মত হল না। তখন বিশাল মূর্তিতে সে প্রবেশ করল তার মুখের ভেতর। সুরসাও মস্ত হাঁ করে গিলতে গেল তাকে। যেই মুখ বন্ধ করা, হনুমানও ছোট হয়ে তার কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তখন খুশী মনেই সুরসা বলল, সকলের অনুরোধে আমি পরীক্ষা করলাম তোমাকে। যাও রাম-সীতার মিলন ঘটাও।

এত কান্ডে ক্লান্ত হনুমান মৈনাক পর্বতকে অনুরোধ করল মাথা তুলতে। সেখানে সে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে নিল। এতে ইন্দ্র মৈনাককে অভয় দিলেন।

এবারে তাকে বাধা দিল সিংহিকা নামে এক রাক্ষসী। সে ছায়া ধরে টেনে মুখে পুরতে চাইল হনুমানকে। হনুমান ছোট হয়ে তার মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকে তার বুক-ভেদ করে বেরিয়ে এলো, মৃত্যু হ'ল সিংহিকার। তার দেহ ভোজন করে তৃপ্ত হ'ল সাগর-প্রাণীরা। পথ হল বিপদমুক্ত।

লংকায় পদার্পণ করা মাত্র হনুমানের সংগে সাক্ষাৎ হ'ল উগ্রচন্ডাদেবীর। দেবী বললেন, রাবণের তপস্যায় খুশী হয়ে আমি এতদিন লংকা পাহারা দিয়েছি। কথা ছিল, হনুমান লংকায় পদার্পণ করলে আমি কৈলাসে চলে যাব। এই বলে দেবী চন্ডিকা হনুমানকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

লংকায় প্রবেশ করে লংকার সৌন্দর্য ও শোভা বিমুগ্ধ করল হনুমানকে। সে ঘরে ঘরে খুঁজতে লাগল সীতাকে। এমনকি সুপ্ত রাবণের ঘরেও প্রবেশ করে দেখল। কিন্তু কোথায় সীতা। অবশেষে অশোক বনে এসে চেড়ীবেষ্টিত এক অসামান্যা সুন্দরীকে দেখতে পেল সে। কে এই নারী। এমন সময় সেই নারী হা রাম বলে কেঁদে উঠলেন। তনুদেহ তাঁর কৃশ হয়েছে। রাক্ষসপুরীতে রামনাম উচ্চারণ করে, চেড়ীদ্বারা উৎপীড়িত হয়, এ নিশ্চয় সীতা। এই অনুমান করল হনুমান। সত্য জানবার জন্য এক গাছের ওপর উঠে বসে রইল। এমন সময় সে রাবণকে সেদিকেই আসতে দেখতে পেল।

রাবণ সেখানে পৌঁছে সীতাদেবীকে বললেন, আর কতদিন আমি অপেক্ষা করব সীতা! কতদিন বসে থাকব তোমার প্রত্যাশায়? তুচ্ছ বনবাসী রাম। আমি ভুবনবিজয়ী লংকাধিপতি রাবণ। কি জন্য দ্বিধা তোমার! তুমি আমার অংকশায়িণী হও। ধন্য হোক আমার জীবন। তোমাকে আমি এনে দিতে পারি সারা পৃথিবী! একটা সামান্য মানুষের কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ।

সীতা ক্রুদ্ধকন্ঠে বললেন, ওরে দুরাচার। আমাকে হরণ করে এনে ভেবেছ শ্রীরামচন্দ্রের হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে! তিনি একদিন সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসবেনই। সেদিন কে তোকে রক্ষা করবে তাঁর রোষ থেকে।

রাবণ আরও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল সীতার কথা শুনে। বলল, আমি তোমাকে অনেক সময় দিয়েছি। আর দুমাস। এর মধ্যে তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও তবে তোমাকে কেটে ফেলে দেব রাক্ষসদের কাছে।

রাবণ চলে যান। কিন্তু চেড়ীরা ঘিরে থাকে সীতাকে। হনুমান সুযোগের অপেক্ষা করে কখন কথা বলা যায় সীতার সংগে। এমন সময় ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী রাবণ রাজার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক আতংকজনক স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে। সব চেড়ীরা ছুটে যায় সে দিকে। সেই অবকাশে হনুমান আত্মপ্রকাশ করে।

সীতা ভাবেন এও রাবণের ছলনা। কিন্তু হনুমান যখন রামচন্দ্রের অংগুরীয় বের করে দেখায়, তখন সীতার চোখে আনন্দাশ্রু। শীঘ্রই রামচন্দ্র আসছেন, এই সংবাদ জানিয়ে হনুমান সীতার কাছে রামচন্দ্রের জন্য কোন অভিজ্ঞান চায়। সীতা তাকে মাথার একটি মণি দিয়ে দেন।

পরদিন রামচন্দ্রের দূত হিসাবে হনুমান গিয়ে উপস্থিত হয় রাবণের সভায়। তার পরিচয় পেয়ে সকলে তাকে উৎপীড়ন করতে শুরু করে। কিন্তু বিভীষণ তার প্রতিবাদ করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ তাকে পদাঘাত করে এবং রাজ্য থেকে দূর করে দেয়। বিভীষণ স্ত্রী সরমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান কৈলাসে।

এদিকে হনুমানকে পুড়িয়ে মারবার পরিকল্পনা করে তার লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। হনুমান তার জ্বলন্ত লেজ নিয়ে এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে লাফিয়ে গোটা লংকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর লেজের আগুন নিভিয়ে সাগর ডিংগিয়ে চলে যায় সে রামচন্দ্রের কাছে।

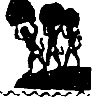
হনুমানের কাছে সব শুনে সসৈন্যে রামচন্দ্র চলে আসেন সমুদ্র তীরে। শিবের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে রামচন্দ্রের সংগে মিলিত হতে আসেন বিভীষণ। শ্রীরাম বিভীষণকে লংকার রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এবার শুরু হয় সমুদ্র বন্ধনের পালা।

এই বিষয়ে গুপ্ত জ্ঞান ছিল নল নামে বানরের। সে সমুদ্রের বুকে বিশাল সেতু নির্মাণ করতে শুরু করল। ক্রমে সেই সেতু সমুদ্র অতিক্রম করে স্পর্শ করল লংকার মাটি। সেই সেতুপথে সমুদ্র অতিক্রম করে রামচন্দ্র উপনীত হলেন লংকাদ্বীপে।

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্ব্বাণশান্তিপ্রদং।
ব্রহ্মা শম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্ ।।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং।
বন্দেহহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্ ।।
নান্যাস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়ে মদীয়ে।
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা ।।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘু পুংগবনির্ভরাং মে।
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ।।
অতুলিত বলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহং।
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ।।
সকল গুণনিধানং বানরাণামধীশং।
রঘুপতিবরদূতং বাত জাতং নমামি ।।

● বানরগণের সাগর লঙ্ঘনের যুক্তি ●

পিতা পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর তরঙ্গ দেখি গণিল প্রমাদ ॥
তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল তুলে সমুদ্রের জল ॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে ॥
এক-এক জলজন্তু পর্ব্বত-প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস, হয় অনুমান ॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস ॥
বিষাদে বিক্রম টুটে, বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচালে ভাই, সর্ব্বত্রই তরি ॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে ॥
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর।
রহিবারে লতাপত্রে সাজাইল ঘর ॥
সাগরের কূলে তারা সুখে বঞ্চে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সব সেনাপতি ॥
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে ॥
দৈবদোষে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন্ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন ॥



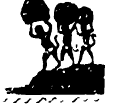
ব্রহ্মার হস্তের সুধা ছলে কোন্ জনে।
ইন্দ্রের হস্তের বজ্র কোন্ জন আনে॥
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন্ জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥
যম হৈতে যম-দণ্ড কাড়ে কোন্ জন।
কে করে মৃণাল-সূত্রে করীর বন্ধন॥
এই কর্ম্ম করিবারে যাহার শকতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি॥
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী পুত্র দেখি॥
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইয়া সবে গণিল বিপদ॥
ছিল যত সৈন্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর।
বার বার জিজ্ঞাসেন অঙ্গদ ঠাকুর॥
রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বার বার।
উত্তর না দাও কেন একি ব্যবহার॥
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে।
মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ পাতালে॥
অঙ্গদ বলেন, কেন করিছ বিষাদ।
কোন্ বীর লবে এস রাজার প্রসাদ॥
সুগ্রীবেরে সত্য হ'তে কে করিবে পার।
কোন্ বীর করিবে রামের উপকার॥
কোন্ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ সুখ্যাতি॥
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে॥
সেনাপতি গয় নামে যমের নন্দন।
সেই বলে ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন॥
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর।
বিংশতি যোজন পারি লঙ্ঘিতে সাগর॥
শরভ নামেতে বলে মুখ্য সেনাপতি।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি আমি নদীপতি॥
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন।
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন॥
মহেন্দ্র বানর বলে সুষেণ-কোঙর।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর॥
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার।
সত্তর যোজন লঙ্ঘি আমি পারাবার॥
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে নলবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর॥
অগ্নিপুত্র নীল বলে বীর-অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর-পাথার॥
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী।
দ্বিনবতি যোজন যে লঙ্ঘিবারে পারি॥
ব্রহ্মপুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
যৌবনকালের বল টুটয়ে বার্দ্ধকে।
যৌবনকালের কথা শুনহ কৌতুকে॥
বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন।
তিন পায়ে যুড়িলেন এ তিন ভুবন॥
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ।
তারা সবে তাঁর পদ করে প্রদক্ষিণ॥
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার।
বিষ্ণুপদ প্রদক্ষিণ করি তিনবার॥
পূর্ব্বে সেই শক্তি ছিল টুটিল এখন।
লঙ্ঘিব তথাপি পঞ্চ নবতি যোজন॥
লঙ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কাজ।
লাগিয়া যোজন পাঁচ ভাবি আমি লাজ॥
এত যদি বলিলেন মন্ত্রি জাম্বুবান।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনূমান॥
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে॥
এক লাফে পড়ি গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা।
যদি না আসিতে পারি তাহে করি শঙ্কা॥
ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম।
সে কারণে নাহি জানি আপন বিক্রম॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়।
কি জানি রামের কর্ম্মে পাছে বিঘ্ন হয়॥



সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
বীর তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে॥
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে॥
একবার কোন্ কথা তুমি শতবার।
যাইতে আসিতে পার সাগরের পার॥
রাজা হ'য়ে কেন হে করিবে এত শ্রম।
তুমি গেলে কটকের না রহে নিয়ম॥
তুমি কটকের মূল মোরা সবে ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল পাব সর্ব্বকাল॥
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলেই পত্র নাহি রয়।
যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয়॥
কার উপকার নাহি করে তব বাপ।
কোন্ বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ॥
সকল বানর তব ঘরের সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক॥
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
অঙ্গদ বলেন ধীরে, কি করি ইহার।
সাগর লঙ্ঘিতে কেহ না করে স্বীকার॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয়।
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয়॥
জীবন সংশয় মম নিশ্চিত মরণ।
সাগর লঙ্ঘিব আমি দেখ বীরগণ॥
সকল বানর কহে করি যোড়হাত।
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হে বানরের নাথ॥
রাজপুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
ভুলিয়াছি বালিকে হে তোমা দরশনে।
একতিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে॥
জাম্বুবান বলে, ছাড় জঞ্জাল বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনূমান।
কটকের মধ্যে আছে নকুল-প্রমাণ॥
কটকেতে হনূমান কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনূমান।
আমার বচন বাছা কর অবধান॥
হনূমান জাম্বুবান উভয়ে সম্ভাষ।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস॥

● জাম্বুবান কর্ত্তৃক হনূমানের জন্মকথা বর্ণন ●

জাম্বুবান বলে, বাছা তুমি মহাবল।
রামকার্য্য কর বাপু, কেন কর ছল॥
অঙ্গদ বলেন, ভাল মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন্ গুণ নাহি ধরে বীর হনূমান॥
জাম্বুবান-বাক্য আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাতে ধরে তার কেহ করে কোলে॥
জাম্বুবান বলে, বীর, কর অবধান।
শুন হনূমানের যে জন্মের বিধান॥
কুঞ্জর-তনয়া নামে ছিল বিদ্যাধরী।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী॥
অঞ্জনা নামেতে তার হইল কুমারী।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী॥
মলয় পর্ব্বতোপর কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর॥
চৈত্রমাস প্রবেশিল বসন্ত সময়।
হেনকালে বায়ু গেল পর্ব্বত মলয়॥
একেত বসন্ত তাহে মলয় পবন।
কামেতে চঞ্চল অতি অঞ্জনার মন॥
অঞ্জনার রূপে বায়ু মোহিত-হৃদয়।
লঙ্ঘিতে না পারে ঘরে কেশরী দুর্জ্জয়॥
অঞ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অনুকূল।
ঋতুস্নান করিবারে নর্ম্মদার কূল॥



সন্ধান পাইয়া গিয়া দেবতা পবন।
বলে ধরি অঞ্জনারে করেন রমণ ॥
অঞ্জনা বলেন হে করিলা জাতি-নাশ।
দেবতা হইয়া তব বানরী-বিলাস ॥
দেবতা হইয়া তুমি করিলা কি কর্ম্ম।
কি হেতু করিলা নষ্ট পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥
পবন বলেন, কিছু না বল অঞ্জনা।
দেখিয়া তোমার রূপ পাসরি আপনা ॥
কোপ সম্বরিয়া যাহ তুমি নিজ ঘরে।
মহাবীর হবে এক তোমার উদরে ॥
আমার বীর্য্যেতে যেই হইবে কুমার।
আমার অধিক গতি হইবে তাহার ॥
এত বলি পবন গেলেন নিজ স্থান।
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনূমান ॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনূমান।
সে দিনের কথা কহি কর অবধান ॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান।
প্রত্যূষে উদিত রক্তবর্ণ ভানুমান ॥
জ্ঞান করি রাঙ্গা ফল ধরিতে তাহাকে।
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে ॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর।
এক লাফে উঠিলেন সে অতি দুষ্কর ॥
দিবাকরে ধরিবারে যান হনূমান।
দৈবায়ত্ত তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান ॥
সূর্য্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত।
হনূমান দেখি তথা অতীব শঙ্কিত ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে ॥
শুন সুরপতি কহি এক সমাচার।
সূর্য্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর ॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস ॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর।
হনূমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর ॥
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস ॥
সিন্দূরে শোভিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকী অতি পবন-নন্দন ॥
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে ॥
কুপিত হইলে লোক আপনা পাসরে।
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরে ॥
অচেতন হনূমান হইলেন তাতে।
পড়িলেন তখনি সে মলয় পর্ব্বতে ॥
হনূ ভগ্ন হয়ে পড়ে মলয়-শিখরে।
হনূমান নাম তাই বাপ মায়ে করে ॥
যৌবনকালেতে আমি ছিলাম প্রবল।
তিনবার প্রদক্ষিণ করি ভূমণ্ডল ॥
বলহীন বৃদ্ধকালে নিকট মরণ।
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন ॥
যাহার বিক্রমে লোক করয়ে নির্ভর।
তাহার জীবন নষ্ট সেই পূজাবর ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা এস হনূমান।
চিন্তিত বানরে সব কর পরিত্রাণ ॥
নানাবিধ বানর বসতি নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে দেশে ঘোষে ॥
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া ॥

● হনূমানের নিজ কাহিনী কথন ●

হনূমান কহিলেন, করহ বিচার।
আমার জন্মের কথা কহি আর বার ॥
প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে।
মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে ॥
ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন।
দন্তাঘাতে চিরিয়া মারিতে মুনিগণ ॥



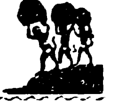
ভরদ্বাজ মহাঋষি ঋষির প্রধান।
দন্ত সারি যায় হস্তী নিতে তাঁর প্রাণ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া।
রুষিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া॥
দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর।
এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর॥
দুই চক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে।
দুই হাতে টানি দুই দশন উপাড়ে॥
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দন্ত।
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত॥
পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ।
সবে বলে হস্তী মারে এই কপিরাজ॥
এই দুষ্ট হস্তী ছিল সবাকার অরি।
ইহাকে মারিলে তুমি বানর-কেশরী॥
আপন ইচ্ছায় কর আহার বিহার।
তোমার প্রসাদে প্রাণ বাচে সবাকার॥
নির্ভয় করিলা বীর মুনির সমাজ।
ভরদ্বাজ বলে, বর মাগ কপিরাজ॥
কেশরী বলেন, যদি বর নিতে হয়।
তবে যেন পাই এক উত্তম তনয়॥
মুনিরা বলেন, তুমি চাহিলা যে বর।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কোঙর॥
বর পেয়ে মুনিগণে করি নমস্কার।
মলয়পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার॥
অঞ্জনা আমার মাতা অতি রূপবতী।
ঋতুস্নান হেতু গেল নর্ম্মদার প্রতি॥
সন্ধান পাইয়া তথা দেবতা পবন।
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন॥
এই সে কারণে আমি পবন-নন্দন।
সভার ভিতরে লজ্জা দাও কি কারণ॥
তুমি বা কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্বুবান।
সকলের সব বার্ত্তা জানে হনূমান॥
যত যত আসিয়াছে বীর সেনাপতি।
কেবা না জানহ, কহ কার মাতা সতী॥

রামকার্য্য করিতে না করি বিসংবাদ।
বিসংবাদে কার্য্যনাশ ঘটিবে বিবাদ॥
বানর কটকে করি অভয় প্রদান।
অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান॥
সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি।
শতবার পার হই আমি মহাবলী॥
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী॥
তোমা সবে না ডাকিব আমি যুদ্ধ-আশে।
একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে॥
পরম হরষে থাক কোন চিন্তা নাই।
সকলেতে কিবা কার্য্য, একা আমি যাই॥
সবে বলে যত বল কিছু নহে আন।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
হনূমান গলে দিল সকল বানর॥
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি।
সাগর তরিতে হনূমান করে মতি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল সুন্দরাকাণ্ডে গীত-রামায়ণ॥



● সাগর লঙ্ঘনে হনূমানের উদ্যোগ ●

অনন্তর বায়ু-পুত্র প্রসন্নহৃদয়।
উঠি দাঁড়াইয়া বলে রাম জয় জয়॥
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্ব্বজনে করিলা বন্দন॥
অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়ে।
কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হৈয়ে॥
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে।
না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে॥
এতএব চল সবে মহেন্দ্র-ভূধরে।
লম্ফ দিব থাক ওই গিরির উপরে॥

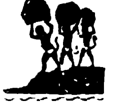


এত শুনি অগ্রে করি পবনকোঙরে।
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে॥
পর্ব্বতে উঠিল যবে হৈয়ে এক চাপ।
সিংহ ব্যাঘ্র পলাইল পর্ব্বতীয় সাপ॥
চল্লিশ যোজন তনু হনূমান ধরে।
শরীর ঠেকিল গিয়া আকাশ উপরে॥
মহেন্দ্র উপরি শোভে মারুত-নন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ॥
হেনকালে যাবতীয় অমর কিন্নর।
দেখিতে আইল সবে অম্বর উপর॥
বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন॥
সবে মিলি যাবতীয় শাখামৃগকুল।
গাঁথিলেন একমালা তুলি নানা ফুল॥
সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে।
সমর্পিলা পবন-তনয়-কণ্ঠোপরে॥
শোভিল শ্রীহনূমান সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা গলে ঐরাবত করী॥
তবে সব কপি স্থানে অনুমতি লয়ে।
হনূমান বসিলেন পূর্ব্বমুখ হয়ে॥
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চ দেব দিকপাল প্রতি॥
অষ্ট লোকপাল বন্দে উমা-মহেশ্বরে।
কুবের বরুণ বন্দে, বন্দে পুরন্দরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দে বীর বিষ্ণুর বনিতা।
অঞ্জনা কেশরী বন্দে, বন্দে বায়ু পিতা॥
বড় বড় কপিগণে বন্দে একভাবে।
উদ্দেশে প্রণাম করে নৃপতি সুগ্রীবে॥
লক্ষ্মণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥
চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে করেন আদর॥
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি।
কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি॥
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয়।
তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়॥
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন।
পঙ্গু পারে পারাবারে করিতে লঙ্ঘন॥
এইমত সাহসেতে হেন গুরুকাজ।
করিবারে সাহস করেছি রঘুরাজ॥
যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে তব প্রভু কল্পতরু-নামে॥
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পণ॥
এত নিবেদন কৈলা যবে হনূমান।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান্॥
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যজিলেন ধ্যান॥
প্রভু অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত মন।
কহিছেন কপিগণে পবন-নন্দন॥
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন।
হইয়াছি রাম-কৃপাকটাক্ষ-ভাজন॥
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন।
শতকোটি বার করি লঙ্ঘিবারে মন॥
রাবণ সবংশে বধে সাহস যে করি।
লঙ্কা তুলি এইস্থানে আনিবারে পারি॥
ভুজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হলে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি॥
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
শিখী যথা শুনি ধরাধরের গর্জ্জন॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ কপি জাম্বুবান্-চরণ বন্দিয়া॥
দাঁড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর॥



● সাগর লঙ্ঘনে হনূমানের ভীম-মূর্ত্তি গ্রহণ ●

গুণ-পাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে॥
তবে দেহ কৈল দশ যোজন বিস্তার।
আর লেজ সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার॥
করি দরশন তারে মন করে জ্ঞান।
যেন গিরি-শিরোপরি আর গিরিমান্॥
তাহে দুনয়ন বিরোচন-সম প্রকাশয়।
কিবা নাসারব শুনি নির্ঘাত মানয়॥
রোমগুচ্ছ দীঘ পুচ্ছ শিরোপরি দোলে।
মেরুগিরি-শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে॥
কপিবর কলেবর ভরে সে ভূধর।
নাহি সহিবারে পারি করে থর থর॥
তরুগণ আন্দোলন করে ঘনঘন।
পুষ্প বারি বুঝি বীরে করয়ে বর্ষণ॥
বৃক্ষ সব লক্ষ লক্ষ উপাড়ি পাড়য়ে।
নানা পাখী ছাড়ি শাখা আকাশে উড়য়ে॥
কত শৃঙ্গ হয়ে ভগ্ন ভূতলে পড়িল।
কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইল॥
পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া।
বন হতে সবে ধায় চীৎকার করিয়া॥
কত করী প্রাণে মরে উচ্চ হতে পড়ে।
চাপে হত পশু যত যে ছিল নিয়ড়ে॥
হল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য্য।
করিস্থানে হল প্রাণে শূন্য সিংহবর্য্য॥
জগৎপ্রাণ-সুসন্তান-কলেবর-ভরে।
নাহি সহে সে শিখর চড় বড় করে॥
পাই তাপ যত সাপ বিবরে আছিল।
পেয়ে ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল॥
মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
মহাদম্ভে দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকারি॥
মহারবে লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল।
কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল॥
শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল।
অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল॥
কপিগণ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে।
দুই শব্দে মিলি চলি গেলা দিগন্তরে॥
মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি।
উপমান মরুত্বান্ পবনেরে লেখি॥
বেগ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ না পারি সহিতে।
পারাবার পাছে যায় ব্যোম-উপরিতে॥
এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়।
বন্ধুজন দুঃখী মন অনুব্রজি যায়॥
কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল।
কতদূরে গিয়া তবে জলেতে পড়িল॥
বিনালম্ফে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল।
নিরখিয়া সব জন স্তম্ভিত হইল॥
কিবা শোভা পায় কপি আকাশ উপরে।
মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে॥
বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়।
নাগরাজ গিরিরাজ উপরে শোভয়॥
ঊর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর।
ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর॥
অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়।
শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়॥
বেগবান মরুত্বান্ লাগয়ে যাহারে।
কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে॥
সমীরণ-বেগে ঘন সব আকম্পিত।
পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত॥
বহুতর ধরাধর সাগর পড়িল।
ব্যোমচারী সিন্ধুবারি মাঝারে ডুবিল॥
সিন্ধুজল কলকল করে অতিশয়।
উত্তরিল জল স্থল অবধি কাঁপয়॥
সমকর জলচর যতেক আছিল।
পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল॥
ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবন-নন্দন।
প্রথমেতে তারা মাথে মুকুট তপন॥



সে তরণি কণ্ঠমণি সমান শোভিলা।
দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা॥
হেন মারুতির বীরপনা নিরীক্ষণে।
মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥
এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর॥



● সাপিনী সুরসা কর্ত্তৃক হনূমানের গতিরোধ ●

এইমত মারুতির বিক্রম দেখিয়া।
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া॥
নাগমাতা, তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মো'-সবার এক সন্দেহ ভঞ্জন॥
যাইছেন এই বায়ু-তনয় লঙ্কাতে।
রামচন্দ্র-প্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে॥
তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বল বুঝিবা যেমন॥
পারিবে নারিবে কিংবা এই কপিরাজ।
সেথা হতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ॥
ইহাই জানিতে ধরি ঘোর কলেবর।
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবর॥
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী।
প্রস্থান করিলা হ'য়ে রাক্ষসী-রূপিণী॥
দুড়-দুড় শব্দে হনূ যায় বায়ু-ভর।
লেজের আঘাতে উড়ে পাদপ-পাথর॥
একদৃষ্টে কপিগণ সাগর নেহালে।
দেখিতে না পায় কেহ কতদূর গেলে॥
তিন ভাগ গেছে আর আছে এক ভাগ।
সুরসা-সাপিনী তার পথে পাইল লাগ॥
দেবতার পুরে থাকে সুরসা-সাপিনী।
ভুজঙ্গ-লোকের তিনি হন গোস্বামিনী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর পাতাল-নিবাসী।
সুরসা-সাপিনী ডরে সবে হয় ত্রাসী॥

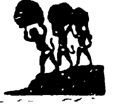
ধরে সে বিকট মূর্ত্তি দেবতার বোলে।
হনূমানে পরীক্ষা করিতে নভস্তলে॥
মারুতির অগ্রে ভীমমূরতি হইয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া॥
ওরে কপি, যাও তুমি আর কোন্ স্থানে।
প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে॥
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত।
এ সময়ে তোরে পেয়ে হৈনু বড় প্রীত॥
বুঝিলাম কৃপা করি যত দেবগণ।
করি দিলা মোর আগে তোরে আনয়ন॥
অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন॥
এত শুনি বায়ুপুত্র যুড়ি করদ্বয়।
তাঁর প্রতি কহিছেন করিয়া বিনয়॥
দশরথ-পুত্র রাম দণ্ডক কাননে।
আসি বাস করেছিলা পিতার বচনে॥
বিনা দোষে হরি আনিয়াছে তাঁর নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুরী-অধিকারী॥
যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে॥
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত করা তব অনুচিত॥
যদি বল, অবশ্যই খাইব তোমারে।
তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে॥
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে॥
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
কহিতেছি সত্য আমি করিয়া নিশ্চয়॥
সুরসা কহেন, তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী॥
সুরসার বাণী শুনি সমীর-নন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন॥
কোন্ মুখে দুষ্টা, মোরে করিবি ভক্ষণ।
প্রকাশ করহ তাহা, করি প্রবেশন॥



শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার।
প্রকাশ করিলা নিজ মুখের আকার ॥
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইলা।
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিলা ॥
পঞ্চাশ যোজন হৈল পবন-সন্তান।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান ॥
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনূমান।
সুরসা করিল আশী যোজন প্রমাণ ॥
হনূমান হৈল তবে নবতি যোজন।
সুরসা করিল শত যোজন আনন ॥
তাহা দেখি হনূমান চিন্তিল বিস্ময়।
একে, এত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয় ॥
এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে।
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তাঁরে ॥
তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ।
তার মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনূমান ॥
প্রবেশিবা-মাত্র সে সুরসা ঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি ॥
তাহা দেখি হয়ে বীর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্র দিয়া কৈল বাহিরে প্রয়াণ ॥
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়।
নাগমাতা, প্রণতি গো করি তব পায় ॥
তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন।
অনুমতি দেহ এবে করি গো গমন ॥
রামের কার্য্যেতে যাই সীতার উদ্দেশে।
তুমি যদি বাধা দাও পার হব কিসে ॥
কৃপা যদি না করিবে, পড়িব সঙ্কটে।
আসিবার কালে খেও, যাইব নিকটে ॥
সীতার উদ্দেশে যাই লঙ্কার ভিতর।
পাছে যাহা কর, তাহে নাহি পাই ডর ॥
তবে সে সুরসা ধরি আপন মুরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্র প্রতি ॥
সুখে যাহ হনূমান পরম কুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী ॥
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইলা যত সব অমর আমারে ॥
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রাম-সীতা উভয়ের করাও মিলন ॥
এত কহি নাগমাতা গেল নিজ স্থান।
পুনঃ পূর্ব্বরূপ হয়ে যান হনূমান ॥
নাগিনী সম্ভাষি বীর তিলেক না রহে।
শ্রীরাম স্মরিয়া যায়, যেন ঝড় বহে ॥

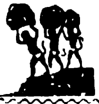
● মৈনাক পর্ব্বতের সহিত হনূমানের সখ্যতা ●

দেখি মারুতির হেন বীর্য্য বুদ্ধি বল।
প্রশংসা করেন তারে অমর সকল ॥
হেনকালে নদীপতি সুচিন্তিত মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ ॥
সগর নৃপতি হ'তে মোর উপাদান।
এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান ॥
সেই ত সগরবংশে রামের জনম।
সেই রাম-কার্য্যে যান পবন-নন্দন ॥
এ লাগি ইহার হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার ॥
লঙ্ঘিছেন হনূমান এই পারাবার।
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইঁহার ॥
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই।
যেরূপেতে সুখে যান করিব তাহাই ॥
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক-ভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে ॥
হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
করহ তুমিও মোর আজি এক কাজ ॥
শুন শুন শুন হিমালয়ের নন্দন।
এতকাল করিলাম তোমার পালন ॥
ইন্দ্রের ভয়েতে মম লইলে শরণ।
লুকাইয়া রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥



তবোপরি জিরাইবে পবন নন্দন।
শ্রীরামের সহায়তা কর এই ক্ষণ ॥
সগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার।
জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে তাঁহার ॥
সেই রামকার্য্যে যান সমীর-তনয়।
তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয় ॥
ইহা লাগি কহি তোমা এই যুক্তি করি।
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি ॥
উর্দ্ধ অধঃ আর চারি পার্শ্বে বাড়িবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার ॥
এই লাগি কহিতেছি তোমা বার বার।
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার ॥
তোমার উপরি শৃঙ্গে করি আরোহণ।
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন ॥
এত শুনি 'ভাল ভাল' বলি গিরিবর।
উঠিলেন সাগরের জলের উপর ॥
কিবা সাজে সিন্ধুমাঝে সুবর্ণ শিখরী।
প্রভাত-তপন যেন সমুদ্র উপরি ॥
দেখি তারে পথমাঝে মারুতি চিন্তিত।
একি আসি কোন্ বিঘ্ন হৈল উপস্থিত ॥
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য মূরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈনু আগমন ॥
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ নৃপতি সগর।
তিনি খাত করেছেন এইত সাগর ॥
এই হেতু রামদূত তোমা সম্মানিতে।
পাঠালেন মোরে সিন্ধু প্রীতিযুক্ত চিতে ॥
তুমিহে আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফল মূল জল অনুপাম ॥
অবশেষে হয়ে তুমি সুখযুক্ত মন।
করিবে রাবণপুর-মধ্যেতে গমন ॥
পরিহার কর তুমি যত শঙ্কা সব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব ॥

এ লাগিয়া আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
সফল করহ তুমি মোর বাসনায় ॥
এত শুনি হনুমান থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাসে ॥
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাস করিতেছ সিন্ধুজলের ভিতর ॥
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিশেষ করিয়া কহ কথা এই সব ॥
শুনি বাণী মহীধর আনন্দিত হৈয়া।
কহেন পবনপুত্রে প্রণয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে যাবতীয় গিরি ছিল পক্ষবান।
উড়িয়া করিত তারা সর্ব্বত্র প্রয়াণ ॥
তবে তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি উপজিল।
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল ॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া সহস্রলোচন।
বজ্রে করি পক্ষচ্ছেদ কৈলা আরম্ভণ ॥
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি আসিলেন ইন্দ্র মোর পাশে ॥
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন ॥
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হৈয়া বায়ু মহাশয় ॥
পরম-প্রবল বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইল মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া ॥
তাঁহার কৃপায় আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ॥
সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক ভূধর ॥
তুমি হও মোর বন্ধু পবন-তনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় ॥
অতএব মোর আর সিন্ধুর পিরীতে।
করহ বিশ্রাম তুমি মোর উপরেতে ॥
গিরিবাক্য শুনি কন পবন-কুমার।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥

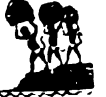


তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়াইল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল ॥
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত ॥
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে ॥
আর শুন, আসিবার কালে সিন্ধুতটে।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে ॥
নিরালম্বে পার হব শতেক যোজন।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম-করণ ॥
অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশ তোমারে।
দোষ ক্ষমা করি দেহ অনুজ্ঞা আমারে ॥
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥
তবে কর-অঙ্গুলিতে মৈনাক ভূধরে।
পরশি প্রয়াণ কৈলা মারুতি অম্বরে ॥
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট অন্তর।
মৈনাক ভূধর প্রতি কন পুরন্দর ॥
মৈনাক তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম ॥
রামদূত মারুতির আতিথ্য করিয়া।
করিলে হে তুষ্ট তুমি ত্রিজগৎ-হিয়া ॥
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয়।
সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ভয়হৃদয় ॥



● সিংহিকাবধ ও সাগরলঙ্ঘন ●

এত শুনি আনন্দিত হন গিরিবর।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবনকোঙর ॥
কতদূরে যবে তিনি করিলা গমন।
সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিলা দর্শন ॥
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্টা নিশাচরী।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি ॥
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী।
ইহার ছায়াকে ধরি আকর্ষিয়া আনি ॥
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পায়।
আকর্ষিতে আরম্ভিল মুখখান-বায় ॥
তার আকর্ষণে ন্যূন দেখি নিজ বেগ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ ॥
একি মোর গতিবেগ ন্যূন হয় কেন।
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন ॥
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে।
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ-অধোভিতে ॥
পাতাল সমান মুখ বিস্তারণ করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্টা নিশাচরী ॥
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার।
একি অধোভাগে দেখি বিকট আকার ॥
বুঝি এইজন মোরে করে আকর্ষণ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন ॥
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ।
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্ট জন ॥
আজি আমি প্রতিকার ইহার করিব।
এ পথের কণ্টক নিঃশেষে ঘুচাইব ॥
এত ভাবি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরি কপিবর।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদন ভিতর ॥
সিংহিকা হইয়া সুখী মুদিল বদন।
যেন কেহ বিষ খায় মরণ-কারণ ॥
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশি হনূমান।
নখে করি বিদারি করিল খান খান ॥
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্টা নিশাচরী।
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি উপরি ॥
তাহে সুখী হল বহু কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর ॥
বুঝিলাম বহুমাংস পূর্ব্বে খেয়েছিল।
আজি সেই সকলের পরিশোধ দিল ॥



সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনূমানে বহু প্রশংসন ॥
সর্ব্বদা বিজয়ী হও পবন-কুমার।
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার ॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি সিংহিকা নিধনে।
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে ॥
একে নিরালম্বে শত যোজন লঙ্ঘন।
তাহে সুকঠিন কর্ম্ম সিংহিকা-নিধন ॥
এ দুষ্টা রাক্ষসী-ভয়ে যত দেবভাগ।
করেছিলা এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ ॥
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক।
বিহার করুন সুখে সব বৃন্দারক ॥
তোমা হৈতে রামকার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে ॥
একি বল, একি বীর্য্য একি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম ॥
ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে ॥
যাহ যাহ করিতেছি মোরা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়ে ফিরি এস নির্ব্বিবাদ ॥
এত কহি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনিয়া আনন্দে বীর করিলা গমন ॥
কিছু দূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবন নন্দন ॥
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা ॥
অতএব ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হয়ে প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধিব ॥
এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন সুবেল-উপরি ॥
সেই ত সুবেল গিরি ভরেতে তাহার।
কাঁপিতে লাগিল লঙ্কাদ্বীপ সহকার ॥
আর এক হৈল বড় সে সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ॥
যদ্যপি লঙ্ঘিল সেই শতেক যোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এক ক্ষণ ॥
সাগর-লঙ্ঘন-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খণ্ড ॥



● হনূমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ ●

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর ॥
কাঞ্চন রজতমণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনূমান ॥
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবন-নন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সে অদ্ভুত রচন ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বামহস্তে খর্পর, দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা ॥
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর।
প্রলয়-অগ্নি-সম তেজ অতি ভয়ঙ্কর ॥
লোল জিহ্বা, পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, গলে মুণ্ডমালা।
মাণিক কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা ॥
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনূমান।
যোড়হাতে বলেন দেবীর বিদ্যমান ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি, কেন মাগো হেথা ॥
তোমারে দেখিয়া আমি পাই বড় ডর।
কি-কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর ॥
চামুণ্ডা বলেন, আমি শঙ্করের সতী।
তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি ॥
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
সেইকাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি ॥
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে।
থাকিব কতেক কাল রাবণ-ভবনে ॥

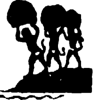


শঙ্কর বলেন, থাক এই সংখ্যা তার।
যতদিন নাহি হয় রাম-অবতার॥
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে।
তাঁর পত্নী সীতা-সতী হরিবে রাবণে॥
সীতা-অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর।
তার নাম হনূমান্, আকারে বানর॥
যখন দেখিবে লঙ্কাগত হনূমান।
তখনি ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বস্থান॥
সেই হৈতে রাখি আমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
হনূমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি॥
কাহার সেবক তুমি, কোথা তব ঘর।
কি মতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর॥
হনূমান বলে, আমি রামের কিঙ্কর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন-কোঙর॥
সীতা-অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের দূত আমি, তাই সিন্ধু তরি॥
শুনিয়া হনূর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তারে গেলেন কৈলাস॥



● হনূমানের লঙ্কায় সীতা অন্বেষণ ●

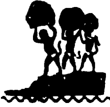
তদন্তরে হনূমান ভ্রমে বনে-বন।
গুয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর-ঝঙ্কার।
নানাপক্ষি-কলরব লাগে চমৎকার॥
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নির্ম্মল।
প্রস্ফুটিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল॥
লঙ্কাপুরী চারিদিকে বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর॥
সোনার প্রাচীর মধ্যে, বাহিরে লোহার।
গগনমণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার॥
এইরূপে হনূমান ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে॥
রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে।
বানর-কটক তাহে কি করিতে পারে॥
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার।
চারিব্যক্তি-বিনা আর সকলি অসার॥
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর-অবতার।
যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর॥
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি।
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত-গতি॥
যেই কার্য্যে আসিয়াছি সীতা দেখি আগে।
শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে॥
ভাণ্ডাইব কেমনে দুর্জ্জয় শত্রুগণে।
কেমনে চিনিব আমি রাজা দশাননে॥
বেড়াইব কেমনে কনক লঙ্কাপুরী।
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী॥
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
হাস্য-পরিহাস-কথা বচনচাতুরী।
সেখানে না থাকিবেন জানকী সুন্দরী॥
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু, মলিনবসনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা॥
সীতারে দেখিতে যদি হয় হানাহানি।
হয় হোক, ক্ষতি তাহে কিছুই না মানি॥
অস্ত গেল ভানুমান্ বেলা অবসান।
মধ্যগড়ে প্রবেশ করিল হনূমান॥
নিশাকর সুপ্রকাশ গগনমণ্ডলে।
ভালমতে হনূমান লঙ্কাকে নেহালে॥
চালের উপরে শোভে সুবর্ণের ধারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা॥
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে।
রাজার মন্দির সে সুন্দর-সাজে সাজে॥
হনূমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে।
নেউল প্রমাণ হ'য়ে ফিরে ঘরে ঘরে॥
অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস।
দেখে মহোদরের সে অপূর্ব্ব নিবাস॥



উল্কাজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্ব আর বিদ্যুন্মালী।
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী॥
কুমার-সবার ঘর দেখে সারারাতি।
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি॥
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ॥
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারী সারি সারি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা অস্ত্রধারী॥
দেখিল পুষ্পক রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান॥
সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন।
পিতাপুত্রে উভয়েতে হইল মিলন॥
পুত্রে সম্ভাষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান।
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হনূমান॥
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।
ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে॥
রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর।
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর॥
নিদ্রা যায় রাবণ শৃঙ্গার অবসাদে।
কস্তুরী কুঙ্কুমে রাজা শোভে মৃগমদে॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ॥
শোভে এক ঠাঁই সব রমণীর গলা।
এক সূত্রে গাথা যেন পারিজাত-মালা॥
খোল করতাল কারো বীণা বাঁশী কোলে।
অচেতন নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে॥
মানুষী গন্ধর্ব্বী দেবী দানবী রাক্ষসী।
রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী॥
নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্রধারী।
নব-জলধর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
রাবণের কোলে দেখে পরমাসুন্দরী।
ময়দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী॥
সোহাগে আগুলি সেই রত্নে বিভূষিতা।
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা॥

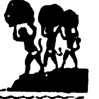
রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে।
রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে॥
দশরথ-পুত্রবধূ জনকঝিয়ারী।
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি॥
একে একে সকল করিলা নিরীক্ষণ।
সীতার লক্ষণ-যুক্ত নাহি একজন॥
কুড়ি চক্ষু মুদ্রিত নিদ্রিত লঙ্কেশ্বর।
নিরখিয়া হনূমান পাইলেন ডর॥
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
আর ঘরে গিয়া হনূ করিল প্রবেশ॥
যে ঘরে রাবণরাজা করে মধুপান।
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনূমান॥
ভক্ষ্য ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য।
মনুষ্য-পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ॥
সেখানে সীতার নাহি পাইয়া দর্শন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবন-নন্দন॥
সর্ব্ব স্থান দেখিলাম করিয়া বিচার।
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত-আকার॥
উলঙ্গ উন্মত্ত যত রাবণের নারী।
রাম দাস আমি, মোর নারী হয় অরি॥
সীতাহেতু অর্দ্ধরাত্রি করি জাগরণ।
অনেক ভ্রমণে নাহি পাই অন্বেষণ॥
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি।
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
সীতাহেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর॥
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন॥
কান্দিতে কান্দিতে হনূ ছাড়িল নিঃশ্বাস।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥





● অশোকবনে হনূমানের সীতা-সন্দর্শন ●

সত্তর-যোজন লঙ্কা-প্রাচীর-প্রমাণ।
তাহার উপরে বসি ভাবে হনূমান॥
স্বর্ণ-পুরী লঙ্কা দেখে পবন-কোঙর।
চতুর্দ্দিকে দেখে স্বর্ণ-রজতের ঘর॥
সোনা ও রূপার ঘর স্ফটিকের খনি।
ময়ূরের পাখে সব ঘরের ছাউনি॥
যেইদিকে চাহে সেইদিকে রহে মন।
আপনা পাসরে বীর-পবন-নন্দন॥
প্রাচীরে বসিয়া হনূ করিছে ক্রন্দন।
কোন্ দেশে পাব সীতা-মায়ের দর্শন॥
মাসেক হইল, রাম বিদায় দিলা মোরে।
কি বার্ত্তা কহিব গিয়া তাঁহার গোচরে॥
বৃথা হনূমান আমি বৃথাই জীবন।
কি বলিয়া প্রবোধিব শ্রীরামের মন॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল খুঁজিনু একে-একে।
সীতা-মাকে খুঁজিয়া না পেলাম ত্রিলোকে॥
আগে গিয়া সুগ্রীবের বধিব জীবন।
পরে কুণ্ড সাজাইয়া মরিব তখন॥
কোথা আছ সীতা-মাতা দেহ দরশন।
এতেক বলিয়া বীর করিল ক্রন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে হেরে হনূ অশোকের বন॥
নানাবর্ণ-পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন।
ফাঁফর হইয়া হনূ করে নিরীক্ষণ॥
কোকিলের কুহু-রব ভ্রমর-ঝঙ্কার।
তাহা দেখি আনন্দিত পবন-কুমার॥
অশোকের বন দেখি আনন্দিত-মন।
ওখানে পাইব সীতা-মাতার দর্শন॥
মুছিয়া নেত্রের জল হইয়া সুস্থির।
প্রবেশিল অশোক-কাননে মহাবীর॥
প্রাচীর ছাড়িয়া বীর গেল সেইখানে।
মায়া করি হৈল হনূ বিঘত-প্রমাণে॥
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর॥
অতি উচ্চতর বৃক্ষ অপূর্ব্ব-গঠন।
ঊর্দ্ধে তার পরিমাণ চল্লিশ-যোজন॥
তাহার উপরে উঠি হনূ মহাবলে।
দেখিল, রহেন সীতা সেই বৃক্ষতলে॥
ত্রিজটা রাক্ষসী তথা সহ চেড়ীগণ।
চেড়ীগণ মধ্যে সীতা করেন রোদন॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি-সুশোভন॥
রাঙ্গাবর্ণ কত বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
মেঘবর্ণ কত বৃক্ষ দেখে মনোহর॥
ঠাঁই-ঠাঁই দেখে তথা স্বর্ণ-নাট্যশালা।
দেবকন্যা লইয়া রাবণ করে খেলা॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনূমান, হেথা পাব সীতা॥
চেড়ী-সবে দেখে তথা, অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত-প্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গর॥
কেহ কালী, কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী।
খর্জ্জুর-তালের মত শিরে কেশাবলী॥
আ-উদর চুল কারো, মাথা যুড়ি নাক।
কাঁকলাস-মূর্ত্তি কারো, সব মাথা টাক॥
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী॥
নানা-অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী-সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে, মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতারে চিনিয়া নিল পবন-নন্দন॥

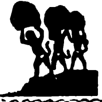


সীতারূপ দেখি কান্দে বীর হনূমান।
সুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান॥
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি শূর্পণখার নাক-কান হত॥
ইহা লাগি চতুর্দ্দশ-সহস্র রক্ষঃ মরে।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে॥
ইহা লাগি কবন্ধের স্বর্গ-দরশন।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব-মিলন॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তরে।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগরে॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনূমান।
অনুমানে যা ছিল, তা' দেখি বিদ্যমান॥
দশদিক্ আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম দারুণ-সন্তাপে॥
রাক্ষসীগণেরে মারি কি আপনি মরি।
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি॥
রাম-সীতা বাখানে চড়িয়া হনূ গাছে।
কৃত্তিবাস মনোদুঃখে রাম-গুণ রচে॥



● সীতার নিকট রাবণের গমন ●

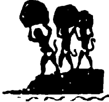
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ।
পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে উপর গগন॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী-ভাগ বিচিত্র সুন্দর॥
নিশি-ঘোর রাত্রি হৈল, দ্বিতীয় প্রহর।
পালঙ্কেতে নিদ্রা যায় রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মলয়-বসন্ত বায়ে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
সীতাদেবী রাবণের মনে প'ড়ে গেল॥
মধুপানে রাবণ হইল কামাতুর।
বলে, চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর॥
সীতা লাগি যাব আমি অশোকের বনে।
মন্দোদরী-রাণী-আদি ডাকে রাণীগণে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সাজে রাণীগণ।
বেষ্টিত করিল সবে রাজা দশানন॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী
রূপে আলো করিছে কনক লঙ্কাপুরী॥
চামর ঢুলায় কেহ, কারো হাতে ঝারি।
নারায়ণ-তৈলে জ্বলে দীপ সারি সারি॥
কোন বা রাণীর হাতে চন্দনের বাটি।
কোন বা রাণীর হাতে স্বর্ণের দেউটি॥
রাণীগণ-সঙ্গে রাজা চলে আস্তেব্যস্তে।
উপস্থিত হৈল গিয়া সীতার সাক্ষাতে॥
দশ শত নারী সহ আইল রাবণ।
অশোক-কানন হৈল দেবতা ভবন॥
হনূ বলে রাবণ করিল আগুসার।
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার॥
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আছি কভু ভাল নহে॥
গাছের আড়ালে বসি পাতার ভিতর।
আপনি লুকায়ে দেখে চতুর বানর॥
নারীগণ-সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনূমান দেখে॥
কি বলে রাবণ রাজা, কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসারে মারুতি কৌতুকী॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর।
দেহ বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে॥
মনে মনে মহাভয় পাইয়া জানকী।
আপনার অঙ্গে তিনি হৈতে চান লুকি॥
দুই স্তন ঢাকিল জানকী দুই হাতে।
পারে কিবা হেন শক্তি লাবণ্য ঢাকিতে॥
সোনার প্রতিমা জিনি সীতা-ঠাকুরাণী।
হিঙ্গুল জিনিয়া যার চরণ দু'খানি॥



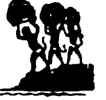
চন্দ্র জিনি চরণের দশ-নখ-জ্যোতিঃ।
মুকুতা জিনিয়া যার দশনের পাঁতি ॥
পদ্ম জিনি জননীর দুই-চক্ষু শোভে।
ভ্রমর ধাইছে কত-শত মধু লোভে ॥
দশদিক্ আলো করে জনক-ঝিয়ারী।
শিংশপার তলে যেন পড়িছে বিজরী ॥
সীতা যার গাত্রে মলা, মলিন বদন।
তবু রূপে আলো করে অশোকের বন ॥
রাবণে দেখিয়া সীতার উড়ে গেল প্রাণ।
বলেন দু'হাত তুলি রক্ষা কর রাম ॥
এমন সময়ে কোথা দেবর লক্ষ্মণ।
জাতি-মান রক্ষা কর ভাই দুইজন ॥
বিকলি করিয়া সীতা কৈলা হেঁটমাথে।
মাথা তুলি না চাহেন রাবণ-সাক্ষাতে ॥
সীতারূপ হেরি রাবণ ভাবে মনে-মন।
আমার উদ্ধারে সীতা, তব আগমন ॥
যে হোক্ সে হোক্ মোর, জানি মনে-মনে।
উন্নত হইয়া আমি নত হই কেনে ॥
ডাক দিয়া বলে তবে লঙ্কা-অধিকারী।
হেঁট মাথা কৈলে কেন জনক-ঝিয়ারি ॥
অভিমান ছাড়ি সীতা চাহ নেত্র-কোণে।
পাটরাণী হ'য়ে বৈস—স্বর্ণ-সিংহাসনে ॥
দশ হাজার দেবকন্যা বিভা করি আমি।
তার মধ্যে পাটরাণী হ'য়ে রহ তুমি ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পর রাজ-আভরণ।
তব আজ্ঞাকারী রবে রাজা দশানন ॥
মোর মত রাজা আর নাহি ত্রিভুবনে।
ধনের ঈশ্বর আমি জানে জগজ্জনে ॥
রাবণ বলিল, সীতা কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
বলে ধরি আনিয়াছি এই ভয় মনে।
রাক্ষসের জাতিধর্ম্ম ছলেবলে আনে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর হেন লয় মন ॥
দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল।
দেখি নবনীত-প্রায় শরীর কোমল ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ-অঙ্গুলী ॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে ॥
রামের অত্যল্প ধন, অত্যল্প জীবন।
রাজ্য শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ ॥
এখন কি আছে রাম মনে হেন বাস।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস ॥
মোর বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান।
মানুষ সে রাম, তার কত বড় জ্ঞান ॥
দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চূর্ণ সবাকার গর্ব্ব ॥
দিগ্বিজয় কৈনু আমি রণে বাহুবলে।
কত শত যোদ্ধৃপতি দিনু রসাতলে ॥
হেনজন ছাড়ি তব তপস্বীতে মন।
জটিল তপস্বী তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
মিছামিছি বলে লোকে তোমাকে পণ্ডিতা ॥
রতিশাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে।
তুমি আমি কেলি রস ভুঞ্জিব দুজনে ॥
নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার আগার।
আজ্ঞা কর সুন্দরী সে সকলি তোমার ॥
তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী।
তোমার আজ্ঞাতে ল'য়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
তোমার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা।
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা ॥
কারো পায় নাহি পড়ে রাজা দশাননে।
দশ মাথা লোটাইনু তোমার চরণে ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে ॥
অধার্ম্মিকা নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনক-রাজার কন্যা আমি কুলনারী ॥



রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রুদ্ধমনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে॥
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত।
পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহ সহ বাদ।
সবংশে মরিবি তুই, ঘুচিবে বিবাদ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ॥
অমৃত খাইয়া যদি হ'স্ রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥
স্বর্ণলঙ্কা তরে তোর এত অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিস্ দুরাচার।
রামের বাণের তেজে সাগর ত ছার॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রাম-সঙ্গে করহ পিরীত॥
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পিরীতি।
শ্রীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লভ্যে ঠাকুরাণী॥
যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায়ে পড়ি ক'স্ কেন কুৎসিত বচন॥
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি, ভুলাইবি রামের ঘরণী॥
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রামবিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥
এত বলি সীতাদেবী অগ্নি হেন জ্বলে।
কোপে দুই চক্ষু রাঙা রাবণেরে বলে॥
দুরাচার রাক্ষস পাপিষ্ঠ দুষ্টমতি।
ধরেন কতই গুণ মোর রঘুপতি॥
রামের অমৃত জিনি বচন শীতল।
বিপক্ষ বিনাশে যিনি মহা-কালানল॥
জিনিয়া সূর্য্যের তেজ অযোধ্যার পাটে।
আশী হাজার রাজা যাঁর পদতলে খাটে॥
হেন বংশে জন্ম মোর লভিলা শ্রীরাম।
চৌদ্দ-ভুবনের কর্ত্তা সংসারের প্রাণ॥
শোন্ রে রাবণ মোর পতি রঘুমণি।
তাঁরে সিংহ, শৃগাল-কুক্কুর তোরে গণি॥
তোর দেশে থাকিয়া কি তোরে ভয় করি।
জাগেন হৃদয়ে মোর রাম জটাধারী॥
পঙ্গু হ'য়ে চাস্ তুই লঙ্ঘিতে সাগর।
বামন হইয়া চাস্ ধরিতে শশধর॥
শৃগাল হইয়া চাস্ সিংহের রমণী।
কোন শাস্ত্রে কোন ধর্ম্মে কোথাও না শুনি॥
সরোবর-পঙ্ক আর সুগন্ধি চন্দনে।
কতই অন্তর, তুই ভেবে দেখ মনে॥
সরোবর-পঙ্ক তুই রাজা দশানন।
সুগন্ধি চন্দন মোর কমল-লোচন॥
চন্দ্র আর নক্ষত্রে দেখ্ কতেক অন্তর।
তারা হ'য়ে হ'তে চাস্ চন্দ্রের সোসর॥
এক-চন্দ্র আলো করে গগন-মণ্ডলে।
দশ-চন্দ্র রহে রাম-চরণ-কমলে॥
তৈল বিনা যথা দীপ কভু নাহি রয়।
নদীকূলে বৃক্ষ যথা চিরস্থায়ী নয়॥
বস্ত্রে অগ্নি বন্ধে যথা মৃত্যু আপনার।
ধর্ম্ম বিনা লঙ্কা তথা হবে ছারখার॥
মক্ষিকা না পারে কভু বজ্র ধরিবারে।
রাবণ না পারে কভু লইতে সীতারে॥
যে-সে নারী নহি আমি জনক-ঝিয়ারী।
মোর শাপে ভস্ম হবে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
দশ হাজার দেবকন্যা হ'রেছিস্ বলে।
ডুবাবেন তোরে রাম সাগরের জলে॥
বৃথায় করিস্ গর্ব্ব সাগরের গড়।
রাম-গুণে বদ্ধ হবে স্বয়ং সাগর॥
ক্ষেপণ করিলে বজ্র-বাণ রঘুমণি।
করিতে পারেন শুষ্ক সাগরের পানি॥



ইন্দ্রের নিকটে তোর যত ভারি ভুরি।
এবার রামের হাতে যাবি যমপুরী ॥
রাবণ ভাবিস্, এইমত দিন যাবে।
ঘাঁটাইলি কাল-সর্প ঘরে আসি খাবে ॥
মরণ নিকট ছাড় জীবনের আশ।
অবিলম্বে হইবেক তোর সর্ব্বনাশ ॥
এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥
আসিবার কালে আমি ব'লেছি বচন।
এক বর্ষ জানকীর করিব পালন ॥
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস ॥
সহিবেক আর দুই মাস দশস্কন্ধ।
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ ॥
জানকী বলেন, রাজা না বল কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবি এ দৈবের লিখিত ॥
বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর।
গরুড়ে বায়সে দেখ অনেক অন্তর ॥
অনেক অন্তর দেখ কাঁজিসুধাপানে।
অনেক অন্তর দেখ লোহা ও কাঞ্চনে ॥
অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে।
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি-খালে ॥
শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর।
রামে সিংহ, তোরে দেখি শৃগাল-কুকুর ॥
রাবণ অস্থির হৈল সীতার বচনে।
কুড়ি চক্ষু রাঙা করি চাহে সীতা-পানে ॥
রাবণ বলে, সীতা তোর এত অহঙ্কার।
মোর ঠাঁই আজি তোর নাহিক নিস্তার ॥
রাবণ লইল হাতে খাণ্ডা এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা ॥
কালান্তক যম-সম রুষিল রাবণ।
খাণ্ডায় কাটিলে মাথা রাখে কোন্ জন ॥
রাবণের হাতে সীতা দেখি খাণ্ডাখান।
দুই হাত তুলি বলে, রক্ষা কর রাম ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সীতা তুলি দুই হাত।
অনাথা হইয়া মরি রাখ রঘুনাথ ॥
দেবর লক্ষ্মণ কোথা রামের ছোট ভাই।
মৃত্যুকালে তব সঙ্গে দেখা হৈল নাই ॥
আজি হৈতে ডুবে গেল জানকীর নাম।
এতদিনে অশোকবনে বিধি হৈল বাম ॥
সীতা বলে, যদি তুমি কাট লঙ্কেশ্বর।
আমার মিনতি এক তোমার গোচর ॥
প্রাণ যায় যাক্ তাহে কিছু নাহি দায়।
আজি হৈতে সীতা-নাম দেখি ডুবে যায় ॥
তিলেক বিলম্ব কর, করি নিবেদন।
ধ্যান করি শ্রীরামের রাতুল চরণ ॥
তিলার্দ্ধ রহিতে নারি রামচন্দ্র বিনা।
মৃত্যুকালে করি মনে তাঁহারি ভাবনা ॥
রামে ধ্যান করি যদি যায় মোর প্রাণ।
কোন জন্মে পুনরায় পতি পাব রাম ॥
বাঁচিবার সাধ নাই নিজে মরিতাম।
ঝাঁপ দিয়া সাগরেতে প্রাণ ত্যজিতাম ॥
আজি কালি মরি কিংবা এখন তখন।
ভাল হৈল নিজ হস্তে কাট্‌রে রাবণ ॥
প্রাণ গেলে রামের চরণ তবু পাই।
একচোটে কাট তুমি তোমার দোহাই ॥
রাবণ বলে, সীতা এবে ছাড় রাম-নাম।
মোরে ভজ নহিলে ত হারাবে পরাণ ॥
সীতা বলে, খাণ্ডা দেখি না করিব ভয়।
ছাড়িতে নারিব আমি রাম দয়াময় ॥
এত বলি সীতাদেবী করে হেঁটমাথা।
রাবণের সঙ্গে আর না কহেন কথা ॥
সহস্র কামিনী আছে রাবণের আড়ে।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে ॥
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী।
রাবণেরে ভৎসে সেইকালে মন্দোদরী ॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব নহে জাতিতে মানুষী।
কত বড় দেখ প্রভু জানকী রূপসী ॥

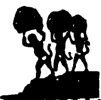


রাবণ সীতারে দেখি কামে অচেতন।
খাণ্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন ॥
কামে মত্ত চতুর্দ্দিক রাবণ নেহালে।
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে ॥
নলকুবেরের শাপ পাসরিলে মনে।
শৃঙ্গার করিলে বলে মরিবে পরাণে ॥
পুনঃ বলে মন্দোদরী করি যোড়হাত।
মূর্খ আমি মোর বাক্য রাখ প্রাণনাথ॥
মোরে দয়া করি রাজা ত্যজ খাণ্ডাখান।
এবার জানকী-মাকে মোরে দেহ দান ॥
জানিয়া না জান রাজা রাম গদাধরে।
আপনি জন্মিলা বিষ্ণু অযোধ্যা নগরে ॥
দশরথ-গৃহে বিষ্ণু জন্মিলা আপনি।
লক্ষ্মীরূপে জন্মিলেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
মন্দোদরী-বাক্যে আর সীতার ক্রন্দনে।
খাণ্ডাখান সংবরিল রাজা দশাননে ॥
নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে।
মারিবারে চেড়ীগণে যায় মহা ক্রোধে ॥
চেড়ীগণে ডাকে সে যাহার যেই নাম।
দ্রুত গিয়া চেড়ীগণ করিল প্রণাম ॥
চেড়ীগণে কোপ করি বলে দশানন।
সীতাপাশে তোমা-সবে রাখি কি কারণ ॥
যত চেড়ী দিয়াছিল সীতার রক্ষণে।
তার দশগুণ দিল অশোক-কাননে ॥
চেড়ীগণে ক্রোধে পুনঃ কহে দশানন।
সীতা ল'য়ে থাক্ ত্রিজটাদি চেড়ীগণ ॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা এল প্রভাসা দুর্ম্মুখা।
পাইয়া সীতার বার্ত্তা রাঁড়ী শূর্পণখা ॥
অস্ত্রমুখী বজ্রধারী এল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা এল রাক্ষসী সরমা ॥
কহিল রাবণ চেড়ী সকলের কানে।
বুঝাও সীতায় ভালমতে রাত্রিদিনে ॥
রুক্ষ বাক্য না বলিহ করিহ পিরীতি।
ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি ॥
রাণীগণ সঙ্গে রাজা গিয়া নিজঘর।
পালঙ্কে শয়ন করে সুখে লঙ্কেশ্বর ॥
হেথা সীতা আগুলিয়া রহে যত চেড়ী।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে উঠাইয়া বাড়ি ॥
কৃত্তিবাস সুকবির কবিত্ব মধুর।
পড়িলে সুন্দরাকাণ্ড পাপ হয় দূর ॥



● চেড়ীগণ কর্ত্তৃক সীতা-উৎপীড়ন ●

ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি ॥
চেড়ী সব বলে, সীতা শুন হিত বাণী।
রাবণের মত গুণী না পাইবে স্বামী ॥
অল্প ধন ধরে রাম অল্পই জীবন।
চৌদ্দযুগ রাজ্য ভোগ করিবে রাবণ ॥
সীতা বলে, অল্প ধন অত্যল্প জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন ॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী।
কারো হাতে খাণ্ডা আর কারো হাতে বাড়ি ॥
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই।
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই ॥
সকলে ধাইয়া যায় সীতার নিধনে।
শ্রীরাম-স্মরণ সীতা করে মনে মনে ॥
দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ-আড়ে।
চেড়ীগণে মারি বলি মনে তোলপাড়ে ॥
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক।
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষস-কটক ॥
সবাকার বুঝি আগে বাক্য অবসান।
পিছে নহে চেড়ীদের বধিব পরাণ ॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা বলে প্রভাসা রাক্ষসী।
কাট তবে সীতারে কিসের তরে তুষি ॥
না শুনিল সীতা আমা-সবার বচন।
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ ॥



ভাল ভাল বলিয়া উঠিল অশ্বমুখী।
প্রভাসার কথা শুনি হৈল বড় সুখী ॥
শূর্পণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্যবাণ।
গলে নখ দিয়া তোর বধিব পরাণ ॥
লক্ষ্মণ কাটিল যে আমার নাক কাণ।
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ ॥
আর চেড়ী এল তার নাম বজ্রধরী।
সীতারে দিলেক পাক চুলে তার ধরি ॥
মারিতে কাটিতে চাহে, নাহি ব্যথা মনে।
কান্দিছেন সীতা আর কত সহে প্রাণে ॥
বস্ত্র না সংবরে সীতা নাহি বান্ধে কেশ।
শোকেতে ব্যাকুল হ'য়ে কান্দেন অশেষ ॥
মহাবীর হনূমান আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে ॥
কোথা গেলে প্রভু রাম, কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কানে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাক যদি চর।
মোর দুঃখ কহ গিয়া শ্রীরাম-গোচর ॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিরাম।
এ-লঙ্কার সর্ব্বনাশ করুন শ্রীরাম ॥
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে।
শৃগাল কুকুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাসে ॥
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

● সীতা-ত্রিজটা-কথোপকথন ●

ত্রিজটা বলেন, সীতা শুন মোর বাণী।
রাবণে ভজিয়া হও লঙ্কার পাটরাণী ॥
সীতা বলে, ত্রিজটা কি বলহ আমারে।
কমনে ছাড়িতে বল প্রাণ-রঘুবরে ॥
পাটরাণীর আভরণে মোর কাজ কি।
কত পুণ্যফলে রামে পতি পেয়েছি ॥
তাম্রপাত্রে গঙ্গাজলে তিল-তুলসী তাতে।
বাল্যকালে পিতা মোরে সঁপে রাম হাতে ॥
রাম বিনা আর মোর আছে কোন্ জনা।
রাত্রিদিন কেঁদে মরি, না ঘুচে ভাবনা ॥
এই কথা ছেড়ে চেড়ী দাণ্ডাও বিদ্যমান।
বেত ফেলি একবার শুনাও রাম নাম ॥
সীতার করুণা শুনি যত চেড়ীগণে।
কানাকানি করে সবে ভয় পেয়ে মনে ॥
বলিতে বলিতে তবে যত চেড়ীগণ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি নিদ্রায় মগন ॥
ত্রিজটা কতক রাত্রে স্বপ্ন দেখি উঠে।
চেড়াগণে ডাকি নিল আপন নিকটে ॥

● ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন ●

ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে।
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে ॥
শয্যায় বসিয়া বুড়ী দুঃখ পায় মনে।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে ॥
ত্রিজটা বলেন, সীতা রামের কামিনী।
সীতারে যে মারে সেই মরিবে আপনি ॥
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান।
স্বপ্ন শুনিবারে এস সবে মোর স্থান ॥
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা কহিছে স্বপ্ন শুনি লাগে ত্রাস ॥
নিভৃতে ত্রিজটা ডাকি বলে চেড়ীগণ।
স্বপ্ন দেখি আজি মোর উড়িল জীবন ॥
দুষ্ট স্বপ্ন দেখি আজি নিশির ভিতরে।
লঙ্কায় আসিল যেন মর্কট-বানরে ॥

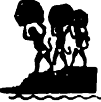


প্রথমে আসিল কপি বিঘত-প্রমাণ।
প্রণাম করিল আসি সীতা-বিদ্যমান॥
সীতা সম্ভাষিয়া কপি ভীম-মূর্ত্তি ধরে।
আম্রবন ভাঙ্গি মারে অক্ষয়-কুমারে॥
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর এল শীঘ্র করি।
পোড়াইয়া ভস্মরাশি কৈল লঙ্কাপুরী॥
রক্তবস্ত্র-পরিধানা কালী হেন বুড়ী।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চূণ।
লঙ্কা দাহ করে আর রাক্ষসেরা খুন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বাণ-হাতে।
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে॥
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার॥
ত্রিজটা এতেক বলি ঘুমে অচেতন।
একা সীতা বৃক্ষতলে করেন ক্রন্দন॥
শুনিয়া বৃক্ষের শাখে হনূমান হাসে।
প্রত্যক্ষ করাব স্বপ্ন একই দিবসে॥
ত্রিজটার স্বপ্ন সত্য, কহে কৃত্তিবাস।
রাবণের হবে শীঘ্র সবংশে বিনাশ॥



সীতা সরমা কথোপকথন

সরমা রাক্ষসী বটে মহা-গুণবতী।
সীতার সহিত তার পরম-পীরিতি॥
লঙ্কায় সীতার নাহি দুঃখের ভাগিনী।
একমাত্র ছিল সেই সরমা-রমণী॥
সীতা ও সরমা যেন দুইটি ভগিনী।
উভয়ে কহিত কত দুঃখের কাহিনী॥
সীতার দুঃখের কথা সরমা শুনিলে।
সরমা সান্ত্বনা দিত বসিয়া বিরলে॥
সীতা কন, শুন মোর সরমা-ভগিনী।
আর কি পাইব রাম-চরণ দুখানি॥
আর কি সরমা দিদি, হেন ভাগ্য পাব।
শ্রীরামের সঙ্গে আমি অযোধ্যায় যাব॥
আর কি হেরিব চক্ষে রাম রঘুমণি।
আর কি রামের বামে হব পাটরাণী॥
কুটির রহিল কোথা পত্রের ছাউনী।
দেবর লক্ষ্মণ কোথা সেই গুণমণি॥
বিষম কঠিন বিধি দেখি তব মন।
আমার কপালে কৈলি এমন লিখন॥
কারো মন্দ নাহি করি সবে করি ভাল।
তবে কেন অভাগীর হেন দশা হ'ল॥
দুঃখের উপরে কারে দাও বিধি দুঃখ।
সুখের উপরে কারে দাও তুমি সুখ॥
যারে সুখ দাও, ভাসে সে সুখ-সাগরে।
রামনিধি দিয়া পুনঃ কেড়ে নিলে তাঁরে॥
রাম-সীতা এক বস্তু ভিন্ন নহে কভু।
ভিন্ন করি দিল আজ নিদারুণ বিভু॥
সাধ করি গলে হার না পরিনু আমি।
হার-অন্তরালে পাছে রন রঘুমণি॥
তাই আমি ভয়ে-ভয়ে না পরিনু হার।
সেই রামে রাখে বিধি সাগরের পার॥
এমন দারুণ দুঃখ কেমনে পাসরি।
বৃথা মোর জন্ম, বৃথা জনক-ঝিয়ারী॥
আমারে বেতের বাড়ি মারে চেড়ীগণ।
এ দুঃখে সীতার প্রাণ বাঁচে কতক্ষণ॥
সদাই মারিতে আসে রাক্ষসীর দল।
পলাইতে মনে করি, চতুর্দ্দিকে জল॥
এতেক বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সরমা সীতাকে কহে প্রবোধ-বচন॥
কমল-লোচন রাম দেব-নারায়ণ।
সীতা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী জানে ত্রিভুবন॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ কভু ভিন্ন নাহি রবে।
অবিলম্বে উভয়ের মিলন হইবে॥
কালপূর্ণ হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।
কালপূর্ণ না হইলে নহে ফলোদয়॥



সত্য বটে দৈব ও পুরুষকার বল।
কিন্তু এই দু'য়ে কাজ না হয় সফল॥
কালপূর্ণ হওয়া চাই তাদের সহিত।
এ-তিন মিলিলে কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত॥
এক-এক বিন্দু তব নয়নের জল।
ঝরিতেছে ঠিক যেন জ্বলন্ত অনল॥
এ-অনল দহিবেক স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
মনে রেখে দিও সীতা, বিশেষ বিচারি॥
বহুকাল গেল সীতা অল্পকাল আছে।
ক্রন্দন সংবর সীতা হিয়া শুকায় পাছে॥
সরমা-সতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সীতাদেবী এই কথা বলেন তখন॥
আমি রমা যদি হই, তুমি হে সরমা।
সার্থক তোমার নামে দেখি যে সুষমা॥
ধন্য তব পিতা-মাতা বুঝিনু এখন।
রাখিলা 'সরমা' নাম আমারি কারণ॥
ক্রন্দন সংবরে সীতা সরমা-বচনে।
সীতার ক্রন্দনে কান্দে পশুপক্ষিগণে॥
মাথে হাত দিয়া সীতা ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
সুন্দর সুন্দরাকাণ্ড গায় কৃত্তিবাস॥

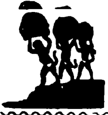
● সীতার নিকট হনুমানের পরিচয় জ্ঞাপন ●

হনুমান দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল॥
বৃক্ষ হৈতে এইসব দেখে হনুমান।
এইবার যাব সীতা-মা'র বিদ্যমান॥
বৃক্ষশাখে হনুমান সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি তুলে॥
বলিতে রামের দূত না হয় বাসনা।
মোর তরে হ'তে পারে সীতার যন্ত্রণা॥
তবেত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ।
অসন্তোষে গেলে হবে শ্রীরাম নিরাশ॥
সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি।
আপনা-আপনি কহে শ্রীরামকাহিনী॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের কথা কহে পবন-নন্দন॥
বৃক্ষ হৈতে রাম বলি ডাকে ঘনে ঘনে।
আচম্বিতে রাম নাম বাজে সীতার কানে॥
সীতা বলে কে শুনালে মধুর রাম-নাম।
জুড়াও রামের নামে কান অবিরাম॥
যে শুনালে রাম-নাম একবার দেখা দে।
নিষ্ঠুর লঙ্কায় রামের হেন ভক্ত কে॥
কোথা হৈতে এলি বাছা, নাহি জানি আমি।
বোধহয় রামচন্দ্রে দেখিয়াছ তুমি॥
দেখিতে দেখিতে এল বীর হনুমান।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বীর করিল প্রণাম॥
কপি দেখি সীতার বিস্মিত হৈল মন।
চিনিতে না পারি বাছা, তুমি কোন্ জন॥
দেখিয়া তোমার মূর্ত্তি হইনু কাতর।
ছল করি পাঠাইল বুঝি লঙ্কেশ্বর॥
এলে কপি রূপ ধরি ভুলাবার তরে।
মরিবার তরে কপি, আইলে এ-ধারে॥
হনূ বলে, আমি কপি, নাহি অন্য জন।
নাম মোর হনুমান, পবন নন্দন॥
নিজগুণে কৃপা করি ভৃত্য কৈলা রাম।
আমি তাঁর ভৃত্য, মোর নাম হনুমান॥
নিশাচর নহি আমি, মাথায় দাও মা পা।
আমি তোমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার মা॥
সীতা বলে, কি বলিলে রামের ভৃত্য তুমি।
কেমনে কহিব কথা, প্রত্যয় না যাই আমি॥
তুমি যদি রামের সেবক হনুমান।
তাঁর পরিচয় দাও মোর বিদ্যমান॥
সত্বর হইয়া হনূ মহাভক্তিভরে।
শ্রীরামের পরিচয় দিলেন সীতারে॥
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা।
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা॥



জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর বধূ সীতা সতী।
হরণ করিল তাঁরে রাবণ দুর্ম্মতি॥
কাননে ভ্রমেণ রাম সীতা-অন্বেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্রী করিলেন বনে॥
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা।
মাথা তুলি দেখ মাগো, সেবকবৎসলা॥
মাথা তুলি সীতাদেবী সম্মুখে নেহারে।
বিঘত-প্রমাণ কপি দেখেন গোচরে॥
সীতা-হনুমান্ দোঁহে হৈল দরশন।
যোড়হাতে নমে তাঁরে পবন-নন্দন॥
জানকী বলেন, বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়॥
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
বানর-রূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ॥
দশমাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস॥
স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি, অস্ত্রে না মরিবে।
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী করিবে॥
তব কণ্ঠে সরস্বতী হৌন অধিষ্ঠান।
যেখানে সেখানে যাও, সর্ব্বত্র সম্মান॥
বানর, কি নাম ধর, থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলে হেথা, কাহার আদেশে॥
বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল॥
হইবা রামের দূত, হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী॥
হনুমান বলে, রাম গুণের সাগর।
আকৃতি-প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
শালবৃক্ষ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর॥
তিলফুল জিনি নাসা, সুদৃশ্য কপাল।
ফলমূল খান, তবু বিক্রমে বিশাল॥

দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্রগমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন॥
বিচিত্র ধনুক তাঁর, তাহে দেন চড়া।
চাঁচর কেশে চিকুর হানে পুষ্পলতা-বেড়া॥
'হা সীতা হা সীতা' বলি করেন ক্রন্দন।
গৌরবর্ণ শ্রীরামের অনুজ লক্ষ্মণ॥
এত শুনি জানকীর বাড়িল ক্রন্দন।
এতক্ষণে বাছা, মোর প্রত্যয় হৈল মন॥
অনাথের নাথ রাম, সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥
রামের সেবক বট বাছা হনুমান।
কেমন আছেন মোর কমল-নয়ান॥
কেমনে বঞ্চেন কাল রাম গুণমণি।
রামের মঙ্গল পিছে শুনিব সে আমি॥
আগে এক বার্ত্তা হনূ, শুধাই তব কাছে।
সুমিত্রার প্রাণ, দেবর লক্ষ্মণ কেমন আছে॥
দেবরের কথা আমি না শুনিনু কানে।
দুষ্ট কথা কহিলাম পঞ্চবটী বনে॥
দুষ্ট কথা শুনি দেবর একা রাখি গেল।
শূন্য-ঘর দেখি রাবণ হরিয়া আনিল॥
সীতাবাক্য শুনি পুনঃ কহে হনুমান।
বিশেষিয়া কহি মাতা, কর অবধান॥
আপনি যে স্বর্ণমৃগ দেখিলা সুন্দর।
রাক্ষস মারীচ সেই রাবণের চর॥
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ।
শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ॥
তোমার দুর্ব্বাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পেয়ে তোমা হরিল রাবণ॥
পর্ব্বতশিখরে ছিনু মোরা পঞ্চজন।
ছিন্ন বস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন॥
রাম হস্তে ছিন্নবস্ত্র করিনু অর্পণ।
বহু কান্দিলেন রাম কান্দিল লক্ষ্মণ॥
আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতলে।
সুহৃদ সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে॥



করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে।
রাজত্ব দিলেন তাঁরে শ্রীরাম ত্বরিতে ॥
আইল বানর সর্ব্ব সুগ্রীব-আদেশে।
চতুর্দ্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে ॥
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম।
মাসের অধিক হইলে হবে ব্যতিক্রম ॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মনে হৈল, কপি সব মরিল এবার ॥
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥
পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা।
রাম-নাম বলিতে তাহার উঠে পাখা ॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর ॥
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত, জানিহ নিশ্চয় ॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ, ঘুচিবে সংশয় ॥
ওমা সীতা, হনূ-বাক্যে কর মা বিশ্বাস।
হনূ না কহিবে মিথ্যা, হনূ রাম-দাস ॥
হনূর অচলা ভক্তি রাম-সীতাপ্রতি।
হনূ হৈতে খণ্ডিবেক তোমার দুর্গতি ॥
হনূ তব বল-বুদ্ধি-ভরসার স্থল।
রাম-সীতা লাগি হনূ হইল পাগল ॥
হনূই করিবে মাগো তোমার উদ্ধার।
সুগ্রীবের কথা কৃত্তিবাস বলে সার ॥



● হনূমানকে সীতার পরিচয় প্রদান ●

হনূমান বলে, শুন মাতা-ঠাকুরাণি।
পরিচয় দিনু আমি, তোমারে না চিনি ॥
নিজ-পরিচয় দাও, তোমার নাম কি।
কোন্ রাজার বধূ তুমি, কোন রাজার ঝি ॥

পদ্মপত্রে জল যথা করে ঢল-ঢল।
সেরূপ তোমার মাগো, নয়ন-যুগল ॥
শীঘ্র করি জননি গো, পরিচয় দে।
রামনাম শুনি কান্দ, রাম তোমার কে ॥
এত শুনি জানকীর উথলে আগুনি।
আমি ছার জন্মিয়াছি বড় অভাগিনী ॥
মিথিলা-বসতি, জনক-নৃপতি,
কাঞ্চন-রচিত ধাম।
তাঁহার নন্দিনী, কুল-কলঙ্কিনী,
জানকী আমার নাম ॥
দশরথ-রাজা, বলে মহাতেজা,
তাঁর বধূ বটে আমি।
মিথিলা যাইয়া, ধনুক ভাঙ্গিয়া,
বিভা কৈলা রঘুমণি ॥
মোর প্রাণবর, অযোধ্যা-ঈশ্বর,
সুখের অবধি নাই।
বিধি হৈলা বাম, ছাড়ি হেন রাম,
কাঁদিতেছি সর্ব্বদাই ॥
শুন হনূমান, কর এই কাম,
ল'য়ে যাও যথা রাম।
রামের বিহনে, ম'রে আছি প্রাণে,
কাঁদিতেছি অবিরাম ॥
আমি দীন-হীন, হবে হেন দিন,
অযোধ্যা যাইব আমি।
গিয়া অযোধ্যাতে, রঘুনাথ-সাথে,
বামে হব পাটরাণী ॥
রাবণে বধিয়া, আমারে লইয়া,
যেতে যদি পার তুমি।
রাণী হবার কালে, পুত্র বলি কোলে,
তোমারে লইব আমি ॥





● অঙ্গুরী সন্দর্শন-সংবাদ ●

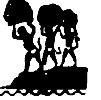
হনূমান্ বলে, কিবা বল ঠাকুরাণি।
ভরসা তোমার মাগো, চরণ দু'খানি॥
একটি নিশান আছে জনক-ঝিয়ারী।
হাত পাতি লহ মাতা, রামের অঙ্গুরী॥
অঙ্গুরীর নাম শুনি জানকী তৎপর।
নিদর্শন দিল হাতে পবন-কোঙর॥
অঙ্গুরী দেখিয়া সীতা তুলি দুটি হাত।
অভাগিনী ব'লে মনে আছে রঘুনাথ॥
রামের অঙ্গুরী আনি দিলে হনূমান।
অঙ্গুরী নহে ত ইহা দিলে মোর প্রাণ॥
বল দেখি, কোথা রাখি রামের অঙ্গুরী।
সোনা দেখি কেড়ে লয় পাছে সব চেড়ী॥
অঙ্গুলে রাখিলে পাছে লয় চেড়ীগণ।
দেখিতে না পাইব অঙ্গুরী সর্ব্বক্ষণ॥
হৃদিমাঝে রাখি যদি, কহি তব ঠাঁই।
অঙ্গুরী দেখিতে হায় না পাব সদাই॥
বারেক বিশ্রাম কর পবন-নন্দন।
অঙ্গুরীর সনে কহি দু-চারি কথন॥
অঙ্গুরীর পানে চাহি কন ঠাকুরাণী।
দিবানিশি কাঁদি আমি জনক-নন্দিনী॥
শুনহ অঙ্গুরী, তুমি রামের নিশান।
দ্বিগুণ তোমায় দেখি কান্দি উঠে প্রাণ॥
যে-কালে জনক পিতা দান কৈলা মোরে।
মোর আগে বরণ সে করিলা তোমারে॥
তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল, তিল-তুলসী তাতে।
তোমারে আমারে পিতা সঁপে রাম-হাতে॥
তোমায় আমায় দোঁহে নৈলা রঘুমণি।
সেই হৈতে হৈলে তুমি আমার সতিনী॥
বিধি বাম হইলেন, আমি অভাগিনী।
রাবণ হরিল মোরে, সঙ্গে রৈলা তুমি॥
পড়িলাম যবে আমি শ্রীরামের মনে।
আমার অভাবে রাম চান তব পানে॥
অঙ্গুরী, দোসর তুমি ছিলে রাম-সনে।
রামকে রাখিয়া একা হেথা এলে কেনে॥
আর এক-কথা আমি বলি তব স্থান।
অভাগিনী ব'লে মনে করেন শ্রীরাম॥
আমা-ছাড়া হ'য়ে রাম রন বহুদিন।
আমার বিহনে কত হ'য়েছেন ক্ষীণ॥
হেনকালে বলে হনূ করি যোড়হাত।
তোমা-বিনা ক্ষীণদেহ হৈলা রঘুনাথ॥
উঠিতে-বসিতে তাঁর মুখে তব নাম।
জাগিতে-ঘুমাতে 'সীতা' বলেন শ্রীরাম॥
কান্দিয়া তোমার তরে শ্রীরাম বিকল।
ফল-জল তেয়াগিয়া বড়ই দুর্ব্বল॥
এত ক্ষীণ হ'য়েছেন রাম জটাধারী।
ঢিলা হ'যে গেছে তাঁর করের অঙ্গুরী॥
যবে হৈতে তব সঙ্গ-ভঙ্গ হৈলা রাম।
সেইদিন ঘুচিয়াছে, অঙ্গুরীর নাম॥
অঙ্গুরী বলিয়া পূর্ব্বে রাম পরিছিলা।
এখন এমন ক্ষীণ, অঙ্গুরী হৈল বালা॥
পূর্ণচন্দ্র শোভিতেছে গগন-উপরে।
অঙ্গুরী দিয়াছে হনূ জানকীর করে॥
অঙ্গুরী হেরিয়া সীতা মহা-হৃষ্ট-মন।
শ্রীরামের মূর্ত্তিখানি করিলা স্মরণ॥
চন্দ্রকান্ত-মণি সেই অঙ্গুরীতে ছিল।
চন্দ্রের কিরণে তাহা ক্ষরিতে লাগিল॥
অঙ্গুরী কাঁদিছে, সীতা ভাবে মনে-মন।
অঙ্গুরীকে সম্বোধিয়া বলেন বচন॥
জনম-দুঃখিনী সীতা, কাঁদিবে সীতাই।
হে অঙ্গুরী, কি কারণে কান্দ তুমি ভাই॥
বুঝিনু বুঝিনু ভাই, বুঝিনু এখন।
কেন কান্দিতেছ আসি অশোকের বন॥
শ্রীরামচন্দ্রের করে পড়ে যেইজন।
কান্দিতে হইবে তারে জেনো আজীবন॥



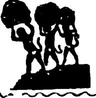
তাহারে কান্দিতে হবে চিরদিন ধরি।
দেখিলাম ইহা আমি বিশেষ বিচারি॥
তুমি আমি দু'জনাই পড়ি তাঁর করে।
কাঁদিতেছি দোঁহে মিলি রাক্ষসের ঘরে॥
কেহ যেন 'সীতা'-নাম নাহি রাখে আর।
রাখিলে করিতে হবে তারে হাহাকার॥
এত বলি জানকী কপালে মারে হাত।
দাসী-হেতু এত দুঃখ পাও রঘুনাথ॥
জানকী বলেন, শুন পবন-কুমার।
আমার দুঃখের আর নাহি দেখি পার॥
যেদিন হ'তে সঙ্গ-ছাড়া হলেন গোসাঁই।
সেদিন হ'তে ফল-জল কিছু খাই নাই॥
বাঁচে কি না বাঁচে আর জনক-ঝিয়ারী।
কোথা রাখি বাছা হনু, রামের অঙ্গুরী॥
এত বলি অঙ্গুরীকে লৈলা ঠাকুরাণী।
অঙ্গুরী পরিতে চান জনক-নন্দিনী॥
অঙ্গুরী পরিলা সীতা দৃঢ় করি মন।
অঙ্গুরী হইল ঠিক হাতের কঙ্কণ॥
ইহা দেখি কান্দিয়া বিকল হনুমান।
রাম-সীতা দুই ক্ষীণ একই সমান॥

● হনুমানকে সীতার আশীর্বচন ●

সীতা বলে, দেখে যাহ পবন-কোঙর।
মোর দশা ব'লো গিয়া রামের গোচর॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব যদি হইত তোমার।
সিন্ধুজলে ত্যজিতাম এ-প্রাণ আমার॥
মোরে ঘেরি রাখিয়াছে রাবণের চেড়ী।
'রাম' ব'লে ডাকিলেই মারে মোরে ছড়ি॥
আহারে অমৃত-ফল না করি ভক্ষণ।
রাম-নামে অভাগীর উদর-পূরণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যবে ব্যাকুলিত প্রাণ।
কেবল আহার করি মিষ্ট রাম-নাম॥
শিংশপা-বৃক্ষের তলে দেখ মোর কুঁড়ে।
শ্রীরাম-বিহনে আমি একা থাকি প'ড়ে॥
দশমাস উপবাসী আমি রাম-বিনা।
দিবানিশি করি আমি রামের ভাবনা॥
যাও বাছা হনু, বল শ্রীরামের আগে।
সীতা মৈলে র'ম, তব নারী-হত্যা লাগে॥
দুষ্ট রাবণের চেড়ী মারে বেতের বাড়ি।
রাম-নাম হৃদে জপি যাই গড়াগড়ি॥
রাবণের চেড়ীগণ তুলে মাথে হাত।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলি, রক্ষ রঘুনাথ॥
দুই-চারি ফল পাই সরমার ঠাঁই।
রাবণের চেড়ী তাহা খেতে দিত নাই॥
সন্দেশ লইয়া দ্রুত যাহ হনুমান্।
রাবণের অত্যাচারে না বাঁচে পরাণ॥
রাম-বিনা যত দুঃখ, শুন দিয়া মন।
চন্দ্রকর বোধ হয় সূর্য্যের কিরণ॥
জলবিন্দু বরষিতে মেঘে করি মানা।
রাম-বিনা জলবিন্দু অনলের কণা॥
সরমা চন্দন যদি দেয় মোর গায়।
অগ্নি-সম বোধ হয়, অঙ্গ পুড়ে যায়॥
কর্পূর যদ্যপি দেয় তাম্বুল-ভিতরে।
রাম-বিনা সেই দ্রব্য না রুচে আমারে॥
এত দুঃখে সীতা-প্রাণ বাঁচে কতক্ষণ।
উদ্ধার না হৈল মোর, নিশ্চিত মরণ॥
হনুমান বলে, মাগো, চিন্তা নাহি আর।
রাম-হস্তে রাবণের নাহিক নিস্তার॥
রাম-সনে মিলিয়াছে অসংখ্য বানর।
ইঙ্গিতে বান্ধিয়া দিবে অলঙ্ঘ্য সাগর॥
সুগ্রীব-বানরে সঙ্গী কৈলা রঘুনাথ।
মিতালি করিলা রাম সুগ্রীবের সাথ॥
কত-শত কপি এল দেশ-দেশান্তরী।
গণ্ডুষে শুষিতে পারে সাগরের বারি॥



পূর্ব্বকথা তব মাগো নাহি পড়ে মনে।
যেদিন তোমায় হরি আনে দশাননে ॥
ঋষ্যমূকে ছিনু মোরা কপি পঞ্চজন।
আমা-সবে ফেলি দিলে অঙ্গের ভূষণ ॥
রামকে নিশান দিতে ফেলিলে ভূষণে।
তুমি পাসরিলে মাতা, আছে মোর মনে ॥
সে পঞ্চ-বানর মিলে শ্রীরামের সনে।
অসংখ্য বানর সঙ্গী শ্রীরামের গুণে ॥
সীতা কহে, এলে হনূ, লঙ্ঘিয়া সাগরে।
কি দিবে অনাথা সীতা খাইতে তোমারে ॥
সরমা পাঁচটি আম্র দিয়াছে আমায়।
তুমি বাছা ল'য়ে যাও, দিলাম তোমায় ॥
সেই পঞ্চ-ফল হনূ, ল'য়ে যাহ তুমি।
তিলেক বিলম্ব কর, দিই বাপু, আমি ॥
এক আম্র দিবে রামের চরণ-কমলে।
দু'টি আম্র দিবে বাছা, বানর সকলে ॥
এক আম্র দিবে মোর লক্ষ্মণ-দেবরে।
শত-শত আশীর্ব্বাদ জানাবে তাহারে ॥
এক আম্র আছে বাছা পবন-কুমার।
ইহার অর্দ্ধেক ভাগ সুগ্রীব রাজার ॥
অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ খেও বাছা, তুমি।
একে-একে ফল বাছা, বেঁটে দিনু আমি ॥
শুনিয়া হনূর হাসি নাহি ধরে আর।
যোড়হাতে বলে হনূ নিকটে সীতার ॥
আমার যেমন ক্ষুধা, খাদ্য তথা চাই।
অর্দ্ধেক ফলেতে মোর কিছু হবে নাই ॥
ক্ষুধানলে পুড়িতেছি বল জনকের ঝি।
অর্দ্ধেক ফলেতে মাগো, হবে মোর কি ॥
আজ্ঞা যদি পাই তব জনক-ঝিয়ারী।
সমুদ্রের জল আমি শুষে খেতে পারি ॥
যদি তব আজ্ঞা পাই, হেন লয় মনে।
সাগরের যত জল পূরে রাখি কানে ॥
জানকী বলেন, হনূ, শ্রীরাম-বিহনে।
দরিদ্র হ'য়েছি বাছা, অশোক-কাননে ॥
অশোক-কানন নহে, শোকের কানন।
শোকে-দুঃখে জানকীর যাইছে জীবন ॥
হেথা কিবা খাদ্য পাব, আমি কাঙ্গালিনী।
অনাহারে আছি বাছা, দিবস-যামিনী ॥
একমাত্র রাম-নাম পানীয় আহার।
তাই আছে এই দেহে প্রাণের সঞ্চার ॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা যত কিছু ভুলেছি সকল।
একমাত্র রাম-নামে যত কিছু বল ॥
রাবণের অত্যাচারে মর্ম্মে ম'রে রই।
একমাত্র রাম-নামে সে সকল সই ॥
কভু যদি যেতে পাই অযোধ্যা-নগরে।
উদর পূরিয়া বাছা, খাওয়াব তোমারে ॥
আর কিছু না বলিহ পবন-নন্দন।
অর্দ্ধ-আম্রে হবে তব উদর-পূরণ ॥
অত্যল্প প্রসাদ যদি খাও ভক্তিভরে।
ক্ষুধা নাহি প্রবেশিবে তোমার উদরে ॥
যে বার্ত্তা আনিয়া দিলে বাছা হনূমান।
তুলনায় তার কাছে তুচ্ছ প্রাণ-দান ॥
প্রাণ দিতে পারি আমি, কহি তব ঠাঁই।
প্রাণ দিলে শ্রীরামে দেখিতে পাব নাই ॥
সেকারণে প্রাণদান না দিনু তোমারে।
প্রাণরক্ষা করি ...ম রামে দেখিবারে ॥
ইহার সমান ।কছু দান দিব আমি।
মোর বরে চারি-যুগ অমর হও তুমি ॥
দুই-হাত তুলি হনূ, তোমায় দিনু বর।
মোর বরে চারি-যুগ হইবে অমর ॥
কায়মনোবাক্যে যদি সতী হই আমি।
কায়মনোবাক্যে যদি রাম হন স্বামী ॥
নিশ্চিত সীতার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
এই কথা বাছা হনূ, রেখো মনে-মন ॥
অমরত্ব-বর দিনু বাছা রাম-দাস।
সীতার অলঙ্ঘ্য বাক্য, কহে কৃত্তিবাস ॥



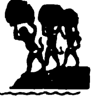
• সীতাদেবীর খেদ •

যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী।
দশরথসুত রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি ॥
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর-ঘর,
কতমত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ীগণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক ॥
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা,
আদেশিলা দিতে ছত্রদণ্ড।
কুঁজী দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না কৈল একদণ্ড ॥
আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর,
মোরে বন্দী কৈল নিশাচর।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস সুললিত,
বিরচিল অতি মনোহর ॥



• সীতাদেবী ও হনূমানের কথোপকথন •

বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ-সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর ॥
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে ক'রেছে বিনয় ॥
বিভীষণকন্যা সে সানন্দা নাম ধরে।
তার মা পাঠায় তারে আমার গোচরে ॥
তার ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার।
বিনাযুদ্ধে বাছা, মোর নাহিক উদ্ধার ॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও মোর নিবেদন ॥
হনূ বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
তোমা ল'য়ে যাব, যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বল মৃগ হই মাতা, বল হই পাখী।
কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকী ॥
জানকী বলেন, তুমি বিঘত-প্রমাণ।
মনুষ্যের ভার কিসে স'বে হনূমান ॥
শুনিয়া সীতার কথা হনূমান হাসে।
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে ॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
সত্তর যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর ॥
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ।
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥
জানকী বলেন, বাছা, তোমার আকার।
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার ॥
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে, রব আমি স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুম্ভীর ॥
পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।
কি করিব, বলে ধরি আনিল রাবণ ॥
রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি।
তাকে মারি উদ্ধারহ, তবে বাহাদুরি ॥
তোমার দুর্জ্জয় মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
আপনা সংবর বাছা পবনকোঙর ॥
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অন্তরীক্ষে।
আপনা সংবর বাছা, কেহ পাছে দেখে ॥
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনূমান।
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত-প্রমাণ ॥
জানকী বলেন, বাছা পবনকোঙর।
তোমার বিক্রমে মোর লাগে বড় ডর।
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ।
তা-সবার বিক্রমের কিসের বাখান ॥
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
এই কি আছিল মোর লিখন কপালে ॥
রাম, হেন স্বামী যাঁর আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান ॥
সুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি।
যতেক আছয়ে তাঁর সৈন্য-সেনাপতি ॥



ছ'মাস জীবন তার, একমাস রয় ।
মাস গেলে বাছা, মোর জীবন-সংশয় ॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান ।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান ॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন ।
যদি ঝাট এস, তবে রহিবে জীবন ॥

● হনূমানের হস্তে সীতাদেবীর শিরোমণি প্রদান ●

শুনিয়া সীতার এই করুণ-বচন ।
নেত্রনীরে তিতে বীর পবননন্দন ॥
হনূমান বলে, শুন জনক-নন্দিনী ।
না কর ক্রন্দন মাতা, সংবর আপনি ॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে ।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে ॥
মাথা হৈতে খসাইয়া সীতা দেন মণি ।
মণি দিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী ॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার ।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এই বার ॥
আর কি কহিব কথা প্রভুর চরণে ।
ইন্দ্রসুত কাক মোর আঁচড়িল স্তনে ॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ করেন সন্ধান ।
খেদাড়িয়া যায় বাণ বধিতে পরাণ ॥
কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ ।
সে ঐষিক-বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ ॥
দ্বিজ-বেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাঁই ।
শ্রীরামের বাণ আমি, এই কাক চাই ॥
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠিল তখন ।
করযোড়ে তার আগে করিল স্তবন ॥
বাণ বলে, মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান ।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরামের বাণ ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি ভীত পুরন্দর ।
জয়ন্ত কাকেরে দিল বাণের গোচর ॥
শ্রীরামে আনিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি ।
করুণাসাগর রাম না মারেন পাখী ॥
এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে ।
ত্রিভুবনে তুল্য নাহি শ্রীরামের গুণে ॥
রাম-হেন পতি যার আছে বিদ্যমান ।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান ॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি ।
দেশেতে চলিল বীর মাগিয়া মেলানি ॥
মেলানি পাইয়া বীর দেশেতে আইসে ।
মনে পাঁচ সাত বীর হনূমান ভাষে ॥
আচম্বিতে আইলাম যাই আচম্বিতে ।
হরিষ-বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে ॥
রামের কিঙ্কর, যাব সাগরের পার ।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার ॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস ।
স্বর্ণলঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ ॥
বান্ধিয়াছে মণিতে অশোক বৃক্ষ গুঁড়ি ।
সেই বনে হনূমান যায় গুড়ি গুড়ি ॥
সীতা বলিলেন বাছা, হইল স্মরণ ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ ॥
হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে ।
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে ॥
অমৃত-সমান সেই অমৃতের ফল ।
ফল খেয়ে হনূমান হইল বিকল ॥
হনূমান কহে ওগো জননী জানকী ।
অমৃত-সমান ফল আরো আছে নাকি ॥
কোথায় তাহার গাছ, কহ মা, বিধান ।
খাইব সকল ফল, দেখ বিদ্যমান ॥
সীতা বলিলেন, তব বৃথা আগমন ।
মম বার্ত্তা না পাবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
তুমি একা বানর, রাক্ষস বহু জন ।
তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন ॥
হনূমান বলে মাতা ভাব কেন আর ।
রাক্ষস কটক আজি করিব সংহার ॥



মনে চিন্তা না করিহ, শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন ॥



● হনুমানকর্ত্তৃক মধুবনভঞ্জন এবং বনরক্ষী-রাক্ষসগণের সংহার ●

দেখান অঙ্গুলি দিয়া সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন ॥
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারিপাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস ॥
খাইতে না পারে পক্ষী, রাখে নিশাচর।
ধীরে ধীরে হনুমান প্রবেশে ভিতর ॥
নেউল-প্রমাণ হ'য়ে বৃক্ষডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে ॥
ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পাড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি ॥
রাক্ষসেরা বলে, এ বানর নাহি মারি।
রাখুক বানর ফল, নিদ্রা আগে সারি ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষস সকল।
পবন-নন্দন বীর খায় সব ফল ॥
ফল ফুল খায় বীর আর ছিঁড়ে পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ, কোথা বৃক্ষলতা ॥
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি ॥
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে, কিছু নাহি তায় ॥
জাঠা ও ঝকড়া-শেল-মুষল-মুদ্গর।
নানা অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥
কুপিলেন হনুমান পবন-নন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ॥
গাছ লৈয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥

হনুমান যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি ॥
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়।
ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চূর্ণ করে হাড় ॥
প্রাণ লৈয়া যায় চেড়ী পাইয়া তরাস।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, ঘন বহে শ্বাস ॥
চেড়ী সব কহে, সীতা, কহ সত্য বাণী।
বানরের সাথে কিবা কহিলে কাহিনী ॥
সীতা বলিলেন কোন্ জন মায়া ধরে।
আমি কি জানিব, সবে জিজ্ঞাস বানরে ॥
ভাঙ্গিল অশোক বন, বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর ॥
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর।
অমৃতের বন ভাঙ্গে, বড় বড় ঘর ॥
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন।
সেই সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ ॥
সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু নর-বানরের কথা ॥
ঝটিতি বান্ধিয়া আনি, করহ বিচার।
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ীদের বোলে।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে ॥
মার মার শব্দ করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দশদিক দশানন করে নিরীক্ষণ ॥
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর ॥
চলিল কিঙ্কর মূঢ়, যমের দোসর।
ত্বরা করি গেল হনুমানের গোচর ॥
ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বত প্রমাণ ॥
ঝকড়া মুষল জাঠা শেল ফেলে কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ব্বত-আকার।
থামের বাড়িতে বীর করে মহামার ॥



আথালি-পাথালি মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
পড়িয়া কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি ॥
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে যমঘর।
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা-নাগেশ্বর ॥
যেখানে থাকেন সীতা, তাহা মাত্র রাখে।
আর সব চূর্ণ করে, যা দেখে সম্মুখে ॥
দশবিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড় ॥
সাগরের কূলে যত বালি খরশান।
তাহাতে কাহারো মুখ ঘষে হনূমান ॥
পলাইল বহু জন পাইয়া তরাস।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে, ঘন বহে শ্বাস ॥
দেখিলাম যে কিছু কহিতে করি ডর।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় শুন লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর।
সহিতে না পারি আর, করিল জর্জ্জর ॥

● হনূমান কর্ত্তৃক জাম্বুমালী প্রভৃতি
অষ্ট রাক্ষস বধ ●

মহাযোদ্ধ পতি তার নাম জাম্বুমালী।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মহাবলী ॥
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান।
আপন কটকে বান্ধি আন হনূমান ॥
আদেশ পাইয়া বীর দিব্য রথে চড়ে।
হস্তী, ঘোড়া, ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে ॥
বসিয়াছে হনূমান প্রাচীর-উপর।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর ॥
প্রথমেতে দুইজনে হৈল গালাগালি।
বাণ-বরিষণ করে বীর জাম্বুমালী ॥
প্রহারে অসংখ্য বাণ হনূমান বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা-চোখা শর।
হনূমানে বিন্ধিয়া সে করিল জর্জ্জর ॥
হইলেন মহাক্রুদ্ধ পবন-নন্দন।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥
বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনূমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান ॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল দেখিয়া চিন্তিত।
পর্ব্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত ॥
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
জাম্বুমালী বাণেতে পর্ব্বত করে গুঁড়া ॥
জিনিতে নারিয়া বীর হইল চিন্তিত।
রথের মুষল এক পায় আচম্বিত ॥
দুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মাড়ে রথের উপর ॥
বাড়ি খেয়ে জাম্বুমালী গেল যমঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর ॥
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
জাম্বুমালী পড়ে, বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
ছত্রিশ কোটির যারা মুখ্য সেনাপতি।
সকলের তরে ত্বরা দিলেন আরতি ॥
শুনি তাহা বিড়ালাক্ষ শার্দ্দুল-প্রধান।
বীর ধূম্রলোচন সে রণে আগুয়ান ॥
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় দ্রুতগতি।
হনূমানে মারিতে সবার হ'ল মতি ॥
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরশাণ।
সবে বলে আমি ত মারিব হনূমান ॥
সাত বীর আসিতেছে, দেখে হনূমান।
প্রাচীরেতে থাকে হ'য়ে নেউল-প্রমাণ ॥
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায়।
লুকাইল হনূমান, দেখিতে না পায় ॥
প্রাণ ল'য়ে পলাইল আমা-সবা ডরে।
কি বলিব গিয়া মোরা রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ঘরে যেতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি।
টান দিয়া আনে হনূ বড় গৃহ-কড়ি ॥
নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবন-নন্দন ॥



কড়ি তুলি মারে বীর রথের উপর।
কড়ির বাড়িতে তারা যায় যমঘর॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর।
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাজার গোচর॥
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা, একটা বানর।
সাত বীর পড়িল, শুনহ লঙ্কেশ্বর॥



● হনূমানকর্তৃক অক্ষকুমার বধ ●

অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ।
বানর মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ॥
অক্ষ আর ইন্দ্রজিৎ দুই সহোদর।
সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর॥
প্রসাদ দিলেক তারে নানা অলঙ্কার।
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার॥
পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল।
হস্তী-ঘোড়া-ঠাট কত সঙ্গেতে চলিল॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী॥
হনূমান বসিয়াছে প্রাচীর-উপর।
রুষিয়া কহিছে অক্ষ, শুনরে বানর॥
অক্ষ যে আমার নাম, রাবণনন্দন।
নাহিক নিস্তার আজি, বধিব জীবন॥
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান।
কেমনে রাখহ প্রাণ, দেখি হনূমান॥
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে ধনুকেতে বাণ।
বাণ ব্যর্থ করিবারে চিন্তে হনূমান॥
লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণ্ডলে।
যত বাণ এড়ে সব, যায় পদতলে॥
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর।
বাণ ফুটি হনূমান হইল জর্জ্জর॥
হনূ বলে, রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল।
বাণগুলা এড়ে, যেন অগ্নির উথাল॥

লাফ দিয়া হনূমান তার রথে চড়ে।
রথখান গুঁড়া করে একই চাপড়ে॥
রথের সারথি-ঘোড়া হৈল চূরমার।
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষ-কুমার॥
রাক্ষস পলায় ঊর্দ্ধে, হনূমান কোপে।
লাফ দিয়া পায়ে ধরে, চিলে যেন লোফে॥
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর।
কুমার পড়িল, বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর॥



● ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক পাশাস্ত্র দ্বারা হনূমানের বন্দীকরণ ●

শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে॥
বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন।
বাহুড়িয়া না আইসে আমার সদন॥
অদ্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিৎ।
তোমরা থাকিতে আমি যাই, অনুচিত॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে।
বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমেষে॥
কি ছার বানর বেটা, আমি মেঘনাদ।
যুদ্ধ জিনি অদ্য লব রাজার প্রসাদ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল, বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজ-আভরণ॥
স্বর্ণ-নবগুণ পরে, পরে স্বর্ণপাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপনি।
আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল।
সাজাইল রথখান করে ঝলমল॥
কনকে রচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥



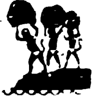
মাতঙ্গ বিংশতি কোটি, তার অর্দ্ধ ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন যোড়া॥
কটকের পদভরে কাঁপিল মেদিনী।
রণবাদ্য বাজে কত, স্বর্গে লাগে ধ্বনি॥
এত সৈন্য ল'য়ে বীর চলিল সত্বর।
পাছু হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর॥
বালি-সুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী।
তার পাত্র হনূমান সর্ব্বলোকে জানি॥
সেই বা আসিয়া থাকে বীর-অবতার।
তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ, যুঝিহ অপার॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে॥
বসিয়া আছে হনূমান প্রাচীর-উপর।
সৈন্যসহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর॥
দেখি হনূমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল-প্রতাপে॥
লতা পাতা খাস্ বেটা, পরিস কাছুটি।
মরিবারে হেথা আসি কর ছট্‌ফটি॥
সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে॥
রাক্ষসের গালি শুনি হনূমান হাসে।
গালাগালি পাড়ে বীর, মনে যত আসে॥
ফল মূল খাই মোরা, মুনি-ব্যবহার।
ডালে ডালে ফিরি, সে ত নহে অনাচার॥
আপনার অনাচার না দেখ আপনি।
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি॥
নারী দশ হাজার যদ্যপি আছে ঘরে।
তথাপি রে তোর বাপ পরদার হরে॥
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে যতি-তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী॥
স্ত্রী লাগি পুরুষ মারে বিনা-অপরাধে।
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে॥
করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্যা-পাপ।
অন্ত নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ॥
ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসংবাদ।
কতকাল থাকে আর, পড়িল প্রমাদ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।
রাবণের ব্রহ্মশাপ ফলে এতকালে॥
এইরূপে দুইজনে হয় গালাগালি।
তার পর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন॥
হনূমান বলে বেটা তোর রণ চুরি।
দেখ্ তোরে আজিরে পাঠাই যমপুরী॥
জিনিতে না পারে কেহ, উভয়ে সোসর।
দুইজনে যুদ্ধ করে দুইটি প্রহর॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, আমি পাশ অস্ত্র জানি।
পাশ-অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেক পাশ-অস্ত্র হনূ হয় বন্দী॥
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূতলে।
ভাবে, পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে॥
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে॥
এতেক চিন্তিয়া বীর নাহি ছিঁড়ে পাশ।
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলে ফাঁস॥
কেহ হাতে-পায়ে বান্ধে, কেহ বান্ধে গলে।
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে॥
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিৎ।
বাপের আগেতে লহ বানরে ত্বরিত॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ গেল আগুয়ান।
বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনূমান॥
কোপে তোলপাড় করে হনূ যথোচিত।
সত্তর যোজন বীর হয় আচম্বিত॥
সাত লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি করে।
তথাপি তাহার এক রোম নাহি সরে॥
দেখি হনূমানের সে বিক্রম বিশাল।
চমৎকৃত হয় তবে রাক্ষসের পাল॥



হনুমান বলে, তোরা বাজা যে দামামা।
রাজসম্ভাষণে যাব কান্ধে কর আমা॥
বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে।
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে॥
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনে মনে হাসে।
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে॥
যেই ভিতে হনুমান দেয় কিছু ভর।
রাখ রাখ বলিয়া রাক্ষস দেয় রড়॥
সাত লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি করে।
অচল হইল হনূ রাবণের দ্বারে॥
নাড়িতে না পারে তারে, পায় সবে ত্রাস।
সত্বর কহিল বার্ত্তা রাবণের পাশ॥
কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর।
না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর॥
হাসিয়া রাবণ তারে কহে সংবিধান।
দ্বার ভাঙ্গি ঝাট আন, দেখি হনুমান॥
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে।
দ্বার ভাঙ্গি পথ করে আনিবার তরে॥
সাত দ্বার ভাঙ্গে তারা, এক দ্বার রয়।
অচল হইল হনূ নাহি প্রবেশয়॥
আপন ইচ্ছায় গেল পবন-নন্দন।
পাত্র মিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ॥
রাজার কুমারগণ বসে সারি সারি।
বসিয়াছে যেন সবে অমরনগরী॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে।
চন্দ্র-সূর্য্য ভয়ে থাকে রাবণ-সদনে॥
দশ শিরে শোভা তার করে দশ মণি।
সম্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপনি॥
দেখিল বানর গিয়া রাবণ-সম্পদ্।
ত্রাস পেয়ে হনুমান ভাবে রাম-পদ॥
রাবণের সম্পদ্ দেখিয়া তার হাস।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কীর্ত্তিবাস॥

• হনুমান-রায়বার •

রক্ষোগণে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
বানর বান্ধি পিতার কাছে পাঠাও ত্বরিত॥
এতেক বলিয়া বীর গেল আগুয়ান।
দুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান॥
কোপে তোলপাড় করে হনূ চারিভিতে।
চল্লিশ যোজন বীর হৈল আচম্বিতে॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি করে।
চল্লিশ যোজন তনু, তিল নাহি সরে॥
দেখিয়া হনূর মূর্ত্তি রাক্ষসেরা ত্রাসে।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনূমান হাসে॥
রক্তচক্ষু করিয়া রাক্ষস-পানে চায়।
পলায় রাক্ষস-সব, তূলা যেন বায়॥
হনূমান বলে শুন যত নিশাচর।
সকল রাক্ষস তোরা মোরে কান্ধে কর॥
জর্জ্জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজিতের বাণে।
কান্ধে করি ল'য়ে চল্ রাবণ বিদ্যমানে॥
হনূ বলে, এখন না মারিব সবাকারে।
বুঝাইতে যাইব কেবল রাবণ-বর্ব্বরে॥
এই সত্য আমার ভাই, সবার গোচরে।
দোহাই রামের, যদি এখন মারি তোরে॥
তবে যদি আমার কথা না শুনে রাবণ।
তখন তোদের আমি বধিব জীবন॥
এত শুনি কাছে গেল যত নিশাচর।
বাঁশেতে বান্ধিয়া নিল কান্ধের উপর॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্ধে করি নিল।
সাঙ্গিতে বসিয়া হনূ আনন্দে চলিল॥
যাইতে যাইতে বীর দিতেছে দাবড়ি।
ধীরে ধীরে চল, যেন টলিয়া না পড়ি॥
মনে মনে হাসে তবে পবন-কুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে॥
রাক্ষস বলে, দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে।
হনূ বলে, দেবতা নয়, মুতেছি ভাই ত্রাসে॥



'আছাড়িয়া হনূমানে ফেলিল তথাই।
হনূ বলে, মোরে আর কেন মার ভাই॥
রাবণ নিকটে গিয়া বীর হনূমান।
পাছু ফিরি বসে তথা রাজ-বিদ্যমান॥
রাবণ বলে, বানর জাতি বেড়ায় গাছের ডালে।
রাজসভায় বানর বা ব'সেছে কোন্ কালে॥
প্রহস্ত বলে, বানরা রে, তুই বল্ কোন্ জন।
রাজারে করিয়া পাছু বসলি কি কারণ॥
হনূমান বলে, রাজা-নাম কোন জন ধরে।
রাম রাজা আছেন বটে অযোধ্যা-নগরে॥
প্রহস্ত বলে, হনূ, তুই কার অনুচর।
কার বোলে এলি হেথা লঙ্কার ভিতর॥
হনূ বলে, তোরে আর কি দিব পরিচয়।
তোর দশমুখো রাজা, সেই বা কোথা রয়॥
প্রহস্ত ধরিয়া দড়ি ফিরায় হনূমানে।
দেখরে বানরা, চেয়ে রাজা দশাননে॥
রাবণের পানে চাহি হনূমান বলে।
তুই সে রাবণ-রাজা, দেখেছি কোন্ কালে॥
ইন্দ্রের নন্দন ছিল কপিরাজ বালি।
বারেক দেখেছি তোরে তার কক্ষতলি॥
আর বার দেখেছি তোরে অর্জ্জুনের কালে।
হাতে-গলে বান্ধি রাখে তোরে অশ্বশালে॥
আসিয়া পুলস্ত্য-মুনি ঘুচায় বন্ধন।
আর বার দেখেছি তোরে বলির ভবন॥
সেইমত দেখি তোরে করি অনুমান।
দশ মুণ্ড, কুড়ি আঁখি, হাত কুড়িখান॥
হনূর কথা শুনি এবে হাসিল রাবণ।
জিজ্ঞাসা করিল তবে রাজা দশানন॥
কার বোলে এলি তুই রাক্ষসের দেশে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিংবা পাঠায় মানুষে॥
স্বরূপেতে বলিস্ যদি, ঘুচাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি বলিস তোর বধিব জীবন॥
হনূমান বলে মোরে পাঠাইলা নর।
তাঁরি বোলে আইনু আজ লঙ্কার ভিতর॥

হনূমানে ধরি দুই লক্ষ নিশাচর।
গড়ের বাহিরে ল'য়ে যায় অতঃপর॥
রাক্ষস হনূর গলে লাগাইয়া ডোরি।
আগে-পাছে তাহার যেতেছে সারি সারি॥
গাইতেছে হনূমান মহা কুতূহলে।
রাক্ষসেরা মাল্য বান্ধি দেছে তার গলে॥
পুরীর যতেক নারী আনন্দিত মনে।
দেখিতে আসিল সবে সেই হনূমানে॥
হাসি-হাসি হনূমানে কহে নারীগণ।
ফুলের মালায় তুমি ভুবন-মোহন॥
হনূমান বলে, ইহা নাহি জান নারী।
রাবণের কন্যা আছে পরম সুন্দরী॥
কুলীন ভাবিয়া বিভা দিবেক আমারে।
বিভা নাহি করি, তাই বান্ধিয়াছে করে॥
অপরূপ রূপ মোর করিয়া দর্শন।
আমারে জামাই করে, ইচ্ছিল রাবণ॥
এই দেখ বর-মালা রহিয়াছে গলে।
জোর করি বিভা মোর দিবে সভাস্থলে॥
এখনো পণের কথা কিছু উঠে নাই।
এহেন বরের পণ লক্ষ দেখি ছাই॥
আমি ত বানর-জাতি, রাবণ রাক্ষস।
এহেন সম্বন্ধ হ'লে রাবণেরি যশ॥
পরম কুলীন আমি, মৌলিক রাবণ।
কুলীনে মৌলিকে বিভা কিবা সুশোভন॥
রাবণ শ্বশুর হ'বে অদ্য বিভাবরী।
সুন্দরী শাশুড়ী পাব রাণী মন্দোদরী॥
ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর।
আর কি হনূর ভাগ্যে হয় অতঃপর॥
প্রমীলা শালাজ পাব পরম-রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি॥
কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর।
ইহা জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর॥
যতসব চেড়ী আছে এই লঙ্কাপুরে।
করিবে আমার সেবা পরম আদরে॥



সকলি সোনার বস্তু হেরি দু'নয়নে।
শুইব সোনার খাটে শ্রীমতীর সনে॥
খাব স্বর্ণ ফল আর স্বর্ণলতা-পাতা।
মোর ভাগ্যে এত সুখ দিলেন বিধাতা॥
কি করিবে ইন্দ্রজিৎ রাবণ প্রবীণ।
হইব লঙ্কার রাজা আমি একদিন॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারীগণ।
ঠাকুর-জামাই হ'লে, নাচ ত এখন॥
ঠাকুর-ঝির হবে সুখ হেরিলে বয়ান।
লাঙ্গুল হেরিলে তার জুড়াবে নয়ান॥
হনূ বলে, দণ্ড-দুই থাক নারীগণ।
কত নাচ দেখাইব, কে করে গণন॥
আমার নাচের চোটে কাঁপিবে মেদিনী।
কত সুখ পাবে মনে, বুঝি লবে ধনি॥

● রাবণ-কর্তৃক হনূমানের বিচার ও দণ্ড বিধান এবং বিভীষণের রাবণকে হিতশিক্ষা ●

দশানন কহিছে তোমার নাহি ডর।
সত্য করি কহ রে, কাহার তুমি চর॥
স্বরূপেতে কহ যদি, খসাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন॥
হনূমান বলে, আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার সে কানন অদ্ভুত॥
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবার মনে।
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে॥
সবে শুনিয়াছ দশরথ মহীপতি।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর, বধূ সীতা সতী॥
অগোচরে রাবণ হরিলে তুমি সীতে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্র সীতা অন্বেষিতে॥
যে বালিরাজের স্থানে তব পরাজয়।
সে বালিরে মারিলেন রাম মহাশয়॥
তব ব্রহ্ম-অস্ত্র মোর কি করিতে পারে।
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাবার তরে॥
রাম সুগ্রীবের যুক্তি সবিশেষ জানি।
কুম্ভকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে মারিবে কপিগণ॥
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে।
আমি তোরে মারিলে তাঁহার সত্য ভাঙ্গে॥
মোর আগে ধরিয়াছ নব-ছত্রদণ্ড।
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
ভাঙ্গিব দশটা মুণ্ড মারি এক নড়ি॥
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা দিল দশানন॥
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ॥
দূতকে কাটিলে রাজা, বড় অনাচার।
আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার॥
আত্মকথা পরকথা দূতমুখে শুনি।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী॥
পরের বড়াই করে, অপরাধী কিসে।
যার বড়াই করে, তারে মারিতে আইসে॥
দূতের শাসন আছে মুড়াইতে মুণ্ড।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড॥
এই যুক্তিবলে হনূ পাইল জীবন।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ॥
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও স্বদেশে।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি-বন্ধু হাসে॥
এই আজ্ঞা করিলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর॥
কুপিত হইল বীর পবন-নন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥
লেজ দেখি রাবণের হৈল বড় ডর।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে॥

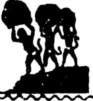


তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মিলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥
ত্রিশ মণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে, এক বেড়ে নাহি আঁটে ॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড় ॥
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দপ্ দপ্ জ্বলে ॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনূমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে ॥
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥
রাবণ বলিছে দুষ্ট কপি মহাবীর।
ঝটিতি ইহারে কর প্রাচীর বাহির ॥
কুলি কুলি লৈয়া ফেরো চাতরে চাতরে।
স্ত্রী পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতরে ॥
লেজে অগ্নি দিল তার কোমরেতে দড়ি।
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি ॥
কেহ বলে, স্বামী মৈল সংগ্রাম ভিতর।
কেহ বলে, মরিল আমার সহোদর ॥
কেহ বলে পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি।
কেহ বলে পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধৃপতি ॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে।
জর্জ্জর হইল সব তাহার প্রহারে ॥
ইট পাটকাল মারে, যে দেখে ডাগর।
শেল শূল মারে আর লোহার মুদ্গার ॥
হনূমানে দেখিয়া সকলে কাঁপে ডরে।
ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে ॥
ভাগ্যেতে ইহার ঠাঁই পাইনু নিস্তার।
দেখিবা মাত্রেতে সব করিত সংহার ॥
শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস।
এখন যাইবে কোথা করি সর্ব্বনাশ ॥
কুলি কুলি লৈয়া ফিরে নগরে-নগরে।
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচরে ॥
যে-বানর-সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী।
লেজে অগ্নি, গলে দড়ি, করে টানাটানি ॥
কথা শুনি সীতাদেবী মৃত্যু হেন গণে।
অগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাঁই হনূ পাবে অব্যাহতি ॥
অগ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন, ওগো দেবী সীতা।
বানরের জন্য তুমি না হও চিন্তিতা ॥
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা।
এখনি যে হনূমান পোড়াইবে লঙ্কা ॥
কৌতুক দেখিতে মোরা আসি দেবগণ।
হরিষে বিষাদ তুমি কর কি কারণ ॥
ক্রন্দন সংবরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

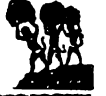


● হনূমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদহন ●

পর্ব্বত-প্রমাণ ছিল সেই হনূমান।
ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউল-প্রমাণ ॥
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন।
মাথা গুঁজি বাহিরিল পবননন্দন ॥
হনূমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে।
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে ॥
হাতে গাছ হনূমান ধায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ-বিশ-কুড়ি ॥
কারো প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কারো দহে গোঁপ-দাড়ি ॥
পলায় রাক্ষস সব, উলটি না চাহে।
হাতে গাছ হনূমান রাজদ্বারে রহে ॥
মহাবীর হনূমান চারিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায় ॥



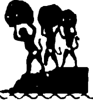
সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেম-ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ ॥
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর, বড় গৃহ-চালে ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে ॥
বিপদে পড়িলে পুত্র পিতা আসি তার।
সাহায্য করিবে নহে বিচিত্র ব্যাপার ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনূমান ॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে সুবৃহৎ চাল।
অর্দ্ধ স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল ॥
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উভরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে ॥
ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এক কালে।
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে ॥
কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যা পুত্র ছাড়ি।
কাহারো মাকুন্দ মুখ দগ্ধ গোঁপ-দাড়ি ॥
লঙ্কা-মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী ॥
সুন্দরী নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে ॥
দূরে থাকি দেখে হনুমান মহাবল।
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল ॥
সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ।
অগ্নিতে পোড়ায় মুখ, দেখিতে কৌতুক ॥
ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে।
জল পিয়া ফাঁফর হইয়া সবে মরে ॥
স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে পবননন্দন।
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে রাজঘর ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
হস্তী অশ্ব পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে ॥
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূরপক্ষী পোষে।
লেজ পোড়া গেল সে পেখম ধরে কিসে ॥
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী তিলেকেতে দহে।
রাজঘর পাত্রঘর কিছু নাহি রহে ॥
অন্য অন্য হনূ বীর পোড়ায় সকল।
বাঁচে কুম্ভকর্ণ, বিভীষণের কেবল ॥
ব্রহ্মা-বরে বিভীষণ-গৃহ নাহি পোড়ে।
কুম্ভকর্ণ-গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে ॥
গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর।
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর ॥
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ যে আছে।
তাই অন্য ঘর পোড়ে তার ঘর বাঁচে ॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার ॥
হনুমান বলে সীতা হইল বিনাশ।
হিতে বিপরীত করি একি সর্ব্বনাশ ॥
চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলে, মরে সর্ব্ব প্রাণী।
রক্ষা না পাইলা বুঝি রামের ঘরণী ॥
কি করিনু ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
বল-বুদ্ধি-বিক্রম আমার অকারণ ॥
যেই সীতা হেতু আমি পারাবার তরি।
সেই সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥
কোন্ কর্ম্ম করি পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী।
পোড়াই সেবক হয়ে রামের সুন্দরী ॥
জননীরে দগ্ধ করে হইয়া তনয়।
এই কথা ব্যক্ত রবে ত্রিভুবনময় ॥
হাঙ্গরে কুম্ভীরে মোরে করুক আহার।
অগ্নিতে পুড়িয়া কিংবা হই ছারখার ॥
সাগরেতে কিংবা করি অগ্নিতে প্রবেশ।
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ ॥
দেবগণ ডাকি বলে, হনুমান শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পান না পোড়ে আগুনে ॥



তুমি লঙ্কা দগ্ধ কর মনের হরিষে।
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা, রাখিয়াছ কিসে ॥
দেববাক্যে বানর সাহসে করি ভর।
লাফে লাফে পোড়াইল যত সব ঘর ॥
পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষস-রাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচে, লঙ্কা হয় ভস্মরাশি ॥

● সীতার নিকট হনূমানের পুনরাগমন ●

দ্বি-শত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগন।
সীতা ভাবে পুড়ি মৈল পবননন্দন ॥
বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা।
তাঁহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা ॥
বন্দী হইয়াছে, শুনিয়াছি সে কাহিনী।
রাজারে সে বলিলেক দুরক্ষর বাণী ॥
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি হনূমান দিল ঘরে ঘরে ॥
হনূমান নাহি পোড়ে, আছে সে কুশলে।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনূ এল হেনকালে ॥
সীতার নিকটে গিয়া পবননন্দন।
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে সেক্ষণ ॥
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি আরো জ্বলে জ্বলে।
সীতার নিকটে হনূ যোড়হাতে বলে ॥
মা জানকী জান কি গো ইহার কারণ।
কেমনে নির্ব্বাণ হবে এই হুতাশন ॥
সীতা বলে, মুখামৃত দেহ হনূমান।
এখনি অগ্নির জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ ॥
তবে হনূ হ'য়ে অতি জ্বালায় কাতর।
জ্বলন্ত লাঙ্গুল পূরে মুখের ভিতর ॥
নির্ব্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ।
সিন্ধুতীরে গেল হনূ মনে পেয়ে দুঃখ ॥
জলে মুখ দেখি বীর মনাগুনে জ্বলে।
পুনরপি সীতার নিকটে আসি বলে ॥
তব কার্য্যে আসি মাগো, পুড়ে গেল মুখ।
জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক সে যে বড় দুঃখ ॥
সীতা বলে, জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলেই হবে মুখ পোড়া ॥
হনূমান বলে তবে আসি গো জননী।
আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি ॥
জানকী বলেন তবে সস্নেহ বচনে।
লুকাইয়া থাক হেথা অশোক কাননে ॥
অগ্নিতে তোমার তনু হয়েছে কাতর।
কিছুদিন থাক বাছা আমার গোচর ॥
হনূমান বলে, মাতা না বল এখন।
আমি গেলে আসিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বিলম্ব হইলে মম নষ্ট হবে কাজ।
আমি গেলে আসিবে সুগ্রীব মহারাজ ॥
লাফ দিয়া পার হবে যত কপিগণ।
মোর পৃষ্ঠে পার হবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
জানকী বলেন, শুন পবন-নন্দন।
তোমা হেন বীর আর আছে কত জন ॥
সে কথা শুনিয়া বীর হনূমান হাসে।
সীতারে বুঝায় বীর অশেষ-বিশেষে ॥
আমার অধিক বীর আছে বহুতর।
আমা ছোট সুগ্রীবের নাহিক বানর ॥
সকলের ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র কর্ম্ম করি।
আমাকে পাঠান তাই এই লঙ্কাপুরী ॥
বীর মধ্যে যদ্যপি আমারে নাহি লেখে।
তথাপি রাক্ষসগণে মারি লাখে লাখে ॥
বিশকোটি সেনাপতি আসিবে প্রধান।
আপনি জানহ মাতা, শ্রীরামের বাণ ॥
শীঘ্র হবে ঠাকুরাণি, দুঃখ অবসান।
চরণ-সেবক তব আছে হনূমান ॥
শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হইবে রাবণ।
মনে করি রাখ মাগো হনূর বচন ॥
আসিবেন শুভক্ষণে সুগ্রীব লক্ষ্মণ।
হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ ॥



ভয় না করিহ মাতা জনকনন্দিনী।
এত বলি প্রণমিল হ'য়ে যোড়পাণি ॥
আনন্দিতা সীতা হনূমানের আশ্বাসে।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

● হনূমানের প্রত্যাবর্ত্তন ●

সীতার মস্তকমণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনূ চলিলেন দেশ ॥
তাহার চরণভরে শিলা-বৃক্ষ ভাঙ্গে।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বতের শৃঙ্গে ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে।
এক লাফে উঠে বীর গগনমণ্ডলে ॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর হরষিত-মুখে।
সিংহনাদ তাহার উত্তর কূলে ঠেকে ॥
ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্বুবান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ করি আসে হনূমান ॥
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী ॥
পবনগমনে বীর আইসে সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে এল অর্দ্ধেক সাগর ॥
দূর হৈতে পর্ব্বতেরে নমস্কার করে।
পার হৈয়া রহে বীর পর্ব্বতশিখরে ॥
হনূমানে দেখিবারে আইল বানর।
বলে, ধন্য ধন্য বীর পবনকোঙর ॥
আগে মাথা নোয়াইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্বুবান আদি বন্দে পরম আহ্লাদে ॥
সোসর বানর-সঙ্গে করে কোলাকুলি।
ফল ফুল যোগায় সকলে কুতূহলী ॥
অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্বুবান।
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনূমান ॥
কেমনে দেখিলে তুমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী ॥
সীতা লয়ে রাবণের কিবা ব্যবহার।
কেমনে দেখিলা তুমি সীতার আকার ॥
হনূমান কহ সবিশেষ সমাচার।
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার ॥
তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা অতিশয়।
তবে দেশে যাই, যদি ইষ্টসিদ্ধি হয় ॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদ-গোচরে বার্ত্তা কহে হনূমান ॥
শতেক যোজন সমুদ্রের পরিসর।
অনেক সঙ্কটে আমি তরিনু সাগর ॥
দ্বি-প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয় প্রহরে।
দেখিলাম অশোক-কাননে জানকীরে ॥
আগে বহু কষ্ট, ইষ্টসিদ্ধি হয় শেষে।
চলহ রামের ঠাঁই, কহিবে বিশেষে ॥
শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে, নাহি সহে ব্যাজ ॥
জানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর।
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর ॥
একেশ্বর হনূমান লঙ্ঘিল সাগর।
তোমরা সাহস কর সকল বানর ॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
যত কিছু বল মোর মনে নাহি আসে ॥
সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ।
তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন ॥
সীতার চরিত্র রাম করেন বিচার।
তব বাক্যে সীতা নিলে হবে তিরস্কার ॥
দশযোজন লঙ্ঘিতে নারে কপিগণ।
কোন্ জন তরিবেক শতেক যোজন ॥
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে।
কুপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নি-হেন জ্বলে ॥
অকারণে বুড়াটি পাকিল তোর কেশ।
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ ॥
আপনার মত দেখ সকল সংসার।
লেজ চাপি ধর হে সাগর করি পার ॥

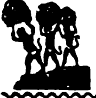


হনূমান বলে, তুমি না হও অস্থির।
পৃথিবীমণ্ডলে নাই তোমা-হেন বীর॥
সর্ব্বলোকে বলে, তব মন্ত্রী জাম্বুবান।
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কভু না করিহ আন॥
শুনিয়া অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে।
বানর কটক-সহ চলে নিজ দেশে॥



● বানরগণের মধুবনে প্রবেশ ●

কটক যুড়িয়া যায় পৃথিবী-আকাশ।
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন-পাশ॥
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর।
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর॥
সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে।
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে॥
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল।
খাইবারে নাহি পারে, হইল চঞ্চল॥
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদের ঠাঁই আজ্ঞা মাগ হনূমান॥
আনিয়া সীতার বার্ত্তা দিয়াছ আহ্লাদ।
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজার প্রসাদ॥
অঙ্গদের কাছে হনূ কহে যোড় হাত।
রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ॥
অঙ্গদ বলেন, বীর, যে দিলা আহ্লাদ।
যাহা চাও, তাহা লহ, কি রাজপ্রসাদ॥
হনূমান বলে, মধু অমৃত-সমান।
সকল বানরে খাই, যদি দেহ দান॥
অঙ্গদ বলেন, মধু খাও ইচ্ছামত।
না হবেন সুগ্রীব ইহাতে অসম্মত॥
হরষিত সকলে পাইয়া মধু দান।
আনন্দে করিছে স্বেচ্ছামত মধুপান॥
নিঙাড়িয়া খায় কেহ, পিয়ে ত চুমুকে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে॥
মধুচক্র ভাঙ্গি সবে মারামারি করে।
যে যারে মারিতে পারে, সেই তারে মারে॥
মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল॥
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গীত।
কেহ হারে, কেহ জিনে, সবে আনন্দিত॥
রুষিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক।
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ-কটক॥
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে।
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে॥
তোমার আজ্ঞায় মোরা করি মধুপান।
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ॥
কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন।
সাজ সাজ বলি ডাকে বালির নন্দন॥
কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে।
কুপিল সে দধিমুখ, আসে একচাপে॥
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্ জন।
দধিমুখে এড়িয়া পলায় কপিগণ॥
অঙ্গদ কহিছে, শুন ওরে দধিমুখ।
তোরে আজ মারি যদি তবে যায় দুখ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল যে জন।
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন॥
রাজকার্য্য করি, নাহি খাই পিতৃধন।
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন॥
পিতৃধন মধুবন করিস্ ভক্ষণ।
মনেতে বাসনা, তোরে কাটি এইক্ষণ॥
বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ।
সে কারণে না মারিনু তোমা-হেন পাপ॥
ওষ্ঠাধর কম্পমান্ ক্রোধেতে আকুল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল॥
জর্জ্জর হইয়া বীর আঁচড়-কামড়ে।
অতি শীঘ্র গিয়া সুগ্রীবের পায়ে পড়ে॥
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ-অপমান।
মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ-হনূমান॥

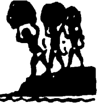


তোমরা দু'-ভাই যাহা করিলে পালন।
এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন ॥
শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজা রহিলা নীরবে।
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে ॥
মামা হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ।
অপমান-কথা কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
না দেহ সান্ত্বনা-বাক্য না দেহ উত্তর।
কিহেতু মামার প্রতি এত অনাদর ॥
সুগ্রীব বলেন শুনি লক্ষ্মণের কথা।
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা ॥
দক্ষিণদিকেতে যারা করিল গমন।
লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন ॥
মারি খেদাইল এরে, এই মধু রাখে।
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ কহে, অপরূপ শুনি।
কে আসিল, কে কহিল দক্ষিণকাহিনী ॥
শ্রীরাম বলেন, যারা গিয়াছে দক্ষিণে।
তারা কি আইল, জান বার্ত্তা এইক্ষণে ॥
সুগ্রীব বলেন, মিত্র না হও অস্থির।
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড়-বড় বীর ॥
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনূমান ॥
তব কার্য্যে হনূমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হ'য়েছে সীতা তাহার গোচর ॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনূমান মহাশয়।
দেখিয়াছে জানকীরে কহিনু নিশ্চয় ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, তোমার বচনে।
যে আনন্দ পাইলাম, কহিব কেমনে ॥
হনূমান-অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা পরাণ জুড়াও ॥
সুগ্রীব বলেন, এস মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিও দুখ ॥
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ।
নাতি নাট করিলে তোমার নাহি লাজ ॥
ঝাট যাহ মামা তুমি আমার বচনে।
অঙ্গদ-হনূরে আ'ন শ্রীরামের স্থানে ॥



● শ্রীরামচন্দ্রকে হনূমানের সংবাদ ও মণি প্রদান ●

রাজ-আজ্ঞা পাইয়া হরিষে দধিমুখ।
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ-সম্মুখ ॥
মাথা নোয়াইয়া তারে কহে যোড়হাত।
রাজবার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ ॥
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কানে ॥
নিজ-ধন খাও তুমি বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব বসি আছে দুইজন।
ঝাট গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ ॥
সেবকবৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ।
মধুবন-রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ্ ॥
চলিল অঙ্গদ বীর হ'য়ে হরষিত।
কৌতুকেতে যায় বহু-বানর-বেষ্টিত ॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনূমান।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্ব্বত-প্রমাণ ॥
দূরে দেখিলেন রাম পবন-নন্দনে।
বসিয়াছিলেন, উঠিলেন ততক্ষণে ॥
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান।
কি জানি কেমন বার্ত্তা কহে হনূমান ॥
সাত পাঁচ ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে।
সত্য কহ হনূমান দেখেছ সীতাকে ॥
যদি সীতা দেখে থাক বীর হনূমান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবে, রবে তবে প্রাণ ॥
শ্রীরাম-চরণে হনূ করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে সব যোড় করি হাত ॥



লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক-কাননে।
কহিব সকল কথা প্রভু, তব স্থানে ॥
এক শত যোজন সে সাগর পাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার ॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে নাহি পেলাম উদ্দেশ ॥
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাহি দেখি।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুখী ॥
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোককানন।
অশোকবনের জ্যোতিঃ রবির কিরণ ॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোক-বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে ॥
হেনকালে গেল তথা রাজা দশানন।
দেবকন্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগণ ॥
কি বলিয়া সম্ভাষে রাবণ জানকীরে।
বৃক্ষ-আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে ॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন ॥
তোমা-বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন ॥
জানকী বলেন, মৃত্যু করিলাম সার।
রামের চরণ-বিনা গতি নাহি আর ॥
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে ॥
ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি ॥
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ-প্রকারে।
কোনমতে সীতা দুষ্ট বচন না ধরে ॥
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন।
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ ॥
স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ।
গাছে থাকি সীতাসহ করিনু সম্ভাষ ॥
কোথা হৈতে এলে, মোরে সুধায় বৈদেহী।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি ॥
তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন ॥
মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি।
মনে করিলাম, কিছু বিক্রম প্রকাশি ॥
ভাঙ্গিলাম মনোহর অমৃত কানন।
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন ॥
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি।
প্রাণে মারিলাম অক্ষকুমার প্রভৃতি ॥
চক্ষুর নিমিষে সব করিনু সংহার।
ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আগুসার ॥
দু-প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ।
ব্রহ্মপাশে সে আমারে করিল বন্ধন ॥
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ-গোচর।
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর ॥
আমারে কাটিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ ॥
তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ ॥
লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিলাম লঙ্কার ঘরে ঘরে ॥
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার।
কতক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার ॥
আমার বিপদ ভাবি ভাবিছেন মাতা।
হেনকালে উপনীত হইলাম তথা ॥
আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিতা বিশেষ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ ॥
দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা।
মেঘে ঢাকা শশী যথা লাবণ্য-বিহীনা ॥
সীতা-মা'র দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ।
অলসের বিদ্যা যথা ক্ষীণ দিন দিন ॥
দেখিনু শুনিনু যত, কহিনু কাহিনী।
লহ রঘুমণি, তাঁর মস্তকের মণি ॥
বাম হস্তে মণি দিল পবননন্দন।
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন ॥

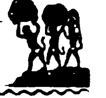


মণি দিয়া কি কহিলা জানকী আমার।
বল বল ওরে হনু, শুনি একবার॥
হনূমান বলে, প্রভু, জনক-নন্দিনী।
কান্দিতে-কান্দিতে এই কহিলা কাহিনী॥
ক্ষণেক বিশ্রাম কর বাছা হনূমান।
মণি-সনে কথা কহি জুড়াই পরাণ॥
তুমি মণি, আমি মণি, দুইটি ভগিনী।
দোঁহে পালিলেন যত্নে জনক-নৃমণি॥
বিবাহের কালে পিতা পরম-আদরে।
অঙ্গুরী করিলা দান শ্রীরামের করে॥
তুমি-আমি দুই-ভগ্নী থাকি একখানে।
ইহাই পিতার ইচ্ছা ছিল মনে-মনে॥
তুমি জ্যেষ্ঠা বলি তাই তোমারে লইয়া।
মাথার উপর মোর দিলেন সঁপিয়া॥
বহুদিন এক সঙ্গে আছি দোঁহে ভাই।
তোমায় মাথায় ক'রে ধ'রে রাখি তাই॥
রামের আনন্দ হবে তোমারে দেখিলে।
পাঠাই তোমারে তাই আজ কুতূহলে॥
জনক জনক যার, রাম যার পতি।
রাক্ষসের পুরে তার এহেন দুর্গতি॥
যত কষ্ট সহিতেছি এই লঙ্কাপুরে।
গিয়া সব কবে তুমি রামের গোচরে॥
তুমি মণি, আর সেই রঘুকুলমণি।
উভয়ে থাকিবে সুখে দিবস যামিনী॥
মণিহারা ফণিনীর মত একাকিনী।
কত কাল রবে হেথা এই অভাগিনী॥
সীতার বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কান্দিতে লাগিলা রাম কমল-লোচন॥
রামের ক্রন্দন দেখি কপিগণ কান্দে।
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে॥



● শ্রীরামের প্রতি হনূমানের ভক্তি প্রদর্শন ●

রাম কহিলেন, শুন বীর হনূমান।
বীর নাহি দেখিয়াছি তোমার সমান॥
কিরূপে সাগর-পারে করিলে গমন।
বিবরণ শুনিবারে হ'য়েছে মনন॥
কিরূপে সোনার লঙ্কা কৈলে ছারখার।
কহ কহ শুনি হনূ, বাসনা আমার॥
হনূমান কহিলেন করিয়া বিনয়।
তুমি যার হৃদে থাক, কোথা তার ভয়॥
তব পদ প্রভু, পুনঃ সীতা-মার পদ।
পবন-পিতার পদ পরম সম্পদ্॥
এই তিন শ্রীপদের লইয়া শরণ।
বৎস-পদ-সম হেরি সাগর-লঙ্ঘন॥
সুরসা-সাপিনী আসি দেখা দিল মোরে।
তব নাম স্মরি যাই তাহার উদরে॥
বাহিরে আসিনু পুনঃ স্মরি তব নাম।
সকলি তোমার খেলা ওহে গুণধাম॥
সিংহিকা-রাক্ষসী থাকে সমুদ্রের জলে।
মোরে গ্রাস করিবারে এল কুতূহলে॥
প্রবেশ করিনু গিয়া উদরে তাহার।
বাহিরিনু তব নাম স্মরি পুনর্ব্বার॥
কি বিপদে কি সম্পদে থাকি যেইখানে।
তব পুণ্য-নাম প্রভু, স্মরি মনে-মনে॥
পরম-প্রচণ্ড প্রভু, তব কোপানল।
সীতা-মার শ্বাস-বায়ু পরম-প্রবল॥
লঙ্কাপুরী-শুষ্ক-কাষ্ঠ জ্বলিয়াই ছিল।
এ হনূ নিমিত্ত-মাত্র তথায় জুটিল॥
তব কোপানলে প্রভু, পড়ে যেই জন।
ত্রিভুবনে নাহি তার নিস্তার কখন॥
যে জন তোমার পদ করে সমাশ্রয়।
তাহারে পরম-পদ দাও দয়াময়॥



জাতিতে বানর আমি, পশুর সমান।
নাহিক পশুর কভু হিতাহিত-জ্ঞান॥
তুমিই আশ্রয় মোর, ওহে দয়াধাম।
তোমার চরণে মোর মতি অবিরাম॥
দুর্ব্বল হনূর তুমি একমাত্র বল।
তোমা-বিনা নাহি কিছু হনূর সম্বল॥
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই সকল।
তুমিই হনূর মাত্র জুড়াবার স্থল॥
হনূর পরম ভাগ্য, ওহে দয়াময়।
হনূরে দিয়াছ তুমি চরণে আশ্রয়॥
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি তুমিই ভরসা।
তোমা-বিনা হনূ কিছু নাহি করে আশা॥
হনূর এ অপবিত্র তুচ্ছ হৃদাসন।
তব উপযুক্ত নহে রাখিতে চরণ॥
কিন্তু ওহে কৃপাময়, বড় সাধ মনে।
রাম-সীতা দোঁহে মিলি কবে দুইজনে॥
বসিয়া হনূর এই হৃদয়-আসনে।
পবিত্র করিয়া দিবে, হেরিব নয়নে॥
শাস্ত্রে বলে, মোক্ষ-পদ পরম সম্পদ্।
কিন্তু দেখি মোক্ষ-পদে বিষম বিপদ্॥
মোক্ষ হৈলে তুমি আমি একই সমান।
এরূপ ঘটিলে হয় তব অসম্মান॥
শ্রীরাম হনূর প্রভু, হনূ রাম-দাস।
থাকুক সর্ব্বদা এই হনূর বিশ্বাস॥
তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য চরণে তোমার।
এ-সম্বন্ধ যেন প্রভু না ঘুচে আমার॥

শ্রীরামের যাত্রা ও সাগরতীরে বাস

শ্রীরাম বলেন, ধন্য-ধন্য হনূমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
তোমার বিক্রমে মোর লাগে চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি, আমিই তোমার॥
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন।
এত বলি কোল দেন কমললোচন॥
পবনপুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফল্গুনী।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভফল গণি॥
দক্ষিণে সবৎসা ধেনু হরিণ ব্রাহ্মণ।
দেখে রাম বামে শব-শিবা-কুম্ভগণ॥
সূর্য্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী।
রাক্ষসগণের মূলা সর্ব্বলোকে জানি॥
মূলা-ঋক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে।
সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ-রাক্ষসে॥
চলিল বানর-ঠাট নাহি দিশপাশ।
কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী-আকাশ॥
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে॥
রহিবারে লতা পাতা দিয়া করে ঘর।
অবস্থিতি করিলেক সকল বানর॥
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চরমুখে বার্ত্তা নিত্য পায় সে রাবণ॥



রাবণকে বিভীষণের হিতোপদেশ

নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা॥
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ প্রতি।
শুন পুত্র তুমিত ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি॥
রাবণ তপের ফলে ভুঞ্জে এত সুখ।
আনিয়া রামের সীতা বাড়াইল দুখ॥
যে মারে রাক্ষসগণে তার সনে বাদ।
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতেক প্রমাদ॥
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট।
দেখিয়া না দেখে পুত্র এ হেন সঙ্কট॥



অবোধে বুঝাও, যেন রাম না বাহুড়ে।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে ॥
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্রমিত্রসহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে স্তব্ধ করিছে শ্রবণ ॥
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে বিপদ ॥
যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে।
রাত্রে নাহি নিদ্রা হয় শৃগালের রোলে ॥
কালী হেন বুড়ী দেখি, দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উঁকি মারে দ্বারের নিকট ॥
বিবিধ উৎপাত ভাই, দেখি সদাকাল।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল ॥
রাবণ বলিছে কি রামেরে এত ডর।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব-বানর ॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কানে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে ॥
রাবণ বলিছে মন্ত্রী, যুক্তি কর সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার ॥
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি।
কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি ॥
পর্ব্বতের গুহা আর নদ-নদীকূলে।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে ॥
বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট।
লোহার মুষল হাতে কহে অকপট ॥
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে।
মাথা ভাঙ্গি বধিব বানর জনে জনে ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, আমি আছি কিসে।
লঙ্কায় থাকিতে আমি কোন্ বেটা আসে ॥
বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান।
লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপমান ॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা করি আমি রণ।
দেখিব কেমন রাম, কেমন লক্ষ্মণ ॥
অকম্পন বলে, রাজা তব আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনের সাধ, কপি ধ'রে খাই ॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ ॥
জাঠি জাঠা ঝকড়া মুষল শেল আর।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে, লাগে চমৎকার ॥
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে-জন।
স্থির হও স্থির হও, শুন বীরগণ ॥
এ সবার বাক্যে ভাই, না করিও ভয়।
হিতবাক্য বলি শুন ভাই লঙ্কেশ্বর ॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই, জীবন-সংশয় ॥
কি নিমিত্ত মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী ॥
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
বিভীষণ যেন জ্যেষ্ঠ, আমি ত কনিষ্ঠ।
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ বড়, সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ ॥
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন ॥
বিভীষণে দূর কর যুক্তি বলি সার।
যুদ্ধ বিনা গতি নাহি কিসের বিচার ॥
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ।
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ ॥
নিশাচররাজ, তব যথা জ্ঞানবল।
কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল ॥
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞজন।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন ॥
রহিয়াছে চক্ষু, কিন্তু দেখিতে না পায়।
পেচক যেমন সূর্য্যমণ্ডলে দিবায় ॥



ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ।
যে হেতু নিজেরে প্রভু করয়ে গোপন ॥
প্রণায় করিয়ে তাঁর শকতি-মায়ায়।
নয়ন-আগেও যেই ঢাকি রাখে তাঁয় ॥
থাকুক সে-সব কথা, এখন তোমারে।
কহি আমি, না মজাও তুমি আপনারে ॥
আনিয়াছ সীতা কালভুজঙ্গীরে ঘরে।
রাখিলে সসৈন্যে যাবে শমন-নগরে ॥
এহেন সুন্দর রাজ্য, এহেন সম্পদ!
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও বিপদ ॥
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য।
কিছু দিন ভোগ কর ছাড়িয়া অগ্রাহ্য ॥
যদি বল তুমি কেন কহ কুবচন।
তার অভিপ্রায় কহি, করহ শ্রবণ ॥
জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত।
অন্যথা করিলে হয় পাপ সমুচিত ॥
অতএব কহিতেছি তোমা হিত কথা।
কদাচিৎ ইহা নাহি করহ অন্যথা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরাম, দেখ সর্ব্বলোকে কয়।
অধার্ম্মিক-সঙ্গে থাকা জীবন সংশয় ॥
দেখ এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে।
সকলের ক্ষতি করে, ক্ষমা নাহি মনে ॥
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায়, ঘর-দ্বার ভাঙ্গে।
খাদ্য লোভে পোষা হস্তী মিলে তার সঙ্গে ॥
দুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টে অপরাধ।
হস্তীর বন্ধনহেতু উপযুক্ত ব্যাধ ॥
স্বভাবেতে ব্যাধজাতি জানে নানা ফন্দী।
দশহস্ত দড়ি দিয়া হস্তী করে বন্দী ॥
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর।
ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর ॥
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল।
গলায় লাগিয়া দড়ি সবাই পড়িল ॥
দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেইমত তব পাপে মজে পুরজন ॥

● রাবণের রোষ ও বিভীষণকে পদাঘাত ●

যেইমাত্র এ কথা কহিল বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন ॥
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বিকট-নিনাদে কহিতেছে আরবার ॥
একি একি একি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন ॥
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন ॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেবসনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচনে ॥
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥
এত কহি খরতর খড়্গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল উপরে ॥
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল।
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষসসকল ॥
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে ॥
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্নতরুপ্রায় ॥
তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ।
হাহাকার করে সবে অতি দুঃখীমন ॥
তাহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি।
পরস্পর কহিতেছে এ-সব ভারতী ॥
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ।
বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ-অর্পণ ॥
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত-অপমান সহ্য না হয় তাঁহার ॥
এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে।
সান্ত্বনা করিয়া বসাইল সিংহাসনে ॥



হস্ত হৈতে কাড়িয়া লইল খড়্গখান।
কোষে আচ্ছাদিয়া রাখিলেন অন্য স্থান ॥
বিভীষণ মন্ত্রী চারিজন নিশাচর।
তুলি বসাইল তাঁরে আসন-উপর ॥
ক্ষণকাল পর্য্যন্ত তাবৎ সভাজন।
রহিলা নিঃশব্দ হ'য়ে পুত্তলী যেমন ॥

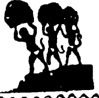
বিভীষণের লঙ্কা ত্যাগ

বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ-বচন ॥
মহারাজ করিলে যে কর্ম্ম আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন ॥
ঐশ্বর্য্য-মদেতে মত্ত যারা অতিশয়।
তাহাদের এইরূপ কুস্বভাব হয় ॥
ইহাতেও নাহি মোর বড় দুঃখ আর।
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার ॥
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
মজিল রাক্ষসকুল তোমার দূষণে ॥
হেন বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি।
কহিতেছে পুনর্ব্বার বিভীষণ-প্রতি ॥
জানি জানি বিভীষণ, জ্ঞাতির হৃদয়।
জ্ঞাতির বিপদ্ দেখি আনন্দিত হয় ॥
জ্ঞাতিমধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী।
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মনোদুখী ॥
বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে।
জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু সহিতে না পারে ॥
তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন।
নিরন্তর ছিদ্র তার করে অন্বেষণ ॥
পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে।
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে ॥
স্বভাবতঃ রহে যথা তপস্যা ব্রাহ্মণে।
চাপল্য নারীতে যথা, দুগ্ধ গাভীস্তনে ॥
সেইরূপ নিরন্তর রাখিবে প্রত্যয়।
জ্ঞাতি হৈতে স্বভাবতঃ থাকে মহাভয় ॥
যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে।
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে ॥
ইহাতে প্রমাণ হয় নীতিশাস্ত্র-জ্ঞান।
তার অর্থ কহি আমি তব বিদ্যমান ॥
বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিংবা শত্রু-সঙ্গে রবে।
শত্রুসেবি-জন-সহবাসী নাহি হবে ॥
তুমি একে-জ্ঞাতি, তাহে শত্রু-ভক্তিমান্।
তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ ॥
অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ।
বিলম্ব হইলে পাবে অতিশয় ক্লেশ ॥
এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি।
কহিতে লাগিলা পুনর্ব্বার এ ভারতী ॥
প্রিয়বাদী জন রাজা, সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্ল্লভ ॥
নিশ্চয় ধ'রেছে তব চিকুরে শমন।
তাই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ ॥
কিবা অরুন্ধতী, কিবা সুহৃদ্-বচন।
প্রদীপ-নির্ব্বাণ-গন্ধ কিবা দুঃসহন ॥
নাহি দেখে, নাহি শুনে, নাহি পায় ঘ্রাণ।
হেন দশা যার, তার মৃত্যু-সন্নিধান ॥
এই কথা মনে রেখো ভাই লঙ্কেশ্বর।
কান্দিয়া চলিল তব কনিষ্ঠ-সোদর ॥
বহু দুঃখে করিলাম তোমারে বর্জ্জন।
দহ্যমান গৃহ যথা ত্যজে বিজ্ঞজন ॥
করিলে তুমি যে মোরে যত পরিভব।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব ॥
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাতাম তারে ফল নিশাচর-রাজ ॥
বলিলাম রাজ্য রক্ষা হেতু যে বচন।
সে কারণে হইলাম লাথির ভাজন ॥
তোমার চরণ ছাড়ি রামের চরণ।
শরণ লইল আজি এই আকিঞ্চন ॥

এক কথা বলি আমি ভাই হে রাবণ।
মৃত্যুকালে স্মরিও হে আমার বচন ॥
শুন শুন মোর কথা, ওহে বন্ধুগণ।
চল মোর সঙ্গে, যদি হয় কারো মন ॥
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে।
চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে ॥
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।
উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ ॥
তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন।
আনন্দে করিল তাঁর পশ্চাতে গমন ॥
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর।
এই চারিজন মালি-সন্তান সোদর ॥
তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ।
মাতার নিকটে সব কৈলা নিবেদন ॥
তাঁর অনুমতি ল'য়ে প্রণমিল তাঁরে।
তারপর গেল নিজ-ভবন মাঝারে ॥
নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া ॥
প্রিয়ে, আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে।
চলিলাম এই চারি অমাত্য-সহিতে ॥
তুমি জানকীর কাছে থাক নিরন্তর।
করিবে তাঁহার সেবা হইয়া তৎপর ॥
তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার করিবেন মোরে ॥
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতী।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি ॥
তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়া।
যাত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া ॥
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব্ব কথন।
রাবণেরে ত্যজিয়া চলেন বিভীষণ ॥
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত-রামায়ণ।
ভক্তিভরে শুন সব রাম-ভক্তজন ॥

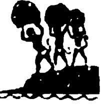
বিভীষণের কৈলাসগমন

লঙ্কা ছাড়ি ব্যোমপথে যাইতে যাইতে।
মন্ত্রিগণে বিভীষণ লাগিলা কহিতে ॥
উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ ॥
তাহে যদি রাম-কাছে করিহে গমন।
অখ্যাতি করিবে মোর যত অজ্ঞজন ॥
অতএব মনে করি, এবে না যাইব।
রাবণ-বিনাশ হ'লে প্রস্থান করিব ॥
এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জ্জন কাননে।
শ্রীরামচরণপদ্ম ধ্যান করি মনে ॥
এই পরামর্শ করি, কিন্তু নিজ মন।
সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যাতন ॥
রামপাদপদ্ম মন করিতে সেবন।
চঞ্চল হ'য়েছে বড়, না মানে বারণ ॥
অতএব কি করিব, না হয় নিশ্চয়।
তোমা সবে কহ, ইথে কর্ত্তব্য কি হয় ॥
করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর।
তাহাও কহি যে, শুনি করহ বিচার ॥
মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি।
সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি ॥
কি কহিব আর তাঁর গুণের বিস্তার।
সখা হ'য়েছেন শম্ভু গুণেতে যাঁহার ॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যা' করেন আজ্ঞাপন।
তাহাই করিব, এই লয় মোর মন ॥
বিভীষণ বাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয়।
ক'রেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয় ॥
অতএব সেই স্থানে চলুন এক্ষণ।
করিবেন পরে, তিনি কহেন যেমন ॥
এতেক বচন শুনি আনন্দিত মন।
ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ ॥



এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি।
সকল বৃত্তান্ত জানি কন শিবা-প্রতি॥
শুন প্রিয়ে রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে সখার নিকটে আগমন॥
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে।
ব'লেছিল সেহ রাবণেরে বারে বারে॥
রাজা তাহা না শুনি ক'রেছে অপমান।
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান॥
হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভক্তিতে।
কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিতে॥
এখন সংশয়চ্ছেদ করিবার আশে।
আসিতেছে মোর প্রিয়-সুহৃদের পাশে॥
যদি সখা না পারয়ে তাকে বুঝাইতে।
তবে পড়িবেক সে-ই সঙ্কট-নদীতে॥
অতএব চল যাব আমিও সেথায়।
রাম কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায়॥
যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয়।
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়॥
দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়॥
তার কোটি-মধ্যে এক জন ধর্ম্মপর।
তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর॥
তার কোটি মধ্যে এক জন হয় মুক্ত।
তার কোটি-মধ্যে এক রামভক্তিযুক্ত॥
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন।
তার গুণে কত লোক পায় বিমোচন॥
অতএব সতত বাসনা মোর মনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরামচরণে॥
তাহে বিভীষণ গেলে রাম-সন্নিকটে।
হইবে তাঁহার কত হিত এ সঙ্কটে॥
অতএব খণ্ডি তাঁর সকল সংশয়।
পাঠাইব প্রভু-কাছে অদ্যই নিশ্চয়॥
এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন।
শীঘ্র সাজাইয়া বৃষে কর আনয়ন॥

তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিয়া সাজন।
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন॥
তবে মহাদেব উঠি শিবা-কর ধরি।
আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি॥
হইল যেরূপ শোভা সেকালে তাঁহার।
তাহা ভাবি মন সুখী না হয় কাহার॥
এইরূপে পার্ষদ-সহিত পঞ্চানন।
গমন করিলা নিজ সখার ভবন॥
দূর হৈতে তাঁরে নিরখিয়া ধনপতি।
অগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি॥
পশুপতি বৃষ হৈতে নামিয়া ভূতলে।
আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতূহলে॥
তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি।
বসিলা যাইয়া দিব্য আসন-উপরি॥
শিবা আর যাবতীয় শিবভক্তগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা সুখী মন॥
তবে পশুপতি নিজ সখার সহিত।
করিলেন প্রেম-আলাপন সমুচিত॥
হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে বিভীষণ।
করিলেন কৈলাস-ভূধরে আগমন॥
দিব্য মণি সুবর্ণে সে রচিত নগর।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিল পরম সুন্দর॥
সে নগরী-মাঝে প্রবেশিয়া বিভীষণ।
করিলেন কুবেরের সভায় গমন॥
দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি।
কহিলেন সুখী মনে কুবেরের প্রতি॥
সখে, দেখ রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন॥
এই কহেছিল রাবণেরে ন্যায় রীতে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সহিত মিলিতে॥
তাহা না শুনিয়া সে ক'রেছে অপমান।
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এস্থান॥
ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয়।
কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয়॥



ইহা লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে।
পাঠাও ইহারে রাম-নিকটে ত্বরিতে ॥
ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার।
হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার ॥
ইহ যাবামাত্র সখা করি রঘুবর।
ইহারে করিবে রাজা রাক্ষস-উপর ॥
এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন।
দেখিলা দূরেতে থাকি তাঁরে বিভীষণ ॥
তাহে হ'য়ে অতিশয় আনন্দিত-মতি।
কহিতে লাগিল নিজ মন্ত্রিগণ প্রতি ॥
একি এশি, দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয়।
সভামাঝে বসিয়া কৃপালু মৃত্যুঞ্জয় ॥
যাঁহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
যোগী সব ধ্যান করে যাঁহার চরণ ॥
মুনিগণ পরমার্থতত্ত্ব জানিবারে।
ভক্তিভাবে নিরবধি সেবা করে যারে ॥
হেন প্রভু দেখিতে পাইনু অযতনে।
মনোরথ পরিপূর্ণ হৈল এতদিনে ॥
এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া।
পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া ॥
মহাদেব আশীর্ব্বাদ কৈলা তার প্রতি।
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি ॥
তবে আজ্ঞা ল'য়ে বসিলেন বিভীষণ।
কুবের তাঁহার প্রতি কহেন বচন ॥
আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ।
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ ॥
দেখিতেছি ম্লান কিছু তোমার বদন।
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন ॥
কুবেরের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ ॥
করিয়াছি প্রভু, পথে সুখে আগমন।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে সব বন্ধুজন ॥
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত।
ইহা লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত ॥

দাদা দশানন রামচন্দ্রের ভার্য্যারে।
হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে ॥
তাঁর দূত হ'য়ে আসিছিলা হনূমান।
সীতা ভেটি গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান ॥
সম্প্রতি সে রামচন্দ্র ল'য়ে কপিগণ।
করেছেন সাগরকূলেতে আগমন ॥
তাহা জানি কহিলাম, আমিহ দাদারে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে ॥
তাহা না শুনিয়া মোর কৈল অপমান।
এ-লাগি ত্যজিয়া লঙ্কা আইনু এস্থান ॥
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ।
যাহা আজ্ঞা কর, আমি লইমু শরণ ॥
বিভীষণ-বাণী এই শুনি ধনপতি।
কহিবারে আরম্ভ করিলা তার প্রতি ॥
ইহা মোর, জানি ভ্রাতা বহু পূর্ব্ব হতে।
তবু জিজ্ঞাসিনু তব বদনে শুনিতে ॥
কহিয়াছ যাহা তুমি, তাহা সমুচিত।
না হইবে ইথে কোন প্রকারে চিন্তিত ॥
যাহ যাহ এইক্ষণে করহ গমন।
যেখানে আছেন রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ ॥
তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র-বরাবর।
সখা করিবেন তোমা প্রভু রঘুবর ॥
আর সেই নিশাচর-রাজ্য অধিকারে।
করিবেন অভিষেক অদ্যই তোমারে ॥
সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন।
তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাবেন ভবন ॥
অতএব ত্যজি তুমি সকল সন্দেহ।
শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন দেহ ॥
রাম সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর।
সংহার করহ গিয়া ত্যজি সব ডর ॥
রাবণ অধর্ম্মী দেব-দ্বিজ-দ্রোহকারী।
ত্রিভুবন সুখী কর তাহারে সংহারি ॥
হইবেক তবে এই বিশ্বের মঙ্গল।
তোমারে হবেন তুষ্ট অমর সকল ॥

আশীর্ব্বাদ করিবে তোমারে ঋষিগণ।
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
রামভক্ত বিভীষণ সদা রাম দাস।
শিব-কুবেরের কথা রচে কৃত্তিবাস ॥



● বিভীষণকে শিবের উপদেশ ●

কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ ॥
তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি।
কহিতে লাগিল তার অভিপ্রায় জানি ॥
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ।
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন ॥
যাহ যাহ শ্রীরামের নিকটে ত্বরিত।
করহ নিজের আর সংসারের হিত ॥
বিরূপাক্ষবাণী এই শুনি বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥
যে আজ্ঞা করেছ প্রভু, তোমা দুইজন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন ॥
আমিও শ্রীরাম-কাছে যাইব বলিয়া।
আসিয়াছি গৃহ-ধন-বান্ধব ত্যজিয়া ॥
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ খণ্ডন ॥
আমি যদি রাম-কাছে যাই এইক্ষণ।
কহিবেক সব লোক আমারে নিন্দন ॥
কহিবেক, রাবণের বিপদ্ দেখিয়া।
তারে ছাড়ি বিভীষণ গেল দুষ্ট হৈয়া ॥
তাহে যদি রাজ্য দেন রাম পুনঃ মোরে।
তবে দোষ ঘুষিবেক এ তিন সংসারে ॥
বলিবে সকলে, বিভীষণ রাজ্যলোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে ॥
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন।
পরেতে করিব, যে করিবে আজ্ঞাপন ॥

ইহা কহি বিভীষণ বিরত হইল।
হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল ॥
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কেন বা তোমার ॥
কহিতেছি মোরা যাঁরে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময়-নির্ণয় ॥
বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান।
ইহা লাগি করিতেছ সংশয়-বিধান ॥
হেন বোধ অতিশয় অনুচিত হয়।
শুন শুন কিছু তাঁর স্বরূপ-নির্ণয় ॥
সত্য-সুখ-জ্ঞান-ধন তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান্ কহে শ্রুতি যতি ॥
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্য শক্তিধর।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা জগৎ-ঈশ্বর ॥
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন ॥
হ'য়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট।
সাধিতে ভক্তের সুখ, নাশিতে সঙ্কট ॥
সময়-নির্ব্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি, হবে ইচ্ছা যবে মনে ॥
সেইত তাঁহার ভক্তি হেন গুণ ধরে।
ইচ্ছা হবামাত্র সংসাররে ত্যজ্য করে ॥
তুমিত ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধুজনে।
ইথে জানিতেছি, ইচ্ছা হইয়াছে মনে ॥
অতএব সংশয় করহ কি কারণ।
যাহ যাহ, কর গিয়া শ্রীরামে ভজন ॥
যাঁরে মোরা ধ্যান করি, দেখি মনোরথে।
ভাগ্যগুণে রহেছেন তিনি নেত্রপথে ॥
ইহাতে সাক্ষাৎ-দেখা-সুখ পরিহরি।
কেন ক্লেশ পাইবে অন্তত্র ধ্যান করি ॥
এ লাগিয়া কহিতেছি আমি বার বার।
যাহ রাম-নিকটেতে ত্যজিয়া বিচার ॥
তবে যে বলিলে গালি দিবে লোকাবলী।
বিবাদ-সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলি ॥



এ-কথা ত কভু শুনিবার যোগ্য নয়।
ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয় ॥
তাহে প্রভু র'য়েছেন প্রকট হইয়া।
কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া ॥
আর দেখ, রতি জন্মে যাঁহার ভজনে।
সেই ত্যাগ করে গুণবান বন্ধুজনে ॥
রামসেবা লাগি ত্যজি দুষ্ট বন্ধুজন।
তুমি বা কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন ॥
বরঞ্চ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে।
গান করিবেক সর্ব্বস্থানে বিজ্ঞজনে ॥
আর যে কহিলে, যদি রাজ্য দেন রাম।
ঘুষিবে তোমার দোষ স্বর্গ মর্ত্ত্যধাম ॥
এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার।
যে হেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার ॥
যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে।
বরঞ্চ তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে ॥
তিনি যদি বলে রাজা করেন তোমারে।
ইথে কেন অপযশ গাহিবে সংসারে ॥
দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে।
নৃসিংহ প্রহ্লাদে রাজা কৈল বলাৎকারে ॥
ইথে তার বিগান করয়ে কোন জন।
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন ॥
তাই বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি।
রাজ্য দিবে তোমা, তাহে কি দোষ, না জানি ॥
মিতা যে কহিলা বধিবারে দশাননে।
তাহাতেও কিছু দোষ নাহি লয় মনে ॥
শাস্ত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ।
তাঁহারাও দুষ্টবধে করে আয়োজন ॥
দেখ বেণ-নামে রাজা অধার্ম্মিক ছিল।
মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল ॥
সে যখন না শুনিল তাদের বচন।
হুঙ্কারে করিলা তারে তাঁহারা নিধন ॥
তুমিও রাবণ-বধে কর আয়োজন।
না হইবে কোনমতে অধর্ম্মভাজন ॥

তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম-অবতার।
জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার ॥
রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকর্ম্ম।
তাহা হয় সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ মহাধর্ম্ম ॥
অতএব সকল সংশয় পরিহরি।
যাহ রাম নিকটেতে তুমি ত্বরা করি ॥
রামকার্য্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ।
তরিবে সকল দুঃখ, পাবে প্রেমধন ॥
মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন।
অতি আনন্দিত-চিত হৈল বিভীষণ ॥
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন।
গদগদ ভাষেতে করেন নিবেদন ॥
প্রভু, অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বলেতে তোমার।
সকল সংশয় নষ্ট হইল আমার ॥
জানিতেছি, কৃতার্থ যে করিলা আমারে।
আজ্ঞা দাও, যাই এবে রামে দেখিবারে ॥
ইহা কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া।
প্রদক্ষিণ কৈল তাঁরে ভকতি করিয়া ॥
পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত কৃত্তিবাস ভনে ॥

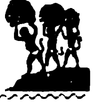


● শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের মিলন ও বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক ●

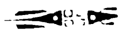
এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে।
পরে প্রণমিলা শিবা আর বৈশ্রবণে ॥
তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলা শ্রীরাম-কাছে আনন্দিত-হিয়া ॥
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগরকূলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥
সম্ভ্রমে বানর-সৈন্য করে তোলাপাড়া।
পাদপ-পাথর ল'য়ে সবে হয় খাড়া ॥



মহাবল-পরাক্রম দেখিতে ভীষণ।
সবে বলে, মার মার, এইত রাবণ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বলে, আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লইনু শরণ ॥
বিভীষণের সংবাদ কহে দূতগণ।
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রিগণ ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন এ নহে উচিত।
ছল করি যদি মিশি করে বিপরীত ॥
জাম্বুবান-পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
শত্রুকে নিকটে আনা নহে মম মতি ॥
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান।
এই বিভীষণ মোরে দিলা প্রাণদান ॥
মিত্রতা যদ্যপি হয় রাম-বিভীষণে।
বিভীষণ-সাহায্যেই বধিব রাবণে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব ভূপতি।
অন্যরূপ না ভাবিহ বিভীষণ-প্রতি ॥
আপনার দোষ মিত্র, না দেখ আপনি।
তোমা হৈতে মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি ॥
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট, যদি না করে পালন ॥
পুরাণের কথা কহি, কর অবধান।
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান ॥
পলায় কপোত পক্ষী সাঁচানের ডরে।
ত্রাসেতে পড়িল শিবি-নৃপতির ক্রোড়ে ॥
যত্ন করি নরপতি সেই পক্ষী রাখে।
প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥
আমিই আমার ভক্ষ্য করিব আহার।
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা, নহে ব্যবহার ॥
রাজা বলে পক্ষী মম লভিল শরণ।
তোমারে অপর মাংস করাব ভোজন ॥
সাঁচান বলিল, যদি কর পরিত্রাণ।
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান ॥
রাজভোগে মাংস তব অতীব সুস্বাদ।
এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥
শুনি সাঁচানের কথা রাজার উল্লাস।
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া কাটে নিজ গাত্র-মাস ॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান, সর্ব্ব-অঙ্গ কাটে।
ভোজন করায় তারে, যত ধরে পেটে ॥
বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে।
আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন তিতে ॥
সেইত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্ব্বনাশ ॥
বিভীষণ থাক, যদি আইসে রাবণ।
হইলে শরণাগত করিব পালন ॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে ॥
সুগ্রীব রাজের আগে করে সম্ভাষণ।
পরম-আনন্দে কোল দিল দুই জন ॥
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম-স্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরামচরণে ॥
রাবণের ভাই আমি, নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, বলি শুন বিভীষণ।
মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ ॥
শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ।
তোমার চরণ মাত্র লইব শরণ ॥
ইহা ভিন্ন অন্য দিকে যদি ধায় মন।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ॥
হইব কলির রাজা, সহস্র তনয়।
এই তিন দিব্য আমি করিনু নিশ্চয় ॥
তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ।
এই তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ ॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন ॥
একপুত্র হেতু লোক করে আরাধন।
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ ॥
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে।
হেন দিব্য করে রাম, তোমার গোচরে ॥



শ্রীরাম বলেন, অল্পবুদ্ধি রে লক্ষ্মণ।
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ॥
এই দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ।
কলির ব্রাহ্মণ ভাই, শুন তার দোষ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ-আদি মহাপাপ।
এই সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ॥
প্রতিগ্রহ করিবেন উদ্ধার কারণ।
প্রতিগ্রহ মহাপাপ, নাহিক তারণ॥
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার।
তাদৃশ পুত্রের পাপে মজিবে সংসার॥
কলিযুগে রাজা প্রজা না করে পালন।
সে-পাপে রাজার হয় অকালে মরণ॥
আর সব দোষ আছে, তাহা জেনো পাছে।
বিভীষণে রাজা করি রাখ মম কাছে॥
সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি।
লঙ্কার রাজত্ব দেহ বিভীষণোপরি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হৈল, জগতে ঘোষণা॥
ছত্রদণ্ড দিল তারে স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥



● শ্রীরামের প্রতি সাগরের সেতুবন্ধনের উপদেশ ●

সুগ্রীব বলেন, সিন্ধু তরিতে উপায়।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে সে যুয়ায়॥
শ্রীরাম বলেন বিভীষণ বল সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার॥
বিভীষণ বলে, সে সগর মহীপতি।
সাগর খনিয়াছিল তাঁহার সন্ততি॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরা সাগর প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখা, থাক উপবাসে॥
সাগরের কূলে শয্যা করিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে॥
তিন উপবাস গেল, না দেখি সাগরে।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে কুপিত অন্তরে॥
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা।
ধনুর্ব্বাণ আন ভাই, কিসের অপেক্ষা॥
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে।
মারিব সাগরে আজি কার বাপ রাখে॥
তিন উপবাস করি তার আরাধনে।
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল-বাণে॥
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ।
অগ্নিজাল বাণে রাম পূরেণ সন্ধান।
অগ্নিবাণ-প্রভাবেতে শুকায় সাগর।
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুম্ভীর মকর॥
চলিল পাতাল সপ্ত-সাগরের পাশ।
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস॥
ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে থর থর।
মাথার ধবল ছত্র টলিল সত্বর॥
বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তূণে।
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে॥
এত ক্রোধ মোরে কেন, শুন গদাধর।
তব পূর্ব্ববংশ এই করিল সাগর॥
তুমি মোরে নষ্ট কর, এ নহে বিচার।
কোন্ অপরাধ আমি করিনু তোমার॥
শ্রীরাম বলেন শুন, নৃপতি সাগর।
তিন দিন উপবাসী, কূলেতে কাতর॥
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ।
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ কারণ॥
বানর কটক সব হইবেক পার।
উপবাস দিয়া দেখা না পাই তোমার॥
এইহেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু।
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারিনু॥



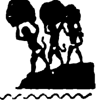
আড়ে দশ যোজন দৈর্ঘ্যে দশগুণ তার।
জল ছাড়ি দেহ তুমি বানর হোক পার ॥
এত শুনি যোড়হস্তে বলেন সাগর।
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল-ভিতর ॥
কেমনে হইবে পথ, না দেখি উপায়।
এক যুক্তি আছে রাম, কহিব তোমায় ॥
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল-নামে যে বানর।
তোমা-হেতু মুনিস্থানে পাইয়াছে বর ॥
জহ্নু মুনি তাহারে পালিল শিশুকালে।
দণ্ড-কমণ্ডলু তার হারাইল জলে ॥
নিত্য হারাইয়া আসে, নিত্য সৃজে মুনি।
তিন দিন ধ্যান করি জানিল আপনি ॥
স্বয়ং বিষ্ণু হইবেন রাম-অবতার।
সাগর বান্ধিয়া সৈন্য করিবেন পার ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি দিলা বরদান।
নলস্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ ॥
সাগর বান্ধিতে সেনাপতি কর নলে।
নলস্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মোর জলে ॥
শিলা তরু যোড়া লাগে পরশে তাঁহার।
জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হয়ে যাও পার ॥
তোমার কারণ আমি লইব বন্ধন।
পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ ॥

সাগরের শ্রীরাম স্তুতি

আপনা না জান তুমি দেব গদাধর।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমিই ঈশ্বর ॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি, অগতির গতি।
নিদান সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি ॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তুমিই প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব, কালে কর লয় ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমিই সাকার, পুনঃ নিরাকার তুমি।
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি ॥
না জানি ভকতি স্তুতি, শুন রঘুবর।
শ্রীচরণে স্থান-দান দেহ গদাধর ॥
তুমি হে অনাদ্য, আদ্য অসাধ্য-সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড বিনাশন ॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন ॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
ক'রেছি পাতক কত, সংখ্যা নাহি তার ॥
বিদায় করহ, আমি যাই নিজ ধাম।
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বচন।
গাইল সুন্দরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥

নল কর্ত্তৃক সমুদ্রে সেতুবন্ধন

সাগর চলিয়া গেল আপন ভবন।
নল বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ ॥
ধাইয়া আইল নল যথায় শ্রীরাম।
ভূমি লুটি পদতলে করিল প্রণাম ॥
শ্রীরাম বলেন, নল, কহি যে তোমারে।
তুমি হেন বীর আছ কটক-ভিতরে ॥
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান্।
এত দুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান ॥
আমি লঙ্কা জিনিব তোমার করি আশ।
এত বুদ্ধি ধর শুনি সাগরের পাশ ॥
নল বলে প্রভু রাম, নিবেদন করি।
ক্ষুদ্র কপি আমি, তাই জ্ঞাতি লোকে ডরি ॥
বড় বড় কপি আছে বীর অবতার।
কেমনে তাহার আগে করি অঙ্গীকার ॥
যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥



মান-সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ কুশী ল'য়ে।
সেই স্থানে বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে॥
ছিপ কুশী রাখি যান সরোবর তীরে।
তাহা আমি তুলি ল'য়ে ফেলিতাম নীরে॥
নিত্য ছিপ কুশী ব্রহ্মা করেন সৃজন।
আমারে দেখিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন॥
নিত্য ছিপ-কুশী তুই ফেলে দিস্ জলে।
সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মোর প্রতি বলে॥
আমি বর দিব তোরে, শুনরে বানর।
তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর॥
গাছ-পাথর জোড়া লাগে তোমার পরশে।
তুই ছুঁলে গাছ-পাথর জলে যেন ভাসে॥
ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব সাগর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর॥
এক মাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন।
গাছ-পাথর আনি দিক্ যত কপিগণ॥
সাগর বান্ধিতে নল অঙ্গীকার করে।
হর্ষিত হইল রাজা সুগ্রীব বানরে॥
'জয়রাম' বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ।
সাগর বান্ধিতে চলে হরষিত-মন॥
শ্রীরামে প্রণাম করি নলবীর চলে।
সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে॥
আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে॥
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া॥
প্রস্থে দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন।
গাছ-পাথর যোগায় যত কপিগণ॥
দীর্ঘে এক যোজন বান্ধিল এক দিনে।
উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে॥
বসিলেন নলবীর জাঙ্গাল উপরে।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে॥
মুদ্গরের বাড়ি পড়ে, মহাশব্দ শুনি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় ধ্বনি॥

পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন।
নলবীর বসি করে সাগর-বন্ধন॥
দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন।
কৃত্তিবাস গাইলেন গীত-রামায়ণ॥



● নলের প্রতি হনুমানের কোপ ও শ্রীরামের সান্ত্বনা ●

সাগর বান্ধয়ে নল, হনুমান মহাবল,
আনি দেয় শিলা-বৃক্ষগণ।
জাঙ্গালের দুই ভিতে, সুন্দর পাথর গাঁথে,
আনন্দে নাচয়ে কপিগণ॥
জাঙ্গালের মাঝে মাঝে, রজত পাথর সাজে,
নল করে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
গঠিছে সুন্দর ঘর, থাকিবেন রঘুবর,
হেনমতে গড়ে স্থানে স্থান॥
মাথায় পাথর লয়ে, হনুমান দেয় বয়ে,
বাম হাতে ধরে বীর নল।
মহাক্রোধে হনুমান, পর্ব্বত আনিতে যান,
বুঝি বেটা কত ধরে বল॥
ধায় বীর মনোদুখে, চলিল উত্তর মুখে,
যথা গিরি সে গন্ধমাদন।
দেখি পর্ব্বতের চূড়া, লাথি মারি করে গুঁড়া,
লোমে লোমে করয়ে বন্ধন॥
দুই হাতে দুই গিরি, লইয়া মস্তকোপরি,
অমনি পবনবেগে ধায়।
যায় বীর মহাতেজে, একগিরি বান্ধি লেজে,
শূন্যের উপরে চলি যায়॥
রবির কিরণ নাই, অন্ধকার সর্ব্ব ঠাঁই,
চমকিয়া চাহে বীর নল।
ক্রোধে আসে হনুমান, উড়িল নলের প্রাণ,
উঠিয়া পলায় মহাবল॥



শ্রীরামের কাছে গিয়া, ভূমি লুটি প্রণমিয়া,
বন্দিয়া কহেন যোড়হাত।
হনূমান আনে গিরি, বাম হাতে আমি ধরি,
কর্ম্মীর স্বভাব রঘুনাথ ॥
ক্রোধ করি মোর তরে, আইসে পবনভরে,
পর্ব্বত লইয়া বহুতর।
কুপিয়াছে হনূমান, লইবে আমার প্রাণ,
উদ্ধার করহ রঘুবর ॥
নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখী হৈল রঘুমণি,
পথমাঝে দাঁড়াইল গিয়া।
রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া,
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥
কহিলেন প্রভু রাম, শুন বীর হনূমান,
নলে ক্রোধ কর কি কারণ।
হনূমান কহে বাণী, যোড় করি দুই পাণি,
শুন রাম কমললোচন ॥
করি আমি প্রাণপণ, আনিতে পর্ব্বতগণ,
বাম হাতে নল তাহা ধরে।
এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক গিরি,
চাপা দিতে এ নল-বানরে ॥
এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান,
কর্ম্মীর স্বভাব এই কাজ।
বাম হাত আগে চলে, ক্রোধ না করিহ নলে,
তোমার নাহিক ইথে লাজ ॥
শুন বাছা হনূমান, মোর কার্য্যে দেহ মন,
কর প্রীতি নল-বীর সনে।
এত কহি রঘুনাথ, ধরিয়া নলের হাত,
সমর্পিয়া দিলা হনূমানে ॥
কোলাকুলি দুইজনে, করে হরষিত-মনে,
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল।
কৃত্তিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম,
এই ভক্তি হউক অচল ॥

● শ্রীরামের লঙ্কাযাত্রা ●

যে পর্ব্বত এনেছিল পবননন্দন।
দশ যোজন তাহাতে যে হৈল বন্ধন ॥
বান্ধিল যোজন কুড়ি অলঙ্ঘ্য সাগর।
আসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর ॥
কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে ॥
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে ॥
যাতায়াত করে সদা বীর হনূমান।
বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান ॥
কান্দিয়া কহিল সবে রামের গোচর।
মারিয়া পাড়য়ে প্রভু, পবনকোঙর ॥
হনূমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম।
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর অপমান ॥
যেমন সামর্থ্য যার, বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবনকোঙর ॥
সদয়হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত ॥
চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল-উপর।
হনূমান বলে, শুন সকল বানর ॥
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে।
সাবধান হ'য়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে ॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সত্তর যোজন ॥
লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনূমান।
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান ॥
বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর।
নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর ॥
লাফ দিয়া যায়, তায় কপি যোড়া যোড়া।
লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চূড়া ॥
আড়ে ওড়ে থাকিয়া রাক্ষস দেয় উঁকি।
মালসাট মারে কপি, দেখায় ভাব কি ॥



আনন্দে করয়ে নল সাগর-বন্ধন।
এক মাসে বান্ধা গেল শতেক যোজন॥
উত্তর জাঙ্গাল ঠেকে দক্ষিণের কূলে।
'রামজয়' বলিয়া বানর সব বুলে॥
জাঙ্গাল বান্ধিল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
সকল দেবতা করে পুষ্প-বরিষণ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নলবীর চলে।
প্রণাম করিল গিয়া রামপদতলে॥
ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত।
যোড়হস্ত করি বলে, শুন রঘুনাথ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি বান্ধিনু সকল।
রক্ষক রহিল হেথা হনূ মহাবল॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল রঘুনাথ।
নলে আশীর্ব্বাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত॥
ধন নাই, নল কিবা করিব প্রসাদ।
এখন লহ রে বাপু, মোর আশীর্ব্বাদ॥
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায়।
অমূল্য রতন নানা দিব হে তোমায়॥
নল বলে, তাহে কার্য্য নাহি নারায়ণ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দেহ অমূল্য-রতন॥
কমলা যাঁহার সদা করেন সেবন।
যাঁর লাগি যোগী হৈল দেব পঞ্চানন॥
মোর শিরে দেহ সেই তোমার চরণ।
ইহা হৈতে নাহি আর অমূল্য রতন॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট রাম কমললোচন।
নলের মাথায় দিল দক্ষিণ চরণ॥
প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়া।
'রামজয়' বলি সবে বেড়ায় নাচিয়া॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র কপিরাজ।
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ॥
'রামজয়' বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন।
আগে আগে চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব চলিল আর রাজা বিভীষণ।
অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বীরগণ॥
দেখিল বিচিত্র অতি জাঙ্গাল-বন্ধন।
ধন্য ধন্য নল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন॥
দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার।
হেন বুঝি সাগর পরিল গলে হার॥

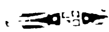


● সেতুবন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ●

শ্রীরাম বলেন, নল শুনহ বিশেষ।
দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ॥
এত শুনি নলবীর হইয়া সত্বর।
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল উপর॥
পর্ব্বত আনিয়া দিল পবননন্দন।
পরম সুন্দর করে দেউল গঠন॥
শ্বেতবর্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর।
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর॥
শ্রীরাম বলেন, তবে পবনকুমারে।
শ্বেতপদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ মোরে॥
এত শুনি চলে বীর পবননন্দন।
কৈলাসেতে যথা কুবেরের পদ্মবন॥
তাহার ভিতরে আছে এক সরোবর।
ফুটিয়াছে পুষ্প সব জলের উপর॥
তুলিয়া সহস্র পদ্ম পবননন্দন।
আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ॥
শিবপূজা করিতে বসিলেন ভগবান।
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈলা অধিষ্ঠান॥
দুই হাতে রামের ধরিলা ত্রিলোচন।
দুইজন হরষিত প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহেশ বলেন প্রভু পূজা কর কার।
ইষ্টদেব রাম তুমি হও যে আমার॥
শ্রীরাম বলেন তুমি মোর ইষ্ট হও।
রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প জল লও॥
শঙ্কর বলেন মোর সেবক রাবণ।
সীতা চুরি কৈল, তার হউক মরণ॥



তব বাণে হবে তার সবংশে সংহার।
আছিল পরম প্রিয় রাবণ আমার ॥
না চিনিল ইষ্টদেব প্রভু রঘুমণি।
আপন মরণ তাই আনিল আপনি ॥
আয়ুঃশেষ হৈল ধরি জানকীর চুলে।
শাপ দিল সীতা তারে মনের আকুলে ॥
এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার।
শীঘ্র চলি যাহ রাম, সাগরের পার ॥
এত বলি পরস্পরে করিয়া প্রণাম।
কৈলাসে গেলেন শিব বলি রামরাম ॥



● ভস্মলোচন বধ ও শ্রীরামের লঙ্কাপ্রবেশ ●

শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ ॥
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনূমান ॥
চলিল অঙ্গদ বীর ল'য়ে সেনাগণ।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জ্জন ॥
রামজয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ ॥
রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর।
আইলা শ্রীরাম পার হইয়া সাগর ॥
শুনিয়া রাবণ রাজ চারিদিকে চায়।
ভস্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা দিল তায় ॥
শ্রীরাম লঙ্কায় আসে বানর লইয়া।
বানরে করিয়া ভস্ম দেহ উড়াইয়া ॥

পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্বর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর ॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গাল-উপরে রথ লাগিল আসিয়া ॥
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন।
যুঝিবার তরে এল এ ভস্মলোচন ॥
ঘুচায়ে চর্ম্মের ঠুলি যার পানে চাবে।
চক্ষেতে দেখিবামাত্র ভস্ম হ'য়ে যাবে ॥
শ্রীরাম বলেন, মিতা বলহ উপায়।
কেমনে বানরগণ ইথে রক্ষা পায় ॥
এত শুনি বলিছে রাক্ষস বিভীষণ।
ধনুকের গুণে রাম, যোড়হ দর্পণ ॥
দর্পণে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ভস্ম দেখহ কৌতুক ॥
এত শুনি রঘুনাথ আনন্দিত মন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে কোটি কোটি সৃজিল দর্পণ ॥
রথ আগুলিয়া তার রহিল দর্পণে।
ঘুচায়ে চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে ॥
আপনার মুখ দেখে দর্পণ-ভিতর।
ভস্ম হ'য়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর ॥
দেখিয়া রক্ষসগণে মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রণে শ্রীরামের জয় ॥
পার হয়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥
দূরে ছিল সীতাদেবী, দূরে ছিল রাম।
দুই জনে মিলিয়া হইল এক স্থান ॥
পোহাতে তখন রাত্রি আছে প্রহর দেড়
রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড় ॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে পূর্ণ হইল সুন্দরাকাণ্ড।

সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত





লংকাকান্ড

শ্রীরামচন্দ্র লংকায় এসে পৌঁছালে রাবণ পাঠাল শুক আর সারণ নামে দুই চরকে রাম-সৈন্যের সংবাদ নিতে। তারা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু দূত অবধ্য বলে ছেড়ে দিলেন শ্রীরাম। দূতেরা গিয়ে শ্রীরামের প্রশংসা করায় ক্ষিপ্ত দশানন তাদের শাস্তি দিয়ে নিজে প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে দেখল রামের সেনা সন্নিবেশ। বেছে বেছে সেনাপতিদের একে একে যুদ্ধে পাঠান হ'ল। কিন্তু নিহত হ'ল সবাই। তখন রাবণ-পুত্র মেঘনাদ গেল যুদ্ধে। সে মহাবীর। ইন্দ্রকেও জয় করে সে ইন্দ্রজিৎ নাম পেয়েছে। সে নাগপাশ অস্ত্রে রাম-লক্ষ্মণকে বেঁধে ফেলল।

দেবতারা রামচন্দ্রকে গড়ুরকে স্মরণ করতে বললেন। নাগেদের চিরশত্রু গড়ুর। রামের স্মরণমাত্র তিনি এলেন। নাগেরা পালিয়ে গেল। বিপদমুক্ত হলেন রাম-লক্ষ্মণ।

এদিকে বিদ্যুজ্জিহ্বা নামে এক মায়াবী রাক্ষসের তৈরি রাম-মুন্ড ও ধনুক দেখিয়ে রাবণ সীতাকে শোক-বিহ্বল করল। সরমা এসে সীতাকে শোক করতে নিষেধ করল। সে কৌশলে প্রকৃত সত্য জেনে এসে বলল, রামচন্দ্র জীবিতই আছেন।

রাবণকে কিন্তু নিকষা থেকে মন্ত্রীরাও সীতাকে ফিরিয়ে দিতে পরামর্শ দিল। রাবণ অটল। প্রাণ থাকতে সীতা দেব না। কিন্তু যুদ্ধেই বা যাবে কে? কুম্ভকর্ণকে অকাল নিদ্রাভঙ্গ করিয়ে যুদ্ধে পাঠান হ'ল। কিন্তু কুম্ভকর্ণেরও মৃত্যু হ'ল।

বীরেদের মধ্যে বেঁচে আছে রাবণ পুত্র মেঘনাদ আর বিভীষণ-পুত্র তরণীসেন। রাবণ তরণীসেনকেই যুদ্ধে পাঠালেন। মায়ের কাছে অশ্রুজলে বিদায় নিয়ে এলো যুদ্ধে। তার বিশ্বাস শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান। তাই মুখে তার রামনাম অথচ রামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। এ-বিচিত্র যুদ্ধে তরণীসেনের কাছে পরাজিত হতে থাকে সবাই–এমন কি বীর হনুমান পর্যন্ত। শ্রীরামচন্দ্রও এঁটে উঠতে পারেন না। তখন বিভীষণ বলে দেন, ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া ওর মৃত্যু নেই। এবার রামের অস্ত্রে আহত হয়ে পড়ে যায় তরণীসেন। বিভীষণ 'পুত্র আমার' বলে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাকে। বলেন, শ্রীরাম তোমার পায়ে আমার পুত্রকেও অঞ্জলি দিলাম।

শ্রীরাম থেকে সকলে স্তম্ভিত। বিভীষণের রামভক্তি অতুল। সবাই কাঁদছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শোক-ভালবাসা-ভক্তি আর করুণার অশ্রুজল।

এবার সেনাপতি মেঘনাদ। সে উপাস্য অগ্নিদেবের কাছে রামজয়ের আশীর্বাদ চায়। কিন্তু অগ্নিদেব তাকে নিরাশ করে অন্তর্হিত হন। অদম্য ইন্দ্রজিৎ। সেদিনের ঘোর যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় না। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রেই গাছতলায় যজ্ঞে বসে ইন্দ্রজিৎ। লক্ষ্মণ সেখানেই আক্রমণ করেন। সম্মুখ-যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ হত হয়।

পুত্রশোকে রাবণ সীতাকেই কাটতে যায়। বাধা দেয় মন্দোদরী। বলেন এক পরনারী হরণেই এই অবস্থা, না জানি হত্যায় কি হবে। পরদিন যুদ্ধে স্বয়ং রাবণ যান। লক্ষ্মণকে চাই। নানাভাবে লক্ষ্মণের সঙ্গে না পেরে অবশেষে শক্তিশেলে আহত করেন লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণ পড়ে যান। তাঁকে মৃত ভেবে আনন্দে রাজপুরীতে ফিরে যান রাবণ।

রাম শোকে স্তব্ধ। কিন্তু ধন্বন্তরীর পুত্র সুষেন বলেন, শোকের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মণ এখনও মরেন নি। সূর্যোদয়ের পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী গাছ নিয়ে এলে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

হনুমান চলল আকাশ-পথে। রাবণ তা জেনে কালনেমিকে পাঠাল যেমন করে হোক হনুমানকে বাধা দিতে। কালনেমি এক তপস্বী সেজে বসে থাকে গন্ধমাদন পর্বতে। হনুমান তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিশল্যকরণীর হদিশ চায়। কালনেমি তাকে সামনের পুকুরে স্নান করে আসতে বলে। নামতেই এক কুমির চেপে ধরে হনুমানের পা। ব্যাপার বুঝে এক আছাড়ে কুমিরকে হত্যা করে হনুমান। এতে শাপমুক্ত হয়ে গন্ধকালী অপ্সরা হনুমানকে তপস্বীর প্রকৃত পরিচয় বলে দেয়। ক্রুদ্ধ হনুমানের হাতে কালনেমি নিহত হয়।

রাবণ সূর্যকে আদেশ করে মধ্যরাত্রে উদিত হতে। পূব-আকাশ লাল হতেই হনুমান লাফিয়ে এসে সূর্যকে বগলদাবা করে আর বিশল্যকরণী না খুঁজে সোজা গন্ধমাদন তুলে এনে হাজির হয়। সুষেন লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে তোলেন।

নিকষার পরামর্শে এবার রাবণ পাতালবাসীপুত্র মহীরাবণকে পাঠান যুদ্ধে। সে রাম-লক্ষ্মণকে বন্দী করে নিয়ে যায় পাতালে। সেখানে কালীমাতার কাছে বলি দিতে আকাংক্ষা মহীরাবণের। পূজা শেষে দেবীকে প্রণাম করতে বলে মহীরাবণ। ওরা বলেন প্রণামের রীতি দেখিয়ে দিতে। মহী প্রণত হতেই, মূর্তির পেছনে লুকিয়ে থাকা হনুমান দেবীর খড়্গেই তাকে হত্যা করে। ছুটে আসে রাণী। সদ্যজাত অহিরাবণও যুদ্ধ করতে আসে। কিন্তু সে যুদ্ধ নয়--আত্মদান মাত্র।

রাবণ স্বয়ং আসে যুদ্ধে। রাবণ তো কম শক্তিমান নয়। সে দুর্গার বরপুত্র। ব্রহ্মার বরে তার ছিন্ন অংগ তৎক্ষণাৎ জোড়া লেগে যায়। হত্যা করেও হত্যা করা যায় না তাকে। দেবতারা রামকে পরামর্শ দেন অকাল-বোধনে দেবী দুর্গাকে স্মরণ করতে। এছাড়া রাবণের বিশেষ মৃত্যুবাণ আছে মন্দোদরীর কাছে। আর দেবগুরু বৃহস্পতি যতদিন নির্বিঘ্নে চন্ডীপাঠ করতে পারবেন, ততদিন রাবণের মৃত্যু নেই।

পরদিন হনুমান গিয়ে বৃহস্পতির চন্ডীপাঠ বিঘ্নিত করে এলো। গেল মন্দোদরীর কাছে - জ্যোতিষীর সাজে। কথা প্রসংগে কৌশলে মন্দোদরীর কাছ থেকে জেনে নিল কোথায় আছে সেই মৃত্যুবাণ। মুহূর্তে লাথিতে স্তম্ভটি ভেংগে ফেলে মৃত্যুবাণ নিয়ে চলে আসে রাম-শিবিরে।

রামচন্দ্র বসেছেন পূজায়। অষ্টমী পূজা সাংগ। সন্ধির মহালগ্নে দেবী-পদে অঞ্জলি দেবেন একশ' আট নীলপদ্ম। কিন্তু একশ' সাতটি কেন ? তবে কি সত্যভ্রষ্ট হবেন রামচন্দ্র। হঠাৎ স্মরণ হয়, চোখকেও তো পদ্ম বলা হয় আর তাঁর চোখ তো নীল। অতএব নিজের চোখ তুলে দিয়ে সত্যরক্ষায় উদ্যত হলেন তিনি। কিন্তু সংগে সংগেই দেবী আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে দিলেন আশীর্বাদ।

পরদিন রাবণ নিহত হ'ল। মরবার আগে সে রামচন্দ্রকে রাজনীতির উপদেশ দিল জানাল নতি। রাম লংকাপুরী অধিকার করলেন। রাবণের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল রামের আদেশে। মুখাগ্নি করলেন বিভীষণ।

মুক্ত সীতাদেবী। কিন্তু পরীক্ষা না করে সীতাকে গ্রহণ করবেন না রামচন্দ্র। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সীতা। এবার লংকার রাজপদে বিভীষণকে বসিয়ে রামচন্দ্র ফিরে গেলেন অযোধ্যায়।

অযোধ্যায় আনন্দের বান ডেকে গেল। পুরবাসীরা পর্যন্ত দেখতে এলো রাম সীতাকে। আবার শুভদিন অভিষেকের আয়োজন হ'ল। তপস্বী ঋষি দেব-দেবী সকলেই এলেন সে উৎসবে। রামচন্দ্র ও সীতাদেবী দু'হাতে বিতরণ করলেন নানা উপহার। কিন্তু হনুমান ? সে কি কোন উপহার পাবে না ?

সীতাদেবী নিজে গলার রত্নমালা পরিয়ে দিলেন তার গলায়। কিন্তু হনুমান তা দাঁতে কেটে ফেলে দিল। লক্ষ্মণ বললেন, বনের পশু রত্নহারের মূল্য কি বুঝবে ?

হনুমান বলল, যাতে রামনাম নেই তা আমার কাছে মূল্যহীন।

লক্ষ্মণ বললেন, তবে তোমার দেহও তো মূল্যহীন অপবিত্র।

হনুমান তীক্ষ্ণ নখে চিরে ফেলল নিজের বুক। দেখা গেল তার প্রতি অস্থিকণায় রামনাম লেখা রয়েছে।

শঙ্খেন্দ্বাভমতীবসুন্দরতনুং শার্দ্দূল চর্ম্মাম্বরং।
কালব্যালকরাল ভূষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রিয়ম্।।
কাশীশং কলিকল্মষৌঘশমনং কল্যাণকল্পদ্রুমং।
নৌমীড্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং শ্রীশঙ্করং কামহম্।।
যো দদাতি সতাং শম্ভুঃ কৈবল্যমপি দুর্ল্লভম্।
খলানাং দণ্ডকৃদ্যোঽসৌ শঙ্করঃ শং তনোতু মে।।
রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং গুণনিধিমজিতং নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং।
বন্দে মন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্ব্বীশরূপম্।।

● রামের শিবিরে রাবণচর শুক ও সারণ ●

বান্ধা গেল, সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
ফাঁফর হৈল রাজা গণি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে॥
শুন শুক-সারণ, তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চ গিয়া রামের কটক কি-প্রমাণ॥
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ বীর॥
ভালমতে জান বিভীষণের যে মতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা-সেনাপতি॥
বল-বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা॥
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজপ্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর-ভিতর।
লেখা-জোখা নাই, যত দেখিল বানর॥
কত পার হৈল, কত হৈতে আছে পার।
লিখিবার শক্তি কার, দেখিতে অপার॥
কটক চর্চ্চিয়া ভ্রমে চর দুইজন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে।
বিভীষণ দুই-চরে চিনে সেইক্ষণে॥
ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা।
বানরের হাতে কৈল পঞ্চম অবস্থা॥
আপনার প্রত্যয়িত্ব জানাবার তরে।
রথ হৈতে নামিয়া সে দুই-চরে ধরে॥
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া।
দূরে থাকি সুগ্রীব তা' দেখিল চাহিয়া॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে।
মহাকোপে যায় বীর রাক্ষসের ভিতে॥



এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হইল খান খান॥
আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া।
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া॥
পড়িল সারথি-ঘোড়া, নাহিক দোসর।
গদাহাতে দুইজন যুঝে ঘোরতর॥
বানর উপরে করে বাণ-বরিষণ।
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন॥
গদার বাড়িতে সব করে চুরমার।
সুগ্রীব বলেন, গর্ব্ব করিস্ গদার॥
মার দেখি গদা, বুক পেতে দিমু তোরে।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেই যমঘরে॥
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক।
মার দেখি গদা, সবে দেখুক কৌতুক॥
পাতিয়া দিলেন বক্ষ সুগ্রীব ভূপতি।
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্ম্মতি॥
বজ্রসম বক্ষ তার বজ্রেতে নির্ম্মাণ।
তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান॥
গদা মারি দুইজন হইল ফাঁফর।
দুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
ডানদিকে মিত্র তার সুগ্রীব বানর॥
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ।
যোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ॥
হেনকালে দুই চর ধেয়ে আগুসরে।
প্রণাম করিল দোঁহে রাজ-ব্যবহারে॥
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ।
কহিতে লাগিল কিছু গদগদ-ভাষ॥
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠায় রাবণে।
কে জানে, এমন দায় ঘটিবে এখানে॥
লুকাইয়া আসিলাম, হ'লাম বিদিত।
বুঝিয়া করহ প্রভু, যে হয় উচিত॥
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস।
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস॥
বিভীষণ ধরিলেন কাটিবার মনে।
বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে॥
ক্ষান্ত হও, চর-হত্যা নহে রাজধর্ম্ম।
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কর্ম্ম॥
গোপনে আইলে চর, ভ্রম সর্ব্বস্থানে।
দুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে॥
শূন্য ঘরে সীতা হায় আনিল আমার।
ভয়ে পলাইয়া এল সাগরের পার॥
সেই ত সাগর আমি হইলাম পার।
জিজ্ঞাস রাবণ-রাজা কি বলিবে আর॥
শুনিয়াছ খর-দূষণের যে প্রকার।
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার॥
হরিয়া আনিল সীতা মম অগোচরে।
সেইহেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে॥
যে-কোন প্রকারে আজি পোহাউক রাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥



● শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণকে তিরস্কার ●

ত্রিভুবন সে জিনিয়া, সুন্দরী সব আনিয়া,
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে।
তা' সবার প্রাণনাথ, ডরে নাহি হাঁটে বাট,
অনাথা হইয়া তারা ভজে॥
সীতার সে শাপানলে, আমার এ কোপানলে,
রাবণের নাহিক নিস্তার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, এ কনক-লঙ্কাখান,
পুড়িয়া হইল ছারখার॥
রাজা হয়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে,
কহ গিয়া তোর লঙ্কেশ্বরে।
দেখুক সে দশস্কন্ধ, সাগরেতে সেতুবন্ধ,
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে॥



কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড,
মার্ত্তণ্ড ধরিতে পারে বলে।
সাগর না সহে টান, রণে নাই পরিত্রাণ,
হনূমান বধিবে সকলে॥
এলে সৈন্য চর্চ্চিবারে, যাবে কেন অগোচরে,
ব'লো তারে কথা দুই চারি।
কাটি তার দশমুণ্ড, বিভীষণে ছত্রদণ্ড,
দিব আর রাণী মন্দোদরী॥
কৃত্তিবাস কবিবর, সর্ব্বশাস্ত্র সুগোচর,
বিরচিল সরস্বতী-বরে।
সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন, সারগ্রন্থ রামায়ণ,
মুক্তি পায়, শ্রবণ যে করে॥



● রাবণ সমীপে শুক ও সারণ ●

দিয়া রাজপ্রসাদ পাঠান রাম চর।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
দাঁড়াইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে, ঘনে ঊর্দ্ধশ্বাস॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক-ভিতরে।
যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে॥
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে।
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজে॥
রামের যেমন ধনু, শর তুল্য তারি।
আছুক অন্যের কাজ, একা রামে নারি॥
ভুবন-সহায় যদি অষ্টলোকপাল।
তবু জিনিবারে নারে বিক্রমে বিশাল॥
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে।
বান্ধিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে॥
উত্তর কূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।
পার হৈল রামসৈন্য বুঝিবার মনে॥

পালে পালে কপিগণ পর্ব্বত-আকার।
দেখিয়া ডরাই, যেন মহা-অন্ধকার॥
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ কেহ বা শ্যামল।
রক্তবর্ণ কেহ-কেহ বরণ উজ্জ্বল॥
উভে পরিমাণ দেখি পর্ব্বত-প্রমাণ।
রণে প্রবেশিতে চাই কিন্তু কাঁপে প্রাণ॥
এক চাপে কপিসেনা যায় পৃষ্ঠে-পৃষ্ঠে।
ওর নাহি পাই, যত চাহি একদৃষ্টে॥
গণিতে যদ্যপি পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা করি যদি আকাশের তারা॥
যদিও নির্ণয় করি সাগরের পানি।
তথাপি বানরসৈন্য নিশ্চয় না জানি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি॥



● প্রাচীর হইতে রাবণের শ্রীরামের কটকদর্শন ●

হইল শুকের বাক্য যদি অবসান।
সারণ বলিছে দশানন বিদ্যমান॥
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ, হয় কি না হয়॥
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চর সহ উঠিল রাবণ দুরাশয়॥
চতুর্দ্দিকে জল স্থল ব্যাপিল বানর।
দেখিয়া রাবণরাজা সভয় অন্তর॥
সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর॥
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন।
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ॥
বানর সহস্রকোটি যাহার সংহতি।
ওই দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি॥
নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে।
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্যে আড়ে যোড়ে॥



বানর সত্তর-কোটি যার পাছু লাগে।
সুগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে ॥
বিশ কোটি কপি-সহ ওই যে গবাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ ॥
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে ॥
হিঙ্গুলী পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন অঙ্গ।
পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ॥
মলয় পর্ব্বতে কপি বর্ণে যেন গেরি।
সহিত সত্তর কোটি দেখহ কেশরী ॥
শরভ সহস্রকোটি বানরের সহ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ ॥
হেলায় সম্পাতি কপি কভু যদি নড়ে।
শরীর যোজন দশ তার আড়ে যোড়ে ॥
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি।
সহস্র কোটিতে ঐ কুমুদ সেনাপতি ॥
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী।
যাদের চলনে উড়ে গগনেতে ধূলি ॥
দেখ ধূম্র ধূম্রাক্ষ রাজার দুই শালা।
বানর-কটক-মধ্যে যেন মেঘমালা ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন।
আশী কোটি বীর দুই ভায়ের ভিড়ন ॥
ভল্লুক-কটকে দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশী কোটি বানরেতে দেখ হনুমান ॥
দেখ গয় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন।
পঞ্চাশৎ কোটি দুই ভায়ের ভিড়ন ॥
বৈদ্যরাজ সুষেণ সে রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ বীর যাহার প্রচুর ॥
দেখহ সুগ্রীব রাজা বানরাধিপতি।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি ॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত।
তার ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে সমাগত ॥
নলবীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
যে-বান্ধিল পারাবার শতেক যোজন ॥

গাছ-পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে, এইমাত্র হেতু ॥
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার।
কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার ॥
রামের বানর-সংখ্যা কি কব কাহিনী।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়।
শত কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয় ॥
শত কোটি অর্ব্বুদেতে মহার্ব্বুদ লেখা।
শত কোটি মহার্ব্বুদে এক খর্ব্ব শিক্ষা ॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়।
শত কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্খ সুনিশ্চয় ॥
শত কোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ জানি।
শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গণি ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম হয়।
শত কোটি মহাপদ্ম সাগর-নির্ণয় ॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
হেথা বিভীষণ বলে শ্রীরাম-গোচর।
হের রাজা দশাননে প্রাচীর-উপর ॥
ঝাট বাণ মারি তুমি কাটহ সত্বর।
ঘুচুক মনের দুঃখ, জুড়াক অন্তর ॥
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে রাম করেন সন্ধান।
তাহা দেখি রাবণ পলায় ল'য়ে প্রাণ ॥
শুক-সারণ বলে, ছাড় জীবনের আশ।
কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস ॥
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে।
সীতা দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে ॥
সীতা দিয়া রামেরে না কর যদি প্রীত।
শ্রীরামের হাতে রাজা, মরিবে নিশ্চিত ॥
গরুড় পাইলে সর্প গিলে তত্ক্ষণে।
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে ॥



শুক ও সারণ দোঁহে কহে এইরূপ।
কোপেতে ভৎর্সয়ে দোঁহে দশানন ভূপ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে॥



শুক-সারণকে রাবণের ভৎর্সনা

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর, মৃত্যুর নাহিক ডর,
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে।
কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
যম খাটে আমার দুয়ারে॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ত্রিভুবনে, দেবতা-গন্ধর্ব্বগণে,
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় নর-বানরে,
কি বলিলি হীনবুদ্ধি চর॥
কপি দেখ, লক্ষ-লক্ষ রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য,
তারে ভয় কর কি-কারণে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, বলে মমতুল্য নহে,
ইঙ্গিতে বধিব দুইজনে॥
কুপিলে কুমার-ভাগে, কে আসি যুঝিবে আগে,
ভয় কর মানুষ-বানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত, দশানন ক্রোধান্বিত,
বারে বারে ভৎর্সে দুই চরে॥



শুক-সারণের পলায়ন

পরসৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে।
পরের বড়াই কর আমার গোচরে॥
যাহার প্রসাদে বাড়ে, হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইলে বৈরী তার গুণ বন্দে॥
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপে এড়াইলি এই সে কারণে॥
দূর হ রে বেটা চর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাবি পরাণ॥
এত যদি দশানন বলিলেক রোষে।
প্রাণ ল'য়ে ধায় শুক-সারণ তরাসে॥



রাবণ কর্ত্তৃক শার্দ্দূলকে চররূপে প্রেরণ

যোড়হাত করি বলে বীর মহোদর।
যে না জানে কিছুই, পাঠাও হেন চর॥
কহিতে না জানে কথা সভা বিদ্যমানে।
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দূল-রাক্ষসে।
পঞ্চজন সঙ্গে সে আইল তার পাশে॥
পঞ্চজন-মধ্যে তার শার্দ্দূল প্রধান।
দশানন দিল তার হাতে গুয়া-পান॥
কোন্‌খানে রামসৈন্য পোহায় রজনী।
কোন্ বাটে কপিগণ করিল উঠানি॥
চরের প্রসাদে রাজা সর্ব্ববার্ত্তা জানে।
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে॥
লক্ষ্মণ-সুগ্রীব-রামে জান ভালমতে।
পরচক্র জানি তুমি আইস ত্বরিতে॥
রাজার আদেশে চর বন্দিলেক মাথে।
গতমাত্র ঠেকিলেক বিভীষণ-হাতে॥
বিভীষণ বলে, কোথা গেলি রে বানর।
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর॥
সেই বাক্যে বানর চরের চুলে ধরে।
চারিদিকে বেড়ি তারে চড় কিল মারে॥
ঘরের সেবক বলি খুন না করিল।
পুনঃ পুনঃ তাহারে বানর কষ্ট দিল॥
আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে।
পঞ্চ চর লৈয়া গেল রামের গোচরে॥
দাঁড়াইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥



চর্চ্চিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে।
বিভীষণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে ॥
শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি।
রাবণে বলিও মোর কথা দুই চারি ॥
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন্ প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে ॥
আপনি দেখিবে এই কটক দুর্ব্বার।
কিরূপে রাবণ, তুমি পাইবে নিস্তার ॥
মারিব রাবণ, তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
আমার বিক্রম ঘুষিবেক ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে ॥

আকার প্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুণের সদন।
বিপক্ষ দহিতে রাম প্রলয় জ্বলন ॥
না মারেন রাম তারে, যার নম্র বাণী।
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি ॥
আছুক অন্যের কাজ, দেবে তারে নারে।
রাক্ষস হাজার দশ একা রাম মারে ॥
পাত্রমিত্র বুঝায় না লয় তব চিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে ॥
সীতা লাগি রাবণ মরিবে হায় হায়।
পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায় ॥

● শার্দ্দূলের প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীরাম প্রশংসা ●

প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল।
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল ॥
দাঁড়াইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
বার্ত্তা কহে ঊর্দ্ধমুখে, ঘন বহে শ্বাস ॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু সৈন্য চর্চ্চিবারে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেনু রামের গোচরে।
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে ॥
কহিল সারণ শুক সৈন্য যতোধিক।
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক ॥
কি কব রামের রূপ সে অতি সুঠাম।
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম ॥
বিরাট পুরুষ রাম সুদৃশ্য শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর ॥
উন্নত নাসিকা তাঁর, শ্রীখণ্ড কপাল।
ফল মূল খান, তবু বিক্রমে বিশাল ॥
দূর্ব্বাদলশ্যামতনু অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর ॥

● শ্রীরামের মাহাত্ম্য কথন ●

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥
রাম নাম জপ ভাই, অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে ॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম ব'লে ডাকে।
বিমানে চড়িয়া সেই যায় দেবলোকে ॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥
পাপীজন মুক্ত হয় বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা ॥
অনাথের নাম রাম প্রকাশিলা লীলা।
বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥
রামজন্ম, পূর্ব্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ-তরী ॥



চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশানা আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয়, নৌকা হয় সোনা॥
রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা ॥
শ্রীরাম-স্মরণে যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥
রামনাম বল ভাই, মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম, বিনা গতি নাহি আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
এমন রামের গুণ কি দিব তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥
পার কর রামচন্দ্র, পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেলে দূরে ॥
যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হ'য়ে।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে ॥
ধ্যান-পূজা তন্ত্র-মন্ত্র নাহি জ্ঞান যার।
তবে জানি রাম যদি তারে কর পার ॥
যোগ যাগ তন্ত্র-মন্ত্র যেইজন জানে।
তুমি কি তরাবে তারে, তরে নিজ গুণে ॥
মোর সঙ্গে কড়ি নাই, পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে ॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
কারে ভাঙ্গ, কারে গড়, এই তব কাজ।
কারো মুণ্ডে ছত্রদণ্ড, কারো মুণ্ডে বাজ ॥
শত পুত্র কাহারো অক্ষয় করে দাও।
এক পুত্র দিয়া কারে তাও হরে লও ॥
আপনি যে ভাঙ্গ প্রভু, আপনি যে গড়।
সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হ'য়ে ঝাড় ॥
সকলি তোমার লীলা, সব তুমি পার।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে ॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে।
অসাধু তরান যিনি, ত্রাতা বলি তাঁরে ॥
অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্তিপদ পায় তব চরণ-পরশে ॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরিবারে দুটি পদ ক'রেছ তরণী ॥
যদি মোরে ছাড় প্রভু, আমি না ছাড়িব।
বাজন-নূপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥
রামনদী বয়ে যায়, দেখহ নয়নে।
তথা গিয়া কর স্নান কূলে বসি কেনে ॥
হেদেরে পামর লোক, পার হবে যদি।
মন ভরি পান কর, ব'য়ে যায় নদী ॥
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে।
সেই স্বর্গে যায়, যম দাঁড়াইয়া দেখে ॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে, মুখে বল হরি ॥

● সীতাকে মায়ামুণ্ড প্রদর্শন ●

শার্দ্দূল বলিছে, রাজা, কর অবধান।
রামের বিক্রম কথা শুন বিদ্যমান ॥
খর আর দূষণ ত্রিশিরা তিন জন।
চতুর্দ্দশ সহস্র সে রাক্ষস মিলন ॥
একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ ॥
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা-অধিকারী ॥
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তাঁদের যথোচিত ॥
আপনি সুবুদ্ধি রাজা, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম, যে হয় উচিত ॥



শার্দ্দূলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয়, যত মনে আসে ॥
বলয় কঙ্কণ দিল, মাণিক রতন।
পঞ্চশঙ্খ বাদ্য দিল রাজার বাজন ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দিল হার ও কেয়ূর।
নানারত্ন মণি দিল, চরণে নূপুর ॥
চরের বচন যেই হইল অবসান।
অন্তরে হইল চিন্তা, উড়িল পরাণ ॥
দশানন পাত্র-মিত্রে দিলেক মেলানি।
বিদ্যুজ্জিহ্ব-নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥
তোরে বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ার সাগর।
তুমি ত অলঙ্ঘ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর ॥
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে।
অদ্যাপি না হয় সুখ হইবে কি শেষে ॥
এতদিনে সীতা না হইল অনুগতা।
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা ॥
পাত্রকার্য্য করি মোর কুলাও আরতি।
রামের ধনুক-মুণ্ড করহ সম্প্রতি ॥
ধনু-মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস।
স্বামী-দেবরের তরে হউক নিরাশ ॥
এত যদি বিদ্যুজ্জিহ্ব রাজ-আজ্ঞা পায়।
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥
বসিল সে বিদ্যুজ্জিহ্ব করিয়া ধেয়ান।
গুরুর চরণ বন্দি যাড়ে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
বসিল সে বিদ্যুজ্জিহ্ব, ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্মজ্ঞান তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ সেই ধনুকের গুণে।
কুণ্ডল নির্ম্মিত রত্ন শোভে দুই কাণে ॥
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি।
অবিকল বিম্বফল, ওষ্ঠাধর-দ্যুতি ॥
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বাঁধিলেক ছড়া।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া ॥
শ্রীরামের মুণ্ড সেই করিল নির্ম্মাণ।
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান ॥
রামের সমান ধনু করিয়া নির্ম্মাণ।
রাবণের আগে লয়ে করিল যোগান ॥
শ্রীরামের মুণ্ড দেখি দশানন হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয়, যত মনে আসে ॥
বিদ্যুজ্জিহ্ব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে।
প্রবেশিল আপনি অশোক বনান্তরে ॥
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন।
যে-প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন ॥
মোর বাক্য নাহি শুন, বাড়াও জঞ্জাল।
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল ॥
হেন মনে করি, তোরে কাটি এই দণ্ডে।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে ॥
মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ।
আজিকার রণ-কথা মন দিয়া শুন ॥
বহিল পাথর-গাছ যত কপিগণ।
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন ॥
নিদ্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মূর্চ্ছিতের প্রায় ॥
এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চরমুখে।
রাত্রিযোগে গেলাম যে, কেহ নাহি দেখে।
বানর-উপরে আগে করি হানাহানি।
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইখানি ॥
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুইখান ॥
পড়িল তোমার রাম, লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর ॥
বানরের মধ্যে এক সুগ্রীব প্রধান।
প্রহারে জর্জ্জর অতি, আছে মাত্র প্রাণ ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি একযোড়া।
কাটিলাম দুই পদ তারা দোঁহে খোঁড়া ॥
বানরের মধ্যে যার করিস্ বাখান।
হস্ত পদ কাটিলাম, পড়ে হনুমান ॥
এইমত করিলাম বানরের দণ্ড।
এই দেখ জানকী, রামের কাটামুণ্ড ॥



কোথা গেলি বিদ্যুজ্জিহ্ব, নাম নিশাচর।
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহে মায়া মুণ্ডের আখ্যান ॥



● মায়ামুণ্ড দেখিয়া সীতার বিলাপ ●

দেখিয়া রামের মুণ্ড জানকী দুঃখিতা।
বিলাপ করেন বহু ধরণীপতিতা ॥
কুক্ষণে পোহাল প্রভু, আজিকার রীতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা-হেন পতি ॥
আপদে পড়িলে প্রভু, সহোদর ছাড়ে।
লক্ষ্মণ বানরসৈন্য লয়ে দেশে নড়ে ॥
বিদেশে আসিয়া প্রভু, হারালে জীবন।
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ ॥
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি ॥
শুনিয়া কৌশল্যাদেবী তোমার মরণ।
ত্যজিবেন প্রভু, তব শোকেতে জীবন ॥
জনকের ঘরে ছিনু অভাগিনী সীতা।
জনমদুঃখিনী আমি, নাহি মাতাপিতা ॥
চরণ সেবিতে তব আইলাম বনে।
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে হে এক্ষণে ॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
একবার দেখা দেহ কমললোচন ॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিল রাবণে।
কেন বিধি বিড়ম্বিল রাম-হেন জনে ॥
সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা কৈল কেমন দেবতা ॥
অকারণে আছয়ে রাবণ মোর আশে।
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভু-পাশে ॥
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখান।
সেই খড়্গে কাট মোরে যাউক পরাণ ॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব শোভন।
গাহিলেন সীতাদেবীর হৃদয় বেদন ॥



● শ্রীরামের প্রশংসায় সীতার খেদ ●

এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা,
তাড়কা মারিলে এক বাণে।
সুবাহু রাক্ষস মারি, মুনি-যজ্ঞ-রক্ষা করি,
গেলা প্রভু, জনক-ভবনে ॥
শিবের ধনুক-ভঙ্গে, লোকের বিস্ময় লাগে,
ক'রেছিলে এ পাণি-গ্রহণ।
পরশুরামে করি জয়, গেলা প্রভু, অযোধ্যায়,
জয় জয় সকল ভুবন ॥
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি,
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়া।
দৈব ঘটনা-কারণে, এলে প্রভু, তপোবনে,
কোথা গেলে আমারে ত্যজিয়া ॥
পরে নিল রাজ্যখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড,
ভাগ্যে মোর দৈবের লিখন।
দারুণ কৈকেয়ী তাতে, বাদ সাধে বিধিমতে,
হারাইনু আমি রামধন ॥
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস,
পঞ্চবটী এলে তিনজন।
সূর্পণখা-নাক কাণ, কেটে কৈলে অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ সেকারণ ॥
করিলা বিষম রণ, মারিলা খর ও দূষণ,
চৌদ্দ-হাজার নিশাচর জিনি।
মারীচ রাক্ষসে মারি, পাঠাইলা যমপুরী,
হেন প্রভু লোটায় ধরণী ॥
বালিবানরেরে মারি, সুগ্রীবেরে মিত্র করি,
সাগর শুষিলে এক বাণে।
করিলা বিষম রণ, বধি কত শত জন,
কার বাণে হারাইলা প্রাণে ॥



স্মরিতে সে সব কথা, অন্তরে লাগিছে ব্যথা,
সহনে না যায় এই দুঃখ।
ধন-জন-রাজ্যপদ, কিছু নহে চিরপদ,
আর না দেখিব চাঁদমুখ ॥
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহরি,
আমার জীবনে নাহি কাম।
এই কৃত্তিবাস বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী,
পাইবে আপন প্রভু রাম ॥



●সীতার প্রতি সরমার এবং রাবণের প্রতি নিকষার উপদেশ●

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন ॥
করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ ॥
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মুণ্ড লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী ॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্রমিত্রগণে ॥
কান্দেন অশোকবনে শ্রীরাম-প্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রূপসী ॥
সীতা বলিলেন, এস সরমা বহিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী ॥
বিষপানে মরি কিংবা অনলে প্রবেশি।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি ॥
যাহ দেখি, রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা ॥
জানাইয়া স্বরূপে, আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা ॥
সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ-নিকটে গেল চতুর্দ্দিক দেখি ॥
রাবণ কহিছে মন্ত্রিগণ কহ সার।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার ॥
মন্ত্রী বলে, সীতা দিলে হবে অপমান।
স্বয়ং করিয়া যুদ্ধ লহ রামের প্রাণ ॥
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী।
রাবণের কাছে গেল অতি তাড়াতাড়ি ॥
আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে ॥
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হ'য়ে আগুয়ান ॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব নহে, সীতা ত মানুষী।
কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী ॥
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ।
এখনি যে দেখিতেছি হইবে প্রমাদ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে ॥
সে রাম কৃতান্ত-দণ্ড তুল্য-দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী ॥
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর ॥
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি।
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি ॥
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে ॥
মায়ের গৌরব রাখি তে-কারণে সই।
অন্যজন হইলে তাহার প্রাণ লই ॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নড়ি ভর করি বুড়ী উঠি দিল রড় ॥
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান।
রাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান্ ॥
এতদিন নাতি তব বিক্রম বাখানি।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি ॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্যকুলে।
কোন্ রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে ॥
সাগর হইল পার হইয়া মানব।
হেন রামে ঘাঁটাইলা, এ কি অসম্ভব ॥



এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম।
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জ্জনের যম॥
কুড়িচক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান্ রহিল হইয়া ভীত মন॥
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে।
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে॥
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন।
এক লক্ষ রাক্ষস সে দ্বারেতে ভিড়ন॥
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিৎ যে প্রধান।
রাক্ষস অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বত-প্রমাণ॥
পূর্ব্বদ্বারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি।
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি॥
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ।
তিন দ্বারে যত তার দ্বিগুণ ভিড়ন॥
তাহার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
রহিল উত্তর দ্বারে রাবণ সংহতি॥
অক্ষৌহিণী সত্তর সে সহিত রাবণ।
সতর্ক সশঙ্ক সদা সবে পুরজন॥
সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্বর।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর॥
রাবণ কহিল মিথ্যা, না করে সংগ্রাম।
সর্ব্বথা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম॥
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে।
কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে॥
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কাণে।
সেই মত তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে॥
কারো যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনা-যুদ্ধে সীতা, তব নাহিক উদ্ধার॥
বহু কষ্ট গেল সীতা, অল্পমাত্র আছে।
দেখিয়া রামের মুখ সুখ পাবে পিছে॥
ক্রন্দন সংবর সীতা, ত্যজ অভিমান।
দিন-দুই-চারি বাদে যাবে প্রভু স্থান॥
সরমার বাক্যে সীতা সংবরি ক্রন্দন।
চিন্তেন শ্রীরাম পাদপদ্ম অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃত্তিবাস॥



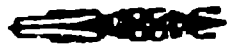
লঙ্কার দ্বার রক্ষায় বানর

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে॥
গড়ের বাহিরে গিরি তিরিশ যোজন।
তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা-দরশন॥
পর্ব্বতে চড়েন রাম সহ-সেনাগণ।
সঙ্গেতে সুগ্রীবরাজা আর বিভীষণ॥
পর্ব্বত-উপরে রাম করেন দেয়ান।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
স্বর্ণ-রৌপ্য ঘর সব দেখিতে রূপস।
ছাদের উপরে শোভে কনক-কলস॥
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিকে।
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভে একে একে॥
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবীমণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান॥
এ পুরীর রাজা কেন হ'য়েছে রাবণ।
তবে শোভে, যদি রাজা হয় বিভীষণ॥
রঘুবংশে যদি আমি রাম-নাম ধরি।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী॥
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে॥
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে।
গিরি হৈতে সকলে নামে রাত্রিশেষে॥
পর্ব্বত-উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি।
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি॥
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি॥
পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিল বানর-সেনাপতি॥

নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে।
একেরে ডাকিতে সবে ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সুগ্রীব বলেন, নীল, তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি ॥
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান।
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ব্বদ্বারখান ॥
নীলবীর পূর্ব্বদ্বারে যায় হরষিত।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব্ব বানর-সমাজ ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎসার।
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছের বাছ।
এক হাতে পর্ব্বত, দ্বিতীয় হাতে গাছ ॥
ধূলি উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার।
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার ॥
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হ'য়ে হরষিত।
ডাক দিয়া হনূমানে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন বীর হনূমান।
সবা হৈতে রাখি আমি তোমার সম্মান ॥
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর।
সাহস করিয়া বাছা, ডিঙ্গালে সাগর ॥
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান ॥
যেখানে থাকেন রাম-লক্ষ্মণ দু'ভাই।
সাবধান হ'য়ে তুমি থাকিবে তথাই ॥
ধায় হনূমানের কটক মহাবল।
কিল কিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃস্থল ॥
ধূলি উড়াইয়া যায় করি অন্ধকার।
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥
পূর্ব্বে নীলবীরে দিয়া না হয় প্রত্যয়।
ডাকিয়া কুমুদ-বীরে আনিল তথায় ॥
সুগ্রীব বলেন, হে কুমুদ সেনাপতি।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি ॥
সে-সব বানর ল'যে পূর্ব্বদ্বারে চল।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল ॥
তোমা-সত্ত্বে যদ্যপি নীলের সৈন্য ভাগে।
তার ভালমন্দ দায় তোমারে যে লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন ॥
দক্ষিণে অঙ্গদে রাখি প্রতীতি না যায়।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায় ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণনন্দন।
আশী-কোটি কপি দুই ভায়ের ভিড়ন ॥
সে-সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল।
অঙ্গদ-কটকে গিয়া হও অনুবল ॥
তোমা-বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে।
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে ॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
অঙ্গদ-পশ্চাতে গেল মহেন্দ্রের থানা ॥
পশ্চিমে হনূকে দিয়া না হয় প্রতীত।
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন সুষেণ সুহৃৎ।
তিনকোটিবৃন্দ কপি তোমার সহিত ॥
সে-সবে লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার।
বায়ুতনয়ের কর সাহায্য এবার ॥
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে।
অপযশ তোমারি সে, লোকে ধর্ম্মে রটে ॥
সুগ্রীবের আদেশে সুষেণ মহাবীর।
হনূর পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির ॥
উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর-সহিত ॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর ॥
বহু কোটি সেনাপতি পাত্রমিত্র ল'য়ে।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে ॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনূমান।
মন্ত্রণা-কর্ম্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্বুবান ॥



প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারি দ্বার সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন॥
যেই দ্বার সুগ্রীব দেখেন হীন বল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল॥
সুগ্রীব চারিটি দ্বারে দিতেছে আশ্বাস।
চারি-দ্বার-রক্ষা বিরচিল কৃত্তিবাস॥



● হর-পার্ব্বতীর কোন্দল ●

সাজিছে যতেক বীর বাজিছে বাজনা।
অন্তরীক্ষে অমরগণের হয় থানা॥
আইল গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর চারণ।
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ॥
ঐরাবত আরোহণে আসে পুরন্দর।
মকর-বাহনে আসে জলের ঈশ্বর॥
আসিলেন ষড়ানন ময়ূরারোহণে।
সিদ্ধিদাতা আসিলেন মূষিকবাহনে॥
বৃষভ বাহনে আসিলেন পশুপতি।
কেশরী বাহনে চড়ি আসেন পার্ব্বতী॥
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি।
গন্ধর্ব্বেরা গীত গায়, নাচে বিদ্যাধরী॥
পৃষ্ঠ দিয়া পার্ব্বতী বসেন এক দিকে।
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে॥
তুমিত ভাঙ্গড়, সদা বেড়াও শ্মশানে।
কোন্ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে॥
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে আছ স্থির হে বুঝিতে না পারি॥
আপনার মাথা কাট আপনার করে।
দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে॥
আর কোন্ সেবক ছুঁইবে তব ছায়া।
রাবণ-সেবক তব নাহি কিছু দয়া॥
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী।
পার্ব্বতীর বচনে কুপিল পশুপতি॥
বামাজাতি তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী-লঙ্কা॥
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর॥
এখন মরণপথ চিন্তিল রাবণ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ-ঘর।
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলঙ্ঘ্য সাগর॥
দ্বারে রাম, রাবণের জীবন-সংশয়।
বল দেখি, রাবণের কিসে রক্ষা হয়॥
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
শ্রীরামের হাতে কিসে পাবে পরিত্রাণ॥
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী।
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে॥
শঙ্কর-শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল।
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতাসকল॥
ধূর্জ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ।
আজি-কালি রাবণের হইবে মরণ॥
রাবণ মরিবে, সর্ব্ব-দেবতার হাস।
হরগৌরী-কোন্দল রচিল কৃত্তিবাস॥



● অঙ্গদের দৌত্য-সংবাদ ●

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ॥
শ্রীরাম বলেন, তত্ত্ব জান বিভীষণ।
কি-কারণে নাহি রণ করে দশানন॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি॥
তাই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত যাক্ এক জনা॥



বিভীষণ-সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনূমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার॥
এস বাছা হনূমান পবননন্দন।
লঙ্কায় জানিয়া এস, কি করে রাবণ॥
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান।
একবার গিয়াছিল বীর হনূমান॥
যেই যাইবেক হনূ লঙ্কার ভিতর।
হনূমানে দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর॥
মনেতে করিবে, এই আসে বারে বার।
ইহা-বিনা রামসৈন্যে বীর নাহি আর॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত যাক এক জনা॥
হনূমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়।
তাহারে পাঠাও, যে বলিবে দড়-বড়॥
রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সত্বর।
মাথা নোয়াইয়া কহে অঙ্গদ-গোচর॥
শুন বলি তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানর-সমাজ॥
অঙ্গদ বলেন, আমি যাব কি একাকী।
কিংবা থানাসহ যাব, তুমি বল দেখি॥
থানা ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন।
একা গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ॥
দূতবাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ॥
রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে।
আজ্ঞা কর মহারাজ, এসেছি নিকটে॥
শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ মহাবলী।
রাবণ-রাজারে কিছু দিয়া এস গালি॥
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, যুক্তি নাহি হয়।
বালিপুত্র আমাতে কি আছয়ে প্রত্যয়॥
শ্রীরাম বলেন, সত্য-হেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি॥
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, এবা কোন্ কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশ মাথা॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে-ভালে।
বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে॥
পশিব রাক্ষস-মধ্যে, করিব উঠানি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি॥
সুগ্রীব বলেন, বাছা, প্রাণের দোসর।
বিক্রমে বিশাল তুমি, বাপের সোসর॥
এতকাল পালিলাম তোমা রাজ-ভোগে।
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে॥
লঙ্কা-মধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে।
আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে॥
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করিবেন, রাখে কোন্ জন॥
অঙ্গদ করিল যাত্রা হ'য়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ॥
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে।
নিজ-দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে॥
সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।
সে-কারণে হইলাম লাথির ভাজন॥
মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ।
ভাল মন্ত্রী ল'য়ে তিনি হ'ন মহারাজ॥
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ।
কহিও এ সব কথা বালির নন্দন॥
বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে নিন্দিতে যায় বালির নন্দন॥
সুগ্রীব-রাজারে বন্দে বাপের সোসর।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর॥
করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব-কপিগণ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকা বুকা।
বায়ুভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা॥
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত-গমন।
পাত্রমিত্র ল'য়ে যথা বসেছে রাবণ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহোল্লাস দুর্জ্জয়-শরীর॥



হস্তিপৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন।
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূম্রলোচন॥
রথ সাজাইয়া দিয়া মণি-মুক্তা-হীরা।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা॥
আইল নিশঠ-শঠ যেন যমদূত।
অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মজবুত॥
কুম্ভকর্ণ-সুত কুম্ভ-নিকুম্ভ দু'জন।
আর বজ্রদন্ত মাথা নোয়ায় তখন॥
আইল খরের পুত্র সত্বর সভায়।
তপন স্বপন আর বীর মহাকায়॥
যার ভয়ে ত্রিভুবন হয় প্রকম্পিত।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিৎ॥
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানা বর্ণ।
সবেমাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কাতে অনর্থ এত, কিছুই না জানে॥
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
নর-কপি আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
শিশু রাম, শিশু কপি, না জানে আমায়।
তাই সে আমার সনে যুঝিবারে চায়॥
বাটা ভরি গুয়া দিব সংখ্যা অগণন।
যেই জন মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি।
বীর দাপ করি উঠে সব সেনাপতি॥
নর-কপি আসিয়াছে তারে ভয় কিসে।
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে॥
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্যফলে॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া।
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর ধরিয়া॥
ইন্দ্রজিৎ আছে এক মহাধনুর্দ্ধর।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর॥
আগে গিয়া বানরের গলে দিব ফাস।
ঘাড়ের শোণিত খাব, পরে খাব মাস॥

মনুষ্য দুটার মাংস বড়ই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর॥
রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি॥
সীতা ল'য়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে।
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
ত্রিভুবন সঙ্গে করি যদি আসে রাম।
সীতা নিতে না পারিবে মোরা হ'ব বাম॥
বানর যে বন্য পশু, তারে কিবা ভয়।
হনূ না আইলে সব মারিব নিশ্চয়॥
হনূ বেটা হয়, তার কটকের সার।
সে থাকিতে মহারাজ, রক্ষা নাহি আর॥
লঙ্কা দগ্ধ করে গেল আসি নিশাভাগে।
সেই ভয় করি পুনঃ আসে কি বাহুড়ে॥
সেই আসি দেখে গেল অশোক বনে সীতা।
সেই করালে রাম-সনে সুগ্রীবের মিতা॥
সে ভুলালে বিভীষণে নানা কথা ক'য়ে।
সেই সাগর বেঁধে দিল শিলা তরু ব'য়ে॥
যত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি।
সে থাকিতে পাইবে না শ্রীরামের নারী॥
রাবণ বলে, তোমরা বলিয়াছ ঠিক।
হনূ দুঃখ দিল মোরে সবার অধিক॥
ধর মোর বাক্য সবে নাহি কর আন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ থাক্, মার হনুমান॥
এই যুক্তি করে তবে বসিয়া রাবণ।
হেনকালে উত্তরিল অঙ্গদ সুজন॥
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে তার গগনমণ্ডলে॥
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥



বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষক ॥
দুয়ারে দুয়ারী ছিল, উঠে দিল রড়।
লাথির চোটে দ্বার ভেঙ্গে প্রবেশিল গড় ॥
যেখানে রাবণ রাজা ব'সেছে দেয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে ॥
বসেছে রাবণরাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে ॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বীর যেন বসে ঐরাবতে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে, বাপ এটা এলো কেহ ॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখি চুপ করে আছে ॥
অঙ্গদে দেখিয়া রাজা ছলে মায়া পাতে।
অসংখ্য রাবণ হ'য়ে বসিল সভাতে ॥
যে দিকে অঙ্গদ চাহে, সে দিকে রাবণ।
দশমুণ্ড, কুড়ি-বাহু, বিংশতি লোচন ॥
সবাই রাবণ, ভেদ নাহি এক জনে।
অঙ্গদ বলিছে, কথা কব কার সনে ॥
সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল নিজ সাজে।
পুত্র হ'য়ে পিতৃ-মূর্ত্তি ধরে কোন্ লাজে ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞশেষ-ফোঁটা ॥
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম এই মেঘনাদ।
আকার-ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ ॥
অঙ্গদ বলিছে, সত্য কহ ইন্দ্রজিতা।
এ যত ব'সেছে সবাই কি তোর পিতা ॥
তাই এত তেজ, লঘু-গুরু না মানিস্।
বাপের তেজেতে ইন্দ্র বাঁধিয়া আনিস ॥
ধন্যা নারী মন্দোদরী, ধন্যা তোর মাকে।
এক জনা এত পতি কেমনে সে রাখে ॥
কোন্ বাপ দিগ্বিজয় কৈল তিনলোকে।
কোন্ বাপ কোথা গেল, বলরে আমাকে ॥
কোন্ বাপ চেড়ি অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ বদ্ধ ছিল পার্থ-অশ্বশালে ॥
কোন্ বাপ যমজয়ে যাইল দক্ষিণ।
কেবা মান্ধাতার বাণে দাঁতে কৈল তৃণ ॥
কোন্ বাপ ধনুর্ভঙ্গে যাইল মিথিলা।
কোন্ বাপ কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা ॥
কোন্ বাপ বধূ সনে হইল আসক্ত।
কোন্ বাপের ভগ্নী হরিল মধুদৈত্য ॥
কোন্ বাপ জব্দ হ'ল জামদগ্ন্য তেজে।
মোর বাপ কোন্ বাপে বেঁধেছিল লেজে ॥
একে একে কহি সকল বাপের কথা।
এ সবে কাজ নাই যোগী বাপটি কোথা ॥
সূর্পণখা রাঁড়ী যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডকবনে যে মাগিয়া খাইল ভিক্ষা ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্তবস্ত্র পরে।
ডম্বুরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে ॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই।
এ সবারে কাজ নাই সেই বাপটি চাই ॥
সহিতে না পারে রাজা অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পেয়ে ভয়ে রাজা হেঁট কৈল মাথা ॥
দুঃখিত হইয়া রাজা করে মায়াভঙ্গ।
দুইজনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ ॥
রাবণ বলিল শোন কপি তোরে বলি।
কোথা হ'তে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে ॥
কি নাম কাহার বেটা, কোন্ দেশে বাস।
ভয় কি, মারিব নাহি, কহ সত্য ভাষ ॥
কপি বলে, তোর ভয়ে, আমি নাহি কাঁপি।
এখন ধরম কথা রাখ বেটা পাপী ॥
কোন্ দেবতার বেটা তোরে কিবা ভয়।
আমি কে জানিস নাহি শোন পরিচয় ॥
বালি ও সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
যারে জিন্তে কিষ্কিন্ধ্যায় গেলি একবার ॥



পড়ে কি রে মনে তোর হৈল বহুদিন।
হাত দিয়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন॥
সে বালির সুত আমি, সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর॥
রামে না জানিস তুই, সীতা ল'স হ'রে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস্ কি ক'রে॥
এই লঙ্কাপুরী রাম বেড়িলেন এসে।
বের না রাবণ, কেন ঘরে র'লি ব'সে॥
অরুণ বরুণ নয় রাম-সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ না থাকিবে, না করিস্ সাধ॥
রাবণ বলে, কি বল্লি লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি বা রামের ডরে রৈ'তে নারি দেশে॥
এই কি ভেবেছে গুহ-চণ্ডালের মিতা।
বানর সহায় ক'রে উদ্ধারিবে সীতা॥
রামের যোগ্যতা সব দেখিবারে পাই।
নৈলে কেন দেশ থেকে দূর করে ভাই॥
নারী-সঙ্গে লইয়া সে বনে কেন আসে।
ভাই মেরে রাজ্য কেন নাহি করে দেশে॥
রাম যা পারে করুক এসে তোর সনে কি।
সূর্পণখার নাক কাটে বৃথা আমি জী॥
এনেছি রামের সীতা, বল গে তার তরে।
করুক তপস্বী রাম প্রাণে যত পারে॥
সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে।
সতী যে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে॥
গরুড়ের ধন যদি হ'রে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে॥
খদ্যোত উদয়ে যদি হয় চন্দ্রপাত।
সীতায় উদ্ধারিতে নারিবে রঘুনাথ॥
বল্ গিয়া বানরা রে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিক্ আপনার হাতে॥
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানে তা থোবে।
উপাড়িল যত বৃক্ষ, পুনর্ব্বার রোবে॥
বিভীষণ আসিয়া পায়ে ধরুক কেঁদে।
হনুমানে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর নিশাভাগে।
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে॥
লঙ্কাদগ্ধ ক'রে গেল রাত্রে এসে পড়ে।
তার শাস্তি ক'রে লব, তবে দিব ছেড়ে॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলে রাম খৎ দিক নাকে।
সর্ব্বদোষ ক্ষমা ক'রে কৃপা করি তাকে॥
রাবণে অঙ্গদ বলে, মোরা তাই চাই।
কচ্‌কচিতে কাজ কি দেশে ফিরে যাই॥
রামে বলি গিয়া ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি-ছয়॥
যা বলিলে, তা করিতে মুস্কিল কি আছে।
যেখানে পর্ব্বত ছিল, থোব তার কাছে॥
বিভীষণে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে।
বুঝে প'ড়ে শাস্তি কর, মনে যত আছে॥
নিম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখা নাক-কাণ কিসে যাবে যোড়া॥
অক্ষ-কুমার মেরেছে যে শ্রীরামের চরে।
তার স্ত্রী বিধবা হ'য়ে আছে তোর ঘরে॥
যে তোর দারুণ পণ, তেমন করে কে।
কবে বলবি বধূর স্বামীকে এনে দে॥
এক জনে এনে দিলে মনে নাহি লবে।
মনোমত নাহি হ'লে তাও ফিরে দিবে॥
হনুমানে এনে দিতে বল্লি বটে হয়।
সেদিন তাড়িয়েছেন খুড়া মহাশয়॥
অঙ্গদের কথা শুনে রক্ষোরাজা হাসে।
ঘরপোড়াকে দূর করে তার কোন্ দোষে॥
অঙ্গদ বলিছে, হনূ যবে এল হেথা।
ব'লেছিল খুড়া তারে গোটাচার কথা॥
যাও লঙ্কায় হনূমান পবনকুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার॥
কুম্ভকর্ণ-শির আনিবে নখে ছিঁড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে॥
অশোক বনসহ সীতা আন মাথায় করে।
বামহস্তে আনিবে রাবণে জটা ধরে॥

পাঠালেন খুড়া তারে চারিকার্য্য-তরে।
চারি কার্য্যের এক কার্য্য কিছুই না করে॥
কোপে সুগ্রীব রাজা কাটিতেছিল তায়।
সকল বানর ধ'রে রাখি তাঁর পায়॥
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিল, না মার বানর॥
না মারিল সুগ্রীব শুনি রামের কথা।
দূর করে দিল তার মুড়াইয়া মাথা॥
কোন্ দেশে পলায়েছে, আছে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব ক'রে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায়।
সে করে নাই যে কর্ম্ম, এ বা করে যায়॥
অঙ্গদ বলে বুঝিনু ইহা কিছু নয়।
রঘুনাথ হস্তে তোর মৃত্যু সুনিশ্চয়॥
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা কর।
রাজ-আভরণ লয়ে সর্ব্বাঙ্গেতে পর॥
তুই মরিলে এ সব ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রে সব দে॥
হয়-হস্তি-রথ-আদি মহিষ-গোধন।
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ॥
স্বপ্নগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে।
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে॥
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেইমত।
চৈতন্য থাকিতে দেখ আপনার পথ॥
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা।
কেবা যাবে তোর সনে হয়ে অনুমৃতা॥
আপনি কুঠার দিলি আপনার পায়।
অহঙ্কার ক'রে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা।
শিরে হৈল সর্পাঘাত, কোথা দিবি তাগা॥
বিভীষণ-কথা তুই না শুনিলি কাণে।
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে॥
সর্ব্বশাস্ত্র প'ড়ে বেটা হ'লি গণ্ডমূর্খ।
বল্লে কথা শুনিস্ নাক ঐ বড় দুঃখ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী॥
উন্মত্ত রাক্ষস তুই পাপিষ্ঠ রাবণ।
মজিবি সবংশে, তার উঠেছে লক্ষণ॥
রাম বিষ্ণু, সীতা লক্ষ্মী, না বুঝিলি মনে।
দশরথ-ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে॥
মত্ত হ'য়ে ধর বেটা জানকীর কেশে।
সেই অপরাধে তুই মজিলি সবংশে॥
বিধাতা বিমুখ তোরে, শুন রে অভাগে।
আনিলি রামের সীতা মরিবার লেগে॥
সহস্র দেবকন্যা ভজিস্ রাত্রিদিনে।
রহিতে নারিস্ বেটা পরদার-বিনে॥
কামরসে মত্ত হ'য়ে পড়ে গেলি ফাঁদে।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে॥
সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি দশরথ রাজা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব-আদি করে যাঁর পূজা॥
তাঁর ঘরে জন্মিলা আপনি নারায়ণ।
এতদিনে নির্ব্বংশ হবিরে দশানন॥
কামরসে মজে গেলি বিষয়-আস্বাদে।
তক্ষকে দংশিল তোরে, কি করে ঔষধে॥
যে রাম তাড়কা বধে পঞ্চবর্ষকালে।
হরের ধনুক যিনি ভাঙ্গে অবহেলে॥
তাঁর বনিতা সীতা আনিলি বেটা হ'রে।
কালকূট বিষ খেলি ডানহাতে ক'রে॥
অহল্যা পাষাণী হ'য়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্ত হ'য়ে গেল রাম-চরণ-পরশে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তৃণ করাইল দাঁতে।
তার দর্প চূর্ণ হ'লো জামদগ্ন্য-হাতে॥
হারিল পরশুরাম শ্রীরামের ঠাঁই।
তাঁর সঙ্গে তোর দ্বন্দ্ব, আর রক্ষা নাই॥
গেলিরে রাবণ তুই গেলি এতদিনে।
উপায় না দেখি তোর রাম-নাম বিনে॥
যদি জীতে আশা থাকে গলবস্ত্র হ'য়ে।
কান্ধে দোলা ক'রে সীতা ব'য়ে দিবি ল'য়ে॥



তবু যদি রঘুনাথ তোরে করে রোষ।
শ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোষ ॥
রাবণ বলে তোর পড়ুক মুখে ছাই।
মরিবি আমার জন্যে দুঃখে কেন ভাই ॥
মোর তরে কেন ধর্‌বি রামের পায়।
যুদ্ধ করে মরব আমি তোর কি বা দায় ॥
অঙ্গদ বলে তোর মনে কিছু নাহি লয়।
শ্রীরামের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন্ রে গরু।
তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীর্ত্তিকল্পতরু ॥
নৈলে বেঁচে থাক্‌তে সাধ করে কি বলি।
লোকে বল্‌বে বেটাকে বেঁধেছিল বালি ॥
ঘুষিবে বাপের মোর কীর্ত্তি জগন্ময়।
তাই বলি দিনকত রৈলে ভাল হয় ॥
রাবণ বলে বেটা ধিক্ জীবনে তোর।
রাজপুত্র হ'য়ে হলি নরের নফর ॥
পুত্র পরশুরাম শুধিল পিতৃ-ধার।
নিঃক্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন সপ্তবার ॥
পুত্র হ'য়ে তুই তার কোন্ কর্ম্ম কৈলি।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি ॥
ধিক্ ধিক্ জন্মে তোর মা যার কুলটা।
লোকেতে নিন্দিত হ'য়ে বাঁচে কোন্ বেটা ॥
অঙ্গদ বলিছে, ঠিক মা মোর কুলটা।
সত্য ক'রে বল দেখি, তুই কার বেটা ॥
জন্ম তোর ব্রহ্মবংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি।
বিশ্বশ্রবা-পুত্র তুই পুলস্ত্যের নাতি ॥
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যাঁর যশ।
তুই তাঁর বেটা তবে কেন রে রাক্ষস ॥
মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব-দুহিতা ॥
কুম্ভনসী ভগ্নী তোর দৈত্য নিল হ'রে।
কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে ক'রে ॥
রম্ভাবতী সতী যে শ্বশুর বলে তোরে।
বলাৎকার কৈলি তারে পর্ব্বতের ঝোরে ॥

আত্মছিদ্র না জান পরকে দিস্ খোঁটা।
বারে বারে কহিস্ মর্ অধম বেটা ॥
তার আগে গর্ব্ব কর, যে না তোরে জানে।
দাঁতে কুটা ক'রে এলি জামদগ্ন্য-স্থানে ॥
অঙ্গদের কথা শুনি রাজা উঠে জ্বলে।
জ্বলন্ত-অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে ॥
রাবণ বলে রোষে বলিস্ কিরে দূত।
যারে বানর বেটা ধরতো মোর পুত ॥
অঙ্গদ বড়ই স্থির, দর্প ক'রে কয়।
আর কে ধরিবে, আপনি আইস নয় ॥
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে ॥
অঙ্গদ বলিল, মর্ পাগল রাবণ।
কিসের বড়াই তুই করিস্ এখন ॥
তার আগে দর্প কর, যে জন না জানে।
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে ॥
কার্ত্তবীর্য্য যখন সে কেলি করে জলে।
তার আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে ॥
এইমত বীরদর্প করিলি সে-স্থলে।
লুকায়ে থুইল তোরে বাম-কক্ষতলে ॥
চক্ষে নীর বহে তোর, মুখে ঘনশ্বাস।
তাঁর ঠাঁই প্রায় তুই পাইলি বিনাশ ॥
আসিয়া পুলস্ত্য মুনি করি স্তব স্তুতি।
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি ॥
তাঁর ঠাঁই হ'য়েছিল সংশয় জীবন।
ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ ॥
আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট।
শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ ॥
সন্ধ্যা-হেতু মম পিতা না করেন রণ।
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরষণ ॥
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি পিতা তোরে বান্ধি লেজে।
ডুবাইল তোরে চারি সাগরের মাঝে ॥
লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর।
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁফর ॥



আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
জল হৈতে পিতা সহ উঠিলি আকাশ॥
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়।
তবে সে পিতার ঠাঁই পাইলি বিদায়॥
লেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে॥
বহু দিন গিয়াছে, না জানে কোন জন।
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ॥
মনেতে কি নাই তোরে হারায় অর্জ্জুন।
বলিদ্বারে চেড়ী-এঁটো খেয়ে হলি খুন॥
অন্য কে, আমার পিতা বান্ধিলেক লেজে।
পরিচয় দেহ, কেবা আছে এর মাঝে॥
যদ্যপি রাবণ, নাহি দিলি পরিচয়।
সেই সে রাবণ তুই, বুঝিনু নিশ্চয়॥
সেই সব কাল গেল হাস্য-পরিহাসে।
এখন সময় এলো ধন-প্রাণ-নাশে॥
সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারি ভুরি।
রামে ঘাঁটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি-হেন জ্বলে॥
দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার।
তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার॥
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর।
অনরণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর॥
বালি-অর্জ্জুনের সনে তুল্য গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মনুষ্য-পরাণে॥
অঙ্গদ বলিছে, মর পাগল রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ॥
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা।
কাটা নাক-কাণ দেখ, ঘরে সূর্পণখা॥
ঘরে আছে ভগিনী, সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণ-চিহ্ন॥
রামের বাণের সনে হইল দর্শন।
একবাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ॥

যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম।
অবোধ রাবণ, শুন সে-সবার নাম॥
অমর্ত্ত সমর্থ, বাণ-বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালাস্ত্র অনল॥
উল্কামুখ বরুণ, বিদ্যুৎ খরশাণ।
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্রবাণ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
কালদন্ত ঐষীক দেখ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার॥
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ ক্ষুরধার॥
পশুপক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান॥
যমজ দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ রণে নাহি ভঙ্গ॥
বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ॥
বিষ্ণুচক্র ষট্‌চক্র বাণ হুতাশন।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন॥
গজাঙ্ক সন্ধান-বাণ চারিদিকে আঁটা।
কেশরী শার্দ্দূল তার চারিদিকে কাঁটা॥
এত বাণ রঘুনাথ করেন সন্ধান।
যাঁর একবাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ॥
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয়॥
বাল্যক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ॥
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক-শরে।
তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে॥
কি হেতু দেখিস্ রে পাকল করি আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব-হেন তোর লঙ্কা দেখি॥
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া লৈতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥



হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান।
একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ॥
অপমানে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্র-সহিত না কহে কোন কথা॥
রাবণ অঙ্গদে বলে, গর্জ্জিলি বিস্তর।
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসিরে, অবগত কর॥
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী।
অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি॥
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি সুশোভন।
তার মত বীর আছে কহ কত জন॥
অঙ্গদ বলিছে তারে ভর্ৎসিয়া বচনে।
তোর বল বিক্রম বুঝিনু এতদিনে॥
সেবক-সনে যদি পাইলি পরাজয়।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা, কহ রে নিশ্চয়॥
তার ছোট বীর নাই বানর কটকে।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে॥
সে মরিলে দুঃখশোক নাহিক বানরে।
তেঁই পাঠাইনু তারে লঙ্কার ভিতরে॥
বীরমধ্যে তাহারে না গণে কোনজন।
ঘরের সেবক বেটা পবননন্দন॥
হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার।
পড়িলি আমার হাতে, যাবি যমদ্বার॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশমাথা ভাঙ্গিব মারি লেজের বাড়ি॥
তোর সর্ব্বনাশহেতু জন্ম রে সীতার।
নির্ব্বংশ করিতে তোরে রাম-অবতার॥
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী।
কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী॥
এতদূরে আসি রাম বান্ধিল সাগর।
সে-রামের সনে দুষ্ট তোর মনান্তর॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
এক সীতা-জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ॥
বংশে কেহ না রহিবে, না করিহ সাধ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ॥
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন দুই-চারি।
হাস্যপরিহাস কর ল'য়ে দিব্যনারী॥
পরিবারগণে দেখ দিনে দুইবার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দেখ্ ঘর দ্বার॥
দেখ্ তুই লঙ্কাপুরী কনক-নির্ম্মাণ।
অঙ্গদ-বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান॥

● রাবণকে অঙ্গদের ভর্ৎসনা ●

তুই অতি দুরাচারী, হরিলি পরের নারী,
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা,
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয়॥
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান,
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালিরাজা,
তার সনে তোর মনান্তর॥
সুগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত,
সে-সকল হইবে বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি, কাঁপাইব লঙ্কাপুরী,
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিৎ॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর,
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর-পার, নাহিক নিস্তার আর,
নিকটে যে তোর যমদ্বার॥
রাজা হ'য়ে পরদার, হ'রিলি যে দুরাচার,
বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে।
কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিল যে পুরন্দরে,
রামনামে তোর বল টুটে॥



রাখ রে আপন প্রাণ, কর সীতা প্রতিদান,
ভজ গিয়া রামের চরণ।
ঘাটি মান তাঁর ঠাঁই, ইহা ভিন্ন গতি নাই,
তবে তোর রহিবে জীবন॥
তোরা জাতি নিশাচর, না চিনিস্ আত্মপর,
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার,
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত॥
শুনিয়া অঙ্গদবাণী, সবে করে কানাকানি,
এ-লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধর ধর,
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার॥
দেখি সব সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি,
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রামপদ করি আশ, সরস্বতী-পরকাশ,
কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার॥



● অঙ্গদ কর্তৃক রাবণের মুকুট লইয়া প্রস্থান ●

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
রুষিয়া অঙ্গদবীর করিছে উত্তর॥
আর কপি নহি আমি বালির তনয়।
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয়॥
রাবণ বড়াই না করিস্ মোর আগে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে॥
রাম-সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে বধিবে লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ॥
কোন্ বেটা ধরিবে আসুক ত্বরা করি।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী॥
ক্রোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন।
অঙ্গদের হাতে-পায় ধরে চারি জন॥
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গে, কি করিবে তার॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়॥
সে-চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর।
অঙ্গদবীরের ভয়ে কেহ নহে স্থির॥
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার।
কোন্ দ্রব্য লয়ে যাব রামে ভেটিবার॥
হনুমান এসেছিল লঙ্কার ভিতর।
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর॥
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি।
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান-প্রতি॥
এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে।
রতন মুকুট আছে রাবণের শিরে॥
এ-মুকুট ল'য়ে যাব রাম-সম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে॥
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালির কোঙর।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ-উপর॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে॥
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে।
ইন্দ্র-গরুড়ের যুদ্ধ গগন-উপরে॥
দুই সিংহ যুঝে যেন করে সিংহনাদ।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ, হইল প্রমাদ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
ঝাড়য়ে গায়ের ধূলা শির নত ক'রে॥
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি।
থাকিতে এতেক বীর তাহার দুর্গতি॥
রাবণ বলিছে, সবে আছ কোন্ কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে॥



বীরগণ বলে, শুন লঙ্কা অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি॥
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন।
মোরা ভাবি, পাছে লয় সবার জীবন॥
ধ'রেছিল চারি বীর তারে সাবধানে।
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে॥
পাত্রমিত্র সহিত চিন্তিত দশানন।
বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন॥
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর-ভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল, যথা সুগ্রীব-বানর॥
শত্রুর মুকুট দিল রাম-বিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য-বদন।
তুষ্ট হ'য়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি।
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি-অঞ্জলি॥
শ্রীরাম বলেন, বীর, কহত কুশল।
কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল॥
রঘুপতি আদেশ করিল অনন্তর।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ব্বাপর॥



● শ্রীরাম অঙ্গদ কথোপকথন ●

শ্রীরামে নোয়ায়ে মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা,
হরষিত সকল বানর।
রঘুমণি হরষিত, সুগ্রীব সু-আনন্দিত,
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর॥
তোমার আরতি পেয়ে, লঙ্কায় গেলাম ধেয়ে,
প্রবেশিনু গড়ের ভিতর।
সুবর্ণের আওয়াস, যেন চন্দ্র-পরকাশ,
তথি শোভে প্রবাল পাথর॥
বিশ্বকর্ম্মাকৃত ঘর, দেখি অতি মনোহর,
চারিভিতে কাঞ্চন-দেয়াল।
শ্বেতরক্ত নীলপীত, প্রস্তরেতে সুশোভিত,
তাহে শোভে রতন মিশাল॥
গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈন্য বহুতর,
খাণ্ডা জাঠি বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
সোনার পাটের পড়া, নানাবর্ণ দেখি ঘোড়া,
হস্তী সব পর্ব্বত-প্রমাণ॥
দেখিলাম সরোবরে, হংসহংসী কেলি করে,
ঘাট সব বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
কমল-কুমুদোপরে, কেলি করে মধুকরে,
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান॥
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাতমালা হারে, শোভে নানা অলঙ্কারে,
যেন চন্দ্রে গগনমণ্ডল॥
বীণা-বাঁশী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়,
গানে করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী,
রূপে যেন দেব-অবতার॥
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ূর-ময়ূরীগণ,
ক্রীড়া করে মুগ্ধ কামরসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি, বড়ই মধুর শুনি,
ভ্রমর-ভ্রমরী রসে ভাসে॥
গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দ্দিকে মহোল্লাস,
রাবণেরে ভৎর্সিনু বিস্তর।
যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই আমি,
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর,
লাফ দিনু প্রাচীর-উপর।
চারিজনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া,
শূন্যপথে আইনু সত্বর॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, হরষিত রঘুমণি,
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতী-পরকাশ, বিরচিল কৃত্তিবাস,
বানরের জয় জয় নাদ॥
শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ॥



সে-সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ-সম্মানে॥
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থানা।
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা॥
বিদায় লইয়া যায় দক্ষিণের দ্বার।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদ-রায়বার॥

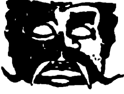


● ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন ●

অঙ্গদের বচনে কুপিত দশমুখ।
অসম্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
বহুকোটি সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সংবিধান॥
সপ্তস্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল।
মম ডরে দেবগণ কাঁপে সর্ব্বকাল॥
ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ডরে নাহি আঁটে।
এতদূরে আসিয়া বানর বেটা ঠাটে॥
ইন্দ্রজিৎ বলি তোরে সবার প্রধান।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট, আদি লহ ত অপার।
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারিদ্বার॥
সাবধান হয়ে বাপু, কর গিয়া রণ।
আগে মার অঙ্গদেরে, পরে অন্য জন॥
বাপের দুলাল বেটা বীর মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ॥
সাজিল যে মেঘনাদ পাইয়া আরতি।
লেখা জোখা নাহি, যত সাজে সেনাপতি॥
সারথি আনিল রথ পবন-গমন।
মনোমত রথখান করিল সাজন॥
কনক-রচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগ অষ্টঘোড়া রথের যোগান॥
পর্ব্বতীয় ঘোড়া-মুখে হীরার বিম্বকী।
ক্ষণে রথখান দেখি, ক্ষণে হয় লুকি॥
স্বর্ণ-রৌপ্য-সাজে রথ করে ঝিকিমিকি।
অষ্ট-অক্ষৌহিণী ঠাট, যোদ্ধা যে ধানুকি॥
দশ কোটি হাতী চলে, বিশ কোটি ঘোড়া।
পঞ্চবিংশ কোটি চলে শেল ও ঝকড়া॥
নানামত রথ ল'য়ে যোগায় সারথি।
নানা অস্ত্র ল'য়ে চলে সব যোদ্ধৃপতি॥
পিতৃ প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।
কটকে বাজায় বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী॥
সহস্র দগড় বাজে, সহস্র কাহাল।
কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে, মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশকোটি কাড়া।
কাংস্য করতাল বাজে, তিন লক্ষ পড়া॥
ঘন ঘন বাজে তায়, কত কোটি দামা।
দণ্ড ও মহরী বাজে, নাহি তার সীমা॥
সহস্র ভোরঙ্গ বাজে, ডম্ফ কোটি কোটি।
দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি॥
বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশাণ।
কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান॥
বিরানব্বই কোটি বাজে ধুরি ও মহরী।
শানাই তিরিশকোটি আর সে ঝাঁঝরী॥
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।
বিশকোটি বাজে পাখোয়াজ উরমার॥
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর।
মালসাট মারে কেহ, শব্দ যায় দূর॥
বাজে স্বরমঙ্গল, সাতাশ লক্ষ কাঁসি।
তীব্রস্বরে বাজিছে আটাশ লক্ষ বাঁশী॥
বাদ্য-শব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস।
সহস্র সহস্র বাজে রুদ্রক পিনাশ॥
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল॥
রাক্ষস-কটক-ভরে পৃথিবীর কাঁপ।
হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া এক চাপ॥



কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার ॥
এক চাপে করে বীর বাণ-বরিষণ।
গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ ॥
নিশাচরে বানরেতে হৈল মিশামিশি।
কৌতুক দেখিছে তথা দেবগণ আসি ॥
বাণ যুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চাড়া।
বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া ॥
বানর পাথর-গাছ করে বরিষণ।
অসংখ্য রাক্ষস রণে ত্যজিছে জীবন ॥
চাপড় মুকুটি বানরের মাত্র তাড়া।
মুকুটির ঘায়ে কারো মাথা হৈল গুঁড়া ॥
বাঘের যেমন রূপ, বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাই, রণে নাহি ভঙ্গ ॥
উভয় কটকে যুঝে, রক্তে হৈল রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা ॥
ঘোড়া-হাতী বীর-আদি রক্তস্রোতে ভাসে।
হরষে বানর-সৈন্য মনে মনে হাসে ॥
তার তুল্য ঢেউ উঠে, রক্ত কলকলি।
যুদ্ধের নাহিক সীমা, অধিক কি বলি ॥
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়।
জ্ঞান হয় অসময়ে প্রলয় উদয় ॥
পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ ॥
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিৎ হাসে।
গালাগালি দেয় তারে যত মনে আসে ॥
মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আয় তোর কোন্ বাপে আজি রক্ষা করে ॥
বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিল পর।
ধিক্‌রে বানরা, তোর নির্লজ্জ অন্তর ॥
যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।
ধিক্ তোরে অধম, করিস তার কাজ ॥
খাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়িয়া মাস।
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ ॥
দেশেতে জীবন্ত যাবি, না করিস্ সাধ।
অল্পজন নহি আমি, নাম মেঘনাদ ॥
অঙ্গদ বলিছে রে গর্জ্জিস্ অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন ॥
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর।
সে-কোপ পড়িল চারি-রাক্ষস-উপর ॥
যোগীবেশে তোর বাপ সীতাদেবী হরে।
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে ॥
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ।
তোর বাপের পাপে সাগরে সেতুবন্ধ ॥
তোর বাপ নারীচোরা, তোর রণ চুরি।
আজি তোরে অবশ্য পাঠাব যমপুরী ॥
চোর-পুত্র চোর তুই, চুরি তোর রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥
এত শুনি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান।
কোটি কোটি বানরেরা লইল পরাণ ॥
পলায় বানর সবে ছাড়ি অঙ্গদেরে।
রণমধ্যে রহে একা নির্ভয় অন্তরে ॥
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থর থর।
ইন্দ্রজিৎ'পরে ফেলে পাদপ পাথর ॥
কুপিয়া অঙ্গদ-বীর রথে মারে লাথি।
পদাঘাতে চূর্ণ করে রথ ও সারথি ॥
অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে ॥
আকাশে থাকিয়া দেখে, দুই সৈন্যে রণ।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ ॥
প্রচণ্ড রাক্ষস এল হ'য়ে আগুয়ান।
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ ॥
বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ।
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ ॥
অশ্বকর্ণ-বৃক্ষ ধরি দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে, যেন কুমারের চাক ॥
এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চূরমার ॥

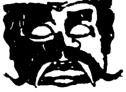


সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া।
অসংখ্য রাক্ষসে মারে লেজে জড়াইয়া ॥
চারি বীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
রাক্ষস তপন নামে এল গজস্কন্ধে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ নীল-বীরে বিন্ধে ॥
বাণ খেয়ে নীল-বীর উঠে দিল রড়।
চড়িয়া হাতীর স্কন্ধে তারে মারে চড় ॥
চড় চাপড়েতে গেল দুই আঁখি উড়ে।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে ॥
রথে চড়ে আইল বিদ্যুৎমালী নাম।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জ্জয় সংগ্রাম ॥
হেনকালে হনূমানে দেখিল সম্মুখে।
তিনশত বাণ মারে হনূমান-বুকে ॥
বাণ খেয়ে হনূমান ভীত নহে চিতে।
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুৎমালী রথে ॥
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে।
টানাটানি ক'রে তার মাথা ছিঁড়ে ফেলে ॥
রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস।
একেবারে মদ খায় সাতাশ কলস ॥
সোনার গহনা পরে, সর্ব্বগায় সোনা।
বানর-কটকে সে আসিয়া দিল হানা ॥
কখন বা ধরে খাঁড়া, কভু ধনুর্ব্বাণ।
বানর-কটক কেটে কৈল খান খান ॥
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে।
বানর-কটক সব ধরে ধরে গিলে ॥
রণস্থলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি।
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি ॥
কুপিয়া সে নীল-বীর চারিদিকে চায়।
বিদ্যুৎমালী-রথচক্র দেখিবারে পায় ॥
উপাড়িয়া চাকা গোটা তুলে নিল হাতে।
দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে ॥
এড়িলেক চাকাগোটা তুলে বাহুবলে।
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগনমণ্ডলে ॥
বায়ুবেগে আসে চাকা, কি কহিব কথা।
চাকা-ধারে কাটি পাড়ে সুবর্ণের মাথা ॥
সুষেণ বানররাজ রাজার শ্বশুর।
দুই পুত্র ল'য়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া মেতে গেল রঙ্গে।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়স-তরঙ্গে ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে।
দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে ॥
বুড়ার চাপড়ে নেড়ে কর্ণে তালি লাগে।
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কা-মধ্যে ভাগে ॥
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রানন্দন।
অবসাদ নাহি তাঁর প্রথম যৌবন ॥
রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি।
সূর্য্যের কিরণ বীর শশধর-জ্যোতিঃ ॥
উদয়াস্ত যুঝে বীর, নাহি অবসান।
ধন্য শিক্ষা বীরের সে, ধন্য ধনুর্ব্বাণ ॥
মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে।
রাক্ষস সহস্র কোটি মারে বেলা-শেষে ॥
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি হৃষ্ট দেবগণ।
রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্কন্ধ অগণন ॥
রক্তে নদী বহে বাটে, রক্তে উঠে ফেনা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা ॥
বাদ্যকর ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিৎ দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে ॥
পিতা মোরে কটক সঁপিল হাতে হাতে।
রাখিতে নারিনু ঠাট, যাইব কিমতে ॥
অগ্নিকেতু ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল।
বজ্রদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল ॥
পড়ে শঠ-নিশঠ সাক্ষাৎ যমদূত।
অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত ॥
বজ্রমুষ্টি পড়ে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
পনস রাক্ষস পড়ে ল'য়ে সৈন্যগুলি ॥
হাতী ঘোড়া পড়িল গণন নাহি হয়।
মাহুত পড়িল রণে সমরে দুর্জ্জয় ॥



দেবমুষ্টি পাড়ল সকল সেনাপতি।
তিন লক্ষ পড়ে রণে প্রধান পদাতি॥
হস্তিপৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া।
পড়িল অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বতীয় ঘোড়া॥
মহাপাত্র পড়ে সব রাজ্য শূন্য করি।
কোন্ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী॥
আদর করিয়া পিতা দিল গুয়া পান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান॥
কটকের ভাল মন্দ মোরে সব লাগে।
কোন লাজে দাণ্ডাইব গিয়া পিতৃ-আগে॥
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি।
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি॥
মহাযুদ্ধ করিব মায়াতে করি ভর।
মেঘের আড়ালে থাকি মারিব বানর॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ॥
নির্ব্বল রাক্ষস মারি হর্ষিত-অন্তর।
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যমঘর॥
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চাড়া।
দেউল মন্দির যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া॥
সোনার ধনুকে বীর যোড়ে তীক্ষ্ণ শর।
সপ্তদ্বীপা-পৃথিবী কাঁপিছে থর থর॥
ধনুকেতে দিয়া গুণ লোফে তিনবার।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ কাঁপে অনিবার॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলি ঘন ডাক ছাড়ে।
সংবর আমার বাণ, ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে॥
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর।
ছুটিল দুর্জ্জয় বাণ, সত্বর সংবর॥
এত বলি করে বীর বাণ-বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
নানা বর্ণে বাণ এড়ে, জানে নানা ছলা।
রাম-লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান, রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে॥

হেথা ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
উত্তরেতে বার্ত্তা পায় সুগ্রীব রাজন্॥
তখন উত্তর দ্বারে নাহি হানাহানি।
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি॥
পশ্চিম দ্বারেতে যুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ।
চলিল সুগ্রীব রাজা বাঁচাইতে মিত॥
ধাইল সুগ্রীব রাজা অতি শীঘ্রগতি।
সেনানী ছত্রিশ কোটি চলিল সংহতি॥
পূর্ব্বদ্বারে থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি।
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি॥
নীল ও কুমুদ ধায় সৈন্য যুঝিবারে।
থানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম দুয়ারে॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে আছে দুই জনা॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে সহ-সেনাগণ।
আশী কোটি সৈন্য দুই ভায়ের ভিড়ন॥
তাড়াতাড়ি বার্ত্তা তারা কহে জনে জন।
সবে মাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষণ॥
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে।
এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে॥
চারি দ্বারে কটক হইল এক ঠাঁই।
মেঘাবৃত ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে দুই ভাই॥
লাফ দিয়া বানর সে উঠয়ে আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে, না পায় তল্লাস॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে, হইনু নিরাশ।
মেঘমধ্যে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস॥
সহস্রলোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুই চক্ষে কি দেখিবে নর ও বানর॥
মেঘমধ্যে থাকি করে বাণ-বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই॥
এত বাণ মারি, বেটা ক্ষমা নাহি মনে।
নাগপাশ বাণ যুড়ে ধনুকের গুণে॥



নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ।
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥
সাপ হ'য়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা।
সর্প-মুখে জ্বলে যেন আগুনের কণা॥
মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছয়ে অস্ত্রের কাজ কাঁপয়ে বাসুকী॥
চলিল সে বাণগোটা দুর্জ্জয় প্রতাপ।
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ॥
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে।
হাতে-পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায়।
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্ব গায়॥
হাত পা নাড়িতে নারে, গলে লাগে ফাঁস।
যমের দোসর হৈল বন্ধ নাগপাশ॥
সর্প-বিষের জ্বালায় অধৈর্য্য শরীর।
উত্তর শিয়রে ঢলি পড়ে দুই বীর॥
লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি।
চন্দ্র সূর্য্য খ'সে যেন পড়িল অবনী॥
লোটায় কোমল অঙ্গ, আলুথালু বেশ।
লোটায় ধনুক তূণ, আলুয়িত কেশ॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ॥
বানরের শুন আজ ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল॥
আগে আছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া॥
হস্তেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত॥
পিতৃ-আগে দাণ্ডাইল করি যোড়-করে।
তিনবার মাথা নত করে রাজাচারে॥
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ।
যোড়করে কহিছে কুমার মেঘনাদ॥
যক্ষ রক্ষ-গন্ধর্ব্ব দেবতা চরাচর।
সবার কঠিন যুদ্ধ নর ও বানর॥
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর-সংহতি।
চূর্ণ হৈল রথছত্র, মারিল সারথি॥
আপনা রাখিতে আমি হইনু কাতর।
প্রাণভয়ে পলাইনু আকাশ-উপর॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস-দুর্গতি।
এক দণ্ডে পা...ল সকল সেনাপতি॥
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান।
রাম-লক্ষ্মণেরে বিন্ধি করি খান খান॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর।
রক্তমাত্র না রাখিনু শরীর-ভিতর॥
বাণে বিন্ধি দুই ভায়ে করিনু জর্জ্জর।
পড়িল অনেক ঠাট, অসংখ্য বানর॥
ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ।
একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥
সাপ হ'য়ে চলে বাণ, শূন্যে ধরে ফণা।
হাতে পায়ে গলায় বান্ধিল দুই জনা॥
ত্রিভুবন মিলি যদি করে আকিঞ্চন।
তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন॥
রাম লক্ষ্মণের তরে নাহি আর ডর।
সীতা সনে কেলি কর লঙ্কার ভিতর॥
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে।
রাবণ করিয়া কোলে চুম্ব দিল তাহে॥
হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর।
অমূল্য রতন-হার দিলেক কেয়ূর॥
নানা অলঙ্কার দিল নীলকান্ত মণি।
আনি দিল বিদ্যাধরী রূপসী রমণী॥
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য ক'রে লণ্ডভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥



● নাগপাশবন্ধন দর্শনে সীতার বিলাপ ●

বিদায় বাপের স্থানে হয় ইন্দ্রজিৎ।
রাবণ ত্রিজটা বলি ডাকিল ত্বরিত ॥
রাবণ বলে, ত্রিজটা, যাহ একবার।
চূর্ণ করি আইস সীতার অহঙ্কার ॥
পুষ্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া।
ক্ষণেক আইস তুমি আকাশে ভ্রমিয়া ॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়েছে বদ্ধ নাগপাশে।
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে ॥
রাম-লক্ষ্মণ মৈলে সীতা হইবে নিরাশ।
আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রাস ॥
রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইল।
রাম-লক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল ॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিৎ বাণে।
দেখিবে দেবর স্বামী এস মোর সনে ॥
চলিলেন সীতাদেবী ত্রিজটা-সংহতি।
রথে চড়ি দুইজন যান শীঘ্রগতি ॥
নাগপাশে বদ্ধ হেরি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শিরে কর হানি দেবী করিছে রোদন ॥
পোহাইল বুঝি মোর আজি কালরাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা-হেন পতি ॥
শিশুকালে ছিনু যবে জনকের ঘরে।
অবিধবা বলি লোকে কহিত আমারে ॥
সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত।
ধূলাতে পড়িয়া প্রভু হলে অসংবিত ॥
বধিয়া তাড়কাসুর, তুষ্ট কৈলে তিনপুর,
জনকের পণ পূর্ণ করি।
হরের ধনুকখান, ভাঙ্গি কৈলা খান খান,
ধন্য কৈলা জনকের পুরী ॥
বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি,
কান্দে সীতা, নহে নিবারণ।
কেকয়ী, সতাই দোষে, আসিয়া কাননবাসে,
বিপাকেতে হারালে জীবন ॥
ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি,
বনে এলে সত্যে করি ভর।
রত্নময় সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ,
কোমলাঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
অযোধ্যার দণ্ডধর, আজ্ঞাকারী চরাচর,
সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার।
আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাম-পতি,
তব মুখ না দেখিব আর ॥
আমা অন্বেষণ করি, এলে প্রভু, লঙ্কাপুরী,
দুঃখ মোর না হৈল মোচন।
দুরাচার ইন্দ্রজিৎ, কৈল যুদ্ধ বিপরীত,
তাহে প্রভু, হারালে জীবন ॥
ত্রিজটার হাতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
কহিছেন করুণ-বচন।
তোমার সহায়গুণে যাব আমি স্বামিসনে,
রথ রাখ, না কর গমন ॥
সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশবাণী,
কভু নাহি রামের বিনাশ।
তোমার উদ্ধার করি, যাবেন অযোধ্যাপুরী,
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

● শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তি ●

কাতর হইয়া কান্দে সে সীতা রূপসী।
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী ॥
পুষ্পরথ দেখ সীতা, দেব অবতার।
কখন না সহে এই অশুচির ভার ॥
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাত জীবন।
অচল হইত রথ, না যায় খণ্ডন ॥
না কর রোদন সীতা, না কর রোদন।
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বহুকাল গেল, দুঃখ অল্প দিন আছে।
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা ম'রে যাহ পাছে ॥



এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া।
অশোকের বনে গেল সীতাকে লইয়া॥
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে।
স্বর্ণ-বেত হাতে ঘুরে যতেক চেড়ীতে॥
নাগপাশে বন্দী রন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
মাথে হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ॥
বড় বড় কপি কান্দে বলে হায় হায়।
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায়॥
সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান।
পিতা পুত্রে কান্দিতেছে বীর হনূমান॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা কটকের আড়ে।
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে॥
লঙ্কাতে যদ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে।
কি বলিয়া যাব আমি কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট সব পোড়াইয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া॥
সুগ্রীব বলেন, মোরা সবে ঐক্য করি।
দুই ভায়ে যাব ল'য়ে কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যদি পারি বাঁচাইতে।
আনিব ঔষধ যথা পাব পৃথিবীতে॥
বাঁচাইয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুইজনে।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে॥
সবংশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ।
তবে সে জানিবা মোর স্বদেশে গমন॥
দূর হৈতে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন॥
কোন বীরে লইয়া পড়েছে আথান্তর।
মাথে হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর॥
কান্দিতেছে সুগ্রীব অঙ্গদ যুবরাজ।
সকল বানর কান্দে, নহে ছোট কাজ॥
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর।
বিভীষণে দেখি সব পলায় বানর॥
বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ অভেদ রূপেতে।
বিভীষণে দেখি বলে, এল ইন্দ্রজিতে॥
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে॥
অঙ্গদ বলেন, শুন বানরের পতি।
বিভীষণে দেখিয়া পলায় সেনাপতি॥
ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ।
পলাও কাহারে দেখে, শিরে পড়ে বাজ॥
হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে।
বিভীষণে দেখি কেন পলাইছ ডরে॥
দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র-দারা আশে।
এক গাড়ে গাড়িবে সুগ্রীব রাজা দেশে॥
যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসনা।
উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা॥
অঙ্গদের দেখিয়া দন্তের কড়মড়ি।
আপনার স্থানে সবে যায় তাড়াতাড়ি॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন।
জীয়ন্তে মরিনু আমি তোমার কারণ॥
পলাইতে নাহি ঠাঁই, যাব কোন্ দেশ।
নিশ্চয় সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ॥
ধিক্ ধিক্ রাজ্যভোগ, ধিক্ ধিক্ সুখ।
জনম গোঙাব আমি দেখে কার মুখ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণ-বাণী।
ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুমণি॥
সব ছাড়ি বিভীষণ কৈলে আমা সার।
শুধিতে নারিনু মিতা, তোমার সে ধার॥
নাগপাশ বন্ধে মৃত্যু ঘটিল আমারে।
মরা লাগি জীয়ন্তে কোথায় কেবা মরে॥
শুন হে সুগ্রীব মিতা, কহি তব স্থানে।
সৈন্য ল'য়ে যাহ তুমি আপন ভবনে॥
আমা স্থানে মিত্র, তুমি সত্যে হৈলে পার।
তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ আমার॥
নূতন ভূপতি তুমি দেখহ বিচারি।
তোমা-বিনে লণ্ডভণ্ড হবে রাজপুরী॥
করহ রাজ্যের চর্চ্চা গিয়া নিজ রাজ্যে।
আমার নিকটে আর আছ কোন্ কার্য্যে॥



নাগপাশ অস্ত্র এল আমা দোঁহা তরে।
ভাগ্যে যাহা ছিল হৈল, তুমি যাহ ফিরে॥
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ।
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ॥
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এই সুষেণনন্দন॥
শরভঙ্গ বানর কুমুদ সেনাপতি।
দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরীতি॥
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল।
গালাগালি না দিও, না বলো মন্দ বোল॥
অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনুমান।
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান॥
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ।
কারো সঙ্গে যেন নাহি করে বিসংবাদ॥
ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা রাখি ধর্ম্মপথ।
এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত॥
কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার।
কৈকেয়ী মাতারে কহ এই সমাচার॥
প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ।
বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ॥
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে।
নাগপাশে বন্দী রাম-লক্ষ্মণ দুজনে॥
সুমিত্রা মাতাকে মোর দিও নমস্কার।
যথাযোগ্য সবারে জানাও সমাচার॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজপুরী।
সুখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী॥
প্রাণতুল্য লক্ষ্মণ ছিল হাতের নড়ি।
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি॥
নাগপাশে কাতর হইলা রঘুবীর।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভাবি হইলা অস্থির॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন॥
ইন্দ্র বলে, সমাচার না জান পবন।
নাগপাশে বাঁধা আছ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
অরুণ-বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে।
ভয়ে না আইসে কেহ লঙ্কার ভিতরে॥
আমি ইন্দ্র-দেব ত্রিভুবন অধিপতি।
রাবণের বেটা মোর করিল দুর্গতি॥
লঙ্কাতে লইল বাঁধি সংসারে বিদিত।
আমারে জিনিয়া তার নাম ইন্দ্রজিৎ॥
বড় নিদারুণ বেটা, বিখ্যাত ভুবনে।
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
নাগপাশে অচৈতন্য দুই সহোদর।
বল-বুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর॥
শ্রীরামের স্থানে যাহ আমার বচনে।
কহ রামে, মুক্ত হবে গরুড়-স্মরণে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় ধরে বিষ্ণুতেজ।
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহা বেজ॥
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন।
কহিল শ্রীরামে, কর গরুড়ে স্মরণ॥
পবন শ্রীরামে যদি হৈল কানাকানি।
গরুড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি॥
গরুড়ে স্মরেণ রাম বিষ্ণু-অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার॥
কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরের কূলে।
গিলেছিল অজগর, উগারিয়া ফেলে॥
শূন্যভরে গরুড় আইল উভ-রড়ে।
পাখসাটে পর্ব্বত কন্দর যায় উড়ে॥
দিগদিগন্তের গাছ আনে পাখে টেনে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে॥
সাগরের জলজন্তু লুকাইল জলে।
ভয় পেয়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে॥
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে।
দশ যোজন হৈতে সর্প পলায় তরাসে॥
দূর হৈতে গরুড়ের লাগিল নিঃশ্বাস।
রাম-লক্ষ্মণের খসি পড়ে নাগপাশ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন।
সচৈতন্য হ'য়ে উঠে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥



গরুড় পক্ষীরে কন রাম-রঘুমণি।
প্রাণদান দিলে সখা ছিলে হে আপনি॥
গরুড় বলেন, শুন সবিশেষ কহি।
শ্রীচরণ-ভৃত্য আমি সখা-যোগ্য নহি॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার জগতের পতি;
পতিব্রতা-শাপে আছ আপনা বিস্মৃতি॥
আমি যে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন।
পূর্ব্বকথা কেন প্রভু, হও বিস্মরণ॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী কৈলে উপকার।
বর মাগ পক্ষিবর, যে বাঞ্ছা তোমার॥
গরুড় বলেন, বাঞ্ছা আছে এই মনে।
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, গলে বনমালা।
শিখিপুচ্ছ-বন্ধ চূড়া বামে অর্দ্ধ হেলা॥
অলকা-আবৃত শশী, শ্রীমুখমণ্ডল।
শ্রুতিযুগে মনোহর মকর-কুণ্ডল॥
গলে বনমালা পরিধান পীতাম্বর।
সেইরূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর॥
শ্রীরাম বলেন, হব সেরূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে॥
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিতে ধারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ॥
গরুড় বলেন, কি জানিবে কপিগণে।
করিয়া পাখার ঘর বসাব গোপনে॥
এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে;
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনূমান দেখি বসি ভাবিতেছে দূরে॥
হনু বলে, প্রাণপণে করি প্রভু হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত॥
দেখিলেন হনূমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥
হনূমান বলে, পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলি হাতে তাঁর॥
যদি ভৃত্য হই, মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোরি বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে॥
এতেক শুনিয়া তবে বিনতানন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সংবরণ॥
শ্রীরামে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে।
দাণ্ডাইলা রঘুনাথ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
অঙ্গ ঝাড়া দিয়ে উঠে অনুজ লক্ষ্মণ।
আনন্দসাগরে মগ্ন যত কপিগণ॥
গরুড়ের পক্ষ-শব্দ যত দূর যায়।
তত দূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায়॥
নাগপাশে মুক্ত হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
একেবারে সব কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বানরের শব্দ, নিশি তৃতীয় প্রহর।
শয্যা হৈতে উঠি বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ প্রাচীরে উঠি চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছে রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রাবণ বলিছে, বাণে বন্ধ নাগপাশ।
নাগপাশে মুক্ত হৈল, লঙ্কার বিনাশ॥
মারিলে না মরে রাম, এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু, মজিল লঙ্কাপুরী॥



● ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও মৃত্যু ●

দৈবের নির্ব্বন্ধ, রাবণ দেখিছে বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাজা ঘন পাড়ে ডাক॥
আজ্ঞামাত্র আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীর।
রাজার চরণে আসি নোয়াইল শির॥



রাবণ বলিছে, তুমি মুখ্য সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥
রাজ-ব্যবহারে তার বাড়ায় সম্মান।
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া-পান ॥
রাজ-আজ্ঞামাত্রে বীর রথে গিয়া চড়ে।
হাতী ঘোড়া ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে-মুড়ে ॥
হাতী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট।
ধূলা উড়াইয়া চলে, নাহি দেখে বাট ॥
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষবীর পরম সুজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি ॥
আউদর-চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী।
রথধ্বজে উড়ি বৈসে শকুনি-গৃধিনী ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার।
কিছুই না মানে বীর বলে মার মার ॥
দুইদলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা-অস্ত্র গাছ আদি করে বরিষণ ॥
রুষিয়া ধূম্রাক্ষ বলে, কোথায় তপস্বী।
উখাড়িয়া মারে কেন [illegible]
ছাড়িয়া সীতার আশা ফিরে যাহ ঘর।
মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর ॥
কপিগণ বলে, বেটা চক্ষু থেকে অন্ধ।
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেক সেতু।
অবতীর্ণ রাক্ষসের বংশনাশ-হেতু ॥
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশ-মুণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
কুপিল ধূম্রাক্ষ-বীর জ্বলন্ত আগুনি।
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি ॥
মুষলের ঘায়ে কারো চূর্ণ করে শির।
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবীর ॥
খাণ্ডাখানা কাহারো মস্তকে তুলি হানে।
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে ॥
হনূমান দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাণ্ডাইল হনূমান ধূম্রাক্ষের আগে ॥

হনূমান বলে বেটা, কি নাম তোমার।
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার ॥
রাক্ষস বলিল, যদি তোরে আমি পাই।
অন্যের কি প্রয়োজন, তোর রক্ত খাই ॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই বীরে যুদ্ধ করে, দোঁহে মহাবলী ॥
হনূমান আনিল পাথর দুইখান।
রথের উপরে ফেলি ডাকে হান হান ॥
রথ-ঘোড়া-সারথি করিল চুরমার।
রথ এড়ি ধূম্রাক্ষ ধাইল আরবার ॥
ধূম্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহা গদা।
আর আশে পাশে বাজে জয়ঘণ্টা সদা ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বগণের ভয় লাগে।
গদা হাতে করি গেল হনূমান-আগে ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনূমান-বুকে।
হনূমানের বুক যেন বজ্র-হেন দেখে ॥
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খান খান।
কোপ করি পাসরে আপনি হনূমান ॥
হনূমান বলে, গদা গেল রসাতল।
এখন আইস, আমি বুঝি তোর বল ॥
এক বজ্র-চাপড় মারিল তার শিরে।
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
হনূমান মহাবীর সংগ্রামেতে শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের দেহ করে চূর ॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ-বীর সমরে দুর্জ্জয়।
সকল বানর ঘোষে রাম জয় জয় ॥
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী।
পলায় সকলে লয়ে নিজ নিজ প্রাণী ॥
ভগ্ন-দূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
ধূম্রাক্ষ পড়িল, বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥



● অকম্পনের যুদ্ধ ও মৃত্যু ●

ধূম্রাক্ষ পড়িল, বার্ত্তা পাইল রাবণ।
অকম্পন বলি ডাক ছাড়ে ঘনে-ঘন ॥
আজ্ঞামাত্র উপনীত অকম্পন বীর।
রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির ॥
রাবণ বলে, হে অকম্পন সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥
বীরমধ্যে বীর তুমি, সকলেতে জানে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে তুমি পার এক দিনে ॥
তোমার সম্মুখে যুঝে, আছে কোন্ জন।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মধুর-বচনে রাজা অকম্পনে তোষে।
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে ॥
সারথি যোগায় রথ বিচিত্র গঠন।
সসৈন্যে সাজিয়া চলে বীর অকম্পন ॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
উখাড়িয়া পড়ে ঘোড়া, যায় মন্দতেজে ॥
অকম্পন নাম তার, কম্পে না কখন।
যাত্রাকালে হস্তপদ কম্পে ঘন ঘন ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার।
মার মার শব্দে গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা-অস্ত্র গাছ-আদি করে বরিষণ ॥
দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার।
রণের ধূলিতে দশদিক্ অন্ধকার ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর।
রাক্ষসে রাক্ষস মারে, বানরে বানর ॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট, ধূলা নাহি উড়ে।
দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে পড়ে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও কুমুদ সেনাপতি।
রণ দেখি তিন বীর এল শীঘ্রগতি ॥
তিন বীর করে আসি বৃক্ষ-বরিষণ।
সম্মুখ-সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন ॥
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে।
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া অকম্পন হাসে ॥
নীলবীর বড় বীর সকলে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পন রনে ॥
নলবীর ক'রেছিল একা সেতুবন্ধ।
অকম্পন-বাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ ॥
শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান ॥
হনুমান বলে, বেটা পলাবি কোথায়।
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥
পাইক মারিয়া বেটা জিনি যাহ রণ।
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ ॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী ॥
আশী কোটি বাণ এড়ে বীর অকম্পন।
বাণে অচেতন হৈল পবননন্দন ॥
সংজ্ঞা লভি উঠে পুনঃ বীর হনুমান।
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া একটান ॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পন-বাণে গাছ হৈল দুইখান ॥
জিনিতে না পারে হনূ, ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে ॥
চুলেতে ধরিয়া তার মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সকল বানর বলে রাম জয় জয় ॥
ভয়দূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥

● বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও মৃত্যু ●

অকম্পন-মৃত্যু শুনি চরের বদনে।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে ॥



হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বহুতর।
যুদ্ধ-বিনা হিত নাহি দেখিল অপর ॥
তবে অগ্রে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে।
কহিতে লাগিল তারে অতি-সমাদরে ॥
বজ্রদংষ্ট্র, তুমি হও সুপণ্ডিত রণে।
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে ॥
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে।
নিজে ইন্দ্র সম্মুখ হইতে নারে ডরে ॥
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে।
পরাজয় করিয়াছি অনায়াসে রণে ॥
অপর কি কব সর্ব্বনাশক শমনে।
তোমার সাহায্যে জিনিয়াছি অযতনে ॥
তুমি সমরেতে যাও সেনানী হইয়া।
সুগ্রীব-লক্ষ্মণ-রামে আইস বধিয়া ॥
এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর।
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণ-গোচর ॥
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে।
আপনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে ॥
বধিব তোমার শত্রু সেই দুই নরে।
সুগ্রীব মারুতি আর মুখ্য কপিবরে ॥
আপনি মঙ্গল-চিন্তা করিয়া আমার।
গৃহে থাকি সীতা ল'য়ে করুন বিহার ॥
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন।
দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন ॥
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে।
বজ্রদংষ্ট্র-বীর যাত্রা করিলেক রণে ॥
করিল বিবিধমতে মঙ্গলাচরণ।
বান্ধিলেক নিজ-অঙ্গে অনেক রক্ষণ ॥
পরিলেক অঙ্গে বর্ম্ম মাথায় টোপর।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ পূরি তীক্ষ্ণশর ॥
আর নানা অস্ত্রশস্ত্র করিলা বন্ধন।
রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ ॥
কিবা তার রথ, অতি মনোহর হয়।
অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয় ॥
তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম।
দ্বিসহস্র সপ্ততি সংখ্যক তুরঙ্গম ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে দুই সহস্র সপ্ততি।
যাইতেছে মদমত্ত হস্তী মন্দগতি ॥
মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্য রথে।
একলক্ষ ধনুর্দ্ধর যায় অগ্রপথে ॥
আর কত ঢালী শূলী তোমরী খর্পরী।
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি ॥
বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী।
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া-হাতী বেরি-বেরি ॥
সেই সব শব্দে লঙ্কা করি দলমাল।
রণে যায় বজ্রদংষ্ট্র, যেন মহাকাল ॥
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল।
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল ॥
মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন।
শিবা সব করিতেছে অশিব-নিঃস্বন ॥
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুজল।
পুনঃ পুনঃ ত্যাগ তারা করে মূত্র-মল ॥
তাহা দেখি বজ্রদংষ্ট্র আশঙ্কিত মনে।
কহিতেছে সৈন্যগণে গর্ব্বিত-বচনে ॥
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন।
অতিনন্দ শুভকর, কহে সর্ব্বজন ॥
আর শুন, কি করিবে এই অমঙ্গলে।
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে ॥
দেখিবি সকলে তোরা বিক্রম আমার।
রাজার সকল শত্রু করিব সংহার ॥
আজি মোর বাণ-হত কপির আমিষে।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে ॥
আমিহ বধিয়া সুগ্রীবাদি কপিগণে।
ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর, বজ্র-হেন দাড়।
চর্ব্বণ করিব আমি তাহাদের হাড় ॥
তোরা সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে।
শত্রুবধ করি শীঘ্র ফিরে যাব ঘরে ॥



এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য-হুহুঙ্কারে।
উপনীত হৈল আসি উত্তরের দ্বারে॥

[নর্ত্তক ছন্দ]

তবে, দেখি তাহারে, সেইত দ্বারে,
প্লবঙ্গমগণ।
তারা, তরুশিখরী, করেতে ধরি,
রহে সুখী মন॥
তাহা, নিরখি তারা, মেঘের ধারা,
হেন বর্ষে বাণ।
তাহে বানরগণে, বিন্ধি সঘনে,
কৈলা খান খান॥
তবে, কুপিত মন, বানরগণ,
বৃক্ষ-শিলা মারি।
করে, কুলিশদন্ত, সেনার অন্ত,
গভীর হাঁকারি॥
তাহে ত্রাসিত মন, কৌণপগণ,
পলায়ন করে।
তাহা দেখি দুরন্ত, বজ্ররদন্ত,
বরিষয়ে শরে॥
তার, বাণের তূণে, ধনুক-গুণে
কর্ণে বারে বারে।
কর, ভ্রমণ করে, কেহ তাহারে,
লক্ষিতে না পারে॥
তার, শর-নিকরে, যত বানরে,
জর্জ্জর করিল।
তাহে, রুধির-ধারে, রণ-ভিতরে,
তটিনী হইল॥
তাহে, প্রাণ ছাড়িয়া, যায় ভাসিয়া,
ভল্ল কপিগণ।
তাহে কাক-শৃগালী, টানিয়া তুলি,
করয়ে ভক্ষণ॥
সেই বজ্ররদন্ত, শরেতে অন্ত,
দেখি আত্মকূলে।
যত বানরবৃন্দ, ত্যজিয়া দ্বন্দ্ব,
ভাগে সিন্ধুকূলে॥
তাহা, করিয়া দৃষ্ট হইয়া রুষ্ট,
কপিচূড়ামণি।
নিজে, চলিলা রণে করি সঘনে,
ঘোর সিংহধ্বনি॥
শুনি, সেইত রব, কৌণপ-সব,
মূর্চ্ছিত হইল।
কত, ঘোটক, করী, ভূমিতে পড়ি,
চীৎকার করিল॥
পরে, তারে দেখিয়া, ত্রাস পাইয়া,
বজ্রদংষ্ট্র-সেনা।
তারা, পলায়ে যায়, পাছে না চায়,
বারণ শুনে না॥
তবে, তাহা নিরখি, মনেতে রোখি,
বজ্রদংষ্ট্র-বীর।
সেই, তপনসুতে, অতি বেগেতে,
বিন্ধে বহু তীর॥
তাহে, কুপিত-মতি, কপিকুল পতি,
চাপট প্রহারে।
তার বাম-ডাহিনে, ঘোটকগণে,
নিলা যমদ্বারে॥
আর, দুই পাশেতে, সারি ক্রমেতে
যত করী ছিল।
মারি, গাছের বাড়ি, যমের বাড়ী,
তাদিগে প্রেরিল॥
পরে, শাল উপাড়ি, ঘূর্ণিত করি,
তপনকুমার।
সেই বজ্রদশন, প্রতি ক্ষেপণ,
কৈলা হুহুঙ্কার॥
সেই, রজনীচর, ছাড়িয়া শর,
শত পরিমাণ।
সেই শাল তরুরে, কাটিয়া পাড়ে,
করি খান খান॥



তাহা নিরখি সূর্য্য- তনয় শৌর্য্য,
করি প্রকাশন।
এক, বৃহৎ শিলা, তুলিয়া নিলা,
পর্ব্বত যেমন ॥
তারে, বজ্রদন্ত, রথের অন্ত,
করিতে ছাড়িল।
সেই, তাহা দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া,
ভূমিতে নামিল ॥
সেই, ঘোর পাষাণে, তাহার যানে,
সুগ্রীব ভাঙ্গিলা।
আর, ঘোটক সাতে, ধ্বজ-সহিতে,
সারথি নাশিলা ॥
পরে, এক তরুরে, ধরিয়া করে,
করিয়া ঘূর্ণিত।
সেই বজ্রদন্ত, সেনার অন্ত,
কৈল রামমিত ॥
তেঁই, গিরির শৃঙ্গ, করিয়া ভঙ্গ,
ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বজ্রদশন বীরে, মারিতে পরে,
হৈল আগুসার ॥
তাহা, নিরখি সেহ, বিকট দেহ,
গদা ঘুরাইয়া।
বীর, তপনসুতে, মারিলা মাথে,
গর্জ্জন করিয়া ॥
কিবা, সুগ্রীব শিরে, ঠেকিয়া ভবে,
সেই গদাদণ্ড।
একি, অশ্রুত কথা, কর্কটী যথা,
হৈল শত খণ্ড ॥
তবে, কপি-ভূপতি, তাহার প্রতি,
সেই গিরিচূড়া।
নিজ, বাহুর জোরে, মারিয়া শিরে,
করিলেন গুঁড়া ॥
তাহে, রুধির-ধার, বদনে তার,
বহে অনিবার।
সেহ, পড়িল ভূমে, দেখিতে যমে,
গেল প্রাণ তার ॥
তবে, বজ্রদশন, পাইল মরণ,
দেখি তার সেনা।
তারা, ত্রাসিত হ'য়ে, যায় পলায়ে,
ফিরিয়া চাহে না ॥
তবে, সমর জিতি, বানর-পতি,
করি সিংহনাদ।
দিল, আপন সখা, নিকটে দেখা,
মনেতে আহ্লাদ ॥
শুনি, তাহার বাণী, শ্রীরঘুমণি,
করি প্রশংসন।
দিলা, বাহু পসারি, হৃদয় ভরি,
তারে আলিঙ্গন ॥

● প্রহস্তের যুদ্ধ ও মৃত্যু ●

এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়।
বজ্রদংষ্ট্র-মৃত্যু-কথা কহিল রাজায় ॥
বজ্রদংষ্ট্র পড়ে রণে, রাবণ চিন্তিত।
বলিয়া প্রহস্ত মামা ডাকিল ত্বরিত ॥
রাবণ বলে, মামা তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিনকোটিবৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর ॥
তুমি আমি কুম্ভকর্ণ আর ইন্দ্রজিৎ।
এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত ॥
বিশেষ অধিক তুমি, জানি চিরদিন।
করিয়া অনেক যুদ্ধ হ'য়েছ প্রবীণ ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড, তাহে জ্ঞান বহু সন্ধি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে আন হাতে-গলে বান্ধি ॥
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হাস।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রণে করিব বিনাশ ॥
আমি আছি, রণে কেন প্রের অন্য জনে।
এখনি ধরিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥



আগে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি সার।
সীতা নাহি দিব, যুদ্ধ করিব অপার ॥
অ-বানর অ-রাম করিব ধরাতল।
দশানন বলে, মামা জানি তব বল ॥
অষ্ট-অঙ্গে পর মামা, রত্ন-অলঙ্কার।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা, সকলি তোমার ॥
রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
চারি বীর অগ্রে যায় হাতে ধরি ধনু।
যজ্ঞধূম মহানাদ কোপন মহাধনু ॥
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে।
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে ॥
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ।
সবারে প্রহস্ত-বীর দিতেছে আশ্বাস ॥
রাম-লক্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ।
শকুনি-গৃধিনী উড়ে ঢাকিল গগন ॥
প্রহস্তের সৈন্যে দশদিক্ অন্ধকার।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব্বদ্বার ॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা-অস্ত্র গাছ-আদি করে বরিষণ ॥
প্রহস্তের সেনাপতি শ্রেষ্ঠ চারি জন।
হাতে ধনু আইল যে করিবারে রণ ॥
যুঝিবার কাজ থাক, দেখি চারি বীর।
ভঙ্গ দিল বানর, সংগ্রামে নহে স্থির ॥
পূর্ব্বদ্বারে দৃঢ়তর হৈল গণ্ডগোল।
তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল ॥
তিনদ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যে অঙ্গদ হনূমান ॥
পূর্ব্বদ্বারে চারি বীর আইল শীঘ্রগতি।
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি ॥
চারি বীর আসি করে বৃক্ষ-বরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ ॥
প্রহস্তের চারি বীর দে'খে দূর হ'তে।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্ব্বাণ-হাতে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনূমান।
চারি বীরের কাড়ি নিল ধনু চারি খান ॥
হাঁটুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া গেল চারিবীর-আগে ॥
কুপিয়া অঙ্গদ-বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
পদাঘাতে মারিল রাক্ষস মহানাদ ॥
মহাহনূ-হনূমানে দোঁহে বাজে রণ।
মহাহনূ চেপে ধরে পবননন্দন ॥
করিয়া পাথালিকোলা ল'য়ে গেল দূর।
কপটে কহিছে হনূ বচন মধুর ॥
তোর নাম মহাহনূ, আমি হনূমান।
মিতালি করিব, নাম মিলিল সমান ॥
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দু'জন ॥
শুনিয়া ত মহাহনূ বলয়ে তরাসে।
মিত্রসনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে ॥
হনূমান বলে কর বাঁচিবার আশ।
তিলেক বিলম্ব নাহি, করিব বিনাশ ॥
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি।
বজ্রমুষ্টি মারিয়া ভাঙ্গি মাথার খুলি ॥
এত বলি হনূমান ক'সে মারে চড়।
ভূমে পড়ি মহাহনূ করে ধড়ফড় ॥
মহাহনূ পড়িল রুষিল যজ্ঞধূম।
প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম ॥
কুপিল মহেন্দ্র-বীর সুষেণনন্দন।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন ॥
এড়িলেক শালগাছ দিয়া হুহুঙ্কার।
রথসহ যজ্ঞধূম হৈল চূরমার ॥
যজ্ঞধূম পড়ে রণে, রুষিল কোপন।
রুষিল দেবেন্দ্র-বীর সুষেণনন্দন ॥
যুড়িল কোপন-বীর তিন শত শর।
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্র-বীরে করিল জর্জ্জর ॥
কুপিয়া দেবেন্দ্র-বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥



দুই হাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর।
গাছ-আদি লৈয়া বীর ধাইল সত্বর॥
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন, শিলা-তরু হানে।
পড়িল রাক্ষস-বীর দুর্জ্জয় কোপনে॥
চারি সেনাপতি পড়ে, প্রহস্ত তা দেখে।
সন্ধান পূরিয়া এল চারি-বীর-আগে॥
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ভাগে, ভাগে হনূমান॥
পূর্ব্বদ্বারখান সেই নীলবীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক সব, নীল তাহা দেখে॥
নীল বলে, প্রহস্ত রে, বাড়িয়াছে আশ।
অবশ্য আজিকে তোরে করিব বিনাশ॥
রুষিয়া প্রহস্ত বলে, ওরে বেটা নীল।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী॥
তিন শত বাণ বীর যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে নীলবীর-বুকে॥
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি॥
আনিয়া যোজন দশ পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথায় মারিয়া কৈল গুঁড়া॥
প্রহস্ত পড়িল রণে, লাগে চমৎকার।
ভগ্নদূত রাবণে জানায় সমাচার॥
প্রহস্ত পড়িল বার্ত্তা, শুন লঙ্কেশ্বর।
রাবণ বলে, কাল হৈল নর ও বানর॥
রাবণ বলিল ধনু ধরিতে যে জানে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি॥

● রাবণের যুদ্ধে গমন ●

রাক্ষস ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ-সংহতি॥
ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্র-আদি যেখানে যে ছিল।
হাতী ঘোড়া সব ঠাট আসিয়া মিলিল॥
যুঝিবার তরে যায় রাজা সে রাবণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে নানা-আভরণ॥
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী।
লেপিলেক মৃগমদ সুগন্ধি কস্তূরী॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল॥
রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্ন মণি মুক্তা সাজাইল তথি॥
কনকে রচিত রথ, মাণিক্যেতে ঢাকা।
রত্নের কলসে সাজে নেতের পতাকা॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ সাজায় সুন্দর।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
খাণ্ডা টাঙ্গি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
নানাজাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
গদা ল'য়ে যায় কেহ কেহ বা কামান।
বিচিত্র নির্ম্মাণ করে ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ॥
হস্তী অশ্ব ঠাট আদি চলে আড়েমুড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী॥
এক লক্ষ দগড়, দুলক্ষ করতাল।
দু'সহস্র ঘন্টা বাজে, মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে, তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণে।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে॥
ঢেমচা খেমচা বাজে, দুই লক্ষ ঢোল্।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ, নিযুত মাদল॥



জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
পাখোয়াজ-আদি বাজে ত্রিভুবনে কম্প॥
বাজিল রাক্ষস-ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি তুম্বুর শিঙ্গা, সংখ্যা করা ভার॥
খঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
তুরী ভেরী রণশিঙ্গা বার লক্ষ বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে দশ লক্ষ কাঁসী॥
টিকারা টঙ্কার আর চৌতাল মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥
তিনকোটি-বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ।
শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ॥
রত্নময় কলসে পতাকা সারি সারি।
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী॥
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
রবি হৈল মন্দতেজ ঢাকিয়া কিরণ।
সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর॥
রাক্ষসের সিংহনাদ, ধনুক টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে যায় করি মার মার॥
মণিময় মুকুট শোভিছে দশমাথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুকবাণ হাতে॥
দশানন রথে থাকি দেখে সৈন্যগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে॥
শত কোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ।
বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন॥
বিভীষণ বলে, রণে এল দশানন।
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়ী ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত রথ বহুরূপ ধরে।
তুষ্ট হ'যে দেবগণ দিল ধনেশ্বরে॥
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ।
আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ॥
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর॥
কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রাম-রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর॥

● বিভীষণ কর্ত্তৃক রাবণসৈন্যের পরিচয় বর্ণন ●

কহিতেছে বিভীষণ, রথে দেখ নারায়ণ,
ছত্রদণ্ড ধরে দেবগণ।
কপালেতে দশ মণি, দীপ্ত যেন দিনমণি,
ওই রাজা লঙ্কার রাবণ॥
হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন,
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী।
কুবুদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্যা কেন আনে,
পরনারী কেন করে চুরি॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লঙ্কেশ্বর,
দেবমায়া না বুঝে রাবণ।
আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম,
মোর হাতে সবংশে মরণ॥
কহে সুমিত্রানন্দন, এই কি রাজা রাবণ,
আর কেবা উহার সংহতি।
হাতে ধনু সুরচিত, ঐ পুত্র ইন্দ্রজিৎ,
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি॥
কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন, কুম্ভকর্ণের নন্দন,
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার।
সারদা-চরণ সেবি, বাল্মীকি যে মহাকবি,
রামায়ণ করিল প্রচার॥

● প্রথম দিনের যুদ্ধে রাবণ ●

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার।
রাম বলে, বিভীষণ, হও আগুসার॥
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ।
কটক চিনায়ে দেয় তুলি ডান হাত॥



রাবণের ধনু ওই রতনে রচিত।
রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিৎ ॥
মেঘ-সম অঙ্গ, তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুই জন ॥
নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, আদি রণে পরাভব।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব ॥
এমন ঐশ্বর্য্য আজ হারায় রাবণ।
তোমার সংগ্রামে না বাঁচিবে কোন জন ॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা যায় বীর-দাপে ॥
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান ॥
ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে।
গর্জ্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে ॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান ॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত, সুগ্রীব রাজা দেখে।
কোপেতে রাবণ বাণ যুড়িল ধনুকে ॥
তিন শত বাণ রাবণ যুড়িল ধনুকে।
গর্জ্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে ॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে ॥
সুগ্রীব হারিল যদি, পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিল রঘুবর ॥
সন্ধান পূরিয়া যান করিবারে রণ।
হেনকালে যোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, তুমি থাক বসে।
আমি মারি দশাননে চক্ষুর নিমিষে ॥
রাম বলে, কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে না কর সাহস ॥
তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনূমান ॥
হনূমান বলে, তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ, আমি মারিব রাবণ ॥
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার।
তবে ত লক্ষ্মণ, তব যুঝিবার ভার ॥
লক্ষ্মণের পদধূলি হনূ ল'য়ে মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম সন্ধানী।
সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনী ॥
দেব-দৈত্য জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হইয়া তোর বধিব জীবন ॥
হের হের মুণ্ড মোর সুমেরুর চূড়া।
হের হের পদ মোর কৈলাসের গোড়া ॥
হের হের হস্ত মোর পর্ব্বতের সার।
হাতের অঙ্গুলি হের সর্পের আকার ॥
হের হের নখ মোর বজ্রের সোসর।
এক চড়ে পাঠাইব তোরে যমঘর ॥
রাবণ বলে, তোরে পেলে অন্যে নাহি কথা।
পড়িলি আমার হাতে, যাবি আর কোথা ॥
হনূ বলে, তোরে কি মারিব এইক্ষণে।
পূর্ব্বে মারিয়াছি বেটা, ভেবে দেখ্ মনে ॥
সে-অক্ষ-কুমারে মারি পোড়ালাম শোকে।
সে-শোক রাবণ, তোর বিন্ধিয়াছে বুকে ॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনূমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান ॥
রাবণ চাপড় খেয়ে হৈল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ ॥
সংবিৎ পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনূমানে কহিছে উত্তর ॥
রাবণ বলে বানরা তুই বড় বীর।
তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর ॥
হনূমান বলে, মোর কিসের বাখান।
মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ ॥
তোরে মারিলাম বেটা, উঠি তোর রথে।
হারি সিদ্ধ হ'লো তোর সবার সাক্ষাতে ॥



আপনা পাসরে কোপে রাজা সে রাবণ।
হনূরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন ॥
হনূমান বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
রথ হৈতে পড়ি হনূ করে ধড়ফড় ॥
ভূমে পড়ি হনূমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনূমানে ছাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নীলে ॥
সংবিত পাইয়া উঠে বীর হনূমান।
ডাকিয়া রাবণে বলে, হও সাবধান ॥
রাক্ষস রাবণ, তোর এই বীরপণা।
মোর সনে যুদ্ধ ক'রে অন্যে দাও হানা ॥
হনূমান যত বলে রাবণ না শুনে।
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর ॥
আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি।
কেমনে জিনিব রণ, করেন যুকতি ॥
দীর্ঘাকার নীল বীর, যেমন দেউল।
মায়া করি নীল বীর হইল নেউল ॥
নেউল-প্রমাণ বীর হইল মাযাতে।
এক লাফে পড়ে গিযা রাবণের রথে ॥
রাবণের রথে চড়ে, নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁফর ॥
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ যোড়ে।
লম্ফ দিয়া নীল গিযা রথধ্বজ ধরে ॥
তুলিয়া রাবণ মাথা উপরে নেহালে।
নীলবীর পড়ে তার ধনুকের হুলে ॥
নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল।
লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল ॥
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ।
মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ ॥
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি।
মুকুট উপরে ভ্রমে ফিরি ঘুরি ঘুরি ॥
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফাঁকি।
ঘনপাকে ঘুরে যেন নাচনিয়া পাখী ॥

কুড়ি চক্ষে চায়, তবু না দেখে রাবণ।
দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পায় দরশন ॥
ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে।
ধরি ধরি মনে করে, স্থানান্তরে আসে ॥
নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান।
নেউল-প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে-স্থান ॥
কুপিল সে নীলবীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট-উপর ॥
ভাগ্যবলে রাবণের রহে দশ শির।
বহুমতে রাবণেরে করিল অস্থির ॥
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব ॥
রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে।
মুখ ব'য়ে পড়ে মূত্র সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে ॥
প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে।
আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া গেল স্রোতে ॥
দেখিয়া তা দেবগণ দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণরাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে।
দেখিতে না পায, বাণ মারিবে কেমনে ॥
একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে।
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে ॥
দেখিল মুকুট হ'তে রথে যেতে ছায়া।
সন্ধান পূরিয়া তার দূর করে মায়া ॥
বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে ॥
নীলবীর হনূমান হইলে বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক ॥
লক্ষ্মণ বলেন, তোর বুঝি বীরপণ।
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ ॥
লক্ষ্মণের কথাতে রাবণ রাজা হাসে।
পলারে তপস্বী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে ॥
এত বলি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী ॥



দুই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ গেল বাণ সব, চিন্তিত রাবণ।
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তিন শত বাণ মারে যুড়িয়া ধনুকে।
ফুটে তিন শত বাণ লক্ষ্মণের বুকে॥
বুকে ফুটি বাণের যে বিন্ধি রহে ফলা।
লক্ষ্মণের অঙ্গে যেন রক্তপদ্মমালা॥
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি।
খসি পড়ে লক্ষ্মণের ধনুকের মুষ্টি॥
সংবরিয়া লক্ষ্মণ সুস্থির কৈল বুক।
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক॥
কাটা গেল ধনুক বানরগণ হাসে।
আর ধনু লয়, সেই চক্ষুর নিমিষে॥
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ।
রাবণের বাণে আচ্ছাদিল যে গগন॥
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চাড়া।
কাটিলেন রাবণ-রথের অষ্টঘোড়া॥
ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
পড়িল সারথি অশ্ব, দেবগণ হাসে।
আর রথ যোগাইল চক্ষুর নিমিষে॥
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।
তিনশত বাণ তবে একেবারে যোড়ে॥
দেখিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ।
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ॥
লক্ষ্মণ রাবণ করে বাণ-বরিষণ।
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ॥
দুইজনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা।
প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা॥
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল॥
অরুণ বরুণ বাণ, বাণ খরশাণ।
অগ্নিবাণ, যমবাণ যমের সমান॥
সূচীমুখ শিলীমুখ বাণ বিরোচন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোর-দরশন॥
কালদন্ত ঐষিক ও দীর্ঘ-কর্ণিকার।
ক্ষুরপার্শ্ব শেলান্তক অতি তীক্ষ্ণধার॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট দর্শন।
অর্দ্ধচন্দ্র চক্রবাণ সাক্ষাৎ শমন॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
দশদিক, জল, স্থল হৈল অন্ধকার॥
লক্ষ্মণ বরিষে বাণ, তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে॥
আর যে পঞ্চাশ বাণে পূরিল সন্ধান।
রাবণের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে॥
রাবণ পড়িয়া মন্ত্র শেলপাট এড়ে।
যমের দোসর শেল দেখি প্রাণ উড়ে॥
শেলপাট এড়িলেন দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালেতে লাগে চমৎকার॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে।
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভস্ম হ'য়ে উড়ে॥
রোখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে।
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ-উপরে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে।
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে॥
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হ'য়ে অচেতন।
কুড়িহস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ॥
রথে তুলি লঙ্কার ভিতরে লৈতে চায়।
শত-মেরু-ভার হৈল লক্ষ্মণের কায॥
কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি।
নাড়িতে লক্ষ্মণ-বীরে নহিল শকতি॥
হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন।
জটিল তপস্বী বেটা ভারী কি এমন॥
তুলিলাম হিমালয় পর্ব্বত মন্দার।
তা হ'তে অধিক কি মনুষ্য বেটা ভার॥

কৈলাস পর্ব্বত তুলিলাম বাম হাতে।
কুড়িহস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে ॥
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে, হৈল অপমান।
দূর হ'তে দেখে তাহা বীর হনূমান ॥
রাবণের গালেতে মারল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড় ॥
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে।
ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা পড়ে গিয়া রথে ॥
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনূমানে।
করিয়া পাথালিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে ॥
বৈরীস্পর্শে হ'য়েছিল পর্ব্বতের ভার।
সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার ॥
লক্ষ্মণে রাখিল ল'য়ে শ্রীরামের পাশে।
যেখানে শ্রীরাম রাম চক্ষুর নিমিষে ॥

● শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের প্রথম যুদ্ধ ●

রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ব্বাণ-হাতে ॥
রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনূমান ॥
রথে চড়ে যুঝিবে সে শ্রম নাহি জানে।
ভূমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে ॥
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ।
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ি মারহ রাবণ ॥
হনূমান-পৃষ্ঠে তবে চড়ে রঘুবর।
ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর ॥
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ।
যত দুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ ॥
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
দশমুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর যত দেবে।
প'ড়েছ আমার হাতে কে আর রাখিবে ॥

রামের বচনে রাজা না করে উত্তর।
হনূমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর ॥
মারে অক্ষকুমারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী।
বদ্ধ আছে ঘরপোড়া, এই বেলা মারি ॥
বন্দী হইয়াছে বেটা, পৃষ্ঠে লয়ে রাম।
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম ॥
নিজ বুদ্ধে বাধা গেছে আপনা আপনি।
নড়িতে চড়িতে নারে, এই বেলা হানি ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর।
বাণে বিন্ধি হনূমানে করিল জর্জ্জর ॥
বুঝিতে না পারে হনূ পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম।
বাণ ফুটে হনূর ছুটিল কালঘাম ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনূর বুকেতে।
ক্রোধে হনূমান বীর লাগিল ফুলিতে ॥
দশ যোজন দেহ কৈল আড়ে পরিসর।
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর ॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
হনূমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥
হনূর সে লেজ দেখি রাবণের ভয়।
বাণের মতন পাছে লেজে বাঁধি লয় ॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
কাটিল রাবণ বাণ পরম সন্ধানী ॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাবণের বুকে ॥
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন।
ক্ষণেকে সংবিৎ পায় রাজা সে রাবণ ॥
ডাক দিয়া রাম বলে, শুনরে রাবণ।
মোর বাণ খেয়ে তুই হ'লি অচেতন ॥
আজি না মারিয়া তোরে ছিন্ন করি কেশ।
লৌকিকতা ল'যে যাহ যেমন সন্দেশ ॥
রঘুবংশে জন্ম মোর, রাম নাম ধরি।
দিনেকের রণে আমি বৈরী নাহি মারি ॥
আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতিবন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে ॥



এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডভণ্ড।
বিভীষণ-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
সভাখণ্ড সহিত রামের কথা শুনে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম পূরেণ সন্ধানে ॥
বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন ছুটে।
দশ মাথার মুকুট এক বাণে কাটে ॥
কাটা গেল মুকুট, খসিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল দশানন, নাহি পায় লাগ ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন ॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বরে সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি ॥
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ ॥
কৃত্তিবাস-কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ ॥

● কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ●

ভঙ্গ দিয়া গেল রাজা পেয়ে অপমান।
পাত্রমিত্র ল'য়ে বৈসে করিয়া দেয়ান ॥
সেনানী ছত্রিশ কোটি চৌদিকে বেষ্টন।
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ ॥
রাবণ বলে, বুঝিনু দেবতার ফন্দি।
এত দিনে গড়াইল, যা বলিল নন্দী ॥
কুবের জিনিয়া আসি কৈলাস-শিখরে।
নন্দী দাঁড়াইয়াছিল শিবের দুয়ারে ॥
শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার।
বিস্তর কহিনু, নন্দী না ছাড়িল দ্বার ॥
বিকৃত বানরমুখ নন্দী যে দুয়ারী।
মুখপানে চাহি তারে দিই টিট্‌কারী ॥
নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ।
সেই শাপে পাই আমি এত মনস্তাপ ॥
নন্দী কহিলেক, আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর ॥
কপি-মুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ ॥
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে।
পরাজয় করিলেক বনের বানরে ॥
ক'রেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষ রক্ষঃ দেবতা গন্ধর্ব্বে নাহি ভয় ॥
সবারে জিনিব রণে মাগি লই বর।
সবে মাত্র বাকি ছিল নর ও বানর ॥
ভেবেছিনু ভক্ষ্যমধ্যে এরা দুই জন।
কে জানে বানর নর দুর্জ্জয় এমন ॥
পুনঃ ব্রহ্মা বর দিল অনুকূল হ'য়ে।
কাটা মুণ্ড যোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্বে তোর নাহি ডর।
সবংশে মারিবে তোরে নর ও বানর ॥
ব্রহ্মার বচন ইহা কভু নহে আন।
এতদিনে পাইলাম বড় অপমান ॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হ'য়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ, জাগিবেক কবে।
বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে ॥
যায় অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ-ভোগে।
ছয় মাস নিদ্রা যায়, এক দিন জাগে ॥
পাঁচ মাস গত নিদ্রা একমাস আছে।
আজি লঙ্কা মজিলে সে কি করিবে পাছে ॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন ॥
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রক্ষঃ চলে কুম্ভকর্ণ-ঘর ॥



ভক্ষ্যদ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার॥
পালে পালে মহিষ-হরিণ আনে কত।
ছাগল গাড়ল নাহি হয় পরিমিত॥
সোনার নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিচিত্র বহুতর॥
সারি সারি সোনার কলস সব সাজে।
নেতের পতাকা উড়ে, জয়ঘণ্টা বাজে॥
ত্রিশ যোজন ঘরটি দীর্ঘ-নিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন॥
চারি ক্রোশ যুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়।
দীর্ঘেতে যোজন-অষ্ট দৃষ্ট নাহি হয়॥
চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি।
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোভিছে সারি সারি॥
রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন।
নাকের নিঃশ্বাস যেন প্রলয় পবন॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিঃশ্বাসে॥
টানিয়া নিঃশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর॥
যে-সব রাক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ॥
মদ্য তোলে সাত তাল বৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ॥
অঙ্গ ভঙ্গে অলসে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই॥
কিরূপে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ॥
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ, কর্ণ নাহি নড়ে॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধি শীতল আরো নিদ্রা যায় সুখে॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁক।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥

শাঁখ-নাক-গর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হ'য়ে রহে স্তব্ধ॥
পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর॥
তিলার্দ্ধও নাসারন্ধ্রে রহিতে না পারে।
নিঃশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ্ দিগন্তরে॥
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায়, কিছু নাহি জানে॥
রাবণ-গোচরে বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে॥
রাজভ্রাতা বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ ও প্রস্তর॥
মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে, শেল-শূল ফোঁড়ে॥
কেহ কামড়ায়, কেহ চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায়, কিছুই না জানে॥
মার খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে, মৈল কুম্ভকর্ণ॥
মহোদর বলে, এক যুক্তি মনে গণি।
লঙ্কার ভিতর হৈতে আনহ কামিনী॥
শোয়াও সে সবাকারে কুম্ভকর্ণ-পাশে।
আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে॥
এত শুনি সব বীর ধাইল সত্বর।
বিদ্যাধরী-তুল্যা নারী আনিল বিস্তর॥
তাহারা শুইল কুম্ভকর্ণের আসনে।
সর্ব্বাঙ্গ লেপন তার করিল চন্দনে॥
তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন।
অতি-সুশীতল লাগে কন্যা-পরশন॥
একে কুম্ভকর্ণ, তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া।
পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ-মোড়া দিয়া॥
নাকের নিঃশ্বাস হেন প্রলয়ের ঝড়।
ভয় পেয়ে কন্যা-সব উঠি দিল রড়॥
মহোদর বলে, এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা-মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি॥



জাগাইতে না পারিবে এ-সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্যমাংস-গন্ধে ॥
অনন্ত বাসুকী যেন তুলিলেক হাই।
চন্দ্র-সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই ॥
ঘূর্ণিত-লোচন বীর উঠে বৈসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে ॥
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে ॥
অকালে জাগালি মোরে, ছোট নহে কাজ।
কোন্ বেটা লঙ্ঘিল রাবণ মহারাজ ॥
ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ জাগিলেন, শুন লঙ্কেশ্বর ॥
ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ।
কুম্ভকর্ণে জানাইল রাবণ-সংবাদ ॥
শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি ॥
মদ্যপান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো-তের-শত পশু খায় একেবারে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগাও মোরে যাহার কারণে ॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায়, না ভাবে ভাবনা ॥
ইন্দ্রের আছুক কাজ, যম যদি আসে।
যম হ'য়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
যোড়হাতে কহে কুম্ভকর্ণ-বিদ্যমান ॥
দেবে কোপ না কর নির্দ্দোষী পুরন্দর।
প্রমাদ পাড়িল এত নর ও বানর ॥
সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটী-বনে।
অগ্রে তার নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণে ॥
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে।
সাগর ডিঙ্গায়ে হনু লঙ্কাপুরে আসে ॥

লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনুমান।
তুমি থাকিতে লঙ্কার এত অপমান ॥
প্রমাদ করিছে নর-বানরে আসিয়ে।
রাজা-প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, আগে জিনে আসি রণ।
তবেত ভেটিব গিয়া ভাই দশানন ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ চলে রণমুখে।
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥
রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা।
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না করি মন্ত্রণা ॥
রাত্রিকালে কুম্ভকর্ণ আরো খেতে চায়।
রাজভোগ্য দ্রব্য আনি রাক্ষসে যোগায় ॥
বহু দিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উজাড়িল সাত শত হাঁড়ি ॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি, কি কব ব্যাখ্যান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥
মহারক্ত কত খায়, সংখ্যা নাহি হয়।
গালে গালে শূকর মনুষ্য কুড়ি ছয় ॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর।
মেঘ হইতে সূর্য্য যেন হইল বাহির ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর।
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
চলে যায় পথে যেন সুমেরু-সমান।
দেখিয়া ত বানরের উড়িল পরাণ ॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
বিভীষণ-আশ্বাসে রহে কপিগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥
এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া ত দুর্জ্জয় শরীর ॥
না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার।
ইহার সংগ্রামে কার নাহিক নিস্তার ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাম রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥



ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে।
কুম্ভকর্ণ-বীর যুঝে আপনার তেজে॥
গদা হাতে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ।
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন॥
কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে।
সূতিকা ঘরের নারী সব ধরি গিলে॥
ইন্দ্র-বিদ্যাধরী-আদি বিস্তর রূপসী।
ধ'রে ধ'রে খাইল অনেক মুনি ঋষি॥
কোপ করি পুরন্দর বজ্র-অস্ত্র হানে।
বজ্র-অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে॥
ঐরাবত-দন্ত উপাড়িয়া এক টানে।
সেই দন্ত প্রহারিল সহস্রলোচনে॥
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী-উপর।
অমর বলিয়া শুধু বাঁচে পুরন্দর॥
কুম্ভকর্ণ-কথা শুন রাজীবলোচন।
গোকর্ণপুরেতে তপ করি তিন জন॥
ব্রহ্মা বর দিলা তবে ভাই তিন জনে।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে॥
ব্রহ্মা বলে, ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ।
নর-বানরের হাতে সবংশে নিধন॥
তুষ্ট হ'য়ে আমারে বিধাতা দিল বর।
সেই বরে আমি দেখ হ'য়েছি অমর॥
বর দিতে গেল ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণ-স্থানে।
ইন্দ্র-আদি দেবতার উড়িল পরাণ॥
বিনা-বরে কুম্ভকর্ণে দেখি লাগে ডর।
সৃষ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার পেলে বর॥
যতেক দেবতাগণ হ'য়ে একমতি।
যুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী॥
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর।
ব্রহ্মা বলে, কুম্ভকর্ণ চাহ কোন্ বর॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ব্রহ্মা নাহি চাহি আন।
চিরকাল নিদ্রা যাই করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর চাহিলে যেমন।
দিবা-নিশি নিদ্রা যাহ হ'যে অচেতন॥

বর শুনি শোকাকুল হইল রাবণ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ॥
রাবণ বলিল, সৃষ্টি সৃজিলে আপনি।
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি॥
তোমার বচন প্রভু, না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু, করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর শুনহ রাবণ।
ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল, অদ্ভুত আহার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে-দিন সংহার॥
এত বলি চতুর্ম্মুখ করিল গমন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় হইল অচেতন॥
স্কন্ধে করি নিবাসে আইনু দুই ভাই।
কুম্ভকর্ণ-কথা এই শুনহ গোসাঁই॥
কাচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হ'যেছে উহার।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার॥
শুনি হরষিত হৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কুম্ভকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠি করে কোলাকুলি॥
কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ।
বসিতে দিলেন রাজা রত্ন-সিংহাসন॥
কুম্ভকর্ণ বলে, তব কারে এত ডর।
আজ্ঞা কর কাহারে পাঠাব যমঘর॥
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর।
কতবার জিনিয়াছি যম-পুরন্দর॥
সাগর শুষিব আজি, খাইব আগুনি।
শূলে খান খান করি কাটিব মেদিনী॥
চন্দ্র সূর্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে।
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খরস্রোতে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবন-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন।
নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি-কারণ॥



রাজা বলে নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ ॥
তিন সহোদর মোরা, ভগ্নী মাত্র একা।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা ॥
বিধবা হইয়া ভগ্নী কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর ॥
শিবের সাধনা-হেতু রহে স্থানান্তরে।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে ॥
সঙ্গে দিনু দুই ভাই খর ও দূষণ।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস তাহার ভিড়ন ॥
এইরূপে সূর্পণখা কিছুদিন থাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই, কি কব তোমাকে ॥
রাজা দশরথ ছিল অযোধ্যায় ধাম।
চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ॥
ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল তাহারে।
দুর্ভাগার পুত্র বলি দিল দূর ক'রে ॥
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্য্যা সে রূপসী ॥
কুড়ে বাঁধি ছিল বেটা পঞ্চবটী-বনে।
সূর্পণখা গিয়েছিল পুষ্প-অন্বেষণে ॥
সূর্পণখার নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর ও দূষণ ॥
যুদ্ধ করি রামচন্দ্র মারে সর্ব্বজনে।
ভগ্নী আসি কান্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥
সূর্পণখা-পরিতাপ সহিতে না পারি।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী ॥
বুঝিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে।
মিতালী করিল গিয়া বানরের সঙ্গে ॥
সুগ্রীব বালীর ভাই কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে।
কটক সঞ্চয় কৈল সেবা করি তাকে ॥
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে।
বুড়া এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে ॥
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর।
বৃক্ষ-প্রস্তরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর ॥

সেই বাঁধ ব'য়ে ব'য়ে এসেছে অপার।
ঘিরেছে কনক লঙ্কা চারিটা দুয়ার ॥
ব'সেছে পশ্চিম দ্বারে সে-রাম-লক্ষ্মণ।
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন ॥
বড়ই দুষ্কর নর বানরের রণ।
বিপদে পড়িয়া তোমা ক'রেছি চেতন ॥
কুম্ভকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন ॥
যদি রাম লক্ষ্মণ সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর ॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তাঁরে, না ভাবিহ মনে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্যরূপ দেব নারায়ণ ॥
রাবণ বলে, রাম যদি দেব নারায়ণ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হইবে তপস্বী।
রাবণ বলে কেন নাহি হয় তীর্থবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে রাজ-বেটা।
রাবণ বলে কেন সে মাথায় ধরে জটা ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হৈতে পারে।
রাবণ বলে কেন তবে যজ্ঞসূত্র ধরে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী।
রাবণ বলে, তবে কেন সঙ্গে তার নারী ॥
রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী।
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী ॥
দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটী মূলে।
সেখানে পাকাল জটা আঠা মেখে চুলে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
শঙ্কাতে আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
মনুষ্য হইয়া বেটার এত অহঙ্কার।
বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার ॥
বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা।
সমস্ত বানর ল'য়ে রামের মন্ত্রণা ॥



আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির॥
রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
যোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে॥
এত দিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে।
বৃক্ষ-প্রস্তরেতে বান্ধে নর ও বানরে॥
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ॥
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
আমা-সনে দ্বন্দ্ব করি গেল রাম-স্থান॥
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে।
মনুষ্যের হিত চিন্তি জ্ঞাতি-হিংসা করে॥
অরুণ-বরুণ-যমে শঙ্কা নাহি করি।
সীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী॥
অন্য হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর।
সেই বেটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর॥
বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে।
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে॥
লঙ্কাপুরী রাখহ আমার কর হিত।
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত॥

● কুম্ভকর্ণের মন্ত্রণা ও যুদ্ধযাত্রা ●

কুম্ভকর্ণ বলে, কিবা করেছ মন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা॥
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা।
তবে আর সাগর বান্ধিত কোন্ জনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী ল'য়ে তোমার মন্ত্রণা॥
আপনারে বড় দেখ বসি লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এ স্বর্ণলঙ্কা বনের বানরে॥
বালী হৈতে সুগ্রীব যে নহে পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥
পাইল অর্দ্ধেক রাজ্য মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমান সুগ্রীব বানরা॥
এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
কুড়িচক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন॥
কনিষ্ঠ নহিস্ যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিস্ সভার ভিতর॥
কহিলে যে ভালমন্দ অনেক কাহিনী।
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ভাই না বল বিস্তর।
বিপদ-সময়ে নীতি কহে সহোদর॥
আমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা।
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা॥
শ্রীরামের মাথা কাটি তোমা দিব ডালি।
সীতা ল'য়ে চিরদিন সুখে কর কেলি॥
আগে লঙ্কা অ-রামা ও অ-বানরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী॥
বধিব কুমুদ-আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥
হনূমানে মারি আজি লঙ্কাপুরী-বৈরী।
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥
চলিল সে-কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে।
ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে॥
মহোদর বলে, ভাই, করি নিবেদন।
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥
কুম্ভকর্ণ বলে, কি কহিস্ মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ ব'সে যমের দোসর॥



চারিদ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ।
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন ॥
মহোদর-কুম্ভকর্ণ কথা দুই জনে।
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে ॥
সংগ্রামের সাজে রাজা সাজায় আপনি।
পরায় মণির পাগ থরে থরে মণি ॥
কুম্ভকর্ণ সাজিছে রাক্ষস পুলকিত।
চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত ॥
কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরী।
কুম্ভকর্ণ-অঙ্গুলে পরায় যত্ন করি ॥
কতমত যতনে পরায় তোড়-তাড়।
মাথার মুকুট যেন মৈনাক-পাহাড় ॥
স্থানে স্থানে মরকত-শোভা কত তার।
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
রবি-শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল ॥
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে যোড়ে।
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে ॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নব জলধর ॥
আকাশের চন্দ্র খসে বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয়, কাঁপে বসুমতী ॥
আকাশে অমর কাঁপে সাগর উথলে।
গড়ের বাহির হ'যে যুঝিবারে চলে ॥
কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জ্জন গভীর ॥
বড় বড় বানরের বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প ॥
ভয়ে শুকাইল মুখ, কাঁপিল অন্তর।
ফেলিয়া পাথর-গাছ পলায় বানর ॥
চুল নাহি বান্ধে কেহ, না পরে কাপড়।
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড় ॥
বানরের ভঙ্গ-রবে কর্ণে লাগে তালি।
শত কোটি বানরে পলায় শতবলী ॥
হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ।
আশী কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ ॥
মলয়-গিরির কপি বর্ণ যেন গেরী।
ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী ॥
পলাল গবাক্ষ গয় ভাই দুই জন।
বানর পঞ্চাশ কোটি দোঁহার ভিড়ন ॥
ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশী কোটি বানরে পলায় হনূমান ॥
পলায় সুষেণবৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি-বৃন্দ ঠাট যাহার প্রচুর ॥

● কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ●

পলায় বানর ঠাট কেহ নাহি তিষ্ঠে।
কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদৃষ্টে ॥
অঙ্গদ বলে, কপিগণ ভঙ্গ কি-কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন ॥
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে ॥
যত যুদ্ধ করিলে সে-সব নাহি গণি।
আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলি মানি ॥
দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার।
রাক্ষসের রণে কেন হাসাবি সংসার ॥
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালীর নন্দন ॥
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া গাছ-পাথর বরিষে ॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ, হাতে ধরি শূল।
বানর-কটক বিন্ধি করিল নির্ম্মূল ॥
বড় বড় বীরগণে শূলে বিন্ধি পাড়ে।
তৃণগণ যেমন অনলে পড়ি পুড়ে ॥
পর্ব্বত তুলিয়া মারে বানর-কটকে।
কুম্ভকর্ণ অঙ্গে যেন তৃণ-হেন ঠেকে ॥



কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই হাতে ধ'রে ধ'রে গিলিছে বানর॥
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে।
কুম্ভকর্ণ-রণ কেহ সহিতে না পারে॥
কুপিল যে নীলবীর কটকে প্রধান।
শালগাছ আনিলেক দিয়া এক টান॥
শালগাছ আনে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
কুম্ভকর্ণ-গায়ে ঠেকে হ'য়ে গেল গুঁড়া॥
কুম্ভকর্ণ রণ কেহ সহিতে না পারে।
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম-ভিতরে॥
সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি।
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি॥
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদন।
নীলের সহিত মিলি হৈল পঞ্চজন॥
পাঁচবীর গাছ আর পর্ব্বত উপাড়ি।
কুম্ভকর্ণ-বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
বানরের গাছ-পাথর কিছুই না গণে।
হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চজনে॥
রহ রহ বলি বীর বানরেরে বলে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে॥
কোলের চাপনে কপি হৈল অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে, শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
চাপড়ের ঘায়ে মূর্চ্ছে নীল সেনাপতি।
পদাঘাতে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধৃপতি॥
শরভঙ্গ গন্ধমাদন পড়ে দুই জন।
পঞ্চজনা ভূমে পড়ি হয় অচেতন॥
প্রথম সমরে যদি পঞ্চজন পড়ে।
অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে॥
মার মার শব্দে কপি ধায় উভরড়ে।
কেহ স্কন্ধে চড়ে, কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে॥
কেহ পৃষ্ঠে উঠে, কেহ কীল মারে ঘাড়ে।
কার সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণ-মধ্যে পাড়ে॥
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।
মুখ সংবরিতে নারে, রক্ত পড়ে স্রোতে॥

সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ তাহে ল'য়ে পূরে॥
নাক-কাণের পথ যেন ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া কপি সব বেরয় অপার॥
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে।
মূর্চ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে॥
হাতে গদা কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর॥
শতবলী ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
হনুমান বুকেতে মারিল গদাবাড়ি॥
গদা খেয়ে হনুমান উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া গাছ-পাথর বরিষে॥
ঘন ঘন বর্ষে যেন মহাশব্দ শুনি।
কুম্ভকর্ণ-গদা ভাঙ্গি কৈল খানি খানি॥
গদা গেল কুম্ভকর্ণ লাগিল ভাবিতে।
লাফ দিয়া হনুমান ধরিল ত্বরিতে॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়ফড়॥
ভূমিতে পড়িল যদি পবন-নন্দন।
রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ॥
বড় বড় বীর যায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখি কেহ স্থির নহে মনে॥



● সুগ্রীব কর্তৃক কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণছেদন ●

বড় বড় বানর ধরিয়া সব গিলে।
আপনি সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে॥
শালবৃক্ষ উপাড়িল পবনের বেগে।
গাছহাতে দাণ্ডাইল কুম্ভকর্ণ-আগে॥
বড় বড় কপি মারিলি বাছের বাছ।
মোর ঘা সহ রে বেটা, মারি শালগাছ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, আমি বিধাতার নাতি।
এড় দেখি শালবৃক্ষ, বুঝি রে শকতি॥



এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্ব্বত-প্রমাণ।
কুম্ভকর্ণ-গায়ে ঠেকি হৈল খান খান ॥
ছিছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিট্‌কারি।
এই মুখে খাবি বেটা কিষ্কিন্ধ্যানগরী ॥
ভাল ছিল বালিরাজা বীরমধ্যে গণি।
কোন্ মুখে রাখিবি তাহার রাজধানী ॥
দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জাঠা গাছ বয়।
সেই জাঠা কুম্ভকর্ণ হাতে তুলি লয় ॥
আশী কোটি মণ লৌহ জাঠার গঠন।
দশ হাজার হাত জাঠা দৈর্ঘ্যে নিরূপণ ॥
কুম্ভকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত-পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
দেখিয়া সুগ্রীব বীর না ভাবে মনেতে।
সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বামহাতে ॥
ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে আপনা ॥
কুম্ভকর্ণ কোপেতে পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে আনিল পর্ব্বত একখান ॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা বিপরীত কোপে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে ॥
ঘিরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে।
সুগ্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে ॥
লঙ্কার ভিতরে শীঘ্র যায় মহাবলী।
সুগ্রীবেরে লযে দশাননে দিতে ডালি ॥
প্রথম মহলে যায় করে ঠেলাঠেলি।
দ্বিতীয় মহলে যায় পড়ে হুলাহুলি ॥
তৃতীয় মহলে যায় পরম হরিষে।
সুগ্রীব রাজারে দেখি নারীগণ হাসে ॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবেরে ল'য়ে যায় বেন্ধে।
সকল বানরগণ মাথে হাত কান্দে ॥
মহাবীর হনুমান কটকের সার।
মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার ॥
কুম্ভকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে।
রাজা উদ্ধারিলে তবে প্রীতি পাই মনে ॥
এতেক বলিয়া বীর যুঝিবারে যান।
বাহড় বাহড় বলি ডাকে জাম্বুবান ॥
যত দিন জীবে রাজা, ক্ষোভ রবে মনে।
ভাল যাবে, মন্দ রবে, কি কাজ এ রণে ॥
সেবক হইতে রাজা পাবে অব্যাহতি।
চিরকাল সুগ্রীবের ঘুষিবে অখ্যাতি ॥
রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত।
কুম্ভকর্ণ হস্ত হৈতে আসিবে নিশ্চিত ॥
জাম্বুবান-বাক্যে বীর নাহি দিলা হানা।
উলটিয়া রহে গিয়া আপনার থানা ॥
কুম্ভকর্ণ-কোলে রাজা পাইল সংবিৎ।
চারিদিকে লঙ্কার দেখিছে নৃত্য গীত ॥
চারিদিকে নিশাচর না দেখে বানর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ॥
মহাবল সুগ্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
মনে মনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি ॥
কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছিঁড়ে নাক।
ভয়ে কুম্ভকর্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক ॥
দুই পার্শ্ব চিরে ফেলে দুপায়ের ভরে।
পঞ্চ অঙ্গে কুম্ভকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে ॥
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে সুগ্রীবেরে।
আছাড়িয়া ফেলি দিল ধরণী উপরে ॥
দশনে নাসিকা নিল, কর্ণ নিল করে।
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে ॥
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর।
প্রবেশ করিল গিয়া কটক-ভিতর ॥
কটকেতে পশিয়া সুগ্রীব মহাবলী।
কুম্ভকর্ণ নাক-কাণ রামে দিল ডালি ॥
সেই নাক-কাণের কি কহিব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥





● শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু ●

নাক কাণ নাহি কুম্ভকর্ণ পায় লাজ।
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ ॥
এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানর বেটা ক'রে গেল বোঁচা ॥
নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমিষে।
বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে ॥
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ মহাকোপে জ্বলে।
বড় বড় কপিগণ ধ'রে ধ'য়ে গিলে ॥
নাসিকা-কর্ণের পথ বিষম বিস্তার।
তাহা দিয়া কপিগণ বেরয় অপার ॥
একে কুম্ভকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর।
কর্ণ-নাসা গেছে, আরো হ'য়েছে দুষ্কর ॥
কোপদৃষ্টে কুম্ভকর্ণ যেই দিকে চায়।
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় ॥
বোঁচা এল বলি ছুটে সকল বানর।
দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণ-গোচর ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আগুসার।
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ হাসে একবার ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, বেটা, তোরে চাহে কে।
তোর ভাই রামা বেটা, তারে ডেকে দে ॥
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এত দিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ ॥
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান।
যত শক্তি আছে বেটা, তত শক্তি হান ॥
তোরে মেরে কাটি রাবণের দশ-মুণ্ড।
বিভীষণ-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
শ্রীরামের কথা শুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি ক'রেছ বেটা ফিরে যাবে দেশে ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥
কুম্ভকর্ণ-ভরে লঙ্কা করে টলমল।
স্বর্গ-মর্ত্ত কাঁপিল কাঁপিল রসাতল ॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মালসাট দিয়া বীর রঘুনাথে বলে ॥
খর-দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ।
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ ॥
বালীরাজা নহি আমি কোমল শরীর।
বজ্রসম অঙ্গ, আমি কুম্ভকর্ণ বীর ॥
সেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে।
সেই সকল বাণ এবে তুলে রাখ তূণে ॥
তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যে-সকল।
সেই সব বাণ মার, বুঝা যাক্ বল ॥
রাম বলে কুম্ভকর্ণ ত্যজ অহঙ্কার।
মোর বাণ সহে, হেন শক্তি আছে কার ॥
তীক্ষ্ণ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়।
ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে দিব যমালয় ॥
শ্রীরামের কথা শুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনেতে বাসনা বুঝি, যাবে যমপাশে ॥
হের দেখ দেহ মোর পর্ব্বত-প্রমাণ।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব কেহ নাহি ধরে টান ॥
কত অস্ত্র জান বেটা, কত জান শিক্ষা।
ইন্দ্র-যম জানে আমা, আর জানে যক্ষা ॥
যে বাণে মারিলা বালী দুর্জ্জয় বানরে।
সে বাণ মারেন রাম কুম্ভকর্ণোপরে ॥
রামের ঐষিক বাণ তারা-সম ছুটে।
কণ্টক-সমান যেন কুম্ভকর্ণে ফুটে ॥
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিট্‌কারী।
বল বুঝে মোর ভাই আনে তোর নারী ॥
লোহার মুষল বীর ঘন ঘন নাড়ে।
শ্রীরামের যত বাণ তাহে ঠেকি পড়ে ॥
মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন ত্রাসে ॥
বিনা-অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে কীল-চড় মারে, কারে মারে লাথি ॥



ভূমে পড়ে নীলবীর হইয়া কাতর।
মুষলের ঘায়ে মারে অনেক বানর॥
মুষল করিয়া হাতে ছুটে উভরায়।
পলায় বানরগণ, পিছু নাহি চায়॥
ডাক দিয়া কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এক উপদেশ শুন যত কপিগণ॥
পাগল হ'য়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধে।
জন কত বানর উঠহ ওর স্কন্ধে॥
ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে।
ভূমিতে পাড়িয়া মার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর॥
কুম্ভকর্ণ-স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে॥
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র নল উঠে সপ্তজন॥
সপ্তজন চড়িলেক কুম্ভকর্ণ-স্কন্ধে।
কেশে ধরি টানে কেহ, ঘাড়ে নখ বিন্ধে॥
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে।
দুই হাতে কুম্ভকর্ণ বানর আছাড়ে॥
আছাড়ে গবাক্ষ-বীর হারায় সংবিৎ।
ভূমিতে পড়িল মুখে উঠিল শোণিত॥
গবাক্ষ শরভ গয় ও গন্ধমাদন।
আছাড়ের ঘায়ে সবে হৈল অচেতন॥
দেখিয়া অঙ্গদ হনূমানে লাগে ডর।
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠি দিল রড়॥
কুম্ভকর্ণে পাড়িতে নারিল কোনজনে।
আরবার অস্ত্র রাম যুড়িলেন গুণে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলা ডান হাতখান॥
হাতখান পড়ে যেন পর্ব্বত-শিখর।
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর॥
বামহাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে।
হাতে গাছ করি ধায় শ্রীরামের পানে॥

ঐষিক-বাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
সেই বাণে কাটিলেন বাম হাতখান॥
দুই হাত কাটা গেল, তবু নাহি টুটে।
শ্রীরামেরে গিলিবারে দ্রুতগতি ছুটে॥
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান॥
হস্ত গেল, পদ গেল, তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে॥
দন্তে ধরি তুলি নিল লোহার মুষল।
মুষলের ঘাযে মারে বানরমণ্ডল॥
মুষল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ।
নয় বাণে মুষল করিল খান খান॥
কাটা গেল মুষল শমতা নাই তাতে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় শ্রীরামে গিলিতে॥
রাহু যেন আসে চন্দ্র গিলিবার তরে।
কুম্ভকর্ণ তেমতি শ্রীরামে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণ-মুখ বহি পড়িছে শোণিত।
বাণে মুখ ভেদিল দেখায় বিপরীত॥
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে।
আরবার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে॥
যমদণ্ড-সম বাণ রত্নেতে মণ্ডিত।
দশদিক্ আলো করি ছুটিল ত্বরিত॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা॥
কাটামুণ্ড সাপটিয়া হনুমান তোলে।
টেনে ফেলে দিল ল'য়ে সমুদ্রের জলে॥
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড়।
মধ্য সাগরেতে যেন পড়িল পাহাড়॥
দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে।
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে॥
দেবগণ সুখী হৈল রামের বিক্রমে।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে॥
কপিগণ বলে, রাম, করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে, মো'সবার ভার॥



না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে।
যুঝিবার কাজ থাক্, ভঙ্গ দরশনে॥
অকালে জাগিয়া কুম্ভকর্ণের বিনাশ।
শ্রীরাম চরণ স্মরি গায় কৃত্তিবাস॥

● কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ ●

রণে ভঙ্গ দিয়া যত নিশাচরগণ।
রণস্থলী ছাড়ি কৈল লঙ্কা প্রবেশন॥
হেথা কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে।
দশানন চিন্তা করিতেছে মনে মনে॥
সমরে গিয়াছে আজি কুম্ভকর্ণ ভাই।
এখনি জিনিবে রণ, কিছু শঙ্কা নাই॥
জয়বার্ত্তা দিবে দূত যে-কালে আসিয়া।
তুষিব তাহারে আমি বহু ধন দিয়া॥
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল-আচার।
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার॥
না করিতে না করিতে প্রণাম আমারে।
অগ্রেই যে আমি কোলে করিব তাহারে॥
রণ-বেশ ঘুচাইয়া দিব্য বেশ করি।
দুভাই বসিব এক আসন-উপরি॥
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন।
নানামত উৎসব করিব আচরণ॥
এত ভাবি কিছুকাল পরে দশানন।
উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃ করয়ে চিন্তন॥
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ।
এখন না কৈল কেন দূত আগমন॥
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয়।
হইল কি না হইল শত্রু-পরাজয়॥
বুঝি শত্রুজয় নাহি হইয়া থাকিবে।
জয় হৈলে কেন মোর হৃদয় কাঁপিবে॥
এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে।
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে॥
তাহা শুনি হইয়া বিস্ময়যুক্ত মন।
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন॥
একি একি আজি দেব-মুনি-যক্ষগণ।
করিতেছে আকাশেতে জয় উচ্চারণ॥
বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুম্ভকর্ণ ভাই।
উহাদের মুখে জয়-শব্দ শুনি নাই॥
অতএব বড় শঙ্কা হয় মোর চিতে।
না জানি হ'তেছে কিবা সংগ্রামস্থলীতে॥
এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন॥
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত।
কহরে কহরে রণ-মঙ্গল ত্বরিত॥
ভীতমন হ'য়ে দূত কহিতে না পারে।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে॥
তবে কান্দি ভগ্নদূত কহে সভাস্থল।
কি কহিব মহারাজ, রণের কুশল॥
তোমার অনুজ গিয়া সমর-ভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক-বানর॥
পরে রাম-বাণেতে সে ত্যজিয়া পরাণ।
কুম্ভকর্ণ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান॥
যেইমাত্র এই কথা চরেতে কহিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূতলে পড়িল॥
তাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠাইয়া বসাইল আসন-উপর॥
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন॥
মুহূর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া॥
ভাই নহি, আমি রে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর॥
আজি হৈল শূন্যাকার নিদ্রার চউরি।
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিফল।
কুম্ভকর্ণ ভাই, তুমি ছিলে মহাবল॥



চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে, ঘুচে গেল ডর ॥
কোথা গেলে ভাই মোর, আইস সত্বর।
দুই ভাই মিলি গিয়া করিব সমর ॥
ডানিহস্ত গেল মোর এতদিন পরে।
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ।
ধার্ম্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ ॥
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব,কোথাগেলে তারেপাব,
সে বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥
ওরেপ্রাণতুল্যভ্রাতা,মোরেছাড়ি গেলিকোথা,
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর,
এখন না ছাড়ে এ-শরীরে ॥
কহি গেলে তুমি মোরে, মারি আসি রাঘবেরে,
আপনি বসিয়া থাক সুখে।
তাহা না করিতে পারি, নিজে গেলে যমপুরী,
ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে ॥
জিনিলে অসুর-সুর গন্ধর্ব্ব-ভুজঙ্গ-পুর,
যক্ষ গুহ্য সিদ্ধ বিদ্যাধর।
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের করে,
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর ॥
যে তোমার শরীরেতে,নাহিপারি প্রবেশিতে,
বজ্র ভূমিতলে প'ড়েছিল।
সে তুমি রামের শরে, বিদ্ধ হৈলে কি প্রকারে,
আমার কপালে একি ছিল ॥
আর আমি কি প্রকারে, জিনিব সে পুরন্দরে,
শমন বরুণ দৈত্যগণে।
উপস্থিত শত্রুজনে, কিরূপে বধিব রণে,
লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে ॥
ওরে ওরে ভ্রাতৃবর, তোমা-বিনে মোরে ডর,
না করিবে আর কোন জন।
অপর কি কব আর, যাবৎ বানর ছার,
তারা হৈল সশঙ্কিত মন ॥
না মরিতে না মরিতে,আগে ঐ আকাশেতে,
কোলাহল করে দেবগণ।
বুঝিবা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে,
করতালি দিয়া সর্ব্বজন ॥
মারীচ কহিলা হিত, অতিশয় সমুচিত,
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষণ।
তুমিহ কহিলে পথ্য, সব কথা অতি তথ্য,
কিছু নাহি করিনু শ্রবণ ॥
ধার্ম্মিক বিশুদ্ধ মন, সেই ভ্রাতা বিভীষণ,
করিলাম তার অপমান।
সেই পাপে বুঝি মোরে, নর-বানরের করে,
পাইতে হইল অপমান ॥
তুমি ভ্রাতা যদি গেলে,কি ফল ঐশ্বর্য্য-বলে,
কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে।
কি ফল সমর-জয়ে, কি ফল বান্ধব-চয়ে,
প্রাণ দিব রঘুপতি-বাণে ॥



● নানা রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা ও মৃত্যু ●

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন ॥
পিতায় কাতর দেখি পুত্রে জন্মে দুঃখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ-সম্মুখ ॥
করিলা তপস্যা পিতা, হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর ॥
অমর হইল বিভীষণ নিজ গুণে।
ব্রহ্মার কৃপায় সেই সর্ব্বশাস্ত্র জানে ॥
শাস্ত্র-অনুরূপ খুড়া কহিলেন হিত।
ধার্ম্মিক-চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত ॥
ত্রিভুবন জিনি পিতা, তোমার বাখান।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব আদি নাহি ধরে টান ॥



জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
তারে জিনি পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী॥
ময়দানব ভূপতি সর্ব্বলোক-মাঝে।
কন্যাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পূজে॥
বাসুকির বিষদাহে ত্রিভুবন পুড়ে।
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে॥
ইন্দ্র-যম-বরুণের করিলে বিতথা।
মনুষ্য বেটারে জিনা কত বড় কথা॥
নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার।
আজিকার যত যুদ্ধ সে ভার আমার॥
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সন্তাপ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, রাজা হরষিত।
আর তিন ভাই তার রোষে আচম্বিত॥
দেবান্তক-নরান্তক অতিকায-বীর।
সংগ্রামে যাইতে চাহে, নাহি হয় স্থির॥
চারিজন মহাবল চিরকাল জানে।
চারিজন এক হ'লে ত্রিভুবন জিনে॥
রাজার প্রসাদ যত পায় চারিজন।
সুগন্ধি কুসুম মাল্য কস্তূরী চন্দন॥
বীরধটী পরে কেহ নামে গঙ্গাজল।
রত্নেতে নির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল॥
পরিল সোনার শানা, রত্নের টোপর।
মাণিকের হার সাজে গলার উপর॥
নানা-রত্ন অলঙ্কার পরিল শরীরে।
কনক-কঙ্কণ বালা পরে দুই করে॥
চারি বেটা পরিল চারি রাজার ধন।
রাবণের চারি বেটা কামিনী-মোহন॥
মহাপাশ-বীর আর ভাই মহোদর।
ছয় জন যাত্রা করে সংগ্রাম-ভিতর॥
ছয় বীর যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ।
বিদায় হইল করি পিতৃ-প্রদক্ষিণ॥
নীলবর্ণ হস্তী এল নীলমেঘ-জ্যোতি।
ঐরাবত-বংশে তার হ'য়েছে উৎপত্তি॥
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী।
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধৃপতি॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি।
সেই অশ্বে চড়ে দেবান্তক মহামতি॥
যেই অশ্ব ভূমে পাদ পড়ে কি না পড়ে।
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্বে চড়ে॥
সাজাইল রথ, যেন রবির প্রকাশ।
হাতে শেল চড়ে তাহে বীর মহাপাশ॥
আর রথ সাজায় মাণিক্য-মণি-হীরা।
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাহে কুমার ত্রিশিরা॥
সুবর্ণের রথ, শত ঘোড়ার সাজনি।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি॥
পুত্র সব যাত্রা করে, শুনি এ বচন।
সবার জননী আসি করিছে রোদন॥
কুম্ভকর্ণ-হেন বীর প'ড়ে গেল রণে।
না যাইও ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড় বাছা প্রাণ বড় ধন।
কল্যাণে থাকিবে, রাখ মায়ের বচন॥
বিভা কৈলে কত দেব-দানব-নন্দিনী।
কোথা যাহ তা' সবারে ক'রে অনাথিনী॥
সম্প্রতি করিলে বিভা, নহে সহবাস।
অগ্নি দিয়া পোড়াবি লঙ্কার গৃহবাস॥
চারি ভাই চতুর্দ্দোল লহ স্কন্ধে করি।
শ্রীরামেরে দেহ ল'য়ে জানকী সুন্দরী॥
হেন কর্ম্ম করিলে যদ্যপি রাজা রোষে।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্ব্বত-কৈলাসে॥
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ-সহোদর।
সেবি তাঁকে পুত্রসম থাক তাঁর ঘর॥
মাতৃগণ-বচনেতে পুত্র সব কোপে।
পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাঁপে॥
কোপে পুত্রগণ বলে দিতাম প্রতিফল।
জননী বলিয়া এত সহি যে সকল॥
জগতের কর্ত্তা মোরা, বীরবংশে জন্ম।
মানুষের ডরে রব করি সেবাকর্ম্ম॥



আনিল পুষ্পক রথ পিতা যারে জিনে ।
কি লাজে শরণ লব তাহার চরণে ॥
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে ।
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে ॥
বিপক্ষ-সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি ।
দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী ॥
আপনি মন্দিরে যাহ, না কর বিষাদ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব বিবাদ ॥
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ ।
গ্রাসিব বানর-সেনা দেখাব প্রতাপ ॥
মাতৃগণে প্রবোধিয়া ছয়জন সাজে ।
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে ॥
ছয়-সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী ।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী ॥
ধূলায় দিবসে বাট হৈল অন্ধকার ।
ছয় বীর উভরিল কার মারে মার ॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি বাজে মহারণ ।
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ ॥
বানরে পাথর-গাছ করে বরিষণ ।
বাণে কাটি রাক্ষসেরা করে নিবারণ ॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে অনলের শিখা ।
বানর-কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা ॥
ব্যাঘ্রের ঝাঁপনি যেন বানরের রঙ্গ ।
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ ॥
চাপড়েতে মুষ্ট্যাঘাতে বানরের তাড়া ।
কত শত রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া ॥
অনেক রাক্ষস পড়ে, অত্যল্প বানর ।
কুপিল যে নরান্তক রাবণ-কোঙর ॥
চতুর্দ্দিক্, চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া ।
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রবৃষ্টি করে যোড়া-যোড়া ॥
বানরেরে মারে বীর মহা-শেলপাট ।
বানরের রক্তে কাদা হ'য়ে গেল বাট ॥
নরান্তক-বাণ কেহ সহিতে না পারে ।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে ॥
ডাকিয়া সুগ্রীব কহে অঙ্গদেরে আগে ।
দেখ দেখি অঙ্গদ, কটক কেন ভাগে ॥
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ ।
নরান্তকে মারি তোষ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে ।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে ॥
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে ।
দূর হৈতে বালীসুত নরান্তকে ডাকে ॥
দুইহাত শূন্য মোর, দেখ নিশাচর ।
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর ॥
দেবতা জিনিস্ বেটা শেলের কারণ ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংগ্রামে পূজিত ।
তুই অস্ত্র এড়িলে না হব আমি ভীত ॥
পাইক মারিয়া বেটা ফিব কি কারণ ।
তোমাতে আমাতে যুঝি জিনে কোন্ জন ॥
দুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক ।
অঙ্গদ বিক্রম দেখি দেবের কৌতুক ॥
কোপে নরান্তক-বীর-অধরোষ্ঠ কাঁপে ।
এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে ॥
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ।
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান ।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান ॥
অঙ্গদ বলে, তোর অস্ত্র গেল রসাতল ।
মোর ঘা সম্বর বেটা, তবে জানি বল ॥
আপনা পাসরে কোপে বালীর নন্দন ।
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে মন ॥
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চুর ।
পড়িল দুর্জ্জয় ঘোড়া ঊর্দ্ধে চারিখুর ॥
দুই চক্ষু ঠিকরিল, জিহ্বা বাহিরায় ।
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদ পানে চায় ॥
বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে ।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥



শরীর ব্যথিত তবু নহেত কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর ॥
মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে ॥
নরান্তক পড়িল, দেখিল দেবান্তকে।
সসৈন্যেতে অঙ্গদে বেড়িল চারিদিকে ॥
হস্তীর উপরে চড়ি আইল মহোদর।
চালাইয়া দিল করী অঙ্গদ উপর ॥
অনুবল ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুইজন ॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর।
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর ॥
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর।
দেখি হনুমান বীর ধাইল সত্বর ॥
মহারণে মিশামিশি হৈল ছয়জন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, নহে নিবারণ ॥
দেবান্তক-হস্তে ছিল লোহার পাবড়ি।
হনুমান-বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥
কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শূর।
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চূর ॥
হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর।
নীল সেনাপতি বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
এক টানে উপাড়ে পর্ব্বত একখানি ॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা শব্দ গেল দূর।
হস্তীসহ মহোদরে করিলেক চূর ॥
তিন বীর পড়ে রণে, দেখে অতিকায়।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রাম-মাঝে যায় ॥
হনুমান মহাবীরে দেখিল সম্মুখে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমান-বুকে ॥
প্রহারেতে হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশান।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান ॥
ভাই ভাইপো পড়ে রণে দেখে, মহাপাশ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ ॥
নীলবর্ণ গদাখান দেখি চারিভিতে।
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে ॥
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারিপাশে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব-আদি সবে কাঁপে ত্রাসে ॥
মহাপাশ গদা কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে ॥
হেমকূট কপি এল বরুণ-নন্দন।
পর্ব্বত উপাড়ে এক ঘোর-দরশন ॥
এড়িল পর্ব্বতখান অতি ক্রোধমনে।
মহাপাশ-বীর পড়ে পর্ব্বত-চাপনে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

● অতিকায়ের যুদ্ধযাত্রা ●

পড়ে বীর পঞ্চজনা, দেখিবারে পায়।
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যানন্দন ॥
রাবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে।
দয়াময় রাম-নামে কলঙ্ক রহিবে ॥
খুড়া দুইজন পড়ে, মহোদর আর।
রুষ্ট হৈল অতিকায় রাবণ-কুমার ॥
হীরা-মণি-মাণিক্যেতে শোভে রথখান।
একশত অশ্ববর রথের যোগান ॥
মাথায় মুকুট শোভে কর্ণেতে কুণ্ডল।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব জিনি বাড়িয়াছে বল ॥
মহাক্রোধে অতিকায় হ'য়ে আগুসার।
দিলেন আপন দিব্য-চাপেতে টঙ্কার ॥
কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কার-নিঃস্বন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হৈল কপিগণ ॥



বড় বড় বীর যত ভল্লুক বানর।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থর থর ॥
তবে সেই রথে থাকি গম্ভীর গর্জ্জনে।
কহিতেছে সম্বোধিয়া সব কপিগণে ॥
ওরে ওরে মহামূর্খ মর্কট সকল।
পলাহ পলাহ তোরা ছাড়ি রণস্থল ॥
ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম।
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম ॥
আজি না রাখিব এই ভুবন-ভিতর।
আপন পিতার রিপু কপি কিংবা নর ॥
তোরা কেন মোর অগ্রে মরিস্ থাকিয়া।
হিত কহি প্রাণ লয়ে যাহ পলাইয়া ॥
এত বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন।
তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ ॥
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায় ॥
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে।
কেহ প্রবেশয়ে বনে, কেহ বলি-দ্বারে ॥
কেহ কেহ সিন্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া।
কেহ লতা-পত্রাদিতে দেহ আচ্ছাদিয়া ॥
কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে।
কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ বদন-বিবরে ॥
কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে।
শয়ন করিয়া রহে শবের মাঝারে ॥
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া।
কহিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া ॥
দেখ দেখ রঘুবর, রণের ভিতর।
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর ॥
উহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ।
ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন ॥
কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
অতিকায়ে দেখি হৈল সবিস্ময়-মন ॥
যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে।
তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তর-মাঝারে ॥
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম্ম হয়।
দেখিলেও নব-নব-রূপে প্রকাশয় ॥
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ॥
দেখ মিতা বিভীষণ, রণে এল কোন্ জন,
পর্ব্বত-প্রমাণ রথে চাপি।
নিজেও ভূধরে জিতি, শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি,
অতি ভয়ঙ্কর ভূপ্রতাপী ॥
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে,
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।
পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদচয়,
গলে নানা-আভরণ তায় ॥
কিবা দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ,
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে।
পঞ্চ সুসারথি যার, ধ্বজ নরমুণ্ডাকার,
পতাকা উড়িছে চারিধারে ॥
দেখি রথ-উপরেতে, অস্ত্র-শস্ত্র নানামতে,
শূল শেল মুষল মুদ্গর।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল,
কাঠার কুঠার বহুতর ॥
অতিশয় ভয়ঙ্কর লৌহময় বাণ খর,
অষ্টত্রিংশ তূণ শোভা করে।
স্বর্ণবদ্ধ সুশোভন, দিব্য-দিব্য শরাসন,
চারিদিকে রহে থরে থরে ॥
দশহস্ত পরিমাণ, দুই পাশে দুই খান,
খড়্গ ঝুলিতেছে ভয়ঙ্কর।
ধরিয়াছে বাম করে, একখান ধনুকেরে,
ইন্দ্রধনুঃ-সম দীর্ঘতর ॥
নিরখিয়া এইজনে, পলাইছে স্থানে স্থানে,
বানর-সকল ভীতমনে।
কে বটে কাহার পৌত্র, কি নাম কাহার পুত্র,
কহ মিতা, মম বিদ্যমানে ॥

● অতিকায়ের বিক্রম প্রদর্শন ও মৃত্যু ●

শ্রীরাম-বদনে শুনি এতেক বচন।
বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন॥
বিশ্বশ্রবা-পৌত্র প্রভু, রাবণ-নন্দন।
অতিকায় নামধারী হয় এইজন॥
জনম ইহার ধন্য মালিনী-উদরে।
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক অতি রণে মহাবীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু ভক্ত নিষ্পাপ শরীর॥
জ্ঞাতিজন-সেবনেতে এই অনুরক্ত।
একবার শ্রুতিমাত্রে শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত॥
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়ে।
অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা-নিচয়ে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্রে ধীর।
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথে মহাস্থির॥
ধনুক-ধারণে আর বাণ-বিমোচনে।
ইহার সমান নাই রাবণ-বিহনে॥
খড়গ-চর্ম্ম-যুদ্ধে আর গদা-প্রহরণে।
ইহার সমান নাহি এ লঙ্কা-ভুবনে॥
ইহার বাহুর বল করিয়া আশ্রয়।
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছয়ে নির্ভয়॥
ইহার প্রভাব প্রশংসয়ে সর্ব্বজন।
দেবতা দানব-যক্ষ বিদ্যাধরগণ॥
এই ঘোর তপ করি অনেক বরষ।
বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ॥
তাঁর স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান।
আর পাইয়াছে নানা অস্ত্রশস্ত্র বাণ॥
অভেদ্য কবচ এক পাইয়াছে বীর।
অবধ্য সবার কাছে হ'য়েছে শরীর॥
এই জিনিয়াছে বহু দেবতা-দানবে।
যক্ষ-বিদ্যাধর-নাগ কিন্নরাদি সবে॥
এই ক'রেছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন।
বরুণের পাশ করেছিল নিবারণ॥
এই লঙ্কামাঝে সব বীরের প্রধান।
দেব-দৈত্য-জয়ী শূর বীর বলবান্॥
আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ।
কুমার-ভাগেতে নাহি এমন প্রতাপ॥
এই রণে যাবতীয় কপি-ঋক্ষগণে।
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে॥
অতএব ইহার করিতে সংহরণ।
করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন॥
এইরূপে বিভীষণ কন রঘুবরে।
অতিকায় প্রবেশিল সমর-ভিতরে॥
সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিছে বচন॥
অতিকায় বলে, খুড়া, শুনহ উত্তর।
রাত্রি দিন সেব তুমি দেব গদাধর॥
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ হবে কোন্ জন।
তোমা-প্রতি বড় প্রীত দেব-নারায়ণ॥
অতিকায় বলে, খুড়া, নিবেদি তোমারে।
আমারে করুন দয়া দেব-গদাধরে॥
এত কহি অতিকায় খুড়া বিভীষণে।
চালাইয়া দিল রথ রাম-বিদ্যমানে॥
অতিকায় বলে, শুন জগৎ-গোসাঁই।
মম প্রতি কেন তব দয়া হয় নাই॥
অতিকায় বলে, শুন দেব নারায়ণ।
স্থান দিও শ্রীচরণে, এই নিবেদন॥
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর।
পরম ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর॥
তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ।
দুইজনে রাজ্য দিব মারিয়া রাবণ॥
অতিকায় বলে, রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পতন॥
এখন ও-পদে করি এই নিবেদন।
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জন॥



বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ।
পশুজাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ॥
বানরের সম্বল সে বৃক্ষ ও পাথর।
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর॥
সুগ্রীব-রাজারে দেখি বকের সমান।
লক্ষ্মণ বালক, রণে কি জানে সন্ধান॥
যোড়হাতে বলে বীর, শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম॥
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণ-নন্দন॥
কত যুদ্ধ করিয়াছ, বয়ঃক্রম কত।
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়।
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়॥
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার।
দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার॥
অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি [illegible]।
লক্ষ্মণ বলেন, তুই জাতি নিশাচর।
ভাল মন্দ না জানিস্, করিস্ উত্তর॥
কে কোথা দেখেছে হেন, শুনেছে শ্রবণে।
বয়স অধিক যার, সেই রণ জিনে॥
আমারে ছাওয়াল বল, প্রবীণ আপনি।
প্রাণে যদি রক্ষা পাও তবে বীর জানি॥
আজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি।
তবেত লক্ষ্মণ নাম বৃথা আমি ধরি॥
দুজনার বাক্য যুদ্ধ হৈল যদি এত।
দুইজন বাণ মারে যার শিক্ষা যত॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দু'জন॥
সংগ্রামের দোষ-গুণ কাহার কেমন।
রামচন্দ্র সাক্ষী, আর খুড়া বিভীষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া দোঁহে করুন বিচার।
জয়-পরাজয় রণে কি হয় কাহার॥

অতিকায়-বচনে লক্ষ্মণ দিল সায়।
মহাযুদ্ধ বাধিল লক্ষ্মণ-অতিকায়॥
অগ্নিবাণ অতিকায় করে অবতার।
লক্ষ্মণ বরুণ বাণে করিল সংহার॥
দুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে।
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে॥
হস্তিবাণ এড়ে অতিকায় মহাবল।
সিংহ বাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল॥
মারিলা পর্ব্বত-বাণ অতিকায় রোষে।
লক্ষ্মণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বিকট-দশন।
ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোর-দরশন॥
এই সব বাণ দোঁহে করে অবতার।
দশদিক্ জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
দুইজনে বাণ মারে অতি পরিপাটী।
অন্তরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি॥
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়ে বাহু নাড়া।
অতিকায় রথের কাটেন শত ঘোড়া॥
আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর।
কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির॥
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোগায় সারথি॥
রথ পেয়ে অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
তিন কোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে॥
সে-বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে।
স্বর্গেতে দেবতা সব সাধু সাধু বলে॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয়।
শানাতে ঠেকিয়া বাণ হৈল পরাজয়॥
শানায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ॥
অক্ষয় কবচ আছে অঙ্গেতে উহার।
অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার॥
সহজেতে না মরিবে রাবণকুমার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার॥



উপদেশ কহিয়া পবন দেব নড়ে।
পড়িয়া লক্ষ্মণ মন্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্র যোড়ে ॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
দেখিয়া অতিকায়ের, উড়িল পরাণ ॥
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে।
অতিকায় তবু তাহা ফিরাইতে নারে ॥
অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান।
অতিকায়-মাথা কাটি কৈল দুই খান ॥
অতিকায় পড়িল রাক্ষস ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে ॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয়-শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥
সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত-কুণ্ডলে।
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ॥
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচর-কুলে।
তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে ॥
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে।
কাটামুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে ॥
বানরেতে রামজয় শব্দ করে মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে ॥
অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম-ভিতরে।
দূত যায় সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে ॥

● চারিপুত্রের মৃত্যুতে রাবণের শোক ●

ভগ্নদূত গিয়া তবে দশানন-পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদগদ-ভাষে ॥
মহারাজ, চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল লয়ে দুই ভ্রাতা আর ॥
তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল ॥
দূতমুখে হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হ'য়ে রহে দশানন ॥
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥
পুনর্ব্বার দূত কৈল সব নিবেদন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল দশানন ॥
কিছুকাল পরে পুনঃ সংবিৎ পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া ॥
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরয ধারণ ॥
বিংশতি-নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠ হ'য়ে রাজা ক্রন্দন করয় ॥
কোথা গেল মহোদর ভাই মহাপাশ।
কোথা গেল চারিপুত্র করিয়া উদাস ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করে পুত্র, সর্ব্বকালে শুনি।
পুত্রশ্রাদ্ধ করে পিতা, এ অদ্ভুত গণি ॥
কি হইল হায় হায়, দুঃখ নাহি সহা যায়,
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে।
শোকানল বিপরীত, হ'য়ে অতি প্রজ্বলিত,
নিরবধি প্রাণ মন দহে ॥
পুড়ি মরিতেছি একে, কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃশোকে,
ক্ষণকাল স্থির নহে মন।
তদুপরি আরবার, এই বজ্র-সম্প্রহার,
কি করিয়া ধরিব জীবন ॥
ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র,
কোন স্থানে করিলি গমন।
না দেখি তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন ॥
তোমা-বিনা ঘর-দ্বার, সব হৈল অন্ধকার,
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
অন্ধ হৈল সব নেত্র, জ্বলিতেছে মোর গাত্র,
হৃদয় হ'তেছে উচাটন ॥
ওরে ওরে বাছা মোর, না দেখিব আর তোর,
সুধাংশু-সমান সে বদন।



আর তোরে নিজ ক্রোড়ে, না বসাব ধরি করে,
না শুনিব সে মিষ্ট-বচন ॥
কে কহিবে মোরে আর, হিতকথা শাস্ত্রসার,
কে করিবে বিপদে মোচন।
কে করিবে শত্রু জয়, কে তুষিবে বন্ধুচয়,
সম্মানিবে কেবা মান্যজন ॥
ওরে বাপ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও নরান্তক,
ভ্রাতা মহাপাশ মহোদর।
তোরা সবে ছাড়ি মোরে, গেলি কোন্ দেশান্তরে,
না দেখিয়া পোড়য়ে অন্তর ॥
যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কি কার্য্য তবে,
মরিব ডুবিয়া রত্নাকরে।
এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদ-শেল,
জিনিতে নারিনু রঘুবরে ॥



● রাবণকে ইন্দ্রজিতের সান্ত্বনা ●

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
কোনমতে স্থির নাহি হয় এক ক্ষণ ॥
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্ব্বজনা।
কেহ না করিতে পারে তাহারে সান্ত্বনা ॥
তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সংবরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি ॥
আমি বিদ্যমানে কেন শ্রের অন্যজনে।
আজ্ঞা কর মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি।
রামসৈন্য মারিবারে এই আমি চলি ॥
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনূমান।
বড় বড় বানরের লইব পরাণ ॥
নল-নীল-সুষেণে মারিব অবহেলে।
জাম্বুবানে ডুবাইব সাগরের জলে ॥
সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বেটা বুড়া।
পদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া ॥
কেশরী বানর বেটা ঘরপোড়ার বাপ।
যমালয়ে পাঠাইব করি বীরদাপ ॥
মারিব শরভ-আদি যত কপিগণে।
বধিব লঙ্কার শত্রু খুড়া বিভীষণে ॥
যত বেটা লঙ্কা আসি ক'রেছে প্রবেশ।
বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ ॥



● ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রার আয়োজন ●

পুত্রের বচন শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত ॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
মারিয়া বানর-নর ঘুচাও প্রমাদ ॥
ভুঞ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন।
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হ'য়েছ এখন ॥
চারিপুত্র শোকে হেরি রাবণ চিন্তিত।
যোড়হাতে পিতৃ আগে কহে ইন্দ্রজিৎ ॥
লঙ্কা অধিপতি তুমি ভুবনের রাজা।
ইন্দ্র আদি দেবতা তোমা'রে করে পূজা ॥
কিসের সংগ্রাম নর-বানরের সনে।
এখনি বান্ধিয়া আনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
এতেক কহিল যদি রাবণ নন্দন।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দিল দশানন ॥
রাজ-আভরণ পরে দেবের বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ ॥
বাপের দুলাল সেই পুত্র মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে, বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ ॥
বীর পরিধান পরে নেতের যে ফালি।
তিন শত ফের দিয়া বান্ধিল কাঁকালি ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার।
গলায় উপরে তুলি দিল রত্নহার ॥



স্বর্ণ নবগুণ পরে পরে স্বর্ণপাটা।
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফোঁটা ॥
সোনার দাপনি পরে অষ্ট-অঙ্গ বহি।
এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি ॥
ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি ;
শীঘ্র কর রথ-সজ্জা, ডাকিছে আপনি ॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রাম-কারণ।
মনোহর-বেশে রথ করিল সাজন ॥
করিলেক রণসজ্জা রথের সারথি।
মাণিক্য প্রবাল কত বসাইল তথি ॥
কনক-রচিত রথ মুক্তার সঞ্চারে।
চারিদিকে স্বর্ণবৃক্ষ ফল-ফুল ধরে ॥
চন্দ্রসূর্য্য-তেজ জিনি রথের কিরণ।
প্রবাল-মুকুতা কত রথের সাজন ॥
পার্ব্বতীয় ঘোড়া, গলে রত্নের বিম্বকী।
ত্রিশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকী ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিৎ-নিজ-বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী ॥
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল ডবোল-টিকারা।
তূরী ভেরী জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা ॥
কাঁসি বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটা।
দামামা-দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে, বাজে করতাল।
ঠমক খমক তাসা শুনিতে রসাল ॥
বাজে শিঙ্গা ডমরু তাম্বুরা জয়ঢাক।
ঝাঁঝরি মোচঙ্গ বাজে, মধুর পিণাক ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, মন্দিরা মৃদঙ্গ।
রণশিঙ্গা খঞ্জনী ও গভীর তোরঙ্গ ॥
কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোররবে বাজে।
কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে ॥
বেহালা মন্দিরা আর বীণা-আদি কত।
কহিতে না পারা যায়, তার সংখ্যা যত ॥
অসংখ্য সেতার বাজে, কোটি কোটি ডম্ফ।
বাদ্যভাণ্ড-ঘোর-শব্দে ত্রিভুবনে কম্প ॥

তিন কোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল।
প্রলয়ের কালে যেন যুড়িল বাদল ॥
কটক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে।
মন্দোদরী মাতারে তখন মনে পড়ে ॥
মাকে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি।
অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী ॥
ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে ॥
এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সভক্তি-অন্তরে।
মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে ॥
সৈন্য সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া।
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া ॥
সুবর্ণের খাট পাট, স্বর্ণময়ী পুরী।
সে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি ॥
দশ হাজার সতিনী বেষ্টিত মন্দোদরী।
তাহার সুখের সীমা কহিতে না পারি ॥
নারায়ণ-তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতি।
মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্ব্বতী ॥
ঝিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী।
দশ হাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী ॥
দশ হাজার নারী মেঘনাদ-গৃহিণী।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী ॥
আর যত রমণী লঙ্কার একত্তর।
শিবদুর্গা পূজে মাগে রণজয়ি বর ॥
হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হ'লো উপনীত।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন আদিত্য উদিত ॥
কিরণে অরুণ যেন, রূপে চন্দ্রকলা।
তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা ॥
প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলকিত চাহি পুত্রপানে ॥
আস্তে-ব্যস্তে উঠি রাণী ধরি দুই হাতে।
অসংখ্য চুম্বন দিল মেঘনাদ-মাথে ॥
মন্দোদরী বলে, আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র, পেয়েছি তোমারে ॥



তোমা পুত্র গর্ভে ধ'রে হই পাটরাণী।
চেড়ী হ'য়ে খাটে দশ-হাজার সতিনী॥
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে, রণে যেই বীর যায়॥
পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ॥
রাম-সীতা রাখে দেহ করহ পিরীতি।
মজিল কনক-লঙ্কা, নাহি অব্যাহতি॥
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, বিষ্ণু-অবতার॥
বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর॥
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
অন্যকে রণেতে কেন পাঠায় এখন॥
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নর-বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে॥
সীতা ফিরে দিন রাজা, শুনুন মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই, করহ ঘোষণা॥
জননীর কথা শুনি মেঘনাদ হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে॥
জগতের কর্ত্তা মাতা হয় মোর বাপ।
অষ্টলোকপালে জিনি দুর্জ্জয়-প্রতাপ॥
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে।
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ-সমাজে॥
বামা জাতি হও তুমি, তেমনি বচন।
স্বামিনিন্দা মহাপাপ কর কি-কারণ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী।
শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী॥
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের যত দেবগণ।
পরদার নাহি করে কোন্ মহাজন॥
ইন্দ্র সুরপতি দেব দেবতার সার।
গুরুপত্নী-হরণে কি হৈল দেখ তার॥
গৌতমের শিষ্য হ'য়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
করিল অধর্ম্ম কর্ম্ম, না ভাবিল লাজ॥
সবে বলে, দেবরাজ দেবের উত্তম।
যাহার কারণে নারী ত্যজিল গৌতম॥
ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি।
চন্দ্র কেন হরিলেন গুরুর রমণী॥
পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আলয়।
তথা হরে গুরুপত্নী, মিথ্যা তাহা নয়॥
তবু চন্দ্র, রূপেতে জগৎ আলো করে।
পুরুষ এমন পাপ কেবা নাহি করে॥
জগতের শ্রেষ্ঠ এক দেবতা পবন।
সেও ক'রেছিল দেখ বানরী-গমন॥
কোন্ জন নাহি করে হেন কদাচার।
মিছে কেন দেহ দোষ পিতারে আমার॥
রাম যে মনুষ্য জাতি, নহেন গর্ব্বিত।
আনিল তাহার নারী কিবা অনুচিত॥
মারিয়া দূষণ খরে রাম হয় বৈরী।
ভাল করিলেন পিতা আনি তার নারী॥
এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ রাণী তবে দিলেক যোগান॥
কহিছে সকল রাণী করি যোড়হাত।
নিবেদন করি, শুন রাক্ষসের নাথ॥
যুদ্ধ করে মরিল, মোদের স্বামিগণ।
শোকেতে আকুল মোরা তাদের কারণ॥
গগনে যখন হয় দ্বি-প্রহর বেলা।
প'ড়ে যায় রাণীদের হবিষ্যের মেলা॥
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে জ্বলয়ে তিয়ড়ি।
কহিতে বিদরে বুক, নিত্য ফেলি হাঁড়ি॥
ন হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী॥
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে।
নর ও বানর জিনি আইস কুশলে॥
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয়।
সংসারেতে কেহ যেন রাণী নাহি হয়॥
রাণীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে॥



বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি।
এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
শূর্পণখা রাণ্ডী দেখ হয় তোর পিসী।
রাক্ষসী হইয়া সে মানুষে অভিলাষী ॥
বয়সের সংখ্যা নাই, পাকাইল কেশ।
রামেরে ভুলাতে ধরে মনোহর বেশ ॥
রাণ্ডীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক সংসারে।
সংগ্রামেতে যাহ বাছা, শুভযাত্রা ক'রে ॥
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর।
বন্ধু-বান্ধবের শোকে দহিছে শরীর ॥
হর-পার্ব্বতীর প্রিয়ভক্ত দশানন।
কেন আসি রক্ষা নাহি করে দুইজন ॥
উপকার কি করিল শঙ্কর-পার্ব্বতী।
শূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী।
শ্রাবণের ধারা-সম চক্ষে বহে বারি ॥
রাণ্ডীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ।
সবারে প্রবোধ-বাক্যে কহে মেঘনাদ ॥
না কান্দ না কান্দ সবে, পরিহর শোক।
তোমাদের পতি সব গেছে স্বর্গলোক ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রণে মারিয়া এখনি।
নিবাইব সকলের মনের আগুনি ॥
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান।
মন্দোদরী কহে তবে পুত্র-বিদ্যমান ॥
রূপে-গুণে বীর তুমি পরমসুন্দর।
দেব-দানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর ॥
ন হাজার নারী তব পরমসুন্দরী।
করুক আজিকে সেবা যতেক বহুরী ॥
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি।
অন্তঃপুরে থাক বাছা, আজিকার রাতি ॥
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ-ভাষে।
বদন ঝাঁপিয়া বস্ত্রে ইন্দ্রজিৎ হাসে ॥
যুঝিবারে পিতা মোর দিলেন আরতি।
কেমনে থাকিব গৃহে, না হয় যুকতি ॥
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে।
কোন্ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে ॥
করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা।
ইষ্টদেব-অর্চ্চনে হইল এত বেলা ॥
যজ্ঞেতে আহুতি দিব গিয়া যে এখনি।
ছোঁবার থাকুক কাজ, না হেরি রমণী ॥
যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥
ভক্তিভরে জননীর চরণ বন্দিয়া।
যজ্ঞতরে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥



● অগ্নির নিকট ইন্দ্রজিতের বরপ্রাপ্তি ●

বৈসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে।
যোগায় যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ নিশাচরে ॥
রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন।
রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য, সুরক্তচন্দন ॥
শরপত্র বোঝা-বোঝা ঘৃতের কলস।
কালছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছাগল ছেদিল কোটি কোটি।
যজ্ঞেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটি ॥
আতপ তণ্ডুল যব পাটি পাটি আনে।
হবিতে মিলিত করি দিতেছে আগুনে ॥
রক্তবস্ত্র মাল্য দেয় যোবড়ায়ে ঘৃতে।
দশ হাজার বিপ্র বসেছে চারিভিতে ॥
অগ্নির দুর্জ্জয় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
বিংশতি-যোজন শিখা উঠিল গগন ॥
তপ্ত কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা।
মূর্ত্তিমান হ'য়ে অগ্নি আসি দিল দেখা ॥



সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান।
যবধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান॥
যে বর চাহিল ইন্দ্রজিৎ, পাইল সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে॥



● ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ গমন ●

রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে॥
চণ্ডমুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত মার মার করে॥
পূর্ব্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীল-সেনা।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা॥
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর।
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর॥
বানরের ভঙ্গ দেখি নীলবীর রোখে।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে॥
নীলবীর বলে, ওরে বেটা মেঘনাদ।
জীয়ন্তে ফিরিয়া যাবে, না করিহ সাধ॥
সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে।
রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিভীষণে॥
অজেয় সুগ্রীব রাজা অতুলন-বল।
গাছ-পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল॥
দুকূল সমুদ্রে বাঁধি কৈল এক কূল।
রাক্ষস কটক মারি করিল নির্ম্মূল॥
জীবনের বাঞ্ছা যদি করিস্ ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছাড়ি পলা রে ত্বরিত॥
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর।
পাঠাইবে যমালয়ে সুগ্রীব বানর॥
ইন্দ্রজিৎ বলে বেটা ভ্রমিতিস্ বনে।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে॥
না জান ধরিতে অস্ত্র, কথায় আঁটুনি।
এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি॥
সুগ্রীব বানরা, তার কিসের বাখান।
মানুষ লক্ষ্মণ বেটা, জানে কত বাণ॥
গোটাকত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম।
মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম॥
সেই দিনে ম'রে বেটা যেত নাগপাশে।
ভাগ্য বলে বেঁচে গেল গরুড়-নিশ্বাসে॥
পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান।
ধিক্ রে বানরা, তার করিস্ বাখান॥
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা।
নীল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা॥
কহিতেছে নীলবীর কোপেতে বিবর্ণ।
তুই না মরিলি মরে খুড়া কুম্ভকর্ণ॥
আগু, পাছু না জানিস্, জাতি নিশাচর।
মরিল থাকিতে তুই তোর সহোদর॥
যতেক রাক্ষসগণ আইল নিকটে।
না জানি ধরিতে অস্ত্র, হাতে নাহি আঁটে॥
নাহিক আহার-নিদ্রা জাগি সারারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণ-উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥



● শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের পতন ●

কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আসে মনে॥
আজি যদি রহে বেটা, তোমার জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘ-আড়ে থাকি যুঝে প্রধান ধানুকি॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ-বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
খাণ্ডা ও ডাঙ্গস টাঙ্গী ছুরি একধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥



নানা অস্ত্র কপিগণে করয়ে প্রহার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার॥
হস্তপদ কাটে কপি পড়ে কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায় মাটি॥
পলাইয়া যায় কেহ মনে ভাবি অন্ত।
ছুতা করি পড়ে কেহ সিটকিয়া দন্ত॥
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে, গায়ে মাখি বালি।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি॥
ভাল ছিল বালী রাজ গুণের সাগর।
আপনার পুত্র-সম পালিল বানর॥
বালী রাজের খেয়ে পরে কেটে গেল কাল।
এত দিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল॥
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্রদণ্ড।
লঙ্কাতে বানর আনি কৈল লণ্ডভণ্ড॥
রাম-সুগ্রীবের আর কেন উপরোধ।
ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ॥
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে॥
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুনের কণা।
পড়িল যে নীলবীর সহ-নিজসেনা॥
রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয় করে।
বানর সহস্র কোটি পড়ে পূর্ব্বদ্বারে॥
পূর্ব্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
দক্ষিণ দুয়ারে কোন্ কপি বীর জাগে।
পরিচয় দাও যুদ্ধ দেহ মোর আগে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি।
মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ-রাতি॥
নাহিক আহার নিদ্রা নাহি সুখ-আশ।
যাবৎ রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণ-উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
ছারখার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী।
বিভীষণ কোলে দিব রাণী মন্দোদরী॥

কোপে ইন্দ্রজিৎ শরভের বাক্য শুনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ, যত আসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ-বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পেয়ে বর।
বাণ ফুটি মূর্চ্ছাগত অসংখ্য বানর॥
বড় বড় বানর হইল অচেতন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালীর নন্দন॥
আশীকোটি কপি পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে।
বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে॥
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
উত্তর দ্বারেতে কোন্ কোন্ বেটা জাগে।
পরিচয় দেহত দারুণ নিশাভাগে॥
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি-জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে॥
অসংখ্য বানর আছে তোর পথ চেয়ে।
আপনি সুগ্রীব রাজা র'য়েছে জাগিয়ে॥
অন্ন জল না খাই, না যাই নিদ্রা রেতে।
যাবৎ রাক্ষসবংশ না পারি মারিতে॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণ-উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিৎ বানর-বচনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন।
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বানর কটক বিন্ধে সন্ধান পূরিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ-বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥



মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ কেহ নাহি দেখে।
উত্তর দ্বারেতে কপি পড়ে লাখে লাখে ॥
বানর-কটক পড়ে বীর চূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি ॥
রক্তে নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর।
অসংখ্য বানর পড়ে সুগ্রীব বানর ॥
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
পশ্চিম দুয়ারে কোন্ কোন্ বীর জাগে।
ত্বরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে ॥
হনুমান বীর ছিল রাত্রি-জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে ॥
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ।
বড় বড় বীর জাগে পর্ব্বত-প্রমাণ ॥
জাগিছে সুষেণ-বেজ রাজার শ্বশুর।
জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জাগে সংসার-পূজিত।
আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিৎ ॥
নাহিক আহার নিদ্রা, জাগি দিবা রাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা।
বিভীষণ-উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥
বিভীষণে সমর্পিব স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
কেলি করিবারে দিব রাণী মন্দোদরী ॥
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ-মনে।
হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে ॥
শ্রীরামেরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে, না করিহ সাধ ॥
ইন্দ্রজিৎ নাম মোর ত্রিভুবন জানে।
কোন্ বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে ॥
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে।
আকাশে থাকিয়া বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে ॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

মুষল মুদ্গার শেল শূল একধারা।
চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
ঝকড়া কণিকা জাঠা জাঠি এক ধার।
বরিষণ করে, আর বলে মার মার ॥
শ্রীরামে যতেক বিন্ধে, তাহা নাহি মানে।
সহ সহ বলি তবে ডাকয়ে লক্ষ্মণে ॥
বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে।
পড়িল লক্ষ্মণ-বীর শ্রীরামের পাশে ॥
খুরপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র দু'বাণের নাম।
সেই দুই বাণ ফুটি পড়িল শ্রীরাম ॥
চারিদ্বারে পড়ে ঠাট লক্ষ্মণ-শ্রীরাম।
রাজার প্রসাদ লৈতে চলে পিতৃস্থান ॥
আগুবাড়ি পথে পড়ে চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥
হস্তেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প-পারিজাত।
আজ্ঞা পেয়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত ॥
দাণ্ডায় বাপের আগে বীর অবতার।
বাপের চরণে মাথা নমে তিনবার ॥
কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম।
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম ॥
পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান।
বানর-কটক পড়ে নাহি পরিমাণ ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে, নীল সেনাপতি।
পড়িল সে জাম্বুবান ভল্লুক প্রভৃতি ॥
শরভ সুষেণ গন্ধমাদনাদি বীর।
সমুদ্রের কূলে সব লোটায় শরীর ॥
চারিদ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা।
আজি রণে জীয়ন্ত নাহিক একজনা ॥
সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর।
ঘরপোড়া বানব গিয়াছে যমঘর ॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্ব্বাদ ॥
রাজকৃপা মেঘনাদ পাইল বিস্তর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল রত্নের টোপর ॥



বলয় কঙ্কণ দিল, মাণিক রতন।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে, না যায় গণন ॥
নানা-ধন-রত্ন দিল, মস্তকের মণি।
ইন্দ্র-বিদ্যাধরী দিল সহস্র কামিনী ॥
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য ক'রে লণ্ডভণ্ড।
সবেমাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড ॥
রাজার প্রসাদ পেয়ে পশে অন্তঃপুরী।
নারীগণ ল'য়ে গৃহে খেলে পাশাসারি ॥



● বিভীষণ, হনুমান ও জাম্বুবানের পরামর্শ ●

চারিদ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবন-নন্দন ॥
দুই জনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর।
না মরিল দুইজন বানর ভিতর ॥
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রাম লক্ষ্মণ বাঁচাতে কৈল প্রতিকার ॥
হাতে করি দেউটি ফিরিছে দুইবীর।
বানর দেখিয়া ভ্রমে, গতি অতি ধীর ॥
পড়েছে সুগ্রীব রাজা ল'য়ে রাজ্যখণ্ড।
ছত্রিশ কোটি সেনার লোটাইছে মুণ্ড ॥
পূর্ব্বদ্বারে শত কোটি বানর-সংহতি।
হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি ॥
পড়েছে অঙ্গদবীর দক্ষিণ দুয়ারে।
বাণেতে অবশ অঙ্গ, মূর্চ্ছিত শরীরে ॥
পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দেখিয়া মাথায় হাত কান্দে দুইজন ॥
শব্দ নাহি, স্তব্ধ অঙ্গ, দুজনে মূর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সংবিৎ ॥
বাণ ফুটি পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
না পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান ॥
বিভীষণ বলে তুমি বলে মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা কর, আর কারে বলি ॥
জাম্বুবান বলে, মম অঙ্গে লক্ষবাণ।
না পারি মেলিতে চক্ষু, বুকে পড়ে টান ॥
অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে।
বিভীষণ আসিয়াছে আমার সম্ভাষে ॥
জাম্বুবান বলে, তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তত্ত্ব করি দেখ, কোথা পবন-নন্দন ॥
দুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়।
ইন্দ্রজিৎ-বাণে সবে রক্ষা কিসে পায় ॥
বিভীষণ বলে, তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিৎ বাণে তব ছন্ন হৈল মতি ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পড়ে জগৎ পূজিত।
এ সময়ে কেন নাহি চিন্তা কর হিত ॥
প'ড়েছে সুগ্রীব রাজা বানরের পতি।
কি হবে উপায়, কিছু কর তার গতি ॥
এবে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র।
পবন-নন্দন-বিনা নাহি তব মিত্র ॥
জাম্বুবান বলে, মম বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হনুমানে ডাকি দেহ আমার নিকটে ॥
অন্য অন্য অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
দেখ আগে, কোথা আছে পবন-নন্দন ॥
চেতনা থাকয়ে যদি তাহার শরীরে।
প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে ॥
বিভীষণ বলে, দেখ মেলিয়া নয়ান।
তোমা সম্ভাষিতে আসিয়াছে হনুমান ॥
হনুমান জাম্বুবানে বন্দিল চরণ।
মৃদুভাষে জাম্বুবান বলিছে তখন ॥
পড়েছেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কপিগণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন ॥
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চ হিমালয়-পর্ব্বত-শিখর ॥
ঋষ্যমুক-পর্ব্বত সে হিমালয়-পার।
ধবল-পর্ব্বত শ্বেত-ধবল আকার ॥
তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে পর্ব্বত কৈলাস।
ঋষ্যমুকে মহৌষধ আছয়ে নির্য্যাস ॥



চারি বৃক্ষ আছয়ে ঔষধ চারি জাতি।
অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি॥
বিশল্যকরণী এক সর্ব্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃত্যুসঞ্জীবনী॥
তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থিসঞ্চারিণী।
চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী॥
আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারিযুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি॥
নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা, কত অবতার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে॥



● ঔষধ আনিতে হনুমানের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাত্রা ●

জাম্বুবান্ হনুমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে বীর হনুমান যায়॥
উভলেজ করিয়া সারিলা দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর।
লেজের সাপটে উড়ে পর্ব্বত-পাথর॥
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ, চমকে অমর॥
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ।
সারিয়া তুলিল লেজ, ঠেকিল আকাশ॥
নিমিষেতে সাগর হইয়া গেল পার।
সরা গোটা জ্ঞান করে সকল সংসার॥
নদ নদী এড়াইল পর্ব্বত কান্তার।
কত বন উপবন হ'য়ে গেল পার॥
নানা তীর্থ-ক্ষেত্র কত মুনির বসতি।
বারো বৎসরের পথ যায় এক রাতি॥
হিমালয় পর্ব্বত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি।
কৈলাস পর্ব্বত দেখে ধবল-আকৃতি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিল হনুমান।
ঔষধের গন্ধ পেয়ে রহে সেই স্থান॥
ঔষধের গন্ধেতে সুগন্ধি বাত বহে।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে॥
শিখরে শিখরে ফিরে পবন-নন্দন।
চারি জাতি ঔষধ না পায় দরশন॥
দেবমূর্ত্তি ঔষধ কি দিব তার লেখা।
কারে হয় অদর্শন, কারে দেয় দেখা॥
ঔষধ না পায় বীর রজনী বিস্তর।
মনে মনে চিন্তা তবে করে বীরবর॥
মনে মনে হনূ তবে করে অনুমান।
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জাম্বুবান॥
তল্লাসিনু পর্ব্বত করিয়া পাতি পাতি।
চারিজাতি ঔষধ না পাই এক জাতি॥
অকারণে আইলাম ভল্লুকের বোলে।
এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে॥
বুদ্ধিমান হনুমান বিচারে পণ্ডিত।
সাত পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত॥
ব্রহ্মার নন্দন বীর, আছে বহুজ্ঞান।
সর্ব্বলোকে বলে, মহামন্ত্রী জাম্বুবান॥
তার বাক্য মিথ্যা না হইবে কোন কালে।
পর্ব্বত চাতুরী ক'রে ঔষধ লুকালে॥
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর।
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর॥
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী॥





● হনুমান কর্ত্তৃক পর্ব্বতের স্তব ●

হনূমান যোড়করে, পর্ব্বতের স্তব করে,
বলে, শুন শুন গিরিবর।
পাব ব'লে মহৌষধি, লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত-নদী,
দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর॥
মেরুগণ যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে,
তুমি মেরু সুমেরু সমান।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ রণে, প'ড়েছেন দুইজনে,
কৃপায় ঔষধ কর দান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল,
প'ড়ে আছে মৃতদেহ প্রায়।
তুমি হ'য়ে দয়াবান্, মহৌষধি কর দান,
বাঁচে সবে তোমার কৃপায়॥
শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
যেতে হবে সাগরের পার।
শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌষধি,
করহ রামের উপকার॥
এরূপ অঞ্জনাপুত্র, করে শত স্তব-স্তোত্র,
পর্ব্বত না মানে উপরোধ।
রামপদ অভিলাষে, বিরচিল কৃত্তিবাসে,
হনূমানে উপজিল ক্রোধ॥

● ঔষধ আনয়ন ও সসৈন্যে শ্রীরামলক্ষ্মণের চৈতন্যলাভ ●

এত পরিশ্রমে হনূ ঔষধ না পায়।
কোপে কড়মড় দন্ত কটমট চায়॥
হনূমান বলে আমি শ্রীরামের দাস।
না দিল ঔষধ বেটা, করে উপহাস॥
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর, পর্ব্বত কেটা বলে।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে॥
এত বলি ধরি টানে পবন-নন্দন।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন॥
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে।
পালে পালে বন্যজন্তু ধায় উভরড়ে॥
কতশত মুনি-ঋষির হৈল তপোভঙ্গ।
সিংহের উপরে চাপি পড়িছে মাতঙ্গ॥
শার্দ্দূল-উপরে পড়ে কুকুর শৃগাল।
নেউল মূষিক সাপ একত্র মিশাল॥
ভূত-প্রেত পিশাচ পলায় ল'য়ে প্রাণ।
আতঙ্কেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান॥
প্রলয় পড়িল পলাবার নাহি পথ।
মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্ব্বত॥
ঋষি-রূপে আসি হনূমানের সাক্ষাতে।
জিজ্ঞাসিল হনূমানে মধুর বাক্যেতে॥
কে তুমি কোথায় থাক বীর-চূড়ামণি।
পর্ব্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি॥
হনূমান বলে আমি পবনের সুত।
সুগ্রীবের অনুচর শ্রীরামের দূত॥
হ'রেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
রঘুনাথ করেছেন সাগর-বন্ধন॥
লঙ্কাতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিৎ বাণে॥
রঘুনাথ মূর্চ্ছাগত, ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি যত কপিগণ॥
অচৈতন্য হ'য়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে।
জাম্বুবান পাঠাইল ঔষধের তরে॥
মহৌষধি আছে এই পর্ব্বত-উপরে।
না দিল ঔষধ মেরু কোন্ অহঙ্কারে॥
প্রাণপণে করিব রামের উপকার।
পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার॥
ঋষি বলে, শান্ত হও পবননন্দন।
আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন॥
এত বলি সঙ্গে করি ল'য়ে সেইখানে।
দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে॥
চারিজাতি ঔষধ লইয়া হনূমান।
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কাণ॥



লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে ॥
বিশল্যকরণী আর সুবর্ণকরণী।
অস্থিসঞ্চারিণী আর মৃতসঞ্জীবনী ॥
এই চারি ঔষধ লইয়া হনূমান।
চারি দ্বারে ভ্রমণ ক'রয়ে স্থানে স্থান ॥
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যত দূর যায়।
বানর কটক সব উঠিয়া দাণ্ডায় ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি।
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি ॥
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ।
গয় ও গবাক্ষ উঠে কটক-সমাজ ॥
যার নাকে লাগে অস্থিসঞ্চারিণী গুঁড়া।
কটকের হাত পা আসিয়া লাগে যোড়া ॥
অস্থিসঞ্চারিণী-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে।
চারি দ্বারে বানর উঠে ঝাঁকে-ঝাঁকে ॥
সুবর্ণকরণী-গন্ধ সুকোমল অতি।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের আকৃতি ॥
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ-ঝাড়া।
হনুমানে কহে সবে হাত করি যোড়া ॥
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই ॥
রাম বলে হনুমান যে গুণ তোমার।
শত যুগ শোধিতে নারিব তব ধার ॥
কি দিব প্রসাদ বল, আছে কিবা ধন।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
রাম বলে, হনূমান তুমি ভক্ত বীর।
তোমাতে আমাতে হয় অভেদ শরীর ॥
সর্ব্বজন করে হনূমানের বাখান।
হনুমান হৈতে সবে পাইল পরাণ ॥
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিৎ।
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ড গীত ॥

● রাবণের লঙ্কার চারিধার অবরোধ ●

রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
রাজা বলে, দৈবগতি কে পারে রোধিতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি ॥
মোর সেনা মরিলে না বাঁচে একজন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানর ॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী ॥
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া, প্রাণ বড় ধন ॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারিদ্বারে দেহ ত কপাট ॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে ॥
সোনার কপাট, খিল ভয়ঙ্কর অতি।
নাহি তাহে চন্দ্র-সূর্য্য-পবনের গতি ॥
পাঁচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে।
হাসিয়া সুগ্রীব রাজা সবাকারে বলে ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ।
মনে কি ভেবেছে বেটা, জিনিয়াছে রণ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি।
পশ্চিম দুয়ারে গেল মন্দ-মন্দ-গতি ॥
ব'সেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানরগণ, লক্ষ্মণ নিকটে ॥
হনুমান জাম্বুবান আর বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন ॥
উপনীত হৈল আসি সুগ্রীব রাজন্।
সম্ভ্রমে বন্দিলা আসি রামের চরণ ॥



লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে॥
কি মন্ত্রণা করিছে লঙ্কার অধিকারী।
চারি দ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি॥
পাঁচ দিন হৈল, কেন নাহি দেয় রণ।
কহ না সুগ্রীব মিতা ইহার কারণ॥
সুগ্রীব বলেন, প্রভু, না জানি সংবাদ।
ক'রেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ॥



● দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন ●

শ্রীরাম বলেন, শুন মন্ত্রী জাম্বুবান।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান॥
জাম্বুবান বলে, প্রভু পাঠায়ে বানরে।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে॥
এতেক শুনিয়া তবে সুগ্রীব রাজন্।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে অসংখ্য বানর।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
একে লঙ্কাপুরী তাহে বানরের জাতি।
আঁচড়-কামড় মারে ধরিয়া যুবতী॥
অন্তঃপুর-নারী দেখি বানরের রঙ্গ।
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলঙ্গ॥
অঞ্চল ধরিয়া দন্ত খিঁচাইয়া উঠে।
বস্ত্র ফেলি যুবতী পলায় সবে ছুটে॥
দন্ত কিচ্ কিচ্ করে, খিল খিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী॥
কারে মারে লাথি-কীল, কারে মারে চড়।
নারায়ণ তৈলের কলসী ল'য়ে রড়॥
বাহির আবাসে দিতে গেল সমাচার।
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার॥
নারায়ণ তৈল ঘৃত কলসী কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ বস্ত্র আনে রাশি রাশি॥

এইরূপে দুর্জ্জয় বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি॥
একে চায়, তাহে আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর॥
এক এক কপি লয় দু-দুটি মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার প্রতি চাল॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি রব উঠে লঙ্কার ভিতর॥
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে।
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে॥
অনেক পুড়িল ঘর আগুনেতে জ্বলে।
কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ ব'লে॥
লঙ্কার ভিতর যত ছিল বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি॥
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইলা জলে।
সরোবর শোভে যেন শত-শতদলে॥
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবল।
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়ায় কুন্তল॥
জলেতে ডুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ।
মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখিছে কৌতুক॥
ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে।
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে॥
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন।
লাফ দিয়া উঠে চালে পবননন্দন॥
আগে পাছে অগ্নি দেয়, করে তাড়াতাড়ি।
বালক যুবক পোড়ে, কত বুড়া-বুড়ী॥
সৈন্য-সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি।
পাত্রমিত্রগণের পুড়িল কত পুরী॥
মণিরত্ন নির্ম্মিত সুন্দর সব ঘর।
লেখাজোখা নাহি তার পুড়িল বিস্তর॥
খাটপাট পালঙ্ক পুড়িল রত্ন ধন।
মণিরত্ন-নির্ম্মিত অসংখ্য আভরণ॥
বহুদূর হইতে অগ্নির শব্দ শুনি।
বানর কটক ঘরে দিতেছে আগুনি॥



পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর-সহিত পোড়ে যত পোষা পাখী ॥
শারী শুক কাকাতুয়া সারস সারসী।
নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥
হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ।
পলাতে না পারে ডাকে বিপরীত ডাক ॥
কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক।
কুকুট-আকৃতি হৈল, পোড়া গেল পাখ ॥
নানাজাতি পোষা-জন্তু পালে পালে পোড়ে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥
বানরেতে পর্ব্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রবণ বধির হৈল আগুনের ডাকে ॥
অঙ্গদ বলেন, শুন পবনকুমার।
চারি জন রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার ॥
ব'সে থাক চারি দ্বারে দেউটি জ্বালিয়া।
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া ॥
ভিতরেতে আগুন বাহিরে যেতে চায়।
পলাইতে নারে, মুখ বানরে পোড়ায় ॥
রাক্ষস-অবস্থা দেখি বানরের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥



● কুম্ভ-নিকুম্ভাদির যুদ্ধে পতন ●

রাবণ বলে, নাহি সহে প্রাণে অপমান।
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥
পোড়ায় কপাট দিলে, যুদ্ধ হৈল সার।
যুদ্ধ-বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন ॥
দুই ভাই আসি রাজাকে নোয়ায় মাথা।
দোঁহারে রাবণ বলে লঙ্কার অবস্থা ॥
বিক্রমেতে অতুল তোমরা দুটি ভাই।
ত্রিভুবন পরাভূত তোমা-দোঁহা-ঠাঁই ॥
আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে।
কুম্ভকর্ণ-শোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে ॥
কুম্ভকর্ণ বিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার।
নর-বানরের হাতে নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্র-যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে।
তোমরা রাখহ নর-বানরের হাতে ॥
সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু মারিয়া পিতার শোধে ধার ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে আড়ে মুড়ে ॥
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী।
উভয়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী ॥
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর।
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির ॥
দুর্জ্জয়-শরীর দোঁহে পর্ব্বত-আকার।
পশ্চিম দুয়ারে গেল করি মার মার ॥
রাক্ষস-বানর-ঠাট মিশামিশি হৈল।
বৃক্ষ-শিলা ল'য়ে কপি যুঝিতে ধাইল ॥
তবে দুই দল, কোপেতে পাগল,
পরস্পরে হারাহারি।
অনল-নিকরে, বিরল তিমিরে,
করিতেছে মারামারি ॥
যত নিশাচর, ধরি ধনুঃশর,
কঠোর কুঠার ধরি।
বানর-উপরে, সম্প্রহার করে,
চক্র গদা অসি মারি ॥
তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভুজদণ্ড,
কারো বুক ফাটে বলে।
কারো উরুমূল, কাহারো লাঙ্গুল,
কারো হস্তপদ গলে ॥
কোনজনে শর, বিন্ধিয়া জর্জ্জর,
করিতেছে কোনজন।
কারো গদাঘাতে, ভাঙ্গে বুক-হাতে,
খড়্গে করে বিদারণ ॥



তাহে কপি সব, করি ঘোর রব,
গিরি-তরু-শিলাগণ।
ফেলি ফেলি মারে, রাক্ষস-উপরে,
করে উল্কা-নিক্ষেপণ ॥
তাহে চূর্ণ করে, কত রাত্রিচরে,
কারো ভাঙ্গে শির-বুক ।
কারো উল্কানলে, দহে মুণ্ড-গলে,
কারো মুখ সকৌতুক ॥
কেহ মুষ্ট্যাঘাতে, ভাঙ্গে কারো মাথে,
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে ।
দশন নখরে, বিদারণ করে,
বুক পাশ পেট মাঝে ॥
কাহারো ঘোড়ারে, আছাড়িয়া মারে,
কোন কপি কারো গজে ।
কেহ মারি লাথে, ভাঙ্গে কারো রথে,
স-সারথি হয়-ধ্বজে ॥
কত নিশাচর, ত্যজি অসি শর,
হাতাহাতি রণ করে ।
কেহ মারে চড়, কেহ বা চাপড়,
কেহ মুটকি প্রহারে ॥
পাঁচ-সাত জন, রাক্ষস মিলন,
ধরি এক কপিবরে ।
অস্ত্রাদি-প্রহারে, ছিন্ন ভিন্ন করে,
কাহারো পরাণ হরে ॥
সেই-অনুসারে, এক নিশাচরে,
অনেক বানর ধরি ।
মারে চড়-কীল, বহুতর শিল,
বিদারয়ে নখে করি ॥
এরূপ তুমুল, সমরে ব্যাকুল,
কান্দে কপি জাম্বুবান ।
ম'লরে ম'লরে, গেল রে গেল রে,
আর না রহিল প্রাণ ॥
বড় বীর সব, করি ঘোর রব,
কহিতেছে বার বার ।
ধর ধর ধর, মার মার মার,
না রাখিব রিপু আর ॥
এমত প্রকারে, তুমুল সমরে,
মাতিয়া কোপের ভরে ।
কবিবর ভণে, রাম-দশাননে,
সেনা হানাহানি করে ॥
রাক্ষসের বাণ যেন আগুনের শিখা ।
পুড়িছে বানরগণ নাহি লিখা জোখা ॥
গাছ ও পাথর ল'য়ে কপি সব যুঝে ।
অসংখ্য রাক্ষস পড়ে সংগ্রামের মাঝে ॥
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর ।
মারিলেক ভীম গদা অঙ্গদ-উপর ॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার ।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ হৈল আগুসার ॥
করে ধরি একখান শিখরি-শিখর ।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠ-মস্তক-উপর ॥
তাহার প্রহারে বাণ পরিত্যাগ করি ।
বজ্রকণ্ঠ-বীর পড়ে বসুধা-উপরি ॥
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন ।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ ॥
সেই বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর ।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর ॥
শক্রসুত-সুত সহি সে-সকল শরে ।
লাফ দিয়া উঠে তার রথের উপরে ॥
ব্যাঘ্র যেন লম্ফে হেন বানরের রঙ্গ ।
মরণের ভয় নাই রণে নাই ভঙ্গ ॥
তার কর হইতে কোদণ্ড কাড়ি লৈয়া ।
চরণ-চাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন ।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ ॥
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন ।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন ।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন ॥



কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করেতে ধরিয়া।
খড়্গ আর ধনু তার লইল কাড়িয়া॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে॥
তাহে ছিন্ন হ'য়ে সেই যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নামিল শব্দ করি মার মার॥
তবে শোণিতাক্ষ-বীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুই জন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই বীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুই পাশে দাঁড়াল আসিয়া॥
তবে সেই নিশাচর-তিনজন-সঙ্গে।
তিন কপি-বীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন।
করিতেছে তিন নিশাচর [illegible]
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করয়ে রথ-তুরঙ্গ কুঞ্জর॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালি-সুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ অযুত অযুত॥
শোণিতাক্ষ সে-সকল সত্বর হইয়া।
চূর্ণ করি দিল গুরু গদা ঘুরাইয়া॥
পরেতে প্রজঙ্ঘ খরশান খড়্গ ধরি।
বালিপুত্রে বধিবারে আসে ত্বরা করি॥
নিকটে নিরখি তারে তারার তনয়।
সন্ধান করিলা শালশাখী অতিশয়॥
সেইত তরুতে তারে তাড়ন করিলা।
আর তার বাহুমূলে মুটকি মারিলা॥

প্রজঙ্ঘের বাহু তাহে বিভিন্ন হইল।
হস্ত হৈতে খড়্গখান খসিয়া পড়িল॥
স্থির হ'য়ে প্রজঙ্ঘ পরেতে কিছুকালে।
মারিল প্রবল মুষ্টি অঙ্গদ-কপালে॥
তাহে দুই দণ্ডকাল রহি অচেতন।
চেতন পাইল পুনঃ বালির নন্দন॥
সুগভীর সিংহনাদ করি কোপভরে।
প্রজঙ্ঘ-উপরে মুষ্টি মারিল নির্ভরে॥
তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার।
পড়িল সে বজ্রাহত যেন শৈল-সার॥
ক্ষীণশর হইয়া যূপাক্ষ খড়্গ ধরি।
মারিবারে যায় তথা রথ পরিহরি॥
তবে সে যূপাক্ষ বীরে মুটকি মারিয়া।
ধরিল শ্রীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া॥
এহেন সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার।
দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার॥
তাহে হত হৈয়া সেই অশ্বীর নন্দন।
কিছুকাল হইয়া রহিল অচেতন॥
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে।
সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে॥
তবেত যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুই জন।
শ্রীমৈন্দ-দ্বিবিধ সঙ্গে করে বাহুরণ॥
কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ।
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
কেহ কোন জনে কভু ঠেলি ল'য়ে যায়।
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায়॥
কেহ কোন জনে কভু তুলে উপরেতে।
কেহ কোন জনে কভু ফেলে ধরণীতে॥
মধ্যে মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত, করাঘাত করে।
কভু বিদারণ করে দশন-নখরে॥
এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ।
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র দুইজন॥
তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিধ বানর।
নখে বিদারণ করি করিলা জর্জ্জর॥



আর তার দুই ভুজ ধরি ঘুরাইয়া।
মারিল তাহাকে ভূমিতলে আছাড়িয়া॥
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষ-সনে করি বাহু-রণ।
পরে তার ভুজে ধরি করিল চাপন॥
তাহাতে যূপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর।
চলি গেল দেখিবারে প্রেতপরীশ্বর॥
তবে বিরূপাক্ষ-নামে এক নিশাচর।
কপি-সৈন্য-উপরে বর্ষণ করে শর॥
তার শর প্রহার না সহিতে পারিয়া।
পলায় বানর সব সমর ত্যজিয়া॥
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি।
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষ-মস্তক উপরি॥
তাহে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচর।
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর॥
তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি।
বধিতে লাগিল মুষ্টি মারি সব অরি॥
চড়-চাপড়-মুষ্ট্যাদি বানরের তাড়া।
মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে যাতুধান।
রথে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ॥
দশদিক আচ্ছাদন করি সেই শরে।
বিন্ধিতে লাগিল যত ভল্লুক-বানরে॥
তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে।
বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবারে॥
তাহা নিরখিয়া নল ল'য়ে তরু শিলা।
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা॥
সেও শত শত শর করিয়া বর্ষণ।
সেই সব শাখী শিলা করিলা কর্ত্তন॥
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে।
কোদণ্ড কর্ষিয়া কাণ্ড লাগিল এড়িতে॥
সে-সকল শরে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
শাল-শিলা ফেলাইয়া করিল বারণ॥
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ।
বিদ্যুন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন॥

বিদ্যুন্মালী যাবতীয় শর-বৃষ্টি করে।
নল তাহা নিবারয়ে পাদপ-প্রস্তরে॥
এইরূপে কিছুকাল সেই দুইজন।
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ॥
তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া।
কহিতেছে নল প্রতি চাতুরী করিয়া॥
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র তুমি তোমা সহ রণে।
বড়ই আনন্দ আজি পাইলাম মনে॥
দেখিয়া বিক্রম তব বিক্রম অপার।
ইচ্ছা হয় বাহুযুদ্ধ করিতে আমার॥
বলিছে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন তাহারে।
আমারো বাসনা এই অসুর-মাঝারে॥
তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল।
তবে দুই বীরে বাহুযুদ্ধ আরম্ভিল॥
হাতে-হাতে ভুজে-ভুজে কপালে-কপালে।
বুকে-বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে॥
উন্মত্ত মাতঙ্গ যেন দশনে-দশনে।
যুদ্ধ করে, হেন শব্দ হয় ঘনে ঘনে॥
বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়।
কাহারো প্রহারে কোন জন ব্যগ্র নয়॥
কভু বাহু-প্রহার করয়ে কোন জন।
বজ্রে সে করয়ে যেন বিকট নিঃস্বন॥
কভু নলে ঠেলি ল'য়ে যায় বিদ্যুন্মালী।
কভু বিদ্যুন্মালীরে সে নল বলশালী॥
কভু আকর্ষয়ে, কভু করে উত্তোলন।
কভু চাপি ধরে, কভু করয়ে পাতন॥
মুষ্টি-দন্ত-নখে কভু করয়ে প্রহার।
দুই সিংহে করে যেন যুদ্ধ অনিবার॥
এইরূপে দুই-দণ্ডকাল দুই জন।
করিলেক ন্যূনাধিক্য শূন্যবাহু রণ॥
তবে ত নলের বল না পারি সহিতে।
বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়াল শ্রান্তিতে॥
পুনর্ব্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ।
অতি ঘোর এক শক্তি করিল ধারণ॥



তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি।
বিদ্যুন্মালী-উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি ॥
সেই শৃঙ্গে পাড়ে রথ সারথি-সহিত।
বিদ্যুন্মালী ত্যজে প্রাণ হইয়া চূর্ণিত ॥
তবে ভীত হ'য়ে যত নিশাচরগণ।
কুম্ভকর্ণ-পুত্র-কাছে করে পলায়ন ॥
তাহা দেখি রণমত্ত বানর-নিকর।
ঘন ঘন সিংহনাদ করে ঘোরতর ॥
তাহা দেখি কুম্ভবীর অধিক কুপিল।
সসৈন্যে সান্ত্বনা করি সমরে সাজিল ॥
কুম্ভবীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন ॥
সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন।
কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর।
পাথরাদি ল'য়ে গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
গাছ-পাথর কাটিল চোখা চোখা শরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর হৈল মহেন্দ্র-বানরে ॥
মহেন্দ্র কাতর [illegible] তত।
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত আনিল ত্বরিত ॥
ত্রিশ যোজন গিরি এড়িল নিয়ে টান।
কুম্ভবীরের বাণে হইল খান খান ॥
বাণেতে পর্ব্বত কাটি খান খান করে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্র বানরে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দোঁহে হেল অচেতন।
কোপেতে পর্ব্বত এড়ে বালির নন্দন ॥
অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে ॥
তখন অঙ্গদ বলে, কর পরিত্রাণ।
সকল বানর গেল শ্রীরামের স্থান ॥
তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা।
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা ॥
ঋষভ কুমুদ ও সুষেণ সেনাপতি।
তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি ॥

শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন।
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষ-বরিষণ ॥
কুপিল সে কুম্ভবীর পূরিয়া সন্ধান।
তিন বীরের বৃক্ষাদি করে খান খান ॥
জর্জ্জর হৈল তারা কুম্ভবীরের বাণে।
ভয় পেয়ে তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে ॥
তিন বীর পলাইয়া সুগ্রীবেরে কয়।
রুষিল সুগ্রীব রাজা সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
কুপিয়া সুগ্রীব-বীর এক লাফে যায়।
পাকল করিয়া আঁখি কুম্ভবীরে চায় ॥
কুম্ভ বলে বানরা বেড়াস্ ডালে ডালে।
এত তোর বিক্রম না ছিল কোনকালে ॥
সুগ্রীব বলিছে, দ্বন্দ্ব নাহি কারো সনে।
না জান বিক্রম তুমি, এই সে কারণে ॥
তোর সনে রণে করি বিক্রম-পরীক্ষা।
পড়িলি আমার হাতে, নাহি তোর রক্ষা ॥
যমরাজ জেগে ব'সে আছে তোর তরে।
দেখাব বিক্রম আজি, [illegible] যমঘরে ॥
তোর পিতা কুম্ভকর্ণ, সে জানে বিক্রম।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, দেখাইব যম ॥
কুপিয়া যে কুম্ভবীর তীক্ষ্ণ বাণ যোড়ে।
তিন শত বাণ রাজা সুগ্রীবের এড়ে ॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব যে চিন্তিত-অন্তর।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর ॥
ধনুক ধরিয়া টানে, কেড়ে নিতে নারে।
রথ হৈতে কুম্ভবীর ফেলে সুগ্রীবেরে ॥
আছাড় খাইয়া রাজা হৈল অচেতন।
চেতনা পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ ॥
তোর বাপের জাঠা নিলাম এক হাতে।
তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে ॥
বাপের সমান তুই বীরচূড়ামণি।
ইন্দ্রজিৎ-সম তোর ধনুকে বাখানি ॥
কুম্ভবীর বলে, ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্তহস্তে আইস দু'জনে যুদ্ধ করি ॥



অস্ত্র ফেলি দুইজনে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ঘুচিয়া লাগিল জড়াজড়ি॥
কুম্ভবীর চাপড় মারিল বাহুবলে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা সমুদ্রের জলে॥
রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গভীর;
মধ্যে চ... ... হইল অল্প নীর॥
মাটিতে লাগু'যে ফিরে এল এক লাফে।
কুম্ভবীর বিক্রমে সুগ্রীব রাজা কাঁপে॥
পুনঃ কোপে কুম্ভবীর মুষ্ট্যাঘাত মারে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা দুর্জ্জয় প্রহারে॥
চৈতন্য হারায় মুখে উঠে রক্ত ফেনা।
সুমেরু পর্ব্বতে যেন পড়িল কঙ্কনা॥
সংবিৎ পাইয়া উঠি বানরের নাথ।
কুম্ভবীর উপরে করিল পদাঘাত॥
মহাকোপে কুম্ভবীর ধরে সুগ্রীবেরে।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ, কেহ নাহি হারে॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ, নাহি অবসাদ॥
লাফ দিয়া সুগ্রীব তাহার রথে চড়ে।
দুই মাতঙ্গের দন্ত দু'হাতে উপাড়ে॥
লইয়া হস্তীর দন্ত কুম্ভবীরে হানি।
দন্তাঘাতে কুম্ভের জর্জ্জর হৈল প্রাণী॥
উর্দ্ধেতে কুম্ভেরে তুলি মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
দেখিয়া নিকুম্ভ বীর ভ্রাতার নিধন।
সুগ্রীব রুষিয়া যায় করিয়া তর্জ্জন॥
নিকুম্ভের মুষল সে পর্ব্বত-সোসর।
মুষল মারিতে যায় সুগ্রীব-উপর॥
দন্ত করি-মুষলেতে ঘন দেয় পাক।
ঘুরায় মুষল যেন কুম্ভকার-চাক॥
বিক্রম করিয়া ছোটে সংগ্রামের স্থলে।
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পেলে জ্বলে॥
নিকুম্ভের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সুগ্রীব-বানর॥

ভয়েতে সুগ্রীব রাজা নহে আগুয়ান।
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখি রোষে হনূমান॥
সেবক থাকিতে তোর রাজা-সনে রণ।
তোতে মোতে যুঝি, দেখি মরে কোন্‌জন॥
নিকুম্ভ কহিছে, বেটা ঘরপোড়া, শুন।
তোরে পেলে আর নাহি চাহি অন্যজন॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী॥
লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে।
রুষিয়া মারিল বীর হনুমান-মাথে॥
হনুমান-মাথা যেন বজ্রের সমান।
মাথার মুষল গোটা হৈল খান খান॥
হনূমান বলে যে মুষল গেল তল।
মোর ঘা সহরে বেটা, তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনূমান।
নিকুম্ভে মারিল চড় বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরহরি।
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রমে কেশরী॥
হনূমানের পানে বীর চাহে একদৃষ্টি।
কোপে হনূমান-বুকে মারে বজ্রমুষ্টি॥
মুষ্ট্যাঘাতে হনূমান হৈল অচেতন।
হনূ কোলে করি যায় ভেটিতে রাবণ॥
প্রথম মহলে যায় কোপে করি ভর।
দ্বিতীয় মহলে পরে চলে নিশাচর॥
চলি যায় নিকুম্ভ যে পরম-হরিষে।
হনূমানে দেখিতে রমণী সব আসে॥
নিকুম্ভেরে নারীগণ ধন্য ধন্য বলে।
ভাল কৈলে ঘরপোড়া ধরিয়া আনিলে॥
সুগ্রীবেরে ক'রেছিল বন্দী তব বাপে।
ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে॥
ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আসে, দুর্জ্জয় এমন॥
নিকুম্ভের কোলে হনূ পাইল চেতন।
কি বুদ্ধি করিবে হনূ, ভাবিছে তখন॥



সর্ব্ব-অঙ্গ বিদারিল আঁচড়-কামড়ে।
দুই কাণ ছিঁড়ি নিল হাতের মোচড়ে ॥
পরিত্রাহি ডাকে বীর, ছাড় ছাড় বলে।
ভয় পেয়ে ছুঁড়ে ফেলে গগনমণ্ডলে ॥
অন্তরীক্ষে লাফ দিলে হাতে দুই কাণ।
নিকুম্ভের স্কন্ধে চড়ে বীর হনুমান ॥
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলে।
হনুমান মুণ্ড লয়ে যায় মহাবলে ॥
সিংহনাদ করি চলে পবনের বেগে।
এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে ॥
নিকুম্ভের মুণ্ড দেখি শ্রীরামের হাস।
নিকুম্ভের বিনাশ গাইল কৃত্তিবাস ॥



● মকরাক্ষের যুদ্ধে গমন ও মৃত্যু

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
পড়িল নিকুম্ভ-কুম্ভ শুন লঙ্কেশ্বর ॥
কুম্ভ-নিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ।
সিংহাসন হ'তে পড়ে রাজা দশানন ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব করিত রণে শঙ্কা।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পড়ে শূন্য হৈল লঙ্কা ॥
কুড়ি চ'ক্ষে বহে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর।
মকরাক্ষ মহাবীরে আনিল সত্বর ॥
মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায়।
দেহে তার কুড়ি হস্ত রাবণ বুলায় ॥
রাজা বলে মকরাক্ষ, তুমি যোদ্ধৃপতি।
নর-কপি মারি রাখ লঙ্কার বসতি ॥
সেই পুত্র সুজন, কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু বধ করি শোধে পিতৃধার ॥
রাত্রি দিন কান্দে শোকে তোমার জননী।
সে রাগে রামের সীতা আমি হ'রে আনি
তাহার কারণ হৈল এত বিসংবাদ।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারি ঘুচাও বিষাদ ॥

মকরাক্ষ বলে, চিন্তা না কর রাজন্।
এখনি মারিব শত্রু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
রাজা বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য ॥
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে।
রণসজ্জা করি দেয় আপনার হাতে ॥
মস্তকে মুকুট দিল, অঙ্গে দিল সানা।
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা ॥
মকরাক্ষ বলে, শুন প্রতিজ্ঞা রাজন্।
যুদ্ধে নর-বানর এড়াবে কোন্ জন ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর বিভীষণ।
চারিজনা-রক্তে পিতার করিব তর্পণ ॥
এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস।
সবে বলে মকরাক্ষে বড়ই সাহস ॥
মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে বলেতে বলবান্।
লঙ্কাপুরে বীর নাহি তোমার সমান ॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন।
নর-বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ।
শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়ি প্রাণ-আশ ॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু-অবতার ॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাম, ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করেন গরুর উপর ॥
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর।
যুক্তি করি ধেনু-বৎস আনায় বিস্তর ॥
নব নব বৎস সব রথে ল'য়ে তোলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে-পালে ॥
মনোরম হয়-হস্তী দূর করি সব।
রথের যোগান দিল চারিটা বৃষভ ॥
গোচর্ম্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা।
সর্ব্ব-অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্ম্মের সানা ॥
গোচর্ম্মের সানা ঢাকে সারথির অঙ্গে।
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে ॥



পাখোয়াজ আর বাঁশী বাজে জগঝম্প।
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প॥
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি।
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিণী॥
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ চড়ে রথে।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে॥
এইরূপে যতেক প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল মকরাক্ষের সংহতি॥
হাতে ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে।
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে॥
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুক-টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে গেল করি মার মার॥
মকরাক্ষ এল রণে, পড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্রে ঝাড়া॥
রামজয় শব্দ করি ধাইল বানর।
বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর॥
কেহ বলে, কাট কাট, কেহ বলে মার।
রুষিয়া আইল রণে খরের কুমার॥
মকরাক্ষ-সম্মুখে দাণ্ডায় হনূমান।
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ দেখে বিদ্যমান॥
গো বৎস পালে পালে রোধ কৈল পথ।
ভাবে মনে কি হবে বৃষভে টানে রথ॥
রাক্ষস মারিতে গেলে গো-বৎস যে মরে।
গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে॥
মকরাক্ষ মারে বাণ বানর-উপর।
অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রাম-ভিতর॥
বানর-কটক ভয়ে পলায় অপার।
পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি মার মার॥
সুষেণ অঙ্গদ নল নীল মহাবল।
রণে ভঙ্গ দিয়া যায় ছাড়ি রণস্থল॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনূমান।
হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্ব্বত পাষাণ॥
ভয়েতে পলায়ে যায়, পশ্চাতে না চায়।
রণ ছাড়ি সুগ্রীব পলায় উভরায়॥

লম্ফ দিল কপিগণ, মকরাক্ষ দেখে।
চালাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে।
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে॥
দণ্ডকবনেতে বেটা, মারিলি মোর বাপ।
ভুঞ্জিবি তাহার ফল, দেখাব প্রতাপ॥
পিতৃশত্রু পাইলাম বহুদিন পরে।
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে॥
পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখা শরে।
খাইবে তোমার মাংস শৃগাল-কুক্কুরে॥
এত বলি ধনুকে যুড়িল তীক্ষ্ণ শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
মনে মনে রঘুনাথ ভাবেন এ ভয়।
মকরাক্ষে মারিতে গো-হত্যা পাছে হয়॥
যত যত বীর সনে করিলা সংগ্রাম।
প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আগু হৈলা রাম॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভয় পেয়ে মনে।
হইল ত্রিপদ ভঙ্গ মকরাক্ষ-রণে॥
তিন পদ পশ্চাৎ হইল রঘুবর।
মকরাক্ষ-বাণে রাম অতীব কাতর॥
কেমনে জিনিব রণ, ভাবিলেন মনে।
যুড়িল পবন-বাণ ধনুকের গুণে॥
পবন-বাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে।
পর্ব্বত কন্দর বৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে॥
ব্রহ্মরূপী বাণেতে পবন আবির্ভূত।
উড়াইল ধেনু-বৎস বৃষভাদি যত॥
গোচর্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে।
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে॥
রামজয় শব্দ করে যতেক বানর।
অন্ধকার করি ফেলে বৃক্ষ ও পাথর॥
মকরাক্ষ মহাবীর পূরিল সন্ধান।
গাছ-পাথর কাটিয়া করে খান খান॥
গাছ-পাথর কাটি এড়িল পঞ্চশর।
দশ বাণে নীল বীরে করিল জর্জ্জর॥



সুগ্রীব-সুষেণ-আদি বড় বড় বীর।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর॥
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে অঙ্গদের অঙ্গ।
পলায় অঙ্গদ-বীর রণে দিয়া ভঙ্গ॥
ধেনু-বৎস-বৃষ-সব উড়িল আড়েতে।
চারি অশ্ববর আনি যুড়িলেক রথে॥
দেবাংশী রথের তেজ, চলে বায়ুবেগে।
বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে॥
গালি পাড়ে রঘুনাথে, যত আসে মনে।
দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে॥
রাম বলে, মকরাক্ষ, না কর বিলাপ।
আজি ঘুচাইব তোর মনের সন্তাপ॥
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।
চিরদিন পিতাপুত্রে হবে দরশন॥
এত বলি ক্ষুরপার্শ্ব বাণে দিল টান।
মকরাক্ষ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান॥
আকাশে উঠিল গিয়া ছু'জনার বাণ।
শ্রীরামের বাণে কাটি কৈল খান খান॥
মকরাক্ষ বাণ এড়ে, তারা যেন ছুটে।
শত শত বাণ মারে রামের ললাটে॥
ললাটে লাগিয়া বাণ বিন্ধি রহে ফলা।
রামের শরীরে যেন রক্ত-পদ্মমালা॥
অন্ধকার হৈল বাণে, নাহি চলে দৃষ্টি।
রামের খসিয়া পড়ে ধনুকের মুষ্টি॥
আপনা সরিয়া রাম দৃঢ় কৈলা বুক।
কাটিলেন মকরাক্ষ-হাতের ধনুক॥
আর ধনু ল'য়ে করে বাণ-বরিষণ।
বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন॥
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে।
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে॥
বাণে অন্ধকার, তবু ফেলে নিরন্তর।
বাণ ফুটি রঘুনাথ হইল কাতর॥
রামেরে কাতর দেখি তুষ্ট নিশাচর।
সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর॥
কত বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ।
শ্রীরামে জিনিনু বলি মনেতে উল্লাস॥
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল অস্থির।
শ্রীরাম বলেন বেটা বাপ হৈতে বীর॥
খরেরে মারিয়াছিনু দণ্ডেকের রণে।
দ্বি-প্রহর হৈল, বেটা যুঝে মোর সনে॥
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহে চারিভিতে।
বাণে অন্ধকার, কারে না পান দেখিতে॥
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার।
চিকুর বাণেতে লুপ্ত করে অন্ধকার॥
এড়েন ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে।
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে॥
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে।
সে-জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে॥
জাঠা যদি কাটা গেল, শেলমাত্র তাড়া।
এড়িলেক শেলপাট দিয়া অঙ্গ-নাড়া॥
সূর্য্যের কিরণ যেন আসে শেল-বাণ।
ঐষিক বাণেতে রাম কৈলা খান খান॥
সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল, মকরাক্ষ রোষে।
বজ্রমুষ্টি মারিতে পবন বেগে আসে॥
দেখিয়া শ্রীরঘুনাথ পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কাটে হস্ত দুইখান॥
হস্ত কাটা গেল, বেটা দন্ত কড়মড়ে।
ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে॥
বদন বিস্তারি যায় অতিশয় কোপে।
অগ্নি-অস্ত্র রঘুনাথ বসাইল চাপে॥
অগ্নিবাণ যুড়িয়া ধনুকে দিল টান।
অগ্নিবাণে মকরাক্ষ ত্যজিলেক প্রাণ॥
তিন-প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে হৈল মকরাক্ষের পতন॥

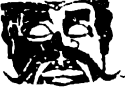


● তরণী সেনের যুদ্ধ ও মৃত্যু ●

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে, শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর॥
মরিয়া না মরে রাম, বিপরীত বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন।
নর-বানরের যুদ্ধে হইল নিধন॥
কে আছে এমন বীর, পাঠাইব কারে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মারে সুগ্রীব-বানরে॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা ল'য়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনের নাম হইল স্মরণ॥
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী।
প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী॥
আলিঙ্গন করে রাজা, বাড়ায় সম্মান।
যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্প-পান॥
রাজা বলে, লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে, আগে নাহি জানি॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর।
হিত-উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি, ছন্ন হৈল মতি।
বিনা অপরাধে তারে মারিলাম লাথি॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ॥
সন্ধি-উপদেশ-কথা সেই দেয় ক'য়ে।
শ্রীরাম আছেন ব'সে কালরূপী হ'য়ে॥
শত্রুর সপক্ষ তব হইয়াছে পিতে।
মজিল কনক-লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে॥
তুমি তার পুত্র বট, নহ তার মত।
চিরদিন জানি, তুমি মম অনুগত॥
রাজ্য-ধন লহ বাপু, স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণে মারি॥
কহিছে তরণীসেন করি যোড়হাত।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ॥
মহাগুরু পিতা-মাতা, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়॥
দশানন বলে, তুমি কুলে সুসন্তান।
নর-বানরের হাতে কর পরিত্রাণ॥
সংগ্রাম জিনিবে তুমি, হেন লয় মনে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
যুদ্ধে যোদ্ধৃপতি তুমি, বুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার॥
কুলক্ষয় করিবারে মূলাধার পিতে।
উপবোধ না করিব উপস্থিতমতে॥
নানা জাতি পুরাণ শাস্ত্রেতে ইহা কয়।
শ্রেষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ-বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়॥
বড় প্রীত হয় রাজা তরণীর বোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে॥
রত্নময় হার আর বলয় কঙ্কণ।
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ॥
রণসাজে সাজাইয়া দিল দশানন।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন॥
সাজন করিল রথ মনের হরিষে।
সারি সারি কত রত্ন শোভে চারিপাশে॥
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি।
শ্বেত নীল নেতের পতাকা সারিসারি॥
বিচিত্র ধনুক তোলে তূণে পূর্ণবাণ।
জাঠা-জাঠি শেল-শূল খাণ্ডা খরশান॥
সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী।
তখন পড়িল মনে সরমা জননী॥



শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে।
দাণ্ডাইল প্রণাম করিয়া করপুটে॥
তরণী বলেন, মাতা নিবেদি চরণে।
হ'য়েছে রাজার আজ্ঞা, যাব আমি রণে॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে।
পবিত্র হইবে দেহ রাম-দরশনে॥
নিরখিব জনকের চরণকমল।
দেহ অনুমতি মাতা, যাব রণস্থল॥
সংগ্রামে যাইবে পুত্র, শুনি এ-বচন।
সরমা চমকি উঠি করিল রোদন॥
কি কথা কহিলি বাপ, প্রাণ কাঁপে শুনে।
যাইতে না দিব নর-বানরের রণে॥
লঙ্কা ছাড়ি তোমা ল'য়ে যাব স্থানান্তর।
থাকুক রাজত্ব ল'য়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
ধার্ম্মিক তোমার পিতা, জানে সর্ব্বজন।
পাপসঙ্গ ছাড়ি লয় রামের শরণ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, গোলোকের পতি॥
দুরাত্মা রাক্ষসকুল করিতে সংহার।
দশরথ-গৃহে বিষ্ণু রাম-অবতার॥
এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ॥
তুমি ত সুবুদ্ধি বট, অতি বিচক্ষণ।
এ-সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ॥
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী।
বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি॥
তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্য্যাস।
মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস॥
শুনিয়াছি সর্ব্বশাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ॥
কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময়, ভিন্ন ভিন্ন বপু॥
কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি প্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব মাতা, মরণের ভয়॥
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগ-তন্ত্র।
অনিত্য শরীর এই মিছে মায়া-যন্ত্র॥
দাসের সন্তান বলি না মারেন রাম।
আসিয়া করিব পুনঃ শ্রীপদে প্রণাম॥
কালের বিভক্ত কাল পূর্ণ হৈলে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে॥
মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী।
বসিলেন সংবরিয়া নয়নের বারি॥
চলে বীর প্রণমিয়া সরমা জননী।
সাজ সাজ বলি সবে ডাকিছে তরণী॥
সাজ সাজ বলি সৈন্যে প'ড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য শানাই বাজে দুই লক্ষ কাড়া॥
করতাল বাঁশী কাঁসি ডঙ্ক কোটি কোটি।
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাটি॥
সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা ভেউরি ভোরঙ্গ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিণাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক॥
উরমালা টিকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
রণশিঙ্গা-শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প॥
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল-অঙ্গে লিখে রামনাম॥
অসংখ্য কটক-ঠাট সাজিল বিস্তর।
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বোপর॥
কেহ ধরে শূল শেল, কেহ ধনুর্ব্বাণ।
কার হাতে জাঠা-জাঠি খড়্গ খরশান॥
আকাশের তারা পারি করিতে গণনা।
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা॥
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ, লক্ষ লক্ষ রথ।
ঢাকিল গগন-আদি, আচ্ছাদিল পথ॥



লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গা-মৃত্তিকাতে।
লিখিলেক রথে আর ধ্বজপতাকাতে ॥
হাতে ধনু রথে উঠে বীর-অবতার।
পশ্চিম দ্বারেতে চলে করি মার মার ॥
গড়ের বাহির হ'য়ে দিলেক ঘোষণা।
রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা ॥
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর।
বানর ধাইল ল'য়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা।
বানর-কটকে যেন পড়িছে ঝঞ্জনা ॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হৈল মহামার।
সহিতে না পারে কপি, পলায় অপার ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন ॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধাম্মিক পুত্র, বড় যোদ্ধৃপতি ॥
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে, কোথা রাম-দয়াময় ॥
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর ॥
চারিদিকে নেহারিয়া দেখিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাই রাম রঘুমণি ॥
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
জনম সফল হবে, জুড়াবে জীবন ॥
মনে ভাবে, কত দূরে দেব নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত-গমন ॥
রঘুনাথ-পানে যদি চালাইল রথ।
ধেয়ে গিয়া নীলবীর আগুলিল পথ ॥
নীলবীর বলে বেটা, আর যাবি কোথা।
এক চড়ে রাক্ষস ছিঁড়িব তোর মাথা ॥
যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন।
পথ ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

নীল বলে, প্রাণ লব পর্ব্বত-চাপনে।
কেমনে দেখিবি বেটা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
অঙ্গে লেখা রামনাম রথ-চারিপাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধাম্মিক বক আসিয়াছে রণে ॥
মকরাক্ষ এসেছিল, বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জিনতে এসেছিল রথে বেঁধে গরু ॥
বৃষভেতে টানে রথ গো-চর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে, বেটা হৈল ভেকা ॥
গোচর্ম্ম ধেনুর বৎস বাণে গেল উড়ে।
দেখ সেই রাক্ষসের মুণ্ড আছে পড়ে ॥
তুই বেটা মহাদুষ্ট তা হ'তে মায়াবী।
ভণ্ড তপস্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি ॥
এত বলি নীলবীর কোপে করি ভর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর ॥
বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে।
হাসিয়া তরণীসেন ধরে বাম হাতে ॥
বৃক্ষ যদি ব্যর্থ গেল নীলবর রোষে।
আনিল পর্ব্বত এক চক্ষুর নিমিষে ॥
হানিল পর্ব্বত-গোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
তরণীর গদা ঠেকি হৈল চুরমার ॥
পর্ব্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে।
তরণী হানিল বাণ নীলের উপরে ॥
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান।
নীলবীর ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান ॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের ধনুক নিল কেড়ে ॥
রুষিয়া তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হৈতে পড়ি হনু করে ধড়ফড় ॥
সংবিৎ পাইয়া হনু করে মহামার।
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে।
কোপেতে তরণীসেন হনুমানে ধরে ॥

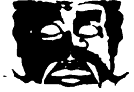


আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপর ।
পাছু হৈল হনূমান, পাইয়া ত ডর ॥
হনূমানে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয় ।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয় ॥
মহা কোপে পশ্চাৎ করিয়া হনূমানে ।
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে ॥
হানিল পর্ব্বত এক তরণী-উপর ।
দেখিয়া তরণীসেন হইল কাঁফর ॥
ভয়েতে তরণী এড়ে চোখা-চোখা বাণ ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান ॥
কাটা গেল পর্ব্বত, অঙ্গদে লাগে ভয় ।
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয় ॥
সারথি তৎপর বড়, ত্বরান্বিত হ'য়ে ।
পুনঃ অশ্ব যুড়ি রথ দিল চালাইয়ে ॥
রুষিল তরণীসেন অঙ্গদ-উপর ।
অঙ্গদের বুকে মারে লোহের মুদ্গর ॥
মুদ্গর-আঘাতে পড়ে বালির নন্দন ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল করিয়া গর্জ্জন ॥
আর যত বানর মিলিল একেবারে ।
বরিষে পর্ব্বত-বৃক্ষ তরণী-উপরে ॥
গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে ।
তেমনি তরণী বীর সংগ্রাম-ভিতরে ॥
নানা শিক্ষা জানে বীর পরম সন্ধানী ।
ক্ষণেকে পর্ব্বত-বৃক্ষ কাটিল তরণী ॥
আগুনের শিখা যেন তরণীর বাণ ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ ॥
চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া ।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া ॥
বানর রাক্ষসে মারে, রাক্ষসে বানর ।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর ॥
স্থানে স্থানে পর্ব্বত-প্রমাণ গাদি গাদি ।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্ত নদী ॥
বানরের ঘোর নাদ, গজের গর্জ্জন ।
রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে ভীষণ ॥

জাঠা জাঠি ধনু-গুণে শব্দ ঠন্‌ঠন ।
কেহ বা পলায়ে যায় লইয়া জীবন ॥
কার গেল হস্ত পদ, কার চক্ষু কর্ণ ।
মুষল আঘাতে কেহ হইল বিবর্ণ ॥
তুলনা নাহিক দিতে, যুদ্ধ হৈল বড় ।
চারি দ্বারের কপি পশ্চিম দ্বারে জড় ॥
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ ।
রুষিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান ॥
সুষেণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কাঁপে ।
তরণীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে ॥
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে ।
বিদারিল সর্ব্ব অঙ্গ আঁচড়ে কামড়ে ॥
তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয় ।
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হয় ॥
সারথির মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীরদাপ ।
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফ ॥
তরণীর দশা দেখি কপিগণ হাসে ।
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে ॥
করিছে তরণীসেন বাণ-অবতার ।
সম্মুখ-সংগ্রামে রহে, হেন সাধ্য কার ॥
বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে ।
চোখা চোখা বাণ বিন্ধে সুগ্রীব বানরে ॥
বাণাঘাতে সুগ্রীব ভূপতি কোপে জ্বলে ।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত বীর হানে বাহুবলে ॥
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান্ ।
প্রহারে পর্ব্বত গেল হ'য়ে শত খান ॥
হানিল দুর্জ্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে ।
পড়িল সুগ্রীব রাজ রক্ত উঠে মুখে ॥
সংগ্রামে পড়িল যদি সুগ্রীব রাজন্ !
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ ॥
পলায় বানরগণ, ফিরিয়া না চায় ।
ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায় ॥
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর ।
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির ॥



মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ।
রহিলেন হনূমান সুষেণ অঙ্গদ॥
সুগ্রীবেরে চেতন করায় তিনজন।
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন॥
হাতে ধনু দাণ্ডাইলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্বুবান, বামে বিভীষণ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ॥
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে, রাম, দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ॥
বিপক্ষের পক্ষ হ'য়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে করিবে প্রণাম কি কারণে॥
বিভীষণ বলে, রাম, না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন॥
তোমার চরণ-বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে॥
রাম বলে, ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়।
আশীর্ব্বাদ করি, যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥
লক্ষ্মণ বলেন, কি কহিলে মহাশয়।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি না জান লক্ষ্মণ।
ভক্তের বিষয়-বাঞ্ছা নহে কদাচন॥
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী॥
গভীর-গর্জ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ।
দেশে ফিরে যাবে বেটা, করিয়াছ সাধ॥
মহাকোপে লক্ষ্মণের ওষ্ঠাধর কাঁপে।
শমন-সমান বাণ বসাইল চাপে॥
প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ।
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান॥
বাণ যদি ব্যর্থ গেল রুষিল লক্ষ্মণ।
তরণী-উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিলা তরণীকে।
শ্রীরাম-স্মরণে বীর কাটে একে-একে॥
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ, বাণ কর্ণরেখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি-অবতার।
তরণী বরুণ-বাণে করিল সংহার॥
পাশুপত-বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব-বাণেতে বীর করে নিবারণ॥
হানিল পর্ব্বত-বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
পবন বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ লক্ষ অজগরে ছাইল গগন॥
বিকট দশন তুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
কুহ-শরে লক্ষ্মণ করিল মায়াময়।
দশদিক্ অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয়॥
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর।
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর॥
তরণীর সৈন্যেতে হইল মহামার।
চিকুর বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার॥
কোপেতে গন্ধর্ব্ব-বাণ মারিল লক্ষ্মণ।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল ততক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসে তবে হৈল মহামার।
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট, নাহি একজন।
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন॥
কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে।
গর্জ্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে॥
পড়িল লক্ষ্মণবীর হইয়া অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনূমান॥
ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম।
কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটাধারী রাম॥



রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথে।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুক বাণ হাতে ॥
দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে।
রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহারিয়া দেখে ॥
বিশ্বরূপ রামের দেখিল নিশাচর।
ব্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর ॥
পর্ব্বত-কন্দর দেখে কত নদ নদী।
জনলোক তপোলোক ব্রহ্মলোক-আদি ॥
মায়াতে মনুষ্যলীলা গোলোকের পতি।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী ॥
দেবতা কিন্নর যক্ষ রক্ষ লাখে লাখে।
বিস্ময় হইল মনে বিশ্বরূপ দেখে ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।
ধনুর্ব্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল ॥
কহিছে তরণীসেন যোড় করি হাত।
দেবের দেবতা তুমি, জগতের নাথ ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি ॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয়।
তুমি রজস্তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥
মীন কূর্ম্ম বরাহ নৃ-সিংহ রূপধারী।
হিরণ্যকশিপু-রিপু গোলোকবিহারী ॥
গভীর মহিমা বীর মিহির-বংশজ।
অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপঙ্কজ ॥
বিকারবিহীন দীন-দয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম ॥
কি জানি ভকতি-স্তুতি আমি অতি মূঢ়।
চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড় ॥
রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ, রাক্ষসের রিপু।
স্তবেতে অশক্ত আমি, নিশাচর-বপু ॥
বহু যুগ যুগান্তরে মানিয়া অসাধ্য।
জন্মেছি রাক্ষসকুলে হ'য়ে তব বধ্য ॥
কি ছার মিছার গর্ব্ব, স্বর্গ নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গে, মোক্ষধামে যাই ॥
পদ্মহস্তে ছিন্ন যদি কর এই দেহ।
পুলকে গোলোকে যাব, নাহিক সন্দেহ ॥
তরণী করিল স্তব, শুনে রঘুবর।
অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন ॥
কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর ॥
রাম বলে, বিভীষণ, বলি হে তোমারে।
কেমন ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥
অকারণে করিলাম সাগর-বন্ধন।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন ॥
যত যুদ্ধ করিলাম, শ্রম হৈল সার।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥
নাহিক সীতার কার্য্য না যাব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে ॥
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥
ভক্ত মোর পিতা মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ ॥
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হইয়া বিরত।
বসিলেন রঘুনাথ অন্তরে চিন্তিত ॥
সদয়-হৃদয় দেখি রাজীবলোচনে।
তরণী বিচার করে আপনার মনে ॥
আমার স্তবেতে তুষ্ট হ'য়ে রঘুবর।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর ॥
কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার।
যুদ্ধ-বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর ॥
এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনুর্ব্বাণ।
কহিছে কর্কশ বাক্যে পূরিয়া সন্ধান ॥



তরণী কহিছে, রাম শুন বলি তোরে।
কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে ॥
কেমনে বুঝিলি আমি না করিব রণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
তোর যে বীরত্ব, তাহা জানে চরাচরে।
ভরত লইল রাজ্য দূর করি তোরে ॥
তোরে মারি লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে।
সীতারে বসাব লয়ে রাবণের বামে ॥
এত যদি কহিল তরণী মহাবীর।
কোপে লক্ষ্মণের হৈল কম্পিত শরীর ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দুষ্ট নিশাচর জাতি।
প্রাণের ভয়েতে বেটা করিলি মিনতি ॥
কোথাকার ভক্ত বেটা, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
এত বলি শত বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ ॥
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে।
মরিতে বাসনা তার শ্রীরামের হাতে ॥
এতেক ভাবিয়া হৈল বিষণ্ণ বদন।
তরণীর অভিলাষ বুঝি বিভীষণ ॥
রঘুনাথে বিভীষণ কহে যোড়হাতে।
এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে ॥
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে।
আর বার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে ॥
আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি ধনুক লইলা রঘুবর ॥
চোখা চোখা বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে তরণী করিল খান খান ॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী ॥
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দুজনে সমান।
কোপে রাম যুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ॥
বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয়।
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয় ॥

অশ্ব কাটা গেল, রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পড়িল তরণী মহাবল ॥
পর্ব্বত-পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে।
তর্জ্জন করিয়া হানে শ্রীরামের বুকে ॥
অন্ধকার করি ফেলে বৃক্ষ ও পাথর।
প্রহারেতে রঘুবর হইলা কাতর ॥
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেক রাহু ॥
অস্থির হইল রণে রাম রঘুমণি।
শ্রীরামে কাতর দেখি ভাবিছে তরণী ॥
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
দারা সুত মিছা মায়া, সকলি অলীক ॥
যুগে যুগে কামনা করিয়ে বহুতর।
পেয়েছি পরম ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর ॥
রাজ্য ধন-পরিজন কিছু নাহি চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই ॥
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিলেন শ্রীরামের কানে ॥
শুন প্রভু রঘুনাথ, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইবেক উহার মরণ ॥
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ॥
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়িলা তখন ॥
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ।
সেই বাণ রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান ॥
বাণের গর্জ্জন, যেন বারিদ গরজে।
বিমানেতে আসে বাণ, জয়ঘণ্টা বাজে ॥
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল-ধ্বনি।
যোড়হাতে শ্রীরামেরে কহিছে তরণী ॥
তোমার চরণ হেরি পরিহরি প্রাণ।
পরলোকে দিও প্রভু, শ্রীচরণে স্থান ॥
এতেক ভাবিতে অঙ্গে আসি পড়ে বাণ।
তরণীর মুণ্ড কাটি করে খান খান ॥



দুই খণ্ড হ'য়ে বীর পড়ে ভূমিতলে ।
তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে ॥
রামজয় শুভ-ধ্বনি করে কপিগণ ।
হাহাকার-শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে নয়নের জলে ।
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
কেন হে অধৈর্য্য হ'য়ে করিছ রোদন ॥
ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে ।
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন ।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন ॥
এত শুনি রঘুনাথ কাঁদিতে লাগিলা ।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা ॥
তোমার নন্দন যদি কহিতে আগেতে ।
যুদ্ধ নাহি করিতাম তরণী-সঙ্গেতে ॥
শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুইজন ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ কান্দে বীর হনুমান ।
কান্দেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জাম্বুবান ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ ।
না জানি, হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কাণে ।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে ॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে ।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র, কিসের কারণে ॥
শোক পরিহর মিত্র, স্থির কর মন ।
অনিত্য দেহের তরে কান্দ কি-কারণ ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু নিবেদি চরণে ।
পুত্রশোকে কান্দি, হেন না ভাবিহ মনে ॥
ধন্য আমি পুণ্যবান আমার সন্তান ।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্ব্বাণ ॥
হয় সে বৈকুণ্ঠে গেল, অথবা গোলোকে ।
ত্যজিল রাক্ষস-দেহ মুক্ত কৈলে তাকে ॥

কুম্ভকর্ণ-অতিকায়-আদি যত বীর ।
পুলকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর ॥
শত্রুভাব করি সবে পাইল উদ্ধার ।
শ্রীচরণ-সেবা করি কি লাভ আমার ॥
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন ।
করিতাম তবে আমি বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মরণ না হবে, ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ।
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী-ভিতর ॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি ইহার কারণ ।
শ্রীরাম বলেন, দুঃখ ত্যজ বিভীষণ ॥
সেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন ।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
যত দিন রবে তুমি অবনী-ভিতরে ।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ॥
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সংবরে ।
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচরে ॥
দূত কহে লঙ্কেশ্বর, নিবেদি চরণে ।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে ॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী-উপর ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্রমিত্রগণ ॥
মৃত্তিকাতে বসি ভাবে লঙ্কা-অধিকারী ।
ঘরে ঘরে কান্দিতেছে যত বীর-নারী ॥
পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা ।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ, মনে দিলা ক্ষমা ॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে ।
জানকী প্রবোধ দেন অশেষ-বিশেষে ॥
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে ।
রাবণ মন্ত্রণা করে, পাঠাইব কারে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণী-নিধন ॥



• বীরবাহুর সৈনাপত্য •

পাঠাই যে বীর সব বানরের রণে।
সবে মরে, ফিরে নাহি আসে একজনে ॥
দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা।
নর-কপি মেরে কেবা রাখে পুরী লঙ্কা ॥
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেতে সুঠাম ॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী।
পরমাসুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী ॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে।
তাহার গুণের কথা কহি, শুন সবে ॥
রাক্ষস-ঔরসে জন্ম বীরবাহু নাম।
দেব-গুরুভক্ত বড়, সদা জপে রাম ॥
জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর।
কতদিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিলা বর ॥
ব্রহ্মা বলে, বীরবাহু, যাহ নিজ স্থান।
এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান ॥
এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন।
হস্তীর নিধনে হবে তোমার পতন ॥
বিষ্ণুভক্ত হবে তুমি বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণুসেবা যতনে করিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
তোমা প্রতি তুষ্ট আমি যাও তুমি ঘরে।
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
ধর্ম্মশীল হবে সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বর পেয়ে পিতার নিকটে উপনীত ॥
রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন্ জন।
কোথায় বসতি কর, কাহার নন্দন ॥
বীরবাহু বলে পিতা হৈলে বিস্মরণ।
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম তোমার নন্দন ॥
তপে তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের দোসর ॥
হস্তী-আরোহণে আমি যদি করি মনে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি দিনেকের রণে ॥
এত শুনি দশানন পুত্রে কৈল কোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া বলে সকরুণ-বোলে ॥
রাজা বলে, বীরবাহু, থাক এইখানে।
লঙ্কা-রাজ্য ভোগ কর মেঘনাদ-সনে ॥
বীরবাহু বলে, পিতা, করি নিবেদন।
মাতামহ-রাজ্যে আমি থাকিব এখন ॥
তব প্রয়োজনকালে আসিব হেথায়।
এত বলি বীরবাহু হইল বিদায় ॥
মাতামহ-রাজ্যে ছিল গন্ধর্ব্বলোকেতে।
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে ॥
মনে জানে নররূপী দেব-নারায়ণ।
সফল হইবে দেহ করি দরশন ॥
উদ্দেশে ব্রহ্মার পদে নমস্কার করি।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী ॥
নিরবধি বিষ্ণু-বিনা অন্য নাহি মন।
পরম ধার্ম্মিক বীর রাবণনন্দন ॥
লঙ্কায় আসিয়া দেখে, ছিন্নভিন্ন সব।
নাহিক সে নৃত্যগীত বাদ্যভাণ্ড-রব ॥
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥
মৃতদেহ রাশি রাশি রাক্ষস বানরে।
সমুদ্র গিয়াছে বাঁধা গাছ ও পাথরে ॥
দগ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর।
দেখিয়া সে বীরবাহু সভয়-অন্তর ॥
কুম্ভকর্ণ আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড।
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে, আর ঠাঁই মুণ্ড ॥
শকুনি-গৃধিনী আর কুক্কুর-শৃগাল।
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল ॥
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দেখি ভয়ে হৈল স্তব্ধ ॥
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে।
তিন দ্বার ফিরি গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥



দেখিল আছেন বসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যোড়হাতে রহিয়াছে খুড়া বিভীষণ ॥
ভল্লুক বানর কত বড় বড় বীর।
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত-শরীর ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেখি রাবণনন্দন।
উদ্দেশেতে বন্দিলেক দোঁহার চরণ ॥
বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে।
প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে ॥
বিষ্ণু-অবতার রাম দেখিল নয়নে।
জানিল রাক্ষসবংশ-ধ্বংসে এত দিনে ॥
এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর।
সিংহাসন ত্যজি ভূমে ব'সে লঙ্কেশ্বর ॥
কান্দিছে তরণী-শোকে হইয়া কাতর।
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর ॥
দাণ্ডায়েছে পাত্রমিত্র চতুর্দ্দিকে ঘিরে।
দশানন বলে, যুদ্ধে পাঠাইব কারে ॥
বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন।
কুম্ভকর্ণ মরিল, না মরে বিভীষণ ॥
মারিল আপন পুত্রে আপন সাক্ষাতে।
মজালে কনক লঙ্কা নর-বানরেতে ॥
জিনিবে বানর-নরে, কে আছে এমন।
লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমন ॥
কারে পাঠাইব রণে, ভাবে দশানন।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ ॥
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন।
আলিঙ্গন করি দিল রত্নসিংহাসন ॥
রাজা বলে বীরবাহু, কর অবগতি।
দেখিলা আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
বীরবাহু বলে, পিতা কহ ত সংবাদ।
নর-বানরের সনে কিসের বিবাদ ॥
রাবণ বলিছে, পুত্র, কহি যে তোমারে।
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যানগরে ॥
তার বেটা রাম লোকমুখে শুন্তে পাই।
রাজ্য কেড়ে ল'য়ে দূর করে দিল ভাই ॥
দুইভাই বনবাসী সঙ্গে ল'য়ে নারী।
পঞ্চবটী বনে ছিল হ'য়ে জটাধারী ॥
সূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প-অন্বেষণে।
নাক কাণ কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে ॥
আমি হ'রে আনিলাম তাহার সুন্দরী।
বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী ॥
কুম্ভকর্ণ-আদি বীর পড়িয়াছে রণে।
কে আর যুঝিবে নর-বানরের সনে ॥
বীরবাহু বলে, শঙ্কা না কর রাজন্।
ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে-মন।
বিষ্ণুহস্তে মরি যাব বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
বীরবাহু বলে, পিতা, তুমি জান ভালে।
ইন্দ্র-আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে ॥
বিদায় করহ, যাব রণের ভিতর।
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর ॥
নানা রত্ন দান রাজা দিল পুত্র তরে।
হার ও নূপুর তাড় নানা অলঙ্কারে ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর, সংগ্রামে সুধীর।
বাপের আজ্ঞায় সাজি চলে মহাবীর ॥
হেনকালে মাতা তার দূতমুখে শুনে।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে পুত্র-দরশনে ॥
কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ।
বড় বড় বীর সব হইল নিধন ॥
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী।
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি ॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে।
অতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে ॥
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে।
মধুর বচন কহি জননীরে তোষে ॥
চরণের ধূলি লয় মাথার উপর।
হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর ॥



অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য্য।
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা, তুমি এক চিতে।
তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে॥
সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন;
রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠভুবন॥
মায়েরে প্রবোধ দিয়া হস্তিস্কন্ধে চড়ে।
বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে॥
রণে চলে বীরবাহু হ'য়ে সেনাপতি।
হস্তী অশ্ব বহু ঠাট চলিল সংহতি॥

● ভস্মলোচনের মৃত্যু ●

চলিল ধূম্রাক্ষ বীর রথেতে চড়িয়ে।
শব্দে ধায় মার-মার নানা অস্ত্র ল'য়ে॥
সবার পশ্চাতে চলে ভস্মাক্ষ দুর্জ্জয়।
চর্ম্মে ঢাকি রথখান সভা-মধ্যে রয়॥
যার মুখ দেখে সেই হয় ভস্মময়।
সংসারে কাহারো মুখ নাহি নিরীক্ষয়॥
হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে।
সম্মুখ-সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে॥
তাহার সহিত এল কতশত বীর।
হস্তী'পরে বীরবাহু সুন্দর-শরীর॥
মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব আমি রাম-দরশন॥
প্রথমেতে উত্তরিল বানর-গোচর।
মার-মার শব্দ করি ধাইল বানর॥
ভস্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন।
যুঝিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণনন্দন॥
বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে।
সে-ভস্মলোচন যায় রামের সম্মুখে॥
চর্ম্মে ঢাকিয়াছে রথ, চক্ষে চর্ম্মঠুলি।
রাম অগ্রে চলিল ভস্মাক্ষ মহাবলী॥

যেথানেতে শ্রীরাম সুগ্রীব বিভীষণ।
সেইখানে যায় ঠুলি খুলিবারে মন॥
যোড়করে শ্রীরামেরে বলে বিভীষণ।
ঘটিল প্রমাদ বড়, রক্ষ নারায়ণ॥
দেখহ ভস্মাক্ষ-বীর উপনীত আসি।
যাহারে দেখিবে, সেই হবে ভস্মরাশি॥
চর্ম্মে আচ্ছাদিত রথ, দেখ বিদ্যমান।
ইহার ভিতরে আছে শমন-সমান॥
ভস্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই দুর্দ্ধর।
করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর॥
তপে তুষ্ট ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর।
রাক্ষস বলিল, মোরে করহ অমর॥
ব্রহ্মা বলে, অন্য বর চাহ নিশাচর।
সৃষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অমর॥
নিশাচর বলে, তবে করি নিবেদন।
সেই ভস্ম হবে যার হেরিব বদন॥
ব্রহ্মা বলে দিনু, যাহা এল তব মুখে।
ঘরে গিয়া ব'সে থাক ঠুলি দিয়ে চোখে॥
বর পেয়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত।
সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইব প্রতীত॥
সংহতি রাক্ষস তার ছিল যত জন।
মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল তখন॥
বর পেয়ে নিশাচর হরিষ-অন্তর।
স্ত্রী-পুত্র না রহে ঐ পাপিষ্ঠ-গোচর॥
এহেন পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান।
উহার সংগ্রামে প্রভু, হও সাবধান॥
বিভীষণ বচনে বিস্ময় হয় মনে।
পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে॥
রণে ভঙ্গ নাহি দিব, যুঝিব অবশ্য।
আমি ভস্ম হই কিংবা ঐ হবে ভস্ম॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, না করিহ ভয়।
করহ উপায়-চিন্তা, মরিবে নিশ্চয়॥
আছয়ে মন্ত্রণা এক, শুন নারায়ণ।
উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ॥



যখনি আসিবে বেটা মুখ দেখিবারে।
দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে॥
দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর।
আপনি হইবে ভস্ম, না করিহ ডর॥
হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষণ।
মিত্র মিত্র বলি রাম দিলা আলিঙ্গন॥
শ্রীরাম বলেন, সৈন্য হও একপাশ।
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ॥
শ্রীরাম দর্পণ-অস্ত্র যুড়িলা ধনুকে।
ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে॥
আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ।
বাণেতে সবার মুখ হইল দর্পণ॥
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল।
রাম-অগ্রে দু'-চক্ষের ঠুলি খসাইল॥
দর্পণাস্ত্রে রঘুনাথ কৈলা আচ্ছাদন।
যত বানরের মুখ হইল দর্পণ॥
দেখিল ভস্মাক্ষ-বীর যাহার বদন।
মুখ দেখা নাহি গেল, দেখিল দর্পণ॥
মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর।
শ্রীরামে ডাকিয়া তবে বলিছে উত্তর॥
রাক্ষস বলিছে, তুমি প্রাণেতে কাতর।
ভয় যদি কর, যাহ পলাইয়া ঘর॥
রাম বলে, রাক্ষস, কি ইচ্ছিলি মরণ।
এখনি পাঠাব তোমে যমের সদন॥
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর।
রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর॥
রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন।
রাক্ষস-সম্মুখে রাম ধরিলা দর্পণ॥
দর্পণ-ভিতরে দেখি আপনার আস্য।
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম॥
ভস্ম হ'য়ে পড়ে বেটা রথের উপরে।
ভস্মাক্ষের পতনে রাক্ষস ধায় ডরে॥
ভস্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ভঙ্গ।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের রঙ্গ॥

● বীরবাহুর পতন ●

ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায়।
দূর হৈতে বীরবাহু দেখিবারে পায়॥
কুপিত হইয়া বীর চাহে ঘন ঘন।
হাতে ধনু টঙ্কারিছে রাবণনন্দন॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানর হর্ষিত।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল ত্বরিত॥
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্ব্বত-প্রমাণ।
দুর্জ্জয় দশন ঐরাবতের সমান॥
হস্তিপৃষ্ঠে নানা অস্ত্র মুষল-মুদ্গর।
ঐরাবত-পরে যেন এল পুরন্দর॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি রাবণনন্দন।
আশ্বাস বচনে সবে কহিছে তখন॥
না পলাহ রাক্ষস, সংগ্রামে এস ফিরে।
এখনি মারিব রণে নর ও বানরে॥
বীরবাহু-বাক্যে ফিরে নিশাচরগণ।
পুনরপি এল রণে করিয়া তর্জ্জন॥
দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু বলে।
হস্তী চালাইয়া বীর দিল রণস্থলে॥
বীরবাহু বলে, কপি, দণ্ড দুই থাক্।
বানর-কটকে রণে দেখাব বিপাক॥
চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রাম-ভিতর।
দেখিয়া রুষিল রণে যতেক বানর॥
কোপেতে অঙ্গদ-বীর বালির নন্দন।
ঘোর সিংহনাদ করি করিছে তর্জ্জন॥
রুষিল রাজার বেটা, কার সাধ্য থাকে।
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে॥
কুমুদ সম্পাতি নল নীল আদি করি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী॥
গবাক্ষ-শরভ-গয়-দ্বিবিদ বানর।
দীর্ঘাকার পর্ব্বত-প্রমাণ কলেবর॥
সুগ্রীবের সৈন্য নড়ে দেখিতে অপার।
বিংশতি বানরে অঙ্গদের আগুসার॥

আগুদলে অঙ্গদের হৈল আগমন।
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ॥
দশ যোজন পর্ব্বত গেল সে উপাড়ি।
রাক্ষস-উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি॥
সন্ধান পূরিয়া বীরবাহু যোড়ে বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া বীর করে খান খান॥
পাঁচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে।
পড়িল অঙ্গদ-বীর রক্ত উঠে মুখে॥
রাজপুত্র রণে পড়ে, দেখে হনূমান।
শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান॥
হস্তীর মাথাতে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি॥
বৃক্ষ গোটা ব্যর্থ গেল, কোপে হনূমান।
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া এক টান॥
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ পঞ্চাশ-যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ॥
এড়িলেক বৃক্ষ গোটা ধরি বাহুবলে।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে॥
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হ'য়ে যায়।
রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায়॥
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
বাণ ফুটি ভূমিতে পড়িল হনূমান॥
শরাঘাতে হনূমান অচেতন হৈল।
নল নীল কুমুদাদি রণে প্রবেশিল॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।
নয় বীর যুঝিবারে এল আগুসরি॥
নয় বীরে দেখি তবে এড়ে নয় শর।
বিন্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জ্জর॥
দশ-দশ বাণে প্রতি বানরেরে বিন্ধে।
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজস্কন্ধে॥
গবাক্ষ, শরভ, গয় ও গন্ধমাদন।
বাণে অচেতন হ'য়ে পড়ে পঞ্চজন॥
বানর-কটক বিন্ধে করি খান খান।
পলায় বানরগণ লইয়া পরাণ॥

ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঠাঁই।
বীরবাহু-বাণে প্রভু, আর রক্ষা নাই॥
কালান্তক যম যেন আসি করে রণ।
পড়িয়াছে হনূমান, আদি কপিগণ॥
কুম্ভকর্ণ হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার।
আজিকার রণে বুঝি সবার সংহার॥
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি।
চলিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ সংহতি॥
রাম পিছে চলিল সুগ্রীব বিভীষণ।
গাছ-পাথর হাতে করি ধায় কপিগণ॥
হস্তীর স্কন্ধেতে থাকি করিছে সংগ্রাম।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কোন্ বীর আসিয়াছে হস্তী-আরোহণ॥
ঐরাবত-সম গজ অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর॥
প্রচণ্ড ধনুক-বাণ খরতর আঁঠা।
পুরন্দর-সম গজস্কন্ধে এল কেটা॥
বিভীষণ বলে, রাম, কর অবধান।
বীরবাহু, নাম ধরে রাবণ-সন্তান॥
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্বকুমারী।
যুদ্ধ জিনি রাবণ আনিল তারে হরি॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম, সুন্দর সুঠাম।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, বীরবাহু নাম॥
চিত্রাঙ্গদা জননী রাবণ ওর বাপ।
নাম ধরে বীরবাহু দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
কঠোর তপস্যা বীর করিল বিস্তর।
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর॥
ব্রহ্মা বলে, হবে তোর সংগ্রামে বিজয়।
দিলা এক হস্তী ঐরাবতের তনয়॥
গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
এ-গজের জীবনেতে তোমার জীবন॥
শুনি বীরবাহু বলে, নিশ্চয় মরণ।
যুদ্ধে মরি পাই যেন দেব নারায়ণ॥



ব্রহ্মা বলে, নররূপী হবে নারায়ণ।
ইচ্ছাসুখে তাঁর হস্তে লভিবে মরণ॥
সেই বীরবাহু এই দুর্জ্জয় শরীর।
বীরবাহু-তেজে রণে কেহ নহে স্থির॥
বীরবাহু জিনিলে রাবণ-রাজে জিনি।
সমুদ্রে তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥
বীরবাহু ইন্দ্রজিৎ বিনা নাহি আর।
ইহারা মরিলে হবে রাবণ-সংহার॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হৈল সবার সংহার॥
রাম-বিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণনন্দন॥
বীরবাহু বলে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন॥
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ।
আজিকার যুদ্ধে তব বধিব জীবন॥
বানর কটক সব হও একভিত।
দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত॥
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর।
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর॥
গজস্কন্ধে থাকি বীর নেহালে শ্রীরাম।
কপটে মনুষ্যদেহ-দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
চাঁচর-চিকুর শোভে চৌরস কপাল।
প্রসন্ন-শরীর বীর পরম-দয়াল॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥
রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥
নারায়ণ-রূপ দেখে রাবণ-কুমার।
নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার॥
হাতের ধনুকখানি ভূমিতে ফেলায়ে।
গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে॥
ধরণী লোটায়ে রহে যুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম-রঘুবর॥

প্রণমামি রামচন্দ্র সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-অবতার॥
অনাদি-অনন্ত তুমি পুরুষ-প্রধান।
নাশিতে অজেয় অরি শমন-সমান॥
পুরুষ-প্রকৃতি তুমি, তুমি চর চর।
তোমার একাংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর॥
অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ।
সুরাসুর তুমি সৃষ্টি-সংহার-কারণ॥
বহু স্তুতি করি বলে রাবণনন্দন।
অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন॥
সাম ঋক্ যজু ও অথর্ব্ব তোমার হৈতে।
অসীম মহিমা-গুণ নারি সীমা দিতে॥
হেন পাদপদ্ম দখিলাম অনায়াসে।
পরিপূর্ণ হৈল এবে মম অভিলাষে॥
তব পাদপদ্মে যেবা নাহি মাগে বর।
বৃথায় জীবন তার অবনী-ভিতর॥
আপনি ক'রেছ বিধি, না হয় খণ্ডন।
ও পদ-স্মরণে হয় পাপ-বিমোচন॥
এ ভব-সংসার দেখি অকূল পাথার।
রাম নাম তরণী করিয়ে হব পার॥
তুমি নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রহ্ম-সনাতন।
রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবনমোহন॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি অচিন্ত্য-রতন।
তোমারে চিনিতে প্রভু, পারে কোন্‌জন॥
অধম রাক্ষস আমি বড়ই পাপিষ্ঠ।
এ-দুঃখে তারিতে প্রভু, তুমি মহা ইষ্ট॥
চিরদিন মহাপাপ ক'রেছি অপার।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে করহ সংহার॥
এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন।
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিলা তখন॥
রাম বলে, দেখিলাম তব ব্যবহার।
তোমা বধ করা নহে উচিত আমার॥
যাউক জানকী, মোর রাজ্য যাক্ ব'য়ে।
পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে॥



বীরবাহু বলে, যে গোসাঁই, পরিহার।
তুমি যারে দয়া কর, লঙ্কা তার ছার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু, তোমার শরীরে।
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়া ভাণ্ডিবে আমারে॥
লঙ্কা দিয়া রঘুনাথ ভাণ্ডিতে আমারে।
না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে॥
এতেক বলিয়া তবে রাবণনন্দন।
মনে মনে ভাবে নিজ মরণ তখন॥
তুমি না মারিলে মোর না হবে উদ্ধার।
দয়া ক'রে করহ আমার প্রতিকার॥
রণ ক'রে পড়ি যদি প্রভু তব বাণে।
বিষ্ণুদূতে ল'য়ে যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
যাহা লাগি মুনি-ঋষি নানা তীর্থে ফিরে।
যাহা লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে॥
অনায়াসে পাব আমি সেই গুণনিধি।
বিনা জাতি-ব্যবহারে নহে কার্য্যসিদ্ধি॥
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণ-কুমার।
এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার॥
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।
দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র ল'য়ে বিন্ধে রঘুবীরে॥
হেদেরে তপস্বী বেটা, ভণ্ড বনচারী।
মরণ এড়াতে চাহ ক'রে ভারিভুরি॥
কালসর্প-সম অস্ত্র দেখহ সর্ব্বথা।
লব শোধ, যত দুঃখ পায় মম পিতা॥
মম ইষ্টদেবে আমি করি যে স্তবন।
তুমি মনে ক'রেছ আপনি নারায়ণ॥
বীরবাহু কৈল যদি দুরক্ষর বাণী।
ক্রোধেতে হইলা রাম জ্বলন্ত আগুনি॥
সত্ত্বগুণে তমোগুণ বড়ই বিসম।
ক্রোধেতে হইলা রাম কালান্তক যম॥
মার মার বলি রাম যুড়িলেন বাণ।
হাসিয়া ধনুক ধরে রাবণ-সন্তান॥
দুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি।
উঠিল আকাশে বাণ শব্দ-ঠনঠনি॥
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি॥
দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ।
বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন॥
দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে।
দু'জনার উপরেতে দুই জনে হানে॥
অগ্নিবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
বজ্রসম আসে বাণ রামের সম্মুখে॥
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবতার।
বরুণ বাণেতে রাম করেন সংহার॥
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান॥
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রঘুনাথ।
ভূমিতে পড়িল যেন সূর্য্য হ'য়ে পাত॥
পড়িলেন রামচন্দ্র, সর্ব্বজন দেখে।
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে॥
ব্যথা সংবরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ।
কাটিতে চাহেন বীরবাহু-ধনুখান॥
তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে একভিতে॥
বীরবাহু বলে, অবধান রঘুনাথ।
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত॥
ধনুক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ।
বীরবাহু কহিতেছে করি জোড়হাত॥
অক্ষয় ধনুক আমি ধরিয়াছি হাতে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য, কে পারে কাটিতে॥
ধনু কাটা নাহি গেল, শ্রীরাম লজ্জিত।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ রাম যুড়েন ত্বরিত॥
এড়িলেন বাণ রাম তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে বীরবাহু-ধনুর্ব্বাণ টুটে॥
ধনুর্ব্বাণ গেল, বীরবাহুর উল্লাস।
এতদিনে বুঝি পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
মনে জানিলাম, আজি নাহি অব্যাহতি।
শ্রীরামের বাণে প'ড়ে পাইব নিষ্কৃতি॥



একমনে বীরবাহু করিছে স্তবন।
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল, অবশ্য মরণ॥
ধনু কাটা গেল, বীর আর ধনু লয়।
শরজাল বাণ এড়ে রাবণতনয়॥
বাণে আচ্ছাদিত রঘুনাথ কলেবর।
বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইল ফাঁফর॥
মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান।
ঐষীক বাণেতে রাম পূরিলা সন্ধান॥
শ্রীরাম ঐষীক বাণ বসাইল চাপে।
রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীরদাপে॥
শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে।
দাণ্ডায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে॥
রাম বলে, বীরবাহু, তুমি বড় বীর।
তব বাণে মম সৈন্য না হয় সুস্থির॥
বীরবাহু বলে, রাম, ক্ষণেক থাকহ।
যত দুঃখ দিলে, তার প্রতিফল লহ॥
রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিয়া লক্ষ্মণ।
রাক্ষস উপরে করে বাণ বরিষণ॥
লক্ষ্মণের বাণে বীরবাহু ক্রোধান্বিত।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ, অগ্নি-প্রজ্বলিত॥
চলিল লক্ষ্মণ-বাণ তারা হেন ছুটে।
সেই বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে॥
পঞ্চবাণ লক্ষ্মণ যে যুড়িলা ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু বুকে॥
বাণাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত।
লক্ষ্মণ-উপরে মারে বাণ আচম্বিত॥
অষ্টবাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে লক্ষ্মণের বুকে॥
বীরবাহু-বাণ ফুটে লক্ষ্মণের বুকে।
ঘুরিয়া পড়িল বীর, রক্ত উঠে মুখে॥
কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন।
পুনরপি দুইজনে হৈল মহারণ॥
লক্ষ্মণে মারিতে বীরবাহু করে মতি।
বায়ুবেগে চালাইল হস্তী শীঘ্রগতি॥
আইসে দুর্জ্জয় হস্তী ত্বরিত-গমন।
লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণনন্দন॥
অতি বেগে এড়ে জাঠা, চলে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈল দাশরথি॥
জাঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ।
তিন বাণে জাঠারে করিল খান খান॥
জাঠারে কাটিয়া রাম রাখিলা লক্ষ্মণ।
ডাক দিয়া বলে তবে রাবণনন্দন॥
সাক্ষী হও জাম্বুবান খুড়া বিভীষণ।
সাক্ষী হও কপিগণ পবননন্দন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধে আছে পণ।
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে, মারে সেই জন॥
আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ-উপরে।
তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে॥
একের সঙ্গেতে যুদ্ধ অন্যে দেয় হানা।
ধর্ম্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপনা॥
শ্রীরাম বলেন, শুন রাবণনন্দন।
লক্ষ্মণে আমাতে ভেদ বলে কোন্ জন॥
বীরবাহু বলে, রাম, আমি তাহা জানি।
ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন্ প্রাণী॥
বীরবাহু-বাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম।
পুনরপি দুই জনে বাধিল সংগ্রাম॥
গগন ছাইয়া দোঁহে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠে হুতাশন॥
দশ বাণ রঘুনাথ যুড়িল ধনুকে।
বজ্রসম বাজে বাণ বীরবাহু-বুকে॥
বুকে বাণ বাজে, রক্ত উঠে অনিবার।
অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রাবণকুমার॥
রক্তধারে ভাসে বীরবাহু-কলেবর।
গড়াগড়ি যায় বীর গজের উপর॥
বীরবাহু ল'য়ে গজ উঠিলা গগন।
যোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মেরে ওর বধহ জীবন॥



রাম বলে, এ বেটা রাক্ষস মহাবীর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড়, সুবুদ্ধি সুধীর॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ না মারি উহারে।
মারিব ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে বীরবাহু বীরে॥
কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন।
হরষিত হ'য়ে বীর কহিছে তখন॥
আরবার এস দেখি রণের ভিতর।
জানিলাম বীর বটে তুমি রঘুবর॥
এত বলি ধনুক ধরিল বাম করে।
দেখিয়া রুষিল তবে সুগ্রীব-বানরে॥
সুগ্রীব বলেন, শুন জগৎ গোসাঁই।
শুনিয়াছি হস্তী সঙ্গে ইহার প্রমাই॥
হস্তী মৈলে বীরবাহু মরিবে নিশ্চয়।
হস্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয়॥
এত বলি সুগ্রীব পবনগতি ধায়।
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায়॥
দশ যোজন শিলা তুলিয়া লয় হাতে।
দানবে রুষিলা যেন দেব জগন্নাথে॥
বীরদর্প করি বীর হানিল পাথর।
দন্ত দিয়া পাথর ধরিল গজবর॥
খান খান করিলেক দন্তের তাড়নে।
শালগাছ সুগ্রীব উপাড়ে একটানে॥
দুর্জ্জয় সে শালবৃক্ষ বিংশতি যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্য্যের কিরণ॥
পাথর হৈল ব্যর্থ, সুগ্রীব লজ্জিত।
হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত॥
গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় গাছ হ'য়ে গেল গুঁড়ি॥
শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তী সুগ্রীবেরে ধরে।
আছাড় মারিয়া তার অস্থি চূর্ণ করে॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়।
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড়॥
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।
সুগ্রীব মরিল বলি কপিগণ দেখে॥
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন।
রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণনন্দন॥
একজন উপরেতে দুইজন রোষে।
ধর্ম্মে নাহি সহে তাহা, মরে নিজদোষে॥
তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি দুই জনা।
বানর আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা॥
বনপশু যুদ্ধে কিন্তু আস্পা দেখি বাড়া।
সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুঁড়া॥
বীরবাহু-বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর।
ঈষৎ হাসিয়া রাম করেন উত্তর॥
বনেতে লক্ষ্মণ ছিল হ'য়ে ব্রহ্মচারী।
সূর্পণখা রাঁড়ী গেল বর-বাঞ্ছা করি॥
সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
বিধবার ধর্ম্ম ভাল করিল পালন॥
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা।
চৌদ্দহাজার নারী সে বিভা কৈল ক'টা॥
পরম পাতকী বেটা লঙ্কা-অধিকারী।
জন্মাবধি চুরি ক'রে আনে পরনারী॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি।
তার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর।
খাইয়া মানুষ পশু পূরয়ে উদর॥
এতদিনে লঙ্কাপুরী পাপে হৈল পূর্ণ।
পাঠাইব যমালয়ে হবে দর্প চূর্ণ॥
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধান।
মারিলা রাক্ষসগণে শত শত বাণ॥
সারিয়া রামের বাণ বীরবাহু বীর।
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর॥
বাণে বাণ কাটাকাটি করে দুইজন।
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণনন্দন॥
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বত-প্রমাণ।
বীরবাহু-বাণে রাম হইলা অজ্ঞান॥
সম্মুখ-যুদ্ধেতে রাম হইল মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া বানরগণ হইল চিন্তিত॥



শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ।
শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে রণ ॥
পঞ্চবাণ বিভীষণ যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ।
ফাঁফর হইল ডরে রাবণনন্দন ॥
বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে।
রাম-মূর্চ্ছা, কেবা বাণ মারে আচম্বিতে ॥
হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ।
বীরবাহু বলে, খুড়া, সার্থক জীবন ॥
বংশচূড়ামণি তুমি আছ একজন।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
কুলে একজন হ'লে বিষ্ণুতে ভকতি।
সকল পুরুষ তার পায় দিব্যগতি ॥
পরম-পুরুষ রাম ব্রহ্ম সনাতন।
সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ ॥
তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন পূরে মনোরথ ॥
বিভীষণ বলে, বাছা, তুমি ভাগ্যবান্।
তোমার চরিত্র বাছা, না হয় বাখান ॥
এইরূপে দুইজনে কথোপকথন।
হেনকালে রঘুনাথ পাইলা চেতন ॥
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুইজনে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥
দুই জনে বাণ মারে শিক্ষা যত যার।
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি শেষ তার ॥
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ, বাণ মহাবল।
বিদ্যুজ্জাল অগ্নিজাল বাণ কালানল ॥
বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশাণ।
গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতির্ম্ময় বাণ ॥
শিলীমুখ সূচিমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ-বিরোচন ॥
রিপুহন্তা বিশ্বহন্তা বিপক্ষ-সংহার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার ॥

কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ শতধার ॥
গরুড় অসুরমুখ হংসমুখ বাণ।
ধূম্রমুখ কূর্ম্মমুখ শমন-সমান ॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট দশন।
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাপদ্মাসন ॥
ভয়ঙ্কর দুষ্কর কামিনী মনোহর।
পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর ॥
কুবের পবন অস্ত্র অতি খরশান।
নবঘন উল্কা-বাণ কে করে বাখান ॥
শোষক পোষক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল-অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ ॥
বিকট সঙ্কট বাণ সার্থক পথিক।
মাল্যবান হীরাবন্ত শারঙ্গ ঐষীক ॥
গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে।
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে ॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার ॥
জিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন।
দুইজনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন ॥
ব্রহ্মার নিকটে পূর্ব্বে পেয়েছিল বাণ।
সেই বাণ বীরবাহু পূরিল সন্ধান ॥
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর ॥
বিপরীত ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে ॥
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে।
দেখিয়া ত রঘুনাথ ভাবিত অন্তরে ॥
রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্বলে।
দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে ॥
শরভঙ্গ-মুনিস্থানে পাইলা যে শর।
সেই বাণ রাক্ষসে মারুন রঘুবর ॥
এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে।
পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে ॥



যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ-স্থানে।
বীরবাহু ব্রহ্মাস্ত্র কাট সেই বাণে ॥
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে।
সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে ॥
তূণ হৈতে সেই অস্ত্র ল'য়ে শীঘ্রগতি।
মন্ত্র পড়ি ধনুকে যুড়িল রঘুপতি ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ যুড়িল ধনুকে।
ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্রমুখে ॥
কোপে কম্পমান্ ছাড়ে বাণ দাশরথি।
বাণের প্রতাপে ঘন ঘন কম্পে বসুমতী ॥
শ্রীরাম এড়িলা বাণ বায়ুবেগে চলে।
রাক্ষসের ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটে অবহেলে ॥
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জ্জিয়া উঠিল।
কাটিয়া গজেন্দ্র-মুণ্ড ভূতলে পাড়িল ॥
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত পড়িল যেন ধরণী-উপর ॥
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে মুণ্ড আর ভিতে।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমিতে ॥
কোপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চবাণ।
বীরবাহু-ধনু তাতে হয় খান খান ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ।
কহিতেছে বীরবাহু করি যোড় হাত ॥
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার ॥
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন ॥
বীরবাহু কহিলেক করুণ-বচন।
মনে বিষাদিত হৈল কমললোচন ॥
বীরবাহু না মরিলে না মরে রাবণ।
এতেক ভাবিয়া রাম বিষণ্নবদন ॥
দুর্জ্জয় বৈষ্ণব-অস্ত্র ধনুকেতে যুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দিল ছাড়ি ॥
মহাবেগে যায় অস্ত্র, শব্দ-বিপর্য্যয়।
দানব-গন্ধর্ব্ব-দেব-লোকে লাগে ভয় ॥
চলিল বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার ॥
অব্যর্থ বৈষ্ণব-বাণ, কি কহিব কথা।
মুকুট-সহিত কাটে বীরবাহু-মাথা ॥
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদতলে ॥
বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয়।
রামের চরণে লাগে হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময় ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনূমান বিভীষণ।
চারিজন দেখিল, না দেখে অন্য জন ॥
রণ জিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি ॥
বানর-কটক বলে করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে মো-সবার ভার ॥
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণ-পানে।
এইমত বীর আর আছে কত জনে ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, বীর নাহি আর।
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধৃপতি ॥



● ইন্দ্রজিতের পুনঃ যুদ্ধযাত্রা ●

কহে গিয়া ভগ্নদূত রাবণ-গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর ॥
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর।
নর-বানরের রণে ত্যজিল শরীর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥



একে একে পাঠালাম যত যত বীরে।
সংগ্রামেতে গেল, আর না আসিল ফিরে॥
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন।
মহোদর মহাপাশ যত যত জন॥
ত্রিভুবন জিনিয়াছি যে সব সহায়ে।
কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে॥
কুবের বরুণ ইন্দ্র চন্দ্র আদি আর।
আশঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার॥
এখন বানর-নরে দর্প ক'রে চূর্ণ।
কোথা মহোদর, কোথা ভাই কুম্ভকর্ণ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিৎ॥
বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে॥
লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ ক'রে॥
রাবণ বলিল, ইহা তোমার উচিত।
একবার যাহ পুনঃ যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ॥
বড় বড় বীর যায়, বড় ভাবি মনে।
ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে॥
যতবার তুমি যাহ যুঝিবার তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে॥
রাম-লক্ষ্মণেরে বেন্ধেছিলে নাগপাশে।
মরিয়া জীয়ন্ত হৈল গরুড়-নিঃশ্বাসে॥
দশদিক্ চাপি কৈলে বাণ-বরিষণ।
বানর-কটক মরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হনূমান।
ঔষধ আনিয়া সবা দিল প্রাণদান॥
তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার।
এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর॥
আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা।
বাহুড়িয়া যেন নাহি ফিরে একজনা॥
বাপের বচনে মেঘনাদ সুচিন্তিত।
যোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিৎ॥
বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন॥
মরিয়া না মরে রাম একি চমৎকার।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার॥
মেঘনাদ-কথা শুনি কহিছে রাবণ।
আগেতে মারহ পুত্র পবননন্দন॥
সেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান।
আর কে বাঁচাবে বল মৈলে হনূমান॥
আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন।
তবে আর ঔষধ আনিত কোন্ জন॥
পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে।
কটক লইয়া তবে যায় যুঝিবারে॥
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত॥
যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে॥
মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ।
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ॥
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে।
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে॥
উদ্দেশে মায়ের পদে করি নমস্কার।
ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার॥
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত॥
রক্তপাট ভারে ভারে, সুরক্ত চন্দন।
রক্তপুষ্প-মাল্য আর আরক্ত বসন॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস॥
শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি॥
খরশান খড়্গে ছাগ কাটি শীঘ্রগতি।
অগ্নি সমর্পণ করি দিতেছে আহুতি॥



আতপ-তণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে।
ঘৃতের আহুতি সহ দিতেছে আগুনে॥
রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘৃতে।
অযুত ব্রাহ্মণ হোম করে বিধিমতে॥
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
সে অগ্নির শিখা গিয়া ঠেকিল গগন॥
দক্ষিণদিকেতে গেল আগুনের শিখা।
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে অগ্নি আসি দিল দেখা॥
সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান।
রুষ্ট হ'য়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান॥
অগ্নি বলে, নিত্য পূজা কর কি কারণে।
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রিদিনে॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, মোরে দেহ এই বর।
রাম-সৈন্য মারিয়া পাঠাই যমঘর॥
অগ্নি বলে, হেন বর চাস্ অকারণ।
কেমনে মারিবি রামে, তিনি নারায়ণ॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম-অবতার।
রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার॥
মনুষ্য নহেন রাম, স্বয়ং নারায়ণ।
অনুক্ষণ চিন্তি আমি তাঁহার চরণ॥
রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে।
আর যজ্ঞে আমারে না পাইবি দেখিতে॥
যখন মারিস্ তাঁরে, বাঁচেন তখন।
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন॥
শুনিয়া অগ্নির কথা পায় বেটা ত্রাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ॥
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ।
ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ॥
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন।
পশ্চিম দ্বারেতে যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
একেবারে যুড়িল সাতাশ লক্ষ শর।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর॥
বজ্রনাদ শব্দবৎ বাণ-শব্দ শুনি।
ইন্দ্রজিৎ বলি সবে করে কানাকানি॥
বানর-কটক বলে, শুন রঘুনাথ।
এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিৎ-হাত॥
রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়, কর রাক্ষস-সংহার।
পৃথিবীতে নাহি থাকে রাক্ষস-সঞ্চার॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই নির্ব্বোধ লক্ষ্মণ।
কোন্ অপরাধে বধি সবার জীবন॥
কোন্ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী।
অপরাধে একের অন্যেরে কেন মারি॥
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ।
মারিবে রাক্ষসগণে বিনা বিভীষণ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে।
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে॥
লক্ষ্মণ বলেন, মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিৎ।
মেঘ-সনে বেটারে বিন্ধহ অলক্ষিত॥
শ্রীরাম বলেন, যুদ্ধ দেখে দেবগণ।
কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন
উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে।
লঙ্কামধ্যে যজ্ঞস্থানে প্রবেশিল ত্রাসে॥



● ইন্দ্রজিতের মায়াসীতাবধ, শ্রীরামের শোক এবং বিভীষণের মন্ত্রণায় ভ্রান্তি অপনোদন ●

পশিয়া লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার।
বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসেরে কহে বার বার॥
শুন বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব নানা মায়াধারী।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী॥
জনক-নন্দিনী যে প্রকার রূপ ধরে।
সেইরূপ নির্ম্মাইয়া সীতা দেহ মোরে॥
মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর।
পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর॥
অনায়াসে হইবেক রামের মরণ।
জীবন ত্যজিবে তবে অনুজ লক্ষ্মণ॥



পলাইবে সুগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ।
বিনাযুদ্ধে রাম-সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ ॥
অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্ল-হৃদয়।
মায়াসীতা নির্ম্মাইতে করিল নিশ্চয় ॥
সীতার যেমন রূপ, যেমন আকার।
বিদ্যুজ্জিহ্ব সেইরূপ রচিল তাহার ॥
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার।
মন্ত্র পড়ি করে তার জীবন-সঞ্চার ॥
বিদ্যুজ্জিহ্ব সীতারে পড়ায় সেইক্ষণ।
শ্রীরাম তোমার স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ ॥
দশরথ শ্বশুর জনক তোর বাপ।
রাবণ আনিল তোমা পেয়ে বড় তাপ ॥
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমা তুলিবে যখন।
রাম রাম শব্দে তুমি করিবে রোদন ॥
মায়াসীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর।
শিরোপা যে বিদ্যুজ্জিহ্ব পাইল বিস্তর ॥
তাড়-বালা পায় কত মাণিক্য-রতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য পায় অনেক বাজন ॥
মায়াসীতা তুলিয়া রথের এক ভিতে।
পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে ॥
অশ্ববাড়ি মারে মায়াসীতার শরীরে।
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥
মরি মরি সীতা কান্দে উতরোলে।
হাতেতে ইন্দ্রজিৎ সীতার ধরে চুলে ॥
দেখি হনুমান বীর ধায় উভরড়ে।
দুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে ॥
ইন্দ্রজিৎ-রথে সীতা হনুমান দেখে।
বৃক্ষ হাতে রহে তার বাক্য নাহি মুখে ॥
এক হস্তে ধরিয়াছে বৃক্ষ ও পাথর।
আর হাতে আঁখি-জল সংবরে বানর ॥
ডাক দিয়া কহে হনু মেঘনাদ বীরে।
পাপেতে ডুবিলি বেটা, নরক-ভিতরে ॥
স্ত্রীবধ দুষ্কর বড় পরম পাতক।
অনেক দিবস বেটা, ভুঞ্জিবি নরক ॥
অঙ্গে মাংস নাহি তার, অস্থিচর্ম্ম সার।
সীতারে কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, তুই পশু দুরাচার।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের বিচার ॥
স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী।
শাস্ত্রমত হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি ॥
আগে সীতা কাটি, পাছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ ॥
ইন্দ্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে।
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎ-বাণে ॥
ইন্দ্রজিতে মারি সীতা কাড়ি লৈতে চাহে।
যম-সম ইন্দ্রজিৎ, সামান্য ত নহে ॥
আগু হৈতে নাহি পারে পবননন্দন।
মায়া করি মায়াসীতা যুড়িল ক্রন্দন ॥
হাহা প্রভু রঘুনাথ, দেবর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ দরশন ॥
রাজার নন্দিনী আমি, রামের বনিতে।
বিপাকে হারামু প্রাণ রাক্ষসের হাতে ॥
কোথায় জনকঋষি জনক আমার।
বিপাকে মরিনু আসি সমুদ্রের পার ॥
কৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রুজলে।
না করিনু তাঁর সেবা আসিবার কালে ॥
সেই অপরাধে বুঝি হ'লো এ দুর্গতি।
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ, রাখ রঘুপতি ॥
রক্ষা কর হনুমান পবননন্দন।
এত বলি মায়াসীতা করেন ক্রন্দন ॥
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়্গ ল'য়ে হাতে।
তুলিয়া মারিল মায়াসীতার অঙ্গেতে ॥
ব্রাহ্মণের কণ্ঠদেশে যথা যজ্ঞ-সূত্র।
তথা মায়াসীতা কাটে দশানন-পুত্র ॥
দুইখান হ'য়ে সীতা ভূমিতলে পড়ে।
পলায় বানরগণ হা হুতাশ করে ॥
হনুমান বলে, কপি, রণে হও স্থির।
ভূমিতে লোটাবে আজি ইন্দ্রজিৎ-শির ॥



সীতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিৎ নাচে।
ইন্দ্রজিৎ মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে ॥
হনূমান-বাক্যে ফিরে সকল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ।
বড় বড় রাক্ষস পড়িল বাছে-বাছ ॥
বানরের যুদ্ধে ত্রাস পেয়ে ইন্দ্রজিৎ।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া উতরে ত্বরিত ॥
হনূমান কহিতেছে সকল বানরে।
সীতাদেবী কাটা গেল, যুঝি কার তরে ॥
শ্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে।
রামের যেমন আজ্ঞা, সেইমত হবে ॥
শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ।
জাম্বুবানে কহিছেন রাজীবলোচন ॥
যুদ্ধ করে হনূমান, মহাশব্দ শুনি।
রণে ভাল মন্দ কিবা, কিছুই না জানি ॥
তুমি যাহ আপনার সৈন্যগণ ল'য়ে।
হনূর সৈন্যেতে থাক অনুবল হ'য়ে ॥
তব বিদ্যমানে যদি হনূ-সৈন্য ভাগে।
তার ভালমন্দ-দায় তোমারে সে লাগে ॥
আজ্ঞামাত্র জাম্বুবান চলে ততক্ষণ।
পথে হনূমান-সঙ্গে হৈল দরশন ॥
হনূমান বলে, কেন যুঝিতে গমন।
সীতাদেবী কাটা গেল, কি করিবে রণ ॥
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর।
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥
সৈন্যসহ দুই জনা গেল রাম-স্থান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনূমান ॥
হনূমান বলে, প্রভু, কর অবধান।
ইন্দ্রজিৎ কাটে সীতা সবা-বিদ্যমান ॥
শুনি তাহা রঘুনাথ হইল মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি যোগায় ত্বরিত ॥
নির্ম্মল শীতল জল গন্ধে সুবাসিত।
শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত ॥
স্পন্দহীন বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন।
বিলাপ করেন, আর কহেন লক্ষ্মণ ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম্মনিকেতন।
ধর্ম্ম লাগি রাজ্যত্যাগী, বাকল-বসন ॥
ফলমূলাহারী, শিরে জটাজুটধারী।
স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী ॥
রাজভোগে থাকিতেন দিব্য সিংহাসনে।
দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে ॥
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী ॥
পিতা-মাতা-বন্ধু-আদি সকলি অলীক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥
স্ত্রী-পুত্র সকলি মিথ্যা, কেহ কারো নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় ॥
সংসার অসার ভাই, কপটের মেলা।
সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা ॥
বিবিধ উৎপাত পড়ে, বিবিধ প্রমাদ।
জ্ঞানী লোক তাহে কিছু না করে বিষাদ ॥
স্ত্রীর শোকে প্রভু কেন হ'য়েছ কাতর।
মহাজন সংবরে সে শোকের সাগর ॥
তোমার কিসের ভার্য্যা, কেবা বাপ ভাই।
তোমার সমান নাই জগতে গোসাঁই ॥
সকলের প্রাণ তুমি, সব তব ছায়া।
তোমা ছাড়া কেহ নহে, সব তব মায়া ॥
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা, করহ বিচার।
সীতা-লাগি অচেতন, একি ব্যবহার ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরোহিত।
স্বর্গবাসে গেল মুনি শরীর-সহিত ॥
স্বর্গে গিয়া মহামুনি দারা-পুত্রশোকে।
স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আইল মর্ত্ত্যলোকে ॥
তপস্যা করিয়া ইন্দ্র হৈল দেবরাজ।
শোকেতে কাতর হও, কিছু নহে কাজ ॥
শ্রীরাম বলেন, কিবা বুঝাহ আমারে।
ভার্য্যাশোক কেহ নাহি ভুলিবারে পারে ॥



স্ত্রী-পুরুষে দোঁহে জন্মে এ ছার সংসারে।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয়, বাড়ে পরিবারে॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক।
সবা হৈতে ভাইরে ভার্য্যার বড় শোক॥
দেশে দেশে পাই ভাই, কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ-বিশেষ॥
স্ত্রী-বিনা পুরুষ সুখী, কোথাও না শুনি।
স্ত্রীশোক এড়ায় যেই, সে পরম-জ্ঞানী॥
রাজ্যহীন পিতৃহীন সে-সব পাসরি।
হারাইয়া নারী ভাই, পাসরিতে নারি॥
সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।
সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে॥
কান্দিয়া হইলা রাম শোকে অচেতন।
রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ॥
সকলেতে শোকাকুল দেখি উড়ে প্রাণ।
বিভীষণ কহে বার্ত্তা কহ হনুমান॥
রামের শরীর কেন ধূলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
সীতারে কেটেছে আজি রাবণনন্দন॥
যত পরিশ্রম, সব হৈল অকারণ।
বৃথা কেন করিলাম সাগর-বন্ধন॥
বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে।
হারালাম প্রাণের জানকী এত দিনে॥
কাননে চলিয়া যেতো জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার॥
ননীর পুতলী সীতা আতপে মিলায়।
চ'লে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে পাছে পায়॥
চম্পকবরণী সীতা রাজার দুহিতে।
স্বামী হ'য়ে সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে॥
মায়ামৃগ ধরিতে কেন গেলাম বনে।
কারে বিলাইয়া দিনু- সীতা-হেন ধনে॥
দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যবে কাটিল জানকী।
না জানি কান্দিল কত সীতা শশিমুখী॥
সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন।
অযোধ্যাতে ফিরে যাহ, প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ বলে, রাম, না কর ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্ জন॥
রাম বলে, দেখিয়াছে পবন-নন্দন।
বিভীষণ বলে, হনূ পশুতে গণন॥
বনজন্তু বানর সে, বুদ্ধি নাহি ঘটে।
মহালক্ষ্মী মা জানকী, কার সাধ্য কাটে॥
আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি।
পরমাসুন্দরী সীতা ভুবনমোহিনী॥
মজাইল লঙ্কাপুরী জানকীর তরে।
তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে॥
সীতারে রেখেছে ল'য়ে অশোকের বনে।
সাধ্য কি যে ইন্দ্রজিৎ সীতাদেবী আনে॥
দশ হাজার দাসী সীতারে আছে ঘেরে।
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে॥
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে॥
মায়াসীতা কা'টি বেটা কৈল দুই খান।
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান॥
প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়।
হনূমান গিয়া দেখি আসুক সীতায়॥
এতেক শুনিয়া সবে হৈল হরষিত।
অশোকের বনে হনূমান উপনীত॥
দেখিল, বসিয়া আছে শ্রীরাম-মহিষী।
রঘুনাথে সমাচার হনূ দিল আসি॥
কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিলেক এনে॥
কোল দিলা বিভীষণে রাম রঘুবর।
রামজয় ধ্বনি করে সকল বানর॥



• বিভীষণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতবধোপায় বর্ণন •

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কিরূপে হইবে ইন্দ্রজিতের পতন ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর ॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে কার সাধ্য জিনে ॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ, শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভাঙ্গিবে যেই জন ॥
ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে ॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময় গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ ॥
রাম বলে, বিভীষণ, ধর্ম্মে তব মতি,।
কি কথা কহিলে, নাহি করি অবগতি ॥
বুঝাইয়া কহ দেখি মিত্র বিভীষণ।
কেমনে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥
বিভীষণ বলে, মিত্র করহ শ্রবণ।
মেঘনাদে ব্রহ্ম বর দিলেন যখন ॥
মেঘনাদ, আমি আর রাজা দশানন।
তিন জন ছিলাম, না ছিল অন্য জন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন মেঘনাদ মাগ বর।
মেঘনাদ বলে, চাহি হইতে অমর ॥
বিধি কন মেঘনাদ, সে বড় প্রমাদ।
বাঞ্ছামত অন্য বর মাগ মেঘনাদ ॥
মেঘনাদ বলে, যদি হইলে সদয়।
মনোমত বর তবে দেহ মহাশয় ॥
যজ্ঞ করি যেই দিন যাইব যুঝিতে।
হইব সংগ্রামে জয়ী তোমার বরেতে ॥
শত্রুরে মারিব বাণ মেঘ-আড়ে থেকে।
আমি যারে মারিব, সে আমারে না দেখে ॥
ব্রহ্মা বলে, যা চাহিলে দিনু সেই বর।
যুঝিবে লুকায়ে থাকি মেঘের ভিতর ॥
যজ্ঞ ক'রে যেই দিন যাবে যুঝিবারে।
সে দিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে ॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তব করিবে যে জন।
মরিবে তাহার হাতে না যায় খণ্ডন ॥
মেঘনাদ মারিবারে সন্ধি আমি জানি।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি ॥
মায়াসীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
পূর্ণাহুতি দিতে গেল লঙ্কার ভিতর ॥
বানর কটক ল'য়ে যজ্ঞভঙ্গ ক'রে।
এখনি মারিব গিয়া রাবণকুমারে ॥
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ ॥

• বানরগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ধ্বংশ •

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ ॥
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর ॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ-কলেবর ॥
কষ্ট পেয়ে বলহীন, ভাবি তাই মনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ-সনে ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, ভাব কি কারণ।
শত-ইন্দ্রজিৎ-বল ধরেন লক্ষ্মণ ॥
তাহাতে সপক্ষ আছে সব কপিগণ।
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন ॥
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে।
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে ॥



রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ॥
লক্ষ্মণের যত শক্তি, আমি তাহা জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ-বীরে পাঠাও আপনি॥
মরেছে সকল বীর ওই বেটা আছে।
ইন্দ্রজিৎ মারিয়া রাবণ মরি পিছে॥
এক জনে দুই জন মারা হবে ভার।
দুজনে দুজনা মার এই যুক্তি সার॥
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ র'ঙ্গে জিনি।
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥
অষ্টকপি সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ।
হনূমান গবাক্ষ আর সে গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেহ বানর সম্পাতি।
নল নীল চলুক প্রধান সেনাপতি॥
গড়মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণ-হাতে রাম দিলেন লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, শুন দিয়া মন।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ॥
রাম বলেন ভাই দাণ্ডাও মম আগে।
বিভীষণ-ভাল-মন্দ তোমার যে লাগে॥
রামের চরণ বন্দি কপিগণ সঙ্গে।
বিভীষণ-সহ তবে চলিলেন রঙ্গে॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
রাক্ষসেরা দ্বার রাখে ধনুঃ দিয়া চড়া।
হনূ দাণ্ডাইল লয়ে পর্ব্বতের চূড়া॥
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁফর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর॥
বাণ-বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরে পাথর গাছ করে বরিষণ॥
বানর-তাড়নে সব নিশাচর ভাগে।
হনূমান উত্তরিল ইন্দ্রজিৎ আগে॥
ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনূর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড-পাড়ে॥
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম সন্ধানী।
পদাঘাতে নিভায় সে যজ্ঞের আগুনি॥
হনূমান বীর, যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তার করিল প্রস্রাব॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনূমান মুতে।
ফল ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিত।
দেখিয়া সাজিল যুদ্ধে ক্রোধে ইন্দ্রজিৎ॥
মেঘবর্ণ অঙ্গ তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
হনূর উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে।
লাফে লাফে হনূমান সব অস্ত্র লোফে॥
হনূমান বলে বেটা, তোর রণ চুরি।
দেখ দেখি আজি তোরে দিব যমপুরী॥
না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি।
এ কারণে এত দিন তোর অব্যাহতি॥
মল্লযুদ্ধ কর বেটা, ফেল ধনুর্ব্বাণ।
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ॥
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
অই দেখ ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে হনূমানে॥
মেঘবর্ণ বসে আছে বটবৃক্ষতলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নাম নিকুম্ভিলে॥
যজ্ঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর।
আছুক অন্যের কাজ, জিনে পুরন্দর॥
রয়েছে আশ্রয় করি বটবৃক্ষতলা।
যজ্ঞসহ উহারে মারহ এই বেলা॥

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতবধ

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণে দুজনে দরশন।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥



লক্ষ্মণ বলেন, শুন বেটা ইন্দ্রজিৎ।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত ॥
লক্ষ্মণের বাক্য ইন্দ্রজিৎ নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে ॥
একবীর্য্যে জন্ম খুড়া, রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বলে ॥
পিতার সমান তুমি পিতৃ-সহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া, আশ্রয় মানুষে ।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥
এত সব মারিয়াছ ক্ষমা নাহি মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলি আমার মরণে ॥
খাইলি রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥
নির্গুণ সগুণ হয়, তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি, বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥
পর কোলে দেখি খুড়া পরমাসুন্দরী।
আপনার ভাগ্যে নাই কর ধড়ফড়ি ॥
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাহি চিতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে ॥
বানর-কটক খুড়া করহ অন্তর।
পূর্ণাহুতি দিয়া আমি মেগে লই বর ॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটনি।
আজি তোমা কাটি খুড়া ঘুচাইব শনি ॥
বিভীষণ বলে কি বলিস বিপরীত।
ভালমতে জানে সবে আমার চরিত ॥
রাক্ষসকুলেতে জন্ম, নাহি কদাচার।
পরদ্রব্য না লই না করি পরদার ॥
চৌদ্দহাজার কন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে ॥
হরে আনে পরনারী তপে তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে কামিনী ॥
কত শত মুনি ঋষি মারি কৈল পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ॥
ত্রিভুবন-সনে তোর বাপের বিবাদ।
কতকাল স'বে পাপ পড়িল প্রমাদ ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।
তোর বাপের পাপ ফল ফলে এতকালে ॥
নিকট মরণ তোর, ওরে ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিত ॥
অগ্নির বরে বেটা জিনিস বারে বার।
অগ্নির নিকটে বর পাবে নাক আর ॥
পূর্ণাহুতি দিতে চাহ মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা ॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
আইল লক্ষ্মণ হাতে ধনু মহাবলী ॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা, দুষ্ট নিশাচর।
দেখ দেখি এখনি পাঠাব যমঘর ॥
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে ॥
পিতৃ-আগে কৈও গিয়া সংগ্রামের কথা।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা ॥
লক্ষ্মণ তর্জ্জন করি এত যদি বলে।
কুপিল সে মেঘনাদ, অগ্নি হেন জ্বলে ॥
অষ্টবীর বানর উঠিল তার রথে।
দুর্জ্জয় বানর সব লাগিল গর্জ্জিতে ॥
সারথি-সহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে ॥
বিরথ হইল যদি রাবণনন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্ষ্মণ ॥
দুজনার উপরে দুজনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে, দুজনে সমান ॥
ভয় পেয়ে ইন্দ্রজিৎ ভাবে মনে মন।
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, শুন যত নিশাচর।
রথসজ্জা করে আমি আসিব সত্বর ॥
আজি নর-বানরে পাঠাব যমালয়।
ক্ষণেক থাকহ সবে, না করিহ ভয় ॥



এত বলি গোপনেতে করিল গমন।
অন্যেতে কি জানিবে, না জানে বিভীষণ ॥
মায়াতে সে রথখান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান ॥
গায়েতে বিচিত্র শানা, মাথায় টোপর।
হাতে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা, মায়ার নিদান।
দেখেছিনু এক মূর্ত্তি, এবে দেখি আন ॥
মেঘনাদ-মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কহে বিভীষণ ॥
বিভীষণ বলে, তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ ॥
মেঘনাদ লুকাইলে মেঘের আড়েতে।
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে ॥
ইন্দ্র বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর ॥
প্রবেশ করুক আগে রণে ইন্দ্রজিৎ।
মারিব উহারে বন্দী করে চারিভিত ॥
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস।
হনূমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ ॥
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে।
সূক্ষ্মরূপে যাইয়া পাতাল রক্ষা করে ॥
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
যুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে ॥
গগনে পর্ব্বত-হাতে রহে হনূমান।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান ॥
বিভীষণ-যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ।
মেঘনাদ বেড়ি কপি মারে চারিভিত ॥
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন ॥
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিৎ পলায় তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে ॥

সারথি দেখিতে পায় বীর হনূমানে।
পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে ॥
লাফ দিয়া হনূমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে ॥
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজা ফেলে চারিভিতে।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে ॥
শূন্যে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনূমান।
দুই পায়ে ধ'রে তারে দিল এক টান ॥
অন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করে জড়াজড়ি ॥
হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে, হনূ তার'পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে ॥
শীঘ্র এস কপিগণ, ডাকে হনূমান।
সবে মিলি ইন্দ্রজিতে বধহ পরাণ ॥
হনূমান বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি।
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি ॥
কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ, বলে মহাবলী।
বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি ॥
বানর-উপরে বাণ করে বরিষণ।
কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ ॥
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কাতে যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥
বিভীষণ বলে, বাছা, আজি যাবে কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা ॥
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ ডাকেন বিভীষণ।
ত্বরা করি এ বেটার বধহ জীবন ॥
বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎ কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান ॥
দু'জনে দেখিয়া বাণ যোড় দুই জনে।
দু'জনে পড়িল ঢাকা দু'জনার বাণে ॥
চারিদিকে পড়ে বাণ, নাহি লেখাজোখা।
দুইজনে বাণ ফেলে, যার যত শিক্ষা ॥
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ, বাণ পদ্মাসন।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন ॥



বরুণ বিদ্যুৎ উল্কা বাণ খরশান।
গজেন্দ্র নক্ষত্র যোগ জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
দণ্ড ঐষীকাদি বাণ, বাণ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
নীল হরিতাল-বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপার্শ্ব বাণ মনোহর॥
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার।
দশদিক্ লঙ্কাপুরী করে অন্ধকার॥
দুজনে বরিষে বাণ দুজনে প্রবীণ।
বাণের কুহকে নাহি জানি রাত্রি-দিন॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে, পুরন্দর, করহ উপায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিলা সন্ধান॥
বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিলা সৃজন॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার॥
ইন্দ্রজিৎ মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক্ দেবতা-সকলে॥
এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিলা সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতের উড়িল পরাণ॥
জাঠা জাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার পাবড়া মারে, অস্ত্র নাহি ফিরে॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ, কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতের মস্তক করে দুই খান॥
পড়িল যে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম-ভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥
পড়িল মস্তক-সহ মুকুট-কুণ্ডল।
গড়াগড়ি যায় মুণ্ড পড়ি ভূমিতল॥
কাটামুণ্ড উপরেতে কপিগণ চড়ি।
কোন কপি লাথি মারে, কেহ মারে বাড়ি॥
কিল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
না পারে জীয়ন্তে কপি মড়াতেই খাঁড়া॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিৎ-বধ-গীত গান রামায়ণ॥



● ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবতাদের আনন্দ ●

যে ধরিলে ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান,
বসুমতী বীরদাপে ফাটে।
ত্রিভুবনে যত বীর, যার বাণে নহে স্থির,
যক্ষ-রক্ষ না যায় নিকটে॥
হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্রিভুবনে,
মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
জয় জয় শব্দমাত্র শুনি॥
রণে মৈল ইন্দ্রজিৎ, সকলেতে আনন্দিত,
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুরাসুর ঋষি যতি, লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি,
সবে কৈলা পুষ্প-বরিষণ॥
ইন্দ্রজিতের মরণে, হরষিত দেবগণে,
বাল-বৃদ্ধ আনন্দিত হয়।
কহেন লক্ষ্মণ-প্রতি, করিলে যে অব্যাহতি,
ত্রিলোকের ঘুচাইলে ভয়॥
হইল অপার সুখ, খণ্ডিল মনের দুঃখ,
কুতূহলে নিশ্চিন্ত সকল।
যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে করি,
সুরপুরে করে সুমঙ্গল॥
যতেক অমর-সতী, জ্বালিলা ঘৃতের বাতি,
সুখে ক্রীড়া করে সুরপতি।
বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি,
নাচে গায় হরষিত অতি॥



ত্রিভুবন-পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়,
নানাশিক্ষা যাহার ধনুকে।
রণখান স্থশোভন, বিপক্ষে যেন শমন,
ভয়ে কেহ না রহে সম্মুখে।
করি রথ-আরোহণ, আইলেন দেবগণ,
লক্ষ্মণেরে কহে যোড়হাত।
বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর, ঘুচাও দেবের ডর,
উদ্ধার করহ রঘুনাথ ॥
রাবণ যাউক ক্ষয়, রামের হউক জয়,
দূরে যাক্ দেবের তরাস।
দীনজনে কর দয়া, দেহ রাম, পদছায়া,
নাচাড়ী গাহিল কৃত্তিবাস ॥

● ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে শ্রীরামের উল্লাস ●

হয়েছেন বাণে বাণে লক্ষ্মণ পীড়িত।
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত ॥
উভয়ের স্কন্ধে তুলি দিয়া দুই কর।
লঙ্কা হ'তে বাহিরায় লক্ষ্মণ সুন্দর ॥
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিৎ ॥
মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিদান।
পাছে বা সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ ॥
এত ভাবি পথ পানে চাহেন সঘনে।
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে-স্থানে ॥
বহিছে শোণিতধারা লক্ষ্মণের গায়।
দেখিয়া শ্রীরাম মনে অতি দুঃখ পায় ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
আইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ ॥
জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরক্ত-বপু,
উপনীত রামের গোচর।
বামকরে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন,
দক্ষিণ করেতে এক শর ॥
রিপুজয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশে সঙ্গে,
আইল সকল মহাবীর।
আনন্দে প্রফুল্ল-কায়, রক্তধারা বহে গায়,
রণশ্রমে হইয়া অস্থির ॥
শুনিয়া সংগ্রাম-জয়, শ্রীরাম আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা।
সাগর তরিনু হেলে, কি আর গোখুর জলে,
রাবণ বধিয়া পাব সীতা ॥
যত সেনাপতি সঙ্গে, সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে,
সঙ্গেতে সকল অধিকারী।
নল নীল বালি-সুত, সকল আনন্দ-যুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি ॥
বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণধাম।
লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কহেন সকল কথা,
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম ॥
শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল,
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই।
লইয়া মস্তক-ঘ্রাণ, চুম্বিলা ধনুক বাণ,
তোমা বই নাহি আর ভাই ॥
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিদশের পতি,
ক্ষিতিতলে বিষ্ণু-অবতার।
যারে তব আশীর্ব্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ,
তারে জিনে, হেন শক্তি কার ॥
পশুপতি বৃহস্পতি, শচীপতি করে স্তুতি,
তাহার নাহিক যমত্রাস।
লক্ষ্মণ করিল স্তুতি, আনন্দিত রঘুপতি,
নাচাড়ী রচিল কৃত্তিবাস ॥

● ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে আহত লক্ষ্মণকে সুষেণের সেবা ●

শ্রীরাম বলেন হে সুষেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গেতে শর ॥



বাণফলা রহিয়াছে শরীর-ভিতর।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর ॥
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ।
সীতা-উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রয়েছে ফুটিয়া।
মহৌষধে দেহ সব বাণ উপাড়িয়া ॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
ঔষধ বাহির করে সুষেণ তখন ॥
একে একে বাহির করিল যত শর।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর ॥
অঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ঔষধের ঘ্রাণ।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের সমান ॥
মিলায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর।
পূর্ব্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর ॥
আনন্দ-অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ।
সুষেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্মহাত ॥
বলেন সুষেণে রাম, কি কব তোমারে।
তোমার সমান বৈদ্য নাহিক সংসারে ॥
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমার ॥
বন্দিল সুষেণ-বৈদ্য রামের চরণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ ॥

● ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ ●

পড়ে রণে মেঘনাদ প্রভাত-সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয় ॥
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর ॥
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ-আগে না করে সাহস ॥
পাত্র-মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়া ॥
রাবণ সম্মুখে কহে যোড় করি হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ ॥
লঙ্কাপুরী বীরশূন্যা হৈল এত দিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে ॥
দূতমুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
ধরিয়া তুলিল যত পাত্রমিত্র আসি।
দশমুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী ॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে ॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
পিতা দশানন তোর, মাতা মন্দোদরী ॥
পর্ব্বত কান্তার কাঁপে দেখি তোর বাণ।
একবাণে ইন্দ্র বেটা না সহিত টান ॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে পুত্র, হারাইলে প্রাণ ॥
কুম্ভকর্ণ-ভ্রাতৃশোক রহিয়াছে বুকে।
তাহার উপর মরি তোমা পুত্রশোকে ॥
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞভঙ্গ করি তব বধিল জীবন ॥
যদি প্রাণ বাঁচে রাম-তপস্বীর রণে।
আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে ॥
হাহা পুত্র ইন্দ্রজিৎ, গেলি কোথাকারে।
সম্মুখ-সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥
পুত্রশোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায় ॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণেক চেতন।
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দিছে রাবণ ॥



● ঐ সংবাদে মন্দোদরীর খেদ ●

কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী।
ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী॥
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়েচেড়ে॥
নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে বেঁচে আছে, কেহ বলে নাই॥
এলোথেলো কবরী-বন্ধন কেশপাশ।
চক্ষে বহে বারিধারা, ঘন বহে শ্বাস॥
চৈতন্ত পাইয়া বলে, কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত॥
আমি নানা উপহারে, পূজিয়া যে মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে॥
কি মোর বসতিবাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে নব ছত্রদণ্ড।
পুষ্পরথ বৃথা আর, বীরভাগ এত যার,
তোমা-বিনা সব লণ্ডভণ্ড॥
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচীসহ শচীপতি, সুখেতে করুন স্থিতি,
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
দেখিয়া এ লঙ্কার দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শক্র আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর॥
নানা গুণে রূপে ধন্যা, যক্ষবিদ্যাধর-কন্যা,
বিবাহ দিলাম তোমা-সহ।
তারা না পাইলা সুখ, ভুঞ্জিবে কতেক দুখ,
কত সবে পতির বিরহ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী,
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে॥
পুত্র যবে যজ্ঞ করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,
কোন লোক না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকলি অসার তার,
হায় পুত্র, কি মোর জীবনে॥
শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইলা হরি,
করিতে রাক্ষসকুল-নাশ।
নর নয় সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি,
পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাস॥

● রাবণের সীতা-বধ সংকল্প ও মন্দোদরীর নিষেধ ●

মন্দোদরী পুত্রশোকে করিছে রোদন।
মন্দোদরী-ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ॥
সীতা লাগি মজিল কনক লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী॥
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইন্দ্রজিৎ।
কাটিয়া সাক্ষাৎ সীতা ঘুচাইব ভীত॥
রাবণ লইল করে খড়্গ এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
সীতারে কাটিতে যায় পবনের বেগে।
রাবণের পাত্র-মিত্র পাছে গিয়া লাগে॥



খড়্গ হাতে ধায় রাজা অশোকের বনে।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে ॥
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ॥
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী।
সর্ব্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী ॥
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে।
রমণী বধের পাপ পরকালে পাবে ॥
এত ভাবি মন্দোদরী সংবরে ক্রন্দন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, লোহিত লোচন ॥
পাগলিনী-প্রায় রাণী ছুটে ঊর্দ্ধমুখে।
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে ॥
একে ত রাবণ, তাহে ক্রোধে কম্পমান।
ধরিতেছে রক্তবর্ণ বিংশতি নয়ন ॥
আতঙ্কে অস্থির সীতা দেখিয়া রাবণে।
কাটিবে রাবণ আজি, ভাবিলেন মনে ॥
পুত্রশোকে আসিয়াছে, করিবে ছেদন।
কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ ॥
অভাগীরে দেখা দাও অশোকের বনে।
রামের মহিষী আমি কাটিবে রাবণে ॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ, বধ ক'রো না কো নারী ॥
রাজা বলে মায়াসীতা কাটে ইন্দ্রজিতে।
মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার জন্যেতে ॥
সীতা আনি সর্ব্বনাশ হৈল লঙ্কাপুরে।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে ॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি যোড়হাত।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
বিশ্বশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত।
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত ॥
একে দেখ মজেছে কনক লঙ্কাপুরী।
পাপেতে মজ না তাহে বধ ক'রে নারী ॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।
ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে ॥
রাবণ দেখিল, সীতা ফিরাইল আঁখি।
দশানন ভাবে, সীতা দিলেক কটাক্ষি ॥
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে ॥
অভিমান-ভরে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরভাগ-নারী ॥

● রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন ●

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি নাহি, করয়ে শয়ন ॥
ইন্দ্রজিৎ শোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে-ঘর।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া করে রাজ-আভরণ ॥
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী।
পরিলেক মৃগমদ সুগন্ধি কস্তুরী ॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
কুড়ি কর্ণে চন্দ্রসম কুড়িটা কুণ্ডল ॥
নানা অস্ত্রে সাজিলেক মনোহর বেশে।
চৌদ্দহাজার স্ত্রী আসি বেড়ে আশে পাশে
ইন্দ্রজিৎ শোকে রাজা হ'য়েছে কাতর।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর ॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাজা যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে ॥
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
যার সীতা তারে দেহ, থাক গৃহবাস ॥
মন্দোদরী-পানে রাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ॥



নিকটে মরণ যার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥
স্বামী-প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছলছল ॥
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর ॥
বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন।
রথ ল'য়ে সারথি যোগায় ততক্ষণ ॥
কনকরচিত রথ স্বর্বর্ণের চাকা।
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ অষ্টঘোড়া বহে।
রথের উপরে উঠি দশানন কহে ॥
ধনুক ধরিতে করে যে যে বীর জানে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মোর সনে ॥
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীর-চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণ-সঙ্গে করিতে সমর ॥
পশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেল সে রাবণ ॥
দাণ্ডাইল রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া।
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া ॥
সিংহাসন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান।
বিমুখ করিল তারে মারি পঞ্চবান ॥
নীল বীরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে।
ত্রিশ বাণ বিন্ধিলেক নীলবীর বুকে ॥
ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর।
নয় বাণে বিন্ধে জাম্বুবানের শরীর ॥
গয় ও গবাক্ষে বিন্ধে দশ দশ বাণে।
দুই শত বাণে বিন্ধে বীর হনুমানে ॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধিল ॥
বানর কটক পড়ে, নাহি লেখাজোখা।
পড়িল বানর যত, নাহি তার সংখ্যা ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
পশুর সহিত যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে-উভয়ে মারিয়া বানরে মারি পিছে ॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ শ্রীরাম-গোচর ॥
রথখান আসে যেন বিদ্যুৎ চমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্টা বাজে চারিদিকে ॥
রথ-চক্র শব্দে কপি ভাগে লাখে লাখে।
পর্ব্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
হাতে ধনু ল'য়ে গেল শ্রীরাম সম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রামে দশানন দেখে ॥
দক্ষিণে অক্ষয় তূণ, বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু-অবতার রাম সুবাহু প্রচণ্ড ॥
সুন্দর নাসিকা আর চৌরস কপাল।
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল ॥
সুন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র-গঠন।
রাবণ রামের দেহে দেখে ত্রিভুবন ॥
শ্রীরামের সর্ব্ব-অঙ্গ নিরখিয়া দেখে।
পর্ব্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে ॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
জানিনু একান্ত, রাম দেব নারায়ণ ॥
যদ্যপি রামের হাতে হয় ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব, না হয় খণ্ডন ॥
বিরস হইয়া কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক ॥

• দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ •

দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরাম-রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ ॥



শত বাণ যোড়ে বীর ধনুকের গুণে।
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীব-লোচনে ॥
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখা শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈল অচেতন।
রামে পাছু করি আগে দাঁড়াল লক্ষ্মণ ॥
রাবণ উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্য বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
লক্ষ্মণের বাণেতে সে রথ হৈল মুড়া।
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্টঘোড়া ॥
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল, দেখে ভয় পায় ॥
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব আজি, রাখে কোন্ জন ॥
রথ না সংবরে, রাজা গর্জ্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিবারে শেল লয় হাতে ॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালেতে লাগে চমৎকার ॥
শেলপাট দেখি চমকিত বিভীষণ।
ডেকে বলে, প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ শেলের দিকে এড়িলেন বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি করে চারিখান ॥
শেল কাটা গেল, কপি দিল টিট্‌কারী।
কুপিল রাবণরাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥
কুড়ি চক্ষু ঘোরে তার দেখি ভয়ঙ্কর।
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর ॥
বজ্রসম শেলপাট দেখি লাগে ভয়।
যারে মারে শেল, তার জীবন সংশয় ॥
এনেছিল শেল রামে মারিবারে মনে।
কোপ করে সেই শেল হানে বিভীষণে ॥
বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি।
সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকী ॥

• লক্ষ্মণের শক্তিশেলে আহত হওন •

কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়-দানবের শেল প'ড়ে গেল মনে ॥
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল।
দেখিব মানুষ বেটা কত ধরে বল ॥
বিভীষণে বাঁচাইলি করে বীরপনা।
মারি শেল, রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা ॥
তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার।
মারি শেল তোরে, দেখি কে রাখে এবার ॥
এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষ্মণ তপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী ॥
মাতাপিতা মনে কর, বন্ধু যত জন।
মৈলে কারো সঙ্গে নাহি হবে দরশন ॥
রাম-সুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি।
দিয়াছে অনেক যুক্তি ক'রে কানাকানি ॥
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট এড়ে।
দেবগণে শক্তিশেল দেখে প্রাণ উড়ে ॥
যক্ষ-রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
কাঁপে অষ্টলোক, পাল দেব-পুরন্দর ॥
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি-নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল, সেই জন মরে ॥
একজনে মারিলে না মরে অন্য জন।
যারে শেল মারে, তার অবশ্য মরণ ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়।
ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায় ॥
চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল।
শেলের করেন স্তুতি, চক্ষে পড়ে জল ॥
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি, দেব অধিষ্ঠান।
এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান ॥
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে।
ভ্রাতৃদান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
আপনি শমন মূর্ত্তিমান শেল মুখে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল, পড় মোর বুকে ॥



নিজে মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর।
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর ॥
আমার করিছ কেন এতেক স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়ে নাহি মারি অন্য জন ॥
থাকি আমি যার কাছে, তার আজ্ঞাকারী।
যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি ॥
শ্রীরাম কাতর দেখি শেল নাহি থাকে।
মহাবেগে প'ড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশচূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥
ভূমেতে পতিত বীর না নড়েন পাশ।
শেল বিন্ধে লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস ॥
লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়া ত রঘুনাথ হইল ফাঁফর ॥
লক্ষ্মণে রাখিবে, কিবা রাখিবে আপনা।
তিন ঠাঁই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা ॥
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে।
আপনি সুগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে ॥
সুগ্রীব টানিছে শেল, কপিগণ চাহে।
এত টান দেয়, শেল নড়িবার নহে ॥
শরভ কুমুদ নল নীল আদি বীর।
শেল ধরি টানে তবু না হয় বাহির ॥
বানরের মধ্যে হনুমানের বাখানি।
সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি ॥
সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টান।
টানে পাছে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ ॥
টানিতে বানরগণ না করে সাহস।
যার টানে মরিবেন, তার অপযশ ॥
দিলেন ধনুক-বাণ সুগ্রীবের করে।
টানিলেন রঘুনাথ শেলপাট ধরে ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে শেলে দিল টান।
উপাড়িয়া শেলপাট কৈল খান খান ॥
লক্ষ্মণে বেড়িয়ে রহে যত কপিগণ।
কোপেতে রাবণ করে বাণ-বরিষণ ॥

● শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে রাবণের পলায়ন ●

ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর।
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির ॥
লক্ষ্মণ জিনিনু বলি না ভাবিস্ মনে।
মারিয়া পারিব বেটা, আজিকার রণে ॥
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে।
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে ॥
যার লাগি দুঃখে দগ্ধ-হৃদয় তোমরা।
মারিয়া কাড়িব আজি পরনারী-চোরা ॥
পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে।
মারিয়া ঘুচাব দুঃখ আজিকার রণে ॥
পর্ব্বত উপরে বসি দেখ সব সুখে।
মারিব রাবণে আজি, কার বাপে রাখে ॥
রঘুনাথ-বাক্যে করি সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর ॥
ভ্রাতৃ-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজিল আবার ॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ।
রাক্ষস-কটক কাটি কৈল খান খান ॥
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারি রাজা উঠে দিল রড় ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন ॥
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায়, বলে ধর ধর ॥
রঘুনাথ বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
মারিতেন সেই দিন রাবণ রাজায় ॥
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে।
রণ ছাড়ি আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে ॥



● লক্ষ্মণের জন্য শ্রীরামের বিলাপ ●

রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
কোলে করি লক্ষ্মণেরে কান্দেন বিস্তর ॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী ॥
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥
হারানু প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্যভোগে, পুনঃ যাই বন ॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা-মার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন ॥
এনেছি সুমিত্রা-মার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়া সাগর-পারে কাল হৈল বিধি ॥
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হলি, না দেহ উত্তর ॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
আমার লাগিয়া ভাই, কর প্রাণ-রক্ষা।
তোমা লয়ে বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥
রাজ্যধনে কাজ নাই, নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥
উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবী-সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই, রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলি বনবাস ॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ, মম প্রাণের সমান ॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্যে দিনু ডালি।
তোমা বধি রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥
কেন বা রাবণ-সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
পিতৃ-আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড।
কৈকেয়ী সতাই তাহে হইল পাষণ্ড ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদ হৈল, তাহে এই সর্ব্বনাশ ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ, না কান্দ রাম, পাইবে লক্ষ্মণ ॥
ভাই ভাই বলি রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস ॥



● গন্ধমাদন পর্বতে হনুমানের যাত্রা ●

শ্রীরামে সুষেণ কন যোড়হাত করি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি ॥
শ্রীরাম কহেন, ধন্বন্তরির নন্দন।
লক্ষ্মণ বাঁচিলে তবে রাখিব জীবন ॥
আমার লক্ষ্মণ-বিনা নাহি অন্য গতি।
জীয়াও লক্ষ্মণে যদি, তবে অব্যাহতি ॥
সুষেণ বলেন, প্রভু, না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ॥
হস্তে পদে রক্ত আছে প্রসন্ন বদন।
নাসিকায় শ্বাস বহে, প্রফুল্ল লোচন ॥
হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে।
আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে ॥
শ্রীরাম বলেন, শোকে মম হিয়া শোষে।
আপনি পাঠাও তারে ঔষধ-উদ্দেশে ॥
সুষেণ বলেন, শুন পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ সে-গন্ধমাদন ॥
গিরি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী ॥
ছয় শৃঙ্গ ধরে তার অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহাদেব-স্থান ॥



আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্ব্বের ঘর॥
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চরে পালে পাল॥
আর শৃঙ্গে আছে তার নদী খরতর।
নদীর দুকূলে আছে ঔষধি বিস্তর॥
নীলবর্ণ ফল-ফুল, পিঙ্গলাভ পাতা।
রক্তবর্ণ ডাঁটা তার স্বর্ণবর্ণ লতা॥
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রিমধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী॥
রাত্রিতে ঔষধ আন, বাঁচাব সহজে।
রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্য-তেজে॥
বিলম্ব না কর বীর, যাও এইক্ষণ।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব-সব মায়ার নিদান।
সময়েতে হনূমান হ'য়ো সাবধান॥
ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব যে হাহা-হূ-হু আছে।
বাদ বিসংবাদ কর তার সঙ্গে পাছে॥
শ্রীরাম বলেন, পথ আঠার বৎসর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর॥
এতদূর পথ যাবে, আসিবেক রাতি।
লক্ষ্মণের এবার না দেখি অব্যাহতি॥
কেন বা সুষেণ-বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
লক্ষ্মণ মরিলে আজি কি হবে ঔষধে॥
হাসিয়া বলেন তবে পবননন্দন।
এ-রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ॥
মনে কিছু রঘুনাথ, না কর বিস্ময়।
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়॥
শ্রীরাম-সুগ্রীব, কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি॥
ঊর্দ্ধ লেজ করিয়া সাঁধিল দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনূমান॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর॥

দশ-যোজন হইল আড়ে পরিসর।
বিশ-যোজন দীর্ঘেতে হৈল কলেবর॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
উঠিবা মাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ॥
মহাশব্দ করি যায়, শুনিতে গভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীতি পান রঘুবীর॥
দুর্জ্জয়-শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে থাকি দশানন দেখে॥
রাবণ বিস্মিত হয়ে ভাবিল মনেতে।
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে॥
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনূমান॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে॥
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমি নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ॥
রাবণ বলে, শুন হে মাতুল কালনেমি।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি॥
চিরকাল করি আমি ভরসা তোমার।
আজি মামা, তুমি কিছু কর উপকার॥
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায়॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর॥
মায়ার প্রবন্ধে এস হনূমানে মেরে।
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
কালনেমি বলে, মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বানর, কি জানি কি হয়॥
মায়ারূপে যাই, যদি চিনে হনূমান।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ॥



বানর-প্রধান বেটা বুদ্ধে বড় শঠ।
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট ॥
দশানন বলে, এত ভয় কেন তারে।
যুক্তি করি যাহ যাতে চিনিতে না পারে ॥
কালনেমি বলে বাপু যত বল মিছে।
কার যুক্তি না খাটিবে হনূমান কাছে ॥



● গন্ধকালীর মুক্তিলাভ ●

দশানন বলে, মামা, না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত ॥
গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী ॥
সরোবরে প'ড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার, মুখ বিপরীতে ॥
সুরাসুর শঙ্কা করে দেখি কুম্ভীরিণী।
সেই ভয়ে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি ॥
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হয় তার পেটে ॥
সহজে বানর জাতি বীর হনূমান।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান ॥
তার আগে যাহ তুমি তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে ॥
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল ॥
নানামতে হনূমানে করিবে আদর।
স্নানহেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥
অল্পবুদ্ধি হনূমান পশুমধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধরি খাবে কুম্ভীরিণী ॥
কুম্ভীরিণী ধরি খাবে পবননন্দনে।
হনূ মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জনে ॥
রাম মরিবেক তবে লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে ॥

মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ॥
কালনেমি বলে একি বলিস্ রাবণ।
হনূমান-কাছে গেলে হারাব জীবন ॥
পূর্ব্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড়।
রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি ধড়ফড় ॥
আমি হলে সেদিন যেতেম যমঘর।
ভাগ্যে বেঁচে এসে'ছিলি লঙ্কার ভিতর ॥
হনূমান-কাছে কারো নাহিক নিস্তার।
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার ॥
পাঠাও হারাতে প্রাণ হনূমান-আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধভাগে ॥
এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি-হেন জ্বলে ॥
কালনেমি বলে, রাগ সংবর রাবণ।
তুমি মার, সে মারুক অবশ্য মরণ ॥
কালনেমি নিশাচর ঘোর দরশন।
অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্ট যে লোচন ॥
চলিল যে কালনেমি রাবণ-আদেশে।
গন্ধমাদনেতে গেল তপস্বীর বেশে ॥
পবন-গমনে যায় বীর হনূমান।
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান ॥
মায়াস্থান সৃজিল মধুর ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল ॥
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান।
হাতে ধরি জপমালা করিতেছে ধ্যান ॥
হেনকালে উপনীত পবননন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
গৈরিক-বসন পরা দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
হনূমানে দেখিয়া দিলেন জলপিঁড়ি ॥
এসেছে অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল।
স্নান করি এস, কিছু খাও ফুল ফল ॥
হনূমান কহে, প্রভু, না জানি কারণ।
কোন্ সুখে খাব আমি, নাহি লয় মন ॥



দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
সত্য হেতু দুই পুত্র দিল বনবাসে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন ॥
সঙ্গেতে আসিলা পত্নী জানকী সুন্দরী।
শূন্যঘর পেয়ে রক্ষ সীতা কৈল চুরি ॥
বানর সহায়ে রাম বান্ধিল সাগর।
কটক সমেত গেল লঙ্কার ভিতর ॥
সীতা লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ।
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ ॥
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ লয়ে গেলে ॥
ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী ॥
তপস্বী বলেন, তোর ছাবালিয়া মতি।
ভোকে শোকে কেমনে এ কুলাবে আরতি ॥
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবাসী।
সব তপ নষ্ট হয়, কিসের তপস্বী ॥
যে বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
অতিথির উপবাসে হয় সর্ব্বনাশ ॥
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার, নরকে নিবাস ॥
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদ।
উলিয়া করহ স্নান, ঘুচুক বিষাদ ॥
পান যদি কর ওর একাঞ্জলি জল।
এক বর্ষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিবে সকল ॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে।
স্নানহেতু হনূমান চলিলেন জলে ॥
ঝাঁপ দিয়া হনূ জলে পড়িল যখনি।
হনূর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুম্ভীরিণী ॥
কুম্ভীরিণী শব্দ পেয়ে ধায় যত মাছ।
যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ ॥
হস্ত পদ নখ যেন চোখা চোখা ছুরি।
শমনের দণ্ড যেন দন্ত সারি সারি ॥
জলমধ্যে কুম্ভীরিণী হনূ নাহি দেখে।
হাত পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে ॥
কি কি বলি হনূমান ধরিলেন তারে।
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥
কুম্ভীরিণী তুলিলেন পবননন্দন।
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ॥
ফেলিলেন কুম্ভীরিণী পর্ব্বত-প্রমাণ।
নখে চিরি হনূমান করে খান খান ॥
দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনূমানেরে সম্ভাষে ॥
দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্যকেলী ॥
কুবের-নিবাসে যাই নৃত্য-গীত-রঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ-মুনি অঙ্গে ॥
পথে মুনি তপ করে, তার নাম দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য ॥
না যায় খণ্ডন, এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুম্ভীরিণী ॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মারি বাড়িবেক পাপ।
হনূমান হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার।
তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥
চিরজীবী হ'য়ে থাক, সাধ রাম-কাজ।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ ॥
কথা বলিআর এক, শুন হনূমান।
ভণ্ড তপস্বীর হাতে হৈয়ো সাবধান ॥
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো করে যেন চমকে বিজুলি ॥

• কালনেমির পতন •

হেথা পথ পানে চায় তপস্বী সঘনে।
হনূর বিলম্ব দেখি হরষিত মনে ॥



মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান।
কুম্ভীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান॥
অতঃপর যাই আমি রাবণ-গোচর।
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর॥
দড়ি ধরি লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে।
পূর্ব্বদিক লব আমি, না যাব পশ্চিমে॥
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায়।
পশ্চিম রাবণে দিব, ভাগ যত হয়॥
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন॥
রাণীসহ আছে যত স্বর্গ বিদ্যাধরী।
তার অর্দ্ধ লব, যেই ভাগে মন্দোদরী॥
মন্দোদরী রূপে জিনে স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তার সহ ক্রীড়া হবে দিবা-বিভাবরী॥
স্নান করি হনূ গেল তপস্বী গোচর।
হনূমানে দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর॥
হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে।
খাও খাও বলি হনূমান প্রতি এড়ে॥
একদৃষ্টে হনূমান তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে, হনূ না জানি কি বলে॥
হনূমান বলে, তুই ভণ্ড দুরাচার।
তপস্বীর বেশে কর অতিথি-সংহার॥
রাবণের কার্য্য সাধ তপস্বীর বেশে।
মম হাতে পড়ে আজি যাবে যমপাশে॥
তোর ফল-ফুল বেটা, টেনে ফেল দূর।
মোর ঠাঁই আজি বেটা, মায়া হবে চূর॥
তপস্বী ভাবিল, মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষস মূর্ত্তি অতি বিপরীত॥
অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্টটা লোচন।
হনূমান বলে, তোরে বধিব এখন॥
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচুলি॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত-উপর॥
ক্ষণে নীচে হনূমান ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে গিরি দুজনার ভরে॥
লাফ দিয়া হনূমান কালনেমি ধরে।
বুকে হাঁটু দিয়া হনূ কালনেমি মারে॥
লেজে জড়াইয়া তারে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে॥
হেথা হ'তে লঙ্কা-পথ আঠার বৎসর।
এতদূরে ফেলে টেনে রাবণ-গোচর॥
বসেছে রাবণরাজা পাত্রমিত্র সনে।
অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধ্যস্থানে॥
কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়ে চড়ে দেখে বলে, কালনেমি বটে॥
কালনেমি দেখি উড়ে রাবণের প্রাণ।
সর্ব্ব মায়া কৈল চূর্ণ বীর হনূমান॥



• হনূমানের নিকট সূর্য্যের বন্দীত্ব •

লক্ষ্মণে মারিয়া শেল ভাবিছে রাবণ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ॥
আপনি আইলা ব্রহ্মা চড়ি রাজহংসে।
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বৃষে॥
ইন্দ্র-যম-কুবেরাদি আইলা পবন।
চন্দ্র সূর্য্য দুজনে আইলা ততক্ষণ॥
রাবণ বলে, শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবের শেলে প'ড়েছে লক্ষ্মণ॥
আমার বচন শুন, বলি হে ভাস্কর।
উদিত হও হে গিয়া গিরির উপর॥
তোমার উদয় হ'লে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন॥
তুমি গিয়া উঠ, চন্দ্র থাক্ এই ঠাঁই।
তব উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই॥
এ-কথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর।
আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর॥



দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে।
এখন উদিত বল হইব কেমনে ॥
রাজা বলে, হৈল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার।
বুঝি মনে, অমঙ্গল চিন্তহ আমার ॥
রাবণের কথা শুনি ভাস্করের ত্রাস।
ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ ॥
সপ্ত ঘোড়া যোগান সূর্য্যের রথ বহে।
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর।
উদিত হইতে যান দেব-দিবাকর ॥
দিবাকর পূর্ব্বদিক্ প্রকাশ করিল।
তাহা দেখি হনূমান তরাস পাইল ॥
নেউটি উদয়গিরি করিল গমন।
দিবাকর-সন্নিকটে দিল দরশন ॥
রথ আগুলিয়া বীর দাণ্ডায় সত্বর।
অচল হইল রথ, সারথি ফাঁফর ॥
পূর্ব্বদিক আগুলিল হনূমান বীরে।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে ॥
ঘোড়ারে প্রবোধ-বাড়ি মারয়ে সঘনে।
পশ্চিমে চলিল রথ পবনগমনে ॥
কুপিল সে হনূমান অতি ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥
রথ ধরি হনূমান ঘন দেয় পাক।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক ॥
ছাড় ছাড় বলি সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে।
সূর্য্য যদি কোপ করে, ত্রিভুবন পোড়ে ॥
বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময়।
সারথিরে জিজ্ঞাসিল, কেবা এই হয় ॥
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অঙ্গ, বিকৃত-আকার।
অচল হইল রথ, নাহি চলে আর ॥
সূর্য্য বলে, রথ রাখ গগনমণ্ডলে।
পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে ॥

এত শুনি দাণ্ডাইল পবননন্দন।
বিনয় করিয়া বলে মধুর বচন ॥
কোন্ মহাশয় তুমি কোন্ মায়া-ধর।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর ॥
সূর্য্য কহে, আমি সূর্য্য, ছাড়ি দেহ পথ।
উদিত হইতে যাব উদয়-পর্ব্বত ॥
যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি।
পুরাণ পড়েন ব্রহ্মা আর মুনি কোটি ॥
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে।
প'ড়েছে লক্ষ্মণ-বীর শক্তিশেল-বাণে ॥
রজনী প্রভাত হ'লে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদিত হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদিত হইতে যাই থাকিতে শর্ব্বরী ॥
আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবনকুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব বীর না আসিতে ফিরে ॥
হনূমান বলে, দেব, কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি নাম হনূমান ॥
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ।
তাবৎ উদয়-গিরি না কর গমন ॥
সূর্য্য বলে, কেবা শুনে তোমার বচন।
না পারি রাবণ-আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন ॥
হনূমান বলে, তুমি দেবের প্রধান।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ ॥
রাবণের অনুরোধে যাবে যদি বলে।
রথসহ ডুবাইব সাগরের জলে ॥
হাসিয়া বলেন সূর্য্য শুন হনূমান।
যত দেবগণ ভাবে রামের কল্যাণ ॥
সাধে কি উদয়-গিরি যাই উদয়েতে।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে ॥



কি জানি কি করে রক্ষঃ, ভাবি এই ভয়।
নিশিতে এলাম ভয়ে হইতে উদয়॥
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ॥
শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে যদি যাই।
রাবণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই॥
হনূমান বলে, আছে উপায় ইহার।
নিকটে আইস, বলি কর্ণেতে তোমার॥
তব নাম ভানু, আর হনূ মম নাম।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সাধিব রামের কার্য্য, যুক্তি হেন আছে॥
দুই দিক্ রক্ষা পাবে, সুমন্ত্রণা বলি।
হনূ ভানু দুইজনে করিব মিতালি॥
এত শুনি দিবাকর হরষিত-মন।
হনূর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ॥
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনূ করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে পূরিল কক্ষতলি॥
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি [illegible] বন্দী লক্ষ্মণের তরে॥
হনূ-ভানু-ভাঙ্গ দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

● গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ ও পর্ব্বত লইয়া হনূমানের যাত্রা ●

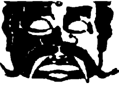
হনূ যায় পুনর্ব্বার সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া তথা ঘুরে অনুক্ষণ॥
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণ আছয়ে হরিষে।
নিত্য করে নৃত্য-গীত নারী ও পুরুষে॥
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরম রূপসী।
কেহ দেয় করতালি, কেহ পূরে বাঁশী॥
গীত-বাদ্য রঙ্গরসে আছে আনন্দিত।
হেনকালে হনূমান হয় উপস্থিত॥
হনূমানে দেখে সব চমকিত মন।
করযোড়ে কহে কথা পবননন্দন॥
কে তোমরা গীত-বাদ্য কর নিশাকালে।
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন।
সঙ্গেতে জানকীদেবী অনুজ লক্ষ্মণ॥
রাবণ রাক্ষসরাজ লঙ্কা-অধিকারী।
দণ্ডক বনে রামের সীতা কৈল চুরি॥
রঘুনাথ ক'রেছেন সাগর বন্ধন।
হ'তেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ॥
শক্তিশেলে প'ড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আমি আসি ঔষধ করিতে অন্বেষণ॥
ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী॥
কুপিল গন্ধর্ব্ব-সব কি বলে বানর।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর॥
হাহা হূহূ মহারাজ এইমাত্র জানি।
কোথাকার রাম তোর, কখন না চিনি॥
আসিয়া বানর বেটা কোন্ কার্য্যে ফিরে।
চুলেতে ধরিয়া সব বেড়া-কীল মারে॥
হস্ত তুলি হনূ করে সাক্ষী দেবগণে।
মারিব গন্ধর্ব্ব-সব রাখে কোন্ জনে॥
কোপে হনূমান হৈল পর্ব্বত-আকার।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি।
পড়িয়া গন্ধর্ব্ব-সব যায় গড়াগড়ি॥
হাহা হূহূ রাজা আসে চড়ি দিব্য রথে।
হনূমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে॥
এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা হূহূ নাম।
হনূমান কাছে এল করিতে সংগ্রাম॥
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে হনূমান।
দু'জনার ধনুকে ধরিয়া দিল টান॥
দু'জনার ধনুক করিল খান খান।
কোপে হনূমান হৈল শমন-সমান॥



হাঁটুর উপরে রাখি ভাঙ্গে দুই ধনু।
মালসাট দিয়া আগে দাণ্ডাইল হনূ॥
কুপিল সে-হনূমান সংগ্রামের শূর।
কীল মারি গন্ধর্ব্বের মাথা করে চুর॥
হনূমান একেলা গন্ধর্ব্ব বহু দেখি।
হনূমান অঙ্গে সবে মারয়ে মুটকি॥
মনে ভাবে হনূমান রাত্রি হ'য়ে যায়।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া হবে কিবা ফলোদয়॥
ঔষধ না পেয়ে হনূ ভাবে মনে মন।
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবন-নন্দন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া করি সাহসেতে ভর।
ডালে মূলে লয়ে যায় পর্ব্বত-শিখর॥
চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবর খান।
একটানে উপাড়িল বীর হনূমান॥
দুই হাতে ধরিয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া।
চৌষট্টি যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া॥
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিঁড়িল লতা পাতা।
কোথাকার বৃক্ষশাখা পড়ে গিয়া কোথা॥
পলায় বিবিধ সর্প শিরে মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লইয়া উঠে গগনমণ্ডলে॥
মাথায় পর্ব্বত তুলি লৈল হনূমান।
তুলি নিতে পারে বুঝি আরো একখান॥
পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণ মুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম, পড়িল মনেতে॥
মারিলাম কালনেমি মায়ার পুত্তলি।
কুম্ভীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্বের মারিনু সকল।
রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল॥

● হনূমান কর্তৃক ভরতের বল পরীক্ষা ও লঙ্কাযাত্রা ●

এতেক ভাবিয়া হনূমান হরষিত।
নন্দীগ্রাম অভিমুখে চলিল ত্বরিত॥
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কান্তার নদী অনেক এড়ায়॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে।
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ব্বত-কৈলাসে॥
বাম ভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর॥
ভরত রাজত্ব ছাড়ি নন্দীগ্রামে বৈসে।
হনূমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে॥
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ-আদি দেখিল বিস্তর।
ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর-ভিতর॥
সুমন্ত্র সারথি ও বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
সিংহাসন উপরে পাদুকা বেড়া নেতে।
শ্বেত চামর ব্যজন হয় চারিভিতে॥
স্বর্ণ-সিংহাসন যেন শশধর-জ্যোতি।
তাহাতে পাদুকা রাখি ধরে দণ্ড-ছাতি॥
রত্নময় আসনে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেত-চামর ঢুলায়॥
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে॥
পর্ব্বত-লইয়া যায় পবন-কুমার।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার॥
পর্ব্বত-ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার।
সভা-সহ ভরতের লাগে চমৎকার॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময়।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে, নাহি করে ভয়॥
ভরত বলেন, রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে, এত অহঙ্কার॥
ভরত যে বুদ্ধিমান বিক্রমে সুস্থির।
একদৃষ্টে চাহেন ভরত মহাবীর॥
শত্রুঘ্ন কুপিত হ'য়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টে চান।
কোথা কে আকাশ-পথে না হয় সন্ধান॥
শিশুকালে শত্রুঘন করিতেন কেলি।
খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি॥



বাঁটুল নির্ম্মিত লৌহে আশীলক্ষ মণ।
ভরতের হাতে তুলি দিলা শত্রুঘন॥
মনে ভাবে ভরত বাঁটুল ল'য়ে হাতে।
বিশেষ না জানি, কেবা যায় শূন্যপথে॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই পাখী হেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন পাখী॥
ভরত কহেন, ভাই, এত কেন ভয়।
পক্ষ যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর যদি হয়॥
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে, তারে মারি॥
এইরূপে বিস্তর করিয়া অনুমান।
পক্ষী বটে বলি ভরত পূরিল সন্ধান॥
আশীলক্ষ মণ বাঁটুল ধনু গুণে যুড়ি।
জয় রাম বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি॥
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ সন্ধান।
হনূরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান॥
পদের তালুকাভাগে বাজিল বাঁটুল।
মূর্চ্ছিত হইল হনু বুদ্ধি হৈল ভুল॥
নিস্তেজ হইল বীর, শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন-কুমার॥
বাঁটুলে মূর্চ্ছিত হনূ, চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
হতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবন-নন্দন।
নাহি ছাড়ে সূর্য্য আর সে গন্ধমাদন॥
ভূমে পড়ি করে হনূ শ্রীরামে স্মরণ।
মস্তকে পর্ব্বত আছে ঘূর্ণিতলোচন॥
রাম নাম শুনিয়া ভরত শত্রুঘন।
হনূর নিকটে এল ভাই দুইজন॥
ভরত বলেন কপি, থাক কোন্ স্থান।
রামে যে স্মরিলে তাঁর কি জান সন্ধান॥
কোথা হইতে আইলে কহ বিবরণ।
জান কোথা রাম-সীতা কোথায় লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
দেখা কি হয়েছে তব রাম-সীতা সনে॥

বাক্য নাহি সরে, হনূ ব্যথায় আকুল।
বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল॥
সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইল সেই স্থানে।
হনূরে সবল কৈল মন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে॥
যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ-গোচর।
মুনি জানে, যত কর্ম্ম লঙ্কার ভিতর॥
লোকাচারে প্রকাশ না করে মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী॥
মুনি বলে ভরত এমন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন হৈল মারি হনূমানে॥
পরম ধার্ম্মিক দেখি বানর প্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সন্তান॥
বশিষ্ঠ-মন্ত্রে হনূর দূর হৈল ব্যথা।
ভরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা॥
অবধান ঠাকুর ভরত শত্রুঘন।
রাম সীতা লক্ষ্মণের শুন বিবরণ॥
বাসা করেছিল রাম পঞ্চবটী বনে।
সূর্পণখার নাক কাণ কাটেন লক্ষ্মণে॥
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যুদ্ধ কৈল আসি॥
দণ্ডক-কাননে রাম সবারে মারিল।
যোগিবেশে দশানন সীতারে হরিল॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা।
বালি মারি সুগ্রীবেরে দেন দণ্ড ছাতা॥
বানর লইয়া রাম বান্ধিল সাগর।
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর॥
বাইশ অঙ্কেতে এক মহা অক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিনমাস রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহামার॥
কভু হারে কভু জিনে তিনমাস যুঝে।
রাক্ষসের মায়া বল কার সাধ্য বুঝে॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥



শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বান্ধি বৈরি গণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে ॥
মুক্ত যদি হৈল নাগপাশের বন্ধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিল লক্ষ্মণ ॥
কুপিয়া রাবণ রাজা সান্ধাইল রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ-কারণ ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
উপাড়িয়া ল'য়ে যাই পর্ব্বত-সমেতে ॥
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ।
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞান ॥
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার।
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
তুমি রাজ্য নিলে হে, রাবণ নিল নারী।
লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ব্বরী ॥
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই।
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই ॥
দিবা-নিশি সুমঙ্গল ভাবেন দোঁহার।
রাম-সঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার ॥
আমারে মারিয়ে তব এই হ'ল লাভ।
প্রকাশ হইল রাম-সঙ্গে বৈরিভাব ॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সকলেতে আমার চাহিয়ে আছে পথ ॥
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার।
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার ॥
লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুইজন ॥
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
ভরত শত্রুঘ্ন বীর করেন ক্রন্দন ॥
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে প'ড়ে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বলি ডাক ছাড়ে ॥
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি।
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি ॥

ভরত বলেন, শুন বীর হনুমান।
ত্বরিতে পর্ব্বত ল'য়ে করহ প্রয়াণ ॥
আমিও তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে।
থাকুক শত্রুঘ্ন ভাই অযোধ্যানগরে ॥
হনুমান বলে, তুমি যাইবে কি মতে।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা ল'য়ে যেতে ॥
ভরত বলেন, তবে শুনহ মারুতি।
পর্ব্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
হনুমান বলে, গিরি নাড়িতে না পারি।
বলহীন হইয়াছি, বল না কি করি ॥
যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে।
তবে আমি পারি এ-পর্ব্বত ল'য়ে যেতে ॥
শত্রুঘন কহে তবে হনুমান-আগে।
পর্ব্বত তুলিয়া দিতে কোন্ ভার লাগে ॥
শত্রুঘ্ন আনিয়া দিল ধনু একখান।
গুণ দিয়া ভরত যুড়িল তাহে বাণ ॥
ভরত বলেন, বাছা পবনকুমার।
পর্ব্বতসহিত উঠ বাণেতে আমার ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িল ভরত।
হনুমান-সহ শূন্যে উঠিল পর্ব্বত ॥
শতেক যোজন ঊর্দ্ধে তুলে দিল বাণে।
ভরতের বিক্রম বাখানে হনুমানে ॥
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান।
আমা-সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান ॥
হইয়া সাগর পার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্ব্বত ল'য়ে সবাকার আগে ॥



• লক্ষ্মণের চেতনালাভ •

দেখিয়া পর্ব্বত সবে হইল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়া হনু রঘুনাথে কয় ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
একারণে আনিলাম পর্ব্বত-সমেতে ॥



শ্রীরাম বলেন, বাপু পবনকুমার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার॥
রাম বলে, হনূ দিল পর্ব্বত আনিয়া।
আপনি সুষেণ লহ ঔষধ চিনিয়া॥
শ্রীরামের আজ্ঞায় সুষেণ বৈদ্য যায়।
সকল পর্ব্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায়॥
ছয় শৃঙ্গ পর্ব্বত সে অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান॥
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর।
তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর॥
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে নদী খরতর।
নদীর দু'কূলে দেখে ওষধি বিস্তর॥
দেবগণ-আদি কেলি করেন আনন্দে।
মৃতদেহ প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে॥
ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত।
এইজন্য নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত॥
আনন্দে সুষেণ হনূমানেরে বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী॥
ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে।
তখনি ঔষধ বাটে রত্নময় শিলে॥
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-পদে নমস্কার করি॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে॥
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে॥
ভগ্ন ছিল যে পাঁজর সে লাগিল যোড়া।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া॥
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম পানে চান।
রামের লক্ষ্মণে দেখি স্থির হৈল প্রাণ॥
বিভীষণ-সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি।
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি॥
ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল।
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল॥
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না ছাড়ে।
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তধারা পড়ে॥
শক্তিশেল রামায়ণে শুনে যেই জন।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ॥



● গন্ধমাদনকে স্বস্থানে স্থাপন ●

লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ, কপিগণ দেখে।
পর্ব্বতে বানরগণ উঠে লাফে লাফে॥
লম্ফে ঝম্পে পর্ব্বতের বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গে।
ফল ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে॥
বহুদিন উপবাস যুঝিয়া বিকল।
উদর পূরিয়া খায় যত ফুল ফল॥
ফল ফুল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা।
আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা॥
ফল ফুল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট।
নড়িতে চড়িতে নারে, মাথা করে হেঁট॥
জাম্বুবান কহিছে শ্রীরাম-বিদ্যমান।
কার্য্যসিদ্ধ হৈল, লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ॥
পর্ব্বত রাখিতে যাক বীর হনূমানে।
আজ্ঞা দেন রাম জাম্বুবানের বচনে॥
রাম সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিল উঠানি॥
অন্তরীক্ষে যায় হনূ পর্ব্বত লইয়া।
লঙ্কার ভিতরে দেখে রাবণ বসিয়া॥
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান।
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া পান॥
মস্তকে পর্ব্বত হনূ পড়িল বিপাকে।
এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে॥
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ড-লোচন।
তালভঙ্গ সিংহমুখ ঘোর-দরশন॥



উল্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আজ্ঞা পেয়ে সাত বীর চলিল সত্বর॥
মেরু জিনি এক এক জনের শরীর।
শূন্যপথে হনূরে বলিছে সাত বীর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি মান কোন জন।
আজি বেটা বানরা, বুঝিব বীরপনা॥
ফিরিয়া যাইবে, বুঝি বাঞ্ছা কর মনে।
যমালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে॥
হনু বলে, তোমা-মত লক্ষ যদি আসে।
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে॥
চারিদিকে ঘেরে সবে যুঝে একেবারে।
মাথায় পর্ব্বত, বীর চাহে ক্রোধভরে॥
হাত নাহি নাড়ে বীর, পর্ব্বত না ফেলে।
পাক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাঙ্গুলে॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান।
দুই হাতে লেজ ধরি হেঁটে দিল টান॥
মাথা গলাইয়া বেটা পড়ে গেল সরে।
পলাইয়া যায় রড়ে, নাহি চাহে ফিরে॥
লঙ্কার ভিতর গেল পলাইয়া ত্রাসে।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে, ঘন বহে শ্বাসে॥
অবধান কর রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হনূমান হাতে কারো নাহি অব্যাহতি॥
মারিবারে দাঁড়ালাম সাতজন বলে।
মস্তকে পর্ব্বত, হনূ জড়ালে লাঙ্গুলে॥
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে।
লেজে বেঁধে আছাড় মারিল ছয় জনে॥
আছাড়েতে চূর্ণ হলো ছ'জনার হাড়।
আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড়॥
লাঙ্গুল ছাড়াব বলি ঘন দিনু টান।
লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক কাণ॥
প'ড়েছিনু যে সঙ্কটে, শঙ্কর তা জানে।
তব পিতৃপুণ্যে বাঁচি আইলাম প্রাণে।
রাক্ষস-বচনে উড়ে রাবণের প্রাণ।
শমন-সমান বৈরী বীর হনূমান॥
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
একে একে হনূমানে বাখানে বিস্তর॥
অন্তরীক্ষ-পথে চলে পবননন্দন।
যথাস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন॥
হনূমান বলে, আমি পবননন্দন।
যতেক গন্ধর্ব্বগণে করেছি নিধন॥
যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান।
সে-ঔষধে সবাকার বাঁচাইব প্রাণ॥
দুই হাতে কচলে ঔষধ করে গুঁড়া।
জলে গুলে গন্ধর্ব্ব উপরে দেয় ছড়া॥
উঠিয়া গন্ধর্ব্ব সব চারিদিকে চায়।
খেদাড়িয়া হনূমানে মারিবারে যায়॥
লাফ দিয়া হনূমান উঠিল আকাশে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

● সাগর মুক্তি এবং হনুমানের পুরস্কার লাভ ●

আইল সাগর পার অতি কুতূহলী।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী॥
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আইলা হনূমান।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান॥
বসেছেন বানরে বেষ্টিত রঘুনাথ।
উপস্থিত হনূমান যোড় করি হাত॥
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবনকুমারে॥
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবন-নন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ॥
হনূমান বলে প্রভু, কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধ গেলাম রাতারাতি॥
ঔষধ খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই॥



পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের ঠাঁই।
যোড়হাত করি স্তব করিনু গোসাঁই॥
তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কশ্যপপুত্র, করহ বিশ্রাম॥
যাবৎ লক্ষ্মণ, বীর না পান জীবন।
তাবৎ উদিত নাহি হইও তপন॥
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি।
ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহাতে রাতি॥
রাম বলিলেন, কিবা দেখি চমৎকার।
না পোহায় রজনী, না ঘুচে অন্ধকার॥
সূর্য্যের উদয় হেতু সংসার প্রকাশ।
ছাড়হ ভাস্কর ইনি উঠুন আকাশ॥
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবন-নন্দন।
যতেক বানর করে চরণ-বন্দন॥
আদিকর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর॥
উদয়-পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী, প্রকাশে ভুবন॥
কপিগণ কহে, ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
শ্রীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনুমান।
তোমার প্রসাদে ভাই পাইলেক প্রাণ॥
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন।
চাহ যদি, লহ, করি আত্ম-সমর্পণ॥
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন।
কৃতার্থ বানরবংশ মানে কপিগণ॥
বারমাসী ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে।
সুগ্রীব প্রসাদ দিল, যত মনে আসে॥
দিলেন দাড়িম্ব পক বিদারিয়া সন্ধি।
নারিকেল ফল দিল সহস্রেক কান্দি॥
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিলেন মধুর।
অদ্ভুত রসাল দিল খাইতে খেজুর॥
বড় বড় আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিঘত-প্রমাণ কোষ দিলেক কাঁঠাল॥
নানাবিধ ফল দিল শ্বেত কালো রাঙ্গা।
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা॥
ফল ফুল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা।
লক্ষ বানরেতে বহে ফলফুল বোঝা॥
প্রসাদের বহু ফল পেয়ে হনুমান।
প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান॥
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

● মহীরাবণের লঙ্কায় আহ্বান ●

মরিবে রাবণ কবে ভাবে কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন, লক্ষ্মণ॥
কহিবার শক্তি নাহি, কন ধীরে ধীরে।
এখন রাবণ আছে জীবিত শরীরে॥
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে।
না কর বিলম্ব আর, উঠহ সত্বরে॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে॥
কোলাহল শুনি ভাবে রাজা দশানন।
মরিয়া মানুষ বেটা পাইল জীবন॥
মরিয়ে না মরে একি বিপরীত বৈরী।
জানিলাম, মজিল কনক লঙ্কা-পুরী॥
মরিল সকল বীর, শূন্য হৈল লঙ্কা।
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা॥
বন্ধু-বান্ধবাদি কোথা কেবা আছে কার।
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার॥
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া।
কারে পাঠাইব যুদ্ধে, না পাই ভাবিয়া॥
ইন্দ্রজিৎ নাহি, রণে যাবে কোন্ জনে।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে॥





অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ, মলিন বদন।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
এত দিনে পার্ব্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে॥
রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ-গোচরে॥
সন্তানের স্নেহবশে দুঃখিত-অন্তরে।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে॥
তখন কহিনু বাপু, না শুনিলে কাণে।
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে॥
বিভীষণ ভাই তোর ধর্ম্মশীল অতি।
এসেছিল বুঝাইতে, তারে মার লাথি॥
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে।
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে॥
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ, শুনহ রাবণ।
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন॥
একযুক্তি আছে বাপু কহি যে তোমারে।
দিগ্বিজয়ে গেলে যবে পাতাল-ভিতরে॥
ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন।
মহীতে জন্মিল, নাম সে মহীরাবণ॥
পাতালেতে আছে পুত্র সর্ব্ব গুণবান।
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবসান॥
বিষাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে।
মনেতে পড়িল, পুত্র আছয়ে পাতালে॥
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র, জিনে ত্রিভুবন॥
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন বৈরী॥
কালিকা পূজিয়া সে পাইল বরদান।
অব্যাহত মায়া জানে সর্ব্বত্র প্রয়াণ॥
আছয়ে দুর্জ্জয় পুত্র পাতাল-ভিতরে।
মারিতে দুর্জ্জয় বৈরী সেইজন পারে॥
পূর্ব্বকথা আছে তাহা হইল স্মরণ।
বিপদে স্মরণ ক'রো, আসিব তখন॥

একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল তার কপাল-উপর॥
পাতিলেক অঙ্ক মহী খড়ি ল'য়ে হাতে।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে॥
সকল পাতালপুরী চিন্তে একে একে।
আকাশ-পাতাল গণে, কিছু নাহি দেখে॥
স্থির নাহি হয় চিত্তে পৃথিবী গণিয়ে।
কোন্ জন স্মরে মোরে বিপদে পড়িয়ে॥
সাগরের উপরে কনক লঙ্কাপুরী।
তাহাতে আছয়ে পিতা লঙ্কা-অধিকারী॥
অসময় পিতার সে জানিল কারণ।
সে-কারণে পিতা মোরে করিল স্মরণ॥
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন।
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন॥
শনিবারে শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়।
ইন্দ্রজিতের দোসর হৈতে মহী যায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
আপনি মরিতে হায় যমে আনে ঘরে॥
যাত্রা সিদ্ধ ক'রে মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে।
ঊর্দ্ধপথে সুড়ঙ্গ হইল আচম্বিতে॥
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মহীরে দেখিয়া রাজা ছাড়ে সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন॥
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন।
মহী কৈল রাবণের চরণ-বন্দন॥
সিংহাসনে দুজনে বসিল একাসনে।
করযোড় করি মহী বলে পিতৃস্থানে॥
কোন্ কার্য্যে পিতা, মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন্ প্রয়োজন॥
কান্দিয়া রাবণ বলে, চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত, কহিছে সকল॥
রাবণ বলে, শুন বাপু দুঃখের কাহিনী।
সূর্পণখা তব পিসী, আমার ভগিনী॥



হইয়া মানুষ তার কাটে নাক-কাণ।
কেমনে সহিব প্রাণে এত অপমান॥
মহী বলে, কহ পিতা, শুনি বিবরণ।
আচম্বিতে নাক-কাণ কাটে কি-কারণ॥
রাজা বলে, সূর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা।
পাইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য-সুখ পরিত্যাগ করি।
পঞ্চবটী বনে ছিল হ'য়ে বনচারী।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ খর ও দূষণ।
দিয়াছিনু সূর্পণখা করিতে রক্ষণ॥
গিয়াছিল সূর্পণখা পুষ্প অন্বেষণে।
এতেক প্রমাদ হবে, আগেতে না জানে॥
দশরথ-নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পুত্রে দিল বনবাসে॥
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী।
সূর্পণখা-সঙ্গে কহে বাক্য দুই চারি॥
পুষ্প লাগি রসাভাষ নারী দুইজন।
কোপ করি নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণ॥
এই অপমানে কহে সে খর দূষণে।
সৈন্য ল'য়ে যুদ্ধ গিয়া করিল দুজনে॥
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুজনার সনে।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে॥
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোদুঃখে।
সর্ব্ব-অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে॥
জিজ্ঞাসিনু এ দুর্গতি করিলেক কেটা।
সূর্পণখা বলে দাদা, নর এক বেটা॥
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটী বনে।
পরমাসুন্দরী এক নারী তার সনে॥
সূর্পণখা-মুখে শুনি এ-সকল কথা।
কোপে হ'রে আনিয়াছি রামের বনিতা॥
বনের বানর সব সহায় করিয়া।
সাগর বান্ধিল রাম শিলা-তরু দিয়া॥
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে।
ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু সবে রণে পড়ে॥

সৈন্য ও সামন্ত মারি দর্প কৈল চূর্ণ।
রণে মৈল সহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ॥
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ রামে জিনিতে না পারি।
সঙ্কটে পড়িয়া বাপু, তোমারে যে স্মরি॥
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী।
সে-মহীরাবণ কহে যোড় করি পাণি॥
স্বর্গপুরী লণ্ডভণ্ড হৈল তব দোষে।
বিনাশ করিয়া সবে ডাকিলে যে শেষে॥
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ॥
মম ডরে দেব-দৈত্য সবে করে শঙ্কা।
আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
আমার বাণের টান না সহে সংসারে।
নর-বানরেতে এত অপমান করে॥
মোর ডরে দেবগণে যায় স্বর্গ ছাড়ি।
বান্ধি আনি দেবগণে গলে দিয়া দড়ি॥
ত্রিভুবনের হেন কথা কোথাও না শুনি।
যারে খাই, সেই খায়, অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কটাক্ষে মারিবে যারে তাবি সঙ্গে রণ।
হেন মায়া করিব, না জানে কোন জন॥
ইন্দ্র-শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে।
শচীরে আনিতে পারি, ইন্দ্র নাহি জানে॥
নর-কপি ভুলাইব কত বড় কাজ।
আর দুঃখ না ভাবিহ, শুন মহারাজ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তব বৈরী দুইজনে।
নরবলি দিব ল'য়ে পাতালভুবনে॥
রাম-লক্ষ্মণের আর নাহি তব শঙ্কা।
সীতা ল'য়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস।
হাত বাড়াইয়া রাজা পাইল আকাশ॥
রাজা বলে, তুমি পুত্র প্রাণের সমান।
তোমা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ॥
বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরী হবে ক্ষয়।
তোমার গুণেতে মোর সর্ব্বত্রেতে জয়॥



মহী বলে শুন পিতা লঙ্কা অধিকারী।
স্থির হ'য়ে বৈস তুমি আমি বৈরী মারি॥



● মহীরাবণের রামবধের প্রতিজ্ঞা ●

দুইজনে কহে কথা বসি সিংহাসনে।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে॥
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া কেন রয়েছে রাবণ॥
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে বীর নাহি আর।
রাবণ কি যুক্তি করে দেখি একবার॥
প্রণমিয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ জাম্বুবানে।
পক্ষিরূপ ধরিয়া চলিল বিভীষণে॥
রাবণের অন্তঃপুরে গেল দ্রুতগতি।
মহীরাবণের সহ দেখে লঙ্কাপতি॥
পিতাপুত্র দুইজনে বসি একাসনে।
যুক্তি করে দু'জনেতে হরষিত-মনে॥
মহীরাবণে দেখি চিন্তিত বিভীষণ।
রামের নিকটে এল ত্বরিত-গমন॥
বিভীষণ কহে আসি করি যোড়হাত।
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ॥
রাবণের পুত্র এক সে-মহীরাবণ।
মায়ার সাগর বেটা, বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
মন্দোদরী-গর্ভে সেই জন্মিল তনয়।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুর করে ভয়॥
পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশে।
মহাবল-পরাক্রান্ত, সবে ভয় বাসে॥
তাহার সংগ্রামে প্রভু, নাহি কারো রক্ষা।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক বাণ শিক্ষা॥
মায়া পাতি ডাকিনী শিশুরে যেন ধরে।
সেইমত মহী মায়া করি চুরি করে॥
কত মায়া ধরে, কেহ নাহি জানে সন্ধি।
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী॥
যাহা মনে করে, তাহা করিবারে পারে।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে॥
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতরে।
আজি নিশি জাগ সবে হইয়ে সত্বরে॥
বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহীর মায়াতে কিসে পাবে পরিত্রাণ॥
জাম্বুবান কহে, শুন বীর হনূমান।
বিপদে নাহিক বন্ধু তোমার সমান॥
বিভীষণ বচনে করহ অবগতি।
কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি॥
হনূমান বলে শুন যত বীরভাগে।
চোরা বেটা বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে॥
মরিল সকল বীর, মহী বেটা আছে।
ইহারে বধিয়া রাবণেরে বধি পিছে॥
এখন রাবণ বেটা জীতে সাধ করে।
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে॥
চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে সুগ্রীবের গতি।
যেখানে লুকায়ে থাকে, নাহি অব্যাহতি॥
লেজের কুণ্ডলী-গড় করিব নির্ম্মাণ।
সকলে জাগিয়া থাক হয়ে সাবধান॥
রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়া।
কার সাধ যাইবেক আমারে ভাঙিয়া॥
বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন।
প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন্ জন॥
যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয়।
তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যয়॥
শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-কুমার।
আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার॥
হাসিয়া হাসিয়া কহে মন্ত্রী জাম্বুবান।
হনূমান বীর বড় কহিল প্রমাণ॥
দেখাদেখি আসি যদি রণে দেয় হানা।
তবে ত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপনা॥
অলক্ষিতে চোর আসি যাবে চুরি করে।
দেখিতে না পেলে হনূ কি করিবে তারে॥

অন্তরীক্ষে আসিবেক চুরি-বিদ্যা জানে।
সকলে একত্র হ'য়ে থাক জাগরণে ॥
জাম্বুবান বলে, তব অতুল বিক্রম।
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরাক্রম ॥
এইবেলা [illegible]
[illegible] ॥
জাম্বুবান-কথা [illegible] অবসান।
হেনকালে কর যুড়ি বলে হনুমান ॥
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে।
সন্ধান না পায় যেন, থাক সাবধানে ॥
শ্রীরামেরে কহিলেন পবন-নন্দন।
বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন ॥
চক্র-আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে।
শূন্যেতে আসিতে পারে কাহার পরাণে ॥
বিশ্বকর্ম্ম পুত্র নল মায়ার নিদান।
পাতালে কটক গিয়া হয়ে সাবধান ॥
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি।
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে থাকি দ্বারী ॥
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন।
গঠিল বিচিত্র গড় পবন-নন্দন ॥
প্রাচীন চৌতার হৈল অতি মনোহর।
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর ॥
সুগ্রীবের কোলে বসে কমললোচন।
অঙ্গদের কোলে র'ন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
লাঙ্গুলের গড়ে বীর যুড়িলেক দেশ।
তাহাতে সন্দেহে রাম করেন প্রবেশ ॥
অপূর্ব্ব লেজের গড়-নির্ম্মাণ যে করি।
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়া প্রহরী ॥
সকল-কটক-মাঝে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শিলা তরু ল'য়ে সবে করে জাগরণ ॥
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগন।
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনে-ঘন ॥
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি সে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে ॥

এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল।
কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল ॥

● শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে মায়াযুদ্ধে হরণ ●

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে, শুন পবন-কুমার ॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে এথা ॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ ॥
রাবণে প্রণাম করি সে-মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন ॥
কটকাদি হস্তী ঘোড়া না হয় দোসর।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর ॥
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
কপি-বল দেখে সব গড়ের ভিতরে ॥
মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন।
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে।
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে ॥
মনে মনে চিন্তা মহী করিয়া তখন।
মায়াতে হইল অজরাজার নন্দন ॥
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে, শুন পবন-নন্দন ॥
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-সনে করি দরশন ॥
হনূমান বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসে বিভীষণ ॥
হেনকালে বিভীষণ দিলা দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে-মহীরাবণ ॥
হনূ বলে শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
রাজা দশরথ এসেছিলেন এখন ॥



বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে এথা॥
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়॥
ভরত হইয়া এল হনুমান কাছে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে॥
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিলেন পবন-নন্দন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসে বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হাটে সে-মহীরাবণ॥
হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ॥
হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা।
দ্বার না ছাড়িও যদি আসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবনকুমার।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মোরে দেখাও একবার॥
হনুমান বলে মাতা, করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ হেথা আসে বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল দূর থেকে॥
বিভীষণে দেখি বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি।
তাহা দেখি হনু করে দন্ত কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবন-নন্দন॥
বিভীষণ বলে, শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥
এত বলি বিভীষণ করিল গমন।
হইয়া জনক মহী দিল দরশন॥
জনক বলেন, শুন পবন-নন্দন।
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামাতা হন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশবর্ষ হ'তে নাহি দরশন॥
তোমারে না চিনি বলে পবন-নন্দন।
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনুমানে বোলে।
হনুমান সঙ্গেতে জুড়িল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেন হাঁকার।
পলায় জনক ঋষি দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবন-নন্দন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হ'য়ে মহী দিল দরশন॥
হনুমান বলে, তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে॥
মহী বলে, শুন ওহে পবন-নন্দন।
চোর-মায়া কত জানে সে-মহীরাবণ।
সাবধানে থাক হনু, আসি[illegible]।
রাম-লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা [illegible]॥
এতেক বলিয়া মহী [illegible] গোপনে।
অলক্ষিতে গেল রাম-লক্ষ্মণের পাশে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ-কোলে আপনি দুই ভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই॥
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়ে।
নিদ্রা যায় দুই ভাই অজ্ঞান হইয়ে॥
অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে যতেক বানর।
হাত হৈতে খ'সে পড়ে গাছ ও পাথর॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে ঘুমে অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে, দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতরে ল'য়ে রাখিল গোপনে॥
চারিদিকে নিশাচর নানা-অস্ত্র হাতে।
নিজপুরে রহে মহী হরিষ-মনেতে॥



হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ।
হনূমান-স্থানে বার্ত্তা পুছে ঘনে-ঘন॥
হনূ জানে, বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
হনূমান দেখে তাকে গড়ের বাহিরে॥
হনূমান বলে কে রাক্ষস বিভীষণ।
ঔষধ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এখন॥
বাহির হইয়া এলে কোন্ পথ দিয়া।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়া॥
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে।
রাবণের চর হ'য়ে আছ রাম-স্থানে॥
রাবণের চর হয়ে আস যাও নিতি।
কপট করিয়া রামসহ কৈলে মিতি॥
মোর ঠাঁই বেটা তোর নাহিক নিস্তার।
লোহার বাড়িতে লব যমের দুয়ার॥
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে।
লঙ্কার বসতি পাঠাইব যমপুরে॥
রাবণের দূত তুই রামের নিকটে।
কি বলিস্ তোর বাক্যে মোর বুক ফাটে॥
বিভীষণ বলে, নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনূমান তোমার নিকটে॥
গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয়॥
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধ সুরাপানে।
আমার সে পাপ যদি খল থাকে মনে॥
হনূমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়।
ব্রহ্মবধে গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয়॥
বিভীষণ বলে, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিচার না করি কেন বল অনুচিত॥
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর।
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর॥
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ-সন্ধি কেবা জানে।
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে॥
কত রূপ হ'য়ে এল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পারি শেষে হৈল বিভীষণ॥

হনূমান বলে, কথা শুনে লাগে ডর।
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর॥
লাজে হনূমান বীর করে হেঁটমাথা।
বিভীষণে ভৎর্সিলাম অনুচিত কথা॥
পথ ছাড়ি দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত।
বিভীষণে তিরস্কার নহে ত উচিত॥
হনূমান বলে কথা শুন বিভীষণ।
আগে গিয়া দেখি' চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রমাদ পড়িল, মনে জানিল তখন॥
বিভীষণ বলে শুন পবন-নন্দন।
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে॥
আশ্চর্য্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ।
না দেখিয়া দুই ভাই ফেটে যায় প্রাণ॥
কটকের মাঝে নাহি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন।
প্রমাদ পড়িল উঠ, বলে বিভীষণ॥
কটক-ভিতরে শুনি হৈল মহাগোল।
বানরমণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
কান্দিছে সুগ্রীব-রাজা, নাহিক সংবিৎ।
কোথা গেল লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনূমান।
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ॥
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া তাহে দিব ঝাঁপ।
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ॥
শিরে হাত কান্দে বালিপুত্র যুবরাজ।
বৃথায় শরীর, আর জীবনে কি কাজ॥
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল॥
জাম্বুবান বলে, সবে না কর ক্রন্দন।
উপায় করহ, শুন আমার বচন॥



ক্রন্দন সংবর শুন বানরের রাজ।
যেমতে নিস্তার পাই, চিন্ত সেই কাজ॥
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময়।
সুস্থির হইলে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধ হয়॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখ জগতের সার।
বিনাশ করিতে পারে, সাধ্য আছে কার॥
সুমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীব রাজন।
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ॥
মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
অগ্নিকুণ্ডে তবে সবে ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার।
কহিল সুগ্রীব রাজা, এই যুক্তি সার॥



● শ্রীরামকে অন্বেষণে হনুমানের পাতালযাত্রা ●

সুগ্রীব বলেন, শুন পবনকুমার।
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার॥
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্ব্বজন।
অন্বেষণ করে এসো শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণকুমার।
ত্রিভুবনে এ-কলঙ্ক রহিল তোমার॥
তব বুদ্ধিভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে।
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে॥
সুগ্রীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল।
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল ছল॥
মারুতি বলেন, আমি যাব অন্বেষণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে॥
তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
করিব জলধি-জলে এ-দেহ পাতন॥
এত কহি কান্দে হনু পবন-নন্দন।
কোথা পাব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অন্বেষণ॥

এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোক্য খুঁজিয়া॥
সুগ্রীব রাজার কাছে লইয়া বিদায়।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনূমান যায়॥
যে পথে লক্ষ্মণ রামে হরেছে রাক্ষসে।
সেইপথে গেল বীর চক্ষুর নিমেষে॥
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ পুরী, যেমন কৈলাস॥
প্রথমে দেখিল বলিরাজার বসতি।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী॥
মহা-তপোবনে দেখে কত মুনি ঋষি।
নাগিনী যক্ষিণী কত পরমরূপসী॥
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ অশেষরূপী লোক।
জরা-মৃত্যু নাহি তথা, নাহি রোগ-শোক॥
তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে।
পরমসুন্দরী কত দেখে আশে-পাশে॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে কত তীর্থস্থান।
সেথা রাম-লক্ষ্মণের না পান সন্ধান॥
সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে॥
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী।
রাক্ষসের পুরী যেন অমর-নগরী॥
ত্বরিত-গমনে গেল পুরীর ভিতর।
পাষাণ-রচিত কত দীঘি-সরোবর॥
অসংখ্য পুরুষ নারী পরমসুন্দর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর॥
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ব্বত-প্রমাণ।
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র-নির্ম্মাণ॥
মনে মনে চিন্তা করে পবনকুমার।
এই পুরে আছে রাম-লক্ষ্মণ আমার॥
মর্কট রূপেতে রহে বৃক্ষের উপর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ ঘাট দেখে সরোবর॥
বহু লোক আসি তথা করে স্নানদান।
কপিরে দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান॥



বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহালিয়া দেখে।
এমন বানর বল এল কোথা থেকে ॥
একজন ছিল তথা বৃদ্ধা চিরজীবী।
বানর দেখিয়া বৃদ্ধা মনে মনে ভাবি ॥
বৃদ্ধা বলে, শুন সবে আমার বচন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এবে শুন দিয়া মন ॥
করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজা।
বিস্তর-প্রকারে কৈল মহামায়া-পূজা ॥
বিস্তর করিল পূজা বহু উপবাস।
অমর হইতে তার ছিল বড় আশ ॥
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর।
দেবী বলে, অন্য বর চাহ নিশাচর ॥
মহী বলে, অহি কিংবা দেবতা গন্ধর্ব্ব।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব্ব ॥
সংগ্রামেতে কার হাতে মরণ না হয়।
সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়া আশয় ॥
মহী বলে প্রকারেতে হইনু অমর।
যত জাতি যোদ্ধা আছে, কারে নাহি ডর ॥
নর ও বানর এই দুই বাকী আছে।
ভক্ষ্যজাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥
ভগবতী বলে, ভয় কারে নাহি আর।
নর-বানরের হাতে সবংশে সংহার ॥
অমর নহেন রাজা, জানি বিবরণ।
নর-কপি এলে হবে রাজার মরণ ॥
বন্দী করে আনিয়াছে শিশু দুই নর।
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর ॥
এই কথা গুপ্তে বুড়ী বলে এক জনে।
চারিদিকে দেখে পাছে অন্য কেহ শুনে ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট পবন-নন্দন।
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন ॥
হেনকালে নারী সব নগর-নিবাসী।
জল লইবারে আসে কক্ষেতে কলসী ॥
এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী।
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী ॥
রাজার বাটীতে কেন বাদ্যভাণ্ড রোল।
কেহ নাচে, কেহ গায় আনন্দে বিভোল ॥
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব।
রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব ॥
বৃদ্ধা নারী বলে, শুন যতেক রূপসী।
রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি ॥
কহিতে নিষেধ আছে, কহিবার নয়।
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড-চারি-ছয় ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি।
মহামায়া কাছে আজি হবে নরবলি ॥
আনিয়াছে দুই শিশু পরম সুন্দর।
না দেখি এমন রূপ অবনী-ভিতর ॥
কোন্ অভাগীর পুত্র, দেখি ফাটে প্রাণ।
দণ্ড-চারি-ছয় পরে দিবে বলিদান ॥
বন্দী করি রাখিয়াছে সঙ্গোপন ঘরে।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে ॥



● মক্ষীরূপে হনুমানের রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলন ●

জল লয়ে এত বলি সবে গেল বাসে।
হনুমান শুনিলেন বৃক্ষোপরি ব'সে ॥
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি।
এইখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আছে বন্দী ॥
হৃদয়ে পুলক, ভাবে পবনতনয়।
এখানেতে থাকা আর উচিত না হয় ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥
দোহারা লোহার গড় ভিতরে-বাহিরে।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে ॥
চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন।
ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মক্ষীরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
শরীর-ধারণ করি দোঁহে নমস্কারে ॥



আচম্বিতে মারুতি নোঙায় গিয়া মাথা।
নিদ্রাভঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কন কথা॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন পবন-নন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা, কোথা বিভীষণ॥
হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে।
হরিয়া এনেছে মহী দোঁহে পাতালেতে॥
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
প্রবোধ বচন বলে পবন-নন্দন॥
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা।
মহামায়া-পূজা হবে, বাজিল বাজনা॥
বিস্তর ছাগল দিবে, মহিষ বিস্তর।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর॥
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর।
সাজাইয়া ল'য়ে যায় মহামায়া-ঘর॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবন-নন্দন।
বিপাকে প'ড়েছি হেথা, হইবে কেমন॥
নাহি সৈন্য-সেনাপতি, ধনুঃশর আর।
কেমনে রাক্ষস-হাতে পাইব নিস্তার॥
যোড়হস্তে কহে হনূ শ্রীরামের আগে।
রাক্ষস মারিতে প্রভু, কোন্ ভার লাগে॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তব শ্রীচরণ-দাস।
বৃক্ষ-পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ॥
রাবণ-রাজার বংশ যেখানে যে থাকে।
তোমার প্রসাদে সবে মারি একে একে॥
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে, বহু দেব ঋষি।
গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি॥
দুর্জ্জয় রাক্ষসবংশ হইবে সংহার।
রাক্ষস বধিতে প্রভু, তব অবতার॥
অলক্ষিত মায়া তব, কোন্ জন জানে।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে॥
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা।
প্রীতিবাক্য কব গিয়া গুটিকত কথা॥
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত।
সাগরে ডুবাব লয়ে মন্দির সহিত॥
মনোগত বুঝে আসি মহেশজায়ার।
রাম বলে, কতক্ষণে আসিবে আবার॥
মারুতি বলেন, একতিল ছাড়া নই।
কি বলেন কাত্যায়নী, কথা দুই কই॥

● হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ ●

এত বলি মারুতি যে হইল বিদায়।
মন্দিরেতে মহামায়া অবিলম্বে যায়॥
মক্ষীরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কাণে।
মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে।
আপনি কি এই আজ্ঞা দিয়াছ মহীরে॥
সবংশে মারিব মহী, দেখিবে পশ্চাতে।
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির-সহিতে॥
রামের কিঙ্কর আমি, সুগ্রীবের দাস।
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস॥
মহাদেবী কহিছেন, অতি সঙ্গোপনে।
পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে॥
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ।
দেব-দ্বিজ-ধর্ম্ম-হিংসা করে অনুক্ষণ॥
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম অবতার।
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার॥
মহী-বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান।
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান॥
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম।
প্রণাম না জানি, যেন কহেন শ্রীরাম॥
রাম কহিবেন, শুন হে মহীরাবণ।
দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে॥
হেটমুণ্ড প'ড়ে মহী প্রণাম করিবে।
তুমি ল'য়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে॥



দেবী বলিলেন, বাছা, এই যুক্তি সার।
শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার॥
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি।
শিব রাম অভেদ কহেন শূলপাণি॥
অনাথের নাথ রাম, জগতের সার।
পলকে উৎপত্তি স্থিতি, পলকে সংহার॥
যোগে যোগাধার রাম কালে মহাকাল।
রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল॥
মূঢ়বুদ্ধি মহী চাহে রামে দিতে বলি।
অবশেষে হবে যাহা, তোমারে সে বলি॥
দেবীরে প্রণাম করি বীর হনুমান।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল প্রয়াণ॥
যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হনুমান কহে তথা দেবীর বচন॥
উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা।
যখন করিবে মহী দেবী-আরাধনা॥
যখন লইয়া যাবে তোমা-দোঁহাকারে।
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে॥
মক্ষীরূপ হইয়া থাকিব অলক্ষিতে।
আসিবেন মহীরাজা দেবীরে পূজিতে॥
প্রণাম করিতে ক'বে সমাপিয়া পূজা।
প্রণাম না জানি মোরা, রাজপুত্র রাজা॥
কিরূপে প্রণাম করে, কিছুই না জানি।
প্রণাম করিয়া রাজা, দেখাও আপনি॥
প্রণাম করিবে মহী দেবী-বিদ্যমান।
মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান॥
তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম।
সবংশে বধিব তারে করিয়া সংগ্রাম॥
বুকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলিব ছিঁড়িয়া।
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া॥
মারুতির বাক্য শুনি হৃষ্ট দুই ভাই।
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই॥
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন।
দেবীরে পূজিতে রাজা করিল গমন॥
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
দু'জনারে রাখে আনি দেবীর দক্ষিণে॥
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিবারে মক্ষীরূপ ধরে॥
পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে।
প্রতিমার পাশে থাকি হনুমান শুনে॥
নিকট হইল কাল সে-মহীরাবণে।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে॥

● মহীরাবণের পূর্বজন্ম-বর্ণন ●

করযোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি।
রাম-লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি॥
মহীরাজা হরিয়া এনেছে দুই ভাই।
কেমনে উদ্ধার পাবে, ভাবি মনে তাই॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের বচন।
হাসিয়া বলেন, শুন সর্ব্বদেবগণ॥
শক্রধনু নামে ছিল গন্ধর্ব্ব-সন্তান।
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে।
তাহারে বড়ই তুষ্ট দেব-নারায়ণে॥
বিষ্ণু সম্ভাষিতে গেল অষ্টাবক্র ঋষি।
বাঁকা মূর্ত্তি দেখিয়া গন্ধর্ব্ব কৈল হাসি॥
মুনিরূপ দেখিয়া গন্ধর্ব্বে করে ব্যঙ্গ।
মুনিরে দেখিতে তার হৈল তাল-ভঙ্গ॥
মুনি কহে, মোরে দেখি কর উপহাস।
সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ॥
পাপী হ'য়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে।
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি থাকহ পাতালে॥
শুনিয়া মুনির শাপ চিন্তে বিদ্যাধর।
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর॥
অজ্ঞান পাতকী আমি, তোমা নাহি চিনি
ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি॥



কৃপা কর, ধরি আমি তোমার চরণ।
কর প্রভু, এ-পাপীর পাপ-বিমোচন ॥
শক্রধনু-বচন শুনিয়া মুনিবর।
প্রসন্ন হইয়া তারে করেন উত্তর ॥
আমার বচন কভু না হইবে আন।
পাতালে রহিবে হ'য়ে রাক্ষস-প্রধান ॥
তপোবলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে।
সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে ॥
দুরন্ত রাক্ষসবংশ করিতে সংহার।
মনুষ্যরূপেতে বিষ্ণু হবে অবতার ॥
সেই রাম-লক্ষ্মণেরে ল'য়ে যাবে হ'রে।
পাতালে রাখিবে ল'য়ে আপনার ঘরে ॥
মুণ্ড কাটা যাবে তব হনুমান-হাতে।
শাপে মুক্ত হ'য়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে ॥
হনুমান-হাতে হবে শাপ-বিমোচন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই হৈল দুষ্ট মহী পাতাল-ভুবনে ॥
মুনির বচন কভু নহেত অন্যথা।
দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা ॥



● মহীরাবণের মৃত্যু ●

ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কৌতুকে দেখিতে যান মহীর মরণ ॥
যতেক দেবতাগণ রহে শূন্যপথে।
মহামায়া পূজে মহী হরষিত চিতে ॥
রাশি-রাশি ফল-ফুল দিয়ে রাজা পূজে।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানাবাদ্য বাজে ॥
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশাণ।
প্রণাম করিতে মহী কৈল সংবিধান ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে, প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম করে, দেখাও আপনি ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি ॥
দণ্ডবৎ কত করে দেবীর সম্মুখে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান দেখে ॥
দেবীর হাতের খড়্গ ল'য়ে হনুমান।
লাফ দিয়ে মহীরে করিল দুইখান ॥
প্রতিমা-রূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখি পলায় তরাসে ॥
মুক্ত করিলেন হনূ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
হনূর প্রতাপ দেখি হাসে দুইজনে ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ।
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
অদ্ভুত অশ্রুত কথা রাম-অবতার।
সেবক হইতে হৈল রামের নিস্তার ॥
মুক্ত হৈল মুনিশাপে সে-মহীরাবণ।
গন্ধর্ব্বরূপেতে গেল অমর-ভুবন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥



● মহীরাবণ বধ ●

রামগুণ গাইতে পাইতে রে তনু
পতন যদিরে হয়।
যায় অমর-ভুবনে চাপিয়া বিমানে
শমন চাহিয়া রয় ॥
অর্দ্ধনাভি কূপে ল'য়ে রে যখন ডুবায়।
শত শমন আসিয়ে তারে,
(মন) কি করিতে পারে,
পাতকী তরাতে শ্রীরামের নামটি
ওগো এসেছে এ সংসারে ॥
মহীর মরণ দেখি যত নিশাচর।
ধাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর ॥



পলায় সকল লোক, কেহ নাহি রহে।
কপালে যা' লেখা থাকে, খণ্ডিবার নহে॥
আচম্বিতে রাজা ল'য়ে পড়িল প্রমাদ।
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ॥
রাজার মরণ শুনি রাণী জ্বলে কোপে।
আলুথালু বেশভূষা, অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
রাণী বলে, এই ছিল যোগাদ্যার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে॥
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে।
মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হ'তে॥
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর।
কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর॥
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নর-বানরের প্রাণ লব শেষকালে॥
এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী।
ধনুক লইয়া উঠে মার মার করি॥
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্য-গণন।
হনূর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনূমান।
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান॥
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি।
কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি॥
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে।
প্রসবে সন্তান এক মহা-ভয়ঙ্করে॥
অষ্টগোটা বাহু তার, চারিগোটা মুণ্ড।
বিকট মুরতি তার, দেখিতে প্রচণ্ড॥
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত-বিক্রম।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম॥
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনূমান-সনে।
সাপটিয়া কীল লাথি মারে হনূমানে॥
গর্ভের রুধির-পূঁযে ব্যাপিত শরীরে।
আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে॥
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল সমান।
তাহার বিক্রম দেখি হাসে হনূমান॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস।
হনূমান বলে, বেটার বড়ই সাহস॥
এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোর রণ।
মহীরাবণের বেটা সে অহিরাবণ॥
আথালি পাথালি হানে মারুতির বুকে।
কিছু নাহি বলে হনূ সংবরিয়া থাকে॥
হনূমান বলে বেটা শক্তি দেখি অতি।
এখনি পাঠাব তোর যমের সংহতি॥
মারিবারে হনূমান যায় উভরড়ে।
ধরিতে না পারে, শিশু পিছলিয়া পড়ে॥
হেনকালে হনূমান চিন্তিল উপায়।
পবন-স্মরণে রণে ঝড় ব'য়ে যায়॥
বিষম বাতাসে ধূলা লাগে তার গায়।
পাছড়িয়া ধরে হনূ আর কোথা যায়॥
দুই পদে ধরে তারে ল'য়ে ফেলে দূর।
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চুর॥
সংগ্রামে আইল আর যত যত জন।
লইল সবার প্রাণ পবন-নন্দন॥
পাতালনিবাসী মুনি হৈল আনন্দিত।
ভয় দূরে গেল, সবে মহা হরষিত॥
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান।
হনূমানে সকলেই করিল কল্যাণ॥
শত্রুরে মারিয়া যাত্রা কৈল তিনজন।
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল-ভিতর॥
এত শুনি হনূমান করি নমস্কার।
দেবীরে পাতাল হ'তে করিল উদ্ধার॥
হইয়া হরষ-যুক্ত চলে তিনজন।
আগে রাম, পাছে হনূ, মধ্যেতে লক্ষ্মণ॥
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন।
আপন কটকে গিয়া দিল দরশন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পেয়ে বীর বিভীষণ।
জাম্বুবান দিল কোল এই তিন জন॥



হনূর প্রশংসা করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব দিলেন কোল আর বিভীষণ ॥
জাম্বুবান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য হনুমান বলে যত কপিগণ ॥
মধ্যাকাশে উঠে যবে দেব দিবাকর।
সিংহনাদ ছাড়ে তবে ভল্লুক বানর ॥
চারি দ্বার চাপি কপি করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণরাজা গণিল প্রমাদ ॥
মহীরাবণের বধ শুনে দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন ॥
রামায়ণ গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
যেই জন শুনে তার পারে অভিলাষ ॥

❀ রাবণের তৃতীয় দিনের যুদ্ধ ❀

রাম পার কর নিজগুণে।
আমি [illegible] দিনে ॥
মিছে গেল দানের দিন।
না হ'ল ভজন, ঘেরিল শমনে ॥
যা করহে রামচন্দ্র জগৎ গোসাঁই।
আমার তোমা বিনে,
ত্রিভুবনে কেহ নাই ॥
মায়ানদীর তীরে আছি রাম,
তোমার চরণ করি সার।
ও রাঙ্গা চরণ-তরণী করে রাম
আমায় করহে পার ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘর।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ ॥
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছল-ছল।
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণস্থল ॥
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী।
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী ॥
দশ মুণ্ডে রতন মুকুট সারি সারি।
পরিলেক মৃগমদে সুগন্ধি কস্তূরী ॥
নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশভালে দশমণি করে ঝলমল ॥
কোপে কাঁপে অধরোষ্ঠ, চলে রণমুখে।
হাজার দশেক রাণী ঘেরে চতুর্দ্দিকে ॥
কেহ ধরে অংশে পাশে কেহ ধরে কর।
কারো পানে ফিরিয়া না চান লঙ্কেশ্বর ॥
না থাকে রাবণরাজা কারো উপরোধে।
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে ॥
মন্দোদরী বলে, শুন লঙ্কা-অধিপতি।
বুদ্ধিমান হ'য়ে কেন ছন্ন হৈল মতি ॥
পরম পণ্ডিত তুমি, বলে মহাবীর।
বিশ্বশ্রবা মুনি-পুত্র পরম সুধীর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিলে বাহুবলে।
যম ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
আমি কি বুঝাব তোমা হীনবুদ্ধি নারী ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর অবধান।
স্থির হয়ে শুন রাণী, রাখহ পরাণ ॥
মুনিগণ কহে, সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বিহিত।
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত ॥
বিপদে সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে।
সে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরম-কুশলে ॥
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে শাসন।
কোন্ যুগে দেখিয়াছ হেন অঘটন ॥
কোন্ কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন্ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর ॥
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে।
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ-পরশে ॥
শ্রীরাম মনুষ্য নন, বিষ্ণু-অবতার।
সীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর ॥
দশানন বলে, সীতা দিতে পারি ফিরে।
হাসিবেক বিভীষণ স'বে না শরীরে ॥



কহিবেক ইন্দ্র-আদি যত দেবগণ।
যুদ্ধে হারি সীতা ফিরে দিলেক রাবণ॥
ছোট হয়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বাসি।
সুস্থির হইয়ে গৃহে থাকহ প্রেয়সী॥
বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিরে দিতে নাহি পারিব কখন॥
মন্দোদরী রাণী বলে, ভাগ্যে হ'লে হীন।
বল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ॥
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্চিৎ॥
সংসারের কর্ত্তা রাম পতিতপাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন॥
সত্ত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রুভাবে আইলেন মারিতে তোমারে॥
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে॥
যে জন পালনকর্ত্তা, সেই জন মারে।
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা অধিকারী।
সামান্য তোমার বুদ্ধি রাণী মন্দোদরী॥
শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি॥
যাগ যজ্ঞ পূজা ক'রে রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চ্চনাতে প'ড়ে আছেন দুয়ারে॥
নিরাহারে অনাহারে জপে কতজন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় সেই শ্রীচরণ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পান মুনি-ঋষি।
সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যাহা আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে॥
বিষ্ণুদূতে ল'য়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবন-মরণে॥
ইন্দ্র-আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী।
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্ব্বোপরি॥
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা-সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি।
ক্রন্দন সংবরি গৃহে যাহ মন্দোদরী॥
মরণ নিকটে যার, কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥
স্বামী প্রদক্ষিণ করি করিল মঙ্গল।
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছল-ছল॥
অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
সতিনী হাজার দশ গেল অন্তঃপুর॥
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ।
সারথি সাজায়ে রথ, যোগায় তখন॥
কনক-রচিত রথ সুগঠিত চাকা।
উপরেতে শোভা করে ধ্বজেতে পাতাকা॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ সাজিল প্রচুর।
রথের উপরে রাজা সংগ্রামেতে শূর॥
দশানন বলে, যত অস্ত্রধারী জনে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে॥
মহীরাবণ পড়িল বংশ চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি॥
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর॥
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে চলিল রাবণ॥

● শ্রীরামের সাহায্যে ইন্দ্রের রথ-প্রেরণ ●

হাতে ধনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে।
লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে॥
কোলাহল শুনি রাজা আইল ত্বরিতে।
ভুবনবিজয়ী ধনুর্ব্বাণ ধরি হাতে॥



চারি চাকা রথখান অষ্টঘোড়া বহে।
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে॥
হেন রথে উঠি যুঝে রাজা দশানন।
শ্রীরাম উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
রথোপরে যুঝে রাজা রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে॥
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর।
পাঠাইল রাম লাগি রথ পুরন্দর॥
স্বর্গ হৈতে আসে রথ, পড়িছে বিজলি।
রথেতে নোঙায় মাথা সারথি মাতলি॥
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর।
আর এক পাঠাইল সুবর্ণ টোপর॥
রাবণে মারিয়া প্রভু দেবে কর হিত।
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাখ রামায়ণ-গীত॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাম রক্ষঃ বিভীষণ।
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত হন॥
কোথাকার রথখান, কাহায় মাতলি।
রাবণ-প্রেরিত রথ মায়ার পুত্তলি॥
রামেরে চিনিতে নারে দুষ্ট দশস্কন্ধ।
রথে তুলি কোথা লবে করিয়ে প্রবন্ধ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রথ দেখি রামসৈন্য ভাবে মনে মন॥



● শ্রীরামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের সূচনা ●

রসনা রাম নাম ভুলো না রে।
দেখ মিছা মায়াজালে বদ্ধ করে কালে,
ডুবায় অকূল-পাথারে॥
ইন্দ্ররথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে।
চিন্তিত হইল অতি টুটে আসে বলে॥
রথের সারথি রামে কৈল প্রদক্ষিণ।
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ॥

চিনিল রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান।
মনে মনে দশানন করে অনুমান॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ ভাই কুম্ভকর্ণ।
এখনি দুরাত্মা ইন্দ্রে করিতাম চূর্ণ॥
এতদিন করি সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখি হৈল শত্রু-অনুগত॥
শত্রুকে পাঠায় রথ আমা-বিদ্যমানে।
এত বলি কোপদৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে॥
কোপ মনে মাতলিরে কহে লঙ্কেশ্বর।
সবলের অনুবল যতেক অমর॥
এইবার বাঁধি যদি, জিনিতে পারি রণ।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ॥
কোপ সংবরিয়া রাজা বসি মনোদুখে।
রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার॥
সর্পবাণ দেখি রামে লাগিল তরাস।
এড়িল বন্ধন বুঝি পুনঃ নাগপাশ॥
নাগপাশ নিবারণে জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে ভ্রমে।
রাবণের সর্পবাণ গিলে ক্রমে ক্রমে॥
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল, কুপিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
বাণ বরষিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের মাতলি।
জর্জ্জর ইন্দ্রের অশ্ব, মুখে ভাঙ্গে নালি॥
কোপেতে রাবণ বজ্র, জাঠা লয় হাতে।
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে॥
জাঠা গাছ হাতে করি তর্জ্জে লঙ্কেশ্বর।
ডাকিয়ে রামকে তবে করিছে উত্তর॥
এই আমি জাঠা মারি পূরিয়া সন্ধান।
রক্ষা কর দেখি রাম, ধ'রে ধনুর্ব্বাণ॥
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠা গাছ এড়ে।
যত দূর যায় জাঠা, তত দূর পুড়ে॥



বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষসব জ্বলে।
আলো করি আসে জাঠা গগনমণ্ডলে॥
যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে।
সর্ব্ব-অস্ত্র পুড়ি যায় জাঠার অগ্নিতে॥
বাণ পোড়াইয়া জাঠা যায় বায়ুবেগে।
মাতলি তখন কহে শ্রীরামের আগে॥
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার-বিজয়।
সেই শেল মার প্রভু, জাঠা হবে ক্ষয়॥
এড়িলেক শেলপাট মাতলির বোলে।
রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে॥
জাঠাগাছ কাটা গেল, রুষিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
বাণ ফুটি রঘুনাথ হইল কাতর॥
কাতর হইয়া রাম ধনু দিল টান।
রাবণের অঙ্গ বিন্ধি কৈল খান খান॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে।
কোপে রাম গালি পাড়ে দুষ্ট রাবণেরে॥
সবে বলে, তোমারে রাবণ মহারাজ।
পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাই লাজ॥
সীতা যদি আনিতিস্ মোর বিদ্যমানে।
সেই দিন পাঠাতাম যমের সদনে॥
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি।
দেখ্ তোরে আজি পাঠাইব যমপুরী॥
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা-অলঙ্কারে।
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকী।
পড়িলি আমার হাতে, কার সাধ্য রাখি॥
গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে আসে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরষে॥
বানরেতে শিলা তরু ফেলে চারিভিতে।
চারিদিকে মারে, রাজা না পারে সহিতে॥
আয়ুঃশেষ হ'য়ে রাজা টুটে আসে বলে।
চারিদিকে রামরূপ রাবণ নেহালে॥

রাবণ-উপর রাম বজ্র-অস্ত্র মারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপরে॥
হাত-পা আছাড়ি রাজা করে ধড়ফড়।
সারথি রাবণে ল'য়ে উঠে দিল রড়॥
কত দূরে গিয়া রাজা পাইল চেতন।
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিতলোচন॥
বৈরী-সনে রণ আমি করি রণস্থলে।
রথ ল'য়ে পলাইয়া এলি কার বোলে॥
বলে ক্রুটি দেখি বেটা হইলি কাতর।
অল্পজ্ঞান কৈলি বেটা, বুকে নাহি ডর॥
রাম-সনে যুক্তি করি আছ মম সনে।
ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা, ভয় নাই মনে॥
ভয়েতে সারথি কহে যোড় করি হাত।
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব, বিষম সংগ্রাম।
রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কালঘাম॥
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধ্পতি।
সারথির ধর্ম্ম এই, শুন নরপতি॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব হইনু অস্থির।
অবিচারে কেন মোরে কহ কটূত্তর॥
হিতচিন্তা করিতে হইল বিপরীত।
আমারে দিতেছ দোষ, এ নহে উচিত॥
কোপ না করহ রাজা, না কহিও আর।
বলিয়া চালায় রথ সারথি আবার॥
কোপমনে অশ্ব-পৃষ্ঠে মারিল চাবুক।
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ॥
রাম বলে, মাতলি হে, হও সাবধান।
আরবার রাবণ আইল বিদ্যমান॥
মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার।
মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার॥
ইন্দ্রের সারথি বড় যুদ্ধে বিচক্ষণ।
রথ চালাইয়া দিল ত্বরিত গমন॥
উপনীত রাবণের রথ শীঘ্রগতি।
দুই জনে বাণবৃষ্টি যতেক শকতি॥



রথের পতাকা দুই হৈল ঠেকাঠেকি।
অগ্নিসম বাণ মারে দুজন ধানুকী॥
অসুরে ডাকিয়া বলে, জিনুক রাবণ।
রামের হউক জয়, কহে দেবগণ॥
হেনকালে রঘুনাথ পূরিয়া সন্ধান।
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষ্ণবাণ॥
সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে।
তর্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্যপথে॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে রাম সেই গদা কাটে।
গদা কাটি বাণ দশানন-অঙ্গে ফুটে॥
রক্তবর্ণ গদা রাজা এড়ে পুনর্ব্বার।
পিশাচ-অস্ত্রেতে রাম করিল সংহার॥
শিবমন্ত্র পড়ি রাজা শিবশূল এড়ে।
শঙ্কর-বাণেতে রাম শূন্যে কাটি পাড়ে॥
ক্রোধে জ্বলে রাবণের নয়ন-নিকর।
পুনঃ জাঠা বাণ এড়ে রামের উপর॥
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
সূর্য্যতেজ ধরে জাঠা, অগ্নি উঠে মুখে।
বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে॥
জাঠা গাছ দেখি রাম হইল বিস্মিত।
ধনুকে টঙ্কার দেন শব্দের সহিত॥
আস্তে আস্তে রামচন্দ্র নানা-অস্ত্র এড়ে।
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হয়ে উড়ে॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠা গাছ আসে।
ত্রাসেতে পর্ব্বতবাণ শ্রীরাম বরষে॥
পবন-বেগেতে জাঠা আসে শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি॥
দেবরাজ পাঠায়েছে যেই শেলপাটে।
দ্রুত ছাড় সেই শেল, জাঠা পাড় কেটে॥
মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে।
রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ে॥
জাঠাগাছ কাটা গেল, রাবণের ত্রাস।
জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ॥

জাঠা ব্যর্থ দেখি রাজা যুড়ে নাগপাশ।
সহস্র সহস্র ফণী দেখি লাগে ত্রাস॥
পূর্ব্বে রাম পড়েছিলা যেই নাগপাশে।
সেই বাণ দেখি রাম কাঁপিলেন ত্রাসে॥
শ্রীরাম গরুড়-অস্ত্র এড়ে বাহুবলে।
রাবণের নাগগণে ধ'রে ধ'রে গিলে॥
ব্যর্থ গেল নাগপাশ দেখি দশানন।
রামের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটি।
অস্ত্র কেটে রাবণের রহে অঙ্গ ফুটি॥
ক্রোধে করে দুইজনে বাণ বরিষণ।
লেখাজোখা নাহি বাণ বরষে দুজন॥
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে দুইজনে।
অগ্নিসম দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে॥
সূর্য্য-আদি গ্রহগণ কাঁপে রসাতল।
শূন্যেতে দেবতাগণ পলায় সকল॥
ঘন-ঘন উল্কাপাত তারাগণ খসে।
ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে॥
শ্রীচরণভরে লঙ্কা করে টলমল।
সিংহনাদে উথলিল সাগরের জল॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, মনে হেন গণি।
ধনুকের টঙ্কার বাণের ঠনঠনি॥
রোধ হৈল চন্দ্রসূর্য্য-গমনাগমন।
দিবা রাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ॥
সপ্ত দিন নাহি দেখি, কে আছে কোথায়।
সুগ্রীব-অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায়॥
নল নীল-সুষেণ পলায় হনুমান।
সসৈন্যে পলায় সবে লইয়া পরাণ॥
শরভঙ্গ দ্বিবিধ পলায় উভরায়।
পনস কেশরী ছুটে ফিরিয়া না চায়॥
আপন কটকে কপি পলায় অপার।
দৃষ্টি নাহি চলে, লঙ্কা বাণে অন্ধকার॥
আছাড়ি ফেলিল হাতে ছিল শালবৃক্ষ।
ঊর্দ্ধমুখে সসৈন্যেতে পলায় গবাক্ষ॥



শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ক্রোধে শমন-সমান।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে যেন যমসম বাণ॥
যত নিশাচর যায় ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জাম্বুবান॥
রাম-রাবণের যুদ্ধ না হয় তুলন।
দোঁহার অঙ্গের মাংস কাটে দুই জন॥
স্বর্গে ইন্দ্রদেব কাঁপে, পাতালেতে বলি।
বাণের আগুনে দীপ্ত হয় রণস্থলী॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ, তারা যেন ছুটে।
রাবণের অঙ্গে তাহা কাঁটা হেন ফুটে॥
মারিলেন অগ্নিবাণ ঘোর শব্দ শুনে।
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানে॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ নামে বেড়াপাক।
রণস্থলে ফিরে যেন কুমারের চাক॥
ঝঞ্ঝনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ।
বাণ খেয়ে দশানন হ'য়ে রহে স্তব্ধ॥
বজ্রসম শ্রীরামের বাণ বেগে যায়।
রাবণ নিস্তেজ হৈল সেই বাণ-ঘায়॥
গায়ের ভূষণ গেল, মাথার মুকুটে।
রক্ত-মাংস নাহি গায়, অস্থি ভেদি ফুটে॥
অস্ত্র বিন্ধি রঘুনাথ করিল জর্জ্জর।
তবু যুঝে দশানন সংগ্রাম-ভিতর॥
বিভীষণ বলে রাম ধর্ম্ম-অস্ত্র এড়।
রাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড়॥
স্বর্ণপাটা গেল কাটা, রাবণ চিন্তিত।
মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িলা নিশ্চিত॥
বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ণু-অবতার।
জন্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার॥
সফল জীবন মম রাম যদি মারে।
রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে॥
জনম সফল হবে, যাব স্বর্গবাস।
রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস॥
না কহিব প্রীতিবাক্য ভাবিছে রাবণ।
দয়া উপজিলে নাহি ঘটিবে মরণ॥

রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার।
আজিকার রণে তোমা করিব সংহার॥
নহি সে দূষণ খর, আমি যে রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন।
মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছহ এখন॥
আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
বাণের আগুন গিয়া উঠিল গগনে॥
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীপ্ত করে।
চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম-ভিতরে॥
এড়িল শঙ্কর-বাণ রাম রঘুবর।
বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর॥
বাণ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাঁপে।
পার্ব্বতীর মহাশূল এড়িলেক কোপে॥
শূল ফুটি রঘুনাথ হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
সহস্রাক্ষ বাণ তাঁর চলে ঊর্দ্ধমুখে।
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে॥
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ।
বিষ্ণুমন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন॥
কালচক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল, ভাবে কমললোচন॥
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল।
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল॥
পাশুপত বাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন॥
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে-মন।
যোড়হাতে স্তব করে, শ্রীরামে তখন॥
হাতের ধনুক-বাণ ফেলে ভূমিতলে।
কর যুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি, অগতির গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়॥



তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি, যম পুরন্দর॥
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি।
তোমার মহিমা-সীমা কি জানিব আমি॥
না জানি ভকতি স্তুতি, জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য-সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড-বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন॥
জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার।
ক'রেছি পাতক বহু, সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়াময়।
কুড়ি হস্ত যুড়ি রাজা একদৃষ্টে রয়॥
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার।
রাম বলে, না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত, মারিব কেমনে॥
কেমনে এমন ভক্ত করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না করিবে আর॥
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর॥
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে॥
স্তবে তুষ্ট হৈল যদি কমললোচন।
তবে ত মজিল সৃষ্টি, না ম'ল রাবণ॥
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি।
উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী॥
দেবগণ বলে, মাতা করি নিবেদন।
প্রমাদ ঘটিল বড়, না মৈল রাবণ॥
শ্রীরামে করিল স্তব দুষ্ট নিশাচর।
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্যজিল সমর॥
তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর॥

এত শুনি বাগ্‌বাদিনী চলিল সত্বর।
বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর॥
ডাক দিয়া বলে রাজা, শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি॥
অবশ্য যুঝিব আমি, আইস সত্বর।
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যম-ঘর॥
শ্রীরাম বলেন, মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর।
পুনর্ব্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর॥
পুনর্ব্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে॥
দুই সিংহ পর্ব্বতে উন্মত্ত যেন রণে।
সেইমত বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে॥
পঞ্চবাণ যুড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সেই বাণ কাটে রক্ষঃ অগ্নিমুখ-বাণে॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র-ঘায়॥
হেনকালে যুক্তি দিলা মিত্র বিভীষণ।
ব্রহ্মকবচ কাটিলে মরিবে রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে।
কবচ কাটিয়া পড়ে শ্রীরামের বাণে॥
ব্রহ্মকবচ কাটিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণে।
কি করিতে পার রাম মনুষ্য-পরাণে॥
রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
অবশ্য রাবণ, তোরে করিব বিনাশ॥
যত বাণ মারে রাম, না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে, ভাবে নারায়ণ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম কালচক্র এড়ে।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে॥
কাটা গেল এক মাথা দেখে দেবগণ।
আর মাথা সেইখানে উঠে ততক্ষণ॥



আরবার রঘুনাথ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে।
দুই মাথা কাটিয়া পড়িল সেইখানে ॥
রণস্থলে রাবণের উঠে দুই মাথা।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সকল দেবতা ॥
আরবার রঘুনাথ এড়ে ব্রহ্মজাল।
তিন মাথা কাটি বাণ প্রবেশে পাতাল ॥
তিন মাথা কাটা গেল, দেখে দেবগণ।
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণ ॥
আরবার সন্ধান পূরিলা রঘুবীর।
ঐষীক বাণেতে তার কাটিলেন শির ॥
চারি মাথা কাটা গেল অতি চমৎকার।
ব্রহ্মবরে চারি মাথা উঠে আরবার ॥
মাথা কাটা গেল, নাহি মরে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চ মাথা কাটেন সত্বর ॥
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত।
সেই পাঁচ মাথা তবে উঠে আচম্বিত ॥
আরবার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড।
মুকুট-সহিত কাটে ছয়গোটা মুণ্ড ॥
মাথা কাটা গেল, তবু রণ নাহি টুটে।
সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাথা উঠে ॥
ধর্ম্মচক্র-বাণ রাম যুড়েন ধনুকে।
সাত মাথা কাটিলেন সর্ব্বজন দেখে ॥
মাথা কাটা গেল, তবু যুঝিছে রাবণ।
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে ততক্ষণ ॥
সপ্তসার-বাণে রাম অষ্টমুণ্ড কাটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমুণ্ড উঠে ॥
নয় মাথা কাটিলেন কোপে রঘুনাথ।
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে এক সাথ ॥
দশ মাথা কাটা গেল, দশ মাথা উঠে।
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে ॥
শ্রীরাম বলেন, বেটা, বড়ই দুর্ব্বার।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝে আরবার ॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে রাম পূরিলা সন্ধান।
রাবণের মধ্য কাটি করে দুইখান ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ব্রহ্মবরে অর্দ্ধ অঙ্গ অঙ্গে লাগে যোড়া ॥
তবু নাহি পড়ে রক্ষঃ, বড়ই দুর্ব্বার।
রামের উপরে করে বাণ অবতার ॥
রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর শরীর।
সংবরিয়া তীক্ষ্ণ বাণ এড়ে রঘুবীর ॥
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিবামাত্রেতে উঠে, তিল নাহি ব্যথা ॥
না মরে কাটিলে মাথা যুঝয়ে রাবণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥



● রাবণের অম্বিকা-স্তবন ●

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি, নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ বর্ষে, যেন মেঘ বরিষয়ে বৃষ্টি ॥
বাণে বাণে ক্ষত-অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনূমান ক্রোধিত-অন্তর ॥
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কীল রাবণে মারিল ॥
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায়ে করে রুধির-বমন ॥
চেতন পাইয়া কীল হনূমানে মারে।
রাম জয় বলিয়া মারুতি-বীর সারে ॥
এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম করে আসিয়া শ্রীরাম ॥
বাণে বাণে ক্ষত দেহ হৈল দু-জনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর ॥
ধূলায় ধূসর রাজা হ'য়ে অচেতন।
পাইয়া চেতন করে অম্বিকা-স্তবন ॥





● অম্বিকা-স্তব ●

কোথা মা তারিণী তারা, হও গো সদয়।
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময় ॥
পতিতপাবনী পাপহারিণী কালিকে।
দীন-জন-জননী মা জগৎপালিকে ॥
করুণানয়নে চাহ কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়ে রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্কর ত্যজিল, তেঁই ডাকি মা তোমারে ॥
তুমি দয়াময়ী মাতা, শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি, তুমি তৃপ্তি, ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থানে ॥
নাম-গুণ ব্যক্ত আছে এ তিন ভুবন।
রূপ-গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণ ॥
যে তব শরণ লয়, না থাকে আপদ্।
প্রমাণ, ইন্দ্রের যাহে অমর-সম্পদ ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ।
আর্দ্র হৈলা হৈমবতী মন উচাটন ॥
অম্বিকার স্তব করে আর্ত্ত দশানন।
গাহিলেন কৃত্তিবাস গীত রামায়ণ ॥

● রাবণকে অম্বিকার অভয়দান ●

স্তবে তুষ্টা হ'য়ে মাতা দিল দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥
আশ্বাস করিয়া কন, না কর রোদন।
ভয় নাই, ভয় নাই, বাছা দশানন ॥
আসিয়াছি আমি, আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব, যদি আসেন শঙ্কর ॥
অসিতবরণা কালী, কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘন-তিমির-নাশন ॥
অলকা ঝলকা উচ্চ-কাদম্বিনী-কেশ।
তাহে শ্যামারূপে নীল-সৌদামিনী বেশ ॥
কর-পদ-নখে শশী অনল প্রকাশে।
বিম্বফল তুলিত অধরে মন্দ হাসে ॥
শোক দুঃখ রাবণের গেল সেইক্ষণে।
হইল সানন্দ-চিত্ত দেবী দরশনে ॥
নয়নে গলিত ধারা, সবিনয়ে কয়।
দয়াময়ী বিনা আর সদয়া কে হয় ॥
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম-সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর ॥
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে।
বাণ-বরিষণ করে ভীষণ তর্জ্জনে ॥
আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী ॥
বিস্মিত হইযা রাম ফেলি ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান ॥
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ-বিনাশে মিত্র, হইল ব্যাঘাত ॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশানন।
ভবানীর কৃপাবলে অবধ্য সে-জন ॥
ওই দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন ॥
দেখিয়া তা বিভীষণ হ'ল সবিস্ময়।
প্রমাদ ঘটিল, কিবা হ'বে দয়াময় ॥
বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে চিন্তিত সকলে ॥
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত।
তবে আর কে করিবে দশাস্য-নিপাত ॥
উপায় নাহিক আর, করিব কেমন।
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ ॥
এ-সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর।
দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডিকার ॥
বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন।
উপায় করহ বিধি, যা' হয় এখন ॥
বিধি কন বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণ-বধ, অকাল বোধনে ॥
ইন্দ্র কন, কর তাই বিলম্ব না সয়।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা করিবারে যায় ॥



● রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অকাল বোধনের পরামর্শদান ●

রাবণ-বধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামেরে অনুগ্রহের কারণ॥
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন॥
দেবগণ সহিত পূজিল মহামায়।
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়॥
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ-সংহার।
জনকনন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার॥
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু, সক্ষয় বানর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর॥
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস-সংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র সার॥
অনুপায় সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন, কি হবে মিতা আর॥
নয়নেতে বহে জল, শুকাইল মুখ।
তাহা দেখি বিভীষণে দুঃখে ফাটে বুক॥
বলে, প্রভু, আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুবীর।
ধূলায় লোটায় দেহ, চক্ষে বহে নীর॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে, আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্বুবান॥
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর॥
দেবরাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥
ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলুপাণি,
উপায় কেবল দেবীপূজা।
তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুরগণ,
বোধিয়া শরতে দশভুজা॥
পূজা কৈলে রাম তাঁর, হবে রাবণ-সংহার,
শুন সার সহস্রলোচন।
শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি,
জানাও শ্রীরামে বিবরণ॥
প্রেমে পুলকিতচিত, পদ্মযোনি আনন্দিত,
শ্রীরাম-নিকটে উপনীত।
বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
রাবণ-বধের যে বিহিত॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি,
কহ বিধি, কি উপায় করি।
মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম,
রক্ষিছে রাবণে মহেশ্বরী॥
বিধাতা কহেন মর্ম্ম, কর বিভু এক কর্ম্ম,
তবে হবে রাবণ-সংহার।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে হে এ-দুঃখ-পাথার॥
শ্রীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে,
অনুক্রম কহ শুনি তার।
শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্ত শুদ্ধ-সময়,
শরৎ যে অকাল পূজার॥
বিধি আছে নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তার।
সে দিন হ'য়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত,
কল্পারম্ভে সুরথ-রাজার॥
সেদিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,
শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাহি ঘটে,
অত্রযোগ সব হৈল যাতে॥
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কর ষষ্ঠী-কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়,
কল্পখণ্ডে সুরথ-রাজন্॥
এই উপদেশ কন, শুনি রাম সুখী হন,
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।



প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ হইল দিশা,
স্নানদান করিলা শ্রীরাম ॥
বনপুষ্প-ফলমূলে, গিয়া সাগরের কূলে,
কল্প কৈলা বিধির বিধান।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি,
বিরচিল চণ্ডী পূজা-গান ॥



● শ্রীরামচন্দ্রের অকাল দুর্গোৎসব ●

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত-নাট্য করে, জয় দেয় কপি সব ॥
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায় ॥
সায়াহ্নকালেতে রাম করিল বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন ॥
আপনি গড়িল রাম মূরতি মৃন্ময়ী।
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ-বিজয়ী ॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস ॥
এইরূপে উদ্যোগ করিল দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যে মত ॥
অসাধ্য সুসাধ্য তাহে নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়া আনিল হনুমান ॥
গত হৈল ষষ্ঠীনিশা দিবা সুপ্রভাত।
উদিত হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ ॥
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিলা।
বেদ-বিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিলা ॥
শুদ্ধ-সত্ত্বভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীত-নাট্য চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান ॥
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল ॥
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ।
নৃত্য-গীতে বিভাবরী হইল প্রভাত ॥

নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃত্য-গীতে নানামতে নিশি জাগরণে ॥
নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
উদ্যোগ করিল ফল-মূল।
বেদ-বিধিমতে যত, আনিলা সামগ্রী কত,
কপিগণ যোগাইছে ফুল ॥
অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকামালতী ধবা,
পলাশ পাটুলী ও বকুল।
গন্ধরাজ-আদি যত, বনপুষ্প নানামত,
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল ॥
রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার নল,
আমলকী-পত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর, কনক চম্পক সার,
কোকনদ সহস্রেক পাত ॥
অতসী অপরাজিতা, যাতে দুর্গা হরষিতা,
ঝম্পক-চম্পক নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা দুপাটি, জাতী যূথী আর ঝাঁটি,
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর ॥
তুলসী তিসী ধাতকী, ভূমিচম্পক কেতকী,
পদ্মবক কৃষ্ণকলি আর।
স্বর্ণ-যূথিকা বান্ধুলী, শীর্ষ শিউলী আঁধুলী,
কুরুচি গোলাপ পুষ্পসার ॥
কৃষ্ণচূড়া আদি আর, পুষ্প রাখে ভারে ভার,
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বনফলে ॥



● নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা ●

পরম-আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিক ভাবেতে ভাব-বিধান আচরি ॥
তন্ত্র-মন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে ভক্তিভাবে লক্ষ্মণের সাথ ॥



অর্চ্চনা করিল যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী, ঘটে অধিষ্ঠান ॥
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
সন্দেহ হইল কিন্তু না দেখি ঈশ্বরী ॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি দয়া বুঝি না হল দুর্গার ॥
বঞ্চনা করিলা দেবী বুঝি অভিপ্রায়।
সীতা উদ্ধারের আর নাহিক উপায় ॥
নয়নে বহিছে ধারা, অসুখ অন্তর।
ক্রন্দন করেন প্রভু, দেবপরাৎপর ॥
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর প্রভু, নিস্তার-কারণ ॥
তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর-শত নীল-পদ্ম কর দান ॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই।
হবেন ভবানী তুষ্ট, শুনহ গোসাঁই ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম, মিতা বিভীষণ ॥
দেবের দুর্লভ যাহা, কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর ॥
কাতর দেখিয়া রামে হনূমান কয়।
স্থির হও, চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥
দাস আছে কেন প্রভু, চিন্তা কর মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম, আনিব এক্ষণে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
মুহূর্ত্তে আনিয়া দিব শত নীলোৎপল ॥
বিভীষণ বলে, তবে হনূমান কাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে ॥
দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়।
হনূ কহে আনি দিব, নাহিক সংশয় ॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনূমান।
দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল প্রয়াণ ॥

● শ্রীরামের দেবী-স্তব ●

পাঠাইয়া হনূমানে পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে ॥
দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গমে শরণ্যা বিন্ধ্যগিরি-নিবাসিনী ॥
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি-সনাতনী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি-পুরাতনী ॥
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিদা সাকারা ॥
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিবনিতম্বিনী শ্যামা শর্ব্বাণী শঙ্করী ॥
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী ॥
কালী কালহরা, কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার ॥
লম্বোদরা বাঘাম্বরা কলুষনাশিনী ॥
কৃতান্তদলনী কাল-উরুবিলাসিনী ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্টা হৈলা হৈমবতী অমর ঈশ্বরী ॥
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম-আশে।
রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাসে ॥
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান্।
হোথা নীলপদ্ম তুলে বীর হনূমান ॥
অষ্টোত্তর-শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবনবেগেতে বীর করে আগমন ॥
রামচন্দ্র-নিকটে আসিয়া উত্তরিল।
গণনা করিয়া রামে নীলপদ্ম দিল ॥
আনন্দিত হৈলা রাম পেয়ে নীলপদ্ম।
দেবী-ভাবে বিচিত্র করিল চিত্র-সদ্ম ॥
সঙ্কল্প করিলা পদ্ম করিতে অর্পণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥



দেবীর এক পদ্ম হরণ

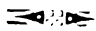
পুলকিত-চিত, বিধান রচিত,
মূলমন্ত্র-উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রেক দল,
সঁপে শঙ্করী-চরণে ॥
করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হর-মনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তাঁর,
মহেশ্বরী পরাৎপরা ॥
ক্রমে পদ্মসব, দিলেন রাঘব,
অম্বিকার পদমূলে।
শেষেতে বিয়োগ, হৈল অত্রযোগ,
এক পদ্ম নাহি মিলে ॥
হইয়া বিস্মিত, চিত্ত চমকিত,
সঙ্কল্প-ভঙ্গের ভয়।
হনূমানে কন, ব্রহ্ম সনাতন,
এ কি পবন-তনয় ॥
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া,
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়,
ঠেকিলাম ঘোর দায় ॥
যাহ পুনর্ব্বার, এক পদ্ম আর,
আন গিয়া বাছাধন।
হনূমান কয়, শুন মহাশয়,
শতাষ্ট আছে গণন ॥
শুন হে গোসাঁই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে,
পঙ্কজ হরিলা কালী ॥
আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়,
দেখেছি গণিয়া ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী,
না ভুলিও প্রভু, ভ্রমে ॥
পবন-নন্দন, কহিল যখন,
শুনিয়া বিস্মিত রাম।
আঁখি ছল-ছল, বহে অশ্রুজল,
কান্দেন ত্রিলোকধাম ॥
বুঝিলাম সার, কপালে আমার,
আছে কতেক যন্ত্রণা।
কৃত্তিবাস গায়, এ-হেতু আমায়,
অভয়ার বিড়ম্বনা ॥

শ্রীরামের পুনঃ দেবী-স্তব

নমস্তে শর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া।
অপর্ণা অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া,
মহেশ্বরী মহামায়া ॥
উগ্রচণ্ডা উমা, আশুতোষ বামা,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজ রাজেশ্বরী, রমা রণকরী,
শঙ্করী শিবে ষোড়শী ॥
মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব-বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী ॥
সহস্র সুহস্তা, ভীমা ছিন্নমস্তা,
মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
নিস্তার-কারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনী ॥
দৈত্য-নিকৃন্তিনী, শিব-সীমন্তিনী,
শৈলসুতে সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, দুষ্ট-নিকন্দিনী,
দিগম্বরের ঘরণী ॥



দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ-অরি,
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্বসুশোভিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিগ্‌বিবসনা, সর্ব্ব-শবাসনা,
বিশ্ব বিকটদশনা॥
সারদা বরদা, শুভদা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশ-বাহিনী, মহেশ-মোহিনী,
সুরেশবন্দিনী বামা॥
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হররাণী,
হর-রমা কাত্যায়নী।
শমন-ত্রাসিনী, অরিষ্ট-নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি,
আপদে প'ড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্র-জল,
ভয়ে ভীত জড়সড়॥
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার॥



● শ্রীরাম কর্তৃক দেবীকে স্তুতিবাক্য ●

কাতরে কহেন রাম দেবী-পদতলে।
আর্দ্রচিত্ত রোমাঞ্চিত, ভাসে অশ্রুজলে॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে হরি স্তুতিবাক্য কয়।
হের গো নয়নে কালী, মোর অসময়॥
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-ছেদিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিভুবন আচ্ছাদিনী॥
তুমি কর্ম্ম তুমি মূল কর্ম্মের কারণ।
তুমি কীর্ত্তি বৃত্তি দয়া লজ্জা-নিবারণ॥
সর্ব্বময়ী সর্ব্ব-আত্মা তুমি সর্ব্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মা, তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরভূমি॥
সকলি কর মা, তুমি শুভাশুভ যত।
আপদ্ সম্পদ্ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুগত॥
তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ মোক্ষ প্রদায়িনী।
স্ত্রী পুরুষ নপুংসক জীব-সহায়িনী॥
যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে।
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোকজলে॥
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে প্রয়োজক প্রযোজ্য গণন॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বাধারা, ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী-প্রায়।
তোমার এ নাট্যখেলা পুত্তলিকা-প্রায়॥
কারে কর রাজা, কারে মন্ত্রী কর তার।
কেহ গজবাহী, কেহ গজ-রক্ষাকার॥
কেহ দীর্ঘজীবী কারো অল্প দিনে পাত।
কারো শিরে ছত্র, কারো শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায়, কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী, কেহ কষ্টে রয়॥
কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মিলে, ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ রোগী রাগী কেহ কেহ বলান্বিত।
কেহ সাধু চোর কেহ, ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত॥
এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে ক'রেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনে দুঃখ-তাপে রেখেছ আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা, নিবেদি তোমায়॥
সুখভাগ অল্প হলো, দুঃখ তাহে ভারী।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি॥



নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ-দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায় ॥
ব'লে অবসন্ন আমি, যা জান তা কর।
কৃত্তিবাস কহে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ॥



● দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন ●

জন্মাবধি দুঃখ মাগো কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দাও, দয়া না হয় তোমার ॥
ক্লেশে অবসন্ন তনু, শুন গো তারিণী।
দয়া কর দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণী ॥
কত দুঃখ দিলে মাতা, ভেবে দেখ মনে।
রাজ্য বিনাশিয়া শেষে আনিলে কাননে ॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণের দ্বারা শেষে জানকী হরালে ॥
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলা-বৃক্ষ সেতু বান্ধি সমুদ্র-তরণে ॥
সীতার উদ্ধারে তারা, হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু, শেষ আছে লঙ্কেশ্বর ॥
কষ্টে রণ করিলাম, হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালী, করিছ বঞ্চনা ॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকাল-বোধনে।
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে ॥
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু রচন ॥
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী।
হরিলে গো হররাণী সঙ্কল্প-নলিনী ॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন।
হের মা নয়নকোণে মানস পূরণ ॥
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সয় যাতনা আর জীবন বিফল ॥
এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয় ॥

কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির।
গণ্ড বহি বক্ষেতে পড়িছে অশ্রুনীর ॥
লক্ষ্মণ কান্দেন, আর বীর হনূমান।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্বুবান ॥
শ্রীরাম কহেন, সবে কিবা দেখ আর।
নিশ্চয় বুঝিনু সীতা না হবে উদ্ধার ॥
যাহ মিতা সুগ্রীব-স্বগণে লয়ে যাও।
মিছে আর কেন কান্দ, মিছে মুখ চাও ॥
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যাভুবনে।
রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে ॥
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র-ভিতরে।
এত বলি কান্দে রাম দুঃখিত-অন্তরে ॥
আকুল হইয়া রামে সকলে বুঝায়।
কৃত্তিবাস বিরচিল মধুরভাষায় ॥



● শ্রীরামের বর প্রার্থনা ●

শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনূমান।
কেন এত ব্যাকুলতা হেরি ভগবান ॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিয়া রাবণে সীতা করিব উদ্ধার ॥
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
না শুনি কাহারো কথা করেন রোদন ॥
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন, কেবল মোর সকলি নৈরাশ ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীলকমলাক্ষ মোরে বলে সর্ব্বজনে ॥
নয়ন যুগল মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিবে সকল ॥
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে ॥
আর কিবা দেখ ভাই, করি কি এখন।
না হ'ল দুর্গার কৃপা, বিফল-জীবন ॥



কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প-পূরণে॥
এত বলি তূণ হইতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল দুঃখ দেখিয়া রোদন॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥
কি কর কি কর প্রভু জগৎ গোসাঁই।
সঙ্কল্প তোমার পূর্ণ চক্ষু নাহি চাই॥
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন॥
ভাল দুঃখ দিলে মাতা, পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর হেন উচিত না হয়॥
পুত্র-প্রতি মাতৃস্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মোর পক্ষে মীন ভুজঙ্গের মাতা প্রায়॥
ঠেকেছি বিষম দায়ে জানকী-উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা, রাবণ-সংহারে॥
যা করিলে সে ভাল, বারেক ফিরে চাও।
শবে অস্ত্রাঘাতে মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও॥
ভরসা তোমার, আর না কর নিরাশ।
আশা আছে আশ্বাসেতে দাও মা আশ্বাস॥
কালনিবারিণী কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম শোভিনী॥
অশন বিহনে তনু জীর্ণ শীর্ণ মোর।
কৃত্তিবাস কহে মা দুঃখের নাহি ওর॥

● শ্রীরামের প্রতি দেবীর আদেশ ●

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি,
কাত্যায়নী স্তুতিবাক্যে কন।
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়-
পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি,
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে॥
মায়ায় মনুষ্য তুমি, চতুর্ব্ব্যূহ আসি ভূমি,
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
ভবভাব্য প্রভু হও, কভু কোন ভাবে রও,
শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমার॥
তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধুজলে,
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে॥
দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠনগরে।
ব্রহ্মশাপে এল ভবে, শত্রুভাবে তোমা পাবে,
তেঁই প্রভু তুমি ধরা'পরে॥
অকাল-বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিলে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ,
নবমী করিলা সমাধান॥
দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ কৈল মনস্কাম,
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী॥



● হনুমান-কর্তৃক চণ্ডীর স্তবলোপ ●

সংগ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি,
তাহা দেখি যত দেবগণ।
ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, পবনেরে কহি তবে,
পাঠাইলা রামের সদন॥
বিশেষ কহিলা দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী,
পরামর্শ দিলা রঘুবরে।
শুনিয়া দৈব বচন, বিভীষণে রাম কন,
পাঠাইতে পবনকুমারে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান ধায়,
উত্তরে নিমিষে হাঁটি বাট।
যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তাঁর কাছে,
একমনে করে চণ্ডীপাঠ॥
মক্ষিকার রূপ ধ'রে, চাটিলেক দ্বি-অক্ষরে,
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়,
হনুমান সুচিন্তিত অতি॥
ছাড়ি মক্ষি-কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে,
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রঙ্গে ভঙ্গ দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট,
হনুমান পুঁথি কেড়ে লয়॥
প্রথম মাহাত্ম্যস্তোক পুঁছে ফেলে তিন শ্লোক
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নিরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী,
কৈলাসেতে করিলা গমন॥
স্তব করি দশানন, কান্দে কত শোকমন,
ফিরে না চাহিলা মহেশ্বরী।
শ্রী রাম এল রণে, ইন্দ্ররথ আরোহণে,
বিজয়-কোদণ্ড ধনু ধরি॥

● রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ●

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর বিভীষণে।
যুক্তি করে চারিজনে, রাবণ না জানে॥
দশানন ভাবে, রাম যুঝিতে না পারে।
পলাইয়া যাবে বুঝি ত্যজিয়া সীতারে॥
এতেক ভাবিয়া রাজা সুস্থ কৈল বুক।
এখনো পাইলে সীতা দুঃখ পরে সুখ॥
মরিয়াছে ইন্দ্রজিৎ সে মহীরাবণ।
সীতা পেলে সব দুঃখ হয় নিবারণ॥
এত ভাবি দশানন হরষিত রহে।
শ্রীরামেরে উপদেশ বিভীষণ কহে॥
পূর্ব্বের এ কথা প্রভু হইল স্মরণ।
তপস্যা করিনু যবে ভাই তিনজন॥
বর দিতে পদ্মযোনি আইল যখন।
চাহিল অমর বর রাজা দশানন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন ওহে নিশাচর।
না মাগ অমর বর চাহ অন্য বর॥
দশানন বলে, অন্য বর নাহি চাই।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধনে কিছু কার্য্য নাই॥
ব্রহ্মা বলে, দশানন দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব॥
দশমুণ্ড কুড়ি-হস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায়॥
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর॥
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন।
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন॥
হস্তপদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষ্ণশর।
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর॥
অতএব বলি তোমা শুন দশানন।
কর-পদ-মুণ্ড-ছেদে না হবে মরণ॥



কাটামুণ্ড যোড়া লাগিবেক তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে ॥
মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখন রাবণ তব হইবে সংহার ॥
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু-অস্ত্র রবে তব ঘরে ॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর দশানন, রাখ তব স্থান ॥
বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোনমতে।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে ॥
তখনি মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই।
তোমার এ মৃত্যু-অস্ত্র রাখ তব ঠাঁই ॥
বর শুনি অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল, বাল্মীকিতে কন ॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি ॥
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর একরূপ কথা কহে মতান্তরে ॥
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখনি সে রাবণের হইবে পতন ॥
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম-ভিতর ॥
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে।
শঙ্কর কুড়ায়ে ল'য়ে অঙ্গে যোড়া দিবে ॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে ॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যু-বাণ রাবণের ঘরে ॥
সে-অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি।
রাম বলে, না মরিবে লঙ্কা-অধিপতি ॥
সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন।
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ ॥
মন্দোদরী-নিকটেতে আছয়ে নির্য্যাস।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ বিনাশ ॥
মন্দোদরী-অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ নিকটে না যান ॥
রাবণের ভয়ে তথা না বহে পবন।
সে-স্থান হইতে বাণ আনে কোন্ জন ॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন ॥
হনুমান বলে, কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥
রাম বলে, বহুশ্রম কৈলে বারংবার।
না হৈলে রাবণ-বধ সকলি অসার ॥
হনুমান বলে, প্রভু, কর আশীর্ব্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়া।
জাম্বুবান সুগ্রীবের পদধূলি লৈয়া ॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি ধরে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের বেশ ॥
কক্ষতলে পাঁজি পুঁথি, ডান হস্তে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা, যান গুড়ি গুড়ি ॥
লোলিত চক্ষের মাংস, পাকা সব কেশ।
গলিত হ'য়েছে মাংস ছাড়ি গণ্ডদেশ ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্র গলে।
রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে ॥
জ্যোতিষ-গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত ॥
পার্ব্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী।
চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী ॥
বৃদ্ধ বিপ্র দেখি রাণী পুলকিত-মন।
বৈস বৈস বলি দিল রত্ন-সিংহাসন ॥
রাণী দিল সিংহাসন, তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥
দ্বিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
হউক রাজার জয়, করি আশীর্ব্বাদ ॥



প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পূর্ব্বাপর।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর॥
মন্দোদরী যে ধন তোমার আছে ঘরে।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে॥
মন্দোদরী বলে, হেন কি আছয়ে ধন।
দ্বিজ বলে, দেখিলাম করিয়া গণন॥
জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হ'য়েছে অমর।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহারো গোচর॥
এতেক কহিয়ে উঠি চলে দ্বিজবর।
কহে রাণী মন্দোদরী করি যোড় কর॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন॥
দ্বিজ বলে, মন্দোদরী করো না ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা॥
লঙ্কাপুরে যেই দ্রব্য আছে যেখানেতে।
ব'লে দিতে পারি, যদি গণি খড়ি পেতে॥
সে সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন।
কহিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন॥
ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে।
প্রকাশিয়া সে কথা না ব'ল কোনমতে॥
বিপ্রের বচনে রাণী হইল বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয়॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে॥
দ্বিজ বলে, তুষ্ট আমি তোমার বচনে।
সাবধানে রেখো যেন কেহ নাহি শুনে॥
এত বলি দ্বিজবর চলিলা সত্বরে।
পাদ দুই গিয়ে পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে॥
দ্বিজবর কহে, শুন, রাণী মন্দোদরী।
যুত কহ, তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী॥
রেখেছ গোপনে সত্য, মিথ্যা কথা নয়।
তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয়॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি॥
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কিরূপে রাবণরাজা পাবে পরিত্রাণ॥
মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাব অন্তরে।
বিভীষণে সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে॥
পরম হিতৈষী তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না ক'ব কেন তোমার সাক্ষাতে॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিকস্তম্ভ, মারি এক লাথি॥
ভাঙ্গিল স্ফটিকস্তম্ভ, দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল শ্রীরাম-গোচরে॥
বাণ দিয়া রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম॥
রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর।
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর॥

● রাবণ বধ ●

বলেন শ্রীরাম, রাবণ কি ভাবিস বসে।
মরণ নিকট তোর, যুদ্ধ দেরে এসে॥
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার॥
হইল বিষম যুদ্ধ, না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ॥
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির।
বাণে বাণে নিবারণ কৈলা রঘুবীর॥
শূন্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে॥



হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার।
বাণ দেখে দেবগণে লাগে চমৎকার ॥
কনক-রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্তবেশে ॥
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে।
চালনা করেন ঊনপঞ্চাশ পবনে ॥
ধরাধর গোড়াতে বিরাজে নিরন্তর।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ॥
বাণের গর্জ্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে, উথলে সাগর ॥
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী ॥
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি।
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ ব্রহ্মবাণ পূজি ॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়ে মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে, ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে ॥
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ।
দেখিয়া সে রাবণের উড়িল পরাণ ॥
চিনিল রাবণরাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির ॥
ছট্‌ফট্ করে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ॥
সূর্য্য চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হ'য়ে একত্তর ॥
কানাকানি যুক্তি করে যত দেবগণ।
কেহ বলে এইবারে মরিল রাবণ ॥
হস্ত পদ নাহি নড়ে মরিল নিশ্চয়।
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয় ॥
কতবার মরে বেটা, আরবার বাঁচে।
মনে করি কপট ভাবেতে প'ড়ে আছে ॥
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ।
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন ॥
অরিভাবে কার্য্য নাহি, না যাব নিকটে।
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ॥
শিবদূত বিষ্ণুদূত সবে ফিরে যায়।
বেঁচে আছে ব'লে কেহ নিকটে না রয় ॥
মরেছে রাবণ ব'লে কেহ কেহ হাসে।
বেঁচে আছে ব'লে কেহ পলায় তরাসে ॥
কেহ বলে, রাবণ পড়িল কতবার।
দশ মাথা কাটা গেল, না হলো সংহার।
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্ব্বকালে।
মহানিদ্রা করিবে রাবণ রণস্থলে ॥
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে।
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে ॥
কোন দেব বলে মৃত্যু রাবণের আছে।
অমর হইতে বর পাইল কার কাছে ॥
জানিল বাল্মীকি মুনি পুরাণানুসারে।
রাবণ দুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ॥
ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে ॥
মনে মুনি জানে রাবণ হইবে দুর্জ্জয়।
প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখা উপযুক্ত নয় ॥
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে।
এবার মরেছে রাবণ সন্দ নাই তাতে ॥
নির্য্যাস করিতে নারে যত দেবগণে।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে।
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন।
শাপেতে রাক্ষস-জন্ম হয়েছে এখন ॥
শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্থলে।
একবার দরশন দিব এইকালে ॥
এখনি মরিবে রক্ষঃ, নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ ॥



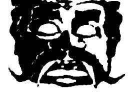


● রাবণের রাজনৈতিক শিক্ষা ●

পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে জানিব সন্ধান।
সেইরূপে আছে কি হয়েছে দিব্যজ্ঞান॥
এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে।
কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে॥
রাজার বংশেতে জন্ম লভি দুই ভাই।
চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে।
রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥
অরণ্যেতে বধিলাম তাড়কা রাক্ষসী।
বিবাহ করিয়া দোঁহে অযোধ্যাতে আসি॥
রাজনীতি শিখিতে যে ইচ্ছা হৈল মনে।
সে আশা নিরাশা হ'লো বিধি-বিড়ম্বনে॥
পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হৈল বনে।
বনে বনে চৌদ্দবর্ষ ফিরি [illegible]।
ভল্লুক বানর ল'যে বনে বনে ফিরি।
কে শিখাবে রাজনীতি, কোথা শিক্ষা করি॥
অযোধ্যানগরে গিয়া পাব রাজ্যভার।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ-ব্যবহার॥
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম, যাব কার কাছে।
অযোধ্যানগরে লোক নিন্দা করে পাছে॥
রাবণ প্রবীণ রাজা, ব্যাখ্যা করে সবে।
করেছে অধর্ম্ম কর্ম্ম রাক্ষস স্বভাবে॥
রাজধর্ম্ম-কর্ম্মে রাজা পরম পণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুই চারি॥
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে, শাস্ত্রে হেন কয়॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
উপনীত হৈল যথা লঙ্কার ঈশ্বর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি।
লক্ষ্মণে দেখিয়া করে সকরুণ স্তুতি॥
দশানন বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ শ্রীচরণ॥
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিরোধী।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী॥
অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময়॥
লক্ষ্মণ বলেন, দোষ নাহিক তোমার।
যোগাযোগ যত দেখ, লিপি বিধাতার॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি, পরম পণ্ডিত।
পাঠালেন রাম মোরে শুধাইতে নীত॥
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীতি সংসারেতে রাম অগোচর॥
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া ক'রে একবার দিন দরশন॥
শক্তিহীন হইয়াছি, বাহিরায় প্রাণ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান॥
দয়া ক'রে যদি রাম আসেন এখানে।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে॥
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের অগ্রে আসি সবিশেষ কন॥
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন॥
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে।
উঠিতে না পারে রাজা বিষম প্রহারে॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেক সাক্ষাতে আমার।
দেখাও শ্রীরঘুনাথে আনি একবার॥
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি॥
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে॥



আঘাতে আকুল অঙ্গ, বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে ॥
রামের সর্ব্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ব্রহ্ম সনাতন ॥
মায়াতে মানব-দেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি ॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া ক'রে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার ॥
মহীতলে ভ্রমি আমি লভিয়া জনম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝি, না জানি করম ॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি।
অনাদি পুরুষ তুমি জগতের গতি ॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥
রাম বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম বিদিত তোমাতে।
তব মুখে রাজনীতি বাসনা শুনিতে ॥
দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে।
আলস্যে রাখিলে কর্ম্ম পূর্ণ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুবর প্রমাণ তাহার ॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হতে।
যমপুরী দৃষ্ট হ'ল থাকি নিজ রথে ॥
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন ॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি, কিছু নাহি যায় জানা ॥
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড ॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম-প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা, যমদূত মারে ॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায় ॥
পূরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে ॥
হেলায় রহিল প'ড়ে, না হয় পূরণ।
তারপর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥
কুণ্ড পূরাইতে যবে করিনু মনন।
তখনি পূরালে পূর্ণ হইতে সে পণ ॥
হেলাতে রাখিনু ফেলে, না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার ॥
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ-সমুদ্র-মাঝে স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥
এক দিন মনে মম হইল উদিত।
সাতটি সমুদ্র ধাতা করেন রচিত ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণ সমুদ্র সলিলেতে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব আমি সমুদ্রের জল ॥
ক্ষীরোদ সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে ॥
যখন মনেতে হয়, মনে মনে করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে পাসরি ॥
এইরূপ হেলাতে অনেক দিন গেল।
অনন্তর তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল ॥
সমুদ্র সেচন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার ॥



অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হ'লে শুভকর্ম্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
ভূচর খেচর নাগ নর আদি সর্ব্ব।
ভূত-প্রেত-পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে জীবগণ যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বঞ্চিত॥
সকলের শক্তি নাই যাইতে সেথায়।
কেহ কেহ দৈবশক্তি-অনুসারে যায়॥
এ শক্তি-বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে না যাইতে পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈবশক্তি হীন বলি যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যেতে সবে পারে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মা [illegible]
করিব এমন পথ সবে যেন যায়।
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গে সিঁড়ি রচিব ত্বরায়॥
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি পৌরুষ সংসারে।
ঘুষিবেক যশ মোর সব চরাচরে॥
তবে করিতাম যদি হৈল যবে মনে।
কোন কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে॥
হেলায় রাখিয়া হৈল বহুদিন গত।
তার পর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥
অতএব শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া ইষ্ট আজি বৃথা হ'ল॥
শ্রীরাম বলেন, শুন লঙ্কা-অধিপতি।
শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি॥
সুকৃতি-কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তার।
পাপকর্ম্ম-পক্ষে কিছু কহ আরবার॥
পাপকর্ম্ম হেলা ক'রে রাখে যে জন্মেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি॥
দশানন বলে, তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়া কব রঘুবর॥
পাপ কর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি, তনু প্রহারেতে ক্ষীণ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে॥
এক কথা কহি রাম, দেখ বিদ্যমান।
লক্ষ্মণ কাটিল সূর্পণখা-নাক-কাণ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হ'রে॥
সূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধ'রে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিলে শেষে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্র সীতা হরি আনি গিয়া।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার লাগিয়া॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে-চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে॥
কহিলাম যাহা জানি কিছু নীতি-কথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বায় হৈল জড়িতা॥
শ্রীচরণে দৃষ্টি রাখি প্রাণত্যাগ কৈল।
হেনকালে সুরপুরে জয়ধ্বনি হইল॥



● বিভীষণের বিলাপ ●

আমার আর কেহ নাহি ভবে।
(ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে ।
দারা পুত্র পরিবার সঙ্গে কেহ না রবে,
আসিবে শমনদূত যখন বাঁধিতে।
ছেড়ে সংসার মায়া ভাব মন রাঘবে।) ধ্রু ॥
রাবণ পড়িল, দেবগণ হরষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
রাবণ পড়িল, রাম কপি-পানে চান।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিদ্যমান ॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনূমান।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়া এক টান ॥
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নীল সেনাপতি।
হাতের বলয় লয় নল মহামতি।
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি গোঁপ আর চুল ॥
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
পড়িল রাবণ রাজা জগতের বৈরী ॥
রাম বলে, কপিগণ হও একপাশ।
রাবণে দেখিব আমি, আছে অভিলাষ ॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাম সঙ্গে বিভীষণ।
রাবণ-নিকটে তবে গেল ততক্ষণ ॥
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়।
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায় ॥
তাহা দেখি বিভীষণ ভায়ে কৈল কোলে।
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে ॥
ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে।
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে ॥
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে ॥
মরণ করিলে সার, নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধ'রে সাধিলাম, না শুনিলে কথা ॥
সবংশে আপনি এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হ'য়ে হতজ্ঞান ॥
আপনার দোষে মৈলে, কলঙ্ক আমার।
কার করে দিয়া যাও লঙ্কা-অধিকার ॥
বিভীষণ বলে, রাম যুক্তি বল সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোমার অধিকার ॥
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে ॥
চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে।
মরণ-সময় শিব না চাহিলা ফিরে ॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানিনু তাঁর ঘটিল দুর্গতি ॥
পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিল জীবন।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ ॥
বিভীষণের রোদনে শ্রীরাম দুঃখ-মন।
রাম বলে, কেন কান্দ মিত্র বিভীষণ ॥
ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার ॥
রামের বচনে তবে সংবরে ক্রন্দন।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

● মন্দোদরীর বিলাপ ●

একবার বদন তুলে ফিরে চাও হে,
উঠ উঠ লঙ্কার অধিকারী।
আমার শূন্য হৈল লঙ্কাপুরী ॥
ওহে ত্যজে শয্যা মনোহর।
কেন ধূলায় ধূসর কলেবর ॥ ধ্রু ॥
অন্তঃপুরে জানাইল, পড়িল রাবণ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ ॥
লোহিত কমল জিনি কোমল চরণ।
রণস্থলে ছুটে যায় হ'য়ে অচেতন ॥
রাবণে বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দ হাজার নারী।
শশধরে যেন তারাগণ আছে ঘেরি ॥

সোনার কমল অঙ্গ ধুলাতে মগন।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ ॥
আমারে ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন স্থানে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে ॥
কেন বা আনিলে সীতা এ কালসাপিনী।
স্বর্ণলঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী।
কি কাজ করিল তব শঙ্কর-শঙ্করী।
রাম লক্ষ্মণ সংহারিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥
আপদ পড়িলে দেখ কেহ কারো নয়।
সীতার কারণে হ'লো এতেক প্রলয় ॥
শমন হইল তব সূর্পণখা ভগ্নী।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী।
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের রণে ॥
কারে দিয়া গেলে এই স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
কারে দিয়া যাও প্রভু রাণী মন্দোদরী ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে ॥
পতি পুত্র মরিল, কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাণী মন্দোদরী।
আর না বিলাপ কর, চল অন্তঃপুরী ॥
এত বলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে।
আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে ॥
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি।
সভা-বিদ্যমানে মোরে মারিলেন লাথি ॥
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জানহ আমার ॥
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ।
জুড়িল সে মন্দোদরী দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥

● শ্রীরামের নিকটে মন্দোদরীর গমন ●

রাবণের মুণ্ড কোলে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
দশ হাজার সতিনী প্রবোধিতে নারে ॥
না কান্দ না কান্দ রাণী, মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির ॥
মন্দোদরী বলে, রাজা মারিল যে জনে।
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে ॥
মনুষ্য নহেন রাম দেব-নারায়ণ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ ॥
বস্ত্র না সংবরে রাণী আউদর-চুলী।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হ'য়ে উতরোলি ॥
কটকে বেষ্টিত বসে আছেন শ্রীরাম।
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম ॥
সীতা-জ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী।
জন্মায়তী হও বলি আশীর্ব্বাদ করি ॥
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ।
হেন বর দিলে কেন কমল-লোচন ॥
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্রে যদি ছাড়ে।
তবু রঘুনাথ, তব বাক্য নাহি নড়ে ॥
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিরচিল ॥

● মন্দোদরীর পরিচয় জ্ঞাপন ●

সংসারে অসীমা, যাহার মহিমা,
শুনেছ ময়-দানব।
যার মহাশেলে, ত্রিভুবন টলে,
লক্ষ্মণের পরাভব ॥
তাহার নন্দিনী, রাবণ-ঘরণী,
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ, করিতে দর্শন,
ত্যজিয়া যে অন্তঃপুরী ॥

শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয়,
তুমি ত্রিদিবের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী,
কহি যোড় করি হাত ॥
দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর,
তারে যে বান্ধিয়া আনি।
যেই ইন্দ্রজিৎ, দেবে মনে ভীত,
আমি যে তার জননী ॥
জন্মায়তী করি, বর দিলে হরি,
এ বচন নহে আন।
স্বামী এই হত, আমার আয়ত,
কিরূপে কর বিধান ॥
তুমি সত্যবাদী, ওহে গুণনিধি,
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতিরে,
কি কথা কহ আপনি ॥
সূর্য্যবংশজাত, প্রভু রঘুনাথ,
কহেন হ'য়ে লজ্জিত।
সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা,
জ্বালিয়া রাখ আয়ত ॥
শুন মন্দোদরী, যাও নিজ পুরী,
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে ম'রে, গেল স্বর্গপুরে,
খণ্ডিল সকল পাপ ॥
শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী,
দুঃখ না ভাবিও চিতে।
রাবণের চিতা, রহিবে সর্ব্বথা,
চিরকাল থাক আয়তে ॥
রহিবেক চিতা, মিথ্যা নহে কথা,
শুন মন্দোদরী রাণী।
আয়ত স্বভাবে, সর্ব্বকাল রবে,
মিথ্যা না হইবে বাণী ॥
রামের বচনে, সুখী হ'য়ে মনে,
গৃহে যায় ততক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ড গীত, ভাষা সুললিত,
কৃত্তিবাস-বিরচন ॥

● রাবণের সৎকার ●

রামের স্থানেতে বর পেয়ে মন্দোদরী
প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী ॥
রাবণে বধিয়া দুঃখ হইল অপার।
না ধরিব ধনু, রাম কৈলা অঙ্গীকার ॥
রাম বলে, বিভীষণ, না ভাবিও মনে।
আপনার দোষে মৈল রাজা দশাননে ॥
রাবণের অগ্নিকার্য্য কর বিভীষণ।
আর কেহ নাহি তার করিতে তর্পণ ॥
ক্রন্দন সংবর মিতা, শুন মোর বাণী।
রাবণ-তর্পণ তুমি করহ এখনি ॥
শ্রীরাম-আজ্ঞায় যায় সৎকার করিতে।
নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাণ্ডার হইতে ॥
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনে ভারে ভার।
সুগন্ধি চন্দন আনে গন্ধ মনোহর ॥
পর্ব্বত-সমান বীর দুর্ব্বহ শরীর।
রাবণে বহিতে এল সহস্রেক বীর ॥
সকল রাক্ষস আসি রাবণেরে ধরে।
পর্ব্বত-সমান বীরে তুলিবারে নারে ॥
দুর্জ্জয় প্রতাপ হনুমান মহাবীর।
কোলে ক'রে ল'য়ে গেল সাগরের তীর ॥
রাবণেরে স্নান করাইল সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ-বাহুমূলে ॥
দিব্যবস্ত্র পরাইল সোনার পইতে।
সাগরের কূলে জ্বালে রাবণের চিতে ॥
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ।
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ ॥
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হ'য়ে গেল রক্ষঃ বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥



কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব-সুসার।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ-উদ্ধার॥

● বিভীষণের অভিষেক ●

একবার ডাক মন রামরাম বলিয়ে রে।
দেখ এ তিন ভুবনে সীতানাথ বিনে,
কে আর তরিবে তোমারে॥ ধ্রু॥
রণে অবসর পেয়ে কমললোচন।
লক্ষ্মণ সহিত গিয়া বসিল তখন॥
ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি।
মাতলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী॥
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার।
তাঁর শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার॥
রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল।
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল॥
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত-মন।
বাহু বিস্তারিয়া তারে দিল আলিঙ্গন॥
তুমি হেন মিতা হও জন্ম-জন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে॥
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধু পার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার॥
এক ধার আমার রয়েছে শুধিবার।
বিভীষণে না দিলাম লঙ্কা-অধিকার॥
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা-অধিপতি।
চারিযুগে থাকিবেক আমার সুখ্যাতি॥
আমার বচনে মিত্র কর আগুসার।
বিভীষণে দেহ শীঘ্র লঙ্কা-অধিকার॥
হনূমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর॥
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হবে, পড়িল ঘোষণা॥
গন্ধাদি ওষধি দিল নানা তীর্থজল।
লঙ্কামধ্যে স্ত্রী পুরুষে গাইল মঙ্গল॥
নানাবিধ রত্ন ধন যেখানে আছিল।
রাক্ষস-বানরে সব বহিয়া আনিল॥
গায়কেতে গীত গায়, নটে করে নাট।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট॥
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
নানাশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর॥
এক লক্ষ দগড়, দ্বিলক্ষ করতাল।
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে, শুনিতে বিশাল॥
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে, তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা॥
ঢেমচা খেমচা বাজে, তিন লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ ত্রিভুবন-কম্প॥
বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার॥
তুরী ভেরী গঞ্জনী খমক আর বাঁশী।
দগড়ে রগড়া দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁসি॥
টিকারা টঙ্কার আর চৌতারা মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈলা নারায়ণ॥
ছত্রদণ্ড দিলা আর স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥
বিভীষণ রাজা হৈল, রাজ্যখণ্ড সুখী।
রহিল রামের কীর্তি, বিভীষণ সাক্ষী॥
পুনর্ব্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে।
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে॥
মন্দোদরী দিব তোমা মম অঙ্গীকার।
রাজস্ত্রী রাজাতে লয়, আছে ব্যবহার॥



অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ।
রাণী মন্দোদরী তোমা দিলাম এখন ॥
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥



● সীতার নিকট হনুমানের রাবণ-বধ বার্ত্তা জ্ঞাপন ●

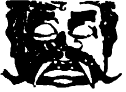
পাত্র মিত্র ল'য়ে রাম বসিল দেয়ানে।
আনিতে সীতারে পাঠাইল হনুমানে ॥
সীতারে আনিতে ধায় পবননন্দন।
হনূরে প্রণাম করে নিশাচরগণ ॥
সবে বলে আচম্বিতে এল হনূমান।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ ॥
এই কথা রক্ষোগণ ভাবে মনে মন।
হনূমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥
সীতারে দেখিয়া হনু নোয়াইল মাথা।
যোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা ॥
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ ॥
শ্রীরাম পাঠায়ে দিলা, মোরে তব পাশ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী ॥
হনূমান বলে মাতা, কি ভাবিছ মনে।
শুভ কথার উত্তর না দেহ কি কারণে ॥
সীতা বলে, যে বার্ত্তা কহিলে হনূমান।
তাহার সদৃশ নাহি ধন দিতে দান ॥
যদ্যপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী।
তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি ॥
হনূ বলে, রাজ্যধনে নাহি প্রয়োজন।
রাজ্য-ধন সব মাতা তব শ্রীচরণ ॥
তবে যদি দান দিবে সীতাঠাকুরাণী।
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননী ॥
তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী।
আমার সাক্ষাতে তোমা উঠাইত বাড়ি ॥
করিয়াছে তোমার দুর্গতি অপমান।
এ সবার প্রাণ লব, মাগি এই দান ॥
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়ি গোছে গোছে।
আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে ॥
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশাণ।
তাতে মুখ ঘষাড়িয়া লইব পরাণ ॥
শুনিয়া হনূর বাক্য যত চেড়ীগণ।
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ ॥
চেড়ী সব বলে, শুন সীতাঠাকুরাণী।
হনূমান প্রাণ লয়, রাখ গো আপনি ॥
জানকী বলেন, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত ॥
মহাবীর হনূ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ॥
যত দিন ছিল চেড়ী রাবণ অধীন।
দিয়াছে আজ্ঞায় তার দুঃখ ততদিন ॥
মরেছে সবংশে দুষ্ট রাবণ এখন।
চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন ॥
কহিবে আমার দুঃখ শ্রীরামের স্থানে।
প্রণাম করিব গিয়া রামের চরণে ॥
চলিলেন হনূমান, সীতার বচনে।
কহিলা সকল কথা শ্রীরামের স্থানে ॥
যে সীতার লাগিয়া করিলে মহামার।
সে-সীতার হইয়াছে অস্থিচর্ম্মসার ॥
চেড়ীর তাড়নে সীতা কণ্ঠাগত প্রাণ।
তবু রাম-বিনা তাঁর মনে নাহি আন ॥
এত যদি বলিলেন পবন-নন্দন।
শ্রীরাম বলেন, সীতা আনে কোন্ জন ॥





● মন্দোদরীর অভিশাপ ●

এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল বিভীষণে ॥
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে।
মাথা নোয়াইল গিয়া সীতার চরণে ॥
বিভীষণ বলে, মাতা নিবেদি চরণে।
তোমারে যাইতে হবে রাম-দরশনে ॥
আনিলা সুবর্ণদোলা রতনে মণ্ডিত।
সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত ॥
বিভীষণ বলে, শুন জনক-নন্দিনী।
সুবর্ণ দোলাতে আসি উঠহ আপনি ॥
পর রত্ন-আভরণ যেবা লয় চিতে।
রাম-দরশনে মাতা চলহ ত্বরিতে ॥
মরিল রাবণ, তব দুঃখ হৈল শেষ।
রাম-সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ ॥
স্নান করি পর মাতা, বিচিত্র বসনে।
সোনার দোলায় চল রাম-সম্ভাষণে ॥
সীতা বলে কিবা স্নান কিবা মোর বেশ।
অশোকের বনে দুঃখ ভুঞ্জিনু বিশেষ ॥
বিভীষণ বলে, কথা কহিলে প্রমাণ।
কেমনে এ বেশে যাবে সভা-বিদ্যমান ॥
বিভীষণ-বনিতা যে সরমা সুন্দরী।
স্নানদ্রব্য ল'য়ে তথা এল ত্বরা করি ॥
সিংহাসনে বসাইল সীতা চন্দ্রমুখী।
কেহ তৈল দেয় গায়, কেহ আমলকী ॥
পিঠালি মাথায়ে কেহ অঙ্গ মলি তুলে।
রত্নের কলসে কেহ শিরে জল ঢালে ॥
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী ॥
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজলি।
সীতারে পরান কেহ কনক পাশুলি ॥
রত্নের সহিত বান্ধে বিচিত্র কবরী।
নানাচিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি ॥
নয়নে অঞ্জন দিলা অতি সুশোভিত।
নানা-অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ॥
অঙ্গরাগ সিন্দূর দিলেক ভালে অঙ্গে।
গলাতে বিচিত্র হার মরকত-সঙ্গে ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই করে।
যেন পূর্ণ শশধর পাই দেখিবারে ॥
লুকাতে চাহেন রূপ, না হয় গোপন।
জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন ॥
রত্নময় চতুর্দ্দোল যোগাইল আনি।
সানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিনী ॥
ঘেরিলেক চতুর্দ্দোল নেতের বসনে।
যাত্রা কৈল সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে ॥
যতনে পাতিল পথে নেতের পাছড়া।
রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া ॥
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি।
পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষসেরা আসি ॥
রাক্ষস বানরে আসি বেড়ে চারিভিতে।
বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ বেত হাতে ॥
যতেক বানর-সেনা চারিভিতে ঘেরে।
পরস্পর দ্বন্দ্ব সীতা দেখিবার তরে ॥
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর।
লঙ্কার যতেক নারী হইল বাহির ॥
বাল বৃদ্ধা যুবতী লঙ্কায় যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল ॥
সম্বরিতে নারে বাস ধেয়ে যায় রড়ে।
বৃদ্ধা নারী দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে ॥
শোকভরে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী।
বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি ॥
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলুলিত চুলে ॥
মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী ॥



পুরী-সহ রাবণে নাশিয়া কোপাগুনে।
আনন্দে চ'লেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে ॥
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিরদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥
যদি সতী হই, থাকে পতি-পদে মন।
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন ॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা ল'য়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি ॥
কিছু দূর থাকিতে না যায় চতুর্দ্দোল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানরসকল ॥
কনক-রচিত তাঁর শ্রবণ-কুণ্ডল।
লেগেছে তাহার ছায়া গগনমণ্ডল ॥
নানা-বনপুষ্পমালা গন্ধে আমোদিত।
স্কন্ধে করি আনে দোলা কনক-রচিত ॥
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে ॥
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে ॥
সুখে চলিয়াছ তুমি পতি সম্ভাষণে।
এককালে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে ॥
অশুভ নয়নে রাম তোমারে দেখিবে।
আমাদের বাক্য কভু খণ্ডন না হবে ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে।
রাম-সম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে ॥
বাহির হইল দোলা লঙ্কাপুর গড়ে।
নেতের বসনে দোলা ল'য়েছেন বেড়ে ॥
দুই ঠাটে হুলাহুলি হৈল ঠেলাঠেলি।
বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দ্দোলী ॥
রাজা হ'য়ে বিভীষণ ভূমি বহে বাট।
কটকের চাপ দেখে হাতে নিল ছাট ॥
ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি।
চারিদিকে পড়ে ছাট, লাগে চটচটি ॥
ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে ॥
পরিশ্রমে বিভীষণে ঘন বহে শ্বাস।
বহুকষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ ॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর ॥
বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ।
নিকটেতে জাম্বুবান যোড়হস্তে রন ॥
পথ বহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি।
ছাট মারি বিভীষণ মধ্যে করে গলি ॥
কটকের দুঃখে রাম রুষ্ট হৈল মনে।
কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে ॥
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি ॥
কেন বা ঘেরেছ দোলা আমি ত না জানি।
কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি ॥
ঘুচাও দোলার বস্ত্র, ছাড় ছাড় ছাট।
দেখুক সকলে সীতা, ঘুচাও ঝঞ্ঝাট ॥
যারে উদ্ধারিনু তারে দেখুক সর্ব্বলোকে।
সতী যে হইবে সে, রাখিবে আপনাকে ॥
বুঝিলেন হনূমান শ্রীরামের মন।
সীতার পরীক্ষাহেতু হয়েছে মনন ॥
দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ।
পরীক্ষা করেন কিংবা দেন বিসর্জ্জন ॥
ঘুচায় দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ।
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ ॥
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন অবনীমণ্ডলে ॥
সীমন্তে সিন্দূর-চিহ্ন রঙ্গ বড় লাগে।
চন্দন-তিলক শোভে কপালের ভাগে ॥
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর।
পক্ক-বিম্বফল জিনি অতি শোভাকর ॥
নানা-রত্ন পরিধান রূপে নাহি সীমা।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার উপমা ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত গগনে।
মূর্চ্ছিত হইল সবে সীতা-দরশনে ॥



জানকীরে দেখে যেই সে হয় মূর্চ্ছিত ॥
অন্যের কি কব কথা দেবতা বিস্মিত ॥
কেহ ভাবে আইলেন আপনি শঙ্করী।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি ॥
অন্যে বলে, ত্যজিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল।
লক্ষ্মী অবতীর্ণা বুঝি দেখিতে ভূতল ॥
কেহ বলে, আপনি সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী।
কেহ বলে, বশিষ্ঠ-গৃহিণী অরুন্ধতী ॥
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে।
অন্য লোকে কত তর্ক করে নানাস্থলে ॥
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা।
বসুন্ধরা-সুতা সীতা কৃশ-কলেবরা ॥
উপস্থিতা হইলেন সভা-বিদ্যমান।
হেরিয়া হরিষে সবে, হয় হতজ্ঞান ॥
রামের চরণে সীতা করে নমস্কার।
করিলেন লক্ষ্মণেরে বাৎসল্য আচার ॥
করপুটে রহিলেন সীতা সভাস্থানে।
লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে ॥

● সীতার অগ্নিপরীক্ষা ●

শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ-বিষাদে।
সতী স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে ॥
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়।
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায় ॥
বহিছে চক্ষুর জল, শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর ॥
আমার না ছিল কেহ সীতা, তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম, দশরথের নন্দন।
তোমা হেন নারীতে নাহি প্রয়োজন ॥
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা ইচ্ছা যাও তুমি, থাক অন্য স্থানে ॥

এই দেখ সুগ্রীব বানর অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি ॥
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক, যদি লয় মন ॥
ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাঁই ॥
যথা তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
কেন কাঁদ দাঁড়াইয়া আমার সম্মুখে ॥
থাকিতে রাক্ষস-ঘরে না হ'ত উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার ॥
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
এখন বিদায় দিনু সভার ভিতরে ॥
যতেক বলেন রাম তাঁরে রুক্ষবাণী।
রোদন করেন তত শ্রীরাম-ঘরণী ॥
কেহ কিছু নাহি বলে, স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন ॥
জনক-রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে, তুমি হেন পতি ॥
ভালমতে জান প্রভু, আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি ॥
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করেছি পুরুষ ছাওয়ালে ॥
সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ ॥
হনূকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন ॥
করিতাম বিষপান অনলে প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতর এত না পেতাম ক্লেশ ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগরবন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে যে রণে ॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ, বৃথায় জীবন ॥
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে ॥

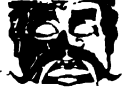


বেশ্যা নটী নহি আমি, পরে কর দান।
সভা-বিদ্যমানে কর এত অপমান॥
কৃপা কর লক্ষ্মণ, এ করহ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ॥
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন, কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥
সীতার জীবনে ভাই, কিছু নাহি কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক্ লাজ॥
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর-কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড॥
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী॥
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন॥
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
শুন বৈশ্বানর দেব, তুমি সর্ব্ব-আগে।
পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব ঠাঁই পাই অব্যাহতি॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
সীতাসতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ॥
অগ্নিতে প্রবেশ মাত্র রামের মহিষী।
ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী॥
ঘৃত পেলে অনল অধিক উঠে জ্বলে।
কুণ্ডের ভিতর রাম সীতারে নেহালে॥
কুণ্ডমধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি।
ঝরিতে লাগিল তাঁর দুটি পদ্ম আঁখি॥
দেখেন সংসার-শূন্য, যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল॥
কি করি লক্ষ্মণ ভাই, সীতা কি হইল।
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল॥
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার।
অযোধ্যায় ছত্রদণ্ড না ধরিব আর॥

অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনককুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার মরণে আমি পাই বড় দুখ।
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদমুখ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানা দেশে।
সব দুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে॥
লঙ্কার রাবণরাজা দশমুণ্ডধর।
কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের সোসর॥
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈলে ছারখার॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন॥
যত লোকপাল কান্দে, দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর॥
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ ও বালির কোঙর॥
হনূমান বলে, কেন কান্দহ লক্ষ্মণ।
আমি জানি, জানকীর নাহিক মরণ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কাঁদ, না কাঁদ, সীতা পাইবে এখন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা-গীত গায় কৃত্তিবাস॥

● অগ্নি হইতে সীতাদেবীর উত্থান ●

কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন।
ধাইয়া আইল ব্রহ্মা-আদি দেবগণ॥
কুবের বরুণ যম এল পুরন্দর।
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর॥
হস্ত তুলি কন ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি।
কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলা জানকী॥
সীতাদেবী না মরেন অগ্নিতে পুড়িয়া।
এখনি পাইবা সীতা, কাঁদ কি লাগিয়া॥



দেবের ঠাকুর তুমি সংসারের সার।
সামান্য মনুষ্য সম কর ব্যবহার॥
তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ।
সীতাদেবী লক্ষ্মী তুমি স্বয়ং নারায়ণ॥
শ্রীরাম বলেন, মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম, বলি সারোদ্ধার।
তব অবতারে প্রভু কৌতুক অপার॥
মৎস্য-অবতারে বেদ করিলা উদ্ধার।
কূর্ম্ম-অবতারে তুমি স্থাপিলা সংসার॥
অবতার তৃতীয়ে বরাহ রূপ ধরি।
ধরারে ধরিলে তুমি দশন-উপরি॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্য মহাবল।
স্বর্গ-আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তাহার ভয়ে কাঁপে।
তারে সংহারিলে তুমি নরসিংহরূপে॥
ধরিয়া বামন বেশ পঞ্চমাবতারে।
বলিকে ছলিয়া দ্বারী হৈলা তার দ্বারে॥
ষষ্ঠেতে পরশুরাম ভৃগুপতি হৈলা।
তিন-সপ্তবার ক্ষিতি নিঃক্ষত্র করিলা॥
সপ্তমেতে রামরূপ ধরি নারায়ণ।
বধিয়া রাক্ষসে রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন॥
হলধর রূপে রাম, হল ধরি হাতে।
দলিলা অসুরগণে তাহার আঘাতে॥
যত যত অবতার অংশরূপ ধরি।
রাম-অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি॥
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার।
সবংশে রাবণে তুমি করিলা সংহার॥
যত যত ক্ষত্রিয় আছিল ভূমণ্ডল।
সবার অধিক রাম তুমি ধর বল॥
না মরিত দশানন অন্য কারো বাণে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িলা রাম, সেই সে কারণে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব, তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমিই কারণ॥
যেই জন শুনে প্রভু, তব অবতার।
ইহ-পরলোকে তার হইবে উদ্ধার॥
কে বুঝে তোমার মায়া, তুমি লোকপতি।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ।
মনুষ্যের কর্ম্ম কর কেন নারায়ণ॥
না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ বচন।
সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, অগ্নি উঠিয়া সত্বর।
সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিল সত্বর।
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর॥
আকাশ পাতাল যুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে॥
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন তেমন আছে গাত্রবস্ত্রখানি॥
মস্তকের পুষ্পফুল সেও না আগুরে।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে॥
অগ্নি বলিলেন আমি পাপ-পুণ্য-সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে, তাহা আমি দেখি॥
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোনজন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ॥
আজি হৈতে রাম, মোর সফল জীবন।
করিলাম আজি সীতা-সতী দরশন॥
বলি রাম, সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্য দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ।
যেই নারী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্ব্বপাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র॥
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন॥



বলিল তোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন ।
মাতা-পুত্রে দুইজনে করেছি বর্জ্জন ॥
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ ।
কৃতাঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তাঁর মত ॥
মম দুঃখে ভরত যে হ'য়েছে দুঃখিত ।
তারে তব বর্জ্জা আর না হয় উচিত ॥
ভরতেরে বর দেহ দেব-বিদ্যমান ।
তাহাতে হইব তৃপ্ত, জুড়াইবে প্রাণ ॥
রামের বচনে রাজা করেন বিধান ।
ভরতের শ্রাদ্ধ মম অমৃত-সমান ॥
ভরতেরে বরদান দেবগণ শুনে ।
আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ লক্ষ্মণে ॥
করিয়া রামের সেবা পাইলে উদ্ধার ।
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার ॥
বলেন সীতার প্রতি প্রবোধ-বচন ।
আমার বচনে তুমি সংবর ক্রন্দন ॥
দশমাস ছিলে মাতা, রাক্ষসের ঘরে ।
তেঁই সে তোমায় রাম দেশে নিতে নারে ॥
হইলা গো অগ্নিশুদ্ধা, দেবলোকে জানে ।
শ্রীরামের সহ যাহ আপনার স্থানে ॥
যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র ।
সর্ব্ব পাপ ঘুচিবেক, হইবে পবিত্র ॥
দেবরথে চড়ি রাজা দেব-বেশ ধরি ।
পুত্রবধূ সান্ত্বাইয়া যান স্বর্গপুরী ॥

● দশরথের শ্রীরাম সম্ভাষণ ও ভরতে বরদান ●

বিরিঞ্চি বলেন, রাম, করিলা যে কাজ ।
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবতা সমাজ ॥
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ ।
দেশে গিয়া সবাকারে করহ পালন ॥
ভরত শত্রুঘ্ন তোমা লাগি প্রাণ ধরে ।
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে ॥
নানা যজ্ঞ করহ করহ নানা দান ।
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান ॥
দশরথ মরিলেন তোমা-অদর্শনে ।
মৃত পিতা এসেছেন তোমা-সম্ভাষণে ॥
পিতা দেখ রামচন্দ্র, অপূর্ব্ব দর্শন ।
দুই ভাই কর পিতৃচরণ বন্দন ॥
দেবরথারূঢ় রাজা দেব-বেশধারী ।
করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি ॥
পুত্রবধূ শ্বশুরের বন্দেন চরণ ।
রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন ॥
দগ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ী-বচনে ।
প্রাণ ছাড়িলাম রাম, তোমা অদর্শনে ॥
পিতা উদ্ধারিলা, যথা অষ্টাবক্র ঋষি ।
তোমার প্রসাদে রাম, স্বর্গে আমি বসি ॥
দেবগণ যুক্তি করে সব আমি শুনি ।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি ॥
লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ ।
রামের যেমন সেবা করেছে লক্ষ্মণ ॥
সফল হইবে অযোধ্যার পুরজন ।
তুমি রাজা হ'য়ে সবে করিবে পালন ॥
জানকীর চরিত্র অতি চমৎকার ।
শুদ্ধা হ'য়ে করিলেন কুলের উদ্ধার ॥
ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের সোসর ।
আমা-তুল্য তাহারে পালিবে বহুতর ॥

● ইন্দ্র কর্ত্তৃক বানরদের জীবনদান ●

হইল রাক্ষস ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর ।
বলিলেন রামচন্দ্রে মাগ তুমি বর ॥
দেবে রক্ষা করিলা মারিয়া দশানন ।
বর মাগ, ব্যর্থ রাম, না হবে বচন ॥
শ্রীরাম বলেন, ইন্দ্র, যদি দিবে বর ।
তব বরে বেঁচে যাক্ মৃত যে বানর ॥



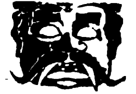
ধন-জন না দিলাম, নহে ভূমি-গাঁতি।
এড়িয়া স্ত্রী-পুত্র এল আমার সংহতি॥
হৃতা সীতা পাইলাম, হইলাম সুখী।
বানরের ভার্য্যা-পুত্র কেন হবে দুঃখী॥
এত যদি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাথ।
বলিছেন পুরন্দর করি যোড় হাত॥
ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
মারিয়া জীয়াতে পার এ তিন ভুবন॥
তুমি জান আপনা, তোমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে, তব নাম জপে যে॥
আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন।
রূপে-বেশে সবে হোক দেবতা-সমান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে।
সুধাবৃষ্টি হয় মৃত-বানর উপরে॥
কাটা হাত, কাটা পদ, সব লাগে যোড়া।
চারি দ্বারে উঠে সৈন্য দিয়া গাত্র ঝাড়া॥
যে-বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের রণে।
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে॥
কুম্ভকর্ণে মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে।
ইন্দ্রজিতে মার বলি কেহ ডাক পাড়ে॥
দেবান্তক নরান্তক মার রে ত্রিশিরা।
রাবণেরে মার কাট পরনারী-চোরা॥
উন্মত্ত পাগল সবে হৈল রণস্থলে।
ইষ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে॥
কারে মার, কারে কাট, কিসের সংগ্রাম।
হইল রাক্ষস-নাশ, শত্রুজয়ী রাম॥
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী।
দেবগণে দেখ হেথা, এই স্বর্গপুরী॥
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর।
মাথা নোয়াইল গিয়া রামের গোচর॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।
মরিয়া প্রসাদে তব পাই প্রাণদান॥
তোমা-হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে।
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে॥
মরিল বানর যত, পেল প্রাণদান।
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব বিদ্যমান॥
রাম বলে, দেবরাজ, জিজ্ঞাসি তোমারে।
এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে॥
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষস-বানর॥
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর।
প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল সুধা-বরিষণ।
বানরের মৃত দেহ পাইল জীবন॥
অতএব জিজ্ঞাসা হে করি তব স্থানে।
প্রাণদান রাক্ষসে না পেল কি-কারণে॥
ইন্দ্র বলে, রাক্ষসে না পাইল জীবন।
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমললোচন॥
রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার পাইবে বল কি নামের জোরে॥
রামে মার শব্দ করি মরেছে রাক্ষসে।
রাম নাম ক'রে মরি গেছে স্বর্গবাসে॥
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে যায় পাইয়া উদ্ধার॥
মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম গুণে।
উদ্ধার হইয়া গেছে, বাঁচিবে কেমনে॥
ইন্দ্র বলিলেন, সবে যাহ নিজ বাস।
এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ॥
চৌদ্দবর্ষ বনে, দশমাস উপবাস।
শ্রীরাম জানকী দোঁহে হউক সন্তোষ॥
অবিরাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম।
বিশ্রাম করহ রাম, যাই স্বর্গধাম॥
শ্রীরামে সীতারে তবে করি সমর্পণ।
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন॥
যখন যে কর্ম্ম তাহা বিভীষণ জানে।
এগার-শ বৃহন্দে নেতের বস্ত্র টানে॥
কাঞ্চন নির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব-গঠন।
রত্নসিংহাসনে পাতে নেতের বসন॥



উপরে চাঁদোয়া দোলে, খাটে শোভে তুলি।
ঘর শোভা করে, যেন পড়িছে বিজলি ॥
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারিভিত।
পারিজাত পুষ্প পাতে, গন্ধে আমোদিত ॥
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে।
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে ॥
বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরী।
আবাসের বাহিরে বানর সারি সারি ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার।
সীতাসহ প্রবেশেন রাম সে আগার ॥
শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন, তেমনি ॥
রাম-সীতা দুইজনে বসি সিংহাসনে।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরিয়া বিষণ্ণ দুই জনে ॥
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তোমার বিচ্ছেদে।
যে দুঃখ পেয়েছি, সে কহিতে মরি খেদে ॥
তুমি ধন, তুমি প্রাণ, তুমি সে জীবন।
তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন ॥
দশ মাস তোমার বদন অদর্শনে।
ডুবেছিনু অন্ধকারে মানি ইহা মনে ॥
সুধাকরে করিতাম জ্ঞান দিবাকর।
তাপভয়ে না হ'তাম তাহার গোচর ॥
ভ্রমর-ঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান, দংশে যেন ফণী ॥
জানকী পাইব আমি সাগর-বন্ধনে।
এ আশায় প্রাণ রাখিয়াছি এতদিনে ॥
পূর্ব্বে যত দুঃখ পাইলেন দেবী সীতা।
রামেরে কহেন সীতা হয়ে হর্ষান্বিতা ॥
উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল।
পরস্পর আলাপে সকল দূরে গেল ॥

● বিভীষণ-কর্তৃক বানরদের তোষণ ●

প্রভাত হইল নিশা, উদিত ভাস্কর।
সবে গেল একে একে রামের গোচর ॥
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ।
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ ॥
বহুকাল অনাহার, বহু পর্য্যটন।
করিয়া হযেছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন ॥
করুক তোমার পরিচর্য্যা দাসীগণ।
আনুক কস্তুরী আর সুগন্ধি-চন্দন ॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু হ'য়েছে সমল।
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল ॥
সহস্র যুবতী কন্যা আছে মম পাশ।
করিয়া তোমার সেবা পূরাউক আশ ॥
শ্রীরাম বলেন, ওহে রাক্ষসাধিপতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥
লোকে বলে বিভীষণ, তুমি ধর্ম্মময়।
পরনারী, চোর তুমি, মম মনে লয় ॥
পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শসুখ দূরে থাক, না চাহি নয়নে ॥
কোটি কোটি দেবকন্যা এক ঠাঁই করি।
সীতা-তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী ॥
রাজকুলে জন্মিয়া ভরত ভাই সুখী।
কেবল আমার দুঃখে হ'য়ে আছে দুঃখী ॥
হেন ভরতেরে আগে করি আলিঙ্গন।
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি-চন্দন ॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহুতর।
তরিলাম বহু নদ নদী ও সাগর ॥
ভ্রমিলাম চতুর্দ্দশ বর্ষ বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি কর, যেন ঝাট যাই দেশে ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, পেলে বড় ক্লেশ।
একদিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ ॥



কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
এক দিনে তোমারে লইবে নিজ ধাম॥
এক দান চাহি আমি, বিতর সম্প্রতি।
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি॥
সকল সৈন্যের প্রভু, করিব সেবন।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন॥
শ্রীরাম বলেন, প্রীত হইনু তোমাতে।
বিলম্ব না কর তুমি আমারে তুষিতে॥
আহার না করে যারা, মরণ না গণে।
হেন বানরের প্রীতি ভালবাসি মনে॥
সুগন্ধি চন্দন কপিগণে দেহ দান।
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান॥
বানর-প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
নানা সুখে স্নান করাইল কপিগণ॥
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সারি সারি।
স্নান-দ্রব্য লইয়া আইল বিদ্যাধরী॥
দেব-দানবের কন্যা গন্ধর্ব্ব-রূপসী।
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার আর অঙ্গের সুগন্ধ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ॥
দিব্য নারায়ণ-তৈল সুগন্ধি চন্দন।
হাতে হাতে মাখে সবে আনন্দে মগন॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
গলায় পুষ্পের মালা, নানা আভরণ॥
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে-ভার॥
অপূর্ব্ব সে ভক্ষ দ্রব্য, দিব্য নারী তায়।
স্বর্ণথালে পরিবেষে বানরেরা খায়॥
ক্ষীর লাড়ু, পাঁপড় মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁঠালের কোষ খায় সবে চুষি॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণগাড়ু।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাল-লাড়ু॥

ঝাল-লাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ।
বাপ মা মরিলে যেন পাইলেক মোহ॥
গলা আঁচড়ায় কেহ করে খো খো।
বুড়া বুড়া কপি বলে, হাত বাড়িয়ে খো॥
সোনার ডাবরে তারা করে আচমন।
রতন-বাটায় করে তাম্বুল ভক্ষণ॥
রত্ন-সিংহাসনে তারা করিল শয়ন।
পদসেবা করিতে আইল কন্যাগণ॥
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যা মেলে।
দশ দশ দিব্য নারী প্রত্যেকের কোলে॥
রাবণ হরিয়াছিল যতেক নাগরী।
কালবশে তারা শেষে বানরের নারী॥
সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচর-পুরে।
নিশা না প্রভাত হয়, ভাবিছে অন্তরে॥
সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ।
পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখে উদিত তপন॥
আইল বানরগণ শ্রীরাম-গোচর।
প্রণাম করিয়া কহে, শুন রঘুবর॥
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে।
সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে॥
যে সুখে ছিলাম কল্য, করি নিবেদন।
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ॥
কন্যাগুলি লয়ে করি দেশেতে গমন।
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন॥
আদেশ কর, লঙ্কায় থাকি দুই মাস।
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কন্যাদান করি তুমি তোষ কপিগণ॥
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হৈলা রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
দিল নানা রত্ন গজ-মুকুতাকাঞ্চন॥
বসন ভূষণ কত দিলেক মাণিক।
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক॥



নানা দ্রব্যে বানরের করিল সম্মান।
সমান-বয়স-বেশ কন্যা করে দান॥
অন্য দানে নাহি গণে আনন্দ তেমন।
কন্যাদানে যথা হয় হৃষ্ট কপিগণ॥
একৈক বানরে পেয়ে দশ দশ নারী।
নিবেদন করে, প্রভু, দেশে যাত্রা করি॥

● শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা যাত্রা ●

আনিল পুষ্পক রথ দেব-অধিষ্ঠান।
তদুপরি আছে যে কুঠরি স্থানে স্থান॥
রথ দশ যোজন থাকয়ে সর্ব্বক্ষণ।
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি-যোজন॥
পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস যোড়ে।
চক্ষুর নিমেষে রথ যোজনেক পড়ে॥
চড়েন পুষ্পকে রাম-সীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেত্রের অঞ্চলে॥
সুমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে।
একপাশে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যগণ।
প্রসন্নবদনে রাম কহেন বচন॥
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি।
গুণে বিভীষণের দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি মোর কৈল হনুমান॥
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার।
মেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার॥
রাক্ষসে বানরে রাম দিলেন মেলানি।
ছল ছল করিয়া পড়িছে চক্ষে পানি॥
যোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে।
শ্রীরাম হইবে রাজা, দেখিব নয়নে॥
কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত।
চারি ভাই তোমরা দেখিব একসাথ॥

এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান।
বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান॥
শ্রীরাম বলেন, ইথে বড়ই আনন্দ।
অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ স্বচ্ছন্দ॥
দেশে তোমা সবার যাইতে নাহি চিত্তে।
যে যাবে, সে চড় এসে এ পুষ্পক রথে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাক্ষস বানর।
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর॥
রথোপরে দিব্য দিব্য বহু বাড়ী বেড়া।
একৈক বানরে করে দশ বাড়ী যোড়া॥
যেই কপি পাইয়াছে দশ দশ নারী।
সেই কপি যোড়ে গিয়া দশ দশ বাড়ী॥
বনে ডালে বেড়াইত যারা যূথে যূথে।
দেবকন্যা লইয়া চড়িল গিয়া রথে॥
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।
রথের কোণেতে গিয়া রহিল তখন॥
চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর।
এতেক চড়িল গিয়া রথের উপর॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

● লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেতুভঙ্গ ●

নেত্রের কানাৎ দিয়া ঘিরিল চৌঙরি।
তার মধ্যে রহিলেন রামের সুন্দরী॥
শ্বেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি।
রথে আনি জুড়িলেক করি পাঁতি পাঁতি॥
লইয়া পুষ্পক-রথ রাজহংস উড়ে।
চক্ষুর নিমেষে রথ যোজনেতে পড়ে॥
পবন-গমনে রথ যায় যথা যথা।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা॥
উঠিল পুষ্পক রথ গগনমণ্ডল।
সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল॥



রণস্থল সীতা, তুমি দেখ ভালমতে।
রাঙ্গা হৈল বানর ও রাক্ষস-শোণিতে॥
এইখানে কুম্ভকর্ণ হইল নিধন।
ইন্দ্রজিৎ এখানে পড়িল করি রণ॥
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে।
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে॥
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ঔষধি আনিল হনু সুষেণের বোলে॥
পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী।
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী॥
শোন সীতা, সাগরের কল্লোল ভীষণ।
মম পূর্ব্ব-পুরুষেতে করিল খনন॥
তোমার লাগিয়া সীতা, বান্ধিনু জাঙ্গাল।
উপরে পাথর নিম্নে তমাল পিয়াল॥
জানকী বলেন, প্রভু, কমললোচন।
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন॥
রাবণ আনিল মোরে, ললাট-লিখন।
বিনা দোষে করিয়াছ সাগরে বন্ধন॥
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার॥
রাম-সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী।
পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি॥
উঠিয়া কহেন যোড় করি নিজ হাত।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতার উদ্ধার।
শ্রীরাম, বন্ধন কেন রহিল আমার॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্ জন॥
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে॥
ধনুহুলে তিনখানি পাথর খসায়।
করি দশ যোজন একৈক পথ হয়॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল, জল বহে খরস্রোতে।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার।
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার॥



● শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরদ্বাজাশ্রমে গমন ●

শ্রীরাম বলেন, শুন জানকী এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিবপূজা করিতে রামের হৈল মন।
বুঝিয়া পুষ্পক রথ নামিল তখন॥
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেক কুসুম চন্দন॥
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি॥
জাঙ্গাল-উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
সেকারণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নাম॥
পুনঃ রাম চড়িলেন রথে কুতূহলে।
রাম-সীতা দুইজনে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে॥
চতুর্দ্দোলে দ্বারীমাত্র রহেন লক্ষ্মণ।
রাম-সীতা দোঁহে হয় কথোপকথন॥
দৃষ্টি কর জানকী সমুদ্রতীরে হেথা।
ঘর সাজাইনু মোরা দিয়া লতা-পাতা॥
লতার বন্ধন ঘর, পাতার ছাউনি।
এক যোজনের পথ ঘর একখানি॥
এইখানে বিভীষণ-সহিত মিলন।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥
কিষ্কিন্ধ্যার দেখ এই গাছের ময়ালি।
সুগ্রীব হইল মিত্র হেথা মারি বালী॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত যে অত্যুচ্চ শিখর।
সুগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর॥
সীতা বলিলেন, প্রভু কমললোচন।
এ পর্ব্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন॥
বস্ত্র ছিঁড়ি ফেলিলাম গাত্র-আভরণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলি করিনু ক্রন্দন॥



লতা-পাতা ধরি আমি রহিবার মনে।
ছাড় ছাড় বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে ॥
শ্রীরাম বলেন, নাহি কহ সে বচন।
তোমারে হরিয়া তার হইল মরণ ॥
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু।
তব চুল ধরিয়া সে হইল অল্পায়ু ॥
পম্পা-সরোবর সীতা, কর নিরীক্ষণ।
ছিলেন উহার কূলে মতঙ্গ-ব্রাহ্মণ ॥
স্নান-বস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষডালে।
হইল সহস্রবর্ষ তবু নাহি গলে ॥
মরিল কবন্ধ হেথা ঘোর-দরশন।
যাহার একৈক হাত একৈক যোজন ॥
জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ জানকী।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী ॥
প্রমোদিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ।
এই ঘর হৈতে তোমা হরিল রাবণ ॥
তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ।
এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস ॥
ওই আর রণস্থলী দেখহ সুন্দরী।
সহস্র রাক্ষস খর-দূষণেরে মারি ॥
অগস্ত্য মুনির স্থান দেখ পঞ্চবটী।
যথা সূর্পণখার নাসিকা কান কাটি ॥
ওই দেখ মুনিপাড়া শরভঙ্গ ঘর।
যথা ধনুর্ব্বাণ মোরে দিলা পুরন্দর ॥
অত্রিমুনি গৃহ সীতা, নহে বহু দূর।
যেখানে পরিলা তুমি সুন্দর সিন্দুর ॥
কুম্ভ-নদী-তীর এই কর প্রণিধান।
করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান ॥
হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচরে।
শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপরে ॥
চিত্রকূট গিরি সীতা, ওই দেখা যায়।
ভরত আইল যথা লইতে আমায় ॥
নারদ বশিষ্ঠ এল কুলপুরোহিত।
ভরত বিনয় করিলেক যথোচিত ॥

শুনিলে ভরতবাক্য পিতৃসত্য নড়ে।
কার্য্যসিদ্ধি হইলে সকল মনে পড়ে ॥
শৃঙ্গবের পুরে দেখ গাছেরময়াল।
যাহে আছে মিত্র মোর গুহক চণ্ডাল ॥
নন্দীগ্রামে দেখ সীতা, গাছের ময়ালি।
যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী ॥
নন্দীগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী।
রথে থাকি দেখে তারা দিয়া উঁকিঝুঁকি ॥
নন্দীগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ।
সবে বলে, প্রভু, আজি বুঝি যাব দেশ ॥
শ্রীরাম বলেন, হেথা মুনি ভরদ্বাজ।
তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ ॥
বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন।
বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন ॥
মুনি-তপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ।
দেখিলেন সর্ব্বত্র সকল সন্নিবেশ ॥
মুনির চরণে রাম করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসেন, কহ মুনি শুভ সমাচার ॥
বহুকাল বনবাসী, না জানি কুশল।
কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল ॥
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী।
কে কেমন আছেন, তা কিছু নাহি জানি ॥
মুনি বলে, রাম তুমি না হও উতরোল।
সকলে আছেন ভাল, আসি দেহ কোল ॥
মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে।
দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে ॥
রাজকার্য্যে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী।
চারিযুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি ॥
চতুর্দ্দোল সিংহাসন ছাড়ি খাট পাট।
হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট ॥
গাছের বাকল পরে, জটা ধরে শিরে।
অগুরু চন্দন চুয়া না মাখে শরীরে ॥
ভরত হইয়া রাজা নহে রাজভোগী।
মুনি ব্যবহার করে, যেন মহাযোগী ॥



রত্ন সিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি।
তোমার পাদুকা থুয়ে ধরে দণ্ড ছাতি ॥
পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদ ল'য়ে থাকে রাজকর্ম্মে ॥
দেওয়ান ছাড়িয়া ভরত ঘরে যবে যায়।
তব পাদুকার ঠাঁই মাগয়ে বিদায় ॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
আগ্রহ হইল তাঁর করিতে সম্ভাষ ॥
মুনি বলে, শ্রীরাম, আইলা নিকেতন।
তব দরশনে মম সফল জীবন ॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণু-প্রীতিফলে।
সেই বিষ্ণু আসিয়াছ কি তপের বলে ॥
রামরূপে শ্রীহরি আইলা মম পাশ।
কি করিব প্রার্থনা হেথাই স্বর্গবাস ॥
যত দুঃখ পেলে রাম দণ্ডককাননে।
ততোধিক দুঃখ তব সীতার হরণে ॥
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে ॥
তুমি রাম, উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার।
যে কর্ম্মের কারণে তোমার অবতার ॥
সে সকল জানিযাছি রাম আমি ধ্যানে।
এক ভিক্ষা দেহ রাম, চাহি তব স্থানে ॥
যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে।
ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আচারে ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখী নহে এই মুনি।
আজ্ঞা কর, ভুঞ্জাব সত্তর অক্ষৌহিণী ॥
দিব্য আওয়াস দিব, দিব দিব্য বাসা।
ভালমতে করিব যে সৈন্যেরে সম্ভাষা ॥
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী।
রজনী-প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি ॥
শ্রীরাম বলেন, তব অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি হেথা থাকি, কালি দেশেতে গমন ॥
বানরের ভক্ষ্যবস্তু ফল সে কেবল।
তপোবৃক্ষে তোমার ফলয়ে নানা ফল ॥
এই দেশে আছে যত কাঁঠাল রসাল।
অকালে ধরুক ফল-ফুল ডালে-ডাল ॥
শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল-ফুল-পাতে।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে ॥
নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়।
পথে যেন বানরেরা ফল খেতে পায় ॥
যত বর চান রাম, তত দেন ঋষি।
আলাপে দোঁহার মন দুইজনে তুষি ॥
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
সর্ব্ব-আগে বিশ্বকর্ম্মা হন আগুয়ান ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সোনার চৌউরি।
স্বর্ণ-ঘাট বান্ধিলেক দীঘল পুখরী ॥
আশী-যোজনের পথ করি আয়তন।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিলা গঠন ॥
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে।
দেবকন্যাগণে মুনি আনিলা সেখানে ॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরাদির মেলা ॥
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে।
জাহ্নবী যমুনা নদী সেইখানে বহে ॥
আরবার ভরদ্বাজ যুড়িলেন ধ্যান।
আপনি কমলাদেবী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞে গিযা করেন রন্ধন।
দেবকন্যাগণে করে সে পরিবেশণ ॥
স্বর্ণথাল সোনার ডাবর ঝারি পীঁড়ি।
আশী যোজনের পথ বসে সারি সারি ॥
স্বর্ণথালে পরিবেষে, সবে বসি খায়।
কেবা অন্ন দিয়া যায়, দেখিতে না পায় ॥
কি কব অন্নের কথা কোমল মধুর।
খাইলে মনেতে হয়, কি রস মধুর ॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ।
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর।
যাহা নিরখিব মাত্র হয় মতি চুর ॥



নিখুঁত নিখুঁত মণ্ডা আর রসকরা।
দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা ॥
সরুচাকলির রাশি লবণ-ঠিকরি।
গুড়পিঠা রুটি লুচি খুরমা কচুরি ॥
ক্ষীর ক্ষীরলাড়ু আর মুগের সাউলি।
অমৃতা চিতই পুলি নারিকেল-পুলি ॥
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলাপি পাঁপড়া ॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক ॥
দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল সুমৃদু।
যত পায় তত খায়, খাইতে সুস্বাদু ॥
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে, পেট পাছে ফাটে ॥
উলটিয়া ডাবরে করিল আচমন।
স্বর্ণখাটে শুয়ে করে তাম্বূল ভক্ষণ ॥
উর্দ্ধদৃষ্টে রহে সবে, নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে চিত হ'য়ে শুইলেক খাটে ॥
দেবকন্যা কোলে করি নিদ্রা যায় সুখে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে সবে মনের কৌতুকে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার।
ভরদ্বাজ মুনির যে ফল তপস্যার ॥
নানাসুখে হইল নিশার অবসান।
শ্রীরাম স্মরিয়া সবে করে গাত্রোত্থান ॥

• শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাগমন •

হনূমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞা দান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনূমান ॥
নন্দীগ্রামে যাহ হনূ ভরত-উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ-বিশেষে ॥
শৃঙ্গবের-পুরে তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ ॥
চক্ষুর নিমিষে হনূ উঠিল গগন।
ভরত-সম্ভাষে যায় ত্বরিতগমন ॥
মনে মনে চিন্তে বীর পবননন্দন।
কি রূপ ধরিয়া গুহে দিব দরশন ॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি, বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল ॥
ভেটিব মনুষ্যরূপে তার বিদ্যমান।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনূমান ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল শৃঙ্গবের-পুরে।
নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধ'রে ॥
গজমুখী ঘর সে ছাউনি সব নাড়া।
হনূমান ভাবে এই চণ্ডালের পাড়া ॥
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেয়ানে।
নররূপে হনূমান গেল বিদ্যমানে ॥
গুহক চণ্ডাল, তার গলে পুষ্পমাল।
হনূমান কহে বার্ত্তা, শুন হে চণ্ডাল ॥
জান ইলা রামচন্দ্র তোমারে কল্যাণ।
মিত্র-সম্ভাষণে চল, ত্যজিয়া দেয়ান ॥
হরিষে চণ্ডাল বলে গদ্‌গদ্-ভাষে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কতদূরে আসে ॥
হনূ কহে, রাম ছিলা ভরদ্বাজপুরে।
পথে দেখা পাবে তাঁর, চলহ সত্বরে ॥
শ্রীরাম আইসে দেশে প'ড়ে গেল সাড়া।
ঝাঁগুড় গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল-পাড়া ॥
উভ করি ঝুঁটি বান্ধে, টানি পরে ধড়া।
নানা অস্ত্রে সাজে জাঠি শেল ও ঝকড়া ॥
চতুর্দ্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে।
উফড় ধাফড় করি চণ্ডালেরা নাচে ॥
নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দ করিয়ে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে ॥
গুহ বলে, ধনা মনা দাসী যে সকল।
মিত্র সম্ভাষণে লবে শালুকের ফল ॥
ওড়া ভরি মৎস্য লবে কৈ ও উৎপল।
পদ্মের মৃণাল লবে, আর পানিফল ॥



চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শাণ।
সাত কোটি চণ্ডাল হইল আগুয়ান॥
একৈক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্ব্বত।
যুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ॥
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে।
রামের ইঙ্গিত পেযে বানরেরা নড়ে॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, আছত কুশলে।
গুহ বলে, রাম, তুই এলি ভালে ভালে॥
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ।
ভক্তিমাত্র লন রাম, নাহি লন দোষ॥
শ্রীরাম গুহের মনস্তুষ্টির কারণ।
রথ হৈতে নামিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
শ্রীরামের জগতে এমন ঠাকুরালি।
চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি॥
সাতকোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ।
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ॥
রামসহ সম্ভাষণে লভি দিব্যজ্ঞান।
সর্ব্ব লোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান॥
রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার।
চরমে সে স্বর্গে যায়, জন্ম নাহি তার॥
নিজ রূপে হনূমান উঠিল গগনে।
ভরত-সমীপে চলে ত্বরিতগমনে॥
নানা তীর্থ এড়াইল, নদী নানা স্থানী।
হইল গোমতী পার পরম সন্ধানী॥
হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিংশৎ যোজন।
নন্দীগ্রামে উত্তরিল পবননন্দন॥
গগনমণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে।
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে॥
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্ব্বতের সার।
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত-আকার॥
সিংহাসনে পাদুকা-বেষ্টিত শুভ্র নেতে।
শ্বেত-চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে॥
ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্ম্মাণ।
সিংহদ্বার শোভা করে বিচিত্র বিধান॥

পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
অষ্টআশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আবাস।
অত্যুচ্চ একৈক ঘর ঠেকেছে আকাশ॥
মরকত-স্তম্ভে শোভে মাণিক রতন।
হাতী ঘোড়া সংখ্যা নাই, কে করে গণন॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আদির যত মেলা॥
রত্ন-সিংহাসনোপরি নেতবস্ত্র পাতি।
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি॥
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদে লয়ে থাকে রাজকর্ম্মে॥
ভরত সাক্ষাৎ হন বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনূমান॥
নামিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম।
যোড়হাত করি বলে আপনার নাম॥
হনূমান নাম মোর, জাতিতে বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ, আমি তাঁর দাস।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ॥
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ।
তোমা-দরশনে হয় পাপ-বিমোচন॥
কেকয় রাজের কন্যা তোমার জননী।
দশরথ-ভূপতির মধ্যমা গৃহিণী॥
রাজার মহিষী তিনি, রাজার নন্দিনী।
সৌভাগ্যে তাঁহার সমা নহে অন্য রাণী॥
করিলা রাজার সেবা প্রধানা মহিষী।
জন্মিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী॥
বর মাগিলেন তিনি অতি সে অনার্য্য।
শ্রীরামের বনবাস, ভরতের রাজ্য॥
সে দুর্নাম গেল তাঁর তোমা-পুত্রগুণে।
তোমার চরিত্রে চমৎকৃত ত্রিভুবনে॥
হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বহ।
রাজা হ'য়ে ভ্রাতৃ-ভক্ত হেন নহে কেহ॥



ভরত, ভূপাল হ'য়ে নহ রাজ্যভোগী।
মুনি-ব্যবহার কর, যেন মহাযোগী ॥
যাঁহারে আনিতে গেলে ল'য়ে রাজ্যখণ্ড।
যাঁহার পাদুকাপরি ধর ছত্রদণ্ড ॥
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
সেই রাম পাঠালেন তোমার উদ্দেশে ॥
শুভ বার্ত্তা কহে যদি পবননন্দন।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন ॥
হনুমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে।
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল ঝরে ॥
ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥
তিনশত গাভী দিল বাছি ভাল ভাল।
দুইশত গাছ দিল রসাল কাঁঠাল ॥
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশীলক্ষ তোলা।
মণি মুক্তা দিল কত মধ্যে গাঁথা পলা ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান।
এমন এগার শত কন্যা দিল দান ॥
কন্যাগণে দেখি হাসে পবননন্দন।
পশু আমি, কন্যায় কি মোর প্রয়োজন ॥
ভরত, যে দান দেহ, কিছুই না মানি।
রামের মঙ্গল যাহে, তাহা আমি গণি ॥
এত যদি হনুমান কহিল বচন।
পুনশ্চ ভরত তারে দিলা আলিঙ্গন ॥
বহুদিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
তুমি নহ বানর, দেবের মধ্যে গণি ॥
ভরত বলেন, বীর, জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায় ॥
কোন্ কোন্ সেনাপতি, কি তার বাখান।
দেশে এলে সবাকার করিব সম্মান ॥
এত যদি পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসে ভরত।
যথাক্রমে হনুমান কহিছে তাবৎ ॥
রাজ্য ছাড়ি গেলা রাম পঞ্চবটী বন।
শূর্পণখা নাক-কাণ-কাটিলা লক্ষ্মণ ॥
মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ।
মায়ামৃগ ছলে সীতা হরিল রাবণ ॥
সুগ্রীবের সহ সখ্য সীতা-অন্বেষণ।
বালীরে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ ॥
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব আদেশে।
সীতা অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে ॥
একমাস-মধ্যে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয় ॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মারিব বানর-সৈন্য, যুক্তি করি সার ॥
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ।
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ ॥
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা।
রাম নাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ পক্ষিশ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি।
তার বাক্যে ভরত, ডিঙ্গাই সরিৎপতি ॥
সাগরের কূলে গেনু সকল বানর।
একাকী ভরত আমি ডিঙ্গাই সাগর ॥
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ ॥
গৃহে গৃহে চাহি আমি, সীতা নাহি দেখি।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হ'য়ে বড় দুঃখী ॥
দু'প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয় প্রহরে।
সীতা দেখি অশোকের কানন ভিতরে ॥
কোথা হৈতে আইলে জিজ্ঞাসেন বৈদেহী।
রামের বৃত্তান্ত যত, তাহা আমি কহি ॥
রামের অঙ্গুরী যে দিলাম নিদর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন ॥
দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি।
কহিলেন জানাইতে শ্রীরামে কাহিনী ॥
সে মণি-আনিয়া দিনু রাম-বিদ্যমানে।
মণি পেয়ে কান্দিলেন ভাই দুইজনে ॥
বানরের সহায়েতে করি সেতুবন্ধ।
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ ॥



প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে।
নাগপাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে ॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥
শত্রুক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আসেন কুশলে ॥
আসিলেন সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণে।
পাত্রমিত্র লয়ে চল রাম-সম্ভাষণে ॥
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজ-ঘরে।
পথেতে পাইবে দেখা, চলহ সত্বরে ॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনূমান।
শত্রুঘ্নেরে ভরত ডাকেন সন্নিধান ॥
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ ॥
প্রস্তর প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান।
সুগন্ধি চন্দনে করাও সে সবাকারে স্নান ॥
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজা'ক বাইতি।
দেহ ধূপ নৈবেদ্য ঘৃতের জ্বাল বাতি ॥
ফল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে জ্বালহ পাঁজালা ॥
উচ্চ নীচ স্থান কর, একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর, বাছহ কঙ্কর ॥
প্রতিপুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষকলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥
আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে।
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে ॥
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ।
কোটি-কোটি জন্মপাপ হইবে মোচন ॥
যা বলিল ভরত, করিল শত্রুঘন।
নন্দীগ্রাম হৈল যেন অমর-ভুবন ॥
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
চামর ঢুলায় তায় আনন্দ অখণ্ড ॥
প্রতিপদক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে সানন্দ অপার ॥
নারদ বশিষ্ঠ চলে কুল-পুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হ'য়ে আনন্দিত ॥
আবৃত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
সাতশত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী ॥
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া ল'য়ে অন্ধজনে।
অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম-দর্শনে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে, অনেক ব্রাহ্মণী।
তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধমুখে।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রাখে ॥
গাছে পক্ষী না রহে না রহে পশু বনে।
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ যে থাকে অন্তরীক্ষে।
রামেরে দেখিতে যায়, কেহ নাহি থাকে ॥
তের শত বৃহন্দে বাহির হৈল পথে।
ভরত শ্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে ॥
ভরত বলেন হে চঞ্চল হনূমান।
যত কিছু বলিলা হইল সব আন ॥
হনূমান বলেন না হও উতরোল।
গোমতীর পারে শুন কটকের রোল ॥
ভরদ্বাজ মুনির বরেতে বিদ্যমান।
শুষ্কগাছে ফল-মূল, লহ এই দান ॥
ওই দেখ রথখান আসিছে আকাশে।
ব্রহ্মার সৃজিত রথ বহে রাজহংসে ॥
কি ক'ব রথের কথা, অপূর্ব্ব কাহিনী।
উহার উপরে সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী ॥
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ।
এক কোণে রথের রয়েছে ভুক্টমন ॥



রথখান দেখ সবে ঢাকিছে গগন।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ ॥
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন।
হেনকালে রথ ল'য়ে আসিল পবন ॥
ভরতে দেখিয়া রাম হলেন কাতর।
অস্থি-চর্ম্ম-সার অতি ক্ষীণ কলেবর ॥
চলিয়া আসিতে পদ উছটিয়া পড়ে।
হনুমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে ॥
রথোপরি চারি ভায়ে হৈল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন ॥
প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
শ্রীরামেরে ভরত করেন নমস্কার ॥
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত ॥
জ্যেষ্ঠজ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে ॥
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘন।
চারি ভাই একবারে কৈলা আলিঙ্গন ॥
এক বিষ্ণু চারি অংশ মায়ার কারণ।
দেবগণ বলে পাছে হয় বা মিলন ॥
এক ঠাঁই চারি ভায়ে হইল মিলন।
আনন্দে অমর করে পুষ্প-বরিষণ ॥
শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ ॥
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্মসার।
রাম রাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর ॥
সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর-ঝর।
সর্ব্বদা কাঁন্দিছে বলি রাম-রঘুবর ॥
হেনকালে সীতা-সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রথ হৈতে নামি এল জননী-সদন ॥
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করে, চিরজীবী হও রাম ॥
অন্ধের নয়ন যেন হয় পুনর্ব্বার।
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দু'জনার ॥
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে কান্দে দুই রাণী।
দুইজনে প্রণমিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥
কান্দেন সুমিত্রা রাণী সীতা ল'য়ে কোলে।
তিনজনে তিতিলেক নয়নের জলে ॥
সুমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন।
এই লহ মাতা, তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে।
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপি দিয়াছিলে ॥
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই।
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই ॥
পিতৃসত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে আনি দিলাম তোমারে ॥
সুমিত্রা বলেন রাম কত কহ আর।
আমার লক্ষ্মণ নহে, জানিও তোমার ॥
এক কথা রাম, আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে।
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বুকে ॥
শ্রীরাম বলেন মাতা করি নিবেদন।
লঙ্কাপুরী মধ্যে হয়েছিল মহারণ ॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাম ধরে।
মহাধনুর্দ্ধর সেই ভুবন ভিতরে ॥
তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন।
মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন ॥
মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল।
সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকেতে বাজিল ॥
অচেতন হ'য়ে ভাই পড়ে রণস্থলে।
হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥
হনুমান ঔষধ আনিয়া তদন্তর।
লক্ষ্মণের প্রাণদান কৈল বীরবর ॥
অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার।
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার ॥
সুমিত্রা বলেন, রাম, শুনহ বচন।
শেল চিহ্নোপরে কেন না দিলে চরণ ॥
যে পদ-স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠ তরি।
লক্ষ্মণের বুকে কেন নাহি দিলে হরি ॥



লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন।
তবে শেলচিহ্ন না থাকিত কদাচন ॥
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত।
ভরত পাদুকা আনি যোগায় ত্বরিত ॥
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট।
রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট ॥
ভরত বলেন, গোসাঁই, করি নিবেদন।
মহাব্রত করেছিনু পাদুকা সেবন ॥
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তব-আগমনে।
বারেক পাদুকা দেহ ও রাঙ্গা-চরণে ॥
প্রজারা নোঙায় মাথা পাদুকা দেখিয়ে।
পাদুকা দিলেন পায় হরষিত হ'য়ে ॥
রাজ্যখণ্ডে যান রাম পরম হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥



● শ্রীরামের কৈকেয়ী-সম্ভাষণ ●

আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার।
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার ॥
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥
যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক ॥
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ-প্রাণ বিষপান ক'রে ॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিল তাহা রাম-রঘুমণি ॥
ব্যথিত হইল প্রাণ বিমাতার তরে।
অগ্রেতে চলিলা রাম কৈকেয়ীর ঘরে ॥
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরস-বদন।
হেনকালে গিয়া রাম বন্দিলা চরণ ॥

কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড় করে।
দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে ॥
অরণ্যেতে পড়েছিনু অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হ'য়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে ॥
লজ্জায় কৈকেয়ী কহিছেন রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে ॥
বনে গেলে দেবতার কার্য্যসিদ্ধি লাগি।
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥
তুমি গোলোকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হ'য়েছ হরিতে ক্ষিতি-ভার ॥
সংসারের সার তুমি, কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে ॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পূরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥
বাছা রাম, বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা ॥
চিরকাল ভরত-অধিক স্নেহ করি।
কু-কথা বলিনু মুখে, তোমার চাতুরী ॥
সর্ব্বঘটে স্বামী তুমি, সুখ-দুঃখদাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা ॥
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা।
যোড়হাত করি রাম কহিছেন কথা ॥
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয়বচনে।
তব দোষ নাহি মাতা, দৈব বিড়ম্বনে ॥
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ ॥
তোমা হৈতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত।
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত ॥
তোমার প্রসাদে করি সাগর-বন্ধন।
রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পায় ব্যথা ॥



সবার আনন্দ হৈল রাম-দরশনে।
আনন্দে রহিলা রাম মাতার ভবনে ॥
কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥



● শ্রীরাম দর্শনে পুরবাসীর আগমন ●

বাহির চৌতারে রাম করেন দেয়ান।
কোটি কোটি সেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান ॥
সবাকারে আসন যোগায় শীঘ্রগতি।
বসিল ছত্রিশ কোটি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥
ভরতে করান রাম সৈন্য-পরিচয়।
দেখহ সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের তনয় ॥
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার।
সুগ্রীব দিলেন যারে সর্ব্ব-অধিকার ॥
দেখহ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ নন্দন ॥
ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি।
নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি ॥
ঐ দেখ সুষেণ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
ঔষধে আর মন্ত্রণাতে দোঁহে সাবধান ॥
এই দেখ হনুমান পবননন্দন।
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন ॥
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ।
হনূমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ ॥
হনূমান আমার সকল কার্য্যে দড়।
চারি ভাই হৈতে মম হনূমান বড় ॥
ওই দেখ লঙ্কেশ্বর মিত্র বিভীষণ।
যাহার মন্ত্রণা-গুণে মরিল রাবণ ॥
কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ।
সর্ব্বলোক তার পানে চাহে পুনঃ পুনঃ ॥
রাক্ষস বানর সব ধরে নানা মায়া।
রামের ইঙ্গিতে তারা ধরে নর কায়া ॥

ভরত বলেন, সাক্ষী হও সর্ব্বজন।
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন ॥
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে।
যোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে ॥
স্থাপ্যধন মম ঠাঁই আছে পিতৃরাজ্য।
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য ॥
আজ্ঞা কর, রাজ্য লহ, বৈস সিংহাসনে।
সেবা করি থাকি রাম-সীতার চরণে ॥
মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে।
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে ॥
সবলের বোঝা কি দুর্ব্বলে নিতে পারে।
মহারাজ্য মহাবীর পারে রাখিবারে ॥
অদ্য হৈতে রাজ্যভার আমারে না লাগে।
ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে ॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।
ভরতে করেন কোলে বাহু প্রসারিয়া ॥
ভরত বলেন পুনঃ বিনয় বচন।
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন ॥
তব ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া তব ঘুষিবেক যশ ॥
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার।
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার ॥
চারিভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে।
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে ॥
জটাজূট মুণ্ডন করিয়া সুবিধান।
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান ॥
অতঃপর করিয়া বল্কল বিসর্জ্জন।
পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন ॥
জানকীরে স্নান করাইল যত রাণী।
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইলা আপনি ॥
করেছিলা রামচন্দ্র যেমত আচার।
বল্কল পরিয়া সব আছিল সংসার ॥
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বিবেশধারী।
পরিল বসন সে বল্কল পরিহরি ॥



শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী।
তাঁহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী॥
আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিল রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত-ভোজন॥
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি।
ভোজন করিল সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী॥
সুখে গেল বিভাবরী, হইল প্রভাত।
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
চলিল রামের সঙ্গে হাতী ঘোড়া চড়ি।
দেখিবারে স্ত্রী-পুরুষ এল রড়ারড়ি॥
যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়।
বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয়॥
কাণা খোঁড়া ধরিয়া ত আনে অন্য জনে।
সর্ব্বদুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় পরিহরি আইসে যুবতী॥
কি করিবে স্বামী, কি করিবে জনে-জনে।
সর্ব্বপাপ ঘুচিবেক রাম-দরশনে॥
চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন।
জুড়াইবে নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দন্তাল।
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥
হাতী ঘোড়া চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়।
শুষ্কগাছে ফল ফুল ছিঁড়ি সবে খায়॥
সুমন্ত্র যোগায় রথ জয় জয় নাদে।
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে॥
ধরেন ভরত তবে অশ্ব কড়িয়ালী।
চামর ঢুলান শ্রীলক্ষ্মণ মহাবলী॥
শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন।
চারি অংশে বিরাজিত রথে নারায়ণ॥
দুই দিকে সর্ব্বলোক রাম-পানে চাহে।
শ্রীরামের যত গুণ শত মুখে কহে॥

বহুপুণ্যে পাই প্রভু, তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥
সর্ব্বলোক মুগ্ধ হয় করি দরশন।
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তব চন্দ্রানন॥
দেখিয়া রামের মুখ ভুবনমোহন।
পুর-বনিতার মন মজিল নয়ন॥
শ্রীরামের মন নহে, অন্যের যেমন।
যে মন সীতার প্রতি, কে পায় সে মন॥
যথা রাম তথা সীতা শোভে দুই জন।
অন্যপানে শ্রীরাম না চান কদাচন॥
সীতার সৌভাগ্য, তারা বলিয়া অন্তরে।
আপনা নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে॥
ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির।
অযোধ্যায় প্রবেশ করেন রঘুবীর॥
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ।
কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর।
করিলেন নির্দ্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর॥
একবৃন্দ আবাস সে দেখিতে রূপস।
চালে শোভা করিতেছে রত্নের কলস॥
রত্নময় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি।
এই ঘরে রহুক সুগ্রীব নরপতি॥
আর যে আবাস দেখ নির্ম্মল কাঞ্চন।
তিন কোটি রাক্ষসে রহুক বিভীষণ॥
দেখ এই ঘরে মণি-মাণিক্য প্রস্তর।
রহুক সৈন্যের সহ বালির কোঙর॥
আর যে আবাস দেখ মুকুতা-গঠনি।
এইখানে হনুমান থাকুক আপনি॥
সিন্ধুনদতীরে আর সরযূর তীরে।
এত দূর চাপি বৈসে রাক্ষস-বানরে॥
সিন্ধুনদ সরযূতে চল্লিশ যোজন।
এতদূর ব্যাপিয়া রহিল সৈন্যগণ॥
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যাতলে।
দেবকন্যা লইয়া বঞ্চিল কুতূহলে॥



• শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক •

কহেন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর।
কালি ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর ॥
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও পূর্ণ চৈত্রমাস।
শ্রীরাম হবেন রাজা, আজি অধিবাস ॥
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন কার্য্য গণি।
আনিতে নারিব চারি সাগরের পানি ॥
দিলাম চারিটি রত্ন-নির্ম্মিত কলসী।
চারি সিন্ধু জল আন কিষ্কিন্ধ্যার বাসী ॥
সাত শত নদী আছে পৃথিবী-মণ্ডলে।
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে ॥
সাত শত স্বর্ণকুম্ভ এই তব ঠাঁই।
সকল নদীর জল যেন কাল পাই ॥
সুগ্রীব বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে।
ধাইয়া বানর-সৈন্য কুম্ভ নিল হাতে ॥
রাজা বলে, সাগরের জলে চিহ্ন আছে।
নালিজুলি জল আনি ভাণ্ডাও যে পাছে ॥
পাঠাইলা সুগ্রীব বানর চতুর্ভিত।
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে রামজয় শব্দ শুনি ॥
রাম-সীতা উপবাসে রহেন দু'জনে।
পুরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে ॥
রাম-সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী।
আর এক দিন প্রভু, ছিলাম এমনি ॥
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস।
মধুরবচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ ॥
পূর্ব্বদিনে রামসীতা ছিলেন সংযত।
পরদিন রাম রাজা হন শাস্ত্রমত ॥
প্রভাত হইল, পূর্ব্বদিকের প্রকাশ।
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥
অগ্নি-হেন উড়ি যায় নীল যে বানর।
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্ব্বসাগর ॥
অযোধ্যা সাগরপূর্ব্ব চারি-শ যোজন।
রাম-তেজে নীলবীর গেল ততক্ষণ ॥
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে।
চিহ্ন চাহি নীল-বীর ভ্রমে তার তটে ॥
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী ॥
জাম্বুবান তার বাক্যে তেজে করি ভর।
চক্ষুর নিমেষে গেল পশ্চিম সাগর ॥
অযোধ্যা পশ্চিম-সিন্ধু আটশ যোজন।
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥
রাখিল কলসী ভরি সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন অন্বেষিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে ॥
দেবদারু ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানি।
রাখিল সুগ্রীব কাছে প্রভাত-রজনী ॥
দক্ষিণ সাগরে গেল নল মহাবীর।
যেখানে সে বান্ধিয়াছে সমুদ্রে গভীর ॥
দক্ষিণ সাগর পাঁচশত যে যোজন।
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ ॥
নল দেখি সাগরের উড়িল জীবন।
আরবার নলবীর এল কি কারণ ॥
সাগরের ত্রাস দেখি নলে হৈল হাস।
হাসিয়া সাগর-প্রতি করিছে আশ্বাস ॥
ছিলাম রামের সঙ্গে, তেঁই মম বল।
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল ॥
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে।
জল হেতু আসিয়াছি তোমার সাগরে ॥
মনে তোলাপাড়া করে নল মহাবল।
রত্নকুম্ভে ভরিলেক সাগরের জল ॥
কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে।
চিহ্ন চাহি নলবীর ভ্রমে তীরে তীরে ॥
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবল চন্দন।
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ॥



শ্বেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী ॥
উত্তর সাগর পথ হাজার যোজন।
কোন্ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মন ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে করে অনুমান।
হাতে কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান ॥
শোঁ শোঁ শব্দে যায় বীর বায়ু করি ভর।
উপাড়ে লেজের টানে পাদপ পাথর ॥
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে।
বজ্র অনুবর্জ্জি যেন বান্ধব বাহুড়ে ॥
পবনগমনে যায় পবন-নন্দন।
মুহূর্ত্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন চাহি হনূমান ভ্রমে উভরড়ে ॥
চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী ॥
সবাকার পাছে গেল বীর হনূমান।
আইল লইয়া জল সর্ব্ব-আগুয়ান ॥
গবাক্ষ শরভ গয় ও গন্ধমাদন।
কেশরী কুমুদ আর সুষেণ-নন্দন ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর পনস।
আনিল তীর্থের জল হাজার কলস ॥
সীতাসহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিল সুগ্রীব-বিভীষণে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দু'রাজা সঞ্চারে।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে ॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত।
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত ॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল ॥
রহিবার স্থান নাহি, সৈন্য কলকলি।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আর করতালি ॥
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ।
রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন ॥

বিরিঞ্চি বলেন, নাহি যাব রামস্থান।
দেব-কন্যাগণ গিয়া করুন কল্যাণ ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অন্তরীক্ষে।
দেবকন্যাগণ গেল রামের সম্মুখে ॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
রাজরাজা গাইলেন গীত লঙ্কাকাণ্ড ॥



● শ্রীরামের অভিষেকে দেবকন্যাগণের আশীর্ব্বচন ●

রতি, সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভানুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেবরামা।
আইলেন অযোধ্যায়, দাসদাসী সঙ্গে যায়,
বসনে ভূষণে নিরুপমা ॥
হাতে লয়ে দূর্ব্বাধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরামের করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান ॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা,
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ,
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক-নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
নৃত্য গীত বাদ্যের বিধান ॥
যত রাজা প্রজাগণ, সকলি সানন্দ মন,
শ্রীরামের অভিষেক-দিনে।
নানা অর্থ-বিতরণে, সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে,
কৃত্তিবাস অভিষেক ভণে ॥





● সীতা ও শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বানরগণের পুরস্কার ●

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণ পদ্মমালা।
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা॥
স্বর্ণ মণি মাণিক্য নির্ম্মিত দিব্য হার।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল আরো অলঙ্কার॥
নানাবিধ মণিমুক্তা পরশ পাথর।
কুবেরের হার শোভে কণ্ঠের উপর॥
দেবতার ভূষণেতে হ'য়ে বিভূষিত।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে।
ঐহিক সম্পদ্ বাড়ে পরলোকে তরে॥
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান।
যাহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান॥
গ্রাম ভূমি স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম।
বিমুখ না হয় কেহ, সবে পূর্ণকাম॥
পূর্ণ চৈত্রমাস, পুনর্ব্বসু যে নক্ষত্র।
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র॥
স্বর্ণ-পদ্মমালা গলে সূর্য্য সম জ্বলে।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে॥
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত॥
ছত্রিশ কোটি সেনা রামের পায় দান।
অভিমানে নীরব রহিলা হনূমান॥
শ্রীরামের দানেতে সকলে হৈল সুখী।
হনূমান কেবল মুদিল দুই আঁখি॥
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে।
সবারে তোষেণ মোরে না তোষেণ কেনে॥
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার॥
সে হার দেখিয়া সবে চাহে পরস্পর।
নানা রত্ন মণি তাহে পরশ পাথর॥
বড় বড় সেনাপতি পরস্পর চায়।
না জানি সীতার হার কোন্ জন পায়॥
হাতে হার করি সীতা রাম-পানে চান।
অভিপ্রায় মনে, ইহা কারে দেন দান॥
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান॥
অম্বুদেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে।
মরেছিনু সবে প্রাণ দিল বারে বারে॥
এমত বুঝিয়া সীতা, তার কর দান।
কোন জন না করিবে এতে অভিমান॥
জানকী হনূর পানে চান বারে বার।
ধেয়ে গিয়া হনূমান গলে পরে হার॥
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার।
প্রণমিল হনূমান চরণে সীতার॥
সীতা বলে, যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগ-শোকহীন তুমি হও চিরজীবী॥
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সূর্য্যের প্রচার।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার॥
ততকাল হও তুমি অক্ষয় অমর।
হনূমান তোমারে দিলাম এই বর॥
রাম নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে॥

● হনূমানের নিজ বক্ষোমধ্যে রামনাম প্রদর্শন ●

হাসিতে হাসিতে হনু হার লয়ে হাতে।
ছিন্নভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে॥
দেখিয়া হনুর কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত রহস্যভাবে বলেন তখন॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
মারুতির গলে হার দিলা কি কারণ॥
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে॥



শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কি হেতু ছিঁড়িল হার পবননন্দন ॥
ইহার বৃত্তান্ত হনূমান ভাল জানে।
জিজ্ঞাসহ হনূমানে সভা-বিদ্যমানে ॥
হনূমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে ॥
রামনাম-হীন যাহা এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল, নাহি প্রয়োজন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন পবনকুমার।
রামনাম চিহ্ন নাহি দেখেছে তোমার ॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবননন্দন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার।
নখে চিরি বক্ষঃস্থল করিল বিদার ॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা [illegible]
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত।
অধোমুখে রহিলেন লক্ষ্মণ লজ্জিত ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাহি তোমার সমান ॥
তোমারে জানেন রাম, রামে জান তুমি।
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি ॥
হনূমান বলে, আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস তোমার নফর ॥
শুনিয়া হনুর কথা শ্রীরামের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

● হনুমানের ভোজন ও বিভীষণাদির বিদায় ●

বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর।
আজি হৈতে তুমি মম ভাই সহোদর ॥
চারি ভাই ছিনু মোরা, হই পঞ্চজন।
পঞ্চজন মিলি রাজ্য করিব পালন ॥
দান ভিক্ষা দিয়া সবে কর পরিতার।
দানে শূন্য কৈল যত রামের ভাণ্ডার ॥
সীতা-ঠাকুরাণী গিয়া করিলা রন্ধন।
চারি ভাই এক ঠাঁই করিলা ভোজন ॥
হনূমানে অন্ন দেন সীতা ঠাকুরাণী।
কপিগণে অন্ন দেন যতেক রমণী ॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবননন্দন ॥
শূন্যপাত্রে ব্যঞ্জন কেমনে দিবে পাতে।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে ॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়া হনুকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে ব'সে থাকে ॥
এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার ॥
সীতা বলে, আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি ॥
দুষ্টে সৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে ॥
বুঝিতে না পারি আমি এই কোন জন।
স্বর্ণথাল ফেলি কৈল হস্ত-প্রক্ষালন ॥
ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিলা সত্বর।
বানর-রূপেতে অবতীর্ণ গঙ্গাধর ॥
কপিরূপে ব'সেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি ॥
ঊর্দ্ধমুখে অন্ন-বিনা নাহি পূরে উদর।
এতেক ভাবিয়া সীতা চলিল সত্বর ॥
গে পনেতে গিয়া মাতা হনূর পশ্চাতে।
নমঃ শিবায় বলি অন্ন দিলেন মাথে ॥
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনুমান করিলা ভোজন ॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনূমান বলে, মাতা, পরিপূর্ণ হৈল ॥



আচমন কৈল গিয়া পবনকুমার।
সীতার চরণে হনূ কৈল পরিহার ॥
আমি কি জানিব মাতা, তোমার মহিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাহি জানে সীমা ॥
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
বিষ্ণুর প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত-মন।
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন ॥
রাক্ষস-বানরে রাম দিলেন মেলানি।
গাহিয়া রামের গুণ চলিল তখনি ॥
লতা-পাতা খেত কপি পরিত কাছটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটী ॥
কেমনে রামের সব গুণ পাসরিব।
আর কবে শ্রীরামের চরণ হেরিব ॥
এইরূপ সর্ব্বত্র করিয়া সুবিহিত।
চারিভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত ॥
করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠ-সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥
রামরাজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসা।
যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা ॥
রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা ॥
'রামরাজ্য' বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥
পাত্রমিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথেরে তবে দিলেন মেলানি ॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
কুবেরে জিনিয়া তোমা দিলেন রাবণ ॥
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
কুবেরে জানাও গিয়া এই পরিহার ॥
চলিল সে রথখান শ্রীরাম-আদেশে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত-কৈলাসে ॥
কুবের বলেন, রথ কে দিল বিদায়।
রাবণ লইল তোমা জিনিয়া আমায় ॥
শুন বলি রথ তোমা নিল লঙ্কেশ্বর।
করিল কুকর্ম্ম কত তোমার উপর ॥
রবে রাম একাদশ সহস্র বৎসর।
রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর ॥
শ্রীরাম করিবে যবে বৈকুণ্ঠে গমন।
ফিরিয়া আমার কাছে আসিও তখন ॥
রথখান চলিল সে কুবের-আদেশে;
আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥
রথ বলে, রঘুনাথ, কর অবধান।
কিছুকাল চরণ-নিকটে দেহ স্থান ॥
রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়।
সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামের দরশন পায় ॥
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে।
প্রজালোক পাসরিল সদা দরশনে ॥
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত ॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥



লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত



উত্তরকাণ্ড

উত্তরকাণ্ডের কাহিনী মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। এক অংশকে বলা যায় পৌরাণিক পূর্বকথার বিবরণ, অন্য অংশটি রাম কথার উপসংহার।

রামচন্দ্র অভিষিক্ত হয়েছেন অযোধ্যার রাজধানীতে। তাঁকে দেখতে আসছেন ভারতের নানাপ্রান্ত থেকে মুণিঋষিরা। এঁদের ভেতরেই আছেন দাক্ষিণাত্যের আর্যঋষি অগস্ত্য। তিনি ঐ অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস জানেন। রামচন্দ্রের অতুলকীর্তি রাবণবধের প্রসংগে এসে পড়ে সেই রাবণ ও রাক্ষসবংশের ইতিকথা।

রাবণ বিশ্রবামুনিদের দানব ত্রাস। সে যেমন শক্তিমান, দুর্ধর্ষ, পরশ্রীকাতর, তেমনি পরস্ত্রীলোলুপ। সে ইতিহাস যেমন ভয়াবহ তেমনি রোমহর্ষক। রাবণের জিগীষা ও লালসার ব্যাপকতা ও কদর্যতা অগস্ত্যের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

অযোধ্যায় রামচন্দ্রের শাসন-প্রণালীর কথাও বর্ণিত হয়েছে এই অংশে। সে শাসন প্রণালীর প্রথম কথা প্রজানুরঞ্জন। কিন্তু রাজার এ আদর্শ নয় সহজ নয়। প্রজাকুল বড় আশ্চর্য চিত্ত। এই রামগান করতে করতেই তারা রামছিদ্রান্বেষণে মেতে ওঠে এবং সীতার অপবাদে মেতে ওঠে। রাক্ষসকুলতিলক রাবণ যাকে জোর করে অপহরণ করেছে, নিজ আবাসে রেখেছে দশ-মাসেরও বেশি কাল, তার সতীত্বের সাক্ষ্য কী? এমন স্ত্রীকে রাজা বলেই রামচন্দ্র গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সেটা তো সকলে পারে না। রামচন্দ্র না হয় স্ত্রীর প্রতি বিশেষ করুণা পরবশ হতে পারেন। রাজার সব সাজে।

এ সব কথার সত্যতা যাচাই করতে রামচন্দ্র সভায় কথা তুললেন। ভদ্র নামে এক পারিষদ দুর্মুখ এসব কথা শোনাল রামচন্দ্রকে। একদিন স্নান করতে গিয়ে দুই রজকের মধ্যে নিজেকে নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করতে শুনলেন রামচন্দ্র। এই অর্থহীন অপবাদ কিভাবে দূর করবেন তিনি?

অবশেষে স্থির হ'ল সীতা নির্বাসন। কোথায় কিভাবে নির্বাসন দেওয়া হবে? ইতঃমধ্যে জানা গেছে সীতাদেবী সন্তান সম্ভবা। রামচন্দ্র এ দুঃসংবাদ সীতাদেবীকে মৌখিক জানালেন না। লক্ষ্মণকে সংগে দিয়ে সীতাকে পাঠান হ'ল বাল্মীকিমুণির তপোবন দেখতে। সানন্দে রথে আরোহণ করলেন সীতা। কিন্তু সংগী রামচন্দ্র কে?

শুধু লক্ষ্মণ কেন? চারিদিকে এত দুর্লক্ষণ কেন? সীতা আর তপোবনে যেতে চান না - ফিরে যাবেন অযোধ্যায়। তখন লক্ষ্মণ জানালেন চরম সত্যটি। সীতাদেবীর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ। তিনি নির্বাসিতা।

বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ। নয়ন অবরুদ্ধ করে সুমন্ত্রের রথে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন লক্ষ্মণ। কিন্তু সীতাদেবী কি করবেন বিজন অরণ্যে? তাই বা কি করে সম্ভব? তিনি যে বহন করছেন সূর্যবংশের আগামীদিনের অধিকারীকে! তবে?

এমন সময় বাল্মীকিমুণির সংগে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। বাল্মীকি সস্নেহে সীতাকে নিয়ে যান আশ্রমে। সেখানেই সীতার যমজ-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বাল্মীকি তাঁদের নামকরণ করেন লব আর কুশ। মুণি নিজে তাঁদের সর্ববিদ্যা পারদর্শী করে তোলেন। অধিকন্তু তাঁদের শেখান রামায়ণ গাইতে। পুত্রদের দিকে তাকিয়ে সীতাদেবী এই নির্বাসনেও আনন্দ পান।

ওদিকে সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আত্মনিগ্রহে কাতর হন রামচন্দ্র। রাজার পুনর্দার-গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। তাঁর পিতারই তিন স্ত্রী ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র বহু অনুরোধেও আর বিবাহে রাজী হন না। তিনি বিশ্বকর্মাকে আদেশ দেন স্বর্ণসীতা তৈরি করতে।

অপূর্ব সে কারুশিল্প। আসল-নকলে ভেদ করা যায় না। এখুনি বুঝি পা বাড়াবে সে মূর্তি! রামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হয়ে 'সীতা সীতা' করে চিৎকার করে ওঠেন।

মানসিক স্থৈর্য পেতে রামচন্দ্র ঘুরে বেড়ান তীর্থে তীর্থে। কিন্তু মন তো মানে না! বশিষ্ট ঋষি তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উপদেশ দেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু হ'ল। যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অশ্বরক্ষক হয়ে ফেরেন শত্রুঘ্ন। রাজ্যের পর রাজ্য পার হয় ঘোড়া। রাজারা এসে রামচন্দ্রকে নতি জানিয়ে যান। সংবাদ যায় অযোধ্যায়। সব শুভ। কিন্তু হঠাৎই একদিন দুই কিশোর ধরে বসল যজ্ঞ-অশ্ব। শত্রুঘ্ন বোঝালেন। অবশেষে যুদ্ধ। কিন্তু কি দুর্বিপাক। পরাজয় ঘটল শত্রুঘ্নের। এলেন ভরত। তাঁরও পরাজয় ঘটল। লক্ষ্মণ এলেন, অবশেষে কপি-সেনা নিয়ে এলেন রামচন্দ্র। তাঁদেরও পরাজয় ও পতন ঘটল সেই দুই কিশোরের হাতে। জাম্বুবান আর হনুমান হ'ল বন্দী।

বন্দীদের টেনে এনে কুটিরে ঢোকাতে পারল না কিশোররা। বাইরে ফেলে রেখে ছুটে গিয়ে মাকে জানায় সব সংবাদ। মা ছুটে আসেন বাইরে। বন্দীদের দেখে আতংকে চিৎকার করে ওঠেন। তবে কি তোমরা পিতৃ হত্যা করেছ! এরা যে তোমাদের ভাই জাম্বুবান আর হনুমান। আর ঐ রাজপুত্রেরা তোমাদেরই পিতা ও পিতৃব্য!

কিশোর লব-কুশ আর তাদের মা সীতাদেবী একত্রে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হন। ছুটে আসেন বাল্মীকি। তিনি তাঁদের নিবৃত্ত করেন। পুনর্জীবিত করেন সভ্রাতা সসৈন্য রামচন্দ্রকে। সীতার অনুরোধে রামচন্দ্রকে লব-কুশের পরিচয় জানান না বাল্মীকি। শুধু যজ্ঞ অশ্ব নিয়ে ফিরে যান তাঁরা।

মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। সেখানে লব-কুশের কণ্ঠে রামায়ণ গান শুনে বিমুগ্ধ হ'ন সকলে। কিন্তু রাম-সদৃশ কারা ঐ দুই কিশোর? বাল্মীকি অবশেষে তাদের পরিচয় ব্যক্ত করেন। রামচন্দ্র বুকে জড়িয়ে ধরেন তাদের।

সীতাদেবীকে ফিরিয়ে আনা হয় অযোধ্যায়।
কিন্তু লোকাপবাদের অবসান হবে কিসে?
আবার অগ্নিপরীক্ষা!

আয়োজন সম্পূর্ণ। উঠে দাঁড়ান সীতাদেবী। বলেন, বার বার অগ্নিপরীক্ষা! এ অপমান তো আর সহ্য হয় না। মা বসুমতী, এবার তোমার কন্যাকে বক্ষে ধারণ কর।

দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় পৃথিবী। সীতা তার ভেতরে নেমে যান। মাটি আবার জুড়ে যায়। রামচন্দ্র বুকফাটা আর্তনাদে লুটিয়ে পড়েন।

* * *

বৃদ্ধ হয়েছেন রামচন্দ্র। পুত্রেরা অভিষিক্ত হয়েছে। এ সময় আর এক প্রতিজ্ঞা রাখতে লক্ষ্মণকেও নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হন রামচন্দ্র। লক্ষ্মণ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। রামচন্দ্র শোকে মূহ্যমান হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন সরযুর জলে। ভরত-শত্রুঘ্নও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

রামকথা শেষ হ'ল।

কেকী গ্রীবাভনীলং সুরবর বিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং ।
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসীজনয়নং সর্ব্বদা সুপ্রসন্নম্ ॥
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং ।
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্ ॥
কোশলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কমলৌবিধিমহেশ বন্দিতৌ ।
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য হৃদয়ালিসঙ্গিনৌ
কুন্দেন্দুদরগৌর সুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিদম্ ।
কারুণিক কলকঞ্জ লোচনং নৌমি শঙ্করমনঙ্গমোচনম্

● শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন ●

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-দিব্য-শার্ঙ্গধারী ॥
নীলপদ্ম সমান শ্যামল কলেবর ।
পীতাম্বর সতড়িত যেন জলধর ॥
বনমালা গলে দোলে আর হেমহার ।
কপালে লম্বিত মণি, শোভা কত তার ॥
মকর-কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে ।
তাহার উজ্জ্বল আভা লেগেছে কপালে ॥
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর ।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃ অতি মনোহর ।
গগন-উপরে যেন শোভে শশধর ॥
চরণে নূপুর বাজে, রুণু রুণু শুনি ।
নীলপদ্ম-কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী বন্ধুজন ।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ ॥
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি ।
বিভীষণ হনূমান সুগ্রীব সংহতি ॥

কি কব রামের গুণ, কহিতে অপার ।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর ॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা ।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা ॥
হেন রামে দেখি সবে আনন্দিত-চিত ।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন ।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন ॥
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ ।
সনক ও সনাতন বাল্মীকি নারদ ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ ।
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন ॥
গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ ।
বিষ্ণুরূপী শ্রীরামে দেখিল মুনিগণ ॥
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা ।
সেইরূপ শ্রীরামে দেখিল সর্ব্বজনা ॥
বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাম দশরথ-ঘরে ।
জন্মিলেন রাবণ বধার্থ এ সংসারে ॥



সেইরূপ সকলে দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু-অবতার রাম, জানে সব মুনি॥
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম।
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য জল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥
মুনিগণ বলে, রাম সকল কুশল।
আপনার কুশল অগ্রে তুমি বল॥
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি॥
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষস মায়ায় রাম কোন্ জন তরে॥
ইন্দ্রজিৎ দুর্জ্জয় সে ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয় শরীর॥
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই ভীষণ।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন॥
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
দেবগণে কৈলে ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥
মারিলে এ সব বীর, তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিল, তাহারে বাখানি॥
মায়াধারী ইন্দ্রজিৎ যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে॥
ইন্দ্রে বান্ধি ল'য়েছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেন মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে॥
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর।
শুনিয়া এ সব কথা বিস্মিত অন্তর॥
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত॥

শ্রীরাম বলেন, রাক্ষসের কি বিক্রম।
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম-ইন্দ্রে জিনে॥
রাবণ-ভ্রাতার ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর॥
কাটিলে না মরে সে, না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণে এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান॥
দশ মুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের সকল জানেন ইতিহাস॥
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহা শুনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
গাহিল উত্তরকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥



লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাস বৃত্তান্ত

মহামুনি অগস্ত্য সে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত-সকল-মুনি জানে॥
রাক্ষসের কথা কহে সে অগস্ত্য মুনি।
সভাখণ্ড সহ শুনিছেন রঘুমণি॥
অগস্ত্য বলেন রাম, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে॥
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, নিবেদি চরণে।
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে॥
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমন-সমান-পরাক্রম সর্ব্বজন॥
রাবণ কুম্ভকর্ণে আমি করেছি নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ॥



মুনি বলে, শুন রাম, নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥
ইন্দ্রে বান্ধি এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে ॥
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ-সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
রাম কন, কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ, রাবণ দুর্জ্জয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণ ছাড়ি ইন্দ্রজিতে বাখান ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই ॥
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেইজন।
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি, কি কহিলে তুমি।
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি ॥
সীতা সঙ্গে চৌদ্দবর্ষ ক'রেছে ভ্রমণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
কুটীরেতে বঞ্চিলাম সীতার সহিতে।
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটীরেতে ॥
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায়।
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয় ॥
মুনি বলে, সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ ॥
রাম বলে, শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি ॥
চলিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে ॥
সুমন্ত্র সারথি গিয়া নোয়াইল মাথা।
জোড়হাত করি বলে শ্রীরামের কথা ॥

সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ।
বন-দুঃখ বুঝি সুধাবেন নারায়ণ ॥
আগেতে লক্ষ্মণ, পিছে সুমন্ত্র সারথি।
প্রণাম করিল গিয়া যথা রঘুপতি ॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম, মোর দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে ॥
চৌদ্দবর্ষ একত্র ছিলাম তিন জন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ ॥
তুমি ফল আনিতে রাখিয়া মোরে ঘরে।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে ॥
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন-কুটীরেতে ছিলে।
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন রাজীবলোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন ॥
দুই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
ঋষ্যমূকে মা সীতার পাই আভরণ ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতা-আভরণ কি না, চিনহ লক্ষ্মণ ॥
আমি না চিনিনু প্রভু, হার কি কেয়ূর।
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ-নূপুর ॥
সত্য প্রভু, একত্র ছিলাম তিন জন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন ॥
চতুর্দ্দশবর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন রঘুনাথ, কহি তব স্থানে ॥
তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে ॥
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে ॥
কহি শুন নিদ্রাদেবী আমার উত্তর।
না এসো আমার কাছে এ চৌদ্দবৎসর ॥
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে।
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে ॥
ছত্রদণ্ড ধরি আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়নে ॥



তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।
তব বামে মা জানকী বৈসে সিংহাসনে ॥
আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলি ছত্র পড়িল তখন ॥
সেই কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত ॥
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে ॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু, তিন অংশ করিতে সকল ॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন।
আমারে কহিতে, ফল ধররে লক্ষ্মণ ॥
আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখন নাহি বল রঘুমণি ॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার ॥
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
হনূমানে আদেশিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন ॥
হনূমান গিয়া তবে দেখিল কাননে।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছে পূর্ণ তূণে ॥
দেখিয়া ফলের তূণ হনূমান বলে।
এই কোন্ কার্য্যহেতু আমারে পাঠালে ॥
ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে।
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার করে ॥
এত যদি হনূর হইল অহঙ্কার।
হইল ফলের তূণ লক্ষগুণ ভার ॥
নাড়িতে না পারে তূণ পবননন্দন।
সভামধ্যে উত্তরিল বিরস বদন ॥
হনূ বলে, প্রভু, আমি না পারি বুঝিতে।
না পারি নাড়িতে তূণ আমার শক্তিতে ॥
লক্ষ্মণের পানে চাহি রাজীবলোচন।
হাসিয়া বলেন, তূণ আনহ লক্ষ্মণ ॥

নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে।
আনিয়া রাখিল তূণ সবার সাক্ষাতে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন ॥
একে একে লক্ষ্মণ সে গণিল সকল।
কেবল না মিলিল সপ্তদিনের ফল ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সপ্তদিন ফল তুমি ক'রেছ ভক্ষণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন দেব নারায়ণ।
সপ্তদিন ফল কে ক'রেছে আহরণ ॥
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচারে।
বিশ্বামিত্র আশ্রমে ছিলাম অনাহারে ॥
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ।
ছয়-দিন কথা আর শুন নারায়ণ ॥
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ।
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্ জন ॥
ইন্দ্রজিৎ যে দিন বান্ধিল নাগপাশে।
অচৈতন্যে গেল দিন ফল না আইসে ॥
চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে ॥
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই।
মনে করে দেখ প্রভু ফল আনি নাই ॥
আর এক দিন প্রভু পড়ে কি না মনে।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী দুই জনে ॥
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবননন্দন।
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ ॥
শক্তিশেল যে দিন মারিল দশানন।
অধীর হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥
নিত্য আনিতাম ফল আমি যে গোঁসাই।
নফর পড়িল, ফল আনা হলো নাই ॥
সপ্তমদিনের কথা কি কহিব আর।
যে দিন রাবণ-বধ আনন্দ অপার ॥
আনন্দে উৎসবে সব হইল চঞ্চল।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল ॥



বিচার করিয়া দেখ জগৎ গোসাঁই ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি কিছু নাহি খাই ॥
তব মনে নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ ।
পূর্ব্ব কথা কেন প্রভু হ'লে বিস্মরণ ॥
বিশ্বামিত্র স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে ।
তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মোর মনে ॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি ।
একারণে চতুর্দ্দশবর্ষ উপবাসী ॥
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে ।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে ॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন ॥

• লক্ষ্মণ-ভোজন •

এইরূপে সবাকারে বিদায় করিয়া ।
অন্তঃপুরে গেলা রাম তিন ভায়ে লৈয়া ॥
রামের অন্দরে গিয়া চারি ভাই বসি ।
বনবাস-দুঃখ রাম কন হাসি-হাসি ॥
জনক-নন্দিনী বৈসে প্রভু-মুখ হেরি ।
আসিলা কৌশল্যাদেবী রাম অন্তঃপুরী ॥
কোথায় আমার বাছা কমল-লোচন ।
চাঁদ-মুখ হেরি তার, জুড়াক্ জীবন ॥
এই কথা বলি মাতা বসিলা আসনে ।
প্রণমিলা চারি ভাই মায়ের চরণে ॥
তখন জানকীদেবী বাহির হইয়া ।
প্রণাম করিলা আসি ক্ষিতি লোটাইয়া ॥
বিচিত্র আসন আনি আঙ্গিনাতে দিলা ।
চারি ভাই সীতা সঙ্গে কৌশল্যা বসিলা ॥
চাহিয়া রামের পানে কৌশল্যা জননী ।
কি কথা কহিলে বাপ রাম রঘুমণি ॥
রাম কন, চৌদ্দ-বর্ষ বনবাস-কথা ।
ভরত-শত্রুঘ্নে কহিতেছিলাম মাতা ॥

কৌশল্যা বলেন, বাছা, এ কথা না শুনি ।
শুনিলে বনের নাম কাটয়ে পরাণী ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, কর অবধান ।
ভক্ষণ-সামগ্রী যত করহ বিধান ॥
গা তোল জননি মোর, ত্যজ অন্য কথা ।
চৌদ্দ-বৎসরের অন্ন আজি দেহ মাতা ॥
শুনেছ কি লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞা-কাহিনী ।
অনাহারে চৌদ্দ-বর্ষ আছে গুণমণি ॥
ইন্দ্রজিৎ অতিকায় রাবণ-কোঙর ।
করিল কঠোর তপ, ব্রহ্মা দিল বর ॥
যেই বীর চৌদ্দ-বর্ষ নিদ্রা নাহি যাবে ।
অন্ন-জল ফল-মূল কিছুই না খাবে ॥
নিদ্রাত্যাগী, নারীমুখ যেবা না দেখিবে ।
তোমা দোঁহাকারে রণে সেই নিপাতিবে ॥
সে সব বিধান ভাই লক্ষ্মণ পূরিল ।
তেঁই সে দুরন্ত দোঁহে সমরে মারিল ॥
ফল-মূল খেয়ে আমি পোহাইনু নিশি ।
চৌদ্দ-বর্ষ লক্ষ্মণ সে আছে উপবাসী ॥
চমৎকৃতা কৌশল্যা সে শুনি রাম-কথা ।
লক্ষ্মণে করিলা কোলে চুম্বি তার মাথা ॥
তোমার এহেন গুণ বাছা রে লক্ষ্মণ ।
সাগরে কামনা করি পেয়েছি রতন ॥
চৌদ্দ-বর্ষ আছি আমি লোচন-বিহীন ।
পোহাইল কাল-রাত্রি, হৈল শুভদিন ॥
আজি মোর সুপ্রভাত, সফল জীবন ।
লক্ষ্মী করিবেন পাক অন্ন ও ব্যঞ্জন ॥
একথা কহিয়া মাতা চলিলা অন্দরে ।
রামের বচন গিয়া জানান সবারে ॥
শুনি যত রাণীগণ সানন্দ অন্তর ।
সবে মিলি আসিলেন রামের অন্দর ॥
সাত শত-উনপঞ্চাশ দশরথের রাণী ।
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য নানারঙ্গে আনি ॥
প্রজালোক আসে যত, সংখ্যা কিবা তার ।
অযোধ্যা-নগরে কেবা জানে ভাবে ভাব ॥



পাত্রমিত্র রড়ারড়ি কত দ্রব্য আনে।
পুঞ্জ-পুঞ্জ রাশি-রাশি ভূরি-ভূরি মানে ॥
রাণীগণ দিল নানা আয়োজন আনি।
লক্ষ্মী-বধূ রান্ধিবেন জনক-নন্দিনী ॥
বিশাখা রেবতী আর সীতার যত দাসী।
গন্ধ আমলকী আনি সীতার গায়ে ঘসি ॥
সুবর্ণ পাটালী আনি দূর কৈল মলি।
রূপবতী সীতাদেবী হাসিলা বিজলী ॥
দামিনী জিনিয়া হৈল সীতার সুবেশ।
সোনার চিরুণী দিয়া আঁচড়িল কেশ ॥
সীতাকুণ্ডে স্নান কৈলা সীতা ঠাকুরাণী।
পরিলা অমূল্য বস্ত্র, মূল্য নাহি-জানি ॥
করিবর-গতি জিনি সীতার গমন।
হিঙ্গুল-জড়িত যেন দু'খানি চরণ ॥
কৌশল্যা বলেন, শুন যত রাণীগণ।
লক্ষ্মী-বধূ সীতা মোর করিবে রন্ধন ॥
শাশুড়ীর পদে সীতা প্রণাম করিয়া।
রন্ধনের হেতু শীঘ্র বসিলেন গিয়া ॥
বসিলেন বিধুমুখী রসুই-শালেতে।
শাক-সূপ-আদি যত লাগিলা রাঁধিতে ॥
তখন শ্রীরামচন্দ্র ভরতেরে কন।
পাত্র-মিত্র পুরজনে কর নিমন্ত্রণ ॥
চৌদ্দ-বর্ষ আছে মোর ভাই অনাহারে।
প্রথম ভোজন ভাই, করাও বিপ্রেরে ॥
অযোধ্যায় বাস করে যতেক ব্রাহ্মণ।
সবাকার বাসে বাসে দেহ আয়োজন ॥
দেব-দ্বিজে সন্তুষ্ট করহ আগে ভাই।
পশ্চাতে ভোজন মোরা করিব সবাই ॥
আজ্ঞামাত্র ভরত চলিলা দ্রুতগতি।
বিলাইল বহু ধন ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
ঘরে ঘরে বিস্তর সামগ্রী আনি দিল।
রাম নারায়ণ জানি সবাই লইল ॥
ধ্যানে জানে মুনিগণ রামনারায়ণ।
এ হেতু সামগ্রী সব করিলা গ্রহণ ॥
অপর যতেক ছিল ক্ষত্রী আদি করি।
সবাকারে নিমন্ত্রণ দিল ত্বরাত্বরি ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ আদি ক'রে।
সবাই গমন কৈলা রামের মন্দিরে ॥
কটাক্ষে রাঁধেন লক্ষ্মী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ভাজা-তোলা-আদি যত না যায় গণন ॥
পিষ্টক-পায়স রান্ধি সমাপন কৈলা।
রন্ধন প্রস্তুত বলি রামে জানাইলা ॥
রাম কন, ভরত, ডাকহ সর্ব্বজনে।
স্নান করি পঙ্‌ক্তি-ক্রমে বসাও অঙ্গনে ॥
ভরত ভাষেণ রামে যুড়ি দুই হাত।
আসিতে অপেক্ষা মাত্র প্রভু রঘুনাথ ॥
করিলেন আজ্ঞা রাম তবে বসিবারে।
ভবনে থাকিয়া ব্রহ্মা জানিলা অন্তরে ॥
মনে চিন্তি শিব-প্রতি কন প্রজাপতি।
রসুই করেন সীতা, শুন পশুপতি ॥
তোমায় আমায় চল প্রসাদ পাইব।
লক্ষ্মীর রসুই অন্ন পূর্ণ করি খাব ॥
ইহা শুনি মহেশ্বর সানন্দ হইলা।
প্রেমভাব দেখি ব্রহ্মা শিবে কোল দিলা ॥
এক যুক্তি করি দোঁহে করিলা গমন।
মুহূর্ত্তেকে অযোধ্যায় আইলা দুইজন ॥
ছল করি দুই দেব হইলা ব্রাহ্মণ।
মহল-নিকটে গিয়া দিলা দরশন ॥
মহল নিকটে এক রম্য-স্থান ছিল।
তাহার নিকটে গিয়া দু'-জনে বসিল ॥
এখানে সকল লোক বৈসে সারি সারি।
রাক্ষস বানর বৈসে চণ্ডালাদি করি ॥
দেখ ভাই, শ্রীরামের লীলা অসম্ভব।
রাক্ষসে না করে শঙ্কা দেখিয়া মানব ॥
হাসি হাসি হনূমানে বলেন শ্রীরাম।
দ্বারী হ'য়ে দ্বার রাখ বাপু হনূমান ॥
পশ্চাতে প্রসাদ পাবে ভোজনান্তে মোর।
সরম ভরম হনূ সব বাছা তোর ॥



যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বারে রহে হনুমান।
অহো ভাগ্য, প্রসাদ দিলেন প্রভু রাম॥
অন্তর্য্যামী রামচন্দ্র জানেন সকল।
শিব ব্রহ্মা দুইজনে আইলা মহীতল॥
আপনি অনন্তদেব সুমিত্রা-নন্দন।
ব্রহ্মা শিব বসি দ্বারে, জানিলা তখন॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে রাম প্রতি কন।
অতিথি থাকিতে মোর না হবে ভোজন॥
অপূর্ব্ব অতিথি যদি পার আনিবারে।
তবে ত খাইব অন্ন, কহিনু তোমারে॥
তখন ডাকিলা রাম পবনের সুতে।
অপূর্ব্ব অতিথি এক আনহ ত্বরিতে॥
বিনা তিথি লক্ষ্মণের ভোজন না হয়।
ত্বরায় আনহ বাপু পবন-তনয়॥
এত শুনি হনুমান করিল গমন।
চৌতারায় আসি দেখে দুইটি ব্রাহ্মণ॥
হনুমান বলে, কেবা তোমা দুইজন।
ব্রহ্মা বলিলেন, মোরা অতিথি ব্রাহ্মণ॥
হনূ বলে, একজন চল মোর সাথে।
ভোজন করিবা গিয়া রামের অতিথে॥
বিপ্র বলে, হনুমান, একা নাহি যাব।
দু'-জনে যাইয়া মোরা প্রসাদ পাইব॥
হনূ বলে, আজ্ঞা নাহি যেতে দুইজনে।
একজন চল গিয়া জানাব শ্রীরামে॥
শ্রীরাম কহিলে পুনঃ অন্যজন যাবে।
আজ্ঞা ল'য়ে আসি আমি ল'য়ে যাব তবে॥
এত বলি হনুমান ধরে দ্বিজ-হাতে।
উঠ উঠ দ্বিজবর, ডাকে বিধিমতে॥
শিব-হস্ত ধরি টানে পবন-কোঙর।
উঠাতে না পারে হনূ, কাঁপে থর থর॥
ক্রোধ করি হনুমান ধরিলা ব্রাহ্মণে।
টানাটানি হুড়াহুড়ি করে দুইজনে॥
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করে দুই বীর।
শেষে দু'জনের ধূলি-ভূষিত শরীর॥
ব্রহ্মা কন, হনুমান, দ্বন্দ্ব কর কেনে।
দুইজনে যাব মোরা জানাও শ্রীরামে॥
একজনে ল'য়ে যেতে নারিবে নিশ্চয়।
শ্রীরামে জানাও গিয়া এই সমুদয়॥
বলিলে যাইব, নহে ফিরে যাব ঘরে।
এত শুনি হনুমান চলে ধীরে ধীরে॥
ব্রাহ্মণের বিবরণ রাঘবে কহিলা।
শুনিয়া হনুর সঙ্গে হরি গা তুলিলা॥
ব্রাহ্মণেরা যথা রন, তথা গেল রাম।
বিপ্রপ্রিয় বিপ্রে দেখি করিলা প্রণাম॥
মনে মনে শিব ব্রহ্মা প্রণমিলা রামে।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে॥
রাম কন, দুইজন গা তোল সত্বরে।
আমার অতিথি হৈলা, চল মোর ঘরে॥
শুনিয়া রামের কথা উঠে দুইজন।
দুই বিপ্র ল'য়ে রাম করিলা গমন॥
হনুমান অনুমান করে মনে মনে।
বিষম দরিদ্র এই দ্বিজ দুইজনে॥
খাইবে সকল অন্ন অনুমানে পাই।
শেষকালে মোর ভাগ্যে দেখি অন্ন নাই॥
ব্রাহ্মণে লইয়া রাম স্নান করাইলা।
সুবর্ণের পিঁড়ি আনি দোঁহে বসাইলা॥
বসিল যতেক লোক যথাযোগ্য স্থানে।
বসিবার রোল উঠে ভেদিয়া গগনে॥
রসুই-শালায় রাম গিয়া দাণ্ডাইলা।
ভরত-শত্রুঘ্ন ভায়ে কহিতে লাগিলা॥
দুই-ভায়ে অন্ন দেহ, কহিলেন হরি।
জানকী কহেন রামে জোড়হাত করি॥
অনুমতি দেহ যদি অনাথ-বান্ধব।
সবাকারে দিই আমি অন্ন-আদি সব॥
'ভাল ভাল' বলি রাম দিলা তাহে সায়।
সবে ল'য়ে ভোজনে বসিলা রঘুরায়॥
দুই দ্বিজে বসাইলা মহা-সমাদরে।
তিন-ভায়ে বসিলেন রামের গোচরে॥



অন্ন-থালা ল'য়ে হাতে আসিলেন সীতা।
আগে দুই দ্বিজে দেন জনক-দুহিতা॥
পরে দিলা রাম-আদি ভাই চারিজনে।
তখন অপরে অন্ন দেন ক্রমে-ক্রমে॥
ক্ষণমাত্রে সবাকারে অন্ন দিলা মাতা।
সবে কন মানুষ নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা॥
ব'সেছে অনেক লোক পাত্র-মিত্র-যতি।
বানর রাক্ষস বিভীষণ মহামতি॥
সবাকারে দেন অন্ন-শাক-সূপ-আদি।
শিব ব্রহ্মা বসিলেন লক্ষ্মণ অবধি॥
লক্ষ্মণে কহেন রাম, অন্ন খাও ভাই।
মোর দিব্য আছে, অন্ন ধ'রে রেখ নাই॥
লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলি পাতিলেন হাত।
প্রসাদান্ন তাহারে দিলেন রঘুনাথ॥
এ-চৌদ্দ-বৎসর পরে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রাম প্রসাদান্ন পেয়ে করিলা ভক্ষণ॥
জয় জয় প্রসাদ বলি সকলে বসিল।
আন আন, দাও দাও, এই শব্দ হৈল॥
প্রথমেতে শাক দিয়া আরম্ভে ভোজন।
তারপরে সূপ-আদি দিলেন তখন॥
ভাজা-ঝোল-আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে-ক্রমে সবাকারে কৈলা বিতরণ॥
শেষে অম্বলান্ত হ'লে ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
পরে দধি পরমান্ন পিষ্টকাদি যত॥
লক্ষ্মীর হাতের অন্ন সুধার সমান।
এ হেন অমৃত তাঁরা কভু নাহি খান॥
সবে কয়, এ আশ্চর্য্য কভু দেখি নাই।
একা সীতা সবাকারে অন্ন দিলা ভাই॥
এতজনে পরষিতে একা কেবা পারে।
কমলা কৃতার্থ কৈলা আমা-সবাকারে॥
রাম নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী চন্দ্রমুখী।
মোরা অতি ভাগ্যবান রাম-সীতা দেখি॥
শিব-ব্রহ্মা আপনাকে মেনেছেন ধন্য।
পবিত্র হইনু মোরা, বাঞ্ছা হৈল পূর্ণ॥

এরূপে ভোজন যেই সমাপ্ত হইল।
হেনকালে হনূমান তথায় আইল॥
হনূমানে কন রাম, বৈস মোর থালে।
রেখেছি প্রসাদ বাপু, খাও যথাকালে॥
'যে আজ্ঞা' বলিয়া হনূ পেতে দিল হাত।
'হাতে কেন' বলি জিজ্ঞাসিলা রঘুনাথ॥
হনূ কয়, অন্ন-প্রসাদ আছে প্রভু-পাতে।
করে দাও, খেয়ে হাত মুছিব মাথাতে॥
কাজ নাই সীতানাথ, কাঞ্চন থালাতে।
তোমার প্রসাদ-সুধা দেহ মোর হাতে॥
হনূর কথায় রাম কহিলেন হাসি।
যত খাবে, তত দিব, খাও তুমি বসি॥
জানকী দিবেন অন্ন, অভাব কিসের।
বসিয়া প্রসাদ খাও, পাবে বাপু, ঢের॥
হনূ কয়, খানকত পত্র আনি তবে।
সুবর্ণে ভোজন মোর কদাপি না হবে॥
এত বলি চলে হনূ হাতে ল'য়ে ছুরি।
কদলী-বাগানে বীর গেল শীঘ্র করি॥
ভাল ভাল পত্র লয় দীঘল-দীঘল।
শ-দুই আ'কুটের বোঝা বান্ধে মহাবল॥
পত্র-বোঝা হাতে করি হাসি হাসি এল।
পাকশালা-নিকটে উঠানে ব'সে গেল॥
সারি সারি সকল বিছাল আড়ে-আড়ে।
একেক আকুট মেলে, কাঠা যুড়ি পড়ে॥
একুনেতে বিঘা-পাঁচ যুড়ি গেল পাতে।
বলে, মাতা, অন্ন দেহ ঢালিয়া ইহাতে॥
পূর্ণ ক'রে পত্র পূরে অন্ন দেহ মাতা।
শুনি অল্প-অল্প হাসি গা তুলিলা সীতা॥
থালে থালে অন্ন সীতা বহিলা বিস্তর।
প্রফুল্ল হইয়া গেল হনূর অন্তর॥
দৃষ্টিমাত্র পূরে পত্র, অন্ন হৈল রাশি।
তাহা দেখি হনূমান মনে বড় খুসি॥
ভাজা-ঝোল-আদি যত ব্যঞ্জন আছিল।
চৌদিকে বেষ্টন করি সীতা-মাতা দিল॥



শ্রীরামে চাহিয়া তবে কহে হনূমান।
আজ্ঞা পেলে ভোজনে বসিব ভগবান॥
'বস বস' বলি রাম দিলেন সম্মতি।
লক্ষ্মণ ভরত তাহে দিলা অনুমতি॥
প্রসাদের থালা হনূ মাথে করি নিল।
অন্নরাশি-উপরেতে প্রসাদ ঢালিল॥
'জয় জয় প্রসাদ' বলি তুলি নিল হাতে।
গ্রাস-দুই খেয়ে ভাত হাত তুলে মাথে॥
গ্রাস-কত খাইতেই অন্ন ফুরাইল।
দেখি একদৃষ্টে সবে চাহিয়া রহিল॥
একরাশি অন্ন দেখ পর্ব্বতের প্রায়।
দণ্ডেকের মধ্যে হনূ সারা কৈল তায়॥
আনিয়া প্রচুর অন্ন পুনঃ দেন মাতা।
খাও বাছা হনূমান, কহিলেন সীতা॥
ডাকিয়া কহেন রাম হনূমানে চেয়ে।
লজ্জা ত্যজি খাও বাপু, উদর ভরিয়ে॥
হনূ কহে, হেন আজ্ঞা না কর গোসাঁই।
পূরিতে উদর মোর বহু অন্ন চাই॥
হেঁটমাথা হৈলা সীতা হেন বাক্য শুনি।
আন তবে জননি গো, অন্ন কতগুণি॥
আহ্লাদিতা হ'য়ে সীতা অন্ন দেন আনি।
হেঁটমাথে খায় হনূ রাম-বাক্য শুনি॥
পুনঃ পুনঃ দেন সীতা অন্ন ও ব্যঞ্জন।
যত দেন তত খায় পবন-নন্দন॥
পুনঃ পরষেন সীতা, কটি করে ব্যথা।
ভোজন সংবর হনূ, সীতার মনঃকথা॥
চিনি নবাত দধি দুগ্ধ ভুঞ্জে সুধাখণ্ডে।
ছলে ভাত দিলা সীতা হনূমান-মুণ্ডে॥
সীতা বলে, দধি দুগ্ধ খাও চিনি নবাত।
অন্ন না খাইও, মাথা ফুটি এল ভাত॥
সীতা বলে, হনূমান, মাথায় বুলাও হাত।
লজ্জিত হইল হনূ মাথায় দেখি ভাত॥
দেখিয়া মাথায় ভাত পবন-নন্দন।
ভোজন সংবরি বীর কৈল আচমন॥

আচমন করি সবে বসিয়া আসনে।
কর্পূর তাম্বুল নিল মুখের শোধনে॥
প্রসাদ পাইয়া মহানন্দ হৈলা হর।
প্রেমভরে সদাশিব হৈলা দিগম্বর॥
প্রসাদ পাইয়া ব্রহ্মা মনে আনন্দিত।
শিবের ডম্বুরে গায় রাম-নাম-গীত॥
সম্মুখে দেখেন রাম ব্রহ্মা-ত্রিলোচন।
দুই-হাতে আলিঙ্গিলা কমল-লোচন॥
ব্রহ্মা বলে, বিষ্ণু-প্রসাদ পরম পবিত্র।
দর্শন করিয়া রামে পূত হইল নেত্র॥
প্রেমভরে তিন ভাই কৈলা আলিঙ্গন।
বিদায় হইয়া গেলা ব্রহ্মা-ত্রিলোচন॥
বানর-রাক্ষস বাসে গেল সর্ব্বজন।
পাত্র-মিত্র-প্রজাগণ আপন-ভবন॥
লক্ষ্মণ-ভোজনে চৌদ্দ-ভুবনে উল্লাস।
লক্ষ্মণ-ভোজন বিরচিল কৃত্তিবাস॥

• [illegible] বিবাহ •

অগস্ত্যে জিজ্ঞাসে রাম কমললোচন।
কা'র তরে কৈল ব্রহ্মা লঙ্কার সৃজন॥
মুনি বলিলেন শুন পুরাণ উত্তর।
লঙ্কার সৃজন-হেতু শুন রঘুবর॥
সুমেরু পবনে বাদ অযুত বৎসর।
পবন লঙ্ঘিতে নারে সুমেরু শিখর॥
তিন শৃঙ্গে পর্ব্বত সে জুড়িল গগন।
সুমেরুতে চন্দ্র সূর্য্যের নাহিক গমন॥
সকল পর্ব্বত জিনি উভেতে প্রবীণ।
নিত্য নিত্য সূর্য্য যান করি প্রদক্ষিণ॥
হিমালয় নন্দিনী সে জন্মিলা পার্ব্বতী।
তাঁহাকে করিতে বিভা গেলা পশুপতি॥
শিব আরাধিয়া তপ কৈল তপোবনে।
শিব পার্ব্বতীর হৈল শুভ দরশনে॥



কাহার দুহিতা তুমি, কাহার বা নারী।
এ বিষম স্থানে তুমি কেন একেশ্বরী॥
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র আর মহিষ শূকর।
হেন স্থানে কেন তুমি এলে একেশ্বর॥
শঙ্করের কথা শুনি কন ততক্ষণ।
নিবেদন করি কথা, শুন দিয়া মন॥
হিমালয়-কন্যা আমি, শুন মহাশয়।
হর লাগি তপ করি, কারে মোর ভয়॥
হাসেন বচন শুনি দেব শূলপাণি।
মিলিল শঙ্কর-বর, শুনহ ভামিনি॥
অধিষ্ঠিত হ'য়ে বর নিজে দিলা হর।
শিব গেলা নিজ পুরে, দেবী এল ঘর॥
ব্রহ্মারে কহিলা শিব এসব উত্তর।
মোর কাজে যাহ তুমি হিমালয়-ঘর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু কুবের ও বরুণ পবন।
অষ্ট ঋষি চলে আর যত দেবগণ॥
একত্র হইয়া গেলা হিমালয়-ঘর।
বাহিরিলা হিমালয় হরিষ-অন্তর॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
জোড় হাতে দেবগণে পুছেন কুশল॥
বলেন, কি হেতু তোমা সবা-আগমন।
বড় ভাগ্য মানি আজি, সফল জীবন॥
ব্রহ্মারে বলেন গিরি এতেক উত্তর।
শুনিয়া হইলা ব্রহ্মা সানন্দ-অন্তর॥
ব্রহ্মা বলে শুন মোর কথার প্রবন্ধ।
মোর ভাই শিবে কর কন্যার সম্বন্ধ॥
বিলম্ব না কর, দেখ বেলা শুভক্ষণ।
অঙ্গীকারে তুষ্ট হোক্ যত দেবগণ॥
হিমালয় বলে, মোর জীবন সফল।
মহাদেবে কন্যা দিব বড়ই মঙ্গল॥
বিনয় বচনে গিরি করে পরিহার।
শিবে কন্যা দিব আমি, কৈনু অঙ্গীকার॥
রবি সোম কুজ আর বুধ বৃহস্পতি।
শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ-পতি॥
যবে গৌরী তপস্যা করিল তপোবনে।
ভবানী শঙ্কর বিভা জানে গ্রহগণে॥
শুভক্ষণে গ্রহগণ হৈয়া সমবায়।
কেহ বিঘ্ন না করিব গৌরীর বিভায়॥
এত বাক্য হিমালয় কৈলা দেবপাশে।
বর এলে বিভা দিব, লগ্ন তার কিসে॥
অঙ্গীকার কৈলা গিরি আপনার মুখে।
দেবগণ গেলা ঘর নিজ মনঃ সুখে॥
কন্যা দেখি দেবগণ কৈলা আগুসার।
ত্রিভুবনে হরিধ্বনি জয় জয়কার॥
সব কথা কহে গিয়া শঙ্করের ঠাঁই।
বিবাহের আয়োজন করহ শিবাই॥
কালি বিভা হবে তব, আজি অধিবাস।
শঙ্করের সম্বন্ধ যে গায় কৃত্তিবাস॥

• শিব বিবাহের অধিবাস দ্রব্য প্রেরণ •

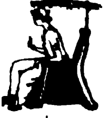
অধিবাস-দ্রব্য সব পাঠান শঙ্কর।
নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা যে নফর॥
অধিবাস-দ্রব্য দিলা কত শত ভার।
রসাল কাঁটাল গুড় নারিকেল আর॥
খদি দধি কলা দিলা পাট-পাটাম্বর।
লেখাজোখা নাই, দ্রব্য চলিল বিস্তর॥
অধিবাস-দ্রব্য পাঠান নারদেরে দিয়া।
সব দ্রব্য নিয়োজে ভীমারে আজ্ঞা দিয়া॥
হিমালয়-ঘরে নারদ যায় আগু হয়ে।
পাছে পাছে যায় ভীমা সব দ্রব্য লয়ে॥
আগু হ'য়ে গেলা নারদ হিমালয়-ঘর।
বাহিরিলা হিমালয় সানন্দ অন্তর॥
ভারীর সঙ্গেতে যায় শিবের নফর।
ভীমা পাছু পাছু যায় যত অনুচর॥
সন্দেশ কদলী দেখি আনন্দিত মন।
মুদ্রা ভাঙ্গি ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ॥



অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার।
খাইল কাঁঠাল আম্র সহস্রেক ভার॥
খাইতে খাইতে পথে যায় হর্ষ হৈয়া।
অৰ্দ্ধ-অৰ্দ্ধি খেয়ে হাণ্ডী পূরে বালি দিয়া॥
নদী বক্ষে দেখে যত নিরমল বালি।
শুখনা বালিতে সব পূরিল পাতিলী॥
শুখনা বালিতে সব পাতিল পূরিয়া।
ভার পাছু পাছু ভীমা আইলা ধাইয়া॥
নারদ বলেন, কেন দেরী এতক্ষণ।
ভীমা বলে, মাঠে পাই ঝড়-বরিষণ॥
বহু দুঃখ পেনু আমি ঝড়-বরিষণে।
পলাল আমারে এড়ি যত ভারিগণে॥
তপোবন মধ্যে আমি প্রবেশি ধাইয়া।
সব ভারী পলাইল ভার ফেলাইয়া॥
নারদ বলেন কার্য্যে নার উপেক্ষণ।
যাহাতে শিবের কার্য্য হয় সুশোভন॥
নারদ-বচনে গিরি-রাজে নাহি হেলা।
আঙ্গিনাতে টানাইল পাটের ছাঙ্‌লা॥
চাঁদোয়া টাঙ্গাল, তাহে মুকুতা ঝালর।
আঙ্গিনার থামে বান্ধা সোনার চাদর॥
মধ্যখানে ঘট তার করিল স্থাপন।
অধিবাস-দ্রব্য সব আনাল তখন॥
শুক্ল ধুতি শুক্ল পাটা অতি পরিপাটি।
হাতে কুশ বৈসে গিরি লয়ে তাম্র বাটি॥
হেমন্ত সঙ্কল্প করে বেলা শুভক্ষণ।
বেদধ্বনি করে তবে যত মুনিগণ॥
ততক্ষণে বাহিরিল গৌরী চন্দ্রমুখী।
দেবীকে দেখিয়া সব দেব হৈল সুখী॥
হাতে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার।
গন্ধ দিয়া কৈলা মুনি জয় জয়কার॥
মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলা কন্যামাথে।
মঙ্গল-বিহিত কর্ম্ম সূত্র বান্ধে হাতে॥
তবে শঙ্খ পরাইলা চারু রূপ দেখি।
কন্যাকে উঠাতে তবে এল সব সখী॥
মঙ্গলদ্রব্য লৈয়া আসে সখিগণ মিলি।
কন্যা-অধিবাস করে দিয়া হুলাহুলি॥
অধিবাস সাঙ্গ হৈল, সিদ্ধ সব কাজ।
হেমন্ত মেলানি মাগি চলে মুনিরাজ॥
এযোগণে মিষ্টি দিতে ভাঙ্গিল পাতিলী।
পাতিল-ভিতরে তবে দেখে সব বালি॥
হাঁড়ীর ভিতরে বালি সর্ব্বলোক হাসে।
পার্ব্বতীর অধিবাস গায় কৃত্তিবাসে॥

● বরাগমন ●

প্রভাত হইল, রাত্রি প্রত্যূষ বিহানে।
দেশে দেশে পাঠাইল কুটুম্ব জানানে॥
চারিদিকে গিরিগণে দিলা আমন্ত্রণ।
আনন্দিত দেবগণ এ তিন ভুবন॥
আজি যাবে কালি এস, না কর বিলম্ব।
চারি দিকে ধেয়ে আন সকল কুটুম্ব॥
সবাকে জানান স্নেহ গৃহ-ব্যবহার।
আমন্ত্রণ পেলে সবে হবে আগুসার॥
উদয় ও অস্তগিরি এল দুইজন।
নীল গিরি ময়ভঙ্গ এল নারায়ণ॥
আসিল অজয়-মুখ কলিঙ্গ কেশরী।
রুইদাস ধর্ম্মদাস মহীদাস গিরি॥
বিন্দু মেঘ এল আর কৈলাস শিখর।
শরাসন ও অঞ্জন পর্ব্বত শ্রীধর॥
বৰ্দ্ধমান কুমুদ্বান্ সে গন্ধমাদন।
ঋষ্যমূক-গিরি আর মলয় চন্দন॥
ত্রিকূট পর্ব্বত এল আর হেমকূট।
চন্দ্রকূট বজ্রকূট এল সূর্য্যকূট॥
ধবল ও গোবৰ্দ্ধন বরাহ বাসত।
বসন্ত শ্রীমন্ত এল মৈনাক-পর্ব্বত॥
ত্রিভুবনের গিরিগণ হৈল আগুসার।
পর্ব্বত চলিতে হৈল সংসার আঁধার॥



আইল পর্ব্বত সব পরম হরিষে।
বুঝিয়া আপন কার্য্য সুমেরু না আসে ॥
নড়িলা মেনকা আর হেমন্ত নন্দন।
সুমেরুকে আনে গিয়া করিয়া যতন ॥
সুমেরু হেমন্ত পদে কৈল নমস্কার।
বসিতে আসন দিল, কৈল পুরস্কার ॥
মনোগামী গিরিগণ ধরি মুনিবেশ।
বিচিত্র নগরে ঘরে করিল প্রবেশ ॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
স্নান পান করি সবে হইল শীতল ॥
নাট্যগীত দেখি শুনি অতি কুতূহল।
কেহ বেদ পড়ে, কেহ পড়য়ে মঙ্গল ॥
নানা শুভ নাট্যগীত হিমালয়-ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥
গিরিরাজ-ঘরে বাজে যতেক বাজন।
হোথা মহারঙ্গে আছে যত দেবগণ ॥
গঙ্গারে আনিতে গেলা সুমন্তের ঘরে।
রন্ধন করিলে গঙ্গা, দেবে ভোজন করে ॥
গঙ্গারে লইয়া যাবে যতন করিয়া।
রন্ধন করিলে গঙ্গা রাখিহ আনিয়া ॥
দেবের বচন আমি নাহি করি আন।
গঙ্গাকে থাকিতে বেলা আন মোর স্থান ॥
এতেক শুনিয়া হর বলেন বচন।
রন্ধন করিলে গঙ্গা দেবের ভোজন ॥
রন্ধন ভোজনে বেলা হৈল অবসান।
করুণা-আধার হর গঙ্গা ল'য়ে যান ॥
সুমন্ত ক্রোধিত দেখি বেলা অবসান।
গঙ্গা ল'য়ে গেলা হর সুমন্তের স্থান ॥
গঙ্গা দেখি সুমন্ত রহেন কোপ মনে।
এতেক বিলম্ব তোর হৈল কি কারণে ॥
তোর রূপ দেখে যত দেবের সমাজ।
দেবের রান্ধুনী হৈতে না বাসিলি লাজ ॥
কিমতে দেবতাদের করিলি রন্ধন।
তোর রূপ যৌবন দেখিল দেবগণ ॥
কেহ বা দেখিল তোর সুন্দর বদন।
কেহ বা দেখিল তোর যুগল নয়ন ॥
অন্ন দিতে গেলি তুই যার যার পাশ।
সেই সব দেবে করে তোরে অভিলাষ ॥
অপবিত্রা তুই কেন এলি মোর স্থান।
স্বগৌরবে যাহ, নহে পাবি অপমান ॥
কোপে মুনি করিল সে গঙ্গারে বর্জ্জন।
হাসিয়া গঙ্গারে শিরে ধরে ত্রিলোচন ॥
মহাদেব-শিরে রহে গঙ্গা গোঁসাইনী।
গঙ্গারে ধরিয়া শিরে হাসে শূলপাণি ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি শোভে গঙ্গা শোভে শিরে।
গলাতে বাসুকী নাগ, ভালে শশধরে ॥
কখনো থাকেন গঙ্গা মহাদেব-শিরে।
কখনো বা ব্রহ্মা-কমণ্ডলুর ভিতরে ॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা সে আইলা মর্ত্ত্য লোকে।
গঙ্গার মহিমা লোক জানে দুঃখ শোকে ॥
যত কিছু পাপ লোক করে মহীতলে।
সর্ব্ব পাপ হরে স্নান কৈলে গঙ্গাজলে ॥
মহাদেব অধিবাস করায় দেবগণ।
ব্রহ্মার বচনে বৈসে দেব নারায়ণ ॥
প্রাতঃকালে দেবলোকে আমন্ত্রণ করি।
স্নান-সন্ধ্যা-নান্দীমুখ কৈলা ত্রিপুরারি ॥
স্নান করি প্রবেশিলা রন্ধনশালাতে।
দেবগণ এক ঠাঁই বৈসে ভোজনেতে ॥
মধুর অমৃত তুল্য গঙ্গার রন্ধন।
মহাসুখে দেবলোক করিলা ভোজন ॥
নানাছন্দে বাজে সেথা বিবিধ বাজন।
নানাবেশে নাচে তথা যত দেবগণ ॥
করেন শিবের বেশ নিজে নারায়ণ।
সুবর্ণ-কিরীট শিরে বাহুতে কঙ্কণ ॥
ললাটে শোভিত চন্দ্র শিরে সুরেশ্বরী।
বৃষপৃষ্ঠে চাপি তবে চলে ত্রিপুরারি ॥
রাজহংস রথে চাপি চলে প্রজাপতি।
ঐরাবতে চাপিয়া চলিলা সুরপতি ॥



মকরে বরুণ চড়ে, মহিষে শমন।
ছাগলে চড়েন অগ্নি হরিণে পবন ॥
গরুড়ে চড়িয়া চলে নিজে নারায়ণ।
যে যার বাহনে চড়ি চলে দেবগণ ॥
সন্ন্যাসী তপস্বী তাঁরা সিদ্ধ যোগবলে।
ব্রহ্মচারী নিরাহারী চলিলা সকলে ॥
সর্ব্বাগ্রে নারদ যান কলহ লইয়া।
কন্দলি ধোকড়ি সাত কাঁখেতে করিয়া ॥
নারদে দেখিয়া হরষিত হিমাচল।
হরিষ বদনে পুছে তাঁহার কুশল ॥
আগু আসে নারদের কন্দলি ধোকড়ি।
যথা আছে শঙ্করের শ্বশুর শ্বাশুড়ি ॥
দেখিয়া তোমার কন্যা লাগে বড় ব্যথা।
সাবধান হ'য়ে শুন জামাতার কথা ॥
ঘরে ভাত নাহি তার, চালে নাহি খড়।
শুইতে নাহিক শয্যা, পরিতে কাপড় ॥
অমঙ্গল চিতাভস্ম লেপে সর্ব্ব গায়।
গলেতে হাড়ের মালা, [illegible] ॥
ত্রিনয়নে অগ্নি জ্বলে শিরে শোভে গাঙ্গ।
উলঙ্গ উন্মত্ত, খায় ধুতুরা ও ভাঙ্গ ॥
ঘরের নফর নন্দী, কাল ভীমা ভায়া।
ঘরে ঘরে ঘুরে তারা ভাতের লাগিয়া ॥
ঘরে ঘরে মাগি কেবা আনয়ে তণ্ডুল।
রন্ধনের কালে সব হয়ত আকুল ॥
বলদে রাখিয়া ঘরে যবে ভীমা আসে।
অর্দ্ধেক তণ্ডুল সেই নিজে খেয়ে বসে ॥
এত শুনি মেনকা স্বামীকে পাড়ে গালি।
কোপে গিরিরাজ ধরে মেনকার চুলি ॥
সাত পাঁচ দশ বিশ করে মারামারি।
কেবা কারে মারে, নারদ দেয় টিট্‌কারী ॥
নারদ বলেন, কেন কর মারামারি।
এ তিন ভুবনে রাজা দেব ত্রিপুরারি ॥
কোন্‌-জনা বুঝে বল মহাদেব-কাজ।
মহাধনী মহাদেব দেবের সমাজ ॥

কন্দলি ঘুচায়ে নারদ গেলা দেব-পাশ।
রচিলা উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



● হর-গৌরীর বিবাহ বন্ধন ●

সমস্ত দেবতা গেলা হিমালয়-ঘর।
বাহিরিলা গিরিরাজ দেখিয়া অমর ॥
বড় বেড়ি রহিলা যতেক দেবগণ।
বসিতে আসন দিল করিয়া বরণ ॥
দধি দুগ্ধ গঙ্গাজল অগুরু চন্দন।
গুয়া নারিকেল দিল উত্তম বসন ॥
বরের বরণ কৈল বেলা শুভক্ষণে।
চারিদিকে বেদধ্বনি শুনি ঘনে-ঘনে ॥
বরেরে বরিয়া হিমালয় গেলা ঘর।
আইলা কন্যার মাতা দেখিবারে বর ॥
বরপাশে গেলা সে মঙ্গল সজ্জা লৈয়া।
মোহিত হইলা রাণী বরেরে দেখিয়া ॥
পায়ে দধি দিল আর শিরে দূর্ব্বা ধান।
মাথায় নিছিয়া ফেলে শত শত পান ॥
দুই চক্ষু ঢাকে রাণী হেঁটমাথা করি।
তখন নারদ-মুনি দিলা টিট্‌কারী ॥
লাজে পলায় গিরির ঝিয়ারী বৌয়ারি।
হুড়াহুড়ি করি যায় হাতে করি ঝারি ॥
এতেক দেখিয়া তবে কোপে নারায়ণ।
ঝাট কন্যা আন বহি যায় শুভক্ষণ ॥
করেন বরের বেশ যত দেবগণ।
আপনার মুর্ত্তি ধরে দেব ত্রিলোচন ॥
ত্রিভুবন মোহিলেন দেব-ত্রিপুরারি।
পার্ব্বতীর বেশ করে দেবতার নারী ॥
ত্রিভুবন মোহিলেন, রূপে বিদ্যাধরী।
রূপে আলোকিত কৈল সকল নগরী ॥
বদন তাঁহার জিনি পূর্ণ-চন্দ্রকলা।
পার্ব্বতী বাহির হৈলা হাতে পুষ্পমালা ॥

৬৬



জটাতে লুকাল দেবী গঙ্গা গোসাইনী।
মুকুট উপর শোভে কাল ভুজঙ্গিনী॥
ললাটেতে শোভে চন্দ্র ভস্ম সর্ব্ব গায়।
হৃদয়েতে হাড়মালা নাগিনী ফোঁপায়॥
ত্রাসে লুকাইল সাপ, নিভিল আগুনি।
হরের নিকটে গেলা আপনি ভবানী॥
শিরে পারিজাত মালা মধু-পিয়ে অলি।
বিশ্বকর্ম্মা যোগাইল অশোকের ডালি॥
সপ্ত সাগরের জল যোগাইল আনি।
শুভক্ষণে হৈল হরগৌরীর মিলনি॥
দুন্দুভির বাদ্য বাজে মধু তাল শুনি।
সুবেশে নাচয়ে তথা ইন্দ্রের নাচুনি॥
কন্যা লুকাইল গিয়া অন্ধকার ঘরে।
কন্যারে আনিতে হর দাঁড়াল দুয়ারে॥
ডানি হাতে করে দেবী কঙ্কণের ধ্বনি।
হাতে ধরি কন্যা আনে দেবশূলপাণি॥
কন্যা ল'য়ে বৈসে হর মণ্ডপেতে আসি।
চারিদিকে বেড়িল সকল দেব ঋষি॥
চারিদিকে বৈসে দেব ছাড়িয়া বিমান।
নানাদান দিয়া গিরি কৈল কন্যা দান॥
মুনি সব বেদ পড়ে প্রফুল্ল বদন।
গন্ধপুষ্প অর্ঘ্য দিল আর যে কাঞ্চন॥
মন্ত্র পড়ি করে গিরি কন্যা সমর্পণ।
সর্ব্বকাল ক'রো কন্যা-রক্ষণ-পোষণ॥
জোড় হাতে বলি শুন যত দেবগণ।
আমার কন্যায় রক্ষা ক'রো সর্ব্বক্ষণ॥
এ বোল শুনিয়া হাসে ব্রহ্মা-নারায়ণ।
তব ঝিকে বল সবে করিতে পালন॥
কুশণ্ডিকা লাজ হোম কৈল সাবধানে॥
নানাদান করে সব দেববিদ্যমানে॥
শ্বশুরশাশুড়ী দোঁহে করি অনুমান।
বিবিধ পকান্ন দিল আর গুয়াপান॥
নানারঙ্গে দেখে লোক নৃত্য আর গীত।
গাইল উত্তরকাণ্ড ফুলিয়া-পণ্ডিত॥

• ভীমার ভোজন •

মহাদেবী বলে, রাজা, তুমি আগে যাহ।
ঝি-জামাতা ভোখে মরে ভোজন করাহ॥
জামাতা লজ্জিত হয় শাশুড়ী দেখিয়া।
একবারে দেহ ভাত-ব্যঞ্জন আনিয়া॥
স্বর্ণথাল ঘুচাহ পরস-পাত পাত।
পায়স-পিষ্টকসহ তাহে দেহ ভাত॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিহ হেলা।
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্ত্তমান কলা॥
জল লয়ে দুই জনে কৈল পঞ্চগ্রাসী।
হরের নিকটে তবে বৈসে দেব-ঋষি॥
ভোজন করেন দেবঋষি ত্রিপুরারি।
হরের নিকটে বসিলেন দেবী গৌরী॥
হেঁটে দেয় গোময় উপরে আল্পনা।
দুই পাশে করিল সে সূতার মেলনা॥
কতেক ভোজন কৈলা দেব ত্রিলোচন।
নারদ বলে, ছোঁয়া গেছো, না কর ভোজন॥
আল্পনা দেখায়ে ভীমা দিল নখরেখ।
সূতাগাছ দেখায়ে বলে, দেখ পরতেখ।
দেব-দেবী ছোঁয়া পড়ি কৈলা আচমন।
পাতে যাহা ছিল ভীমা করিল ভোজন॥
একস্থান হৈল দোঁহে করি আচমন।
মহাসুখে ভীমা তবে করিল ভোজন॥
সব ভাত খেয়ে ভীমা পেটে দেয় হাত।
হাসি ভীমা বলে আন পিঠা আর ভাত॥
রাণী বলে, তোর পেটে লাগিল আগুনি।
ভীমার পাতে আনি দিল হাঁড়ির ফেলানি॥
পোড়াভাত দিল, আর দিল খুদকুঁড়া।
কেহ আসি ভীমাকে মারে ঝাঁটার মুড়া॥
শুনিয়া ভীমার কথা সভাখণ্ড হাসে।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥



• হরগৌরীর কৈলাস যাত্রা •

পুষ্পশয্যা করিলেক গন্ধে মনোহর ।
সোনার চৌখণ্ডী তাহে নির্ম্মাল বাসর ॥
পাড়িল সোনার খাটে নেতের যে তূলী ।
এয়ো সব মিলি দিল শুভ হুলাহুলি ॥
চারিদিকে রত্নদীপ নারীগণ-মেলা ।
বরের মোহনরূপ রাণী নেহারিলা ॥
শুইল সোনার খাটে দেবপশুপতি ।
সোনার প্রদীপে জ্বলে ঘৃতপূর্ণ-বাতি ॥
স্নান সন্ধ্যা কৈলা হর প্রত্যূষ-বিহানে ।
দেবগণে ল'য়ে হর বসিল দেয়ানে ॥
ব্রহ্মা বলে, গিরিরাজ দেহত মেলানি ।
ছায়ামণ্ডপেতে গিয়া বৈসে শূলপাণি ॥
নানারত্ন নানাধন দিলা ব্যবহার ।
দেবগণ-অগ্রে গিরি মাগে পরিহার ॥
নড়িলা সকল দেব পরম আনন্দে ।
গৌরীকে করিয়া কোলে রাজরাণী কান্দে ॥
বৃষেতে চাপিয়া তবে চলে শূলপাণি ।
সিংহ চড়ি চলে দেবী আপনি ভবানী ॥
পরম হরিষে চলে যত দেবগণ ।
আপন বাহনে চড়ি চলে সর্ব্বজন ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু চলিলেন, চলে পুরন্দর ।
মহেশে মেলানি মাগি সবে গেলা ঘর ॥
নিজগণ ল'য়ে হর গেলা নিজপুরী ।
নানারঙ্গে গেলা হর কৈলাস নগরী ॥
যত লোক ছিল সঙ্গে দিলেন মেলানি ।
ঘরের সেবক ভীমা ডাকে শূলপাণি ॥
গোসাঁই বচনে ভীমা আইল ধাইয়া ।
ক্ষুধায় শরীর দহে, খাদ্য আন গিয়া ॥
গৌরীকে লইয়া হর সুখে করে বাস ।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

• লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ •

অগস্ত্য বলেন, রাম বাক্যে দেহ-মন ।
সবাকে বিদায় দিলা দেব-ত্রিলোচন ॥
ভবানী-সহিত গৃহে রহে পঞ্চানন ।
হাস্য-পরিহাসে সদা আনন্দে মগন ॥
হেথা শুন হেমন্তের গৃহের কাহিনী ।
বসিলা হেমন্ত গিরি ও মেনকা রাণী ॥
হেনকালে গিরিগণ মাগিল মেলানি ।
রহিতে পর্ব্বতগণে বলে প্রিয়বাণী ॥
স্নান-সন্ধ্যা করি সবে করহ ভোজন ।
তবেত তোমরা সবে করিহ গমন ॥
স্নান-সন্ধ্যা কৈল সবে ভাগীরথী জলে ।
এক ঠাঞি হৈল সবে ভোজনের কালে ॥
সুবর্ণের থালে অন্ন দিলা পরিপাটি ।
সারি দিয়া বসিলা পর্ব্বত তিন কোটি ॥
বসিলা সুমেরু মধ্যে করিতে ভোজন ।
অদূরে থাকিয়া তাহা দেখিল পবন ॥
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর ।
চারি মেঘে হাঁকারিয়া আনে পুরন্দর ॥
আগে বায়ু, মাঝে ইন্দ্র, পিছে জলেশ্বর ।
ঝড়-বরিষণ করে সুমেরু উপর ॥
সুমেরু কাঞ্চন শৃঙ্গ শতেক যোজন ।
ভাঙ্গিয়া দিলেন শৃঙ্গ দেবতা পবন ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ লয়ে পবন কুমার ।
মাথায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ সিন্ধু হৈল পার ॥
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে ত্রিকূটের চূড়ে ।
দুই গিরি চূড়া ল'য়ে সাগরেতে এড়ে ॥
বিশ্বকর্ম্মা ল'য়ে গেলা দেব পুরন্দর ।
মধ্যে পুরী নির্ম্মাইল, চৌদিকে সাগর ॥
সাতটি প্রাচীর তাহে করিল গঠন ।
লোহাতে প্রাচীর গড়ে উপরে কাঞ্চন ॥



পরিখা যোজন শত লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রসার যোজন শত বিশাল চউরী ॥
সুবর্ণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী।
নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী ॥
খাট পাট নির্ম্মাইল সোনার আবাস।
নির্ম্মাইল স্বর্ণপুরী বিরিঞ্চির হাস ॥
সুবর্ণে বান্ধিল ঘাট দীঘী ও পোখরি।
রাজগৃহ প্রজাগৃহ গড়ে সারি সারি ॥
যতন করিয়া গড়ে রাজ-অন্তপুরী।
বাহির ভিতরে সব কাঞ্চনের পুরী ॥
নির্ম্মাইল চিত্রঘর বিদ্যুতের ছটা।
অন্তঃপুর নির্ম্মাইল অযুতেক কোঠা ॥
নির্ম্মাইল শত স্তম্ভে দেয়ান চৌতারা।
নানা রত্ন খচিল মাণিক্য-মণি-হীরা ॥
ঘরের উপরে শোভে সোনার বাহরা।
চারিভিতে শোভে গজ মুকুতার ঝারা ॥
সুবর্ণের আয়তন, গড়ে সিংহাসন।
চতুর্দ্দোল হেরি যেন রবির কিরণ ॥
রত্নে নির্ম্মাইল ঘর করে ঝলমলি।
নির্ম্মাইল সুবর্ণের পাখা-পাখী-আলি ॥
বড় বড় বৃক্ষ-কাণ্ড সুবর্ণে বান্ধিল।
অযুত প্রশস্ত ঘর স্বর্ণে নিরমিল ॥
সোনার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস।
ঘরের উপরে শোভে সুবর্ণ কলস ॥
বান্ধিল সোনায় তবে পুকুরের ঘাট।
নির্ম্মাইল সুবর্ণেতে ঘরের কপাট ॥
সুবর্ণেতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
সোনায় সৃজিল যত দীঘী ও পোখরী ॥
হইল অদ্ভুত পুরী দেখিতে সুন্দর।
সপ্ত কোটি আছে তাহে ইষ্টকের ঘর ॥
নব কোটি কৈল তাহে আশ্রিত-আলয়।
চারি লক্ষ কৈল তাহে পর্ব্বত দুর্জ্জয় ॥
হেনমতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
দানব গন্ধর্ব্ব দেব লঙ্ঘিতে না পারি ॥
সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্ম্মাণ।
জিনিয়া অমরাবতী তাহার বাখান ॥

• রাক্ষসগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন •

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তুমি অন্তর্যামী।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি ॥
রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি।
পরম আনন্দ তবে হয় মহামুনি ॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম তার, সর্ব্বলোকে জানে।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে ॥
মুনি বলে রঘুনাথ কহি তব স্থানে।
রাক্ষসের জন্মকথা শুনহ এক্ষণে ॥
যেমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমণি।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আগে সৃজিলেন প্রাণী ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, করি নিবেদন।
কোন্ কার্য্যে আমা সবে করিলা সৃজন ॥
ব্রহ্মা বলে, যত প্রাণী করি যে উৎপত্তি।
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি ॥
যে যে প্রাণী সৃজন করিব এ সংসারে।
তোমরা প্রধান হ'য়ে পালিবে সবারে ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় দুষ্কর।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর ॥
ব্রহ্মা শাপ দিল, বেটা হও রে রাক্ষস
হেতি নামে হইল সে রাক্ষস কর্কশ ॥
বিদ্যুৎকুমারী নামে ব্রহ্মার কুমারী।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী ॥
মন্দর পর্ব্বতে দুইজনে কেলি করে।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে ॥
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে।
মনের আনন্দে কেলি করে দুইজনে ॥
পিতা-মাতা-স্নেহ নাই সন্তান-উপর।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর ॥



অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ, ঘন বহে শ্বাসে॥
বৃষভবাহনে যান পার্ব্বতী শঙ্কর।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইল গঙ্গাধর॥
শঙ্কর কহেন, সতি, দেখ অতি দূরে।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত-উপরে॥
মহেশের দয়া হৈল সন্তান-উপর।
প্রসন্ন হইয়া শিব দিলা তারে বর॥
শিব কন, শুন ওহে অনাথ সন্তান।
মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান্॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
আজ্ঞামাত্রে হৈল শিশু বাপের সোসর॥
বিদ্যুৎকুমারী-পুত্র সুকেশ নাম ধরে।
মহাবলবান্ হৈল ধূর্জ্জটীর বরে॥



● মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম ●

তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্ব্বতী।
তাহা হৈতে যত রাক্ষস উৎপত্তি॥
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান।
তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান॥
স্ত্রী-পুরুষে রহিলেক পৃথিবী-ভিতরে।
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরে॥
পুত্র দেখে সুকেশ পরম কুতূহলী।
নাম রাখে মাল্যবান-মালী ও সুমালী॥
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মা বলে, কিবা বর চাহ নিশাচর॥
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
সংগ্রামেতে কোথাও না পাই অপমান।
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান॥
ব্রহ্মা কন ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে।
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাঁই পরাভব হবে॥

ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে॥
আছিল গন্ধর্ব্ব রাজা শৈব সদাচারী।
তিন কন্যা ভূপতির পরমাসুন্দরী॥
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান।
দুই নারী গর্ভে জন্মে এগার সন্তান॥
বীরবহু সূচিক সে যজ্ঞ ও কোপন।
তালজঙ্ঘ সিংহনাদ মাধব নন্দন॥
প্রহস্ত ও অকম্পন ধর্ম্মেতে বিকট।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট॥
সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দু-জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
রাবণের মাতা, সেই নামটি নিকষা॥
সুমালী রাক্ষস-নারী পরম যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি॥
বীর ও অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি॥
তিন ভাই-পরিবার বাড়িল বিস্তর।
নিশাচর সেই সব অবনী-ভিতর॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
এত রক্ষঃ হৈল কোথা করিব বসতি॥



● লঙ্কাপুরীতে রাক্ষস-রাজ্য স্থাপন ●

ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মে আনে॥
নিশাচর বলে, বিশ্বকর্ম্মা, লহ পান।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ॥
বিশ্বকর্ম্মা এত শুনি হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত॥
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যেইকালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে॥



সে ত্রিকূট গিরির প্রধান দুই চূড়া।
পরিমাণ সত্তর যোজন তার গোড়া ॥
সত্তর যোজন উর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আবাসে ॥
বাহির চৌয়ারি তার অতি মনোহর।
পবনের গতি নাহি অতি ভয়ঙ্কর ॥
দেব-দৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর ॥
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
কত শত বৃন্দ মহাপদ্ম কোটি ঘর ॥
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে ॥
চারিদিকে অপার সমুদ্র আছে ঘিরে।
পবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে ॥
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে, সোনার কলস ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমত নাহি স্থান।
একমাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
পুরী দেখি রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণে করিল বসতি ॥
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
তার পর ভূপতি কুবের মহাবলী ॥
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরু-শৃঙ্গ কিসের কারণ ॥
কি লাগিয়া বিসংবাদ গরুড়-পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি, শুনি তব স্থানে ॥
মুনি বলে, শুন রাম, অপূর্ব্ব কথন।
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যে-কারণ ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই-সহোদর ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করয়ে দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে ॥
ধনশোকে কনিষ্ঠ যে হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহিল, ভাগ দেহ সমুচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে, পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন-অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত অংশ পাই আমি, বলহ এখন।
সেই মত করিয়া লইব পিতৃধন ॥
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত।
পঞ্চ অংশের দু-অংশ তোমার উচিত ॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান।
পিতৃধন দুই-অংশ করহ প্রদান ॥
আমি গিয়াছিনু ভাই বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলিল, ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥
জ্যেষ্ঠ বলে, কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
জাতিনাশ করিলে কহিয়া অন্য স্থানে ॥
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈল মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কাণে।
গজ হ'য়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে ॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুইজন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ ॥
দশ যোজন গজ-দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল ॥



কচ্ছপ সলিলে গেল, গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন ॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন যায় ত বিপাকে ॥
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয় ॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা ॥
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে।
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥
জলেতে কচ্ছপ আছে সেই সরোবরে।
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে ॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥
গজে দেখি কচ্ছপের পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্ব লোভে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধরে টানে ॥
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে।
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে ॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুই জনে টানাটানি করয়ে বৎসর ॥
বিনতা-নন্দন পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে ॥
এক বর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারে নাহি জিনে একই বৎসর ॥
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ নারায়ণ, কর বিমোচন ॥
গজে দেখি কাতর গরুড়ে দয়া হৈল।
বাম পদ নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল ॥
গজ কূর্ম্ম ল'য়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥

চারি গোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন যুড়ি আগে তার গোড়া ॥
গজ কূর্ম্ম লৈয়া বৈসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিনজন ভর ॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি, মুনিগণ মরে ॥
দক্ষিণ পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে ॥
ফেলিল সে ডাল ল'য়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মরে নারী ও পুরুষে ॥
বহু পাপে হ'য়েছিল চণ্ডাল-জনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন ॥
গজ কূর্ম্ম ল'য়ে গেল ব্রহ্মার সদন।
কহ ব্রহ্মা, কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভর।
গজ কূর্ম্ম ল'য়ে যাহ সুমেরু-শিখর ॥
তথা গজ-কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ ॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেনকালে এল তথা দেবতা পবন ॥
পবন বলেন, পক্ষী, তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিঁড়িব তব মাথা ॥
যাবৎ তোমায় নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া বেটা, যাহ নিজ স্থান ॥
গরুড় কহেন, তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব, অহঙ্কার ছাড় ॥
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥
গরুড় বলেন বায়ু বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার ॥
গরুড়-বচনে পবনের ক্রোধ বাড়ে।
পর্ব্বত-সমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে ॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত উপর।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতাকুমার ॥



বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে-মন॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর॥
মেঘের গর্জ্জন আর পড়িছে ঝঞ্ঝনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এক কোণা॥
প্রলয়কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণ পাইলা তরাস॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ।
আচম্বিতে মহা প্রলয় হয় কি কারণ॥
দেবতার এই বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে ল'য়ে তবে যান শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মা কহিলেন, শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ॥
সৃষ্টি করিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর, যুক্তি না আইসে॥
না শুনি ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ॥
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া ব্রহ্মা চলিল সত্বর॥
পবনে এড়িয়া যায় গরুড়-গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন, পক্ষী, বলি হে তোমারে॥
আমি সৃষ্টি করিলাম, তুমি কর রক্ষা।
একদিক হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা॥
ব্রহ্মার বচন শুনি গরুড়ের হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ॥
ব্রহ্মা বলে, যে যেমন, আমি তাহা জানি।
শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি॥
ব্রহ্মার বচনে তবে গরুড়ের হাস।
তবে ত গরুড় পাখা করিল প্রকাশ॥
গরুড় তুলিলে পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে॥
চিত্রকূট গিরি আছে সাগর-ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে॥
তাহে লঙ্কানামে পুরী কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে শ্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম॥

● মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ ●

মাল্যবান রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ বরে॥
মনে করে, আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মারি ঘুচাইব ডর॥
তবে দেবগণ গেলা শিবের গোচর।
কহিল বৃত্তান্ত সদাশিব-বরাবর॥
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর॥
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন॥
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পেয়ে বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর॥
দেব-দেবী-বিপ্র-হিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে, বেদের লিখন॥
এক উপদেশ বলি, শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ॥
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে, শুন দেবগণে॥
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমর।
উপনীত হইল গিয়া বৈকুণ্ঠ-নগর॥
সম্ভ্রমে দেবতাগণ করি প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি যোড়হাত।
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে॥
দেব-দ্বিজ-হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ॥



মারে শেল শূল জাঠা, লোটে সব নারী।
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী ॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষরক্ষ-কিন্নরাদি নাহি আঁটে রণে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ॥
দেবতার ত্রাস দেখি শ্রীহরির হাস।
কহে সুখে স্বর্গপুরে কর গিয়া বাস ॥
তোমা-সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর ॥
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ।
নির্ভয়ে অমরপুরে গেল দেবগণ ॥
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদ।
লঙ্কাপুরে চলিলেন পরম-আহ্লাদ ॥
বসিয়াছে তিন ভাই রত্ন-সিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে ॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন-সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল, কহ মুনি, শুনি বিবরণ ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনি বলে, তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া, আইনু লঙ্কাপুরী ॥
এক ঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন ॥
কহিয়াছে তোমাদের কথা নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে ॥
হ'য়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল মনে ॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তাদের উপর ॥
এ-কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥

একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন।
হেনকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষস সদন ॥
তাহার পুরেতে এই শুনে সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈল উপনীত ॥
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিনজন।
ভকতি করিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্নসিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে ॥
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন।
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন ॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি ॥
ব্রহ্মা বলে, সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে ॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম ॥
দেব দ্বিজ হিংসা কর, পাপকর্ম্মে মতি।
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥
তিনলোক-উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥
হোম-যজ্ঞ-ভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যেই ডাকে তার অনুগত ॥
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে ॥
দেব দ্বিজ দুই তুল্য, ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন ॥
অতি-অল্প-আয়ু তোরা ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেব হিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন ॥



হইয়াছে এক যুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হ'য়েছে নারায়ণ॥
বিষ্ণুসনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন॥
মাল্যবান বলে, ভাই, শঙ্কা ত্যজ মনে।
তিনজনে যুদ্ধ করি মারি নারায়ণে॥
মাল্যবান কথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী॥
হিরণ্যকশিপু-আদি ক'রেছে সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার॥
মালী বলে, সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রী, কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবতার টুটে অহঙ্কার॥
তিন ভাই মিলি আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব, আছে যত দেবগণ॥
মুনি ঋষি মারিব, মারিব সিদ্ধ যতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি॥
এত বলি তিনজনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া-হাতী রথ-রথী সাজিল অপার॥
তুলিল কটক-ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে॥
সিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনে-ঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন॥
গরুড় বাহনে চড়ি এল নারায়ণ।
নারায়ণ-সম্মুখেতে বাজে মহারণ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর॥
ছাইল গগন-পথ দিগ্‌দিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টীশ তোমর॥
জাঠাজাঠি শেল-শূল মুষল-মুদ্গর।
লেখাজোখা নাহি, বাণ পড়িছে বিস্তর॥
নারায়ণ-বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে॥
কুপিল সুমালী মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে॥
ঝঞ্ঝনা-চিকুর-সম গদাবাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু ল'য়ে গরুড় পলায় উভরড়ে॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে॥
বিষ্ণু বলে, গরুড়, তিলেক থাক রণে।
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে॥
তোমার সংগ্রামে লাগে ত্রিভুবনে ভয়।
রাক্ষসের রণে ভঙ্গ উচিত না হয়॥
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
এড়িলেন চক্রবাণ বিষ্ণু ততক্ষণে॥
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে।
মাল্যবান সুমালী পলায় উভরড়ে॥
পুনঃ ফিরে নিশাচর, নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হানে, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ॥
মাল্যবান বলে, তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী॥
শ্রীহরি বলেন, শুন বেটা মাল্যবান।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি দেবতার স্থান॥
অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মারি ঘুচাইব দেবতার ডর॥
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ ল'য়ে যাহ বেটা, পাতাল-ভিতরে॥
মাল্যবান বলে, বিষ্ণু, কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ॥
মালসাট দিয়া তবে গেল মাল্যবান।
যত শক্তি আছে তোর, তত শক্তি হান॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব-অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর, ধায় উভরড়ে॥



শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল-ভিতর ॥
শ্রীহরির ভয়ে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল ॥
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে এবে রাজা বিভীষণ ॥
রাবণে বধিলা তুমি, শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥



● কুবেরের জন্ম, তপস্যা ও লঙ্কায় রাজত্ব ●

শ্রীরাম বলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ ॥
তেমনি সন্তান হয়, যেরূপ ঔরস।
ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কেন জন্মিল রাক্ষস ॥
বিশ্বশ্রবার পুত্র কুবের দশানন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ ॥
কুবের হইল যক্ষ, রাক্ষস রাবণ।
এক বীর্য্যে দুই জাতি হৈল দুই জন ॥
বিশ্বশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ রাক্ষস কেন, কহ মহামুনি ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান ॥
মহামুনি যে পুলস্ত্য ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥
সুমেরু-পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি।
কেলি করিবারে এল অনেক সুন্দরী ॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কন্যা আইল বিস্তর।
সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥

তৃণবিন্দু-মুনি-কন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বয়ংবরা ॥
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥
কোপেতে পুলস্ত্যমুনি শাপ দিলা তারে।
বিনা-পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ॥
তবু নাহি শুনে কন্যা, নাচে গায় সুখে।
কোপেতে পুলস্ত্যমুনি শাপিলেন তাকে ॥
না শুন আমার কথা কোন্ অহঙ্কারে।
মুনি-শাপে কন্যার স্তনেতে দুগ্ধ ঝরে ॥
অপমান পেয়ে গেল পিতার আলয়।
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয় ॥
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্য-নিকটে গেল মলিনবদন ॥
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিল মুনি, বসতি কোথায় ॥
তৃণবিন্দু বলে, থাকি এই গিরিপুরে।
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে ॥
অনূঢ়া কন্যার গর্ভ শুনি লাগে ত্রাস।
স্তনযুগে দুগ্ধ ঝরে, একি সর্ব্বনাশ ॥
মুনি বলে, তব কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা ॥
করিল যে কুকর্ম্ম যৌবন অহঙ্কারে।
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে ॥
তৃণবিন্দু বলে, দোষ ক্ষম মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া জাতি নাশ হয় ॥
মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়।
বলেছি যে কথা, তাহা খণ্ডন না যায় ॥
তৃণবিন্দু বলে, মুনি কর অবধান।
পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান ॥
তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে ॥



বালিকা আমার কন্যা বিবাহ না হয়।
হেন কন্যা গর্ভবতী, শুনি লাগে ভয় ॥
শাপেতে হইল গর্ভ, কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে মুনি, জাতি রক্ষা হবে॥
মুনি বলে, তৃণবিন্দু, কি আছে যুকতি।
কিরূপে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি ॥
তৃণবিন্দু বলে, যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয় ॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবিন্দু কন্যাদান করিল মুনিরে ॥
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিল বর হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥
মম শাপে গর্ভ হ'য়ে পেলে অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান ॥
সেই গর্ভে বিশ্বশ্রবা জন্মে মহামুনি।
ভরদ্বাজ-কন্যা বিভা করিলেন তিনি ॥
ভরদ্বাজ-মুনিকন্যা, নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথা ॥
বিশ্বশ্রবা-ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম ॥
কুবের করিল তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর ॥
কুবের ব্রহ্মার বরে হইল অমর।
অমর হইল আর হৈল ধনেশ্বর ॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলি কুবেরে দিলেন বহু বর ॥
পাইল পুষ্পক রথ, কি ক'ব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ ॥
রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥
দশ যোজন রথ সে অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে, যদি করে মন ॥
বর পেয়ে কুবেরের হর্ষ হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া পিতার চরণে ॥

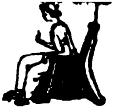
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিলা মোরে দান।
সবে মাত্র নাহি দিলা থাকিবার স্থান ॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর, কোথা পিতা, করিব বসতি ॥
বিশ্বশ্রবা বলে, তুমি ধন-অধিকারী।
তোমার বসতি যোগ্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতাল-ভিতর ॥
কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ ॥
বিশ্বশ্রবা বলে, দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ ॥
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্ব্বনাশ ॥
বিষ্ণুভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকাইয়া রহে গিয়া পাতাল-ভিতর ॥
সে অবধি শূন্য পড়ি আছে লঙ্কাপুরী।
থাক পুত্র তথা গিয়া ধন-অধিকারী ॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি ॥

● রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি ●

পুষ্পক বিমানে কুবের ঘোরে অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে ॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে ল'য়ে মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥
বিশ্বশ্রবা অধিকারী হ'য়েছে লঙ্কার।
পিতৃধনে তাহার হ'য়েছে অধিকার ॥



পুনঃ যদি বিশ্রবা-পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়॥
যদি হয় দৌহিত্র বিশ্রবার নন্দন।
দুই দিক অধিকারী হবে হেন জন॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্রবায় দান দিব আপন দুহিতে॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্যারে॥
নিকষা তাহার নাম নবীন-যৌবনী।
অকলঙ্ক শশিমুখী মরালগামিনী॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি, রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী, কামধনু জিনি যুগ্ম ভুরু॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী॥
যৌবন-তরঙ্গে বক্ষে ভঙ্গিমা সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম॥
মাল্যবান বলে এস, প্রাণের কুমারী।
সাবিত্রী-সমান হও আশীর্বাদ করি॥
শুন বলি কন্যা, তুমি রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড়, জাতিতে রাক্ষসী॥
এই উপরোধ করি তোমার গোচর।
বিশ্রবা-পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর॥
তাহার রমণী হ'য়ে থাক তার ঘরে।
যেরূপে জনমে পুত্র তোমার উদরে॥
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিত।
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিত॥
একে ত রূপসী বালা ভুবনমোহিনী।
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী॥
মহামুনি বিশ্রবা রত তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্র-বেশে সম্মুখে দাঁড়ায়॥
বিশ্রবা জিজ্ঞাসিল, কে তুমি রূপসী।
নিকষা কহিল, আমি পুত্র-অভিলাষী॥
পত্নীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে, থাক প্রিয়ে, গৃহেতে আমার॥
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এক কন্যা, তিন পুত্র ধরিবে উদরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার॥
হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি-দুর্জ্জন।
ধরিবে অদ্ভুত বল, অদ্ভুত ভক্ষণ॥
করিবেক অনাচার দেব-দ্বিজে হিংসে।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি লোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা॥
কুলের বিচিত্র পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ॥
এতেক কহিল যদি মুনি মহাশয়।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয়॥
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মুনিবর॥
তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিবে যে জন।
সুশীল না হইবে, একথা কেমন॥
মুনি বলে, বিষাদিত না হও সুন্দরী।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি॥
অগ্নির পতন-কালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নি-হেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর॥
এত বলি বিশ্রবা তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান॥
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব-দর্শন।
দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ, ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণে প্রসব করিল তার পরে॥
বিকৃত-আকার, দেহ বিষম-লক্ষণ।
তারে দেখি অন্তরে কাঁপিল দেবগণ॥
সূতিকাগৃহেতে এসেছিল যত নারী।
মুখে পূরে একেবারে সাপটিয়া ধরি॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুখের গঠন দেখি সবে কাঁপে ডরে॥



লিহ লিহ করে জিহ্বা, বিপরীত মাথা।
নাকের নিঃশ্বাস তার কামারের জাঁতা ॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
শূর্পনখা নাম তার বিখ্যাত সংসার ॥
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
তিন পুত্র এক কন্যা করিল প্রসব।
শুভ সমাচার পায় রাক্ষসেরা সব ॥
অনেক রাক্ষস-সঙ্গে এল মাল্যবান।
বহু ধন-রত্ন দিয়া করিল কল্যাণ ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন ॥
বিশ্বশ্রবা-আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য-আচারে তথা কতদিন গেল ॥
দশানন বসি আছে নিকষার কোলে।
পিতা সম্ভাষিতে এল কুবের সে'কালে ॥
কুবের প্রণাম করি পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে ॥
আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তব যক্ষের প্রধান ॥
বিধাতা দিয়াছে করি ধন-অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী ॥
তব মাতামহ নির্ম্মাইল এই লঙ্কা।
রাক্ষসের রাজ্য পেয়ে নাহি করে শঙ্কা ॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবে ত আমার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে ॥
দশানন বলে, মাতা, না ভাব বিষাদে।
কেড়ে ল'ব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে ॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবেরে জিনিয়া তবে ল'ব লঙ্কাপুরী ॥
শুনিয়া মায়ের খেদ হইয়া কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রি-শিখর ॥
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ-বনেতে তপ করে তিন জন ॥

কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে থাকে নিরন্তর ॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
সেই অগ্নি-শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে ॥
শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী।
নাহিক আহার নিদ্রা, শ্বাসগত প্রাণী।
কতদিন ফল মূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার ॥
কঠোর তপস্যা তারা করে তিনজন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল বিধিমতে ॥
নাহিক শিশির উষ্ণ, নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে ॥
মাথায় পিঙ্গল জটা, বাকল পিধান।
আচরিল তপস্যার যেমত বিধান ॥
কাম-ক্রোধ-লোভ আদি ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্মসার হৈল, জীর্ণ ক্ষীণ বপু ॥
তপস্যা করিল পঞ্চ সহস্র বৎসর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর ॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে।
কাহার সম্পদ্ লবে দুষ্ট নিশাচরে ॥
ইন্দ্র বলে, আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্র-সূর্য্য ভাবে সদা, কি জানি কি হয় ॥
যম বলে, লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে, কি হবে আমার ॥
না জানি, কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহিলা তখন।
রাক্ষস তপস্যা করে অতীব ভীষণ ॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন, বর মাগ নিশাচর ॥



রাবণ বলে, বর যদি দিবে মহাশয়।
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়॥
ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোমা করিতে অমর॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি, নহ ধর্ম্মপর।
মজাইবি সৃষ্টি তোরা হইলে অমর॥
রাবণ বলিল, যদি না কর অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর॥
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ অতীব দুষ্কর।
হেঁটমাথা ঊর্দ্ধপদে রহে নিরন্তর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারিমাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলা-বরিষণ-ধারা বহে রাত্রিদিনে॥
শীতকালে হিমজলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে তপ করে অযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধকরে, দুই বাহু ঠেকিছে গগনে॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্প-বরিষণ॥
অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন॥
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় অগ্নির উপরে॥
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে॥
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ-সদন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, তপ না করিহ আর।
যত চাহ তত দিব ধন অধিকার॥
দশানন বলে, যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর॥
ব্রহ্মা বলে, এই বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর-বর চাহ অন্য বর॥
রাবণ বলিল, যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর॥
কারো হাতে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি, না পারিবে কেহ॥
ব্রহ্মা বলে; যে বর চাহিলে নিজ মুখে।
তুষ্ট হ'য়ে সেই বর দিলাম তোমাকে॥
যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে॥
বাকি আছে দুই জাতি নর ও বানর।
দশানন বলে, মোর তাহে নাহি ডর॥
বাকি যে বানর-নর ধরি ভক্ষ্যমধ্যে।
নর আর বানরে কি জিনিবেক যুদ্ধে॥
রাবণ বলিছে পুনঃ করি যোড়কর।
কাটা মুণ্ড যোড়া যাবে, দেহ এই বর॥
ব্রহ্মা বলে, দিই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ড কাটা গেলে তব না হবে মরণ॥
কাটামুণ্ড যোড়া তব লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ স্থানে।
বর মাগ বিভীষণ, যাহা লয় মনে॥
বিভীষণ প্রণমিল যুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি, মাগি এই বর॥
ব্রহ্মা বলিলেন, তুষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ॥
তার পরে কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিল কাঁপিতে॥



দেবগণ বলে, ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখি ল'গে ভয় ॥
বিধির নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরস্বতী ॥
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন মাতা, তোমার চরণে ॥
বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর ॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি ব'লো, নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ ॥
পাঠালেন যুক্তি করি যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥
বিধি বলে, কি বা বর চাহ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে, নিদ্রা যাব নিরন্তর ॥
বিরিঞ্চি বলেন, বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাহ হ'য়ে অচেতন ॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হ'য়ে অচেতন ॥
বর শুনি দশানন এল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি ॥
দশানন বলে, সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফলসহ বৃক্ষ কেন কাট ডাল-মূলে ॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি ॥
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে, না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু, করহ বিধান ॥
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে ॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল, অদ্ভুত ভক্ষণ।
লঙ্কেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥
না আঁটিবে যুদ্ধে কেহ কুম্ভকর্ণ-বীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করি আনে ॥
বিশ্বশ্রবা-ঘরেতে আইল তিন জন।
রাবণ পাইল বর, কাঁপে ত্রিভুবন ॥

কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কারাজ্য গ্রহণ

শুনিয়া সুমালী তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত ॥
সুমালী রাক্ষস উঠে ল'য়ে পরিজন।
মহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥
নিজ পরিবার ল'য়ে উঠে মাল্যবান।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র শরদান ॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারি জন।
ধার্মিক সে চারি জনে নিল বিভীষণ ॥
মাল্যবান কোল দিয়া কহে দশাননে।
উঠিলাম পুনঃ সবে তোমার কল্যাণে ॥
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥
বিষ্ণুভয়ে হ'য়েছিনু পাতাল-নিবাসী।
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্কাপুরী।
হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী ॥
কুবের নিকটে দূত প্রের একজন।
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক, নহে দিক রণ ॥
অনাবাসে এরূপ রহিব কতকাল।
লঙ্কাপুরী কেড়ে ল'য়ে কর ঠাকুরাল ॥
রক্ষ বলে, মাতামহ, কি কহ আপনি।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাগুরু পিতৃতুল্য মানি ॥
জ্যেষ্ঠ-সঙ্গে বিসংবাদ কোন্ জন করে।
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে ॥



রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা বিদ্যমানে ॥
কুবেরে মান রাখ, জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥
দেখ, দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কতজন ॥
তাহার প্রমাণ দেখ, কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে ॥
সর্ব্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল।
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥
গুরু বলি মান, কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ।
কুবের প্রভুত্ব করে, তোমার কি সুখ ॥
পূর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের স্থানে ॥
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত, তুমি যাহ শীঘ্র, কহ বিবরণ ॥
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
রাক্ষসের রাজ্য এই স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
এ-স্থানে কেমনে রবে ধন-অধিকারী ॥
আপন গৌরব রাখ রাবণ-সম্মান।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ॥
দুরন্ত রাক্ষসজাতি, বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত ॥
মাতামহ-রাজ্য তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
রাবণ-গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ॥

রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥
বিশ্বশ্রবা বলে, শুন ধন-অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস, আমি কি করিতে পারি ॥
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ-ভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ, যথা ভাগীরথী।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি ॥
বিশ্বশ্রবা বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত ॥
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি।
মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাব স্থানান্তর।
কিন্তু নাহি অংশা-অংশী ধনের উপর ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন।
লঙ্কা ছাড়ি কৈলাসেতে করিল গমন ॥
লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি।
লঙ্কাতে করয়ে রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত নিশাচরে।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে ॥



• রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম •

মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিনজন।
ময়দানবের সনে হৈল দরশন ॥
আছে তার কন্যারত্ন সর্ব্বলোকে জানি।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ॥
কন্যা দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত।
কারে বিভা দিব কন্যা, না জানি বিহিত ॥
রাবণ বলে, কন্যা লয়ে কেন আছ বনে।
দানব আপন-কথা কহে, রাজা শুনে ॥
দানব বলিল, অবধান মহাশয়।
কোন্ কুলে জন্ম তব, দেহ পরিচয় ॥



রাবণ বলে, আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন॥
ময় বলে, আমি বিশ্বশ্রবায় ভাল জানি।
বিবাহ করহ মোর কন্যারে আপনি॥
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক।
শক্তি নামে শেলপাট দিলেন যৌতুক॥
শমনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত॥
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে।
কন্যা দান করিয়া বিস্মিত হৈল মনে॥
বলিরাজ-দৌহিত্রী সে নামে বজ্রজ্বালা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা॥
সাত যোজন দীর্ঘ-অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর॥
বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন॥
সরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈল পরমাসুন্দরী॥
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে।
বিবাহ করিয়া ঘরে এল তিন জনে॥
মন্দোদরী-গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ।
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দৈত্য ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে কেলি করে॥
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা-অচেতন।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ॥
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর॥
ত্রিশকোটি রাক্ষসে গৃহের দ্বার রাখে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে॥
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার।
রতন পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার॥
শূন্য হৈতে দৃষ্ট হয় অর্দ্ধ কলেবর।
কুম্ভকর্ণ দেখি কাঁপে যতেক অমর॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে-দিনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সকলে তাহা জানে॥
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে।
দেবগণ কম্পমান অমর-নগরে॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে।
দেখিয়া ত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে॥
রাবণ বিধির বরে কারে নাহি মানে।
দেব-দানবের কন্যা ধ'রে ধ'রে আনে॥
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া॥
মুনি-ঋষি-দেবতার হিংসা ক'রে ফিরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে॥



● রাবণের কুবের বিজয় যাত্রা ●

রাবণের যত কর্ম্ম কুবের শুনিলা।
ধর্ম্ম তারে বুঝাইতে দূত পাঠাইলা॥
দূত গিয়া রাবণেরে নোঙাইল মাথা।
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা॥
দূত বলে, মহারাজ, তব হিত চাই।
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই॥
বিশ্বশ্রবা পুত্র তুমি, কুলে অবতার।
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার॥
দেবতার হিংসা কর, দেবগণ দুঃখী।
ঋষি-তপস্বীর হিংসা কোন্ শাস্ত্রে লিখি॥
দেবতা-ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে।
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে॥
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর॥
করিলেন উগ্র-তপ মলয়-শিখরে।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতী-শঙ্করে॥



ছদ্মরূপে ভ্রমেন চিনিতে কেহ নারে।
দুজনে করেন কেলি মলয়-শিখরে ॥
কেলি ক্রীড়া-কৌতুকেতে ছিলেন দু'জনে।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু-কোণে ॥
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে।
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে ॥
এক চক্ষু পুড়ে গেল, শুন লঙ্কেশ্বর।
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বৎসর ॥
তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল ॥
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন।
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ॥
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥
এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে।
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অন্তরে ॥
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে।
তোরে কাটি আজি তারে বাঁধিব [illegible] ।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলি তারে এতদিন সহি।
নিকট মরণ তার শোন্ তোরে কহি ॥
কোন্ অহঙ্কারে এত কহিল কুকথা।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা ॥
দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে ॥
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন।
রাবণের রণসাজে কাঁপে দেবগণ ॥
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি ও ঝকড়া।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া ॥
তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন।
মাণিকের চাকা রথ সোনার গঠন ॥
রাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার।
আছুক অস্ত্রের কাজ দেবে চমৎকার ॥

সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর।
যে-সবার বাণাঘাতে গিরি হয় চির ॥
অকম্পন প্রহস্ত চলে শট্ ও নিশট্।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
ধূম্রাক্ষ-ভাস্কর-আদি তপন পনস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ॥
মারীচ রাক্ষস চলে, নানা মায়া ধরে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে ॥
রক্ষো-মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন ॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলে জম্বুমালী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুজ্জিহ্ব চলে মহাবলী ॥
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর।
চলিল সে মকরাক্ষ মহাধনুর্দ্ধর ॥
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে।
ঢাক-ঢোল-আদি করি নানাবাদ্য বাজে ॥
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন ॥
খাণ্ডা খরশাণ টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর ॥
নানা আভরণ প'রে দশানন সাজে।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন-মাঝে ॥



● রাবণের সহিত যুদ্ধে যোগবৃদ্ধ ও মণিভদ্রের পরাজয়

সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাসপর্ব্বতে উঠি করে মার মার ॥
দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে রোষে কুবের প্রেরিল।
যক্ষ ও রাক্ষসে যুদ্ধ ভীষণ হইল ॥
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপর।
জাঠা-জাঠি শেল শূল মুষল-মুদ্গর ॥



পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে॥
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ, নাহি সহে রণ॥
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি॥
বিষ্ণুচক্র-সমান তাহার চক্রে ধার।
রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার॥
চক্রাঘাতে মহোদর হইল কাতর।
রুষিল রাবণরাজা লঙ্কার ঈশ্বর॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ-বরিষণ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ॥
পলাইয়া যায় তবে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে॥
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প॥
দ্বারপালরূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে।
রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ডরে॥
কুপিল রাবণরাজা বলে মহাবলী।
পুরীর ভিতরে যায় ক'রে ঠেলাঠেলি॥
পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে॥
রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ, না হৈল মরণ॥
রাবণ সে শিলা তুলি দ্বারপালে হানে।
পড়িল সে দ্বারপাল পাথর-চাপনে॥
দ্বারপাল অচেতন, কুবের চিন্তিত।
সেনাপতি মণিভদ্রে ডাকিল ত্বরিত॥
মণিভদ্র শুনহ প্রধান-সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী॥
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ॥
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি।
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি॥

লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে, মহাশব্দ পড়ে॥
মণিভদ্র আসি করে বাণ বরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ॥
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষের কটকে বিন্ধি করে খান খান॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারি সহিতে॥
উভরড়ে পলাইল আউদর চুলি।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী॥
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে।
দেখিয়া রুষিল তবে লঙ্কার ঈশ্বরে॥
মণিভদ্র দশানন দুই জনে রণ।
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ॥
পর্ব্বত যোজন দশ আনি বায়ুভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণের শিরে॥
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে
মণিভদ্র-মুখ দেখি রুষিল রাবণ।
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন॥
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরেরে ভগ্নদূত কহে ঊর্দ্ধশ্বাসে॥



● কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ ●

মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত।
আইল আপনি রণে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
ডাক দিয়া বলে, শুন ভাইরে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥
মণিভদ্রে পাঠাইনু যুঝিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি তুমি বধিলে তাহারে॥
অপার্য্য-পক্ষেতে আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বধিতে নারিবে আর চাপি কুড়ি হাতে॥



.ক'রেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্মসার।
নারিলে অমর হ'তে, কেন অহঙ্কার॥
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া ভাই, পড়িবে প্রমাদে॥
যথা তথা যুদ্ধ কর, অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে ক'রো আমার বচন॥
অমর হয়েছি, কিসে লইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান॥
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে॥
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে॥
ছি ছি বলি কুবের দিলেক টিটকারী।
এই মুখে খাবে ভাই, স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥
জর্জ্জর রাবণ রণে কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে॥
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
মায়ারূপে কুবেরের সনে করে রণ॥
শার্দ্দূল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে॥
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গদার প্রহারে॥
শেল শূল মারে কেহ করিয়া গর্জ্জন।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশানন॥
রক্তে আর্দ্র কুবের পড়িল ভূমিতলে।
উপাড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে॥
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচর।
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতর॥
কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন।
বিশেষ পুষ্পক-রথ আর অন্ন ধন॥
প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে, যত ছিল নারী॥
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার॥



● রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ এবং রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্টা ●

কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী।
মহাদেব-সহ সম্ভাষিতে ত্বরা করি॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ॥
বনেতে ঠেকিয়া রথ, নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার॥
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কাণে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে॥
সারথি চালায় রথ, রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিব-দূত আসি পড়ে॥
না চালাও রথ, এই কৈলাসশিখর।
গৌরীসহ কেলি করিছেন মহেশ্বর॥
হেথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে॥
কুপিল রাবণরাজা দূতের বচনে।
রথ হইতে নামিয়া আইল শিবস্থানে॥
নন্দী নামে দ্বারী ছিল, রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে॥
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর॥
নন্দী বলে, আমি শঙ্করের দ্বারপাল।
আমার সম্মুখ কেন কর ঠাকুরাল॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এই মুখ হ'তে তোর হবে সর্ব্বনাশ॥
দুরাচার তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন॥
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে।
কুড়িহাতে সাপটিয়া সে কৈলাসে টানে॥



কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া।
সত্তর যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া॥
টলমল করে গিরি, দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বতনিবাসী গেল ধূর্জ্জটীর আড়ে॥
সবে বলে, মহাদেব, কর পরিত্রাণ।
কোন বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান॥
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস॥
ব্যথায় রাবণ ছাড়ে ভীষণ চীৎকার।
শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার॥
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটীর বরে।
সেই রথে চড়িয়া রাবণ জয় করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাইল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণে॥



● বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান ●

শুনি অগস্ত্যের কথা শ্রীরামের হাস।
কহ কহ মুনিবর, করিয়া প্রকাশ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি, শুনি মুনি, পুরাণ-কথন॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
আরো কিছু রাবণের কহি উপাখ্যান॥
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর, পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি॥
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত॥
অতিথি আচারে কন্যা দিলেক আসন।
কামে মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন॥
কে তুমি, কাহার কন্যা, কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী॥

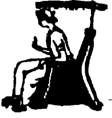
এ-রূপ-যৌবন-ধন না কর বিলাস।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস॥
কন্যা বলে, মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি, শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুশধ্বজ পিতা, পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী॥
বেদ পাঠে রত পিতা ছিলা যেইক্ষণে।
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে॥
অযোনিসম্ভবা নাম থুইল বেদবতী।
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা-প্রতি॥
দিবেন উত্তম পাত্রে, এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা-নারায়ণ॥
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন, এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার॥
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য হস্তে পিতা।
মরিলেন, মাতা হইলেন অনুমৃতা॥
কাজেই তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কতদিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাষে॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর।
সুন্দরি কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর॥
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ।
নাগাল পাইলে তার বধিব জীবন॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে।
কৃষ্ণ-বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট যাতুধান।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান॥
অপমান করি শেষে ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে, অপমান কর কি কারণ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হ'লি পাপকারী।
অল্প প্রাণী নারী হই, কি করিতে পারি॥



তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি।
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল, আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥
অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অযোনিসম্ভবা ॥
নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম-জন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥
রাবণ লাগিয়া মরি, সর্ব্বলোকে দুঃখী।
রাবণ মরিবে, মোর লাগি লোক সাক্ষী ॥
প্রবেশ করিল কন্যা পূতবৈশ্বানরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভান্বিতা ॥
পতিব্রতা-শাপ কভু নহে অন্যমত।
মরিল রাবণ সীতা লাগি আদি যত ॥
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তাঁর পতি।
অযোনিসম্ভবা সীতা সেই বেদবতী ॥
অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন কাজে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

● মরুত্তরাজার যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাবণের নিকটে পরাজয় স্বীকার ●

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ।
বেদবতী লাগি কোথা গেল সে রাবণ ॥
অগস্ত্য বলেন, কারে রাবণ না মানে।
শাপ গালি দেয় যত, কিছু নাহি শুনে ॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে ॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাধনী।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি ॥
যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ ॥
ত্রাস পায় দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন নত হয় দেখে তার্ক্ষ্যপাখী ॥
না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ।
পক্ষিরূপ ধরি সবে হৈল অদর্শন ॥
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কৃকলাস।
কাকরূপ হন যম, বরুণ সে হাঁস ॥
মরুত্ত ভূপতি যজ্ঞ করে মহাসুখে।
রণ দেহ বলিয়া রাবণ তারে ডাকে ॥
মরুত্ত বলেন, আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি ॥
দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত ॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
লইলাম তাহার কনক-লঙ্কাপুরী ॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিনু [illegible]।
হেন কথা লোকমুখে কখন [illegible] ॥
ধাম্মিকের অপমান [illegible] রে।
ধাম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর।
মানুষের হাতে আজি যাবি যমঘর ॥
অস্ত্র লয়ে যায় রাজা যুঝিবার মনে।
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে ॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা, অনুচিত কোপ।
আপনি পাইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ।
পরাজয় মান রাজা, লভুক সন্তোষ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল, পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর ॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সবে ডাক দিয়া আনে ॥



দশ বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে ॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হৈতে বাহির হইল ॥
পক্ষী হয়ে দেবতা পাইল পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ ॥
ইন্দ্র বলে ময়ূর তোমারে দিনু বর।
হউক সহস্র চক্ষু পুচ্ছের উপর ॥
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্র-বরে সহস্রলোচন হৈল তার ॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন ॥
কৃকলাসে বর তবে দিলা ধনেশ্বর।
স্বর্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর ॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর ॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি।
জলেতে চরিতে তব হইবে পিরীতি ॥
যম বলে, কাক আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক রবে মরণের ডর ॥
রোগ পীড়া তোমার না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হবে যদি মানুষেতে মারে ॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার ॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গদ্বার ॥
মরুত্তের যজ্ঞ কথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোনার পাত্র পর্ব্বত-আকার ॥
স্বর্ণপাত্রে ভুক্তি নিত্য করেন বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন ॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন ॥
মরুত্ত-সমান আর নাহি কোন জন।
মরুত্ত-রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে ॥

● রাবণ কর্ত্তৃক অনরণ্য বধ ও রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান ●

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
রাম কহ কহ ব'লি করেন প্রকাশ ॥
মরুত্তে জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ-কথন ॥
মুনি বলে, যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে ॥
কহে গিয়া আমারে সত্বরে দেহ রণ।
পরাজয় মানিলে, না মারে দশানন ॥
পরাজয় যে না মানে, করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার ॥
পুরন্দর নিজমুখে মানে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥
এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবী-মণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় ব'লে ॥
অনরণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায় ॥
তব পূর্ব্বপুরুষ যে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম ॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ মোরে, নাহি চাহি কিছু অন্য ॥
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকেতে মিশামিশি হৈল মহামার ॥
প্রাচীনবয়স রাজা, মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে ॥
বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী-ভিতর।
রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর ॥
সাজিল রাজার সৈন্য হস্তী অশ্ব যত।
অস্ত্র শস্ত্র লইল যাহার ছিল যত ॥



দুই কোটী সৈন্যেতে সাজিল মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল॥
অনরণ্য রাজা করে বাণ-বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন॥
সেনাপতি-ভঙ্গ দেখি রাবণ ফাঁফর।
অনরণ্য-সহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইলা অচেতন॥
আপনা সারিয়া করে বাণ-বরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জর-দেহ হইল রাবণ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বতশিখরে॥
কেহ না জিনিতে পারে, নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ, নাহি ফেলে শ্বাস॥
দশানন বাণ এড়ে, শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ॥
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়॥
মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল রাজার নিকট॥
রাজভোগে বৃদ্ধ, কভু নাহি জানে রণ।
আমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য মরণ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
তার মৃত্যু অবশ্য যে মোর সনে যুঝে॥
গর্ব্ব করে বলে রাজা মরণের কালে।
শাপ বর দেই যারে ততক্ষণে ফলে॥
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি, কভু জিনি, রণ-ব্যবহার॥
বহু যজ্ঞ করি তুষিলাম দেবগণে।
নানারত্ন দানে তুষিলাম বিপ্রগণে॥
রাজা হ'য়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিন লক্ষ দ্বিজে নিত্য করাই ভোজন॥
এ সব আমার পুণ্য জানে সব ভালে।
তোরে যে বধিবে, সে জন্মিবে মোর কুলে॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর॥
তব পূর্ব্বপুরুষে যে জিনিলেক রণে।
সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম, তব বাণে॥
পূর্ব্বকথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরকাণ্ড গীত কৃত্তিবাস॥



কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে রাবণের পরাজয়

শ্রীরাম বলেন, বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
হয়েছিল সেকারণে রাবণ প্রবল॥
বীরশূন্যা পৃথিবী আছিল সে সময়।
তাই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয়॥
সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে সেকারণে॥
মুনি বলে, দশানন নানা মায়া ধরে।
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন্ জন তরে॥
মায়া-রণে দেখা-রণে অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর॥
মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
তাঁহার সহস্র বাহু জন্ম বিষ্ণু-অংশে॥
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে।
যাঁর নামে হারাধন আসয়ে সম্মুখে॥
শত শত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিত কেলি নর্ম্মদার জলে॥
মাহিষ্মতী-নগরে তাঁহার ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি, চাহি আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন॥



রাক্ষস-কটক-চাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন-রাজার তাহে নাহি কোন ডর॥
লোকে বলে, কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
ভূপতি করেন ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন-উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে॥
নানা ফল-ফুল দেখে অতি মনোহর।
নানা পক্ষী করে কেলি, শোভে সরোবর॥
নৃত্য করে ময়ূর, ঝঙ্কারে মধুকর।
রাজহংস করে কেলি, দেখিতে সুন্দর॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
রাবণে দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ভয়ে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত-উপরে॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে॥
নির্ম্মল নদীর জল গিরি হৈতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়॥
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দ্দূলে॥
শুকসারণাদি-সহ যত পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে নামিল রাবণ॥
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রে তাপিতা পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি॥
দুই কূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে, নানাবিধ পাখী॥
নর্ম্মদার জল সেই অতীব নির্ম্মল।
ধীরে ধীরে বহে বায়ু অতি সুশীতল॥
সৈন্য সঙ্গে নামিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে॥
সাঁতারে রাবণরাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে॥
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা উপচারে রক্ষঃ করে তাঁর পূজা॥
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ, তাহে কাঞ্চন মেখলা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চন-বেলা॥
শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজা-সাজে।
শঙ্খ-ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥
করাইল শিবলিঙ্গ-স্নান সেই জলে।
কলসে করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে॥
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চন-বেলা॥
কুড়িহাত প্রসারিয়া নাচে রঙ্গে-ভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে॥
এদিকে অর্জ্জুন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে, সঙ্গে শতেক যুবতী॥
প্রসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল॥
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার॥
হাত সংবরিয়া রাজা বান্ধি দিল জল।
আকুল হইয়া ডাকে রমণী সকল॥
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে, রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে॥
হাতের উপরে হাত দেয় কাতে-কাতে।
সে জল উজান বহে, কূল ভাঙ্গে স্রোতে॥
শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
স্রোতে তার ফল ফুল ভাসাইল জলে॥
আপনি রাবণ গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুক সারণেরে পুছে॥
না ভাঙ্গে রাবণ মৌন, হাতে তুড়ি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুক সারণ চলিল॥
নিষ্ঠা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায়॥
সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী॥
নদীতে সহস্র হস্ত প্রসারে দীঘল।
সহস্র হস্তেতে তার বদ্ধ রাখে জল॥



সহস্র হস্তেতে সেতু বান্ধি রাখে জল।
ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব কল ॥
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী।
সেকারণে ভাসিতেছে ফল ফুল আদি ॥
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদায় জলে তাঁরে কর দরশন ॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পেয়ে চলে দশানন।
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
অর্জ্জুন সহস্র করে করে জলখেলা।
সহস্র সহস্র তাঁর বেষ্টিত মহিলা ॥
তাঁহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন ॥
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান ॥
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল সে রাজপাত্র রাবণের বোলে ॥
স্ত্রী লইয়া মহারাজ সুখে কেলি করে।
এ সময়ে কোন্ জন বলে যুঝিবারে ॥
রণের সময় না জানিস নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর ॥
স্ত্রী লইয়া রাজা করে হাস্য-পরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ ॥
বিংশতি হস্তেতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য অবতার ॥
বীর হেন দেখিস, কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে ॥
অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড় ॥
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস যেন সর্প।
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প ॥
অর্জ্জুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব-অবতার ॥
জন্মিলি রাক্ষসকুলে নানা মায়াধর।
হের দেখ, রাজা, মম মায়ার সাগর ॥

আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘরূপে বর্ষে জল উড়ে যেন পাখী ॥
সরলে সরল তিনি বাঁকা প্রতি বাঁকা।
পড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা ॥
অর্জ্জুনেরে না পারিবি, এলি মরিবারে।
প্রাণ রক্ষা কর গিয়া ঝাঁট যাহ ঘরে ॥
আমার সমরে যদি পাস্ অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাটাইস্ অর্জ্জুন নৃপতি ॥
কুপিল রাবণরাজা মহা ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর ॥
শুক সারণ মারীচ রাক্ষসাদি বীর।
রাক্ষসের মায়া-রণে নর নহে স্থির ॥
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ সৈন্য নড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নি হেন জ্বলে কোপে শুনিয়া রাজন্ ॥
যুঝিবারে চলিল অর্জ্জুন মহাবীর।
ভয়ে রাজনিতম্বিনী কেহ নহে স্থির ॥
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবারে অভয় দানে রাজা করে স্থির ॥
পাত্রসহ স্ত্রীগণে পাঠায় অন্তঃপুরী।
ধাইল অর্জ্জুন স্বর্ণ গদা হাতে করি ॥
গভীর গর্জ্জনে আসে পর্ব্বত আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার ॥
দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি-ভয়ঙ্কর।
তিন শত যোজন যুড়িয়া পরিসর।
ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর ॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুষল ॥
পড়িল মুষল যেন ঝঞ্চনা-চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
অর্জ্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥



মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর ॥
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জ্জুন রাজন্ ॥
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্‌ঠনি।
ত্রিভুবন জল স্থল কম্পিতা মেদিনী ॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ, দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে, মনে হেন মানি ॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে, নাহি অবসাদ ॥
উভয়ে বরিষে বাণ, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর-জর ॥
কেহ কারে নাহি পারে, তুল্য দুইজন।
দেবতা, অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ ॥
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
ধরিয়া দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন-নৃপতি।
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি ॥
রাবণের মোহ হৈল গদার আঘাতে।
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপিতে ॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় ছুঁইয়া যেন নিল অজগরে ॥
ধরিয়া সহস্র হাতে রাখে কক্ষতলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥
বান্ধিল সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত।
রাবণ ভাবিছে, একি হইল উৎপাত ॥
সাধু সাধু বলিছে আকাশে দেবগণ।
অর্জ্জুন-উপরে করে পুষ্প-বরিষণ ॥
হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে।
কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে ॥

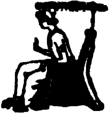


মারীচ দূষণ খর প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥
রাক্ষসের স্তবেতে অর্জ্জুন রাজা হাসে।
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥
রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায় ॥
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥
দেবগণ অর্জ্জুনের করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাই সবে ত্রাণ ॥
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি।
রাবণেরে ল'য়ে পূরে সান্ধাইল বলী ॥
বন্দীশালে ল'য়ে ফেলে মড়ার আকার।
টুটিল সে রাবণের সব অহঙ্কার ॥
কুড়ি হাতে বেড়িলেক তার দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেন দিয়া লোহার শিকলা ॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥
পাথর তুলিয়া দিল সত্তর যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥
রাবণেরে বদ্ধ করি রাখি কারাগারে।
অর্জ্জুন করিতে কেলি গেল অন্তঃপুরে ॥
ধরিল সহস্র হাতে সহস্র যুবতী।
মনোসুখে কেলি করে অর্জ্জুন-নৃপতি ॥
অর্জ্জুনের নামে হয় পাপ-বিমোচন।
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন ॥
বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস রচে অর্জ্জুনের জলকেলি ॥



● পুলস্ত্যের প্রার্থনায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাবণকে মুক্তিদান ও তাহার সহিত সখ্য স্থাপন ●

অর্জ্জুন করিয়া বন্দী রাখে দশাননে।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণে ॥
মহামুনি পুলস্ত্য সে স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্তলোকে আসে ॥
দশদিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জ্জুনের ঘরে আসি দিলা দরশন।
পাত্রমিত্র-সহ রাজা আইল সত্বরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে ॥
সহস্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতূহলী ॥
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
মোর কাছে প্রভু তব কিবা প্রয়োজন ॥
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল ॥
দেবগণ বন্দে গিয়া যাঁহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন ॥
পুত্র-পৌত্র আছে প্রভু, তোমা বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব মুনি কর সংবিধান ॥
মুনি বলে, রাজা তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন্ জন ॥
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে ॥
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতি-দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি ॥
রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দীশালে।
হস্ত পদ বান্ধি তার লোহার শিকলে ॥
আমার গৌরব রাখ, করহ সম্মান।
আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতি-দান ॥
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল শীঘ্র আনহ রাবণ ॥
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়।
খসাইল রাবণের গলার নিগড় ॥
কুড়ি হাত রাবণের বদ্ধ যোড়ে-যোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বন্ধ ছাড়ে ॥
খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর ॥
কুড়ি হাত যুড়িয়া বান্ধিয়াছিল চামে।
করিল বন্ধনমুক্ত সে-সকল ক্রমে ॥
রাবণে আনিয়া দিল মুনি বিদ্যমানে।
মাথা তুলি রাবণ না চাহে অপমানে ॥
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্যবাস।
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক-প্রকাশ ॥
সুগন্ধি চন্দন-পুষ্প দিল বিভূষণ।
পুলস্ত্য মুনির করে করে সমর্পণ ॥
মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম-অগ্নি জ্বালি।
অর্জ্জুন রাবণ সনে করেন মিতালি ॥
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে, দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা ॥
অগস্ত্য বলেন পুনঃ, শুন রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর ॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুন-স্বরূপ আমি তোমার নন্দন ॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্র হস্ত ধরে।
এ হেন অর্জ্জুনে কেহ জিনিতে না পারে ॥
বলাবল নাহি তথা, নাহি ডাকা-চুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি, আপনি প্রহরী ॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন-স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাহি তাঁর সম গুণে ॥
চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু অংশধর।
সে-অর্জ্জুন রাজারে মারেন ভৃগুবর ॥
অনিত্য শরীর নিত্য-জ্ঞান কর বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা ॥
অর্জ্জুনের কীর্ত্তিগানে পূরিত সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন-অবতার ॥



• রাবণের বালি-বিজয়ার্থে যুদ্ধযাত্রা •

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ মুনি শুনি, অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে, সদা দুষ্ট যুদ্ধ-চিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে, নাহি অবসাদ।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি, বালির সহিত যুদ্ধ করি ॥
বলিল বানরগণ, ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর ॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ সে-সবার হাড় রাশি রাশি ॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে।
ক্ষণেক থাকিস যদি, যাবি যমঘরে ॥
মহাপরাক্রম বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে ॥
বালির বিক্রম কথা শোন্ নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর বালি, বলের সাগর ॥
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ উদয়।
চারি-সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশিখর।
পুনঃ হস্ত প্রসারিয়া লোফে সে সত্বর ॥
সপ্ত দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে।
কি কব অন্যেরে বায়ু না পারে ছুঁইতে ॥
অমর ভাবিয়া হেন করিস অহঙ্কার।
পড়িলে বালির হাতে যাবি যমদ্বার ॥
কুপিল রাবণরাজা দুয়ারী উপরে।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণ-সাগরে ॥
সুমেরু-পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন, রাঙ্গা মুখ জ্বলে ॥
সত্তর যোজন দেহ উভেতে দীঘল।
উচ্চলেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল ॥
দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি।
শশারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী ॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন ॥

• বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা •

অকস্মাৎ বালিরাজ মেলিল নয়ন।
দেখিল নিকটে আসে দুষ্ট দশানন ॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায় ॥
বালি বলে, দশানন, মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে এলি, প্রাণে নাহি ভয় ॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥
কেমনে ফিরিয়া যাবি ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে, রক্ষা নাহি আর ॥
মারিতে আইসে যেই তারে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে, সেই জন অরি ॥
আমারে জিনিতে এলি মরিবার আশে।
সাধ না করিস বেটা, পুনঃ যাবি দেশে ॥
নির্জ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটা সাগরে ॥
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে ॥



রাবণেরে দেখি বালি করিল গর্জ্জন।
সর্প দরশনে যেন বিনতানন্দন॥
পাছু গিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি।
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়॥
ফাঁফর রাক্ষসগণ চাহে চারিভিতে।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্যে আচ্ছাদিতে॥
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাগ, অবসাদে ভাগে॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত॥
সেইস্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে, সর্ব্বলোকে হাসে॥
লেজের বন্ধনহেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত॥
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি।
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগনে।
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্বজনে॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে।
পশ্চিম সাগরে বালি গেল তার পরে॥
ডুবায় সাগর-জলে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে, পেটে নাহি ধরে॥
আকট-বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি তো আকাশে॥
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র প'ড়ে।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে॥



• বালি কর্ত্তৃক রাবণের বন্ধন মোচন •

বালিরাজ দেশে গিয়া ছাড়ে রাবণেরে।
হাসি বলে, কোথা হ'তে আইলে এখানে॥
রাবণ বলিছে, আমি বীরকে পরখি।
তোমা-হেন বীর আমি কোথাও না দেখি॥
অর্জ্জুন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর।
চারিজনে দেখিলাম একই সোসর॥
দেখাইল সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
তোমায় আমায় সিংহ-শৃগাল বৃত্তান্ত॥
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুলে।
চারি সাগরের সন্ধ্যা-ধ্যান নাহি টলে॥
বলে টুটা পাই যদি, আছাড়িয়া মারি।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি সাক্ষী করি।
উভয়ে হইল সুখী উভয়-উপরি॥
শ্রীরাম, সে দুইজন পড়ে তব বাণে।
যে জানে তোমার তত্ত্ব, সেই সব জানে॥
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



• যম বিজয়ার্থ রাবণের যুদ্ধযাত্রা •

কহ কহ মুনি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কহত পুরাণ ইতিহাস॥
সেস্থান ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ মুনি, শুনি অপূর্ব্ব-কথন॥
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন॥



নারদে প্রণাম তবে করে দশানন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন॥
রাবণ ব্রহ্মার বর পেলে বহু তপে।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে॥
রোগে শোকে লোক সব জরায় পীড়িত।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ আনন্দিত॥
অবশ্য মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি।
বন্ধু-বান্ধবের শোকে সর্ব্বলোকে দুঃখী॥
যমমুখে পড়িয়াছে সকল সংসার।
যমেরে এড়িয়া অন্তে যার, কি আচার॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয়॥
দৈত্য মারি লোকে বিষ্ণু করিলেন সুখী।
লোক হিতে সর্প খায় সে গরুড় পাখী॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ॥
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস।
যম-হেতু লোক মরে, লোকে উপহাস॥
যমেরে মারিয়া বীর, কর উপকার।
রাবণ তাঁহার কথা করিল স্বীকার॥
শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
প্রথমে জিনিব মর্ত্ত্য, তৎপরে পাতাল।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকপাল॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটী।
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষেতে ঘাটী॥
মুনি বলে, যদি যমে না কর দমন।
তবেত রহিবে সর্ব্বলোকের মরণ॥
কুড়ি পাটী দশনে সে দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে।
তোমার আজ্ঞায় যাব যম জিনিবারে॥
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে।
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে॥
হেন জন নহে যে যমের নহে বশ।
যমে জিনিবারে যায়, বড়ই সাহস॥
যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর।
ভুবন-বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন॥
উভয়ের কে জিনিবে, জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী॥
অবিবাদে বিসংবাদ ঘটায় নারদ।
নারদ যাহাতে যায়, ঘটায় আপদ॥
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে॥
না হইতে রাবণ মুনির আগুসার।
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার॥
নারদে দেখিয়া যম উঠি যুক্ত করে।
প্রণাম করিয়া তারে বলেন ভক্তিভরে॥
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন॥
নারদ বলেন, যম, ছিলা নিরুদ্বেগে।
তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে॥
দণ্ড হস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আসিলাম দোঁহার সমর॥
নারদের বাক্যে যম চাহে বহুদূর।
রাক্ষস কটক-চাপ দেখিল প্রচুর॥
কৃত্তিবাস কবি সে কবিত্বে বিচক্ষণ।
যমলোকে দশানন প্রবেশে তখন॥



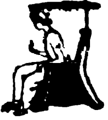
● যমলোকে রাবণের অভিযান ●

চড়িয়া পুষ্পক রথে আইল রাবণ।
প্রবেশিল বহু সৈন্য যমের ভুবন॥
আগে থানা প্রবেশিল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সর্ব্বলোক ধর্ম্ম-অবতার॥



সত্যবাদী দেবপিতৃভক্ত যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ॥
গোদান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত দুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন॥
দুঃখীকে দেখিয়া যেবা করে অন্নদান।
সুবর্ণের পাত্রে সেই করে সুধাপান॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয়, পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল॥
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন॥
অন্যকে তুষিল যেবা বলি প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী॥
যে করে অতিথি সেবা দিয়া বাসাঘর।
সোনার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর॥
স্বর্ণদান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে, দেখিল রাবণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে॥
করেছে উত্তম পাত্রে যেবা কন্যাদান।
সবা হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান॥
যে বিষ্ণু কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন॥
যায় সেই বৈকুণ্ঠে, না যায় স্বর্গবাস।
দিব্য দেহ ধরি তায় হলেন প্রকাশ॥
চতুর্ভুজরূপে তারে সম্ভাষ করিলা।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিলা॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ি মরে॥
লোক-সুখ দেখি হৃষ্ট নিকষা-কুমার।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার॥
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট দশানন॥

রাবণ উত্তর দ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন॥
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
মহামহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম যে দুয়ার উত্তর।
তিনদ্বারে ধার্ম্মিক সে দেখিল বিস্তর॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি তথা, সব একাকার॥
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে॥
যমের প্রহারে লোক হ'য়েছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর॥
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন।
বিষম প্রহার তথা দেখিছে তখন॥
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন।
যমদূতে প্রহারিছে, যাহার যেমন॥
যেই যত পরদার ক'রেছে কৌতুকে।
কুম্ভীপাকে পড়ি সেই ডুবিছে নরকে।
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড, অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে, যায় গাত্রছাল।
অগম্যাগমন করে, যে হরে ব্রাহ্মণী।
তার প্রহারের শুন ভীষণ কাহিনী॥
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে, যাহে লৌহ কাঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গ ছেদনে তার পচে যায় মাংস।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ॥
হাতে গলে বান্ধে তারে দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহবাড়ি॥
মস্তক ফাটিয়া যায়, রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে॥



গদাঘাতে মাথা ফাটি রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপী লোক ফাঁপরিয়া মরে॥
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে।
উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু যমদূতে॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়।
লোহার মুদ্‌গর মারে, অসহ্য সে দায়॥
পাপ-পুণ্য-ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম-প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন।
শুনহ বিষম তার যমের তাড়ন॥
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে।
অগ্নিমধ্যে তাহারে তাতায় ভালমতে॥
সেই লোহা অগ্নিসম জ্বলন্ত ভীষণ।
পাপীসব তারে ধরি দেয় আলিঙ্গন॥
গাত্রমাংস জ্বলে, পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে।
জ্বালায় জ্বলিয়া পাপী ধড়ফড় করে॥
পরদার হরিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি চিন্তিত-অন্তর॥
পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে॥
করিছে যমের দূত বিষম তাড়না।
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা॥
পরস্ত্রী হরিয়া যেবা ক'রেছে রমণ।
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে-জন॥
তাহাতে সন্ততি হয়, বাড়ে পরিবার।
কোটি কল্পে না পায় সে নরকে উদ্ধার॥
তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয়।
পরধন-পরদারে সদা মন রয়॥
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥

নিদারুণ পিপাসায় তালু তার শোষে।
পানীয় চাহিলে মারে যতদূত রোষে॥
ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥
হস্ত-পদ বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
বুকে শূল মারে কেহ, চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
শুনহ বিষম তার যমের তাড়ন॥
হাত-পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চর্ম্মদড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর॥
পরধন যেই জন করে ডাকা-চুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥
পরহিংসা পরদ্বেষ ক'রেছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন॥
মিথ্যা শাপ দেয়, আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
সুতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে, মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষলে তাহারে মারে, তার রক্ষা নাই॥
পরহিংসা করে, বলে অসত্য বচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয়, আর লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুবড়ি॥
মাংস লহ' লহ' বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসানি তার বুক ব'য়ে পড়ে॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি॥



তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে, পায় বড় তাপ॥
অতিথি পাইয়া যেবা না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার, নরকেতে বাসা॥
একজন দান করে, অন্যে হয় হাঁতা।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা॥
সীমা হরে যে জন, পোড়ায় পরঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥
উভয়ের ন্যায়ে যেই করে পক্ষপাত।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত॥
বিজিতে জিতায় যেই হইয়া স্বপক্ষ।
যমদূতে মারে তারে, কহিতে অশক্য॥
চুরি-ডাকা করে যে, না করে লোকহিত।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত॥
লোকে পীড়া দিয়া যেই তুষেছে ঈশ্বর।
পায় সে কুকুরজন্ম সহস্র বৎসর॥
লোকরক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ।
লইয়া শৃগাল-জন্ম খায় মৃত-মাস॥
না চিন্তিয়া রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত।
বিষম প্রহার তার হয় সমুচিত॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ॥
গুরুপত্নী হরণেতে যত পাপ হয়।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক, না দেখে নিস্তার॥
ব্রাহ্মণ হইয়া করে শূদ্রাণী-গমন।
পাপে হয় সে সবার স্বধর্ম্মে পতন॥
চণ্ডাল-জনম হয় শূদ্রাণী-গমনে।
সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট হয় তার দরশনে॥
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য সব পণ্ড হয়।
শূদ্রগামী ব্রাহ্মণে যেজন নেহারয়॥
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ হয় সেই দোষে॥

রাজা হ'য়ে প্রজা যদি না করে পালন।
পরলোকে তাহার নরক অখণ্ডন॥
পুত্রের সমান যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটি কল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমনে যে জন না করেন পূজন॥
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য-উপরে।
সেই ঘৃত ঢুকে তার নখের ভিতরে॥
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে।
অন্ন-সহ ঘৃত যায় শরীর-ভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে, সঘৃত নৈবেদ্যে করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরে রাজা॥
এ সকল কথা শুনি লাগে চমৎকার।
দেবল বিপ্রের কভু নাহিক নিস্তার॥
শূদ্র হ'য়ে যেই জন হয়েছে ব্রাহ্মণী।
তাহার বিষম রোল, বড় ডাক শুনি॥
লক্ষ লক্ষ সাঁড়াসিতে গাত্র মাংস টানে
ছিঁড়ি খায় গাত্রমাংস সহস্র সন্ধানে॥
ডাঙ্গসের বাড়ি মারি করে খান খান।
কোটি কল্প পাপ ভুঞ্জে, নাহিক এড়ান॥
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
বিঘত প্রমাণ পোকা পুরীষের কুণ্ডে।
তাহার উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল।
তাহার উপরে ফেলে যায় গাত্রছাল॥
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াসি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্রমাংস টানে যমদূতে॥
ইত্যাদি নরক-ভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্ব হরণ পাপে নাহিক নিস্তার॥
পরহিংসা করে যেবা, সুজনেরে নিন্দে।
চর্ম্মদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥



গলায় বঁড়শী দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া তার মাথে করে হানাহানি॥
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়।
গলে গলগণ্ড তার, বড়ই সংশয়॥
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা।
এ হতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা॥
ছোট কিংবা বড় যেবা যত করে পাপ।
পাপ-অনুসারে ভুঞ্জে শমনের তাপ॥



●রাবণের নিকট যমের পরাজয়●

লোকের যাতনা দশানন ভাবি চিতে।
বন্দী মুক্ত করে সে মারিয়া যমদূতে॥
শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার।
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার॥
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জে তার ফলে।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে দড়ি দিয়া গলে॥
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপদোষে আরবার পড়িল নরকে॥
দশানন বলে, বন্দী করিনু উদ্ধার।
আরবার কেন তারে করিছ প্রহার॥
দূত বলে, রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে॥
ইহলোকে রাবণ যতেক কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ॥
পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা।
তখন তোমার সনে হবে লেখাজোখা॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে॥
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল জাঠি মুদ্গার ফেলিছে তদুপরে॥
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা, রাবণ ফাঁফর॥
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে, তত হয়, নাহি অপচয়॥
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে রাবণ করিছে তাড়ন॥
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর॥
নীল-হরিতাল-বাণ যমদূতে মারে।
রাবণ মূর্চ্ছিত হয়ে রথ হৈতে পড়ে॥
ছটফট করিতেছে বাণের জ্বালায়।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূত-পানে চায়॥
থাক থাক করি সবে গর্জ্জিছে রাবণ।
পাশুপত-বাণ এড়ে রুষিয়া তখন॥
আলো করি আসে বাণ অগ্নি অবতার।
যমদূত পুড়ে সব হইল সংহার॥
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নি-তেজে।
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে॥
রথোপরি সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন॥
রাঙ্গামুখ রথখান অষ্টঘোড়া বহে।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে॥
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে ধর্ম্মরাজ আইল সমরে॥
মৃত্যুকালদণ্ড-অস্ত্র যমের প্রধান।
যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
যমেরে কহিছে মৃত্যু, কর আজ্ঞা দান।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান॥
পরশনে কিবা কাজ, দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে॥
যম বলে, মৃত্যু, দেখ সংগ্রাম সরস।
দণ্ড হস্তে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস॥



তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক।
মারিয়া রাবণে পাড়ি, দেখহ কৌতুক ॥
কালদণ্ড মুখে উঠে অগ্নি খরশাণ।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ ॥
চারিভিতে অস্ত্র যার সর্পের আকার।
কালদণ্ড-অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার ॥
হেন কালদণ্ড যম তুলি নিলা হাতে।
তাহা হৈতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে ॥
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী।
মুখে বিষ অগ্নি জ্বলে, শিরে জ্বলে মণি ॥
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শমাত্র মরি।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি ॥
দণ্ডমুখে অগ্নি জ্বলে, লোকের তরাস।
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ ॥
ডাক দিয়া যমে সবে করিছে বাখান।
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ ॥
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে এড়াইবে দেবগণে ॥
দেবতা সহিত ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে।
যম হস্তে দণ্ড দেখি আইল সমক্ষে ॥
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
ক্ষান্ত হও যমরাজ, না করিহ রণ ॥
রাবণ পাইল বর, নাহি তব মনে।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন ॥
যাহার দর্শনে মরে, স্পর্শে কিবা কথা।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা ॥
দণ্ড ব্যর্থ যাবে, নাহি মরিবে রাবণ।
আমার বচন শুন, না করিহ রণ ॥
দণ্ড রাখ, দণ্ড রাখ, শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া যাহ তুমি ঘর ॥
যম বলে, তব বরে সবে ঠাকুরাল।
যে লঙ্ঘে তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল ॥
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ॥
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে।
পলায় রাক্ষসসৈন্য চুল নাহি বান্ধে ॥
বড় বড় রাক্ষস সে রাবণসোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর ॥
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব ত্যজিয়া রাবণে ॥
পলায় অমাত্য সব ছাড়িয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥
যুঝিবার কাজ থাক, দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হ'য়ে যুঝে ॥
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে, শঙ্কা নাহি করে ॥
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না গণে ॥
জাঠি শেল শূল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয়, তবু করে রণ ॥
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশ বাণে সারথিরে বিন্ধে দশাননে ॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ মারে যমের উপর ॥
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপরে বাণ বর্ষে, নাহি ডরে ॥
মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু, কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে ॥
বাণ খেয়ে মৃত্যু তবে অতি কোপে জ্বলে।
যোড় হাত করিয়া যমের আগে বলে ॥
নিবেদন করি প্রভু, কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ ॥



পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উচিত না হয় ॥
তোমার বচন প্রভু, করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিনু আমি রড় ॥
রথ সহ যম-মৃত্যু হৈলা অদর্শন।
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণরাজা ভাষে।
পলাইয়া যায় যম আমার তরাসে ॥
যম যদি পলাইল, দেখিল রাবণ।
আমি যমজয়ী, বলি ভাবে দশানন ॥
কৃত্তিবাস-কবিত্ব শুনিতে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার ॥



• রাবণের নিকট বাসুকির পরাজয় •

শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন ॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার ॥
মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান।
তব অবতারে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥
যেইজন শুদ্ধচিত্তে শুনে রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন ॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রাম নাম শুনিবেক পাপী সাবধান ॥
চারিবেদ-অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে তত ফলোদয় ॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
তথা হৈতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ মুনি শুনি অপূর্ব্ব-কথন ॥
মুনি বলে, রাবণ জিনিল সর্ব্বদেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতালভুবন ॥
চলিল রাবণরাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশী কোটি কালভুজঙ্গিনী ॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেড়ে ॥
চারিদিকে বেড়ে সর্প, রাবণ ফাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড় ॥
রাবণ মুদ্গর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী-সব না পারে সহিতে ॥
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণ রাজা বাসুকিরে বেড়ে ॥
বাসুকি করিল বিষ-বাণ-অবতার।
ব্রহ্মজাল-বাণে করে রাবণ সংহার ॥
মহাবিষ বিষজাল বাসুকি সে এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে ॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি।
বাসুকিরে মহাজাল-বাণে করে বন্দী ॥
বাসুকিরে বন্দী করি লোটে তার পুরী।
বিচিত্র আবাস ঘর পূর্ণ নাগপুরী ॥
বন্দী হ'য়ে বাসুকি মানিল পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেন অভয় ॥
শত মুণ্ড, সহস্রেক ফণা যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে ॥
মুখে যার জ্বলে অগ্নি শিরে মণি জ্বলে।
হেন সব সর্পে জিনে গিয়া সে পাতালে ॥



• রাবণের নিপাতক সহ যুদ্ধ ও মৈত্রী •

জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতক্ রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি ॥
নিপাতক্ রাজ্যে তার নাহি কোন ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর ॥



রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতকু-ঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি, আজি যুদ্ধ চাই ॥
নিপাতকু রাজা সেই যম-দরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ ॥
শেল জাটি ঝকড়া সে অস্ত্র খরশাণ।
খাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ ॥
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন ॥
দুই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য তেজে যেন ছাইল মেদিনী ॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই জনে যুদ্ধ করে, নাহি অবসাদ ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতালপুরী হৈল অন্ধকার ॥
কেহ কারে নাহি পারে, দু'জনে সোসর।
দু'জনে মাসেক যুদ্ধ করে নিরন্তর ॥
এক মাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণে ল'য়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে ॥
ব্রহ্মা বলে, নিপাতকু, শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥
রাবণ, তোমারে বলি, শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ॥
মম বরে দুইজন হ'য়েছ দুর্জ্জয়।
দুই জনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয় ॥
লঙ্ঘিবারে পারে কেবা ব্রহ্মার বচন।
অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়ি প্রীতি করে দুইজন ॥
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥

রাবণের বরুণপুরী বিজয়

লঙ্কার অধিক ভোগ ভুক্তি তার ঘর।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী দিক্ আলো করে।
সুরভী আছেন সেই বরুণ-নগরে ॥
রাবণ করিল সুরভীরে দরশন।
ক্ষীরধারা ঝরে তাঁর স্তনে অনুক্ষণ ॥
যার ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর ॥
সুরভীকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায়, তাই পায়, আমি চাহি তবে ॥
বরুণ জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন-সময়ে তোমা লইব সংহতি ॥
বরুণে-জিনিতে করে রাবণ পয়ান।
হেনকালে সুরভী হইল অন্তর্দ্ধান ॥
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ, আসিয়া দেহ রণ ॥
বরুণের পাত্র বলে, তিনি নাহি ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ এ শূন্য নগরে ॥
বরুণ গিয়াছে কোথা জিজ্ঞাসে রাবণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ ॥
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির ॥
সে সবারে রাবণ যে আকাশ নিরখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে ॥
বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাণ হইল কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর ॥
মহোদর বীর যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি ॥



পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধি বুকে।
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে ॥
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন ॥
মহোদরে অচেতন দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর ॥
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমিতে পড়িয়া হয় ধূলায় ধূসর ॥
তিন ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর।
তা'দেরে আনিল ধরি পুরীর ভিতর ॥
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর ॥
বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে ॥
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর ॥
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ ॥
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হৈয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে ॥

• বলির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা •

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ-কথন ॥
মুনি বলে, বলিরাজ পাতালেতে বসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে ॥
পাতালে আবাস-ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণরাজা হৈল চমকিত ॥
সোনার প্রাচীর ঘর পর্ব্বত-প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥

প্রহস্তকে রাবণ পাঠায় জিনিবারে।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে ॥
বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যোতি কোটি সূর্য্যের কিরণ ॥
বসিয়া আছেন দ্বারে রত্নসিংহাসনে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥
প্রহস্ত বিস্মিত হ'য়ে আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে, শুন হে লঙ্কেশ্বর ॥
দেখিলাম মহারাজ দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর ॥
আজানুলম্বিত তাঁর ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তাহে শোভা পায় ॥
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িত-জড়িত যেন দেখি নবঘন ॥
বক্ষঃস্থল কৌস্তুভে শোভিত অতিশয়।
বনমালা তদুপরি করেছে আশ্রয় ॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
পুরুষ রাবণে দেখি মৃদু মৃদু হাসে ॥
রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার ॥
রাবণ বলিছে, দ্বারী, পলাবি কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায় ॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলি-সনে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে ॥
বীরমধ্যে বীর আমি, মুনিমধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি, দিবস রজনী ॥
আমা সহ যুঝিবে, শুনিতে উপহাস।
কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ হয়ত উচিত।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥
আমি বলি তোমারে, শুনহ দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কোন্ জন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা দশানন হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে ॥



পাদ্য-অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল, পাতালেতে এলে কি কারণ॥
সে বলে, পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে॥
বলি বলে, হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে॥
দুয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন॥
যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার।
সকলি সৃজিয়া তিনি করেন সংহার॥
রাবণ বলিছে, যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহাদের হৈতে কেবা আছে হে প্রচণ্ড॥
বলি বলে, ভাই কি করিবে যমরাজ।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ পুরুষ-সমাজ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল॥
ইঁহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর।
এঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য-ভিতর॥
দানব-রাক্ষস-আদি বড় বড় বীর।
পুরুষ দর্শনে ভাই, কেহ নহে স্থির॥
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ।
কিঞ্চিৎ তোমারে কহি, শুন হে রাবণ॥
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাহি, অদৃশ্য শরীর॥
রাবণ বলিছে, ত্রাসে হৈল অদর্শন।
পেলে চড়ে বধিতাম তাহার জীবন॥
রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর-আবাসে॥
বলি বলে, রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ॥
পাত্র ল'য়ে বসি তবে করে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান॥

বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ হইল বন্দী, বলিরাজ হাসে॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্প-বরিষণ॥
যত দেবকন্যা, তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেব-ঋষি।
স্বর্গেতে বেড়ায় নাচি যত স্বর্গবাসী॥
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষসগণ করে হাহাকার॥
এইমত বন্দীশালে রহিল রাবণ।
কৌতুকে বেড়ায় নাচি যত দেবগণ॥
বলি ভূপতির আছে সাত শত দাসী।
দেখিলে মোহিত সবে, পরম রূপসী॥
উচ্ছিষ্ট-ব্যঞ্জন-অন্ন-পূর্ণ স্বর্ণথালে।
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে॥
রাবণ বলে, কন্যাগণ, শুনহ বচন।
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন॥
চেড়ী সব বলে, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন, মেলহ অধর॥
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ প্রসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥
রাবণ বলিল, চেড়ী, শুনহ বচন।
বারেক চুম্বন দিয়া রাখহ জীবন॥
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন।
ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগণ॥
কুঁজী বলে, রাবণ হে তুমি মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ॥
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে-মনে।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে॥
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা॥

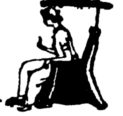


যথায় যথায় রহে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন হ'য়ে সুখী ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি মুনি, শুনি অপূর্ব্ব-কথন ॥



● মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী ●

মুনি বলে, রাবণ আছয়ে রথোপর।
চড়ি যায় দিব্যরথে এক নরবর ॥
স্বর্ণ রথখান তার বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
কেহ হাসে, কেহ নাচে, কারো মুখে বাঁশী।
স্ত্রীগণ-বেষ্টিত সে পুরুষ স্বর্গবাসী ॥
রথের উপরে যায় শৃঙ্গার-কৌতুকে।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে ॥
রাবণ বলিছে, কোথা পুরুষ, পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি, যুদ্ধ মোরে দাও ॥
দেখিয়া তোমার নারী ব্যাকুলিত প্রাণ।
কতগুলি নারী মোরে দিয়া যাহ দান ॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুন লঙ্কেশ্বর।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর ॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ ॥
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি, একথা নিশ্চয় ॥
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি-নামে ॥
স্ত্রীগণ-বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গবাসে।
এহেন সময়ে যুদ্ধ যুক্তি না আইসে ॥
রাবণ বলিল, তুমি মোর ধর্ম্মবাপ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি, মনে অনুমানি ॥
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা-রণে।
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে ॥
পূর্ব্বমুনি বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি।
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপপতি ॥
উত্তর দিকেতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে।
থাক আজ বাসা করি রম্য এ পর্ব্বতে ॥
এ-পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন ॥
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা, কটক সহ আসে ॥
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ।
মান্ধাতা রাবণ দোঁহে বাজে মহা রণ ॥
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ ॥
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার ॥
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে ॥
পড়িল রাবণরাজা, বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি ॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সংবিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে, মান্ধাতা চিন্তিত ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন ॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল, সৈন্য করে হাহাকার ॥
সংবিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে।
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে ॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই রাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে ॥
দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর ॥



কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে সমান, যুদ্ধ করে দশ মাস ॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত ॥
সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্তসাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল মহর্ষি ভার্গবে।
অবিলম্বে তথা আসি কন মুনি তবে ॥
সমর সংবর, ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা, শুন তাঁর কথা ॥
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে ॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সংবরিয়া প্রীতি কর দুই জন ॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান ॥
মান্ধাতা রাবণ দুইজন সম রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত।
কহ, বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥



● রাবণ কর্ত্তৃক চন্দ্রলোক জয় ●

মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব-কথন ॥
মুনি বলে, একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইল রুষ্ট দুষ্ট, স্পষ্ট কয় ॥
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে প্রয়াণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি, গ্রাহ্য নাহি করে ॥
দেখিব কেমন চন্দ্র, কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল ॥
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ॥
চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন ॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে ॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী ॥
রাজহংস-আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে।
রাবণ কটকসহ গঙ্গাস্নান করে ॥
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপণ।
সকল কটক রথে করিল গমন ॥
আছেন শঙ্কর-গৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর ॥
গৌরীভক্ত যেই জন পূজেছে পার্ব্বতী।
সে-স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥
তদুপরি শিবলোকে উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ॥
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটীর পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ॥
ব্রহ্মালোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীঘে অযুতেক যোজন প্রমাণ ॥
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন ॥



রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে॥
হিম-বরিষণে কটকের হৈল জাড়।
কটকের হস্ত পদ জাড়ে হৈল আড়॥
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হ'য়ে জাড়ে।
তথাপি রাবণরাজা রণ নাহি ছাড়ে॥
প্রহস্ত বলিছে, জাড়ে জোর নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই, বাঁচি কোন মতে॥
রাবণ কাতর হৈল, যুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায় তথাপি, সংগ্রাম নাহি ছাড়ে॥
রাবণ করিল এই উপায় প্রধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ॥
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে।
সে বাণের প্রতাপে, সবার জাড় ভাগে॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর॥
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠে সেইক্ষণ॥
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ।
পলায় চীৎকার করি যত তারাগণ॥
প্রাণ ল'য়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ॥
ক্রন্দন করেন চন্দ্র, ব্রহ্মা পান দুখ।
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ-সম্মুখ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ॥
সর্ব্বলোক হৃষ্ট করে জোছনা রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি॥
কারো মন্দ না করে সবার করে হিত।
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত॥
শুন রে রাবণ, মন্ত্র কহি, তোর কাণে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈলে মরে একজন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ॥
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি॥
চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি মুনি, শুনি পুরাণ কথন॥

• রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও
মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব •

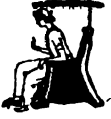
অগস্ত্য বলেন, শুন জানকীবল্লভ।
রাবণের দিগ্বিজয় কহি আমি সব॥
জম্বুদ্বীপ পার হ'য়ে গেল লঙ্কেশ্বর।
কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষপ্রবর॥
সুমেরু-পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার॥
বার যোজনের পথ আড়ে পরিসর।
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর॥
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি।
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি॥
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে॥
পুরুষ বলেন, আজি ঘুচাই বিষাদ।
কতদিন স'ব আর তোর অপরাধ॥
কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে॥
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
পর্ব্বত-যুগল যেন উরু দুই খণ্ড।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহুদণ্ড॥
অষ্টবসু আছে সেই পুরুষ-শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে॥



দশদিক্‌পাল আছে পুরুষের পাশে।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে॥
পুরুষের হৃদিপদ্মে ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম আসনে বসেন হৈমবতী॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা-গায়ত্রী-লিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিন কোটি দেবকন্যা তাঁহার দোসর॥
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে লোমাবলী-রূপে আছে অবতার॥
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক-উপরে॥
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি॥
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তখন।
বিংশহস্ত রাবণ সে হৈল অচেতন॥
অচেতন হ'য়ে ভূমে লোটায় রাবণ।
পুরুষ গেলেন পরে পাতালভুবন॥
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর॥
শরীর ঝাড়িয়া শুক-সারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে॥
বলে শুক সারণ শুনহ লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর॥
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে॥
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি, তাঁরে না চিনে রাবণ॥
ত্রাস পেয়ে মনে মনে চিন্তিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ॥
পুরুষ সুবর্ণখাটে হরিষ-অন্তরে।
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
কামার্ত্ত রাবণ যায় ধরিবারে বলে॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায়॥
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলিছে, তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুনরে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন॥
যোড়হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর॥
তুমি হে আমারে মার, তবে সে মরণ।
তোমা-বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হস্তে হইবে বিনাশ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় ল'য়ে তথা হৈতে সরে॥
শ্রীরাম বলেন, কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন, দেহ পরিচয়॥
অগস্ত্য বলেন, তিনি ভুবনের সার।
চতুর্ভুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার॥
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ॥

● রম্ভাবতীর অপমান ও নলকূবর কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি অভিশাপ ●

অগস্ত্য বলেন, রাম কর অবধান।
রাবণের পূর্ব্বকথা কহি তব স্থান॥
কৈলাস পর্ব্বতে গেল বেলা অবসানে।
বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে জাগে দশানন।
চন্দ্রের উদয়হেতু নির্ম্মল গগন॥
সুশীতল রাত্রি, বহে বায়ু মনোহর।
ধবল রজনী শোভা করে সুধাকর॥



রাবণ মদনে মত্ত, নারী নাহি পাশে।
হেনকালে রম্ভা যায় উপর-আকাশে ॥
রম্ভা নামে অপ্সরা সে পরমা সুন্দরী।
কপালে তিলক তার শোভে সারি সারি ॥
রূপেতে করিল আলো যেন চন্দ্রকলা।
দেখিয়া রাবণরাজা কামে হৈল ভোলা ॥
রম্ভা রম্ভা বলিয়া রাবণ ধরে হাতে।
তুষিতে কাহার প্রাণ যাহ এত রাতে ॥
কোন্ নাগরের হেতু যাহ রসবতী।
তাহারে এড়িয়া মোরে ভজ লো যুবতী ॥
রতিশাস্ত্র অষ্টাদশবিধ আমি জানি।
তুমি আমি কেলি করি দিবস-যামিনী ॥
লাজে হেঁটমাথা রম্ভা বলে যোড়হাত।
আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
শ্বশুর হইয়া তুমি না ধরিহ হাতে।
কেন বা আইনু আমি হেন ছার পথে ॥
রাবণ বলিল, তুমি কাহার সুন্দরী।
কি সম্বন্ধে তুমি সে আমার বহুয়ারী ॥
রম্ভা বলে, কর যদি সম্বন্ধ-বিচার।
আমাকে ছাড়িয়া দেহ, করি পরিহার ॥
শ্রীনলকূবর-নামে কুবের-কুমার।
পতিব্রতা হই আমি রমণী তাঁহার ॥
কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
তাঁর পুত্রবধূ আমি তব বহুয়ারী ॥
শ্বশুর হইয়া কর বধূরে হরণ।
আমারে অপেক্ষি আছে কুবের-নন্দন ॥
ধর্ম্মে মতি দেহ রাজা, ছাড় পরিহাস।
হাত ছাড়ি দেহ, যাই নায়কের পাশ ॥
ছাড়ি দেহ লঙ্কেশ্বর, আজিকার রাতি।
কল্য আসি তব সঙ্গে করিব পিরীতি ॥
রম্ভা-বাক্য শুনি কহে হাসিয়া রাবণ।
এ সময় পেলে নারী ছাড়ে কোন্ জন ॥
পুরুষ হইয়া যদি পায় সে রমণী।
প্রাণান্তে নাহিক ছাড়ে, শুন সুবদনী ॥
মনেতে ভাবিয়া রম্ভা, দেখহ আপনি।
দেবরাজ হরিলেন গুরুর রমণী ॥
এতেক কহিল যদি রাজা লঙ্কেশ্বর।
মনে মনে ভাবে রম্ভা, যা করে ঈশ্বর ॥
দশানন বলে, তুমি কি ভাবিছ আর।
কালি থেকে পুত্রবধূ হইও আমার ॥
রম্ভা বলে, মহারাজ. কর পরিহার।
কালি আমি তব সঙ্গে করিব বিহার ॥
রম্ভার বচন শুনি দশানন হাসে।
আজি বহুয়ারী কালি ঘুচিবেক কিসে ॥
রম্ভা বলে শুন বলি আমার নিয়ম।
যে দিন যাহার পাশে করিব গমন ॥
সেই দিন পতি সেই, জানিহ নিশ্চয়।
এ কথা অন্যথা নাহি কদাচিৎ হয় ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি।
চিরদিন ধর্ম্ম রাখি এইরূপে সতী ॥
নলকূবরের লাগি ক'রেছি প্রয়াণ।
আজি ছাড়ি দেহ রাজা, রাখ মোর মান ॥
ধর্ম্ম রাখ নলকূবরের অনুরোধ।
বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ ॥
আজি রাজা ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ।
দশ দিন থাকিব আসিয়া তব পাশ ॥
বিশ্বশ্রবা-পুত্র তুমি সুবুদ্ধি সুধীর।
পণ্ডিত হইয়া কেন এতেক অস্থির ॥
রাবণ বলে, ওকথা মোরে নাহি লাগে।
আর দিন তব কাছে কেবা রতি মাগে ॥
দৈবের ঘটনে আজি গেছ হাতে পড়ে।
হেনজন কেবা আছে, স্ত্রী পাইলে ছাড়ে ॥
পৃথিবীর নারী যদি হইত ঘটনা।
পাইলে না ছাড়ি আমি, তার একজনা ॥
এত যদি কহিলেন রাজা দশানন।
নাকে হাত দিয়া রম্ভা ভাবে মনে মন ॥
রাবণের হাতে বুঝি পরিত্রাণ নাই।
মৌন হ'য়ে থাকি এবে যা করে গোসাঁই ॥



এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রম্ভাবতী।
রাবণ বুঝিল, রম্ভা দিলেক সম্মতি॥
কিছু না বলিয়া রম্ভা মৌনেতে থাকিল।
রম্ভাকে চাপিয়া তবে রাবণ ধরিল॥
হেঁটমুখে রহে রম্ভা রাবণ-গোচর।
ভাল-মন্দ কিছু রম্ভা না দিল উত্তর॥
অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন।
ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন॥
একেত রাবণ, তাহে রম্ভার ইঙ্গিত।
ইঙ্গিতে শৃঙ্গার রাজা করে বিপরীত॥
একে দশানন তাহে শৃঙ্গারে প্রবীণ।
একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন॥
রাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী।
সবে মাত্র সহে রম্ভা, আর মন্দোদরী॥
হাত পা আছাড়ে রম্ভা রাবণের কোলে।
রাবণ শৃঙ্গার করে ধরি তার চুলে॥
রহ রহ বলি রম্ভা বলে রাবণেরে।
মুখেতে তর্জ্জন করে, হরিষ অন্তরে॥
পুরুষের অষ্টগুণ স্ত্রীলোকের কাম।
তাহার বৃত্তান্ত কহি, শুনহ শ্রীরাম॥
স্বভাবে পুরুষ হৈতে কামে মত্তা নারী।
তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি॥
হৃদয়ে আনন্দ, মুখে করয়ে তর্জ্জন।
তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন॥
প্রকাশ না করে মুখে, মনে পুড়ে মরে।
প্রকাশিয়া নাহি কহে পুরুষ-গোচরে॥
কঠিন রমণীজাতি স্বজিলেন ধাতা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে, নাহি কহে কথা॥
পুরুষ-অধিক নারী কামেতে পাগল।
তথাপি পুরুষ মন্দ, স্বভাবে চঞ্চল॥
রমণী চঞ্চল হয়, কদাচ না শুনি।
পুরুষ এমন জাতি, ভুলে যায় মুনি॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, ছাড়েন সকল।
হেন মুনি স্ত্রী দেখিলে হয়েন পাগল॥
কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল।
পুরুষ ভুলাতে নারী ফাঁদে নানা কল॥
শাস্ত্রমুখে জানি রাম সর্ব্ব বিবরণ।
নারীতে মজিলে যশ, গৌরব নিধন॥
রাম বলে যত বল সকলি স্বরূপ।
বিশেষ পুরুষ নহে নারী-অনুরূপ॥
মুনি বলিলেন, যার বড় ভাগ্যোদয়।
লোভ সংবরণ করি তার নারী রয়॥
শৃঙ্গারেতে রমণীর বাড়ে অভিলাষ।
জনম-অবধি তার নাহি পূরে আশ॥
দিনে-দিনে বাড়ে লোভ নহে সংবরণ।
সংবরিতে পারে যদি নারী করে মন॥
যে রমণী পাপকর্ম্মে নাহি করে মতি।
উত্তমা রমণী জেনো সেই গুণবতী॥
সতীর অনেক গুণ শুন রঘুপতি।
অনেক খুঁজিলে নাহি মিলে এক সতী॥
এক গুণা নহে নারী অনেক লক্ষণা।
সর্ব্ব গুণ ধরে দেহে সতী যেই জনা॥
সতীর দেহেতে মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
পূজা কৈলে খণ্ডে পাপ, না থাকে দুর্গতি॥
এক সহস্রেতে নারী মিলয়ে একটি।
সতী পাওয়া দুর্ল্লভ, অসতী কোটি কোটি॥
সতী সদা করে নিজ কুলপ্রতিকার।
অসতী হইলে কভু নাহিক নিস্তার॥
সতীর প্রশংসা রাম সকল পুরাণে।
অসতীর অপমান দেখ ত্রিভুবনে॥
অসতী অসত্যবাদী, শুনহ লক্ষণ।
এক মহাদোষ তার অধিক ভোজন॥
যাহা দেখে তাহা খেতে মনে করে সাধ।
রাত্রি দিন খায় তবু করয়ে বিবাদ॥
যত খায়, ক্রমে ক্রমে তত বাড়ে আশ।
যার ঘরে হেন নারী, তার সর্ব্বনাশ॥
তাহার উদরে যত সন্তান সন্তুতি।
মাতৃদোষে তারা সব হয় ত কুমতি॥



যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, করে অনাচার।
অনাচারে ব্রহ্মশাপে বংশের সংহার॥
বিপরীত ব্রহ্মশাপ হয় তার কুলে।
ব্রহ্মশাপে সবংশেতে পড়ে ডালে মূলে॥
পাপমতি স্ত্রী-পুরুষ যেই কুলে থাকে।
পাপে মজি তার বংশ যায় ত নরকে॥
অপকীর্ত্তি গায় তার সকল সংসার।
মরিলে নরকে যায়, নাহিক নিস্তার॥
অসতী দেখিলে পাপ বাড়য়ে বিস্তর।
সতীরে দেখিলে পাপ পলায় সত্বর॥
সত্যের পালন করে, মিথ্যা পরিত্যাগ।
দিনে-দিনে ধর্ম্মপথে বাড়ে অনুরাগ॥
ধার্ম্মিকের বংশে জন্মি করে অনাচার।
আপনার দোষে হয় বংশের সংহার॥
মুনিপুত্র দশানন জন্ম ব্রহ্ম-অংশে।
অনাচার পাপকর্ম্মে সর্ব্বলোকে হিংসে॥
সৃষ্টিরে সৃজিয়া ব্রহ্মা করেন পালন।
বিশ্বশ্রবা করে দেখ ধর্ম্ম-উপাসন॥
হেন অংশে জন্মি রক্ষঃ করে কোন্ কর্ম্ম।
ধর্ম্মের নাহিক লেশ, সকলি অধর্ম্ম॥
শ্রীরাম বলেন, তব নাহি অগোচর।
রম্ভার বৃত্তান্ত কিছু কহ অতঃপর॥
মুনি বলিলেন, শুন পুরাণ-কথন।
তদন্তরে রম্ভাবতী করিল গমন॥
শৃঙ্গারে রম্ভার বেশ হইল সংচুর।
স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর॥
সে নলকূবর বলে, বেশ কেন আন।
কার ঠাঁই পাইয়াছ এত অপমান॥
কান্দিতে কান্দিতে রম্ভা তার পায়ে পড়ে।
তব কোপানলে প্রভু, ত্রিভুবন পুড়ে॥
এত দিন ভ্রমি আমি ত্রিভুবনময়।
হেন অপমান মম কভু নাহি হয়॥
কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায়।
আচম্বিতে রাবণ আমার দেখা পায়॥
যে দিন হইবে যা বিধি সব জানে।
দৈবের ঘটন হেন, বুঝি অনুমানে॥
এমত বিপত্তি নাহি দেখি কোনকালে।
পথে পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে॥
ধর্ম্মলোপ করিলেক বলে চাপি ধরি।
বলহীনা নারীজাতি কি করিতে পারি॥
দেবতা না পারে তারে, আমি নারীজাতি।
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি॥
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে।
সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ আমারে নাহি ছাড়ে॥
নলকূবর বলে রম্ভা জানি তুমি সতী।
তব দোষ নাহি দেখি, রাবণ দুর্ম্মতি॥
কুকর্ম্ম দেখিয়া নলকূবরের রোষ।
ধ্যানেতে জানিল সে রম্ভার নাহি দোষ॥
ক্রোধে নলকূবর সে লাগিল জ্বলিতে।
রাবণেরে শাপ দিতে জল নিল হাতে॥
আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার।
বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শৃঙ্গার॥
সেইক্ষণে মরিবেক, যাবে দশ মাথা।
নলকূবরের শাপ না হবে অন্যথা॥
রাবণের শাপে হৈল হৃষ্ট দেবগণ।
সীতার সতীত্ব-রক্ষা এই সে কারণ॥
নিদ্রা হৈতে উঠিল রাবণ রতি-সাধে।
শাপ শুনি অমনি সে বসিল বিষাদে॥
শুনিয়া রাবণরাজা দুঃখ ভাবে চিতে।
কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে॥
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন।
বলে রতি করিতে না পারিব কখন॥
যদি অন্য শাপ দিত তাহা প্রাণে সয়।
ঘোর শাপ দিল মোরে, পুড়িছে হৃদয়॥
এই সে রহিল মোর মনে অনুতাপ।
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
আর কিছু কহ মুনি, তার ইতিহাস॥



রম্ভারে ধর্ষিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ মুনি, শুনি পুরাণ-কথন ॥



• সূর্পণখার বৈধব্য •

মুনি বলে, দশানন দেশে দেশে চলে।
উঠিল সে একদিন গগনমণ্ডলে ॥
তিন কোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি।
রাবণেরে বেড়ে তার সব সেনাপতি ॥
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বাণে বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥
জিনিতে না পারে দৈত্যে চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক অগ্নি-অবতার।
অগ্নি-বাণে দৈত্য সব হইল সংহার ॥
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার।
রাবণ বলিল, লুট দৈত্যের ভাণ্ডার ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা নিশাচরগণ।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে রমণীরতন ॥
সে সবার রূপ দেখি কামে দহে মন।
শাপভয়ে শৃঙ্গার না করে দশানন ॥
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতূহলে।
লুটিয়া সুন্দরীগণে রথে নিল তুলে ॥
সে-সবারে নেত্রজলে রথখান তিতে।
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে ॥
কন্যাগণে প্রবোধে, প্রবোধ নাহি মানে।
কান্দিতেছে কেবল রাবণ-বিদ্যমানে ॥
রাবণ প্রার্থনা করে চাহি রতিদান।
পিতৃমাতৃ শোকে কন্যাগণ হতজ্ঞান ॥
রাবণ ভাবিছে, যদি না হইত শাপ।
এতক্ষণ তবে কেবা সহে কামতাপ ॥
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন।
বলে ধরি শৃঙ্গার না করি সে কারণ ॥
কঠিন কামিনীজাতি সৃজিল বিধাতা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে, মুখে নাহি কথা ॥
মহোদর বলে, রাজা, করহ শ্রবণ।
লজ্জা ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাগণ ॥
একে কুলবালা, তাহে মনে ভয় বাসে।
সব কন্যা ভজিবেক তুমি গেলে দেশে ॥
লঙ্কায় তোমার দশ সহস্র যে রাণী।
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি ॥
এত স্ত্রী থাকিতে তবু না পূরিল সাধ।
রম্ভাবতী হরি কেন ঘটালে প্রমাদ ॥
মহোদর কহে যত, রাবণ লজ্জিত।
দেশেতে প্রস্থান করে হ'য়ে ত্বরান্বিত ॥
দিগ্বিজয় করিলেক শতেক বৎসর।
উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর ॥
সঙ্গে ছিল দৈত্য-কন্যা পরমাসুন্দরী।
লইয়া সে সব কন্যা গেল অন্তঃপুরী ॥
রাবণ যাহার পায় অঙ্গীকার-বাণী।
অন্তঃপুরে ল'য়ে তারে করে মুখ্যা রাণী ॥
যে কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার।
থুইয়া অশোকবনে করয়ে প্রহার ॥
রাবণ প্রতাপী অতি স্বর্ণলঙ্কাপুরে।
স্ত্রী-দশ-হাজার-সহ সুখে কেলি করে ॥
সূর্পণখা নামে ছিল রাবণ-ভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে, চক্ষে পড়ে পানি ॥
সূর্পণখা বলে, ভাই, তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে পতি মোর মারি ॥
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে ॥
পাত্রমিত্র-আদি আর বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই ॥
যে দিন বিবাহ, সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি ॥
সূর্পণখা-হাতে ধরি বলে রক্ষোরাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম, নাহি দেহ লাজ ॥



দুই ভাই আছে খর আর যে দূষণ।
তাহারা তোমারে সদা করিবে পালন ॥
স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক জনস্থানে।
স্বতন্ত্রার নামে রাঁড়ী হৃষ্ট হয় মনে ॥
আর যত রাঁড়ী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন।
স্বতন্ত্রা করিলা তারে কুবুদ্ধি রাবণ ॥
সূর্পণখা চলিল যে রাবণ-আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাঁড়ীর দোষে ॥
সে রাঁড়ীর নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥



● রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন ●

অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
ইন্দ্র-রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান ॥
কৌতুকে রাবণ-রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে কেলি করে ॥
পরনারী ল'য়ে কেলি করে দশানন।
হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ ॥
বলেতে হরিয়া তুমি আন পরনারী।
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি ॥
যত পাপ কর তুমি, তোমারে সে ফলে।
কুম্ভনসী ভগ্নী দৈত্য হ'রে নিল বলে ॥
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি ॥
অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদে ॥
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে ॥
তুমি আছ বিভীষণ, ভাই সহোদর।
এত সব বীর আছ লঙ্কার ভিতর ॥
কারো শক্তি নাহি, যুদ্ধ করে দৈত্যসনে।
তোমা সবাকারে ধিক্, কি ফল জীবনে ॥
বীর কুম্ভকর্ণ যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শক্র নাহি আসে তার আগে ॥
দিগ্বিজয় করি আসিলাম ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কথা, ভাগে দেবগণ ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া আইনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে না' ঘরের ভিতর ॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুইজন।
মেঘনাদ প্রভৃতির শক্তি অকারণ ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি, দোষ দেহ অকারণ ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী ;
ফল মূল খাই আমি, থাকি উপবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন ;
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ ॥
রাবণ বলে, যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥
মেঘনাদ-যজ্ঞ কথা শুনিয়া রাবণ।
বিভীষণ-সহ তথা করিল গমন ॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা।
যজ্ঞ করে মেঘনাদ নামে নিকুম্ভিলা ॥
অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর নারী মুখ নাহি দেখে ॥
স্বর্ণনামে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত ॥
ন্যাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হন মন্ত্রতেজে ॥
অধিষ্ঠিত হ'য়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে ॥
যজ্ঞের আহুতি খেয়ে অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন পেয়ে পরিতোষ ॥
অগ্নি বলে, মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথা-তথা যাহ যুঝিবারে ॥



পরাজয় না হইবে, দিনু আমি বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে রিপু-অগোচর॥
যজ্ঞে আসি বর দিব তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে॥
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে।
রাবণ কহিল, পুত্র, চল মোর সনে॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর॥
ত্রিভুবন-উপরেতে ইন্দ্র হন রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা॥
সাক্ষাতে দেখিব তব যজ্ঞের সুফল।
ইন্দ্রসনে কিরূপেতে যুঝ কত বল॥
আপন কটক ল'য়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ॥
নয় হাজার স্ত্রী তার পরমাসুন্দরী।
দেব দানবের কন্যা, রূপে বিদ্যাধরী॥
অন্তঃপুরে নাহি যায়, সে চৌদ্দ বৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর॥
নারী-সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে॥
শতকোটি হস্তী নড়ে লক্ষ কোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া॥
সারথি জানিল, আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী অশ্ব ঠাট সৈন্য সঙ্গে সব নড়ে॥
নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি।
বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে নিল তিন অক্ষৌহিণী॥
রাজার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি॥

মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ।
তালজঙ্ঘ সিংহবর ঘোর-দরশন॥
মহাবাহু শুকবাহু যজ্ঞধূম আর।
মাকামুখ মেঘমালী বিক্রমে অপার॥
শার্দ্দূল সারণ শুক চলে বিদ্যুৎমালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী॥
চলে সে নিশঠ শঠ বিক্রমকেশরী।
রাবণের সৈন্য যত, কহিতে না পারি॥
রথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে॥
চলে অক্ষয়কুমারাদি বীর দেবান্তক।
ত্রিশিরা ও অতিকায় চলে নরান্তক॥
নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি কত মাণিক্যাদি হীরা॥
কুম্ভকর্ণপুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দু'জন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন॥
কনক-রচিত রথ প্রভাকর-জ্যোতি।
চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি॥
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তেজী ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া॥
মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাণ্ডা খরশাণ।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাহি লঙ্কার ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ-নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে॥
এক দিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর॥
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন জল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল॥
পান করে সাত শত মদের কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল সে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ॥



ভূমিকম্প হয় যেন, দেখি ভয় করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে ॥
রাবণের রথ ল'য়ে যোগায় সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥
হস্তী অশ্ব নড়ে ঠাট-কটক অপার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে করে এতেক সাজনি।
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ॥
শত লক্ষ কাঁসি, তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল ॥
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া।
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ॥
ঢেমচা খেমচা, বাজে, ঝম্প কোটি কোটি।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
বিরানব্বই লক্ষ বীণা, তিন কোটি শঙ্খ।
দোহারী মোহুরী শাণী গণিতে অসংখ্য ॥
পাখোজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁসি।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাঁশী ॥
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদোল।
প্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥
রাবণের সাজনে দেবের চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার ॥



● মধুদৈত্যের এবং রাবণের মিলন ●

মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি, পিছে পুরন্দর ॥
সাগর হইয়া পার চলে সৈন্য ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা ॥

ঘেরিল মথুরাপুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল ॥
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনসী বাহির হইল একেশ্বরী ॥
রাবণ বলে, কহ ভগ্নি, দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা ॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন পাঠাতাম তারে যমঘর ॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনসী ভাষে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে ॥
তোমার বাণেতে ভাই, কারো নাহি রক্ষা।
রাঁড়ী কৈলে সহোদরা ভগ্নী সূর্পণখা ॥
তার স্বামী মারিলে, হইয়া মহারাজ।
মোরে রাঁড়ী করি ভাই, সাধিবে কি কাজ ॥
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভাগিনা তোমার ॥
আপনার কথা ভাই, বলিহ আপনি।
চৌদ্দ হাজার স্ত্রী তব বিভা কর রাণী ॥
তুমি বলে হরি আন পরের সুন্দরী।
সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী ॥
হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি ভাগে, দৈত্য কোন্ জন ॥
কোপ ছাড় মোরে চাহি দেহ স্বামী দান।
লবণ-নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান ॥
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥
দশানন বলে, আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্রে জিনিবারে যাব, যাক মোর সনে ॥
কুম্ভনসী চলিল রাবণ আজ্ঞা পেয়ে।
শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে ॥
কুম্ভনসী ধেয়ে যায় আলুলিত চুলে।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে মধুদৈত্য হেনকালে ॥
ঘূর্ণিত-লোচন দৈত্য শয্যা 'পরি বসে।
কুম্ভনসী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে ॥



আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে, তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে এল লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে আসিল তোমারে কাটিবারে॥
দৈত্য বলে, আন শীঘ্র শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনসী কয়।
রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয়॥
থাকুক তোমার কার্য্য, না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদ, অন্যের কি কথা॥
রাবণের দোষ নাহি, তুমি সর্ব্বদোষী।
আমারে আনিলে হরি ত্রিপ্রহর নিশি॥
অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে॥
তুষ্ট হ'য়ে কহিল আমার বিদ্যমানে।
দৈত্য আসি সম্ভাষ করুক মোর সনে॥
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কহি মিষ্টকথা॥
পূর্ব্বকোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ কর, তাহে ক্ষতি নাই॥
কুম্ভনসী-কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
যোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে॥
রাবণ বলে, করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন, এত বড় সাধ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর॥
কত বল ধর তুমি, কত আছে সেনা।
কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা॥
তোরে বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরা তোমার॥
ভগ্নী আসি বিস্তর কাঁদিল পায়ে ধরে।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
যোড়হাত করি বলে, শুনহ রাবণ॥
তোমার সংগ্রামে হরিহর করে ভয়।
আমারে করহ কোপ, উপযুক্ত নয়॥
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি, তুমি মহাবল।
ক্ষমা কর অপরাধ আমার সকল॥
পরম পণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর॥
মার্জ্জনা করহ দোষ অবোধ জনার।
পদধূলি দেহ আসি আলয়ে আমার॥
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য আলয়েতে করিল গমন॥
আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানে বসে অন্য যত জনে॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে, তব চরিত্র সুন্দর॥
মধুদৈত্য বলে, আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর-সনে॥
রাজা বলে, কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন॥
নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাজা পাইয়া গৌরব॥
রাবণ বলিছে, দৈত্য, শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া॥
আপন কটক ল'য়ে চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর॥
রাত্রির ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম॥



মধু দৈত্যের হাতী ঘোড়া কটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর॥



রাবণ কর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রমণ

অন্তরীক্ষে ঠাট সব উঠে মুড়ে-মুড়ে।
রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
রহিল অসংখ্য ঠাট বেড়ি চারিভিতে॥
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমরনগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি॥
সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন।
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন॥
শতেক যোজন পুরী আড়ে পরিসর।
দীর্ঘে ওর নাহি তার, বায়ু-অগোচর॥
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ॥
সোনার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া।
সোনার হুড়কা, তাহে নবরত্ন বেড়া॥
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারিদ্বারে।
নাহিক কাহার শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে॥
শতবৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরমাসুন্দরী॥
পরমাসুন্দরী শচী, তিনি মুখ্যা রাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী॥
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানারত্ন পরিপূর্ণ পরম-সুন্দর॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর, দুয়ার চৌতারা।
কত দেবকন্যা তাহে রূপে মনোহরা॥
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবকন্যা ল'য়ে ইন্দ্র করে তাহে খেলা॥
নাহি শোক-দুঃখ নাহি অকাল-মরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন॥
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম॥
নানারঙ্গে নৃত্য তথা করে পক্ষিগণ।
কুসুম সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন॥
প্রমাদ পড়িল, তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমরনগরী আসি বেড়িল রাবণে॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণে ল'য়ে গেল বিষ্ণুর গোচর॥
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন॥
নারায়ণ বলেন, শুনহ পুরন্দর।
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর॥
তোমারে কহি যে ইন্দ্র, শুনহ কারণ।
আমা-বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন বর তপে হ'য়ে তুষ্ট।
বিনা নর-বানরেতে না মরিবে দুষ্ট॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার॥
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি।
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি॥
ত্রিভুবন-উপরে ইন্দ্রের অধিকার।
দশদিক্‌পাল আসি হৈল আগুসার॥
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে।
যক্ষ-রক্ষ ল'য়ে আসে যুঝিবার তরে॥
একবার রাবণের যুদ্ধে পায় লাজ।
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ॥
যম-মৃত্যু সংগ্রামে আইল দুই জন।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ॥



ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে।
আরবার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে॥
পাতালেতে বাসুকীরে জিনিল রাবণ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ॥
আইল তিরাশী কোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী।
যাহাদের বিষ-জ্বালে দহয়ে মেদিনী॥
একবার রাবণ জিনেছে বরুণেরে।
সেই কোপে বরুণ আইল যুঝিবারে॥
মরুৎ অসুর আর এল বিদ্যাধর।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর॥
চন্দ্র সূর্য্য আসিল নক্ষত্র আরবার।
রাবণের রণেতে হইল আগুসার॥
শনি-রাহু-কেতু-আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রি দিবা ঝড় বৃষ্টি এল সর্ব্বজন॥
সমর দেখিতে আসিলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তাঁর সঙ্গে সহচরী॥
দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী বগলা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা॥
নারসিংহী, বারাহী ধরেন নানা কলা।
কাত্যায়নী, চামুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমালা॥
রণে আইলেন দেবী, বেশ ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কথা দেবে লাগে ডর॥
রক্তবীজ, আদি সবে মারিলা কটাক্ষে।
রাবণের ডরে রহিলেন অন্তরীক্ষে॥



● রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয় ●

স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল॥
নানা অস্ত্র পড়ে, নাহি যায় সংখ্যা করা।
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা॥
রাক্ষস করিছে নানা অস্ত্র অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার॥
জাঠা, জাঠি, শেল, শূল মুসল মুদ্গর।
খাণ্ডা খরশাণ বাণ অতি ভয়ঙ্কর॥
পড়ে গদা শাবল নাহিক লেখাজোখা।
চারিদিকে ফোটে বাণ যার যত শিক্ষা॥
রথে রথে ঠেকাঠেকি, ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তী-অশ্ব চাপনেতে হস্তী-অশ্ব হত॥
পড়ে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখাজোখা নাহি, বাণ পড়িছে বিস্তর॥
দেবতা-রাক্ষসে করে অস্ত্র অবতার।
সমগ্র অমরাবতী বাণে অন্ধকার॥
দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হ'য়ে রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে, যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে॥
বিম্বকে-বিম্বকে রক্তে বান্ধি ওঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা॥
ইন্দ্র বলে, রাবণ করহ যুদ্ধছল।
জনে জনে যুঝ, দেখি কার কত বল॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ।
মোর সনে যুঝেছে সকল দেবগণ॥
বরুণ কুবের যম জিনেছি মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে, কে আছে দেবতা॥
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশমাথা খসি পড়ে, দেবগণ হাসে॥
রাবণ বিকৃত-দেহ সংগ্রাম-ভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে॥
দশমাথা খসি পড়ে, বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশমাথা উঠে॥
একবার ভিন্ন শনির নাহি আর রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ॥
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
পলাইয়া গেল শনি রাবণের ডরে॥
শনি পলাইল দেখি রাক্ষসেরা হাসে।
হেনকালে গেল যম রাবণের পাশে॥



যমেরে দেখিয়া অগ্রে দশানন হাসে।
মরিবারে কেন যম, এলি মোর পাশে ॥
যম বলে, রাক্ষস, কি করিস অহঙ্কার।
করিতাম তোরে আমি সে দিন সংহার ॥
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা, জীবি কতক্ষণ ॥
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি ॥
জগতের মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম-অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন ॥
পুড়ি মরে রোগ সব, পরিত্রাহি ডাকে।
সবে গেল যমঠাঁই পড়িয়া বিপাকে ॥
রোগ পীড়া পলাইল, দশানন হাসে।
মোর কাছে যম, তুমি দর্প কর কিসে ॥
যম বলে, রাবণ, কি করিস অহঙ্কার।
মোর হাতে হবে তোর সবংশে সংহার ॥
রোগপীড়া পলাইল, মনে পেলি আশ।
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ ॥
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর ॥
অবশ্য মরণ হবে, যাবি মোর ঘর।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্কর ॥
যমরাজ-রাবণ দুজনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী ॥
ধেয়ে যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণ দেখি যম পলাইল ডরে ॥
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর ॥
সর্ব্বজন মরে যম, তোমা-দরশনে।
তুমি ভঙ্গ দিলে, যম যুঝে কোন্ জনে ॥
হেনকালে পবন বহিল মহাঝড়।
উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র কৈল জড় ॥
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণ রাজা চিন্তিত হইল ॥

কুম্ভকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে ॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন, ঘুচিল সব ঝড় ॥
পবন পলায়ে গেল পেয়ে মনে ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর ॥
বরুণের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের লাগে বড় ভয় ॥
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয়, দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত সেনা সবে হইল অস্থির ॥
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন ॥
অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার ॥
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ॥
একাদশ রুদ্র এল, দ্বাদশ ভাস্কর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয় ॥
ধনুকেতে যোড়ে রাজা বাণ ব্রহ্মজাল।
বাণ হৈতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল ॥
রাবণের বাণেতে দেবতাগণ কাঁপে।
সূর্য্যতেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে ॥
যতেক দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ॥
দুই রাজপুত্র যুঝে, দুজনে প্রধান।
কেহ কারে নাহি জিনে, দুজনে সমান ॥
মেঘনাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর।
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল ভিতর ॥
পুলোম দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আলয় ॥
ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ ॥



মেঘনাদ-বাণ বুঝি না পারি সহিতে।
আছে কিনা আছে বেঁচে, না পারি বলিতে॥
অন্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ-বচন॥
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হৈত দেখা।
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা॥
পুলোম দানব, তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ॥
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সংবরে ক্রন্দন।
তবে দেবরাজ গেল চণ্ডীর সদন॥
তোমা-বিদ্যমানে দেবগণের সংহার।
রাবণে মারিয়া মাতা কর প্রতিকার॥
চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি॥
যুঝিতে যোগিনীগণ নানা কাচ কাচে।
রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে॥
দেখিলে যোগিনী সবে মহাভয় করে।
একৈক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে॥
দশানন বলে, মাতা, কর অবধান।
যুদ্ধ সংবরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান॥
রাবণ যোগিনী-যুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর।
যোড়হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর॥
মোর সনে মাতা তব কিসে বিসংবাদ।
তোমার চরণে নাহি করি অপরাধ॥
শঙ্কর সেবক আমি, তুমি মা শঙ্করী।
এ কারণ তব সনে যুদ্ধ নাহি করি॥
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ।
তুমি যদি হার মাতা, পাবে বড় লাজ॥
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লয়ে চলিলা কৈলাস॥
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র ও রাবণ দুইজনে বাজে রণ॥
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র, বজ্র-অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণরাজা এল দিব্যরথে॥
ইন্দ্রের সে বজ্র-অস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ॥
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়া।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহে দাণ্ডাইয়া॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নি-বসতি করিব দেবতা॥
বজ্র-বিনা ইন্দ্র, তোর আর নাহি বাড়া।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র ক'রে যাব গুঁড়া॥
ইন্দ্র বলে, কুম্ভকর্ণ, ছাড় অহঙ্কার।
বজ্র-অস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার॥
মহামন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্রবাণ ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত্র গিলে॥
বজ্র-অস্ত্র গিলি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ॥
চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ ধায় চারিভিতে॥
সৃষ্টিনাশ-হেতু তারে সৃজিল বিধাতা।
চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা॥
অমর দেবতাগণ, নাহিক মরণ।
নাসিকা কর্ণের পথে পলায় তখন॥
শ্রবণ-নাসিকা-পথ ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ পলায় অপার॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণে আছাড়িয় ফেলে।
হাত, পা ভাঙ্গিয়া যায় পড়ি ভূমিতলে॥
কুম্ভকর্ণ-রণে কারো নাহি অব্যাহতি।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি॥
এক দিবা রাত্রি মাত্র কুম্ভকর্ণ জাগে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল সুখী দেবভাগে॥
ছয় মাসে কুম্ভকর্ণ একদিন জাগে।
রজনী প্রভাতে রক্ষা পায় দেবভাগে॥
রাত্রি পোহাইল, বীর নিদ্রায় বিহ্বল।
এতক্ষণে রক্ষা পায় দেবতাসকল॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত॥



ইন্দ্রসহ রাবণের বাজে মহারণ।
দুইজনে নানা বাণ করে বরিষণ॥
দুইজনে বাণ মারে, নাহি লেখাজোখা।
চারিদিকে ফেলে বাণ, যার যত শিখা॥
দুইজনে সম, কেহ না পারে জিনিতে।
প্রস্বাপন-বাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে॥
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
প্রস্বাপন-বাণে বন্দী করিব রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপন এড়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে॥
স্পর্শমাত্র নিদ্রা যায় হেন প্রস্বাপণ।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন॥
অচেতন হ'য়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে॥
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণে বান্ধিয়া লৈল ঐরাবত-পায়॥
অবনীতে লোটে রাবণের দশ মাথা।
দশানন দশা দেখি হাসেন দেবতা॥
হিঁচড়িয়া ল'য়ে যায়, বুক ছ'ড়ে যায়।
ঐরাবত-দন্ত ঠেকে রাবণের গায়॥
খান খান হয় অঙ্গ, দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাজা বিষম প্রহারে॥
হরষিত দেবগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে নিশাচরগণ॥
রাবণ হইল বন্দী দেখে মেঘনাদ।
রথে চড়ি অন্তরীক্ষে করে সিংহনাদ॥
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে নাহি যাস ইন্দ্র, ফিরি দে রে রণ॥
রাবণ-কুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥
পিতারে করিলি বন্দী আমা-বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদ-গর্জ্জনেতে দেবরাজ-হাসে॥

তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড়, কোথাও না শুনি॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী॥
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে কুমার ধানুকী॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র, না পারে সহিতে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ, কেহ নাহি দেখে॥
খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল একধারা।
চারিভিতে পড়ে, যেন আকাশের তারা॥
নানা-অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হৈতে আসে বাণ, দেখিতে না পায়॥
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায়, আর না পারে সহিতে॥
মেঘনাদ জুড়িলেক বন্ধ নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥
মেঘনাদ জানে নানা বাণের সুশিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ, নাহি কারো রক্ষা॥
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল॥
বিষের জ্বালায় ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন॥
ইন্দ্রে বাঁধে মেঘনাদ পিতা-বিদ্যমান।
মেঘনাদে দশানন করিছে বাখান॥
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলে পুত্রকাজ॥

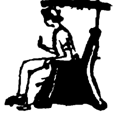


ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র, লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুটিব এ অমর-নগরী॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে ল'য়ে যাই আমি॥
মেঘনাদ-বাক্য শুনি কহে দশানন।
আজ্ঞা দিনু, কর তাহা যাহে তব মন॥
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল॥
পিতারে বান্ধিয়াছিলি ঐরাবত-পায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র, রথের চাকায়॥
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমরনগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
একে দশানন, তাহে অমর-নগরী।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
নানা-রত্ন-মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গবিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল॥
শচীরে খুঁজিয়া ফিরে রাজা দশানন।
শচী ল'য়ে দেবগণ হৈল অদর্শন॥
শচী তরে রাবণের ছিল বড় আশ।
শচীরে না পেয়ে রাজা হইল নিরাশ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
পারিজাত বৃক্ষ উপাড়িল ডালে মূলে।
লুটিয়া অমরাবতী চলে কুতূহলে॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান।
ছত্রিশ কোটি সম্মুখে কটক প্রধান॥
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর।
জিজ্ঞাসে রাবণ, কোথা আছে পুরন্দর॥
ইন্দ্র করিয়াছে বড় দুর্গতি আমার।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি কোথা রেখেছ কুমার॥
মেঘনাদ বলে, তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর॥
লোহার শৃঙ্খলে বান্ধিয়াছি হাতে গলে।
পাথর চাপায়ে বুকে রাখি যজ্ঞস্থলে॥

এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজার প্রসাদ পায় বাপের গোচর॥
মেঘনাদে রাজা তবে করিছে বাখান।
ধন্য ধন্য পুত্র মোর বীরের প্রধান॥
নানা-অলঙ্কার দিল, মাথে দিল মণি।
অযুতেক বিদ্যাধরী দিলেন নাচনী॥
বাপের প্রসাদ পেয়ে হরিষ-অন্তরে।
কুতূহলে দেবকন্যা ল'য়ে রতি করে॥
বহু ধন পায় লুটি অমরনগরী।
দিগ্বিজয়-দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী॥
দেব দানবের কন্যা ল'য়ে কেলি করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা, তব সৃষ্টি পায় নাশ।
দিবা রাত্রি নাহি চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ॥
আচম্বিতে স্বর্গ আসি ঘেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর॥
ছাড়িয়াছে দেবগণ স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদে।
রাবণেরে বর দিয়ে পড়িনু প্রমাদে॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কার ভিতর॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
ভক্তিভরে পূজে রাজা ব্রহ্মার চরণ॥
আচম্বিতে কেন প্রভু, হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর, আছে তব কোন্ প্রয়োজন॥
বিরিঞ্চি বলেন, দুষ্ট কৈলি সৃষ্টি নাশ।
রাত্রি দিন নাহি চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ॥
যোড়হাতে বলে রাজা ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর॥



সকলে জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞা কর, আনি আমি তোমার গোচরে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, রাজা, চল যজ্ঞশালা।
দেখাইবে মেঘনাদ-যজ্ঞ নিকুম্ভিলা ॥
আগে আগে যান ব্রহ্মা, পশ্চাতে রাবণ।
তার পাছু চলিলা রাক্ষস বিভীষণ ॥
মেঘনাদ-যজ্ঞ দেখি বিধাতার হাস।
মেঘনাদে বলে ব্রহ্মা করিয়া প্রকাশ ॥
তব পিতা ইন্দ্র-রণে পায় পরাজয়।
হেন ইন্দ্রে জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
তব বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে তব নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ ॥
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ তুষ্ট হৈনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দিয়া তুমি ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, আগে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ দেব পুরন্দর ॥
অমর হইব আমি, কর সংবিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥
ইন্দ্রজিৎ-কথা শুনি বিরিঞ্চির হাস।
অমর হইলে তুমি মোর সর্ব্বনাশ ॥
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর শুন ভালমতে।
ত্রিভুবন জিনিবে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন।
সেই জন হবে তোর বধের কারণ ॥
এ সন্ধি শুনিয়াছিল রক্ষঃ বিভীষণ।
তারি জন্যে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ ॥
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র কিবা ভাব মনে।
এ দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণে ॥
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে।
পূর্ব্বকথা কহি ইন্দ্র, শুন সাবধানে ॥
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি।
রাজ্যভোগে পূর্ব্বকথা পাসরিলে তুমি ॥
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনু যতনে।
আইল গৌতম মুনি আমা-দরশনে ॥
অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন।
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন ॥
বুঝিয়া মুনির মন কন্যা দিনু দান।
কন্যা ল'য়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ॥
তপস্যাতে গেল মুনি তমসার কূলে।
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে ॥
অহল্যা গৌতম-পত্নী পরমাসুন্দরী।
গৌতমের রূপ ধরি গেলে তার পুরী ॥
সতী-কন্যা অহল্যা সে সর্ব্বলোকে জানে।
তোমারে আসন জল দিল স্বামী-জ্ঞানে ॥
নারী জাতি নাহি জানে মায়া-ব্যবহার।
বলে ধরি তুমি তারে করিলে শৃঙ্গার ॥
হেনকালে তপ করি, মুনি এল ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিল তোমারে ॥
অহল্যারে শাপ আগে দিলা মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর ॥
আপনি হবেন প্রভু রাম-অবতার।
পদধূলি দিলে তিনি তোমার নিস্তার ॥
অহল্যা পাষাণী হৈল যে মুনির শাপে।
তোমারে সে মুনি শাপ দিল মহাকোপে ॥
তোর অনাচার ইন্দ্র, রহিল ঘোষণা।
তোরে পড়াইয়া ভাল, পেলাম দক্ষিণা ॥
ভগে অভিলাষ তোর, ইন্দ্র তুই ঠগ।
আমার শাপেতে তোর গায়ে হ'ক ভগ ॥
শাপ দিল মহামুনি, খণ্ডন না যায়।
হইল সহস্র ভগ ইন্দ্র, তব গায় ॥
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলে ক্রন্দন।
পরদার-পাপ মোর করহ খণ্ডন ॥
মুনি বলে, খণ্ডন না যায় এই পাপ।
এই পাপে পরে তুমি পাবে মনস্তাপ ॥



মুনির বচন কভু না যায় খণ্ডন।
এত দুঃখ পেলে ব্রহ্ম-শাপের কারণ॥
বিরিঞ্চি বলেন, ইন্দ্র, কহি তব কাণে।
রামনাম মন্ত্র তুমি জপ রাত্রিদিনে॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
রামনামে হয় সর্ব্ব পাপের সংহার॥
এক নামে সহস্র নামের ফল হয়।
রামনাম-তুল্য নাহি চারিবেদে কয়॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থান।
ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরে পেয়ে প্রাণদান॥
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি।
আইল অমরাবতী আপন বসতি॥
দেবরাজ রাত্রিদিন রামনাম জপে।
পরিত্রাণ পায় ইন্দ্র পরদার-পাপে॥
দিগ্বিজয় করি রাবণ এল নিজ ঘর।
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর॥
আর চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে-ধরি হইল অল্পায়ু॥
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তব কৃপাবলে এবে রাজা বিভীষণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা হে মুনি।
রাবণ-অধিক হনূমানেরে বাখানি॥
বহুস্থানে শুনি রাবণের পরাজয়।
হনূমান-পরাজয় কোথাও না হয়॥
গিরি গন্ধমাদন রাত্রির মধ্যে আনে।
হনূমান-সম বীর নাহি ত্রিভুবনে॥

● হনূমানের বিবরণ ●

অগস্ত্য বলেন, কি কহিব তার কথা।
হনূমান গুণ কত না জানে দেবতা॥
এতেক তাহার গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু, শুন রঘুমণি॥
জননী অঞ্জনা তার, জনক পবন।
হনূমান-জন্মকথা করিব বর্ণন॥
অঞ্জনা বানরী ছিল পরম সুন্দরী।
তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী॥
বানরীর রূপ গুণ বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে, যেন পড়িছে বিদ্যুৎ॥
মলয়-পর্ব্বত পরে কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর॥
প্রবেশিল চৈত্রমাস বসন্ত-সময়।
আইল পবন-দেব পর্ব্বত-মলয়॥
অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল-হৃদয়।
করিতে না পারে কিছু, কেশরী দুর্জ্জয়॥
একদিন একাকিনী পাইয়া পবন।
পরিধান উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন॥
অঞ্জনা বলেন, বায়ু, কৈলে জাতি-নাশ।
দেবতা হইয়া তব বানরী-বিলাস॥
বায়ু বলে, কিছু আর না বল অঞ্জনা।
তব রূপ দেখি আমি পাসরি আপনা॥
শাস্ত্রে মহাপাপ পর-রমণী-গমনে।
জাতিকুল বিচার করয়ে কোন্ জনে॥
সকল সংবরি তুমি যাহ নিজঘরে।
জন্মিবে দুর্জ্জয় বীর তোমার উদরে॥
এতেক বলিয়া বায়ু গেল নিজ স্থান।
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনূমান্॥
অমাবস্যা দিনে হৈল হনূর জনম।
জন্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম॥



জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান।
উদিত হইল রক্তবর্ণ ভানুমান॥
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে।
অঞ্জনা'র কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে॥
পর্ব্বত হইতে সূর্য্য লক্ষেক যোজন।
এক লাফে উঠে তথা পবননন্দন॥
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে।
সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে॥
গ্রহণ লাগিবে সূর্য্য সেই সে দিবসে।
ধাইয়াছে রাহু সূর্য্য গিলিবার আশে॥
হনুমানে দেখি রাহু পলাইল ডরে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে॥
মম অধিকার ইন্দ্র, দিলে তুমি কারে।
না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে॥
শুনিয়া রাহুর কথা ইন্দ্রের তরাস।
সূর্য্যকে গিলিতে কেবা করিয়াছে আশ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে ল'য়ে।
সূর্য্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে॥
হনুমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর॥
ঐরাবত-মাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
তাহা দেখি হনুমান হৈল হরষিত॥
সূর্য্যে এড়ি যায় ঐরাবতেরে ধরিতে।
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বজ্র ল'য়ে হাতে॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেবরাজ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে বজ্রাঘাত হনু শিরে করে॥
হনুমান্ পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে।
অচেতন হ'য়ে পড়ে মলয় পর্ব্বতে॥
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে, কোলে হনুমান্॥
পুত্র পুত্র বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন।
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন॥
অঞ্জনা বলেন, নাথ, তব অপকর্ম্মে।
পাপেতে জন্মিল পুত্র, মরিল অধর্ম্মে॥
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে।
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্ কাজে॥
জগতে ত হই আমি জীবনের নিধি।
পুত্র মরে আমার কৌতুক দেখে বিধি॥
বিধাতা করিল সৃষ্টি করি বড় আশ।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-আদি আজি করিব বিনাশ॥
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন।
পবন রোধিল অচেতন ত্রিভুবন॥
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী।
অচেতন মুনি সব সকল পৃথিবী॥
অচেতন ইন্দ্র-আদি সকল দেবতা।
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা॥
মলয়-পর্ব্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর।
বলেন, পবন, শুন আমার উত্তর॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর, যুক্তি না আইসে॥
পবনে সৃজিনু আমি লোকের জীবন।
শ্বাসেতে পবন বহে এই সে কারণ॥
হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ।
আপনি মরিবে বুঝি, কর সেইমত॥
আত্মা রাখ, সৃষ্টি রাখ, শুনহ উত্তর।
চারিযুগে পুত্র তব হইবে অমর॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস।
রুদ্ধ ছিল পবন, সে করিল প্রকাশ॥
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন॥
বিধাতা বলেন, শুন কহি দেবগণ।
হনুমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন॥
সর্ব্ব-অগ্রে যম বলে, আমি দিনু বর।
আমা হৈতে নাহি তব মরণের ডর॥
দেবতা বরুণ বর দিলেন তখন।
না হবে আমার জলে তোমার মরণ॥
অগ্নি বলে, হনুমান, দিলাম এ বর।
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর॥



যত যত দেবতা যতেক বল ধরে।
আপন আপন বল দিলেন তাহারে॥
ইন্দ্র বলে, হনুমান পবননন্দন।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ॥
যেই বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির।
সে বজ্রসমান হ'ক তোমার শরীর॥
ব্রহ্মা বলে, মারুতি, তোমারে দিনু বর।
মম বরে হও তুমি অজর অমর॥
আপনি দিলেন বর, আপনি বিমর্ষে।
ধ্যানে জানিলেন, ব্রহ্মশাপ হবে শেষে॥
বর দিয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান।
মলয় পর্ব্বতে রহিলেক হনূমান॥
পিতৃঘরে আছে বীর পর্ব্বতশিখর।
নানা বিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর॥
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে।
চারি বেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারি দিনে॥
পড়াইতে নারে, গুরু তারে ঘৃণা করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি শাপ দিলা তারে॥
বানর হইয়া কর গুরুকে যে ঘৃণা।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা॥
সেই শাপে হনুমান আপনা পাসরে।
তেঁই পলাইয়াছিল সে বালির ডরে॥
হনুমান-বীর যদি আপনারে জানে।
ভুবন জিনিতে পারে দিনেকের রণে॥
অযুত বৎসর যদি করি পরিশ্রম।
বলিতে না পারি হনূমানের বিক্রম॥
রাম, তুমি আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তোমার সেবক তার কি কব কথন॥
যত গুণ ধরে বীর, কি কহিতে পারি।
শ্রীরাম, বিদায় দেহ, দেশে গতি করি॥
দুই বর্ষ ধরি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় লইয়া॥
নানা ধনে পূজা রাম করেন তাঁহার।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধাভাণ্ড।
বাল্মীকি-আদেশে গায় গীত উত্তরকাণ্ড॥



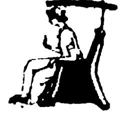
● রামসীতার জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রমোদভবন নির্ম্মাণ ও তাহাতে রামসীতার বাস ●

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্ম-পরায়ণ।
রাজ্যে নাহি দুর্ভিক্ষ কি অকাল-মরণ॥
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা ল'য়ে সভাজন॥
যুদ্ধ করি অবসাদ হ'য়েছে আমার।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার॥
কিছুদিন বিশ্রাম করিব, আছে মন।
তিন ভাই মিলি কর প্রজার পালন॥
মন দিয়া শুন ভাই, বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার॥
অন্তঃপুরে রব আমি, করিয়াছি মনে।
নিরন্তর সাবধানে পাল প্রজাগণে॥
যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য ক'রেছি পালন॥
চৌদ্দবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি প্রজাগণ॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন-ভিতরে কাহারে করি ডর॥
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে॥
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈলা রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিলা রাম প্রসারিয়া হাত॥
তিন ভাই শ্রীরামে করিলা প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ॥
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরষিত-মন।
সীতা করিলেন রাম-চরণ-বন্দন॥
রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যথা স্বর্ণ-অশোক-কানন॥



দেবকন্যা ল'য়ে রাবণ তথা কেলি করে।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দরে ॥
তুমি আমি তাহে কেলি করিব দু'জন।
নানাবর্ণ পুষ্প বৃক্ষ করিব রোপণ ॥
রঘুনাথের আনন্দে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্ম্মা, কর অবধান।
রামের অশোকবন করহ নির্ম্মাণ ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত ॥
বসি আছে রঘুনাথ হরষিত-মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিল চরণ ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান।
সোনার অশোক-বন করিতে নির্ম্মাণ ॥
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোকবন জন্মাই পিরীতি ॥
সোনার অশোকবন করিল নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ॥
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফলফুল ধরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
সুললিত পক্ষিরব শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দে প্রচুর ॥
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ আসি তথা কেলি করে ॥
সরোবর-চারিপার্শ্বে সুবর্ণের গাছ।
কেলি করে জলজন্তু, নানাবর্ণ মাছ ॥
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধা যত বৃক্ষ গুঁড়ি।
স্থানে স্থানে স্থাপিয়াছে রত্নময় পীঁড়ি ॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে।
তেমনি উদ্যান-শোভা পুরীর ভিতরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল অশোক-কানন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥
অশোক-কানন দেখি রাম হৈলা সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ॥

অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
জানকীরে ল'য়ে তথা বসান উৎসঙ্গে ॥
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানারূপে সেবা করে রঘুনাথে তুষি ॥
সীতা-রূপ দেখি রাম হরষিত মনে।
সীতারে তোষেন রাম মধুর-বচনে ॥
বিদ্যাধরীগণ এল অপ্সরা বিমলা।
প্রথম যৌবনা তারা জিনি শশিকলা ॥
বিদ্যাধরীগণ আছে শ্রীরামের পাশে।
সীতারে দেখিয়া রাম অন্যে নাহি ভাষে ॥
প্রথম যৌবনা সীতা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ভুবন-মোহিনী ॥
এত রূপ দিয়া তাঁরে সৃজিলা বিধাতা।
কাঁচা-স্বর্ণবর্ণ-রূপে আলো করে সীতা ॥
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রানন রামচন্দ্র, সীতা চন্দ্রমুখী ॥
পূর্ণ-অবতার রাম, সীতা মনোহরা।
চান্দের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা ॥
আনন্দে আছেন রাম সীতা-সম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি কেলি করে রাত্রিদিনে ॥
সীতার সেবায় রাম সদা তুষ্টমতি।
শচীর সেবায় যথা তুষ্ট শচীপতি ॥
এক-একদিনে সীতা একেক মূর্ত্তি ধরে।
একদিন অষ্টরূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে ॥
সাত হাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে।
ছয়ঋতু বঞ্চেন করেন নানা রঙ্গে ॥
নিদাঘ কালেতে চৈত্র বৈশাখ যে মাসে।
আনন্দে ডুবেন রাম কেলি-রঙ্গরসে ॥
বিকসিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে, রবি যে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল ॥
বরষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী।
জলজন্তু-কলরব, তৃষিত চাতকী ॥



প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে।
অশোক বনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে॥
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম উল্লাসে।
বরষা হইল গত, শরৎ প্রকাশে॥
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল॥
ফুটিল কেতকী দেখি অতি-সুশোভন।
ছাড়িল বরষা ডাক, শরৎ গর্জ্জন॥
মন্দ মন্দ বরিষণ, বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবরে॥
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু বরিষে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর।
নারিকেল আদি যত ফল বহুতর॥
পরম হরষে আর সুখেতে বিশেষ।
এইরূপে শ্রীরামের হেমন্তের শেষ॥
শিশির-উদয়ে হৈল প্রবল যে শীত।
শীতকাল পেয়ে রাম পরম-পিরীত॥
দিনে দিনে মলিন হইল শশধর।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর॥
দেখি কোটি-সূর্য্যতেজ ধরে রঘুবীর।
দূরে গেল শীত, রাম বঞ্চিলা শিশির॥
উদিত বসন্ত-ঋতু সর্ব্ব ঋতু-সার।
কৌতুক-সাগরে রাম করেন বিহার॥
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে, গুঞ্জরে ভ্রমর॥
পরম কৌতুকী রাম দেখি ঋতুরাজ।
কেলিরস বিনা তাঁর নাহি কিছু কাজ॥
এইরূপে দোঁহে সাত হাজার বৎসর।
রাত্রিদিন কেলিরসে থাকে নিরন্তর॥
পঞ্চমাস গর্ভ হইল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে, কিবা খেতে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য খাবে সীতা, করহ প্রকাশ॥
লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী।
সংসারের দ্রব্যে অভিলাষ নাহি দেখি॥
এক দ্রব্য খেতে মোর হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে॥
মুনিপত্নী-সঙ্গে যেতাম স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
যোগী ঋষি মুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিণ্ড করে খান খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নী-স্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তোমা সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী॥
সীতার কথায় রাম বিস্মিত যে মনে।
কালি দিব মেলানি, যাইতে তপোবনে॥

● ভদ্র নামক মন্ত্রীর নিকট শ্রীরামের সীতা-সম্বন্ধে জনাপবাদ শ্রবণ ●

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাত হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে॥
সহস্র বৃহন্দ বাহি আইলা যখন।
পাত্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশমাস।
হেন সীতা ল'য়ে রাম করেন বিলাস॥
হেনকালে আসি রাম বাহির চৌতারা।
দেয়ানে বসিলা রাম সভাখণ্ড পূরা॥
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি।
সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি॥
সীতা-নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন থাকি অন্তঃপুরে॥
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক, না জানে সন্তাপ॥



আমি রাজা হৈতে হে কে আছে কেমন।
রাজ্য-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর॥
ভদ্র-নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড়, কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম অগ্রে কয়॥
পাত্র বলে, রঘুনাথ কর অবধান।
রঘুবংশে আছি আমি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোকে চিন্তে প্রভু, তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্ধন হ'তেছে রাজ্য, শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন, কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হ'য়ে করিলাম কোন্ অবিচার॥
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতি সুখে।
নৃপতির পাপে প্রজা থাকে অতি দুখে॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, কহিতে যে নারি।
পাত্র হ'য়ে অধিক, কহিতে ভয় করি॥
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র না হও চিন্তিত।
যে পাত্র নির্ভয়ে কহ, সেই সে উচিত॥
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
এক নিবেদন মোর শুন প্রভু রাম॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, যাই যথা তথা।
সর্ব্বলোকে কহে প্রভু, সীতার বারতা॥
দেবাসুর যুদ্ধ-মত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছে ঘর।
নির্ম্মল-কুলেতে কালি দিলা রঘুবর॥
যে নারী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে।
রাখিয়াছে সেই নারী নিজ গৃহবাসে॥
এই অপযশ তব সর্ব্বজন ঘোষে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ॥
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন, কহ যথার্থ বচন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যা বলিল ভদ্র প্র.., সে সত্য বচন॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

● সীতাকে বনবাস দিবার উদ্দেশে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রণা ●

পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে ঝরে পানি॥
নিদাঘ-সময়, রবি অতি খরতর।
সরোবরে স্নান-হেতু যান রঘুবর॥
একেশ্বর যান, কেহ নাহিক সহিত।
সরোবরকূলে গিয়া হৈল উপনীত॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবর-পাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড়॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নান-হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানি।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের, শুনেন কাহিনী॥
দুই জনে কথা কহে শ্বশুর-জামাই।
এই দুই-জন বিনা আর কেহ নাই॥
শ্বশুর বলিছে, তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধোপেতে ধুপিন॥
নিজ গোত্র-প্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখি তোরে দিলাম দুহিতা॥
কিবা দোষ করে কন্যা, মার কোন্ ছলে।
আমার বাটীতে কন্যা এল রাত্রিকালে॥



একেশ্বরী এল কন্যা, বড় পাই ভয়।
পিতৃগৃহে যুবকন্যা শোভা নাহি পায় ॥
এত যদি জামাতারে বলিল শ্বশুর।
বাক্‌ছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥
যে কথা কহিলে তুমি কহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, কেহ নাহি সাথী।
কাহার আশ্রয়ে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥
পৃথিবীর রাজা রাম সংবরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরি আনে ঘরে ॥
রাম-হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দিবে, আমি হীন জাতি ॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন।
থাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ ॥
ভদ্র যত বলিল, রামের মনে লয়।
শ্রীরাম ভাবেন, ভদ্র-বাক্য মিথ্যা নয় ॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
ঘরে চলিলেন রাম বিবস-বদন ॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা ল'য়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ ॥
পঞ্চমাস গর্ভ আছে সীতার উদরে।
জায়ে-জায়ে এক ঠাঁই ব'সেছেন ঘরে ॥
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী ॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ ॥
তোমা ল'য়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি।
ভূমিতে লিখহ, তার মুণ্ডে মারি লাথি ॥
সীতা বলে, সে ছারে না দেখি কোন কালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া, কেমন রাবণ ॥
রাবণ লিখিতে সীতা মনে কৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ ॥
গর্ভবতী নারী, হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন ॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী ॥
সীতা-পার্শ্বে দেখে রাম রাবণ লিখন।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন ॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতা-মুখে ॥
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি, আর নাহি সাধ ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আসিলা বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে ॥
সত্যহেতু মম পিতা ত্যজেন আমায়।
সত্য কার্য্য করি যদি, লোকে শোভা পায় ॥
সীতাসম রূপ গুণ কোথাও না শুনি।
রূপগুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী ॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে হাতে ॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস ॥
উপহাস করে লোক, সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিলা দুয়ারী ॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ঝাঁট আন শত্রুঘ্ন ভরত লক্ষ্মণ ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিন জনে আনি দিল রামের গোচর ॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিন ভায়ে ল'য়ে যুক্তি করেন তখন ॥
যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা পায় সভা ভাগ।
আমা-সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ ॥



শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
মোর অপযশ যত, নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিনজন॥
আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
সীতা ল'য়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোবন॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা রাখ ল'য়ে দূরে॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানারত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী॥
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন॥
একথা কহিলে তাঁর পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে॥
শীঘ্র যাহ, লক্ষ্মণ আমার কর হিত।
রথে তুলি ল'য়ে যাহ সুমন্ত্র-সহিত॥
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি॥
এত যদি নিষ্ঠুর কহিলা রঘুনাথ।
তিন ভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
কি দোষে সীতারে তুমি দিবে বনবাস॥
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হ'য়ে রাজরাণী॥
বিনা দোষে সীতারে না দেহ মনস্তাপ।
রঘুবংশ নষ্ট হবে, সীতা দিলে শাপ॥
দেশের বাহির নাহি কর সীতা-স্ত্রী।
সীতা ছাড়া হৈলে হবে হত-লক্ষ্মী-শ্রী॥
যদি রঘুনাথ, সীতা করিবে বর্জ্জন।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে, হইবে অপবাদ॥
দিলাম আমার দিব্য, কর পরিহার।
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার॥
শ্রীরামের কথায় লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয়॥

• সীতার বনবাস •

রথ-সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
লক্ষ্মণ প্রবেশ করে সীতার আগারে॥
লক্ষ্মণের অশ্রুজলে সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে।
লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে॥
আইস দেবর, আজি বড় শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি, হ'য়েছ প্রবীণ॥
চৌদ্দবর্ষ একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে॥
কহিয়াছি কত মন্দকথা অবিনয়।
তেকারণে দেবর হে, হয়েছ নির্দ্দয়॥
বৈদেহ-নিকটে তুমি, সীতাদেবী বলে।
বার্ত্তা কহ দেবর হে, আছত কুশলে॥
তোমা না দেখিয়া সদা পোড়ে মম মন।
উত্তর না দেহ কেন বিরস-বদন॥
লক্ষ্মণ বলেন, যত বল অনুচিত।
তোমা-দরশনে মম আছয়ে নিশ্চিত॥
রাজার মহিষী তুমি, থাক অন্তঃপুরে।
সেবক আদেশ-বিনা আসিতে কি পারে
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন॥
আশীর্ব্বাদ করি কহে সীতা-ঠাকুরাণী।
কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা আপনি॥
অকস্মাৎ দেবর হে, কেন আগমন।
মনেতে বিস্মিত হৈনু না জানি কারণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, মাতা, কর অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে॥



আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন॥
মণি-রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানা রত্ন ল'য়ে আসি উঠ দিব্যরথে॥
এত শুনি জানকীর হইল উল্লাস।
স্বরূপ কহিলে তুমি, কিংবা উপহাস॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবী বুঝহ আপনি।
তোমা দু'জনার কথা আমি কিসে জানি॥
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে।
পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে॥
ইহা শুনি সীতাদেবী চলিলা ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন আনিলেন অতি-যত্ন ক'রে॥
হীরা-মণি মাণিক্যের আভরণ আনি।
লইলা চন্দন-গন্ধ সীতা-ঠাকুরাণী॥
নানা-রত্ন-অলঙ্কার সীতাদেবী ল'য়ে।
পট্টবস্ত্রে বান্ধিলেন আনন্দিত হয়ে॥
বহুমূল্য ধন ল'য়ে সীতাদেবী নড়ে।
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে॥
হেনকালে জানকীরে বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত্র-সারথি তিন জন॥
আছয়ে রামের আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা কেহ নাহি জানে দেশে॥
সীতা-সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী।
সবারে আশ্বাস দেন সীতা-ঠাকুরাণী॥
মায়া সংবরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে॥
রথেতে চড়িল সীতা পরম-হরষে।
ঘরে চলি গেল সবে সীতার আশ্বাসে॥
সীতারূপে আলো করে দ্বাদশ-যোজন।
সীতা-বিনা অন্ধকার রামের ভবন॥
দুর্ব্বল হইল লোক, ছাড়ে রাজলক্ষ্মী।
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি॥
নদী স্রোত ছাড়ে, লোক ছাড়িল আহার।
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার॥
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল॥
ভরত-শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকটে।
লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে যাইল কপটে॥
সীতা বলে, আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি আমি রঘুনাথের কুশল॥
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে।
মনোদুঃখ বুঝি তাঁর হৈল সেই ফলে॥
বামেতে দেখেন সর্প, শৃগাল দক্ষিণে।
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ, অশুভ নানা দেখি কেন পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে, হেন লয় চিতে॥
লক্ষ্মণ সীতার বাক্যে হেঁট কৈল মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল কথা॥
অধোমুখে কান্দে শুধু চক্ষে বহে পানি।
উত্তর না করে বীর সীতা-বাক্য শুনি॥
সীতা কন, কেন তব বিরস বদন।
দেশে ফিরে যাব, রথ চালাও লক্ষ্মণ॥
আপনি বিদায় লব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, না হও ব্যাকুল।
দেখ এই আইলাম যমুনার কূল॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চড়ে নায়॥
পার হ'য়ে যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান, পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীত হয়॥
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি-কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ কহেন, কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে॥
মহাত্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারা-সম চক্ষে ঝরে পানি॥



এতদূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রাখি কেন নাহি করিলা জিজ্ঞাসা ॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান ॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে-কলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে ॥
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান ॥
আমা লাগি লজ্জা প্রভু পাইলা সভায়।
বিনা-অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥
রাম-হেন স্বামী হোক জন্ম-জন্মান্তরে।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে ॥
সীতার ক্রন্দন শুনি কাতর লক্ষ্মণ।
দু'জনে বসিলা বাল্মীকির তপোবন ॥
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি যোড়হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা, কোথা রঘুনাথ ॥

● শ্রীরামচন্দ্রের সুবর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ ●

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে ॥
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
কোথা রাম বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে ॥
কান্দিতে লাগিলা সীতা হইয়া ফাঁফর।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥
চারিদিকে চান সীতা, দেখে বনময়।
শার্দ্দূল ভল্লুক দেখি পান বড় ভয় ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য-সঙ্গে আইল বাল্মীকি মুনিবর ॥
সীতা-বনবাস পূর্ব্বে রচেছেন মুনি।
আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি ॥
জনকের কন্যা, তুমি রামের গৃহিণী।
দশরথ-বধূয়ারী মেদিনী-নন্দিনী ॥
লোক-অপবাদে রাম পাইয়া তরাস।
বিনা-অপরাধে তোমা দিলা বনবাস ॥
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ ॥
পরম-আদরে সীতা ল'য়ে যান মুনি।
সীতারে রাখিল ল'য়ে যথায় ব্রাহ্মণী ॥
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে।
মুনি-পত্নী বলে, লক্ষ্মী এল মোর ঘরে ॥
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন।
সীতারে প্রশংসি বলে মধুর বচন ॥
শুভদিন হৈল মাতা, এলে মোর ঘর।
তোমা-দরশনে মোর হরিষ অন্তর ॥
সীতা বলে, কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন।
তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন ॥
মুনিপত্নী-সহিত রহেন তপোবনে।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ চলে অযোধ্যা ভুবনে ॥
সুমন্ত্র বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ ॥
বৃদ্ধ নৃপতির কথা পড়িয়াছে মনে।
রঘুবংশে সারথি আমি যাইব কাননে ॥
বাল্মীকি-কবিতা কিছু পড়ে মোর মনে।
দশরথ-যজ্ঞকথা শুন সাবধানে ॥
সপ্তদ্বীপের যত মুনি এল সেই স্থানে।
দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে ॥
যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ-মেলা।
সবে মিলি রাজারে দিলেন যজ্ঞশালা ॥
যজ্ঞফলে নৃপতির চারিপুত্র হবে।
সুরাসুর-অমরাদি সকলে কাঁপিবে ॥
সর্ব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার।
এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু-অবতার ॥
চারি তনয়ের পিতা তুমি গুণধাম।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ আর ভরত শ্রীরাম ॥



পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ ॥
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার ॥
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাত হাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিবে রাম সেই মুনি-শাপে ॥
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা।
আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ॥
আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আমি করি হে প্রকাশ ॥
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমা-হেন ভায়ে রাম করিবে বর্জ্জন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস বদন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, তুমি কহিলে সংবাদ।
না পারি সহিতে আমি সীতার বিষাদ ॥
আগে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জ্জন।
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি ॥
এইরূপ কথাবার্ত্তা কহে দুইজন।
অযোধ্যায় রাম-কাছে গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইল মাথা।
শ্রীরাম বলেন, সীতা থুয়ে এলে কোথা ॥
আমার সন্দিগ্ধ মন, চঞ্চল হৃদয়।
বর্জ্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় ॥
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাতি।
একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥
রাজ্য-ধন সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥
কোন্ বনে রহিলেন জানকী রূপসী।
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাঋষি ॥
কার মুখ চেয়ে সীতা রবে কার পাশ।
সিংহ-ব্যাঘ্র দেখি তার লাগিবে তরাস ॥
কহ কহ কহ ভাই, শুনি আরবার।
কোন বনে থুয়ে এলে জানকী আমার ॥
লক্ষ্মণ বলেন, তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ ক্রন্দন ॥
ক্রন্দন সংবর প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে ॥
যদি রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞা দান।
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, থুয়েছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ॥
সীতারে না দেখি ভাই, না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥
আমার বচন শুন ভাই তিন জন।
রাত্রিমধ্যে স্বর্ণ-সীতা করহ গঠন ॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোক ॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা এলো তথা বুঝি তাঁর মন ॥
শত মণ সোনা ল'য়ে দিল তাঁর স্থান।
স্বর্ণ-সীতা বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে ॥
স্বর্ণ-সীতারে পরায় বস্ত্র-আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য, সুগন্ধি চন্দন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে, রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥
একদৃষ্টে চাহি রন স্বর্ণ-সীতামুখ।
উত্তর না পেয়ে রাম বড় হয় দুখ ॥
বৎসর হাজার সাত সীতার সংহতি।
স্বর্ণ সীতা দেখিয়া বঞ্চিলা সাত রাতি ॥
সাত রাতি বঞ্চি রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা-সম চক্ষে বহে নীর ॥



ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিন জনে।
বাহির-চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে ॥
পাত্র বন্ধু মিত্রাদি আইলা রাম স্থানে।
শূন্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে ॥
বিবাহ করিতে তাঁর নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোনার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ ॥
পাত্র-মিত্র-বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ রাম, সকলেতে বলে ॥
যত যত রাজকন্যা আছে স্থানে-স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥
সীতা-হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥
এই যুক্তি কন্যাগণ করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবে রাম রঘুবর ॥
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িল নিঃশ্বাস।
গাইল উত্তরকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস ॥



● কালিঞ্জর রাজার বিবরণ ●

লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, উচিত এ নয়।
সাত দিন হৈল, রাজকার্য্য নাহি হয় ॥
হইয়াছে সাত দিন সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নাহি মন ॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক-ভিতরে হয় বাসা ॥
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা নৃগ।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারিযুগ ॥
পুষ্কর দেশের রাজা নাম নৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর ॥
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন।
এক লক্ষ ধেনুদানে তুষিল ব্রাহ্মণ ॥
অগ্নিবৈশ্যের ধেনু এক ছিল তার পালে।
নৃগরাজা দান কৈল ধেনুর মিশালে ॥
অগ্নিবৈশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী ॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জর-জর তনু।
নানা দেশে তত্ত্ব করে না পাইল ধেনু ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে ॥
ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
জীববৎসা বলি মুনি ডাকিল তখন ॥
হাম্বা-রবে এল ধেনু অগ্নিবৈশ্য-পাশে।
ধেনু ল'য়ে দ্বিজবর চলিল হরষে ॥
যারে দান দিয়াছিল নৃগ মহীপালে।
সেই দ্বিজ ধাইয়া আইল হেনকালে ॥
অগ্নিবৈশ্য ধেনু ল'য়ে করিছে গমন।
গো-চোর বলিয়া তাঁরে ধরিল ব্রাহ্মণ ॥
ধেনু লাগি বিসংবাদ হৈল দুই জনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে ॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুই দ্বিজে হ'তেছে বিবাদ ॥
লক্ষধেনু দান তুমি কৈলে যেই কালে।
অগ্নিবৈশ্যের ধেনু এক ছিল সেই পালে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবিয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান ক'রে পড়িল প্রমাদ ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্র দুইজন ॥
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে।
দ্বি প্রহর হৈল, দেখা না পায় রাজারে ॥
না পেয়ে ভূপের দেখা, দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ ॥
পরধন-হেতু-দান লাগিল কোন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল ॥
দেখা না পাইয়া ভূপে কহে কটূত্তর।
কৃকলাস হ'য়ে থাক নরক-ভিতর ॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন ॥



ব্রহ্মশাপ নৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না করে রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল ॥
রাম বলে, জানি, শাস্ত্রে কহে মুনি-ঋষি।
অবিচারে ধর্ম্ম কার্য্য কৈলে পাপরাশি ॥
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
ক'রেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড ॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হ'য়ে দ্বারী ॥
এলেন বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ-নারদ-আদি হৈল উপনীত ॥
পাত্র মিত্র ল'য়ে চর্চ্চা করেন ভরতে।
আছেন লক্ষ্মণ দ্বারে স্বর্ণ-ছড়ি হাতে ॥
মুনিগণ কহিছেন, শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথ-সঙ্গেতে করাহ দরশন ॥
প্রজা সব বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ ॥
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্র পৌত্রে লোক রত আছে নানা ভোগে ॥
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুকুর ॥
রক্ত-আঁখি কুকুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রমে উপবাসে হ'য়েছে বিকল ॥
তিন পদে চলে, তার একপদ খঞ্জ।
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ-পুঞ্জ ॥
তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করি ভাসে অশ্রুনীরে ॥
কুকুরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুকুর হেথায় আগমন ॥
কুকুর কহিল, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরাম-সদন ॥
যদি আজ্ঞা দেহ রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুকুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে ॥

দ্বারেতে কুকুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে, কি আজ্ঞা তোমার ॥
কুকুরে আনিতে রাম বলেন সত্বর।
কুকুরে আনিল তবে রামের গোচর ॥
রাজ-ব্যবহারে কুকুর নোঙাইল মাথা।
যোড়হাতে স্তব করে, বলে নীতিকথা ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি, যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিক্‌পাল।
তোমার সকল সৃষ্টি, তুমি পরকাল ॥
তুমি বিষ্ণু, অবতার খ্যাত ত্রিভুবনে।
সফল কুকুর-দেহ তোমা-দরশনে ॥
রাম বলে, কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ, কহ তা আমারে ॥
কান্দিয়া কুকুর বলে অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা-অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী ॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন-উপবাসে আসি তোমার গোচর ॥
কোন্ অপরাধ-হেতু মোরে করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, শুনিলে উত্তর।
সন্ন্যাসীরে আন শীঘ্র আমার গোচর ॥
ভাল-মন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে ॥
রামের আজ্ঞায় দূত চলিল সত্বরে।
কুকুর আসিয়া দেখাইল সন্ন্যাসীরে ॥
হস্তে কমণ্ডলু, স্কন্ধে মৃগচর্ম্ম তার।
সন্ন্যাসীরে দেখি দূত করে নমস্কার ॥
সন্ন্যাসীরে ল'য়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন ॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা ॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ, কিসের সন্ন্যাস ॥

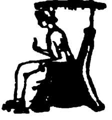


পরনিন্দা পরহিংসা পরম পাতক।
সন্ন্যাসী হিংস্রক হৈলে বিষম নরক ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যাজ্য।
এমত সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পূজ্য ॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ।
কি দোষেতে কুকুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥
যোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥
সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা-আশে যেতেম নগরে ॥
ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ, ফিরি মাগি ভিক্ষে।
পথ যুড়ি শুয়ে আছে কুকুর সম্মুখে ॥
পথ ছাড় বলি ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল, পথ না ছাড়িল মোরে ॥
এক চক্ষে নিদ্রা যায়, আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে ক্ষ'লি দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড, করহ আমারে ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড, অপরাধ কার ॥
যোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধিসাধ্য মত এই হয় ॥
রাজপথ নহে কারো রাজ-অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার ॥
যদি শীঘ্র কাজ থাকে, যাবে এক পাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥
শ্রীরাম বলেন, তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর কি করিব দণ্ড ॥
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড ॥
কুকুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড নাহি কর সন্ন্যাসীরে ॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥
কুকুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর-দেশে ॥
রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মাতঙ্গ পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য যে বাড়ে ॥
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর-দেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি সর্ব্বলোকে হাসে ॥
পরিধান কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড।
আনিলে সন্ন্যাসী ধা' দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥
রাম বলে, রাজ্য দিনু কুকুর-বচনে।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুকুর ভাল জানে ॥
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুকুরে।
কুকুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে ॥
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব-পূজা ॥
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা-বিনে অন্য জনে পূজিতে না পান ॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥
রাজার শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুকুর-যোনি, না হয় খণ্ডন ॥
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিনু, এবে আমি হ'য়েছি কুকুর ॥
পাইয়া কুকুর-দেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা-দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি ॥
সবে বলে, সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে প্রভু, বড়ই সংশয় ॥
কালিঞ্জরে যেই জন হইবে রাজন্।
মরিলে কুকুর হবে, না হয় খণ্ডন ॥
কুকুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসী চলিল কুকুর ধীরে ধীরে ॥
প্রাণ ত্যজে কুকুর করিয়া উপবাস।
রাম-দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥



● শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণদৈত্য বধ ●

সভাসনে রঘুনাথ বসিল দেয়ানে।
পাত্রমিত্র-সভাজন আছে বিদ্যমানে॥
উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমান।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থান॥
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা-দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে॥
রাম কহে, ঝাট আন, দ্বারে কি কারণ।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি-দরশন॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
সশিষ্য মুনিরে আনে রামের গোচর॥
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন॥
ভার্গব বলেন, রাম, কর অবধান।
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান॥
পূর্ব্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার।
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার॥
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছয়ে দুর্জ্জন॥
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু-পুত্র মহা বলবান্॥
সদাশিব প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল।
শিবের বরেতে জিনেছিল ভূমণ্ডল॥
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি ক'ব বাখান॥
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাটামুখে ত্রিভুবন ভস্ম হ'যে উড়ে॥
মধুপুত্র হইল লবণ মহাবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবীমণ্ডল॥
কুম্ভনসী-গর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর॥
মহাবীর মধুদৈত্য হইলে পতন।
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ॥
লবণ জাঠার তেজে জিনে ত্রিভুবন।
লবণে মারিতে যুক্তি করহ এখন॥
জাঠা লইয়া লবণ আসে যদি রণে।
তাহারে রণেতে জিনে, নাহি ত্রিভুবনে॥
লবণের সনে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু, শুনহ শ্রীরাম॥
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে, ত্রিভুবন শাসে॥
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমর-ভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন॥
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর-সনে॥
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত যাহ করিয়া পিরীতি॥
মান্ধাতা বলেন, চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব, শুন দেবগণ॥
রাখিব পৌরুষ আমি পুরন্দরে জিনি।
ত্রিভুবনে ঘোষে যেন এ যশ-কাহিনী॥
দেবগণে ল'য়ে দেবরাজ যুক্তি করে।
বিনা-যুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে॥
ইন্দ্র বলে, শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ॥
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাহি, আসিয়াছ স্বর্গ জিনিবারে॥
আছয়ে লবণ-দৈত্য, সে বড় কর্কশ।
রাক্ষসী-গর্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস॥
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনি তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে॥
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ করে হেঁটমাথা॥
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে॥

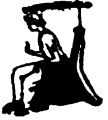


ত্বরা করি গেল দূত লবণ-গোচরে।
মান্ধাতা রাজন্ আসে তোমা জিনিবারে॥
শুনিয়া লবণ এত কুপিত হইল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল॥
দূতের বিলম্ব দেখি মান্ধাতা ভূপতি।
যুঝিবারে গেল বীর কটক-সংহতি॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ॥
মান্ধাতার সেনাপতি করে মার মার।
লবণ-উপরে করে বাণ-অবতার॥
জাঠা হাতে করিয়া লবণ বীর রোষে।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা-উদ্দেশে॥
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হ'য়ে উড়ে॥
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে।
পড়িল মান্ধাতা, যত রাজা ভয়ে চিন্তে॥
পূর্ব্বপুরুষ তোমার মান্ধাতা ভূপতি।
লবণ মান্ধাতা মারি রাখিল খেয়াতি॥
কত শত রাজগণে করিল সংহার।
লবণে মারিয়া রাম, কর প্রতিকার॥
শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন॥
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শত্রুঘন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ, করেছ বহু রণ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণে মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন॥
শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস।
লবণে মারিতে রাম দিলেন আশ্বাস॥
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গব মুনি, শুন শত্রুঘন॥
কুড়ি হাজার মত্ত হস্তী মারি খায় দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধ, থেক সাবধানে॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভ্রাতৃগণে ল'য়ে রাম করে অনুমান॥

রাম বলে, শত্রুঘনে করিলাম রাজা।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা॥
লবণে মারিয়া তুমি হ'য়ে অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরা-নগরী॥
শত্রুঘ্ন বলেন, প্রভু, কর অবধান।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাই শত্রুঘন।
তোমাতে আমাতে ভেদ নহে কদাচন॥
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ॥
বিষ্ণু অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান॥
এক লক্ষ রথ চলে, এক লক্ষ হাতী।
এক লক্ষ ঘোড়া চলে পবনের গতি।
লবণে মারিতে বীর করিল সাজনি।
বাদ্যকর চলে সঙ্গে সাত অক্ষৌহিণী॥
লিখনে না যায়, ঠাট কটক অপার।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার॥
হইল আষাঢ় গত, শ্রাবণ প্রবেশে।
গেলেন যমুনা পারে বাল্মীকির দেশে॥
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘনে দেখি মুনি হরষিত-মন॥
শত্রুঘন বলে, মুনি, করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ॥
কটক-সহিত আমি আইনু এ-দেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরষে॥
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত-মন।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন॥
শত্রুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন।
জানিলা লবণ শীঘ্র হইবে নিধন॥
মুনি আর শত্রুঘন দোঁহে কয় কথা।
হেনকালে দুই পুত্র প্রসবিলা সীতা॥
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈলা সীতে॥



মুনি বলে, গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শক্রঘন॥
মতান্তরে আছে ইহা, শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ॥
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব করিল সীতা যমজ-নন্দন॥
আনন্দিত হ'য়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাখাতে বল লব আর কুশে॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরষিত হয়ে সীতা পুত্রেরে মাখায়॥
স্নান করি মুনিরাজ আসিলেন ঘরে।
হাসি কহে, তব পুত্রে দেখাও আমারে॥
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লব মাখি লব হৈল, কুশ কুশে মেখে॥
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা।
এখন যে কহিব লবণ-বধ-কথা॥
এতেক বলিয়া মুনি সানন্দ-হৃদয়।
শক্রঘন-মুনি দোঁহে কথাবার্ত্তা কয়॥
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনি॥
মুনি প্রণমিয়া চলে শক্রঘন বীর।
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর॥
মুনিরে প্রণমি করে যুক্তি সমুচিত।
মুনি বলে, সুমন্ত্রণা করিব বিহিত॥
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে, শক্রঘন কয়॥
মুনি বলে, অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত-উপদেশ, শুন শক্রঘন॥
রজনী-প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে॥
জাঠাগাছ থুয়ে যায় শিবপূজা-ঘরে।
ফিরে আসে নিবাসে দিবস দ্বি-প্রহরে॥
হিত-উপদেশ বলি, শুনহ সত্বর।
মৃগয়ার ছলে বেড়ি রহ তার ঘর॥
কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণে মারিতে তবে করহ সাহস॥
জাঠা বন্দী করিতে না পার শক্রঘন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ॥
শক্রঘন পাইয়া এতেক উপদেশ।
লবণে মারিতে যায় মথুরার দেশ॥
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শক্রঘন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার॥
জাঠাগাছ-ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আসে ঘরে॥
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলে।
কুপিয়া লবণ বীর মৃগভার ফেলে॥
মধুদৈত্য-পুত্র সেই মথুরাতে থানা।
বিক্রমে নাহিক অন্ত, রাবণ-ভাগিনা॥
লবণ বলে মিছা যুড়িস-ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত শত ল'য়েছি পরাণ॥
কহিছেন শক্রঘন লবণ বচনে।
কাটিব মস্তক তোর এই ধনুর্ব্বাণে॥
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার॥
সে রামের ভাই আমি, তোর বাক্যে ভুলি।
তোর মাথা কাটিয়া শ্রীরামে দিব ডালি॥
খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মারি মথুরা বসাব চালে-চাল॥
লবণ বলিছে ক্রোধে, শুন শক্রঘন।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন॥
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর॥
সেই তাপে আজি তোর করি সর্ব্বনাশ।
মরিতে মানুষ বেটা এলি মোর পাশ॥
তোর বংশে যত রাজা তৃণ হেন বাসি।
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি॥
শক্রঘন কহেন, এসেছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব, রাখিবে কার বাপে॥



মেরেছিস সূর্য্যবংশে মান্ধাতা ভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি ॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর-অবতার।
তোরে মারি শোধিব বংশের যত ধার ॥
শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষ বেটার কথা স'ব কতক্ষণ ॥
হাতে হাত চাপি করে দন্ত কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠা-বাড়ি ॥
লবণের মন বুঝি শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করিস্ বেটা, ফিরে যাবি বাসে ॥
শুনিয়া লবণ বীর সিংহ হেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে ॥
লবণ পাথর গাছ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে দু'হাতিয়া বাড়ি ॥
সেই ঘায়ে শত্রুঘন হৈল অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গর্জ্জন ॥
শত্রুঘন পড়ে, সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে চলে লবণ লইয়া মৃগভার ॥
হেনকালে উঠিল সে শত্রুঘ্ন দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে, নাহি করে ভয় ॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন যুড়িল ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিক্‌পাল কাঁপে ॥
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণুবাণে।
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে ॥
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়শব্দ কাঁপে দেবগণ ॥
কোন যুগে হেন শব্দ কভু নাহি শুনি।
প্রলয় কি হইল, নিশ্চিত নাহি জানি ॥
ব্রহ্মা বলে, দেবগণ না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘ্নের শর ॥
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে ॥
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ ॥

বিষ্ণুবাণ-উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে ॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে ॥
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা আছ ওরে বেটা, দেহ আসি রণ ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত-অন্তর ॥
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে, খাই ভক্ষ্য-পানি।
বাহুড়িয়া আসি যুদ্ধ করিব এখনি ॥
মনে ভাবে, জাঠা আছে দেবপূজা-ঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ॥
তাহার মনের কথা বুঝি শত্রুঘন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন ॥
করিবি ভোজন তুই, আমি উপবাসী।
উপবাসে দোঁহে যুদ্ধ আমি ভালবাসি ॥
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা, গিয়া যমালয় ॥
কুপিল লবণ বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ ॥
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে ॥
শত্রুঘ্নেরে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন ॥
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী ॥
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল তত্ক্ষণ ॥
শক্তিমান্ জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণ বীর সর্ব্বলোকে দেখে ॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘ্ন-উপরে করে পুষ্প-বরিষণ ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী ॥



শত্রুঘ্নে ডাকিয়া ব্রহ্মা কহিলা তখন।
বর মাগ মহাবীর, যাহা লয় মন ॥
নিজ বাহুবলে বীর, লবণে মারিলে।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের শঙ্কা নিবারিলে ॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্ব দেবগণে ॥
কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি ॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিল ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ ॥
দেশ বসাইতে বীর পাত্রে সংবিধান।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ ॥
বাড়ী ঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
নির্ম্মাইল মৎস্য, আদি নানা জলচর ॥
বন-উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি।
বসাইল প্রজাগণ নয় নানাজাতি ॥
বৃক্ষোপরি পক্ষী সব করে কলধ্বনি।
মুনি-মন হরে হেরি ময়ূর-নাচনি ॥
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
রহিলেন শত্রুঘন তাহার ভিতর ॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্যদেশ হৈতে লোক মথুরায় আসে ॥
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণে গঠন।
ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ॥
দ্বাদশ বৎসর রন্ মথুরানগরে।
প্রজারে পালেন সদা হরিষ-অন্তরে ॥
মথুরানগরী আনি নিজ সুশাসনে।
অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সম্ভাষণে ॥
কটক-সহিত গেল বাল্মীকির দেশ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া মুনি হরষিত-মন।
শত্রুঘ্ন করিল তাঁর চরণ-বন্দন ॥
মুনি বলে মহাবীর তুমি শত্রুঘন।
লবণে মারিয়া রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন ॥

অনেক কষ্টেতে রাম বধিল রাবণে।
লবণে মারিলে তুমি দিনেকের রণে ॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন।
লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥
আলিঙ্গন দিয়া মুনি পরম-আদরে।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি-ব্যাভারে ॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা-উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক ॥
সোনার পালঙ্কে বীর করিল শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনি গীত রামায়ণ ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণ গীত ॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন ॥
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক।
দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্রশোক ॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
ভরতে করিলা তাঁর শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
রাম গেলা বনে, ভরত মাতুল-পাড়া।
চারি পুত্র সত্ত্বে রাজা হ'ল বাসিমড়া ॥
চৌদ্দবর্ষ রহে রাম পঞ্চবটী-বনে।
সীতা হ'রি লইলেক লঙ্কার রাবণে ॥
সবংশে রাবণে রাম করিয়া সংহার।
বহুযুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
সুমধুরস্বরে গীত করিলা যখন।
সর্ব্বলোক মোহিত শুনিয়া রামায়ণ ॥
দুই শিশু গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক শুনে যেন অমৃতের কণা ॥
শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুই চক্ষে বারিধারা মুছেন দুহাতে ॥
শ্রীরামের দুঃখ শুনি শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সংবরিতে নারে, চক্ষে পড়ে জল ॥
পাত্রমিত্র সবে বলে, শুন মহামুনি।
এমত অমৃত-গান কভু নাহি শুনি ॥



চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে।
সর্ব্বলোক নিদ্রা যায় নিশি-জাগরণে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, মুনি করি নিবেদন।
কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ ॥
শুনিতেছি রামায়ণ মধুর সঙ্গীত।
কহ মুনি, এই গীত কাহার রচিত ॥
মুনি বলে, বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে শত্রুঘন।
দুই শিশু গান করে শিষ্য দুইজন ॥
আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্তকাণ্ড।
শুনি লোক মোক্ষ পায়, অমৃতের ভাণ্ড ॥
কহিতে এ কথাবার্ত্তা প্রভাত রজনী।
প্রভাতে চলিলা বীর বন্দি মহামুনি ॥
শত্রুঘ্ন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে বাদ্য বাজিছে অপার ॥
তিনদিনে গেল বীর অযোধ্যানগর।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর ॥
শত্রুঘ্ন শ্রীরামে কহে বন্দিয়া চরণ।
তোমার প্রসাদে প্রভু, মারিনু লবণ ॥
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল।
মথুরাতে বসাইয়া প্রজা চালে-চাল ॥
বার বর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ।
ধরিতে না পারি প্রাণ, হৈল উচাটন ॥
তব অদর্শনে প্রভু, জীবনে কি কার্য্য।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য ॥
শত্রুঘ্নে শ্রীরাম তবে দিলা আলিঙ্গন।
রাম বলে, ভাই, তব মধুর বচন ॥
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর ॥
পঞ্চদিন চারি ভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চদিন পরে যেও মথুরার দেশে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
চারি ভাই একত্র করিল সম্ভাষণ ॥
চারি ভাই পঞ্চদিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা ॥
হইলেন শত্রুঘন মথুরার রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা ॥
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সুখে করে বাস।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



● শ্রীরাম কর্ত্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে অকালমৃত বিপ্রপুত্রের জীবন লাভ ●

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকাল মরণ নাহি রাজ্যের ভিতর ॥
অকস্মাৎ বিপ্র এক আইল কাঁদিয়া।
শিশুপুত্র মৃত এক কোলেতে করিয়া ॥
পঞ্চ বৎসরের মৃত-পুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কান্দে উচ্চরোলে ॥
ধর্ম্মের সংসার মোর, পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি ॥
না করেন রাজচর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর ॥
কি পাপে মরিল পুত্র, কিছুই না জানি।
পুত্র কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি ॥
পিতামাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥
অধর্ম্মের রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক ॥
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে।
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে ॥
এত বলি স্ত্রী-পুরুষ ভাসে অশ্রুনীরে।
লক্ষ্মণ সত্বর যান রামের গোচরে ॥
অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি।
মৃতপুত্র লয়ে এল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে, পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনে ব্যাকুল করিছেন রাজদ্বার ॥



দ্বিজ বলে, পাপ নাহি আমার শরীরে।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে॥
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোদন।
শ্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস-বদন॥
ত্রাস পান রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ॥
পাত্রমিত্র সভাসদ করে হাহাকার।
রামের আজ্ঞাতে সবে হৈল আগুসার॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ-নারদ আদি হৈল উপনীত॥
পাত্রমিত্র ল'য়ে রাম বসিলা দেয়ানে।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাস্থানে॥
তোমা সবা ল'য়ে আমি করি রাজকাজ।
অকালে ব্রাহ্মণ মরে, পাই বড় লাজ॥
রামবাক্য শুনি সবে গণিছে বিপদ্।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যায় দ্বিজ-অধিকার॥
ত্রেতাযুগে তপস্যায় ক্ষত্র-অধিকার।
দ্বাপরেতে বৈশ্য-তপ শাস্ত্রের বিচার॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি॥
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালে দ্বিজ পুত্র মরে॥
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকাল-মরণ-রীতি শুন রঘুনাথ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার॥
এই হেতু মিথ্যা দোষী করয়ে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে॥
নারদের বচন রামের লয় মনে।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে॥
পাত্রমিত্র ল'য়ে ভাই বৈসহ বিচারে।
প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিহ দ্বিজে, না ছাড়িহ দ্বার॥
নারায়ণ-তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে।
দেহ যেন নষ্ট নাহি হয় কোনমতে॥
এত বলি কৈলা রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিমদিকেতে রাম করিলা গমন॥
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার।
উত্তরদিকেতে রাম কৈলা আগুসার॥
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ।
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন গমন॥
পূর্ব্বদিক অন্বেষিয়া গেলেন দক্ষিণে।
শূদ্র এক তপ করে মহাঘোর বনে॥
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর॥
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
ব্যাপিল বহ্নির ধূম সুবর্ণরাশিকে॥
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন।
কোন্ জাতি, তপ কর কোন্ প্রয়োজন॥
তপস্বী বলেন, আমি হই শূদ্রজাতি।
শম্বুক আমার নাম শুন মহামতি॥
করিব কঠোর তপ দুর্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রাম তুণ্ড।
খড়্গহস্তে কাটিলেন তপস্বীর মুণ্ড॥
সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প-বরিষণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, রাম, কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হ'য়ে তপ করে, পাই বড় লাজ॥
তুষ্ট হ'য়ে পুনঃ ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোমত বর মাগি লহ হে এখন॥



শ্রীরাম বলেন, যদি দিবে বর দান।
তব বরে জিয়ে যেন ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
ব্রহ্মা বলে, এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্রকাটা গেল, দ্বিজ বাঁচিল আপনি॥
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন॥
দৃষ্টে সৃষ্টিনাশ কর নিমেষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন্ জন॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন পদ্মাসন।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি হরষিত-মন॥
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ জনে লাগে চমৎকার॥
ভরত-লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর॥
হইল রামের হাতে তপস্বী-বিনাশ।
চড়ি স্বর্গ বিমানে সে গেল স্বর্গবাস॥
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥



● গৃধিনী ও পেচকের কলহ ●

রঘুনাথ অযোধ্যাতে যান শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি॥
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
শ্রীরাম বলেন, সবে চল সেই পথে॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে॥
গৃধিনী-পেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া॥
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানাজাতি পক্ষী সবে আছে একত্তর॥
সারস-সারসী ডাক কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা॥
সারি শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্গ।
খঞ্জন-খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক॥
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল॥
বকবকী বাদুড় বাদুড়ী শুয়ী টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাঠ ঠোকরিয়া॥
জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হ'য়ে দুই পক্ষ॥
গৃধিনী কহিছে, পেঁচা, ছাড় মোর বাসা।
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা॥
পেঁচা বলে, কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর, তোরে নাহি চিনি॥
দোঁহে মিলি করয়ে কোন্দল মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি॥
গৃধিনী বলিছে, রাম, কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান॥
যুদ্ধেতে জিনিতে তুমি পার সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রী-অঙ্গের জ্যোতি॥
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি অগাধ অপার॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর-বচন॥
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল-শরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে তোমারে করে পূজা।
ত্রিভুবন মধ্যে রাম তুমি মহারাজা॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকারে করহ পালন॥
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর।
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর॥
বহুশ্রমে সৃজিলাম বাসা মহাশয়।
বলেতে পেচক সেই বাসা কাড়ি লয়॥
পেঁচা বলে, রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার॥



তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি, পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ॥
আদি-অন্ত, মধ্য তুমি, নির্ধনের ধন।
সেবক-বৎসল তুমি দেব নারায়ণ ॥
অন্ধের নয়ন তুমি, দুর্ব্বলের বল।
অপরাধী হই যদি, দেহ প্রতিফল ॥
সভা কৈল রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্রমিত্র সভাসদ বসিল সকলে ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি এল মুনিগণ।
সুমন্ত্র, কশ্যপ-মুনি এল দুইজন ॥
শ্রীরাম বলেন কথা, সভাসদ শুনে।
হেনকালে দেবগণ এল সেইখানে ॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তোর এই বাসাঘর ॥
গৃধিনী কহিছে, শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয়েতে যবে সব নিরাকার ॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
বিধি দেব দানব সৃজিলা নানাজাতি ॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন্ লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার ॥
ঈষৎ হাসেন রাম গৃহিনী-বচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার-বিধানে ॥
পেঁচা বলে, নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী-উপর ॥
তারপরে উৎপত্তি হৈল যত ডাল।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কতকাল ॥
উড়িতে অশক্ত হৈনু, হৈল বৃদ্ধদশা।
তারপরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার ॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটী কল্প বৎসর নরক মাঝে রয় ॥
এক এক বৎসরে বন্ধন নাহি খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা সাক্ষ্য-দোষে ॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে সভাখণ্ড।
গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড ॥
চারিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু, গৃধিনী-উত্তর ॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে ॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে, একা নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির কারণ ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল, করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈল জীবের সঞ্চার ॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈল নানাজাতি ॥
আগে জীব সৃজিলেন, বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে ॥
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে প্রভু গৃধিনী-উপর ॥
সভামধ্যে মিথ্যা কহে, নাহি ধর্ম্মভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥
দেবগণ কহে, রাম, করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন ॥
রয়েছে গৃধিনী পক্ষী হ'য়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপমুক্ত কর পক্ষী, না মারিহ কোপে ॥
শ্রীরাম বলেন, কহ এরা কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥
দেবগণ কহে, এই ছিল যে রাজন্।
প্রত্যহ করা'ত লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেন ক্রোধেতে ॥
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বঞ্চ, খাও মাংস-রক্ত ॥
শাপ শুনি নৃপতির বিরস বদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন ॥



শাপ-বিমোচন প্রভু, করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন ॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল ॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেইকালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে ॥
ব্রহ্মশাপে পক্ষীযোনি হইল ভূপতি।
গৃধিনী বৃত্তান্ত এই শুন রঘুপতি ॥
বহু দুঃখ পেয়ে রাজার এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদগতি ॥
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
গৃধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখনি ॥
পক্ষীদেহ পরিহরি নিজ-দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী ॥
দিব্য রথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

● মৃতাহারী দৈত্যরাজের কথা ●

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমর-ভুবন ॥
সৈন্যসহ রামচন্দ্র চলেন তখন।
অগস্ত্যের বাটী গিয়া দিলা দরশন ॥
অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিলা মুনি বসিতে আসন ॥
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
সেই অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান ॥
রাম বলে শুন মুনি এ নহে বিধান।
ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী।
অবধান কর, কহি ইহার কাহিনী ॥
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্ররাজা ॥
স্বর্গে দেবরাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্ররাজা পালেন ব্রাহ্মণ ॥
লোকপাল অংশে ক্ষুপ-নামে ক্ষত্ররাজা।
ল'য়েছিলা যত্ন করি ব্রাহ্মণের পূজা ॥
দেবরাজ বাঞ্ছায় ক্ষত্রিয়ে দিতে দান।
লোকপাল-মধ্যে রাম তুমি সে প্রধান ॥
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু-অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার ॥
তোমার শরীর-যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥
হেন অলঙ্কার নাহি সংসার-ভিতরে।
কোথা পেলে এই রত্ন বলহ আমারে ॥
অগস্ত্য বলেন, তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর ॥
একেশ্বর তপ করি হরিষ-অন্তর।
ঘোর কাননেতে একা থাকি নিরন্তর ॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী ॥
পুরীখান দেখি তথা অতি-মনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে ॥
একদিন প্রত্যূষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবর তীরে যাই করিবারে স্নান ॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ে আছে সরোবর তটে ॥
মড়া হ'য়ে ক্ষয় নাহি, অতি মনোহর।
বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরম-সুন্দর ॥
চন্দ্রের কিরণ প্রায়, সূর্য্য হেন জ্যোতি।
অতি মনোহর শব সুন্দর মুরতি ॥
হেনজন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
শব রূপ দেখিয়া বিস্মিত হৈল মন ॥



সেই শব রূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইলা একজন ॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ পূরে বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমর-নিবাসী ॥
সেই সরোবর-জলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গশোভা কৈল ॥
সেই মড়া ল'য়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে রথে গিয়া কৈলা আরোহণ ॥
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তাঁয় ॥
দেবরথে চড়িয়াছ দেব-অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি ॥
স্বর্গরাজ-পুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতৃ বিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি ॥
স্বর্গবাসে গেল পিতা কতদিন পরে।
রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে ॥
অনাহারে তপ আমি করিনু বিস্তর।
স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করযোড় করি।
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে তুমি নাহি দিলে অন্নজল ॥
যাহা দেয়, তাহা পায় বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া রাজা, বুঝহ এখন ॥
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরষে ॥
না পচিবে, না গলিবে, মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ ॥

ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন কারণ ॥
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে।
এই দুঃখ-অবসান হবে কত দিনে ॥
ব্রহ্মা কহিলেন, কথা শুনহ রাজন্ ॥
যেমতে হইবে তব পাপ-বিমোচন।
যাবে তপ করিতে অগস্ত্য মুনিবর ॥
নিদাঘ-সময়ে তপ করে একেশ্বর ॥
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তব পাপ-বিমোচন ॥
বহু তপ করিয়াছ, না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে পাবে পরিত্রাণ ॥
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এহেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি ॥
চারি যুগ মড়া খাই বিধির বচনে।
আজি শুভ দিন মম তব দরশনে ॥
তোমা-বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি ॥
কৃপা কর মুনিবর, করি পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ॥
স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ ॥
তার দান লইলাম এই সে কারণ।
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন ॥
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি ॥
মোরে দান দিয়ে রাজা পাইয়াছে ত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

• দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত •

বিদর্ভ দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর।
বনমধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর॥
সে বনেতে জন্তু নাই, কিসের কারণ।
এমন আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন॥
মুনি বলিলেন, রাম, তব পূর্ব্ব-বংশে।
রাজা ছিল নল নামে বিদর্ভের দেশে॥
পৃথিবী-বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষাকু নাম ধরে॥
ইক্ষাকু হইতে সূর্য্যবংশের প্রচার।
পৃথিবী-ভিতরে কারো নাহি অধিকার॥
সত্য করাইয়া রাজা পুত্রে রাজ্য দিল।
তপস্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল॥
ইক্ষাকু-কনিষ্ঠ পুত্র হইল পাষণ্ড।
দুরাচার দেখি রাজা নাম দিল দণ্ড॥
সূর্য্যবংশে জন্মি দণ্ড করে অনাচার।
পর্ব্বত মাঝারে তারে দিল রাজ্যভার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বতে সে দণ্ড রাজ্য করে।
মধু নামে পুরী তথা বসাইল পরে॥
রচিয়া বিচিত্রপুরী দণ্ড নরেশ্বর।
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর॥
সুখেতে থাকিতে তায় দেবতা পাষণ্ড।
শুক্রের বাটীতে গেল একদিন দণ্ড॥
অব্জা নামেতে এক শুক্রের কুমারী।
পুষ্প তুলিবারে এল পরমাসুন্দরী॥
রূপে আলো করে কন্যা সুখে তুলে ফুল।
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ কামে অচেতন।
হস্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন॥
কাহার যুবতী তুমি, কন্যা বল কার।
অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার॥
কন্যা বলে, শুন রাজা, নিবেদন করি।
শুক্রমুনি-কন্যা আমি অব্জা নাম ধরি॥
মোর পিতা হয় তব কুলপুরোহিত।
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত॥
রাজা বলে, তব রূপে প্রাণ নাহি ধরি।
প্রাণ রক্ষা কর মোর, শুন লো সুন্দরী॥
আমার রমণী হৈলে হব তব দাস।
তোমা-বিনা আর নারী না লইব পাশ॥
শত শত মহাদেবী করে দিব দাসী।
সর্ব্ব নারী জিনি হবে আমার মহিষী॥
যদি নাহি শুন কন্যা, আমার বচন।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিব এইক্ষণ॥
রাজার বচন শুনি ক্রোধে বলে অব্জা।
মোরে বল করিলে মরিবে তুমি রাজা॥
মোরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ।
সবংশে মরিবে রাজা, পিতা দিলে শাপ॥
আমার পিতার আগে লহ অনুমতি।
তবে আমি তব সঙ্গে করিব পিরীতি॥
রাজা বলে, তব পিতা আসিবে কখন।
তদবধি ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন॥
তোমা-বিনা আর মম মনে নাহি আন।
পায়ে ধরি কন্যা, মোরে দেহ রতিদান॥
প্রাণরক্ষা কর মোরে দিয়া আলিঙ্গন।
তব আলিঙ্গন-বিনা না রহে জীবন॥
যোড়হাতে ভূপতি পড়িল কন্যা-পায়।
সম্মতি না দেয় কন্যা, অশেষ বুঝায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ, কন্যা নৃপে দেয় গালি।
বলে ধরি শৃঙ্গার করয়ে মহাবলী॥
হাত পা আছাড়ে কন্যা, আলুলিত কেশ।
শৃঙ্গার সহিতে নারে, যন্ত্রণা অশেষ॥
শৃঙ্গারেতে শুক্র-কন্যা কাতর হইল।
এতেক দেখিয়া রাজা সত্বরে ছাড়িল॥
শৃঙ্গার করিয়া দণ্ডরাজা গেল ঘর।
কোথা পিতা বলি কন্যা কান্দিল বিস্তর॥



আইলেন শুক্রাচার্য্য ল'য়ে শিষ্যগণ।
হেঁটমাথা করি কন্যা করিছে ক্রন্দন ॥
কান্দিতেছে অজা কন্যা, সম্মুখে দেখিল।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি সকলি জানিল ॥
ক্রোধেতে হইল মুনি যেন অগ্নিশিখা।
গুরুকন্যা হরে রাজা, না করে অপেক্ষা ॥
অভিশাপ দিল মুনি সহ-শিষ্যগণে।
পুড়িয়া মরুক-রাজা অগ্নি-বরিষণে ॥
অগ্নিবৃষ্টি রাজ্যেতে হইল সাত রাতি।
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি ॥
ঘোড়া-হাতী পুড়ে, আর যতেক ভাণ্ডার।
শতেক যোজন পুড়ি হইল অঙ্গার ॥
সবংশেতে দণ্ডরাজা হইল বিনাশ।
শুক্রমুনি বসিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥
ব্রহ্মশাপে শত যোজন নাহিক বসতি।
দণ্ডারণ্য বলিয়া সে বনের খেয়াতি ॥
ব্রহ্মশাপে নাহি পশু-পক্ষী মুনিগণ।
বনের বৃত্তান্ত এই রাজীবলোচন ॥
উপনীত হৈল সন্ধ্যা বেলা-অবসানে।
দুইজন করিলেন সন্ধ্যা সেইস্থানে ॥
মিষ্টান্ন-ভোজন মুনি করাইলা রামে।
সেই দিন বঞ্চে রাম মুনির আশ্রমে ॥
রজনী-প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি।
মুনিরে প্রণমি কহে সুমধুর বাণী ॥
তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন।
আরবার দেখি যেন তোমার চরণ ॥
মুনি বলে, রাম, তব মধুর বচন।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ ॥
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি।
তোমা-দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি ॥
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যানগরী ॥
শুনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ।
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

● শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সংকল্প ●

সভা করি বসিলেন কমললোচন।
ভরত-শত্রুঘ্ন আসি বন্দিল চরণ ॥
রাম কহে, ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
শুন সবে একমনে আমার বচন ॥
ব্রহ্মবধ করিয়া ক'রেছি মহাপাপ।
সে-কারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিনজন ॥
এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার।
রাজসূয়-যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার ॥
পূর্ব্বে রাজসূয় কৈলা রাজা শশধর।
গৃহ-পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ।
মরিল মকরমৎস্য পুড়ি সেকারণ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর।
সুরাসুর যুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর ॥
সগর-নৃপতি পূর্ব্ববংশেতে তোমার।
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যাঁর ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল, শেষে আপনা সংশয় ॥
ভরতের বাক্যে, রামে লাগে চমৎকার।
ভরত রামের প্রতি কহে আরবার ॥
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ববংশে।
রাজসূয় যজ্ঞ করি দুঃখ পায় শেষে ॥
রাজা হরিশ্চন্দ্র দান করিয়া পৃথিবী।
বিক্রয় করিল পুত্র-আদি মহাদেবী ॥
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিল তাঁরে বিশ্বামিত্র ঋষি ॥
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না।
স্ত্রী-পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা ॥



অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি থাকে সেই স্থান॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজঃস্বলা।
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক কলা॥
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান।
ব্রহ্মবধ-পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাশে অশ্বমেধ-তেজে।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি, পালিছ সংসার।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সকলি-সংহার॥
রাজসূয় যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন॥
রাম বলে, রাজসূয় যজ্ঞে ছিল মন।
তোমা সবাকার বাক্যে করিনু বর্জ্জন॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন॥



• ইলা রাজার বৃত্তান্ত •

প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর।
ইলা-নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥
সর্ব্বগুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে।
সর্ব্বগুণ সম পূজ্য পৃথিবীমণ্ডলে॥
সুদিন প্রবেশে যবে এল মধুমাস।
মৃগ মারিবারে গেল পর্ব্বত-কৈলাস॥
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর।
পার্ব্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর॥
পার্ব্বতী সহজে নারী, শিব হ'য়ে নারী।
মনের আনন্দে দোঁহে জলকেলি করি॥
মহেশের শাপ তথা আছয়ে এমনি।
জলজন্তু বনজন্তু হ'য়েছে রমণী॥

পুরুষ-মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে।
পার্ব্বতী শঙ্কর কেলি করেন দু'জনে॥
জলকেলি দু'জনে করেন কুতূহলে।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে॥
ইলা রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে।
গতমাত্রে নারী হৈল শঙ্করের শাপে॥
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি।
সৈন্য-সেনাপতি সবে হইল স্ত্রীজাতি॥
দেখিয়া রমণীজাতি যত অনুচরে।
লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পাসরে॥
সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি॥
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন মহেশ্বর।
পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্য বর॥
স্ত্রীজাতি লইয়া আমি করি জলকেলি।
মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি॥
তোর সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর।
পুরুষ হইয়া সবে যাক্ নিজ ঘর॥
পুরুষ হইয়া সবে চলি যাক্ দেশে।
তুমি থাক নারী হ'য়ে আপনার দোষে॥
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন।
পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন॥
পার্ব্বতী বলেন, মম বাক্য নহে আন।
মাসেক পুরুষ হবে, করিব বিধান॥
মাসেক পুরুষ হবে, না হবে অন্যথা।
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা॥
যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইখানে।
নারী হ'লে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে॥
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি।
রমণী-মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি॥
পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নারী হ'য়ে আরবার বনেতে প্রবেশে॥
পুরুষ হইল রাজা সহ-অনুচর।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর॥



অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি থাকে সেই স্থান॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজঃস্বলা।
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক কলা॥
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান।
ব্রহ্মবধ-পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাশে অশ্বমেধ-তেজে।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি, পালিছ সংসার।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সকলি-সংহার॥
রাজসূয় যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন॥
রাম বলে, রাজসূয় যজ্ঞে ছিল মন।
তোমা সবাকার বাক্যে করিণু বর্জ্জন॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন॥



• ইলা রাজার বৃত্তান্ত •

প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর।
ইলা-নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥
সর্ব্বগুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে।
সর্ব্বগুণ সম পূজ্য পৃথিবীমণ্ডলে॥
সুদিন প্রবেশে যবে এল মধুমাস।
মৃগ মারিবারে গেল পর্ব্বত-কৈলাস॥
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর।
পার্ব্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর॥
পার্ব্বতী সহজে নারী, শিব হ'য়ে নারী।
মনের আনন্দে দোঁহে জলকেলি করি॥
মহেশের শাপ তথা আছয়ে এমনি।
জলজন্তু বনজন্তু হ'য়েছে রমণী॥
পুরুষ-মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে।
পার্ব্বতী শঙ্কর কেলি করেন দু'জনে॥
জলকেলি দু'জনে করেন কুতূহলে।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে॥
ইলা রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে।
গতমাত্রে নারী হৈল শঙ্করের শাপে॥
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি।
সৈন্য-সেনাপতি সবে হইল স্ত্রীজাতি॥
দেখিয়া রমণীজাতি যত অনুচরে।
লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পাসরে॥
সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি॥
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন মহেশ্বর।
পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্য বর॥
স্ত্রীজাতি লইয়া আমি করি জলকেলি।
মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি॥
তোর সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর।
পুরুষ হইয়া সবে যাক্ নিজ ঘর॥
পুরুষ হইয়া সবে চলি যাক্ দেশে।
তুমি থাক নারী হ'য়ে আপনার দোষে॥
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন।
পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন॥
পার্ব্বতী বলেন, মম বাক্য নহে আন।
মাসেক পুরুষ হবে, করিব বিধান॥
মাসেক পুরুষ হবে, না হবে অন্যথা।
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা॥
যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইখানে।
নারী হ'লে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে॥
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি।
রমণী-মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি॥
পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নারী হ'য়ে আরবার বনেতে প্রবেশে॥
পুরুষ হইল রাজা সহ-অনুচর।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর॥



এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে।
নারী হ'য়ে কেমনে বঞ্চিল একমাসে॥
পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে বঞ্চে।
এহেন দারুণ শাপ কতদিনে ঘুচে॥
রাম বলে, রাজা নারী হৈল যেই মাসে।
লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে॥
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয়।
তথা তপ করে বুধ চন্দ্রের তনয়॥
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হ'য়েছে উদয়॥
রমণী দেখিয়া বাড়ে পুরুষের রঙ্গ।
বুধ-হেন তপস্বীর হৈল তপোভঙ্গ॥
ইলারে সম্ভাষে বুধ, কামে অচেতন।
কার কন্যা একাকিনী করিছ ভ্রমণ॥
চন্দ্রের কুমার আমি, বুধ নাম ধরি।
তোমার রূপেতে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
বুধবাক্য শুনিয়া ইলার হৈল হাস।
বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস॥
পুরুষের অষ্টগুণ কামার্থী স্ত্রীলোকে।
বুধের সঙ্গেতে রহে শৃঙ্গার-কৌতুকে॥
কেলিরসে মাসেক হইল অবশেষ।
হইল পুরুষ-মাস রাজার প্রবেশ॥
না জানে এ-সব তত্ত্ব চন্দ্রের কুমারে।
আরবার তপ করে সরোবর-তীরে॥
আপনার রাজ্য রাজার হৈল স্মরণ।
পুত্র কন্যা জায়া ভাবি করিছে রোদন॥
বনবিন্ধ্য-নামে পুত্র আছয়ে আমার।
শিশু হ'য়ে কেমনে পালিছে রাজ্যভার॥
ভাবিতে ভাবিতে তার গত একমাস।
নারীরূপ হ'য়ে গেল চন্দ্রপুত্র-পাশ॥
পরমাসুন্দরী ইলা হ'য়েছে যুবতী।
রাত্রিদিন কেলি করে বুধের সংহতি॥
দিবানিশি রঙ্গরসে দোঁহে কেলি করে।
কতদিনে গর্ভ হৈল ইলার উদরে॥

এক মাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে।
পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ-পাশে॥
ইলা-ল'য়ে গেল বুধ আপন ভবনে।
দেখিয়া ইলার রূপ সুখী মনে মনে।
হইল পুরুষ মাস আর মাসে নারী।
ইলা ল'য়ে ক্রীড়ে বুধ আপনার পুরী॥
রঙ্গরসে ভূপতির এক মাস গেল।
পুরুষ-মাসেতে রাজা স্থানান্তর হৈল॥
নয় মাসে এক পুত্র প্রসবিলা ইলা।
পরমসুন্দর পুত্র রূপে শশীকলা॥
পুরুরবা নাম তার, হৈল মহাতেজা।
শ্রাদ্ধকালে বিপ্রভাগে করে যাঁর পূজা॥
আরবার পুরুষ হইল দশমাসে।
এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষে॥
একাদশ মাসে আরবার হৈল নারী।
বুধের সহিত বঞ্চে হইয়া সুন্দরী॥
বারমাসে পুরুষ হইল আরবার।
পুরুষ দেখিয়া বুধে লাগে চমৎকার॥
জিজ্ঞাসিতে ইলা রাজা দিল পরিচয়।
পুরুষ জানিয়া বুধে ঘৃণা বড় হয়॥
পুরুষে রমণী-জ্ঞানে ক'রেছি বিহার।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি করি ইহার॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র, বুধ তাঁহার নন্দন।
আদেশেতে আইল যতেক মুনিগণ॥
মুনিগণ ল'য়ে বুধ করিলা যুকতি।
কিরূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিষ্কৃতি॥
আমি কিসে পরিত্রাণ পাব এই পাপে।
বিবরিয়া মুনিগণ, কহত স্বরূপে॥
মুনিগণ কহে, শুন চন্দ্রের কুমার।
অজ্ঞানে ক'রেছ কর্ম্ম, কি পাপ তোমার॥
অশ্বমেধ-যাগে তুষ্ট সকল অমর।
অশ্বমেধ যাগ কর, ইলা পাবে বর॥
শঙ্করের শাপে ইলার এতেক দুর্গতি।
শঙ্কর সন্তুষ্ট হৈলে পাবে অব্যাহতি॥



বুধ বলে, যুক্তি বটে, না করি নিষেধ।
বুধের আশ্রমে ইলা করে অশ্বমেধ॥
আপনি আইলা শিব যজ্ঞ দেখিবারে।
ইলা রাজা পুরুষ হইল শিববরে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি স্তব করেন বিস্তর।
তুষ্ট হ'য়ে ইলারে মহেশ দিলা বর॥
পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে আপনার।
আনন্দে আপন রাজ্য করে আরবার॥
শঙ্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ্।
যজ্ঞফলে ভূপতি হইল নিরাপদ॥
শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত্র।
ভরত-লক্ষ্মণ দোঁহে হর্ষেতে মোহিত॥
কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের অমৃত বচন।
গাইল উত্তরকাণ্ডে গীত রামায়ণ॥



• শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ •

রাম বলে, অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ-যজ্ঞসম ফল নাহি আর॥
কহিলেন এত যদি কমললোচন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈলা ভরতলক্ষ্মণ॥
যজ্ঞ করিবেন, রাম ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্ম্মা, কর সংবিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন।
হরষিত বিশ্বকর্ম্মে দেখি দুইজন॥
নানা রত্ন আনি দিল বিশ্বকর্ম্মা স্থান।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞশালা করেন নির্ম্মাণ॥
ভরত-লক্ষ্মণ-ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি॥
ধাতু ও প্রবাল রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্বধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে॥
দিল মণি-মাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর॥
কুণ্ড চারি-যোজন সে আড়ে পরিসর।
কুণ্ড চারি যোজন যে উভে দীর্ঘতর॥
করিল যোজন ছয় কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা॥
দধি-দুগ্ধ-ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য মুগে তিন কোটি ঘর॥
সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ-আওয়ারী।
স্বর্ণ নাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞবর দেখিতে করিল আগমন॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথনি॥
আশী যোজনের পথ করে আয়তন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন॥
এক মাসে পুরীখান করিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন নিজ স্থান॥
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইল সে স্থানে॥
জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাশর।
সাবর্ণ কশ্যপ দুই এল মুনিবর॥
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ এল শীঘ্রগতি।
আইল দুর্ব্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি॥
আইলা আস্তিক মুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ আইল ঋষি সঙ্গোপন॥
পর্ব্বত হইতে এল দক্ষ মহামুনি।
আইল ঐষিক কুশধ্বজ মহাজ্ঞানী॥



বিষ্ণুপদ মুনি এল ঔর্ব্ব ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইল দুইজন ॥
করিল শাণ্ডিল্য গর্গ-মুনি আগুসার।
আইল কপিল মুনি বিষ্ণু-অবতার ॥
জৈমিনি দধীচি মুনি এল শরভঙ্গ।
চিত্রবিক কৌশিক যে আইল মাতঙ্গ ॥
আইল দেবর্ষি যত পরম-আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥
বিশ্বশ্রবা আইলেন আর জহ্নু মুনি।
পৃথিবীর মুনি এল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
যত মুনি আইলেন, নাম নাহি জানি।
আইলেন আদি কবি বাল্মীকি আপনি ॥
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥
সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ করে এই স্থানে।
স্বর্ণসীতা আনিল যে শাস্ত্রের বিধানে ॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র সে যজ্ঞে আইল সর্ব্বজন ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ-নন্দন ॥
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
নল নীল আইলেন বীর হনূমান ॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিন কোটি জ্ঞাতিসহ এল বিভীষণ ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ ॥
মিথিলা হইতে এল জনক রাজর্ষি।
মহারাজ শাল্ব এল রাঢ়দেশ-বাসী ॥
নেপালের রাজা এল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজা গিরিরাজ্যের আইল ধুরন্ধর ॥
অঙ্গের অধিপ এল লোমপাদ-নাম।
বেহারের রাজা এল, সীতাগিরি ধাম ॥
বিজয়নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা এল, সঙ্গে কত ঠাট ॥

রাজগণ থাকে সদা শ্রীরামের কাছে।
আরো যত নৃপগণ এল যত আছে ॥
তেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাইশ কোটি আসে পশ্চিমের সার ॥
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশে মনু নামে পুরী।
আইল সাতাশ লক্ষ অযোধ্যানগরী ॥
যতেক নৃপতি সে উত্তর দেশে বৈসে।
আইলা সত্তর লক্ষ শ্রীরামের পাশে ॥
যত যত রাজা আছে ভারত ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর ॥
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দাসবৎ খাটে ॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত ॥
অবধূত সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর এল স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
পৃথিবীতে যত ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে কৈল আগমন ॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ॥
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার ॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি ॥
যব ধান গোধূম যে আতপ তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল ॥
সূর্য্য সম সভায় বসিল সব ঋষি।
পর্ব্বত-প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি ॥
তিন কোটি বৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য, যথা যজ্ঞবাট ॥
বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি ॥
যখন ভরত যেই আজ্ঞা দান করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘন যোগায় সত্বরে ॥

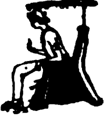


শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি॥
যে রাক্ষস দেখিলে পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষসে মুনির যে ধোয়ায় চরণ॥
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রামজয়-ধ্বনি॥
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হইল এমন পরিপাটী॥

● শত্রুঘ্নের দিগ্‌বিজয় ●

তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
অশ্ব সওয়ার কত শত তার সঙ্গ॥
শ্যামবর্ণ অশ্ব, শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
অলঙ্কার শোভে নানা সুহার কেয়ূর॥
লেজ শোভা করে, যেন ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর॥
সর্ব্ব গায়ে খামি-খামি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদমণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ॥
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার, ধরে নানা জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি॥
গলে লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা॥
জয়পত্র ঘোটকের কপালে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে অশ্বের রক্ষণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই অশ্ব পাই॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে রাম মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন অশ্ব ভ্রমে দেশে দেশে॥
পূর্ব্বদেশে গেল অশ্ব বহুদূর পথ।
নদ নদী এড়াইয়া উঠিল পর্ব্বত॥

অশ্বের পশ্চাতে যান বীর শত্রুঘন।
পর্ব্বত-উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন॥
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বত নামধারী॥
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
গড় লঙ্ঘি যজ্ঞ অশ্ব চলে আনন্দেতে॥
গড়ের ভিতরে অশ্ব করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেলেন সেই দেশ॥
সকল কটকে অশ্ব চারিদিকে ঘেরে।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল গড়ের সে সকল আগুনি॥
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ॥
রামসম শত্রুঘন বীর-অবতার।
শত্রুঘ্নের বাণেতে রাজার চমৎকার॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী।
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রাম-দরশনে তার বন্ধন-মোচন।
পূর্ব্বদিক জয় করি এল শত্রুঘন।
উত্তরদিকেতে অশ্ব করিল গমন॥
উত্তরদিকেতে অশ্ব গেল বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক ল'য়ে তাহার সংহতি॥
দিগ্‌দিগন্তরে অশ্ব যায় দেশে দেশে।
ছ'মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে॥
জয়পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন্।
অশ্ব দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই॥
অশ্ব গেল হিমালয় পর্ব্বতের শেষ।
সেই দেশে রাজা যেই, বিক্রমে বিশেষ॥
অশ্ব দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
রাজাসহ শত্রুঘ্নের লাগিল বিবাদ॥



কেহ কারে নাহি পারে, তুল্য দুইজন।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সে বাণ ফুটিয়া রাক্ষ্য হয় অচেতন॥
না পারে কহিতে কথা, অত্যন্ত কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর॥
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধন-মোচন॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিমদিকেতে অশ্ব তারা সম ছোটে॥
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিমদিকেতে গেল সিন্ধুনদ পার॥
শত্রুঘ্ন ফাঁফর হৈল অশ্বে নাহি দেখে।
সিন্ধুনদ পারে গেল সকল কটকে॥
বিকৃত-আকার তারা, হাতে চেরা বাঁশ।
হাতী ঘোড়া মারি খায় যত রক্তমাস॥
পিশাচ-ভোজন আর পিশাচ আচার।
জীব জন্তু মারি তারা করয়ে আহার॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মহাবল শত্রুঘন বীর অবতার।
একবাণে সব ব্যাধ করিল সংহার॥
তিনদিক শত্রুঘন করি আসে জয়।
অশ্ব লয়ে শত্রুঘন যজ্ঞ-কাছে যায়॥



● লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন ●

ত্রৈলোক্য-বিজয় যজ্ঞ অতি পরিপাটি।
আতপতণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারিভিতে॥
প্রায় যজ্ঞ-সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ, অশ্ব গেল সে দক্ষিণে॥

তুরঙ্গ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকি মুনি স্থান॥
যে দিন যা হবে, তাহা মুনি সব জানে।
লব কুশ দুই ভায়ে ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলে, লব কুশ, শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশ॥
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুই জন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন॥
কারো সঙ্গে না করিহ বাদ বিসংবাদ।
মুনি সব জানে, যত পড়িবে প্রমাদ॥
দুই ভাই প্রণাম করিল করপুটে।
শিষ্যগণ-সহ মুনি গেল চিত্রকূটে॥
বার শত শিষ্যসহ গেল মুনিবরে।
দুই ভাই খেলা করে ধনুর্ব্বাণ-করে॥
ধনুর্ব্বাণ-হাতে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে॥
সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশ-দেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে-স্থান॥
নদ নদী বিন্ধে, আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
একদিনে যায় বাণ ছ'দিনের পথ॥
চটচক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তূণে আসে॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ, কোথা হৈতে জানে॥
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে॥
অশ্ব দেখি হরষিত হইল দুইজন।
জয়পত্র ভালে তার দেখিল লিখন॥
রাজা দশরথ জন্ম নিল। সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন-ভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন॥



কুশ বলে, লব, তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি, তুমি মাত্র দেখ।
লবের অগ্রেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক-বাণে কুশ পূরিল সন্ধান॥
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক॥
বেড়াপাক বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাক বাণে সব করিল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট, নাহি একজন।
সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী॥
ডাক দিয়া বলে কুশ, শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব, নাহি একজন॥
লবের কনিষ্ঠ আমি, রণে নাহি টুটে।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে॥
কুশের বচন শুনি বলে শত্রুঘন।
পলাইয়া যাব কি তোমারে দিব রণ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি, তবে নাহি অব্যাহতি॥
কুশ বলে, দৃঢ় যুক্তি কর শত্রুঘন।
সেই যুক্তি কর, যেবা লয় তব মন॥
শত্রুঘ্ন বলেন, কুশ, মিথ্যা কিছু নয়।
যত কিছু বল তুমি, সব সত্য হয়॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার॥
তোমার সংগ্রামে কুশ, কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি মারি কিংবা মরি॥
কুশ বলে, শত্রুঘ্ন, মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি, যাও যমঘর॥
লব বলে, কুশ, শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মার, আমি মারি শত্রুঘন॥
কুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে॥
কুশ বলে, সৌমিত্রি হে, এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার, তবে বীর বলি॥
সৌমিত্রি বলেন, আগে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি॥
তিন লক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
আকাশ গগনে বাণ উখড়িয়া পড়ে॥
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ, উভয়েতে কাটে॥
নানা অস্ত্র দুইজন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার॥
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে খান খান॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ॥
বিষ্ণু অস্ত্র শত্রুঘ্ন বীরের মনে পড়ে।
তূণ হইতে তাহা নিয়া ধনুকেতে যোড়ে॥
নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণু বাণ যুড়ে ধনুকে তখন॥
বাণ দেখি শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু বাণে বিষ্ণুবাণের সংহার॥
কুশ বলে, শত্রুঘন, আর বাণ আছে।
ফুরাল তোমার অস্ত্র, আমি এড়ি পাছে॥
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ॥
কারো পরাজয় নহে, উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজনে ঘর॥
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে॥
মহাপাশ বাণ কুশ যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥



সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই জ্বলে।
সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে॥
দুই অক্ষৌহিণী অশ্বে না পারে রাখিতে।
হেন অশ্ব দুই ভাই বান্ধে ভালমতে॥
অশ্ব বান্ধি মার কাছে গেল দুইজন।
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দোঁহে করিল ভোজন॥

• লবকুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতন •

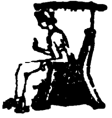
শ্রীরাম বলেন, অশ্ব আন শত্রুঘন।
যজ্ঞ সাঙ্গে পূর্ণাহুতি দিব ত এখন॥
সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারবার।
মহারাজ, অশ্ব বন্দী হইল তোমার॥
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধে কিবা পড়িল প্রমাদ॥
বিষম দক্ষিণ-দিক বড়ই সঙ্কট।
কোন্ বীর যাবে আজি তাহার নিকট॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ;
না জানি কাহার সনে হয় পুনঃ রণ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘন।
অশ্বের উদ্দেশ্য হেতু করিল গমন॥
অশ্ব ল'য়ে দুই ভাই খেলে বারেবার।
লব কুশে দেখিয়া লাগে চমৎকার॥
লব কুশ খেলা করে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে, অশ্ব বান্ধে কোন্জন॥
কোন্ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ।
সবংশে মরিবে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
কি নাম ধরহ তুমি, থাক কোন্ দেশে॥
শত্রুঘ্ন বলেন, মম জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারিভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে॥
দাশরথি আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক-বিজয়ী।
রামের বিক্রম-কথা শুন তবে কহি॥
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে মরে অতিকায় ইন্দ্রজিৎ॥
মরিল যে-সব বীর, ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর যুঝে মোসবার সনে॥
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লব কুশ করিছে তর্জ্জন॥
চারি ভাই তোমরা, আমরা দুই ভাই।
আজি অশ্ব ল'য়ে যাও, মোরা তাই চাই॥
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে অশ্ব পড়িলে সঙ্কটে॥
খুড়া ভাইপোতে গালি, কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি, না পারে সহিতে॥
শত্রুঘন বলে সৈন্য কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটকে বেড়ি দুই শিশু মার॥
দুই অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লব কুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট॥
লব কুশ বলে, বীর না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি, দেখহ কৌতুক॥
শত্রুঘ্ন বলেন, দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ, হাসিবেক লোক॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী॥
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে॥



সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয়॥
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
যুঝিতে না পারে, হয় মৃত্যু-দরশন॥
একদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বাণ-হাতে।
শত্রুঘ্নে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে॥
মহাপাশ বাণ তবে যায় নানাছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে॥
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু-দরশন।
মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর॥
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা সে সবার সনে॥
দুই শিশু লয়ে সীতা করাইল স্নান।
অগুরু চন্দনে অঙ্গ করিল সুঘ্রাণ॥
মিষ্ট অন্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্র শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন॥
দুই শিশু ল'য়ে সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা ল'য়ে দূত গেল দেশে॥
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন॥

• লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের পতন •

পাত্রমিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাত জন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে॥
লব কুশ নামে সে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই॥
ভয় বাসি প্রভু, বলিবারে বিবরণ।
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি চিন্তিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া॥
কহ দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নের সমরে পতন॥
দূত কহে, মহারাজ, দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত॥
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে॥
অশ্ব বন্দী করিল তাহারা দুই জন।
এতেক প্রমাদ পড়ে অশ্বের কারণ॥
সে-কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল, দৈব না যায় খণ্ডন॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ॥
অনরণ্য-মহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর রণে॥
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে।
দেব দৈত্য আদি যত কাঁপে সর্ব্বজনে॥
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন॥
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, যুদ্ধেতে মরণ॥
বিলাপ সংবর প্রভু, না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি, দৈবে পাড়িল প্রমাদ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি, তখনি হ'ল বিধি-বিড়ম্বন॥
দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে সীতারে দিলেন মনস্তাপ॥
আজি যদি শ্রীরাম, তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই॥
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন॥



যাও ভাই, কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ॥
শত্রুঘ্ন-ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুঃখে॥
দুই ভাই কর যুদ্ধ, যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে॥
বিদায় লইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য করিল সাজন॥
মুখ্য সেনাপতি গিয়া চড়িলেক রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
দুর্জ্জয় নামেতে হস্তী আরোহে ভরত।
ধনুর্ব্বাণে লক্ষ্মণের পূর্ণ মহারথ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ॥
কটক সমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষ্মণ॥
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনি গৃধিনী।
কটকের মাংস ল'য়ে করে টানাটানি॥
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইনু অধিষ্ঠান॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
হাতে ধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন॥
সৌমিত্রিরে দুইভাই কোলে করি কাঁদে।
প্রাণ হারাইলে ভাই, শিশুর বিবাদে॥
যমুনার কূলে ভাই, মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই, হারালে জীবন॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ।
পাত্রমিত্র দেন দোঁহে প্রবোধ-বচন॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ॥
সেই দুই শিশু মার পূরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান॥

এতেক বচন শুনি ভরত লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সংবরি দোঁহে স্থির করে মন॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণ-ভরত দোঁহে হ'ল আগুয়ান॥
চারিদিকে রাম-সেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে॥
সীতা বলিলেন লব-কুশেরে তখন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুইজন॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসংবাদ।
লব কুশ, না জানি কি পাড়িলি প্রমাদ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে॥
লব কুশ বলে, মাতা, না জানি কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্র-সূর্য্যকূলে।
মৃগয়া করিতে সবে আসে এই স্থলে॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত॥
আমা দুই ভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে॥
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি, আসিয়াছে, কোন্ মহাজন॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় বাসি মা, করিলে মুনি রোষ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্‌ছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে॥
তূণ পূর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে দুই ভাই যায় সমরেতে॥
দুই ভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে দেখি যত সেনাগণ॥
লব কুশে দেখি সেনা কম্পিত-অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর॥
মনোহর দুই ভাই দুর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে, এল দুই রাম॥



রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ॥
সেই তেজ, সেই বল, সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি, প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্ জন ॥
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হইল বিস্ময়।
কে তোমরা দুই ভাই, দেহ পরিচয় ॥
হাসিয়া উত্তর করে ভাই দুইজন।
জাতি কূলে মোদের কিং তব প্রয়োজন ॥
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমরা যমজ দুই ভাই ॥
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে।
আমাদের দুই ভাইয়ে থুইয়া গেল দেশে ॥
দশরথ ভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
সৈন্যসহ দেখ তার সমরে পতন ॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে ॥
কটক লইযা কেন এলে তপোবন!
পরিচয় দেহ, এলে কিসের কারণ ॥
তাহা শুনি শ্রীভরত লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র, অন্তরে তরাস ॥
চারি ভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘন নাম ॥
মধ্যম আমরা দুই ভরত লক্ষ্মণ।
শত্রুঘনে মারিয়া কি রাখিবে জীবন ॥
এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি।
চারিজনে যুদ্ধ বাজে, চারি মহাবলী ॥
কুশে আর ভরতে, বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ ॥
ভরত লক্ষ্মণ সহ চারি অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি ॥
শিশুজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হ'য়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ ॥
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে।
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে ॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূমবাণ এড়ে, দশ দিক্ অন্ধকার ॥
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয় ॥
তিমির হইল যেন, চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বত গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে ॥
পলাইয়া যেতে কারো কারো পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদ-নদী জলে ॥
কেহ কারে নাহি দেখে, কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায় ॥
পলাইল সব ঠাট, নাহিক দোসর।
সবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর ॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল কোথা হ'তে কেবা জানে ॥
রাবণের কুমার যে বীর ইন্দ্রজিৎ।
যার বাণে ত্রিভুবন হইত কম্পিত ॥
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয় ॥
যে হউক, সে হউক, আজি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয়, মারি কিম্বা মরি ॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নি বাণ যুড়েন তখন ॥
জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নি বাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল, পৃথিবী প্রকাশে ॥
অন্ধকার দূর হৈল, ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক এল লক্ষ্মণ-সম্মুখে ॥
লক্ষ্মণের বাণ-শিক্ষা অতি চমৎকার।
পলাইল যত সৈন্য, এল আরবার ॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পায় ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ ॥



লব বলে, লক্ষ্মণ, কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাঁই পড়িলে নিস্তার নাহি আর ॥
আছয়ে অক্ষয় বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি, এড়ি বাণ শতেক বৎসর ॥
তোমার কটক আছে, এই ত' ভরসা।
জল হেন শুষিব যে, না রাখিব প্রাণ ॥
সংহারিব সকল তোমার বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে ॥
এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান ॥
ষট্‌চক্র বাণ লব যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥
মহাশব্দে যায় বাণ, তারা যেন ছুটে।
এক বাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে ॥
ষটচক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব।
সে সকল সৈন্যে নাহি মারিলেন লব ॥
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল ॥
ডাকিয়া বলেন লব, শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব, নাহি একজন ॥
মারিলে হে ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে ॥
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ সর্ব্বলোকে কহে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, লব, একি অহঙ্কার।
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার ॥
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংহার কালেতে যেন অগ্নির উত্থাল ॥
লব বীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে-মন।
ধনুকে বরুণ বাণ যুড়িল তখন ॥
সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন গগনে লাগিল ॥
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল, চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার, বুঝি সংশয় জীবন ॥

লক্ষ্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে ॥
সমস্ত পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার ॥
চিন্তিত হইয়া লব ভাবে মনে-মন।
অক্ষয় অজিত-বাণ যুড়িল তখন ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে ॥
হেন বাণ ব্যর্থ গেল, চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে, শিশু নহে, সাক্ষাৎ শমন।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কত দূরে গিয়া বাণ উথাড়িয়া পড়ে ॥
দেখিয়া ত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ, তূণে নাহি আর ॥
শূন্য হৈল তূণ ফুরাইল অস্ত্রগণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ ॥
বলেন লক্ষ্মণ পরে লব-বিদ্যমান।
এতদূরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় উচিত ॥
শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে ॥
এক বাণ এড়ি আমি, না ভাবিও মন্দ।
যা হোক্, তা হোক্ তব, যে থাকে নির্ব্বন্ধ ॥
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
তবে ত লক্ষ্মণ, তব না লইব প্রাণ ॥
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ ॥
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে বাণ ল'য়ে ধনুকেতে যোড়ে ॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপত বাণে বিন্ধি পড়িল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে ॥



কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে যে কুশের অস্ত্র-শিক্ষা॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া তার বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস॥
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ।
নির্ম্মূল করিব যে, না রহে একজন॥
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে॥
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ।
সেই বাণে কুশবীর পূরিল সন্ধান॥
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাক।
হস্তপদ কাটে কারো, কারো কাটে নাক॥
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে, স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে, লেখাজোখা নাই॥
এক বাণে অরি-সৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বত-প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার॥
রক্ত নদী বহিল সে সংগ্রামের স্থানে।
সব সৈন্য পড়ে এড়াইল সাত জনে॥
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে॥
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, ভঙ্গ দিতে রণে॥
ভরত বলেন, কুশ, ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যাই এই অষ্ট জন॥
কুশ বলে, ভরত, না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন॥
সাত জন যাক দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর॥
শুনহ ভরত বীর, আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
মনে ভাব, পলাইয়া পাবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
অপযশ থাকিবে যে পলাইয়া গেলে।
অনন্ত পৌরুষ থাকে যুঝিয়া মরিলে॥
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি, তেঁই বাসি ভয়॥
শ্রীরামের তেজ-বল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান॥
কুশ বলে, রাম বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবে যদি আজি তুমি মর॥
আজি তুমি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে॥
মো'দের সমরে যদি জয়ী হন রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব-কুশ নাম॥
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে॥
কোন্‌কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ॥
এক বাণ বিনা আর না এড়িব বাণ।
এক বাণে ভরত লইব তব প্রাণ॥
ভরত বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি, তেঁই বাসি ভয়॥
কুশ বলে, রাম হেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া একজন নাহি যাবে দেশে॥
ভরত বলেন, কুশ, কর বাড়াবাড়ি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি॥
শিশু হ'য়ে কুশ, তব এতেক বড়াই।
আছুক রামের কার্য্য জিন মোর ঠাঁই॥
লব লব বলিয়া যে কর অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের রণে তার প্রাণে বাঁচা ভার॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ ল'য়েছে তাহার॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত॥
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয়।
কোন্‌কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয়॥



লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
না হবে ভরত, তবে তোমার সংহার॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী॥
এড়িল তিরাশী কোটি বাণ শ্রীভরত।
দশদিক্ জল স্থল ঢাকিল পর্ব্বত॥
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার॥
কুশ বীর এড়ে বাণ ভরত-সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ, কাটে একে একে॥
সব বাণ ব্যর্থ গেল, ভরত চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িল ত্বরিত॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল একবাণে।
কুশ-সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে॥
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অজয়জিৎ বাণ সে সত্বর॥
হইল কুশের বাণে গন্ধর্ব্ব সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার॥
কুশ বলে, ভরত আর কত বাণ এড়।
আমি এই বাণ এড়ি, যমঘরে নড়॥
যুড়িল ঐষিক বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে॥
ভরত কাতর হ'য়ে ঊর্দ্ধদিকে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়॥
ফুটিয়া ঐষিক বাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে শতধারে বহে রক্তস্রোত॥
ভরত কটকসহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব সে কুশের বিদ্যমানে॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি॥
সংগ্রামের বেশ রাখি বৃক্ষের কোটরে।
শূন্যহস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে॥

জানকী বলেন রে বিলম্ব কী কারণ।
কোন্ কার্য্যে লব কুশ, ব্যাজ এতক্ষণ॥
লব কুশ বলে, মাতা, না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে॥
কোনচিন্তা নাহি মাগো, তোমার প্রসাদে
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে॥
মিষ্ট অন্ন ল'য়ে দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি-চন্দন-মাল্য পরিল তখন॥
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন পলাইয়া গেল রাম ঠাঁই॥



• লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ করিবার আয়োজন •

মুনিগণমধ্যে রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাত জনে দেখি তবে শ্রীরাম চিন্তিত।
জিজ্ঞাসেন ভরত ও লক্ষ্মণের হিত॥
সাত জন কৃতাঞ্জলি করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ, দৈবের ঘটন॥
প্রমাদ পড়িল প্রভু, ভয়ে নাহি কহি।
সাত জন আইলাম আর কেহ নাহি॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত-লক্ষ্মণ।
সবে মাত্র এড়াইয়া আসি সাত জন॥
দুই শিশু নর নহে, বিষ্ণু-অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু, হেন লয় মনে॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি, জগৎ-পূজিত।
জিনিতে নারিবে রণ, কহিনু নিশ্চিত॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন॥



কোথা ভাই শত্রুঘন ভরত-লক্ষ্মণ।
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে তিনজন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়।
রণস্থলে গিয়া ভাই, হইলা নির্দ্দয়॥
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে॥
তিন ভায়ে স্মরণ করিয়া বহুতর।
হায় হায় করিয়া বিলাপে রঘুবর॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলা সেই বাকল যে পরি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ দুঃখ পেলে তপোবনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণবাণে॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই পড়ে মোর ছাবালের রণে॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল।
রাজভোগ ত্যজিয়া খাইল বৃক্ষ-ফল॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হ'লেন বিকল॥
শত্রুঘন ভাই মোর প্রাণের দোসর।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবী-ভিতর॥
বহুদিন-যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণে।
দিনেকের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণে॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যা থাকে কপালে, তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে॥
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি কহে প্রবোধ-বচন॥
আপনি শ্রীরাম, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন প্রভু, নহে ত উচিত॥
ক্রন্দন সংবর রাম, স্থির কর মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া, চল শীঘ্রগতি॥
শ্রীরাম বলেন, যাই ভায়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি, আমি আছি কিসে॥
দুই শিশু মারি শুধিব ভায়ের ধার।
অযোধ্যায় তবে সে ফিরিব পুনর্ব্বার॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন্।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ-বচন॥
রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুইজনা॥
সুমন্ত্রের প্রতি রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব দর্শন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি॥
চড়েন পুষ্পক-রথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য-সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী॥
চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ-জাতি ঘোড়া।
চলিল সত্তর অক্ষৌহিণী ভূমি জোড়া॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রাম-বিদ্যমান॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্রমিত্র সবে চলে করিয়া সাজনি॥
শ্রীরামের সেনা-ঠাট-কটক অপার।
দেখিলে যমের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে ল'য়ে কপিগণ।
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশ-কোটি মুখ্য-সেনাপতি॥
আশীকোটি বীরে চলে পবন-নন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ॥
মহাশব্দ করি যায় রক্ষঃ কপিগণ।
আর যত সেনা যায়, কে করে গণন॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
সত্রাজিৎ মহাবল চলিল সকল॥
রুদ্রমুখ চলে আর সুরক্তলোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর-দরশন॥



রথের উপর রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস-বানর ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃত-কাহিনী।
দুইটি বালক তরে এতেক সাজনি ॥



● লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ ●

কটক হইল পার নদ-নদী-নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে ॥
নদী শুকাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুঁড়া।
গগনমণ্ডলে লাগে কটকের ধুলা ॥
সমরে গেলেন রাম কমললোচন।
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন ॥
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি ॥
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আসিলেন রাম ॥
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইঁহাকে মারিতে পারি, তবে থাকে নাম ॥
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি।
হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
জানকী বলেন, কিবা কর দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ-বিসংবাদ।
কোন্ দিনে লব-কুশ পাড়িবে প্রমাদ ॥
উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ ॥
অভাগীর পুত্র তোরা, নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
তো'সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
তো'সবার সনে যেই আসি করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন ॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য, নহে অন্যমত।
যাহারে বলেন যাহা, তা ফলে নিশ্চিত ॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে, এই মন।
সেইমত করিলেক বেশ দুইজন ॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে।
যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে ॥
যেখানে শ্রীরাম, তথা গেল দুইজন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন ॥
এক বল, এক রূপ, একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম ॥
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জ্জন ॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবনজয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর ॥
এই কথা রঘুনাথ, করি অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান ॥
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার।
প্রাণ ল'য়ে দেশ-প্রতি হও আগুসার ॥
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত্র সারথি ॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি ॥
থুইলাম তাঁহারে যে এই বনবাসে।
আমি ও লক্ষ্মণ দোঁহে ফিরিলাম দেশে ॥
অতএব রঘুনাথ, এই সেই বন।
এ দুই সীতার পুত্র হেন লয় মন ॥



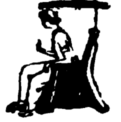
যমজ সোদর দুই, বুঝি এ প্রকার।
পরিচয় লহ প্রভু, তোমার কুমার॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম॥
তেজ ধর আমার, আমারি ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমার সমান॥
পরাক্রম আমারি, না হয় অন্য জ্ঞান।
অতএব কহি আমি, বলহ বিধান॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ, কে তোমরা দুই ভাই॥
পরিচয় দেহ, কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়।
যাবৎ না লব প্রাণ দেহ পরিচয়॥
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি।
কেমনে বলিব নাম, বাপে নাহি চিনি॥
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁই।
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই॥
দুই ভাই যুক্তি করে, কেহ নাহি শুনে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন॥
পুত্র হ'য়ে পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে-মন॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলা অন্তরে।
পরিচয় তে-কারণে চাহ বারে বারে॥
তোমারে কহিব, শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম॥
দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভাণ্ডাইল ছল করি বুঝিলেন রাম॥
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী॥

শ্রীরাম বলেন নাহি দিলে পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য, না করিহ ভয়॥
আমার ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি আমার যে মদমত্ত হাতী॥
আছয়ে তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠজাতি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তর কটকে পৃথ্বী জোড়া॥
সুগ্রীব ও অঙ্গদের আছে কোটি সেনা।
যার যুদ্ধে দেব-দৈত্য কাঁপে সর্ব্বজনা॥
ভল্লুক অসংখ্য আছে, রাক্ষস-বানর।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর॥
এতেক কটক যদি পড়ে আজি রণে।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে।
বেড় যেন দুই শিশু নারে পলাইতে॥
মন্ত্রিগণ-সহ রাম করেন মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা॥
হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমতঃ রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়া-হস্তীর চাপনে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া॥
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্ব্বাণ জোড়ে॥
লব বলে, কুশ ভাই, যুক্তি কর সার।
রাম-সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার॥
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ জোড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে॥
লব এড়িলেন বাণ নামেতে আহুতি।
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী॥
কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশ্বকলা।
কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা॥
চারিভিতে সৈন্য যুঝে, লব কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যুঝে॥
সৈন্য দেখি দুই ভাই ভাবিত-অন্তর।
কেমনে মারিবে ঠাট-কটক বিস্তর॥



এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এল রাম।
ইহাকে মারিতে পারি, তবে রহে নাম॥
সতীপুত্র হই যদি, থাকে মুনি-বর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর॥
মুনির আশীষে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পূরিয়া লব-কুশ এড়ে বাণ॥
ষট্‌চক্র বাণে লব পূরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি, নাহি ধরে টান॥
বেড়াপাক নামে বাণ কুশের প্রধান।
সেই বাণ লয়ে কুশ পূরিল সন্ধান॥
হেন বাণ দুই ভাই যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে, উঠে অন্তরীক্ষে॥
সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা হেন ছুটে।
শ্রীরামের সেনা যত দুই ভাই কাটে॥
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক-বানর।
কেহ হাতে করি গাছ কেহ বা পাথর॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান॥
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ-পাথর॥
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরখিয়া লব-কুশ করিছে কৌতুক॥
লব বলে, কুশ ভাই, শুনহ বচন।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন॥
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর যেন পর্ব্বত-আকার॥
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা-অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ-পাথর॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
লব-কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥
লব বলে কুশ ভাই, কার মুখ চাই।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই॥
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোকা চোকা বাণ॥

বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে॥
লব বলে কুশের, কি শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার॥
পরে আইলেক যুদ্ধে সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পর্ব্বত সত্বর॥
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুই হাতে।
ইচ্ছা করে, মারে লব কুশের শিরেতে॥
বাণে কাটি লব-কুশ করে খান খান।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ॥
তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে॥
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লব কুশ বাণ এড়ে, পড়ে তার গায়॥
পড়িল অঙ্গদ বীর, সেই বাণ ঘায়ে।
হনুমান আইলেন হাতে গিরি ল'য়ে॥
পর্ব্বত এড়িল লব-কুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লব-কুশ উড়ায় আকাশে॥
কুশ বাণ মারে হনূমানের উপরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া হনূ পড়িল সমরে॥
দেখিয়া হনূর দশা অপর বানর।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর॥
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ॥
রাক্ষস-ভল্লুক আদি পড়ে কপিগণ।
এসবার মধ্যে এড়াইল তিন জন॥
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর।
দুই কটকের রক্ত বহে যেন নীর॥
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার॥
আছিল ছাপ্পান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট, তার নাহি এক জনা॥
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি॥



শ্রীরামের আগে কহে যোড় করি হাত।
প্রাণ ল'যে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥
যদি রঘুনাথ, দেশে করহ গমন।
তবে ত সবার রক্ষা, নতুবা মরণ ॥
শিশু নহে, দুইজন সাক্ষাৎ শমন।
এ দোঁহার সম বীর নাহি ত্রিভুবন ॥
শ্রীরাম বলেন, আইলাম সৈন্য-সাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কিমতে ॥
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ সবে, না করিহ ডর ॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায় ॥
একেবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোকা চোকা বাণ ॥
কোটি কোটি চোকাবাণ সেনাপতি এড়ে।
লব-কুশে নিরখিয়া আগু নাহি নড়ে ॥
সেনাপতি সকলেতে লাগে চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল ছত্রাকার ॥
ভঙ্গ দিল সেনাপতি, লব কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব কুশে ॥
ভঙ্গ দিল যুদ্ধে তব যত সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম, আনহ সংহতি ॥
শ্রীরাম পাইয়া লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যা'ক ঠাট, আমি আছি একেশ্বর ॥
আমি আছি একাকী, তোমরা দুই জন।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন ॥
এত যদি তিন জনে বোলচাল হৈল।
সে-সকল সেনাপতি আবার আসিল ॥
চারিদিকে লব কুশে বেড়িল সকলে।
নিরখিয়া লব কুশ অগ্নি-হেন জ্বলে ॥
সেনাপতি সকলে ধনুকে জোড়ে বাণ।
লব কুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
সেনাপতিগণ-হস্তে যত অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ, তূণ শূন্য হৈল ॥
সেনাপতিগণে রণে করিয়া বিরতি।
লব কুশ বলে সেনা-সকলের প্রতি ॥
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
এবে মোরা দুই ভাই পূরি যে সন্ধান ॥
এড়িলেক বাণ গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে ॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন ॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥
চিন্তা করিলেন রাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস ॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে যত তুমি করিলা সংগ্রাম ॥
দু'জনের প্রতি যদি তিন জন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয়, মরে আপনার দোষে ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীপুত্র আমরা যে, তেঁই পাই রক্ষা ॥
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যা' কিছু বল, নহে অনুচিত ॥
পৃথিবী-মণ্ডলে আমি রাজ-চক্রবর্ত্তী।
না জানি, কতেক ঠাট আইল সংহতি ॥
আমারে জিনিতে কেবা পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র-বিনা আমারে নাহিক কেহ জিনে ॥
আছয়ে পুত্রের স্থানে মোর পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে, শাস্ত্রে কয় ॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দু'জন।
মম পুত্র হও যদি, না করিব রণ ॥
পরিচয় দেহ, কিবা আমার নন্দন।
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুইজন ॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে ॥
শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে অবশেষে ॥



শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে বাস ভয়॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা-পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে-মন॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি, নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বল, নাহি বাস লাজ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভাল মতে জান॥
অধিক কি কব রাম, শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
আমরা মুনির পুত্র, সেইমত বল।
তুমি ত ধরণীপতি, কেন কর ছল॥
শ্রীরাম বলেন, শুন বলি লব কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ॥
তোমা-দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় নাহি দিলি তোরা অল্পমতি॥
কটক পড়িল, আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ, যেবা হয় শেষে॥
আমার সহিত যুদ্ধে নাহি কারো রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা॥
পিতা-পুত্রে গালাগালি, কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি, মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে॥
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
দুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ॥
নানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাব্যস্ত লব-কুশ পলায় ত্বরিত॥
দুই ভাই পলাইল, রাম পান আশ।
শ্রীরামের বাণ গিয়া ছাইল আকাশ॥
অন্ধকার হল ধরা সেই সব বাণে।
আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে দুইজনে॥
এই মত দুই ভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া॥

• শ্রীরামের বিলাপ •

হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ,
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্য-ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ,
শোকানলে হয় অশ্রুপাত॥
দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম,
যজ্ঞ হৈল সংহার-কারণ।
তখনি জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ,
যখন পড়িল শত্রুঘন॥
সুদিন কুদিন দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই,
এবে সেই বীর হনুমান।
যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকর্ণে জিনে রণে,
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে, সহায় সাগর-জলে,
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে,
এত করাইল দৈবে মোরে॥
কত ব্রহ্মবধ কৈনু, যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু,
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল, দণ্ডমধ্যে ভস্ম হৈল,
পরাভব হইল আমার॥
যে-বংশে সগর রাজা, রঘুবীর মহাতেজা,
ভগীরথ বেণ মহাশয়।
হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া,
জিনে মোরে মুনির তনয়॥
মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই,
যে-সবারে আনিলাম রণে।
মরিল যাহার পতি, অনাথা হইলা সতী,
অকীর্ত্তি রহিল এ-ভুবনে॥
বিধাতা নির্দ্দয় হ'য়ে, এত বড় বাড়াইয়ে,
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে।
হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ না থাকিল,
পৃথিবী পূরিল অপযশে॥



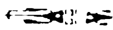
মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে,
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা, হইল জীবন-শঙ্কা,
পতিহীনা হইল সর্ব্বনারী॥
সূর্য্য-বিনা দিবা নহে, জল-বিনা মৎস্য দহে,
অরাজক-পুরীর সংহার।
এই সে থাকিল দুঃখ, না দেখি বন্ধুর মুখ,
কোথায় রহিল পরিবার॥
বিদরিয়া যায় বুক, না দেখি সীতার মুখ,
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য।
চারি ভাই একবাসে, মরিলাম এক দেশে,
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য॥
দুই শিশু যম-সম, নর বলি করি ভ্রম,
কুম্ভকর্ণ কিংবা দশানন।
জাতিস্মর দুই জন, করিতে আইল রণ,
পূর্ব্ব বৈর করিতে সাধন॥
কিংবা সে দূষণ খর, হইয়া আই... ...,
পূর্ব্ব-বৈরী করিতে সংহার।
মারিল সকল-জনে, সুগ্রীব ও বিভীষণে,
যত সব সুহৃদে আমার॥
সুহৃদ্ আছিল যারা, প্রায় গত প্রাণ তারা,
আর কারে করিব সহায়।
আজি দুই শিশু মারি, অথবা আপনি মরি,
তবে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা পায়॥
আজি দুই শিশু মারি, সে রক্তে তর্পণ করি,
তবে আমি রঘুবংশ হই।
যুঝিব শিশুর সনে, এই দাঁড়াইনু রণে,
নাহি দেখি গতি ইহা বই॥
এতেক ভাবিয়া মনে, শ্রীরাম চলেন রণে,
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড, তাহার উত্তরকাণ্ড,
গাইল পণ্ডিত কত্তিবাস॥

● লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ●

কুশ বলে, লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
হারিয়া কি পলাইব মোরা রাম-ঠাঁই॥
একেবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম।
কাট চল মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম॥
কুশ হৈতে অস্ত্রশিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকুর বাণ দিক্ আলো করে॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত-সমান॥
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম॥
ক্ষণে রাম আগু হন, ক্ষণে দুই ভাই।
বাণ-ঠন্‌ঠনি শুনি, লেখাজোখা নাই॥
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুই জন।
শঙ্কান্বিত লব-কুশ ভাবে মনে-মন॥
যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা।
লব-কুশ গলে তাহা হয় পুষ্পমালা॥
লব-কুশ দুই ভাই যেই অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে॥
এইরূপে পিতা-পুত্রে বাধিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর॥
কেহ কারে নাহি পারে, সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র, কেহ ছোট নয়॥
দুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ রামচন্দ্র হ'লেন কাতর॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিত।
কোন্ দিক্ রাখিবেন, শ্রীরাম চিন্তিত॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥



পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ আছে যেই ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ॥
লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্রকলা।
ধনুর্ব্বাণ সহিত রামের বাক্ষে গলা॥
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম॥
ছট্‌ফট্ করে রাম, প্রাণমাত্র আছে।
শীঘ্র গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে॥
নড়িতে নারেন রাম, বাণে অচেতন।
লব-কুশ কাড়ি লয় গাত্র আভরণ॥
কাণের কুণ্ডল নিল, মাথার টোপর।
নিল হার কেয়ূর হাতের ধনুঃশর॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ে লয় দুই ভাই।
অস্ত্র-শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই॥
হনুমান জাম্বুবান, উভয়ে অমর।
দুইজন নাহি মরে শত মন্বন্তর॥
উঠিবার শক্তি নাই, বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লব কুশের গমন॥
যাইতে দেখিল পথে বানর-ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক॥
সাঙ্গি বান্ধি উভয়রে লইলেক স্কন্ধে।
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে॥



● সীতার নিকট লবকুশের যুদ্ধবার্ত্তা কথন সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প ●

সমর জিনিয়া গেল দুই ভাই ঘর।
কান্দিয়া জানকীদেবী অত্যন্ত কাতর॥
হনুমান জাম্বুবান দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারে না সান্ধায়, তেঁই থুইল বাহির॥
একদৃষ্টে জানকী চাহেন করি ধ্যান।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী।
দুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি॥
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধকথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
এ-সবার সহিত করিনু মহারণ॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা, ভাই চারিজন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন॥
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই।
কহি সে অপূর্ব্ব-কথা, শুন মাতা, তাই॥
দুর্জ্জয় দুইটি জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আঁটিসে মাগো, দেখহ আসিয়া॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি যুদ্ধের সাজন।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ॥
দেখিয়া জানকীদেবী চিনিলা তখন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লব কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
কোন্‌খানে মারিলি সে কমললোচনে।
ঝাট চল পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব সে ভরত শত্রুঘন॥
কোন্‌খানে হ'য়েছিল সমর প্রসঙ্গ।
শৃগাল-কুকুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ॥
ধেয়ে যায় সীতাদেবী, কেশ নাহি বান্ধে;
তাঁর পিছে শিরে হাত, দুই ভাই কান্দে॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্তপদ বান্ধা হনুমান জাম্বুবান॥
মৃতপ্রায় অচেতন, বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ॥
জানকী বলেন, লব করিলি কি কর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতিধর্ম্ম॥
তোমা হ'তে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান।
এই হনুমান মোরে দিলা প্রাণদান॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনূমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার॥



ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক॥
পিতা-পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাতে।
কলঙ্ক না লুকাইবে, ঘুষিবে জগতে॥
কোথায় মারিলি তাঁরে শীঘ্র চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন।
লব কুশ-প্রতি কত করেন ভর্ৎসন॥
লব কুশ, শীঘ্র এই ঘুচাও বন্ধন।
হনূমানে জাম্বুবানে করহ মোচন॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুই জন।
খসাইলা উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন॥
উঠিয়া বসিল জাম্বুবান হনূমান।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান॥
এক সত্য হনূমান, করিহ পালন।
কারো ঠাঁই না কহিও এ-সব বচন॥
তোমার রামের পুত্র এই দুই ভাই।
না চিনি করিল যুদ্ধ ক্রোধ কারো নাই॥
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী-প্রায়।
ক্রন্দন করিয়া পিছে লব-কুশ যায়॥
শ্রীরামের উদ্দেশে চলেন তিন জন।
উপস্থিত হইলেন, যথা হৈল রণ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন॥
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে।
এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম্ম ফেরে॥
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাবালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে, কেমন বিধাতা॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে-জন্মে পাই যেন তোমার চরণ॥
শিরে হাত লব-কুশ করিছে ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি বলিছে বচন॥
ক্ষমা কর জননী গো, না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন॥
তুমি না বলিলে মাতা রাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা॥
পিতৃবধ করিয়া পাইনু বড় লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি, প্রাণে নাহি কাজ॥
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥
সীতা বলে, আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও অবশেষ॥
তিনজন গেল তারা যমুনার তীরে।
তিন কুণ্ড কাটিলেক দুই সহোদরে॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন॥

বাল্মীকির আগমন ও সসৈন্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণদান

চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন॥
রক্তেতে তর্পণ করে, মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন, সব যেন রক্তময়॥
মুনি বলে, লব কুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ॥
ছ'মাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ।
দেখে তিন জনে অগ্নি করিছে প্রবেশ॥



অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে, মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে॥
গৃধিনী-শকুনি আর শৃগালের রোল।
কলকল-ধ্বনি তুলে জলের হিল্লোল॥
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কিবা কহ সীতা, শুনি॥
জানকী বলেন, প্রভু, না জান কারণ।
লব কুশ তোমার করিল মহারণ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন॥
কেমনে কহিব কথা, মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে॥
এতদিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিখি এরা পড়িল প্রমাদে॥
তুমি শিখাইলে মুনি, নানা অস্ত্রশিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি কারো রক্ষা॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হ'য়ে সে রামেরে জিনে দুই জনে॥
রঘুনাথ বিনা মোর না রবে জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি এই তিন জন॥
বাল্মীকি বলেন, সীতা, না ত্যজ জীবন।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারিজন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
উঠিবেন, পড়িয়াছে আর যত জন॥
ক্ষমা দেহ জানকী, তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি॥
জানকী বলেন, দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন॥
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা, মুনি সব জানে॥
তপোবন কুণ্ডে আছে মৃত্যুঞ্জীবিজল।
মুনি ধ্যান করিয়া সে জানিল সকল॥
মুনি বলে, শুন শিষ্য, আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে॥
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে॥
এক মন্ত্র পড়ি জল দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেক তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
মৃত্যুঞ্জীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-আদি উঠিল তখন॥
উঠিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥
উঠিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠজাতি ঘোড়া।
সত্তর অক্ষৌহিণী উঠে জাঠি-ঝকড়া॥
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে ল'য়ে কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ॥
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে, শুন সীতা, কটকের রোল॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-আদি যত যত বীর।
উঠিল সামন্ত সৈন্য অক্ষত শরীর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন।
দূর হৈতে দেখি সীতা, পাইল জীবন॥
রামজয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে, শুন সীতা, আমার বচন॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুই পুত্র ল'য়ে ঘরে করহ গমন॥
লব-কুশ-সীতা তিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী॥
সীতাকে চিনিয়াছিল পবন-নন্দন।
পাসরিল বাল্মীকির মায়াতে তখন॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেক মুনিরে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥



মুনি বলে, রাম, আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় তারা, না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে ল'য়ে আমি দোঁহে করাব মিলন॥
অশ্ব ল'য়ে রঘুনাথ, যাহ নিজ দেশে।
যজ্ঞ পূর্ণ দেহ গিয়া অশেষ-বিশেষে॥
সকল-সহিত রাম চলিলেন দেশে।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

● লবকুশ কর্তৃক রামায়ণ গান ●

এ সব গাহিল গীত জৈমিনী-ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে॥
অশ্ব আনি কৈলা রাম যজ্ঞ-সমাপন।
নানা দেশী ব্রাহ্মণে দিলেন বহু ধন॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্যসহ আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া॥
বার শত শিষ্য এল মুনির সংহতি।
লব কুশ দুই ভাই মিলাইল তথি॥
মুনির মিশালে আছে, নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু-অবতার দোঁহে রামের তনয়॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভরত, এখন।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন॥
লব কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি।
দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥
মুনি বলে, লব কুশ, শুন সাবধানে।
ধনুক-সংগীত-বিদ্যা পেলে মোর স্থানে॥
ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হ'য়ে তাঁহারে জিনিলা দুইজনে॥

ধনুর্ব্বিদ্যা তোমরা যে করিলে সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পেলেম আমি তাহার পরীক্ষা॥
গীত-বিদ্যা রামায়ণ শিখিলে দু'জন।
শ্রীরামের আগে কালি গেও রামায়ণ॥
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে।
রামায়ণ-গীত কালি গাইবে দু'জনে॥
দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহারে প্রসন্ন হন সরস্বতী দেবী।
আমি-আদি করিয়া সকলে তারে সেবি॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাহিবে তোমরা রামায়ণ॥
জিজ্ঞাসিবে যবে রাম সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য, হেন করিও উত্তর॥
আর যুক্তি বলি, শুন তোমা দুই জন।
মিষ্টস্বরে উভয়ে গাহিবে রামায়ণ॥
যখন গাহিবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন॥
জগতের নাথ রাম পরম পণ্ডিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত॥
যখন যাইবে দোঁহে রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়॥
বীরবেশে দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আরবার এক্ষেন কি জীবনের আশ॥
বিভাবরী প্রভাত, উদিত ভানুমান।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখ, বর্ণ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর-ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে॥
কহিছে অমাত্যগণ শ্রীরামে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত॥



আনিতে তাদের রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ॥
বীণা হাতে করি তারা বসিল সভায়।
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায়॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশে॥
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-নিবাসী যত জন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ॥
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক শুনে গীত অমৃতের কণা॥
বীণাযন্ত্র বাজে, আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে॥
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ॥
সর্ব্বলোক সভায় করিছে কানাকানি।
রামের আকৃতি দুই শিশু, অনুমানি॥
জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই দুই শিশু-সহ করিলেন রণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন॥
যুদ্ধ করে, ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণ গীতে॥
তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে, দুইজন সাক্ষাৎ শমন॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়॥
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুইজনে।
এত গুণ ধরে, কেবা আছে ত্রিভুবনে॥
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনি রামায়ণ॥
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
রামের এ দুই পুত্র, কভু নাহি নড়ে॥
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুছন্দ সুপ্রসন্ন পদাবলী॥
দুই ভাই গীত যদি কৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন, রাখ গায়কের মান॥
শ্রীরামের বচন সে শুনিয়া লক্ষ্মণ।
অশীতি সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন॥
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা॥
উভয় গায়ক বলে, শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র-অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
কি করিব ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র-অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥
শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী।
কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি॥
ইহা যদি শুনে লোকে, কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি, কহ এ সকল॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুই গায়ক যে যোড় করি হাত॥
দুই শিশু বলে, শুন শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু, কহি বিবরণ॥
চতুর্ব্বেদ বিংশতি যে শ্লোক-পরিমাণ।
পঞ্চশত সর্গে হয় কাব্যের বাখান॥
যেই জন শুনিবারে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপ ঘুচে তার, স্বর্গে হয় বাস॥
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর।
যে যাহা বাসনা করে, পূরয়ে সত্বর॥
অশ্বমেধ করিলে যে শ্রীরাম, এখন।
এই ফল পায় সে, যে শুনে রামায়ণ॥
তুমি না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর॥
অবতার না হইতে বাল্মীকির গাথা।
আদিকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা॥
শ্রীরাম, অযোধ্যাকাণ্ডে পেলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হরি নিল তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড॥



তব পিতা দশরথ স্ত্রীবশ হইয়া।
পাঠায় তোমারে বনে সত্যের লাগিয়া॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে স্ত্রী আর পুরুষে॥
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক॥
তুমি বনে, ভরত সে মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র সত্ত্বে রাজা হৈল বাসি মড়া॥
বাসি মড়া তৈলের ভিতরে দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।
বধিলা রাক্ষস বহু যার মুখ্য খর॥
দুই শোকে শ্রীরাম বড় তাপ পাইলে।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালী মারি সুগ্রীবে লভিলে॥
সুন্দরেতে শ্রীরাম, সাগর হৈলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণেরে করিলে সংহার॥
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গপিতা সম্ভাষিয়া দেশে আগমন॥
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিছ তুমি প্রজা॥
দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন।
ন'হাজার বর্ষে বৃদ্ধ রাজার মরণ॥
হাজার বৎসর ছিল পিতৃ-পরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই॥
এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন।
সাত হাজার বর্ষে কর সীতারে বর্জ্জন॥
গীত গায় যখন মায়ের বনবাস।
তখন দোঁহার হয় গদগদ ভাষ॥
শিখিল তাহারা গীত বাল্মীকির স্থানে।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে॥
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা-বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর॥
শুনিয়া শ্রীরাম সেই রামায়ণ-গান।
নিজ পুত্র বলি দোঁহে করে অনুমান॥
লব কুশ সঙ্গীত গাহিল একমাস।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

সীতার পাতালে প্রবেশ

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম॥
আমি তোমা দোঁহারে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন॥
লব-কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় দেন দোঁহে হেঁটমাথে॥
না জানি পিতার নাম, মাতৃ নাম সীতা।
শিষ্য মোরা বাল্মীকির, নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন॥
আর পত্নী না করিনু, নহিল সন্ততি।
কোন্ দোষে বর্জ্জিলাম সীতা গর্ভবতী॥
শ্রীরাম বলেন, হে বাল্মীকি জ্ঞানবান্।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইব সীতা আন মম ঘরে॥
যত লোক আসিয়াছে, যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে॥
স্ত্রী-পুরুষ আসিলেক সকল সংসার।
বৃদ্ধ-শিশু কাণা খোঁড়া হৈল আগুসার॥
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি॥
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন, একি সর্ব্বনাশ॥



এইরূপে বামাগণ করে কানাকানি।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী ॥
লইয়া পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার ॥
ধন্য জনকেরে মান জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ ॥
সীতাকে না জান, তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ, জানে সর্ব্ব প্রাণী ॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
জনক সন্তুষ্ট হয়ে থাক নিজ দেশে ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, না কর বিবাদ।
পরীক্ষা না দিলে দিবে লোকে অপবাদ ॥
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ ॥
রাজা হ'য়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার ॥
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেল অন্তঃপুর ॥
শ্রীরাম বলেন, হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন ॥
সঙ্গে রথ ল'য়ে যা'ক সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রগতি ॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া ॥
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
মুনিকে জিজ্ঞাসা করে, কহ সারোদ্ধার ॥
পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে-সব কহেন মুনি সীতার আলয় ॥
শুনহ আমার বাক্য জনক-দুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে ॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত ॥
এক ঠাঁই হইয়াছে সর্ব্ব দেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন ॥
জানকীরে এইমত কহিলেন মুনি।
সীতার নয়ন-জল ঝরিল অমনি ॥
মুনির তনয়া-বধূ তাপেতে আকুলি।
সে-সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি ॥
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
যেমোনি দেখ মা, দেখা নাহি হবে আর ॥
মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মী, ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল, থাকিল মর্ম্মব্যথা ॥
জানকী বলিলা মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব আর যে বচন তোমার ॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন ॥
তপোবন ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি, আলো সেই পুরী ॥
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিল গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী-আগমন ॥
জগতের যত লোক অযোধ্যা-নগরে।
হেনকালে গেল সীতা সভার ভিতরে ॥
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে, ঢাকিছে বিজুলি ॥
কি ক'ব অন্যের কথা, যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন ॥
শ্রীরাম-চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন ॥
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম, নিবেদন করি ॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য-পানি।
সীতার শরীরে পাপ নাহি, আমি জানি ॥
আমি জানি, পাপ নাই সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা, আমি জানিনু অন্তরে ॥



সীতা যে পরম-সতী জানে ত্রিসংসার।
সীতার চরিত্রে লাগে মম চমৎকার ॥
পাপমতি নহে সীতা, পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ॥
ঘরে লহ সীতারে কি করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার ॥
আমার বচন রাম, না করহ আন।
দুই-পুত্রে ল'য়ে রাখ আপনার স্থান ॥
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বার বার।
শাপে পুড়ি মরে পাছে সকল সংসার ॥
মুনি-প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে ॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেক দেব-বিদ্যমানে।
জানকীরে আনিলাম দেশে সেকারণে ॥
আমি জানি, সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ, এই ঘটিল সন্তাপ ॥
আর কিছু মহামুনি, না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা ল'ব সভার ভিতরে ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে, তাহা না জানে সংসার ॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥
এত যদি রামচন্দ্র বলেন সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ, এ-জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে ॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
যা কহিলা দেবগণ, শুনিলে আপনে ॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা করি কর অপমান ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, যত শুনিলে আপনি।
মৃত পিতা আসি কত বুঝালে কাহিনী ॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে ল'য়ে দেশে আগমন ॥
কুলবধূ যত নারী, সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
সর্ব্বগুণ ধর তুমি, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত ॥
অদেখা হইব প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি, যাইব পাতাল ॥
আজ হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
জন্মে জন্মে প্রভু, তুমি হও মোর পতি।
আর কোন জন্মে মোর ক'রো না দুর্গতি ॥
মেলানি মাগিনু প্রভু, তোমার চরণে।
এতেক কহিলা সীতা সভা-বিদ্যমানে ॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে ॥
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
কন্যার হইলে লজ্জা তোমার সে লাজ ॥
কত দুঃখ সহে মাগো, আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে ॥
উদরে ধরিলে মোরে, তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাঁই ॥
করিলেন পৃথিবীকে সীতা এই স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী ॥
সীতা নিতে পৃথিবী করিল আগুসার।
সে সপ্ত পাতাল হৈতে হৈল এক দ্বার ॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন।
দশদিক আলো করে অযোধ্যা-ভুবন ॥



নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিল বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক ল'য়ে সুখে রাম থাকুন হেথায়॥
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে॥
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাবালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
পাতালে যেতে রাম ধরেন তাঁর চুলে।
হস্তে চুলমুঠা রৈল, সীতা গেল তলে॥
পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
বৈকুণ্ঠে স্বমূর্ত্তি ধরি গেলেন জানকী॥
বৈকুণ্ঠে গেলেন লক্ষ্মী হৃষ্ট দেবগণ
অযোধ্যা নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥
সীতার চরিত্র-কথা শুনে যেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয়, পাপ নাহি থাকে॥
কৃত্তিবাস রচিল এ কাব্য চমৎকার।
গাহিল উত্তরকাণ্ডে চরিত্র সীতার॥



● লবকুশের বিলাপ ও রামাদির উপদেশ ●

লব কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা॥
কোথা গেলে জননী গো জনক-দুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে॥
তোমা বিনা মাতা গো অন্যকে নাহি জানি।
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন-পানি॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ, জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্ল্লভ গুণ, সে গুণ তোমায়॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে, তাহা কে বলিতে পারে॥
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলা মাতা, হেন পুত্র কারে দিয়া॥
জনকের কন্যা তুমি শ্রীরামঘরণী।
অযোনিসম্ভবা লব-কুশের জননী॥
মাতৃহীন বালক যে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে ত'র সফল শরীর॥
আজি হৈতে অনাথ হলাম দুই জন।
এই দুই পুত্রে মাতা, হইলা নির্ম্মম॥
পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাবালে॥
লব কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠালেন মায়ের গোচর॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা এ-তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে॥
মা হয়ে পুত্রের প্রতি যে হয় নির্দ্দয়।
সে মায়ের তরে কাঁদা উচিত না হয়॥
না পাবে মায়ের দেখা গেল দূর দেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি সবিশেষে॥
দুই নাতি প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী।
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়ী॥
বিধির নির্ব্বন্ধ বাপু, আর কর্ম্মফলে।
এ-সুখ এড়িয়া সীতা পশিল পাতালে॥
উঠ বাপু লব কুশ, কান্দ কি কারণ।
সীতার সমান হই মোরা তিন জন॥
মাতৃ-সঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা-সবা দেখি বাপু, সংবর ক্রন্দন॥
দু'-ভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিন জন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ-কারণ॥



দুই ভায়ে বসাইয়া রত্ন-সিংহাসনে।
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর-বচনে॥
শুন লব, শুন কুশ, মোদের বচন।
অস্থির না হও বাপু, স্থির কর মন॥
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলে কাতর॥
কালি বা পরশ্ব বাপু, হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে বাপু, কে পালিবে প্রজা॥
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ॥
তোমা-সবে বর্জ্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাহিবেক সীতার চরিত॥
তিন খুড়া প্রবোধেন, প্রবোধ না মানে।
দুই বালকেরে দিল রাম-বিদ্যমানে॥
দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী॥
দোঁহারে বাল্মীকি মুনি যতনে বুঝান।
সীতা-হেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান॥
সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশে মরিল সেই জানকী-কারণে॥
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেক ধরা।
তাহারে খুঁদিয়া নিব সীতা মনোহরা॥
যজ্ঞেতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে॥
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তেকারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ॥
আর যত নারী জন্মে ভারত-ভুবনে।
সীতা-তুল্য নারী নাহি আমার নয়নে॥
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখ, আনি দেহ সীতা॥
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
উত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত॥

শ্রীরাম বলেন, ভাই, আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান॥
শাশুড়ী না দিলা, তবে এই বাণ যুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি, কাহার শাশুড়ী॥
সীতা নিতে যখন করিলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার॥
পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেন সন্ধান।
ত্রাস পেয়ে পৃথিবী হলেন আগুয়ান॥
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আইসে ব্রহ্মা রাম-বিদ্যমানে॥
বলিলেন, রাম, তুমি বিষ্ণু অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার॥
জন্ম না হইতে রাম, তোমার চরিত।
অবতার না হইতে হৈল তব গীত॥
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে॥
আদি কবি বাল্মীকি রচিল রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-বিমোচন॥
আপনি শ্রীরাম, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
পৃথিবীতে গুণগান করে সর্ব্বজন॥
অনাথের নাথ তুমি, সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি॥
তব স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে।
বিকল হইলে তুমি জানকীর শোকে॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
রামায়ণ সর্ব্বলোকে শুনে মহাসুখে॥
বাল্মীকি রচিল যেই অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-অবসান॥





● শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও পুনর্ব্বার রামায়ণ-গান ●

এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।
শ্রীরামেরে পৃথিবী বলেন হেনকালে॥
শ্রীরাম, আমারে কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভুগিতে হয়, ললাটে লিখিত॥
কোন্ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস॥
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন গোলোকে॥
বিষ্ণুস্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা॥
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা।
এক কলা তথায় যে সঞ্চারিলা সীতা॥
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিনলোক।
সীতার লাগিয়া রাম, কেন কর শোক॥
এই লোকে সীতা-সনে নাহি দরশন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সনে হবে সম্ভাষণ॥
সে নারী স্পর্শিল সীতা সেই হৈল সতী।
তাহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী॥
যতেক অসতী নারী করে অনাচার।
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত সংসার॥
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি॥
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ॥
প্রভাতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ॥
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায়॥
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায়॥
যজ্ঞ-অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ॥
কালপুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবে গমন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে-মুনির শাপে॥
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর॥
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
সর্ব্বলোকে বিদায় করেন যজ্ঞ-পরে॥
বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হয়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে॥
মেলানি মাগিয়া দেশে যায় বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে ল'য়ে কপিগণ॥
বিদায় লইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা॥
জনক রাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন॥
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজস্থানে গেল সবে করিয়া মেলানি॥
ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
সমস্ত উত্তরকাণ্ডে অপূর্ব্ব কথন॥
এ উত্তরকাণ্ডে লব-কুশের আখ্যান।
কৃত্তিবাস গায় গীত অমৃত-সমান॥

● শ্রীরামের বিলাপ ●

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
শ্রীরামের নেত্রনীর বহে রাত্রিদিনে॥
পাত্রমিত্র মাতা আর বিমাতা সোদর।
বিবাহ করিতে রামে বুঝান বিস্তর॥
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী॥
শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রামপত্নী হয়॥



এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা-বিনা শ্রীরামের অন্যে নাহি মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর।
সীতা নাহি, শ্রীরামের কে দিবে উত্তর ॥
স্বর্ণসীতা পানে রাম একদৃষ্টে চান।
উত্তর না পেয়ে তাঁর আরো দুঃখ পান ॥
জগতের নাথ রাম এমন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল ॥
সীতাকে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥



● ভরত কর্ত্তৃক কেকয় দেশে তিনকোটি গন্ধর্ব্ববধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজ্যাভিষেক ●

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন।
পাত্রমিত্র সুখে আছে আর প্রজাগণ ॥
চারি ভায়ের মা মরে কাল-অবসানে।
ভাণ্ডার বিলান রাম নানাবিধ দানে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী ॥
ক্রমে মরিলেন আর সাত শত কামিনী।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি ॥
দশরথ ভূপতির সঙ্গে নানা মতে।
সুরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্য রথে ॥
যার পুত্র ভগবান্ রাম মহামতি।
তাঁর স্বর্গবাসে কেবা করয়ে ব্যাহতি ॥
ত্রেতাযুগে হইল শ্রীরাম অবতার।
উপযুক্ত ভক্ত-প্রতি মুক্ত স্বর্গদ্বার ॥
পাত্রমিত্র-সহ রাম আছে রাজকার্য্যে।
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে ॥
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসী-কলসী।
সন্দেশ অমৃত-তুল্য আনে রাশি রাশি ॥
মৃগ পক্ষী জীবজন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥
বসন ভূষণ আর নানা বস্ত্র আনে।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম-বিদ্যমানে ॥
লোমশ গন্ধর্ব্ব রাজ সর্ব্বলোকে জানে।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রিদিনে ॥
আপনি আসিয়া তার করহ দমন।
অথবা শ্রীরাম, তুমি পাঠাও নন্দন ॥
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরষিত।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত ॥
শত্রুজিৎ মামা মোর, কে না তাঁরে জানে।
পাঠাইল বার্ত্তা এই দ্বিজবর-স্থানে ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয়।
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে, পাই বড় ভয় ॥
দুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রখর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুই পুত্রে কর রাজা।
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা ॥
রামের গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র আছিল প্রধান।
সে গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র তাঁরে করেন প্রদান ॥
দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান।
ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্তপান ॥
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে।
রহিল সামন্ত সৈন্য বাটীর বাহিরে ॥
ভাগিনেয় দেখি হরষিত শত্রুজিৎ।
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল সহিত ॥
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি ॥
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া।
অস্ত্র বিদ্ধি পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া ॥
সাত দিন যুদ্ধ হৈল, কারো নাহি জয়।
দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময় ॥
না মরে গন্ধর্ব্বগণ অতি ভয়ঙ্কর।
ভরত গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র ছাড়েন সত্বর ॥



একবাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি ॥
সহজে গন্ধর্ব্ব জাতি বড়ই দুর্নীত।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জাতির সহিত ॥
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার।
গন্ধর্ব্ব-অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্ব-সংহার ॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া এক দেশ বসাইল।
দুই পুত্রে অভিষেক ভরত করিল ॥
পুষ্করের জন্য রাম দিল সেই পুরী।
পুষ্কর দেশের সে পুষ্কর অধিকারী ॥
দ্বাদশ বৎসরে বসাইয়া সেই পুরী।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী ॥
মহাহ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ববধ হরষিত-মন ॥
শ্রীরাম বলেন, যোগ্য ভরত কুমার।
দুই ভ্রাতুষ্পুত্রে দেন রাজ্য-অধিকার ॥
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর ॥
মল্লদেশ অঙ্গদ, পাইল অধিকার।
অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ॥
লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা ॥
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরমসুন্দর।
শত্রুঘাতী সুবাহু এ দুই সহোদর ॥
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল মহামতি।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরাধিপতি ॥
লব কুশ পাইল অযোধ্যা নন্দীগ্রাম।
অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম ॥
এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে।
সুখে আছে পাত্রমিত্র-আদি সর্ব্বজনে ॥
কৃত্তিবাস-কবিত্ব অমৃতে আলোড়িত।
গাইল উত্তরকাণ্ডে রামের চরিত ॥

● কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ●

পরে কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী ॥
সভাতে বসিয়া রাম, দুয়ারী লক্ষ্মণ।
যথারীতি বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ ॥
হেনকালে আসি কালপুরুষ বলিল।
আমি ব্রহ্মার যে দূত ব্রহ্মা পাঠাইল ॥
লক্ষ্মণ রামের কাছে কর নিবেদন।
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন ॥
শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে।
যোড়হাত করি তবে জানান শ্রীরামে ॥
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ, উচিত আনিতে ॥
শ্রীরাম বলেন, আন করি পুরস্কার।
কিহেতু আইল দূত জানি সমাচার ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন, কহ প্রয়োজন ॥
সে কালপুরুষ বলে, শুনহ বচন।
যে-কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন ॥
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন ॥
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।
দ্বাররক্ষা হেতু তবে রাখ একজন ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সাবধানে থাক, না আইসে কোন জন ॥
অধিক কি কহিব, যে দ্বারপানে চায়।
তাহারে ত্যজিব আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে।
সাবধানে লক্ষ্মণ, রহিবা তুমি দ্বারে ॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন।
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ ॥



সে কালপুরুষ বলে, পরিচয় করি।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে, শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী॥
সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে॥
ব্রহ্মার বচন রাম, কর অবধান।
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান॥
এগার হাজার বর্ষ অবতার করি।
ভুলিয়া রহিলা প্রভু, যেমন সংসারী॥
রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর।
আমারে কি আজ্ঞা রাম বলহ সত্বর॥
শ্রীরাম বলেন, যম, যে কহ এখন।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে, না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন॥
সভা করি দ্বারে বসি আছেন লক্ষ্মণ।
মুনি বলে, গিয়া করি রাম সম্ভাষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, কৃপা কর দাস ব'লে।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে॥
যে কর্ম্ম সাধিবে করি রাম-সম্ভাষণ।
আজ্ঞা কর, সাধি আমি সেই প্রয়োজন॥
কুপিল দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি॥
লক্ষ্মণ, আমার শাপে কার বাপে তরি।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরী॥
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার॥
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস।
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ॥
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস।
ভাবেন, আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন।
এড়াইতে নারি আমি ললাট-লিখন॥
বর্জ্জন মরণ দুই একই প্রকার।
আমা-হেতু বংশ কেন হইবে সংহার॥
আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ॥
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে॥
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন।
মুনিরে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ॥
কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায়॥
বিনয়ে বলেন রাম, কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন, চাহি উচিত ভোজন॥
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার।
দেহ অন্ন-ব্যঞ্জন যে অমৃত-সুসার॥
দুর্ব্বাসার কথায় রামের হৈল হাস।
এক বর্ষ কেমনে করিলে উপবাস॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, এ নহে কারণ।
অনুমানে বুঝি হে মজিল পুরীজন॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃত-সুসার।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজাগার॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি পাড়িল প্রমাদ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই, করেন বিষাদ॥
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন॥
সত্য যদি লঙ্ঘি, তবে ব্যর্থ এ জীবন।
সত্য পালি যদি, হয় লক্ষ্মণ বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল।
বশিষ্ঠ-নারদ-আদি ডাকেন সকল॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন।
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা আর রাজ্য ধন।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ॥
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী।
লক্ষ্মণ-বিহনে আমি রহিতে না পারি॥
মুনিগণ বলে রাম, কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল, তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে॥



যদি সত্য লঙ্ঘ্য হয়, ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥
সত্য হেতু তব পিতা তোমা-পুত্রে বর্জ্জে।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে॥
ছত্রদণ্ডধর তুমি, হৈল অধিবাস।
পিতৃসত্য পালিতে যে গেলে বনবাস॥
অগ্নিশুদ্ধা এড় তুমি পরমাসুন্দরী।
সীতা এড়ি রাজ্য এড় হ'য়ে ব্রহ্মচারী॥
এ সব বর্জ্জিতে রাম, না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥
যদি সত্য লঙ্ঘ্য, তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে মজিবে এ সংসার॥
যত কিছু আজি রাম, আমার কারণ।
বুঝিবে তোমার মায়া বল কোন্ জন॥
সংসার ছাড়িলে রাম, ঘুচে মায়ামোহ।
দুই ভাই কোলাকুলি, চক্ষে পড়ে লোহ॥
সভায় বলেন রাম, বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ-পশ্চাতে আমি করিব গমন॥
শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি।
চলিল লক্ষ্মণ বীর করিয়া মেলানি॥
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ।
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ করিলা লক্ষ্মণ॥
বন্দিলেন বশিষ্ঠ ও নারদ-চরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ॥
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন॥
প্রজা-সমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ॥
প্রজাগণ বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা-বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন॥
লক্ষ্মণ রামের পদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা-প্রতি॥

লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন, নাহিক উত্তর॥
পাত্রমিত্র-প্রতি বীর করিয়া মেলানি।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি॥
রাজ্যখণ্ড-আদি করি সহ-সর্ব্বজন।
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন॥
প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ॥
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোক।
অযোধ্যা নগরে ভবে বাড়ে মহাশোক॥
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিক্।
বিলাপ করেন রাম, বর্ণিতে অধিক॥
আমারে এড়িয়া কোথা গেলে হে লক্ষ্মণ।
তোমা-বিনা না রাখিব বিফল জীবন॥
সীতারে বর্জ্জিনু আমি লোক-অপবাদে।
তোমারে বর্জ্জিনু ভাই, কোন্ অপরাধে॥
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ-সংসার।
লক্ষ্মণ-সমান ভাই না পাইব আর॥
লক্ষ্মণ-বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই, নামিব সে জলে॥
যে দিকে লক্ষ্মণ গেল, উত্তর সে দিক্।
লক্ষ্মণ-বিহনে প্রাণ রাখাই যে ধিক্॥
করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
বর্জ্জিনু তোমারে আমি হইয়া নির্দ্দয়॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি॥
ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি॥
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম।
যাইতে তোমার সঙ্গে এবে মনস্কাম॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম উদাস।
হেঁটমাথা করি রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস॥



শ্রীরাম বলেন, শুন আমার উত্তর।
আনিতে শত্রুঘ্নে দূত পাঠাও সত্বর॥
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিন দিবসেতে গেল নগর মথুরা॥
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কানে কানে।
যাইবে সকল লোক শ্রীরামের সনে॥
ভরতাদি করিয়া যতেক পুরজন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন॥
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে রাম হ'লেন অধীর॥
মহারাজ শত্রুঘন, না ভাবিহ মনে।
সত্বর চলহ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥
এত শুনি শত্রুঘন করে হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা॥
পুত্র সুবাহুরে করে মথুরায় রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা॥
দুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় করিলেন যাত্রা শত্রুঘন॥
তিন দিবসেতে আসি অযোধ্যানগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিত-মন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন॥
তোমার চরণ-বিনা নাহি আর গতি।
স্বর্গবাসে যাব প্রভু, তোমার সংহতি॥
যোড়হস্তে শ্রীরামে কহেন সর্ব্বলোকে।
তোমার প্রসাদে রাম, স্বর্গে যাব সুখে॥
তোমার জীবনে রাম সবার জীবন।
তোমার মরণে প্রভু, সবার মরণ॥
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিত চল, বাঞ্ছা থাকে যার॥
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস॥
তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদ এল সহ-কপিগণ॥
নল-নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান॥
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবী-ভিতরে॥
স্ত্রী-পুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে।
বাল-বৃদ্ধ, আদি কেহ নাহি রহে ঘরে॥
রামের নিকটে এল সবে শীঘ্রগতি।
যোড়হাত করি সবে রামে করে স্তুতি॥
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ॥
গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিনু বিস্তর॥
তোমার বিহনে রাম, থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পশ্চাতে মোরা যাব স্বর্গলোকে॥
পৃথিবীর যত লোক করে যোড়হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে।
আর কিছু না বলিহ আজি মোর আগে॥
শুন বলি তোমারে যে পবননন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
যতকাল চন্দ্র-সূর্য্য জগতে প্রচারে॥
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হবে চরাচর॥
হনুমান বলে, নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি, এই অভিলাষ॥
শ্রীরাম, তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রিদিনে॥
হনু-প্রতি বলেন শ্রীকমললোচন।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন॥
আমা ভক্ত কপি তুমি, পরম সুস্থির।
যেই তুমি, সেই আমি, একই শরীর॥



ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী।
আমার বরেতে তুমি পালহ পৃথিবী॥
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্বুবান।
চারিযুগ স্থায়ী তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ॥
আরবার হৌক তব প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোনজন॥
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার॥
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে॥
দিলেন শ্রীরাম লব-কুশে ছত্রদণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেণ যত রাজ্যখণ্ড॥
হনুমান জাম্বুবান, মহেন্দ্র বানর।
লব-কুশ-সনে দেন করিয়া দোসর॥
বিভীষণে আনি রাম করেন অর্পণ।
লব-কুশে রাজা করি করেন গমন॥



● শ্রীরাম ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ●

সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেলা পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠ-নারদ-আদি সঙ্গে মুনিগণ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি॥
হাতে নড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া-কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায়, না মানিল মানা॥
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে, না পশু রহে বনে॥
ভূত-প্রেত পিশাচ, চলিল অন্তরীক্ষে।
হৃষ্ট হ'য়ে যায় সবে সে উত্তর-মুখে॥
রাজ্যখণ্ড-সহ গেল হেমন্ত-পর্ব্বতে।
এক চাপে যায় লোক ছ'মাসের পথে॥

সংসার ছাড়িয়া যায় রাজা লক্ষ লক্ষ।
চলিল যে নপুংসক অন্তঃপুর-রক্ষ॥
চলিল সুগ্রীব রাজা শ্রীরামের মিত।
সেনানী ছত্রিশ কোটি চলিল ত্বরিত॥
ব্রহ্মা আনিলেন রথ শ্রীরামে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আসিবে প্রভু জগৎ-সহিতে॥
তিন কোটি রথ এল, দেবলোকে দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে॥
জাহ্নবী সরযূ নদী একঠাঁই বহে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে রহে॥
মুক্ত পূর্ব্বপুরুষ যে সরযূর জলে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে উলে॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশাণ।
স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যজিলেন প্রাণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্প-বরিষণ।
সরযূতে তিন ভাই ত্যজেন জীবন॥
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
মিলি হইলেন এক-দেহ নারায়ণ॥
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে॥
বৈকুণ্ঠের নাথ যদি এল ভগবান।
ব্রহ্মাকে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান॥
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী।
কোথায় থাকিবে তারা, কিছুই না জানি॥
বিরিঞ্চি বলেন, শুন রাজীবলোচন।
সন্তান নামেতে স্বর্গ ক'রেছি সৃজন॥
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ॥
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ;
পরলোকে এই-স্বর্গে করিবে গমন॥
মৃত্যুকালে রামনাম করে যেই জন।
সশরীরে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন॥



ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ত নিস্তার॥
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস।
ইহা দেখি ব্রহ্মার সে মনে হৈল ত্রাস॥
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি।
তোমা দরশনে নাথ পাইনু নিষ্কৃতি॥
আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত॥
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত মহিমা॥

পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ।
পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয়॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্র ফল।
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

শব্দার্থ

অংশাঅংশি—ভাগাভাগি
অকট বিকট—ছটফট, হাঁসফাঁস, অতি ভীষণ
অকিঞ্চন—নিঃস্ব, দীন
অখণ্ডন—খণ্ডনহীন, অলঙ্ঘ্য
অঘোর—অত্যন্ত ঘোর, ভীষণ
অন্তঃপট—যবনিকা, পর্দা
অন্তরীক্ষগামী—আকাশচারী
অন্তরীক্ষচর—আকাশচারী, খেচর
অন্তর্হিতা—[illegible]
অনাদ্য—আদিহীন, অনাদি
[illegible]
[illegible]
অনুক্রম—যথাক্রমে, কর্মপদ্ধতি
[illegible]
অনুবন্ধ—উপক্রম, চেষ্টা, সম্বন্ধ
[illegible]—সহায়
[illegible]—পশ্চাদ্গমন করিয়া, অনুসরণ করিয়া
[illegible]—পশ্চাদ্গমনে [illegible] যাইয়া অভ্যর্থনা করিয়া
অনুরাগ—আসক্তি, ভালবাসা, ক্রোধ
[illegible] প্রয়োগ। অপারগ পক্ষেতে অন্য উপায় না থাকায়
অবগতি—জ্ঞান, বোধ
অবধূত—[illegible] শ্রেণীর সন্ন্যাসী
[illegible]
অবান্তর—প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত কথা
অবান্ধবী—বন্ধুহীনা
অব্যয়—[illegible] অর্থাৎ নাশ নাই অবিনাশী
অভিধান—নাম
অভিমত—অভিপ্রায়, মত
অম্বর—আকাশ, বস্ত্র
অলকা—চন্দনকুঙ্কুমাদিদ্বারা রচিত মুখের শোভাসম্পাদক চিত্র, চূর্ণকুন্তল
অলাবু—লাউ
অশক্য—দুষ্কর
অশ্বকর্ণ—শালগাছবিশেষ
অশ্ববাড়ি—চাবুক
অশিব—অমঙ্গলসূচক
অসম্বিৎ—সংজ্ঞাশূন্য, অচেতন
অসিতবরণা—কৃষ্ণবর্ণা
অস্ত্রসঞ্জীবনী—অস্ত্রক্ষত হইতে আরোগ্যদানকারিণী
অসাধ্বস—নির্ভীক
অহিবিদ্যা—সর্পসম্বন্ধীয় বিদ্যা

আ

আউদর—আলুলায়িত। আউদরচুলী—আলুলায়িতকেশা
আওড়ে—আড়ালে
আওয়াস—আবাস, রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, বাসস্থান
আওয়ারী—বাড়ী, গৃহ
আওলে—বিবর্ণ বা ম্লান হয়
[illegible]—আকর্ষি
[illegible] করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া
আকর্ণন—শ্রবণ
আকিঞ্চন—চেষ্টা
আকুলে—কাতরতা-হেতু
আক্রম—আক্রমণ
আখণ্ডল—ইন্দ্র
আখ্যান—নাম, [illegible]
আগম—শাস্ত্র, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ই

ইন্দ্রাণী—[illegible]
ইটাল ইটা। ইটাল পাটাল—ইট-পাটকেল
[illegible]
[illegible]—ইন্দ্রের প্রীত্যর্থে বিধিমত পূজা করিয়া উত্তোলিত বড় পতাকা

উ

উখটিল—উলট পালট করিয়া খুঁজিল
উখাড়িয়া—হুঁচোট খাইয়া, দূর হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া, ঠিকরাইয়া
উখাড়িল—উজাড় করিল

উচ্চৈঃশ্রবা—ইন্দ্রের অশ্ব
উঞ্ছবৃত্তি—ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যকণা খুটিয়া লইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ
উঠানি—উত্থান; চড়াও, আক্রমণ
উতরে—উপস্থিত হয়
উতরোল—ব্যাকুল; উৎকণ্ঠিত
উতরোলী—উৎকণ্ঠিতা; ব্যাকুলা
উত্তরী—উত্তরীয়, চাদর
উত্তরেন—উপস্থিত হন
উৎপল—পদ্ম; একপ্রকার মৎস্য
উথাল—উচ্ছ্বাস
উদ্দেশ—খোঁজ, সন্ধান, সীমা স্থিরীকরণ, নিরূপণ
উনাইয়া—উত্তাপে গলিয়া
উপচার—পূজা বা সেবার উপকরণ
উপজে—জন্মে
উপমান—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়
উপাদান—আদি কারণ, উৎপত্তি, সমবায়-কারণ
উভ—উৰ্দ্ধ, উচ্চ
উভঝুটি—ঊর্দ্ধদিকে ঝুটি করিয়া
উভরড়ে—দ্রুতবেগে
উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে, উচ্চশব্দে
উভরোলে—উচ্চৈঃস্বরে
উভলেজ—উর্দ্ধোত্থিত লেজ
উয়াড়—আল ণ
উলটি—ফি !

এ

একচাপ—একত্র সংবদ্ধ আকার
একছের—একত্র
একটিতে—একদিক্
একেশ্বর—এক ক
এড—ত্যাগ কর
এঁটে ... ... ইড়িয়া
এড়িলেন—ছাড়িলেন
এথা—এখানে
এমত—এরূপ হইবে

ও

ওকড়া—একপ্রকার কাঁটাযুক্ত ফল
ওদন—সিদ্ধান্ন, ভাত
ওদনপ্রাশন—অন্নপ্রাশন
ওর—সীমা, অন্ত

ক

কক্ষতলি—বগলের মধ্যে
কক্ষা—প্রতিযোগিতা
কটক—সৈন্য, সেনাবাহিনী, দলবল। কটক ঠাট—সৈন্যসজ্জা, সৈন্যশ্রেণী
কটাক্ষি—কটাক্ষ, অপাঙ্গদৃষ্টি
কটুত্তর—কঠোর বাক্য
কড়িয়ালী—ঘোড়ার মুখের কশাবন্ধনের কড়াদার অংশ
কন্দর—পর্ব্বতগুহা
কবচ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া
কমঠ—কচ্ছপ
কমঠ কঠোর—কচ্ছপের খোলার মত কঠিন
কমণ্ডলপাণি—ব্রহ্মা
কমলেশ—লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ
কাছাটিয়া—কাছা আঁটিয়া
কাছুটি—কৌপীন
কাণ—কানা, দৃষ্টিহীন
কাণ্ড—বাণ
কাতে কাতে—গোপনে; বাগে পাইয়া
কাত্যায়নী—ভগবতী
কাদম্বিনী—মেঘপুঞ্জ
কামচারী—স্বেচ্ছাবিহারী
কামেশ্বর—কামশক্তি-বৰ্দ্ধক ঔষধ
কায়—দেহ
কার্ম্মুক—ধনুক
কার্ষাপণ—কাহন (১২৮০টি কড়ি)
কালকূট—হলাহল, তীব্র বিষ
কাল—সময়, যম, মৃত্যু
কালপ্রাপ্ত—যাহার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইয়াছে
কালান্তরে—কোনও কালে
কিমত—কেমন
কিমতে—কেমন করিয়া
কীর্ত্তিকল্পতরু—যেমন কল্পতরুর নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়, সেইরূপ যাহা হইতে আকাঙ্ক্ষানুরূপ খ্যাতি লাভ হয়
কুঞ্জর—হস্তী
কুবোল—মন্দবাক্য, কঠোর বচন
কুমারভাগে—রাজপুত্রগণে
কুলজি—কুলের পরিচয়
কুলাও—পূর্ণ কর
কুলি—অপ্রশস্ত পথ, গলি
কৃতী—কর্ম্মকুশল, কৃতকার্য্য
কোকনদ—রক্তোৎপল, লালপদ্ম
কোঙর—কুমার, পুত্র
কোটে—স্থানে
কোদণ্ড—ধনু
কোপমতি—ক্রুদ্ধমনা
কোপে—ক্রুদ্ধ হয়
কৌণপ—রাক্ষস
কৌতুকী—কৌতুকবিশিষ্ট, আনন্দিত
কৌশিক—বিশ্বামিত্র মুনি
কৌস্তুভ—নারায়ণের বক্ষোভূষণ মণি

খ

খগবাণ—পক্ষিবাণ, গরুড়-বাণ
খণ্ডিবেক—দূরীভূত হইবে
খণ্ডিল—দূর হইল
খরশান—তীব্র, তীক্ষ্ণ, তীব্রবেগ
খর্পর—খাপরা, মড়ার মাথার খুলি
খরা—রৌদ্র
খাণ্ডা—খাঁড়া
খান্দা—নাসিকাহীন
খান্দী—নাসিকাবিহীনা রমণী
খালিজুলি—ক্ষুদ্র জলস্রোত
খিদমান—খেদযুক্ত
খেদাড়িয়া—তাড়াইয়া, তাড়া করিয়া
খেদাড়ে—তাড়াইয়া দেয়
খেয়াতি—খ্যাতি সুনাম, প্রসিদ্ধি
খোখর—কঠোর, কঠিন

গ

গঙ্গাজলি—গঙ্গাজলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ
গঙ্গাধর—গঙ্গাকে ধারণকারী, শিব
গণ—সমূহ, সঙ্ঘ
গড়খাই—পরিখা
গদাধর—গদাধারণকারী বিষ্ণু
গন্ধবহ—বাতাস
গাড়র—মেষ
গাড়িবে—পুঁতিয়া ফেলিবে
গাড়ে—গর্তে
গাধির নন্দন—চন্দ্রবংশীয় রাজা গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র
গাধিসুত—চন্দ্রবংশীয় রাজা গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র
গায়নী—গায়িকা
গুণধাম—গুণাকর
গুয়া—সুপারি
গেরি—গৈরিক মৃত্তিকা, গিরিমাটি
গেহিনী—গৃহিণী, স্ত্রী
গোয়াইনু—কাটাইলাম
গোঙাইল—অতিবাহিত হইল
গোঙাব—যাপন করিব
গোচরে—নিকটে
গোড়াইয়া—অনুসরণ করিয়া
গোড়াইল—অনুসরণ করিল
গোড়ায়—অনুসরণ করে
গোধিকা—গোসাপ

ঘ

ঘন—মেঘ
ঘনাইতে—নিকটবর্ত্তী হইতে
ঘাটাইলা—উত্তেজিত করিলে
ঘাটী, -টি—কম; লোকসান
ঘুষি—ঘোষিত আছে
ঘোঘ—একপ্রকার মাংসাশী জন্তু। প্রবাদ এই যে, বাঘ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও ইহারা বাঘের বাসায় লুকাইয়া থাকে এবং অবসরমত অনিষ্টসাধন করে

চ

চউরি—চারি চাল বিশিষ্ট ঘর
চক্রধর—বিষ্ণু, নারায়ণ
চক্রপাণি—বিষ্ণু, নারায়ণ
চতুঃশ্রুতি—চারি বেদ
চতুরঙ্গ—হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি—এই চারি শাখা বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী
চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা
চন্দ্রকলা—চন্দ্রমণ্ডলের ষোল ভাগের এক ভাগ
চন্দ্রচূড়—মহাদেব, শিব
চরু—যজ্ঞে অর্পিত পায়সান্ন
চর্চ্চ—চর্চ্চা কর অর্থাৎ অনুসন্ধান কর
চর্চ্চিবারে—দেখিয়া খোঁজ-খবর লইতে
চর্চ্চিয়া—দেখিয়া ও খোঁজখবর লইয়া
চাঁচর—কুঞ্চিত
চাকভাউরী—ঘুরপাক
চাতর—চত্বর, চাকলা
চিয়াতে—চেতন করিতে, জাগাইতে
চিরপদ—চিরস্থায়ী
চিরাই—চিরায়ুঃ, দীর্ঘায়ুঃ
চেতাইলা—সচেতন করিয়া দিলে
চেড়ী—পরিচারিকা, দাসী
চোখ—চোখা, তীক্ষ্ন। চোখ চোখ—চোখা চোখা অতিশয় তীক্ষ্ন
চৌটি—চারি ভাগের এক ভাগ
চৌতারা, চৌতার, চৌযারি—চত্বর; মহল
চৌতাল—চারিতলার সমান উচ্চ
চৌরস—প্রশস্ত, চওড়া

ছ

ছড়—আঁচড়
ছত্রাকার—চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত
ছন্দ—অভিপ্রায়; ভঙ্গি ধরণ
ছন্ন—লুপ্ত, নষ্ট
ছাওয়াল—বালক; পুত্র
ছাট—ছড়ি, চাবুক
ছাবাল—ছাওয়াল, বালক
ছাবালিযা—বালকের ন্যায়
ছায়ামণ্ডপ—ছাদিলা-তলা, বিবাহের স্থল
ছিণ্ডিব—ছিঁড়িব, ছিন্ন করিব
ছিণ্ডে—ছেঁড়ে, ছিন্ন করে

জ

জগৎপ্রাণ—বায়ু, বাতাস
জগদ্দল—অত্যন্ত গুরুভার
জঙ্গম—গতিশীল পদার্থ; প্রাণিজগৎ
জঞ্জাল—বিপদ্
জটিল—জটাযুক্ত
জনস্থান—দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী বন
জম্বুবৃক্ষ—জামগাছ
জলনিধি—সমুদ্র
জাঙ্গাল—সেতু, বাঁধ
জাড—শৈত্যবোধ, শীত
জাতিস্মর—যাহার পূর্ব্বজন্মের কথা মনে আছে এমন
জাতুধান—রাক্ষস

ঝ

ঝঞ্জনা—বজ্র
ঝট—ঝাট, শীঘ্র
ঝটিতি—শীঘ্র
ঝাট—শীঘ্র, অবিলম্বে
ঝারা—ঝালর
ঝিউড়ী—কন্যা
ঝিয়ারী—অবিবাহিতা কন্যা; কন্যা

ঠ

ঠাই—স্থান; নিকট
ঠাকুরাল, -লি—প্রভুত্ব, রাজত্ব
ঠাট—সৈন্যশ্রেণী
ঠাটে—বিদ্রূপ করে

ড

ডম্বরু—ব্যাঘ্রশিশু
ডাকা—ডাকাতি, দস্যুতা
ডাকাবুকা—ডাকাতের ন্যায় সাহসী ও নির্ভীক
ডাববী—ক্ষুদ্র গামলার ন্যায় ধাতুনির্ম্মিত পাত্র-বিশেষ
ডালি—উপহার
ডোঙ্গা—ছোট নৌকাবিশেষ, শালতি

ত

তড়াগ—বৃহৎ জলাশয়
তথ্য—প্রকৃত ব্যাপার; সত্য, প্রকৃত
তথি—তথায়; তাহা
তনু—দেহ; কৃশ; কোমল
তপনসুত, তপনকুমার—সুগ্রীব
তপোধন—তপস্যাই যাঁহার সম্পদ্, তপস্বী, মুনি
তরণি—সূর্য্য
তরাস—ত্রাস, ভয়
ত্যজন—পরিত্যাগ
তার্ক্ষ্যপাখী—গরুড়
তাজী—তেজস্বী
তাড়কাকোঙর—তাড়কার পুত্র, মারীচ
তাড়িতজড়িত—বিদ্যুৎ-মিশ্রিত
তাপিতা—শোকগ্রস্তা
তাপে—উত্তেজিত হয়
তারণ—ত্রাণ, মুক্তি
ত্রাহি—ত্রাণ কর, রক্ষা কর
তিয়াড়ি—উনান

থ

থানা—স্থান, ঘাঁটি; আড্ডা; সেনানিবেশ, সেনা-দল

দ

দগড়—দামামা
দড়—দৃঢ়
দড়বড়—কড়া কড়া কথা সাহসপূর্ব্বক ফড়ফড় করিয়া (বলা)
দবদড়ি—দড়বড় করিয়া, তাড়াতাড়ি
দণ্ডধর, দণ্ডধারী—রাজা, যম
দণ্ডপাণি—যম
দন্তাল—দাঁতাল, দীর্ঘ দন্ত বিশিষ্ট
দরিয়া—বড় নদী; সমুদ্র
দলমান—আন্দোলিত
দশগ্রীব—দশটি গ্রীবা যাহার, রাবণ
দশাস্য—দশানন, রাবণ
দশী—কাপড়ের প্রান্ত, ছেঁড়া সুতা
দ্রবময়—তরল
দ্রবরূপ—তরল রূপ বিশিষ্ট
দাওয়া—পাওনার দাবী
দাঁড়—দন্ত
দাঁড়াকু—শৃঙ্খল, বেড়ি
দাণ্ডাইয়া—দাঁড়াইয়া
দাপ—দর্প
দাপনি—দর্পণ, আয়না
দামোদর—বিষ্ণু
দায়—দায়িত্ব; প্রয়োজন; বিপদ্

ধ

ধড়া—কৌপীন, কটিবসন
ধন্ধ—ধাঁধা
ধরণীধর, ধরাধর—পর্ব্বত
ধাওয়াধাই—ছুটাছুটি করিয়া শীঘ্র
ধানুকি, -কী—ধনুর্দ্ধারী
ধাম—আধার; আলয়, গৃহ
ধেয়ায়—ধ্যান করে

ন

নকুল—বেজি। নকুলপ্রমাণ—বেজির মত ক্ষুদ্রাকার
নড়ি—লাঠি
নড়ে—প্রস্থান করে, যায়; অন্যথা হয়
নদীপতি—সমুদ্র
নরবর—মানুষশ্রেষ্ঠ
নাচাড়ি—নাচিবার ছন্দে রচিত গীত বা কবিতা; ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবিতা
নাট—রঙ্গ, কৌতুক; নৃত্য; অভিনয়
নায়ক—রথচালক, সারথি
নারকী—যে পাপী নরকে যাইবে
নালি—লালা
নিঃসরিল—বাহির হইল
নিকুম্ভিলা—রাক্ষসগণের কুলদেবতা। লংকার উপবনে ইঁহার মন্দির ছিল
নিগড—শৃংখল
নিগম—তন্ত্রশাস্ত্র
নিদান—আদি কারণ
নিধান—আধার
নিধি—ধনরত্ন; আধার
নিপাতন—নিধন, বিনাশ
নিবসতি—বাস; নির্বসতি বাসশূন্য

প

পঁচিশের বন্দ ঘর—যাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি পঁচিশ হাত এমন ঘর
পঞ্চনখী—পাঁচটি নখবিশিষ্ট জন্তু
পঞ্চম অবস্থা—শেষ দশা, মরণাপন্ন-ভাব
পঞ্চানন—মহাদেব
পঞ্চামৃত—গর্ভ-শোধনার্থ গর্ভিনীকে সেবনের জন্য প্রদত্ত দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও চিনি এই পাঁচটি অমৃতবৎ পদার্থ
পটি—পট্টি, পল্লী
পট্ট—রেশম
পত্তন—প্রতিষ্ঠা
পথ্য—হিতকারক (বস্তু)
পদ—পা; অবস্থা
পদাম্বুজ—পাদপদ্ম

পাকল—রক্তবর্ণ
পাখালি, -রা—প্রক্ষালন করিয়া, ধুইয়া
পাখালে—প্রক্ষালন করে, ধোয়; ধোয়ায়
পাগ—পাগড়ি
পাছাড়—চাদর, উড়ানি
পাছু—পশ্চাতে; পশ্চাদবর্ত্তী; পশ্চাৎপদ
পাছুড়া—উত্তরীয় বস্ত্র, চাদর
পাঁজালা—অগ্নিকুণ্ড
পাট—রেশম; পাটি, খণ্ড

পাটন--পত্তন, জনালয়; নগর
পাটনী—শ্মশান ঘাটের কর্ম্মনির্ব্বাহক মন্দফরাস
পাটি পাটি- বস্তা বস্তা, প্রচুর-পরিমাণে
পাড়িলা—ঘটাইলে; ঘটাইল
পাণিগ্রহ—পাণিগ্রহণ, বিবাহ
পাতন—বিন্যাস; নিপাতকরণ
পাতা—পালনকর্ত্তা
পাতি পাতি—পঙ্‌ক্তি-পঙ্‌ক্তি, সম্পূর্ণরূপে
পাতিয়ান—আশ্বাস; সান্ত্বনা
পাত্র—মন্ত্রী; পারিষদ; আধার
পাথার—সুগভীর সুবিশাল জলরাশি
পাথালিকোলা—পাঁজাকোলা
পাদসম্বাহন—পদসেবা
পাদ্য—পদ-প্রক্ষালনার্থ জল
পানী—জল
পাবড়ি—খেঁটে, নাতিদীর্ঘ স্থূল দণ্ড
পারণা—উপবাসের পর প্রথম আহার গ্রহণ
পারত্রিক—পরলোক-সম্বন্ধীয়, পরলোকের
পাশি—পার্শ্বদেশ
পাশুলি—পদাঙ্গুলির অলংকার
পাসরা—ভোলা
পাসরণ—বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া
পিঙ্গবর্ণ—পিঙ্গলবর্ণ, কপিশ

ফ

ফরী—ঢাল
ফাঁফর—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, হতবুদ্ধি
ফাঁফরিয়া—হতবুদ্ধি হইয়া
ফান্দ—ফাঁদ; জাল
ফাবড়া—খেঁটে, ছোট মোটা দণ্ড
ফুকার—চীৎকার করা
ফের—বিপদ্‌

ব

বয়ান—মুখ
বরিষে—বর্ষণ করে; বর্ষাকাল
বর্জ্জা—বর্জ্জন করা, ত্যাগ করা
বলাধ্যক্ষ—সেনাপতি
বল্মীক—উইমাটির ঢিপি
বসি—বসতি করে
বহিনী—ভগিনী
বহুড়ী, বহুরী—বালিকা বধূ; পুত্রবধূ
বহুয়ারী—বউড়ী, বধূ
বাই—চুড়ি ইত্যাদি হস্তালঙ্কারের গাছা
বাইতি—বাদ্যকর জাতি বিশেষ
বাখান—বর্ণনা; প্রশংসা
বাগুড়ি—বাগুড়া, বাইল
বাছের বাছ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম
বাজন—বাদ্যকারী
বাজি—ইন্দ্রজাল; কৌশল
বাট—পথ
বাড়া—অধিক, অতিরিক্ত
বাহুড়িয়া—ফিরিয়া
বাহুড়ে—ফিরিয়া; ফিরিয়া আসে
বিঘটন—অনিষ্ট
বিতথা—দুর্গতি
বিদিত—জ্ঞাত
বিনতানন্দন—গরুড়
বিন্ধ্যাদ্রি—বিন্ধ্যপর্ব্বত
বিপরীত—উল্টা; অসাধারণ; ভয়ঙ্কর
বিপিন—বন
বিভা—বিবাহ
বিমুখ—বিপরীত দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত; অপ্রসন্ন; প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই এমন
বিম্বক—বুদ্‌বুদ্‌
বিম্বকি, -কী—ধুকধুকি, পদক
বিরথী—রথহীন
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত—ব্রহ্মা যাহা কামনা করেন এমন
বিরোচন—সূর্য্য
বিল—সুড়ঙ্গ
বিশদ—সাদা
বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা। বিশায়ের—বিশ্বকর্ম্মার
বিশিখ—বাণ
বিহার—ক্রীড়া; রতিক্রীড়া; ক্রীড়ার্থ বিচরণ
বিকি—বিক্রয়
বিহিত—বিধান, ব্যবস্থা; যথোচিত ব্যবস্থা; যুক্তিযুক্ত; উপযুক্ত
বীরধটি—বীরের উপযুক্ত পরিচ্ছদ
বীরধড়া—বীরের উপযুক্ত পরিচ্ছদ
বীরাসন—দক্ষিণ ও বাম-পদ যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন
বুদ্ধে—বুদ্ধিতে, জ্ঞানে
বুলি—ঘুরিয়া বেড়াই
বুলে—বেড়ায়; বলিল
বৃন্দ- শত কোটি
বৃন্দারক—দেবতা
বৃহন্দ—মহল
বেজ্জ—বৈদ্য, চিকিৎসক
বেড়—বেষ্টন
বেড়া—বেষ্টিত। বেড়া কীল—চারিদিক্‌ বেষ্টন করিয়া মারা কীল
বেরি বেরি—বারংবার

ভ

ভগ্ন পাইক—ভগ্নদূত, যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে যাইয়া পরাজয়-সংবাদ জানায়
ভণিত—বাক্য, কথা
ভদ্রাভদ্র—মঙ্গলামঙ্গল
ভবমুক্ত—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত
ভরন্ত—ভরা, পূর্ণ
ভল্লগণ—ভল্লুকগণ
ভল্লু—ভালুক
ভাঁড়াইয়া—প্রতারণা করিয়া
ভাগে—পলায়ন করে
ভাঙ্গড়—ভাঙ-খোর
ভাজন—আধার, পাত্র; উপযুক্ত পাত্র
ভাট - স্তুতিপাঠক
ভাণ্ডাইতে—প্রতারিত করিতে
ভাণ্ডাইব, ভাণ্ডাব—ভুলাইব, প্রতারিত করিব
ভাণ্ডাইল—প্রতারিত করিল
ভাণ্ডাও—ভুলাও
ভাণ্ডিবারে—প্রতারণা করিবার জন্য, ভুলাইতে
ভাণ্ডিয়া—ভুলাইয়া, প্রতারিত করিয়া
ভারকি—মুখভঙ্গি

ডেলা—জলাশয় পার হইবার ক্ষুদ্র তরীবিশেষ
ভোকে—ক্ষুধায়
ভোলা—ভোলানাথ মহাদেব

ম

মহাদেবী—ভগবতী; রাজার প্রধানা মহিষী
মহাপদ্ম—শতলক্ষ কোটি
মহামার—হৈচৈ; বিষম বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল; মহামারী
মহী—পৃথিবী; মহীরাবণ
মহীপাল—পৃথিবীপতি, রাজা
মহেশান—(মহা + ঈশান) মহাদেব
মাকুন্দ—দাড়িগোঁফ নাই এমন
মাতঙ্গ—হস্তী
মারুতি—মরুৎপুত্র, হনুমান্
মালসাট—বাহুতে চাপড় মারিয়া আস্ফালন; মালকোঁচা
মিতে—মিত্র, বন্ধু
মিতি—মিত্রতা
মিলি—মিলিত দল
মিহির—সূর্য্য
মিহিরবংশজ—সূর্য্যবংশোদ্ভূত
মুকুটি—মুষ্ট্যাঘাত, ঘুঁষি
মুখামৃত—থুতু
মুটকি, -কী—মুষ্টি
মুড়ে—মুণ্ডে। মুড়ে মুড়—মুণ্ডে মুণ্ডে অর্থাৎ ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া
মুদিত—আনন্দিত
মুনিদারা—মুনির পত্নী

য

যজ্ঞবাট—যজ্ঞস্থল
যশোধন—কীর্তিমান্, খ্যাতিসম্পন্ন
যুঝার যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ
যুতি—জ্যোতিঃ, দ্যুতি
যোগাদ্যা—ভগবতী, দুর্গা
যোবড়ায়ে—জুবড়াইয়া, ভিজাইয়া

র

রাণ্ডী—রাঁড়ী, বিধবা নারী
রামা—নারী, রমণী, স্ত্রী
রায়বার—সুখ্যাতি-সূচক গীত, স্তুতিগান; রাজ-বার্তা, দৌত্য
রাহুত—অশ্বারোহী সৈনিক, ঘোড়সওয়ার
রূপস রূপবান্; সুন্দর

ল

লোকনাথ—মনুষ্যগণের প্রভু; রাজা; জগদীশ্বর
লোটাইয়া—লুণ্ঠিত হইয়া
লোটায়—লুণ্ঠিত হয়
লোলিত—শ্লথ ঝোলা
লোলে—ঝোলে
লোহ—শোণিত, অস্ত্র

শ

শবরী—শবর-জাতীয়া নারী
শর্ব্বরী—রাত্রি
শিকলি—অধ্যায় ভাগ
শিখিপুচ্ছবদ্ধ—যাহাতে ময়ূরের পুচ্ছ আবদ্ধ আছে এমন
শিখী—ময়ূর
শিবা—শৃগালী
শিবাল—শিবার ন্যায় দেখা, [illegible]কের মজ্জা
শিরোপা—পারিতোষিক
শীল—স্বভাব
শুভমস্তু—(ইহা) মঙ্গলজনক হউক
শূর—শৌর্য্যশালী
শূর্প—কুলা। শূর্পণখা—কুলার ন্যায় নখবিশিষ্টা
শেলপাট—শল্যাস্ত্র, শূল
শৈলসার—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ
শ্যাম—ঘন নীলবর্ণ; সবুজবর্ণ
শ্যামবট—চিরসবুজ পত্রযুক্ত বটবৃক্ষ
শ্রীখণ্ড—চন্দনকাষ্ঠ

স

সংহতি—সহিত; একত্র, মিলন
সঙ্গতি—সঙ্গ
সঞ্চান—শোনপক্ষী, বাজপাখি
সঞ্চার—আবির্ভাব; গতি, প্রবেশ
সতাই—বিমাতা
সত্ত্বে—থাকিতে
সদন—আলয়, আবাস; সমীপ
সন্দর্ভ—গূঢ় তত্ত্ব, রহস্য
সন্দেশ—উপহার, বার্ত্তা, সংবাদ
সভাখণ্ড—সভাস্থ যাবতীয় লোক
সমীরতনয়—পবননন্দন, হনুমান্
সম্বাহন—মার্জ্জনা, মর্দ্দন
সম্বিধান—ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান, আদেশ
সম্ভাষা—সম্ভাষণ
সরণি—পথ
সরিৎপতি—সমুদ্র
সরিদ্বরা—নদীশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা
সর্ব্বত্রে—সকল স্থানে
সাঁচান—সঞ্চান, শোনপক্ষী
সাঁজ—কোন দণ্ডের সহিত ঝুলাইয়া দুই বা চারিজনে বাহিত ভার
সাঁতাল—একপ্রকার [illegible]
সানা—বর্ম্ম, শক্ত
সানি—সানাই
সান্ধাইল—প্রবেশ করিল
সান্ধান—প্রবেশ করেন
সান্ধায়—প্রবেশ করে
সাপটে—আস্ফালনে
সাপুটে—দৃঢ়রূপে জাপটাইয়া
সিংহবর্য্য—সিংহশ্রেষ্ঠ
সিয়ান—সেয়ানা, চতুর
সুদীঘল—অতিশয় দীর্ঘ
সুবেল—ত্রিকূট পর্ব্বত
সুমিত—সুমিত্র উত্তম বন্ধু
সুরবী—সুর-রমণী দেবী
সুসার—সুন্দর, সুবিধাজনক সারবান
সূর্প—কুলা
সোর—কোলাহল, গোলমাল
সোসর—সদৃশ
স্তবন—স্তব, স্তুতি

কৃত্তিবাসের পরিচয়

কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে সুদীর্ঘ কাল থেকে জনপ্রিয় ছিল, তার প্রথম প্রমাণ এই যে তাঁর পুঁথি যত বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্য কোন রামায়ণে তত বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কালের মানুষ কবি সম্পর্কে অত আগ্রহী ছিলেন না। তাই তাঁর কাব্যমধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু-একটি পদেই কবি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত ছিল। অবশেষে হুগলী জেলার বদনগঞ্জনিবাসী এক বৃদ্ধ কথকের কাছ থেকে পাওয়া ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের অনুলিখিত এক পুঁথি থেকে নকল করে সাহিত্যমোদী হারাধন দত্ত ভক্তনিধি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী পাঠালেন দীনেশচন্দ্র সেন মশাইকে। সেই নকল প্রকাশিত হল দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে, ১৯০১ সালে। ঐ আত্মকথাতেই আমরা প্রথম কৃত্তিবাসের কিছু বিস্তারিত পরিচয় পেলাম।

এই আত্মজীবনীটি সাহিত্যিক ধাপ্পাবাজী বলে দীর্ঘকাল সন্দেহ ছিল সাহিত্যিক মহলে। অবশেষে এ সন্দেহ মোটামুটি দূর হয় এবং ঐ বিবরণ অবলম্বনেই কৃত্তিবাসের কাল এবং জীবন কথা নিশ্চিত হয়।

ঐ আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে কৃত্তিবাসের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন নারসিংহ ওঝা। তাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান 'বাংলাদেশে'। এক সময় পূর্ববঙ্গে 'প্রমাদ' অর্থাৎ কোন প্রকার বিপর্যয় শুরু হয়। তাতেই নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে আসেন রাঢ় দেশে। গঙ্গানদী বয়ে আসতে আসতে গ্রামরত্ন ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। এ 'ফুলিয়া' আজও গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। শান্তিপুর রাণাঘাটের বাস রাস্তার পাশেই এ গ্রাম। জেলা নদীয়া। এখানেই নারসিংহ 'কুলে-শীলে ঠাকুরালে' সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই নারসিংহ থেকে কৃত্তিবাস চতুর্থ পুরুষ।

এগার বছর পার হয়ে বার বছরে পা দিয়ে কৃত্তিবাস বড় গঙ্গার পাড়ে ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকি সমান মহাতেজা গুরুর কাছে পড়তে গেলেন। ব্রহ্মার সমান উম্মাকার গুরুও শিষ্যের প্রসংশায় উম্মুখ হ'লেন। গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে এই সময় পঞ্চ গৌড়ের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন কৃত্তিবাস। পঞ্চশ্লোক পাঠিয়ে রাজসভায় প্রবেশের অনুমতি পেলেন। রাজসভায় দাঁড়িয়ে নানা রসের শ্লোকের পর শ্লোক বলে চললেন কৃত্তিবাস। বিমুগ্ধ গৌড়েশ্বর তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন মালা। আর কি দান গ্রহণ করবে পণ্ডিত? সকলে কৃত্তিবাসকে বাসনা পুরিয়ে চেয়ে নিতে বললেন। কিন্তু কৃত্তিবাস বললেন,

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥

রাজা-জয় করে ফিরলেন কৃত্তিবাস। এবার রাজ্য জয়। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, তাঁকে দেখবার জন্য জনপথ, রাজপথ লোকে লোকারণ্য। চন্দনভূষিত কৃত্তিবাসকে দেখে লোক উল্লাসিত। সকলে ফুলিয়া পণ্ডিতকে ধন্য ধন্য করল। এবার এই 'পণ্ডিত' রামায়ণ রচনা করতে বসলেন। কিন্তু কোন ভাষায়? অবহেলিত বাঙলা ভাষায়। কৃত্তিবাস নিজেই বলেছেন তিনি 'লোক বুঝাইতে' এ কাব্য রচনায় বসেছিলেন।

কৃত্তিবাসের জন্মসন

কৃত্তিবাসের জন্মসন নিয়ে পণ্ডিতী বিবাদের অন্ত নেই। তবে সাধারণভাবে সকলেই তাঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের মানুষ বলে অনুমান করেন। তিনি যে গৌড়েশ্বরের

দরবারে উপস্থিত হন, তিনি কারো কারো মতে ষোড়শ শতাব্দীর তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ, কারো মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান নরপতি রুকনুদ্দীন বারবক সাহ।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের মধ্যে তাঁর জন্ম সম্পর্কে একটি মাত্র পদ আছে। পদটি হ'ল,

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

এই পদটির পূর্ণ শব্দটি পুণ্য কি না, এ নিয়ে সন্দেহ আছে। এই পদের নানা অর্থ র এবং কুলজীগঞ্জীর বিবরণ ধরে নানাজন কৃত্তিবাসের নানা জন্মতারিখ ও রাজার কথা বলেছেন। মতগুলি হল :—

১. যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি : ১৩৫৪ শকে (১৪৩২ খ্রী:) ১১ই ফেব্রুয়ারী।

[তাহলে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস যে রাজদরবারে যান, তা হ'ল নাসিরুদ্দিন মহম্মদ্ (১৪৪২-৫৯ খ্রী:)-এর দরবার।]

২. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুরোধে পুণ্য' মাঘমাস ধরে দ্বিতীয় বিচার :—

১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবারে কৃত্তিবাসের জন্ম।

[তাহলে বিশ বাইশ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস যার রাজসভায় যান, তিনি হলেন রাজা গণেশ। ইনি দনুজমর্দ্দনদেব উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।]

এ বিষয়ে আমরা অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতটিকেই সমর্থন করেছি। তাঁর 'কৃত্তিবাস পরিচয়' নামক গ্রন্থের ৪৫-৪৯ পৃষ্ঠা উৎসাহী পাঠক দেখে নেবেন। তিনি রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্ কেই গৌড়েশ্বর রূপে প্রমাণ করেছেন। তিনি ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই হিসাবে আমরা কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ বলেই গ্রহণ করছি।

কৃত্তিবাসের কালে বাঙলাভাষা চর্চা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাতেই বাঙলাদেশে মুসলমান আক্রমণ হয়। মধ্যযুগে জীবন রাজনীতি থেকে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হ'ত ধর্মবোধের দ্বারা। তাই তুর্কি আক্রমণের প্রথম দিকে তারা নিজধর্মের বাইরে যা দেখেছে তাই ধ্বংস করেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা, সংস্কৃতি সবই ছিল তাদের চোখে 'কুফেরি'। তাই প্রথম দিকে তারা রক্তে এবং আগুনে সব কুফেরি বস্তুই ধ্বংস করেছে।

এই ধ্বংসের পূর্বে প্রায় দেড়শ বছর বাঙলা সংস্কৃতির এক অন্ধকার যুগ। রাজনৈতিক আকাশও মেঘলা। এরই মধ্যে খিলজী, তুঘলক এবং বলবন্ বংশের উত্থান ও পতন ঘটে। এই অহরহ রাজ্য বদলের পালা শেষ হয় শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২—১৩৫৭) রাজ্য লাভে। মাঝে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু রাজা গণেশ রাজ্যলাভ করেন। এঁর পুত্র মুসলমান হয়েও রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি। আবার আসে ইলিয়াস শাহী বংশ। এই সময় আবার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়।

অস্থিরতার কাল কাটিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলা সমাজ সংরক্ষণের চিন্তায় মেতে ওঠে। ঐ অন্ধকার যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত চর্চারও বিনষ্টি ঘটেছিল। দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রকৃতের খোলস ছেড়ে বাঙলা ভাষা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এই নবজাত ভাষায় সংস্কৃতের সব ঐশ্বর্য নিজের করে নেওয়ার নবীন ব্রত নিশ্চয়ই সেকালের শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রাণপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি কৃত্তিবাস তাদেরই অগ্রণী। তাই কবি বারংবার বলেছেন 'লোক বুঝাইতে'ই তাঁর এ প্রয়াস।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ স্বাধীন রচনা

বাল্মীকিকে আদি কবি বলে সম্মান দেখালেও কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করে কাব্যরচনা করতে বসেন নি। এ তাঁর স্বাধীন রচনা। জহুরীর মত তিনি নানা স্থান থেকে রত্ন আহরণ করেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রবল প্রভাব আছে। যে রামভক্তিবাদ কৃত্তিবাসী রামায়ণকে ভাবাতুর করেছে তা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। দস্যুরত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। কৃত্তিবাস সপ্ত কাণ্ডের নাম অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকেই গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে প্রথম ও ষষ্ঠ কাণ্ডের নাম যথাক্রমে 'বাল' এবং 'যুদ্ধ'। কিন্তু অধ্যাত্ম ও কৃত্তিবাসীতে 'আদি' ও 'লঙ্কা'। বাল্মীকি রামায়ণে রাম নরোত্তম মাত্র কিন্তু আধ্যাত্ম রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম দেবোত্তমই শুধু নন, পরম ব্রহ্ম।

জৈমিনী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনায় রামচন্দ্রের সঙ্গে লব কুশের যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে—বাল্মীকি রামায়ণে নেই। একথা কৃত্তিবাস জৈমিনী মহাভারত, খেকে গ্রহণ করেছেন। সীতা নির্বাসনের কারণ হিসাবে যে রজক কাহিনী বর্ণনা করেছেন কৃত্তিবাস, তা বাল্মীকি রামায়ণে নেই আছে জৈমিনী মহাভারতের মধ্যে বর্ণিত রামকথায়। চরের মুখে অপবাদের কথামাত্র বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন। কৃত্তিবাস এ দুটি ছাড়াও রাবণের ছবি এঁকে তার পাশে ঘুমিয়ে পড়ার একটি বাড়তি তথ্য যোগ করেছেন। মনে হয় এটি দেশ প্রচলিত লোক কথা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণেও এ কাহিনী আছে।

এসব উৎস ছাড়াও নানা পুরাণ থেকে কথা সংগ্রহ করেছেন কৃত্তিবাস। সেই কথা তিনি নানা সাগর ছেঁচে মুক্তা সংগ্রহ করে এ রত্নহার গেঁথেছেন। তাঁর ঋণ শুধু বাল্মীকির কাছে নয়।

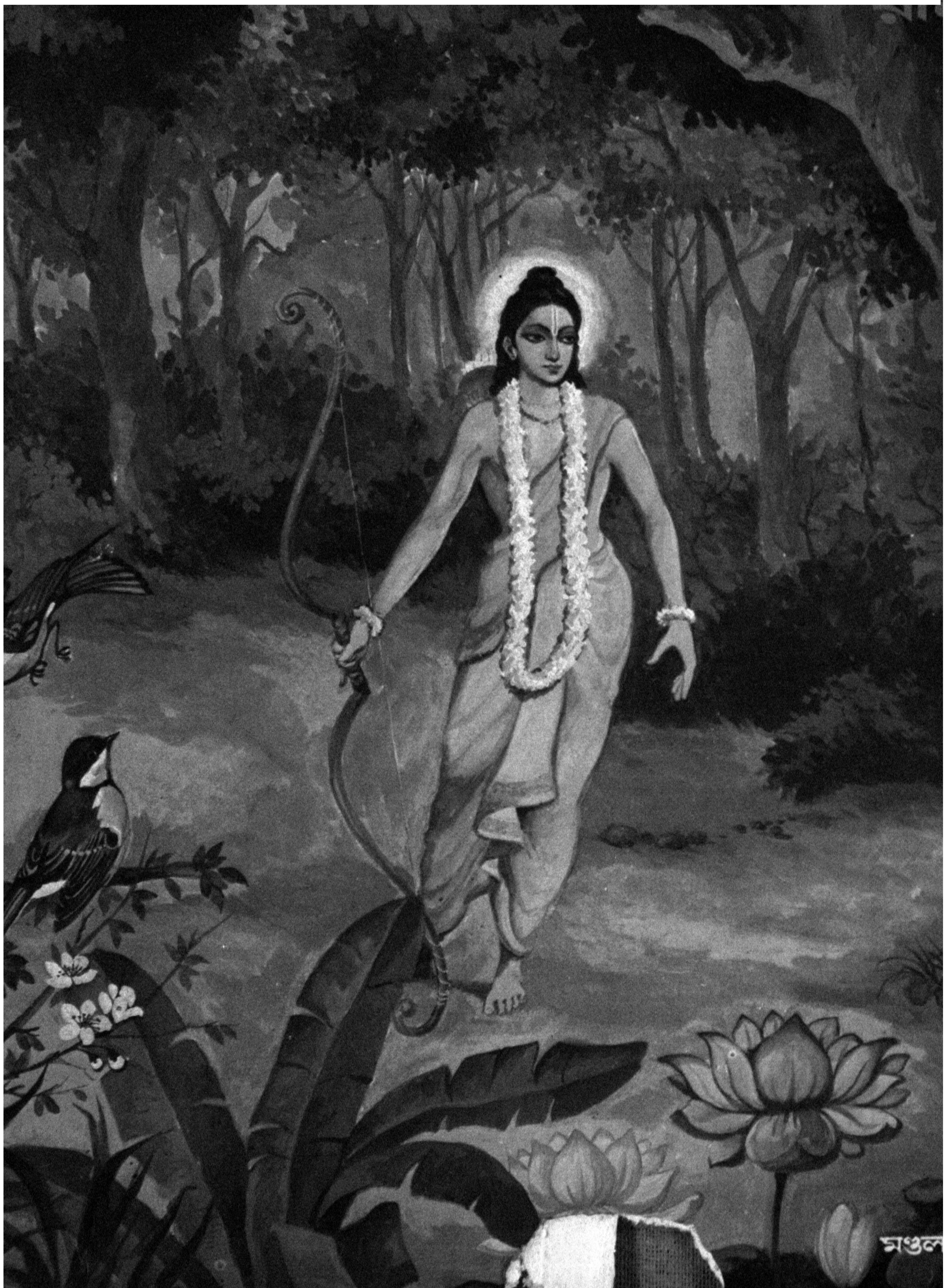
কৃত্তিবাসের কাব্য বিচার

কৃত্তিবাসের কাব্যের প্রধান রস—করুণরস। বাল্মীকির কাব্যের প্রধান রস বীররস, করুণরস তার সহচর। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি কাণ্ড থেকে উত্তর কাণ্ড—সবত্র শুধুই করুণ রস। কিন্তু একে শুধু শাস্ত্র বিহিত করুণ রস না বলে, একে বাঙালী মানসের রোদন প্রবণতার ফলশ্রুতি বলা আরও ভাল। রামচন্দ্র তো পূর্ণ ব্রহ্ম। তবু তার বেদনায় কে না আকুল? এ রামচন্দ্র শুধু বেদনাতেই কাঁদেন না, তিনি মিলনেও কাঁদেন। পৌরাণিক সীতা কৃত্তিবাসের কাব্যে এসে বাংলার নিপীড়িত কুলবধূর জীবনবেদনাকেই প্রকাশ করেছেন।

কৃত্তিবাসের কাব্যে বীররস কোথাও জমে ওঠেনি। যুদ্ধের বর্ণনাগুলি পৌন:পৌনিকতা দোষে দুষ্ট। এ বিষয়ে কবির অভিজ্ঞতা বা কল্পনা, কোনটিই কার্যকর হয় নি। কবি বীর রসের মধ্যে ভক্তি রস টেনে এনেছেন। বিশেষ করে লঙ্কাকাণ্ডে মাত্রাতিরেক ঘটেছে। রাবণ, বীরবাহু তরণীসেন—সকলেই প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নাবস্থায় ভক্তমাত্র।

হাস্যরস সৃষ্টিতে কৃত্তিবাস একান্ত বাঙ্গালী। কোথাও স্থূলতা, কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও সহজ সরল বর্ণনার মধ্যেই কবি সুযোগের সদব্যবহার করেছেন।

কৃত্তিবাসের কাব্যে কোথাও কোন বর্ণনায় বাঙলা দেশকে অতিক্রম করে যায় নি। স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা কোন ক্রমেই ফুলিয়ার বর্ণনার বাইরে নয়। ভরদ্বাজ আশ্রমে মুনিবর বানরদের যে ভোজ্য দান করেন, তাও একান্ত বাঙালীর ফলার। চৌদ্দ বছর উপবাসী লক্ষ্মণকে স্বয়ং সীতাদেবী যা রেঁধে খেতে দেন, বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের খাদ্যতালিকা মাত্র। এই বাঙালীর কবির কাব্য খনিতে বাঙালা ও বাঙালীরই পরিচয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই বাঙলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রধান বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।" আর এই দিকে তাকিয়েই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসকে বলেছেন 'বাঙালীর কবি'। এই অর্থেই তিনি আমাদের আদি কবিও বটেন।


মণ্ডল